প্রকাশক :
কার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫৭ বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক :
এ. টি. দাস,
রূপশ্রী প্রেস,
১৮ কৈলাস বসু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম সংস্করণ : কলিকাতা, ১৯৫০

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বেদান্ত প্রবেশ (ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভূমিকা)

গায়ত্রী রহস্য

মাতৃপূজা বা চণ্ডীরহস্য

অপ্রকাশিত :—

অপরোক্ষানুভূতি

শান্তিগীতা

রামগীতা

নাম মহিমা

৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়

বাবা,
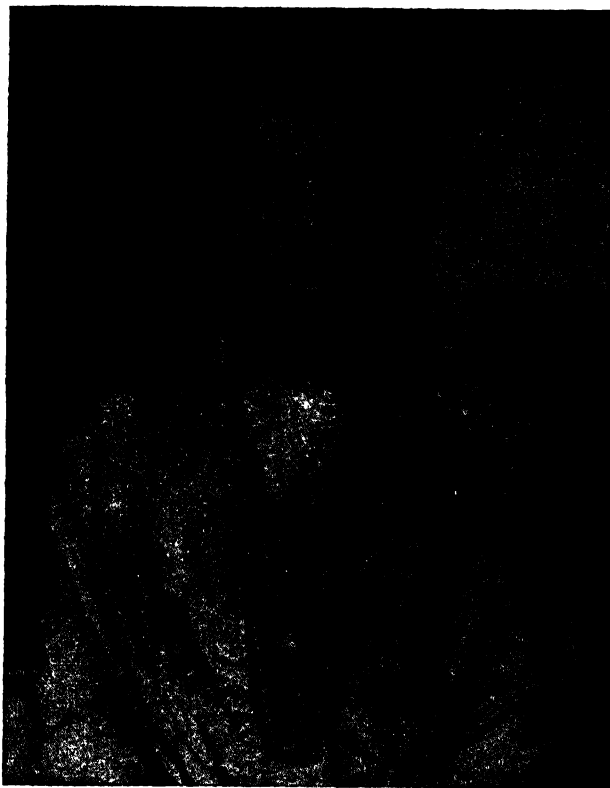
আপনার কথা যখনই মনে হয় তখনই আপনার প্রগাঢ় ভগবদ্বিশ্বাস ও নির্ভরতার কথা—আপনার কর্তব্যনিষ্ঠা, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন এবং সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকার কথা মনে হয়।

স্থূল শরীরে আপনি নাই কিন্তু আপনার জীবনব্যাপী সাধনা "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত" ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এই পরিণত বয়সের সাধ এই অমূল্য গ্রন্থগুলি প্রকাশ করে পুত্ররূপে আমার কর্তব্যের আংশিক অনুষ্ঠান করি।

আজ আপনারই রচিত "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভাগবত" এর ২য় খণ্ড (ব্রহ্মসূত্রের ২য় ৩য় অধ্যায়) আপনার নামে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়ে নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করছি।

অনিলহরি চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকের সংবেদন

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব লিখিত ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত দ্বিতীয় খণ্ড (ব্রহ্মসূত্রের ২য় ও ৩য় অধ্যায়—পৃঃ ১০৮৮) প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমি দুঃখিত। শ্রমিক অসন্তোষ, বিদ্যুৎ সঙ্কট প্রভৃতি নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করেও এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে মঙ্গলময়ের অপার করুণায় ও পিতৃপুরুষের আশীর্ব্বাদে। এই গ্রন্থের প্রস্তুতি পর্বে যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং যাঁরা বর্ত্তমান খণ্ডের উপস্থাপনায় সাহায্য করেছেন ও করছেন তাঁরা সকলেই আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পূজ্যপাদ পরম ভাগবতাচার্য্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, M. A, Ph. D (Chicago), D. Litt, মহাশয় লিখিত তথ্যসমৃদ্ধ ও বিদগ্ধ একটি ভূমিকা বর্ত্তমান খণ্ডে সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে। এইজন্য সেই মহাত্মাকে জানাই অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম—নিঃসন্দেহে তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞাসম্ভূতঃ বিশ্লেষণ ও সহৃদয় মূল্যায়ন গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

পরম সুহৃদ, পরম ভাগবত, অধ্যাপক ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য, M. A., Ph. D. (Vienna), D. Phill (Cal), সুগভীর তথ্যসমৃদ্ধ মুখবন্ধ লিখে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁহার প্রেরণা ও যত্ন ব্যতিরেকে এই পুস্তক সম্পাদনা সম্ভব হত না, ঈশ্বর চরণে তাঁর কল্যাণ কামনা করি।

পরম শ্রদ্ধেয়া ডঃ রমা চৌধুরী, প্রাক্তন উপাচার্য্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পুস্তকটির সুচিন্তিত সমালোচনা লিখে (উদ্বোধন পত্রিকা—ভাদ্র ১৩৮৬ সংখ্যা) আমাকে অনুগৃহীত করেছেন।

স্বদেশের মুখ উজ্জ্বলকারী পণ্ডিতরত্ন, অধ্যাপক ডঃ বিমলকৃষ্ণ মতিলাল, Spalding Professor of Eastern Religions & Ethics, All Souls College, Oxford, গ্রন্থটির একটি বিশদ আলোচনা প্রস্তুত করে প্রথম খণ্ড মুদ্রণের পূর্বেই ডাকযোগে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি ডাকের গোলমালে হারিয়ে যায়, হ্রস্বতর কিন্তু শ্রদ্ধানিষিক্ত একটি "পরিচায়িকা" (বাংলায়) এবং ইংরাজিতেও তাঁর সুচিন্তিত মূল্যায়ন পুনর্বার লিখে পাঠিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলাম।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনারায়ণ শাস্ত্রী, M. A., Ph. D, মহাশয় গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পাঠিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

যুগান্তর (২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬), দেশ (৬ই পৌষ ১৩২৬) ও উদ্বোধন (ভাদ্র সংখ্যা, ১৩২৬) পত্রিকাত্রয়কে পুস্তকটির প্রথম খণ্ডের সুচিন্তিত সমালোচনা প্রকাশনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গ্রন্থের মধ্যে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তার জন্যে আমি বা আমার অজ্ঞতাই দায়ী। সাষ্টাঙ্গ প্রণামের সঙ্গে এই মহাগ্রন্থরূপী নারায়ণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও পাঠকবর্গের নিকটও এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

৺পিতৃদেবের এই বিশাল গ্রন্থের তৃতীয় বা সমাপ্তি খণ্ড অতঃপর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের আগ্রহী ও পরিতৃপ্ত পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে এই সংবাদ নিবেদন করি।

মাঘী পূর্ণিমা ১৩২৬

২১ ডি, মহেন্দ্র রোড
কলিকাতা-২৫

অখিলহরি চট্টোপাধ্যায়

পরিচায়িকা

সমগ্র উপনিষদের সার সঙ্কলন করে বাদরায়ণ ঋষি ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন। বেদান্তদর্শনের ভিত্তি তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তদর্শনের সার ব্রহ্মতত্ত্ব। ব্রহ্ম ও ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই—শ্রীমদ্ভাগবতে একথা একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। স্বর্গত শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বহুদিন পরে তাঁর সুযোগ্য পুত্রের চেষ্টায় আজ সেই গ্রন্থ জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়েছে।

উপনিষদের ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দময় "রসোবৈসঃ"। ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণব্রহ্মসনাতন অখিল রসামৃতমূর্ত্তি পুরুষোত্তম। জ্ঞানীর অন্বেষণে যে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও নিরুপাধি, ভক্তের ভাবরসের সিঞ্চনে সেই মহাসত্তা চৈতন্যরসবিগ্রহ ধারণ করে শ্রীভগবান রূপে প্রকাশ পান। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার এই তত্ত্বটিকে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্য দিয়ে বারবার পরিস্ফুট করেছেন। শাস্ত্রীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে গ্রন্থকার তাঁর আপন সাধনা ও ভাবভক্তির সঙ্গম ঘটিয়েছেন। তার ফলে গ্রন্থটি পণ্ডিত ও ভাবুক ভক্তের কাছে সমান ভাবে উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

বর্ত্তমান সমালোচকের ছাত্রাবস্থায় এই বিরাট পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই সমালোচনা সেই স্মৃতি তর্পণে স-তিল গঙ্গোদক মাত্র।

বিমলকৃষ্ণ মতিলাল

ভূমিকা

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিতে আমাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন গ্রন্থকারের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান অনিলহরি। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, কারণ, গ্রন্থকার স্বর্গীয় রামপদ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় নিজেই ইহার একটি অপূর্ব্ব ভূমিকা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—নাম দিয়াছেন 'বেদান্তপ্রবেশ'। ভূমিকা একখানি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থ হইয়াছে ও ইহা বেদান্তসাহিত্যে একটি নূতন সংযোজন হইয়া থাকিবে।

এই গ্রন্থে প্রবেশ করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি 'বেদান্ত প্রবেশ' ভূমিকায় বলিয়াছেন। বলিয়াছেন পণ্ডিতের ভাষায়, সাহিত্যের স্নিগ্ধতায়, বৈষ্ণবের বিনয়ে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর ভূমিকা লেখার যোগ্যতা আমার আছে ইহা আমি মনে করি না। তবে, বৃথা প্রয়াস করিয়া লাভ কি ? লাভ আছে—শাস্ত্রমনন দ্বারা নিজেকে পবিত্র করা।

আমাদের চিত্তে দুইটি প্রধান বৃত্তি—একটি জানার ইচ্ছা আর একটি ভালবাসার ইচ্ছা। কখনও জানিয়া ভালবাসি, কখনও ভাল বাসিতে বাসিতে জানি। আবহমান কাল হইতে শাস্ত্রেরও দুইটি ধারা—জ্ঞানের ধারা আর ভক্তির ধারা। যাঁরা পরম তত্ত্বকে জানিতে চান, তাঁরা জ্ঞানী। যাঁরা তাঁকে ভালবাসিতে চান, তাঁরা ভক্ত। জ্ঞানীদের গ্রন্থ বেদান্তদর্শন। ভক্তদের গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। দুয়ে মিলও আছে, অমিলও আছে।

বেদান্ত বলেন বৃহত্ত্ব হেতু তিনি ব্রহ্ম, ভাগবত বলেন প্রিয়ত্ব হেতু তিনি পুরুষোত্তম। বেদান্ত বলেন তিনি শ্রেষ্ঠ, ভাগবত বলেন তিনি প্রেষ্ঠ। বেদান্ত বলেন তিনি আত্মারাম, ভাগবত বলেন তিনি প্রিয় প্রীতিকাম। বেদান্ত বলেন তিনি সর্ব্বেশ্বর, ভাগবত বলেন তিনি ভক্তের কিঙ্কর। বেদান্ত বলেন, তিনি বিশ্বের পালক, ভাগবত বলেন তিনি যশোদার পালিত। বেদান্ত বলেন তিনি সবার বড়, তিনি দাতা মহাজন, উত্তমর্ণ, ভাগবত বলেন তিনি প্রেমাতুর ভক্তের দ্বারে ঋণী, তিনি খাতক তিনি অধমর্ণ। বেদান্ত বলেন তিনি রস, ভাগবত বলেন তিনি রসিক, রসিকশেখর।

দুইটি ধারা, দুইটি পথ, দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গৌরসুন্দর সংবাদ দিলেন, দুইটি আলাদা নয়, গঙ্গা যমুনার মিলনভূমি আছে। পাণিনির

ভাষ্যকার যেমন পতঞ্জলি, বেদান্ত সূত্রের মহাভাষ্য সেইরূপ শ্রীভাগবতের শ্লোকাবলি—বেদান্তসূত্র দর্শন। ভাগবত সেই দর্শনভিত্তিক সাহিত্য।

এইসব কথা আমরা শ্রীগৌরগণের মুখে শুনিয়াছি। আজ তার রূপায়ণ দেখিলাম ৺রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীগ্রন্থে। প্রত্যেবটি বেদান্ত সূত্রের সঙ্গে ভাগবতের শ্লোকের এমন অপূর্ব মিল, দু'য়ের একই কথা একই সাধনা একই লক্ষ্য। একই গানের দুইটি সুর। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন সুরও দুটি নয়। একটিই সুর—আর একটি তারই ঝঙ্কার। একই "জন্মাদ্যস্য" মন্ত্রে উদ্বোধন; একই অদ্বৈতামৃতে পরিণতি। বেদান্ত ও ভাগবতের এই একরূপতা প্রতিপাদনে শ্রীগ্রন্থকারের ঐকান্তিক প্রয়াস ও তৎসাধনায় নিরলস তপস্যা, অটুট নিষ্ঠা, শাস্ত্রসমুদ্রের তলদেশে অবগাহন-কুশলতা লক্ষ্য করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। এই ভীষণ বস্তুবাদের যুগে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এতাদৃশ নিষ্কপট তন্ময়তা শুধু চিত্তাকর্ষক নয়, বিস্ময় উৎপাদক।

গ্রন্থকারের বৈশিষ্ট্য সমন্বয় দর্শনে। তিনি বলিয়াছেন, এই দেখ তৈত্তিরীয় শ্রুতি—"**যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে**", এই দেখ ব্রহ্মসূত্র "**জন্মাদ্যস্য যতঃ**", এই দেখ ভাগবতী মন্ত্র—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।"

প্রায় প্রত্যেকটি সূত্রে এইরূপ করিয়াছেন। শ্রুতি, গীতা, ভাগবত ও পুরাণাদির উদ্ধৃতি অফুরন্ত। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মিলনের সুর। শাস্ত্রের শ্লোক অনেকেই জানেন, কিন্তু যথাযথক্ষেত্রে তার উদ্ধৃতি ও একার্থকতা প্রদর্শন শুধু পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি নয়, কৃপালব্ধ অনুভূতির ফল।

গ্রন্থকার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈত ভাষ্য, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈত ভাষ্য, শ্রীমৎ নিম্বাকাচার্য্যের ভেদাভেদ ভাষ্য, শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈত ভাষ্য ও শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণের অচিন্ত্য ভেদাভেদ ভাষ্য এই ছয়খানি ভাষ্য আনুপূর্ব্বিক অধ্যয়ন করিয়াছেন। সমন্বয়ের দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিরোধিতা দেখেন নাই। অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই দেখিয়াছেন। যেখানে স্পষ্ট বিরোধিতা—সেখানেও বলিয়াছেন পারিভাষিক বিরোধমাত্র—বস্তুতঃ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাইতেছি—জ্ঞানী শিরোমণি আচার্য্য শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। বৈষ্ণবাচার্য্য ভক্তকুলমণিগণ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম তো নিশ্চয়ই সত্য, জগৎও সত্য। এই বিরোধিতা সুস্পষ্ট। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, এই বিরুদ্ধ উক্তি পরিভাষাগত।

শঙ্করের সত্যের সংজ্ঞাই হইল "কালত্রয়াবাধিত্বং, সর্ব্বকালাবাধিত্বং"। যাহা সর্ব্বকালে অবাধিত তাহাই সত্য, তাহাই ব্রহ্ম। অবাধিত অর্থ নিত্য একরূপ, একরস, কোনও প্রকার বিকার বা পরিবর্ত্তনরহিত, ইহাই সত্য। সুতরাং যাহার বিকার বা পরিবর্ত্তন আছে তাহা সত্য নয়। যাহা সত্য নয় তাহা মিথ্যা। জগৎ বিকারী, সুতরাং মিথ্যা।

এখানে মিথ্যা শব্দের অর্থ নশ্বর। জগৎ যে নশ্বর তাহা তো সকলেই মানেন। এই নশ্বর জগৎ লইয়া ব্যবহার কালে আমরা ইহাকে বিনশ্বর বলিয়া ভাবিনা, অপরিবর্ত্তনীয় ভাবি। শঙ্করও মিথ্যা জগতের ব্যবহারিক সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং বিরোধ কোথায়? গ্রন্থকারের মতে আচার্য্যগণের যাহা কিছু মতবিভেদ, তাহা পরিভাষাগতমাত্র।

শ্রীশঙ্কর গৃহীত সত্য মিথ্যার পরিভাষা আর একটু বিস্তার করিয়া বলা যায়—জগৎ যখন মিথ্যা তখন আমরা যে ভাবে জগৎ দেখি তাহা ভ্রম দর্শন মাত্র। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন তত্ত্বান্তর নাই, তখন জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর প্রকার দর্শন ভ্রমদর্শন ভিন্ন কিছুই নহে। অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প দর্শনের মত। এই বিচারের উপর শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন ও পরিণামবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। মূলতঃ বিরোধ নাই, পরিভাষাগত ভেদমাত্র।

গ্রন্থকারের এই পরম উদার দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব। **এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল রহস্য হইল বেদান্ত দর্শনকে আনুষ্ঠানিক সাধনশাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা।** দার্শনিক তত্ত্বে মতভিন্নতা অসহনীয় কিন্তু অনুষ্ঠান শাস্ত্রে মতভিন্নতা ধর্ত্তব্য নহে। কেহ বলেন আমি একাক্ষর "প্রণব" জপ করি, কেহ বলেন আমি ষড়ক্ষর "গোপাল" মন্ত্র জপ করি, কেহ বলেন আমি দশাক্ষর "গোপীজনবল্লভ" মন্ত্র জপ করি, কেহ বলেন আমি দ্বাদশাক্ষর "বাসুদেব" মন্ত্র জপ করি—কেহ বলেন আমি অষ্টাদশাক্ষর মহামন্ত্র জপ করি—কেহ বলেন আমি চব্বিশাক্ষর "গায়ত্রী" মন্ত্র জপ করি। এই মতভিন্নতা ধর্ত্তব্য নয়। যার যেমন রুচি, যার গুরু যেমন ভাবে কৃপা করিয়াছেন, সে সেইমত ভজনে চলিতেছে। ইহা লইয়া তর্ক বিতর্ক অচল। কিন্তু আপনি যদি দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় বলেন সমস্ত উপনিষদ ভরিয়াই ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলা হইয়াছে—তাহা হইলে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিব—তর্ক বিচার উপস্থাপন করিব। আপনার যুক্তিকে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইব।

দর্শনশাস্ত্র সিদ্ধান্তমূলক, তাহা যথোচিত ন্যায়ানুমোদিত তর্কবিচার দ্বারা গ্রহণীয় বা বর্জ্জনীয়। অনুষ্ঠানশাস্ত্র সেরূপ নহে। প্রসঙ্গতঃ বলি—প্রাচীন পূর্ব্বমীমাংসকেরা উত্তরমীমাংসার শুদ্ধ সিদ্ধান্তের কোন মূল্যই দিতে চাহেন নাই। তাঁহারা বলেন, সকল শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশই অনুষ্ঠানমূলক। যেখানে অনুষ্ঠানের নির্দ্দেশ নাই তাহা অনর্থক…আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ আনর্থক্যমতদর্থানাম্। কথাটির তাৎপর্য্য এই, আপনি বলিলেন—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম"—পূর্ব্বমীমাংসক বলিবেন—ঐ বাক্য অনর্থক। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মকে দিয়া আমি কি করিব—আমার কি করণীয় যদি না বলেন তাহা হইলে ঐ বাক্য আমার কাছে অর্থহীন। যদি বলেন "সত্যং পরং ধীমহি" পরম সত্যকে ধ্যান করি—তাহা হইলে বুঝিলাম আমাকে একটি অনুষ্ঠান করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এইজন্য মীমাংসকেরা বলেন—

"চোদনালক্ষণো ধর্ম্ম"

যে বাক্যে চোদনা অর্থাৎ কর্ম্মপ্রেরণা আছে, তাহাই ধর্ম্মীয় বাক্য। এই মতে শাস্ত্র অনুষ্ঠানমূলক। যেখানে অনুষ্ঠান নাই তাহা আবার শাস্ত্র কি?

এই পূর্ব্বমীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গ্রন্থকার বেদান্তকে অত্যুত্তম আনুষ্ঠানিক শাস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য দেখিয়াছেন, যেখানে শুদ্ধ দার্শনিক বিরোধিতা সেখানে উপেক্ষা করিয়াছেন—দেখিয়াও দেখেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতেছি :—

ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে "উভয়লিঙ্গাধিকরণে" ১১ সূত্রে—**"ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥"** তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম হইতে দশটি সূত্র জীবের স্বপ্নাবস্থা ও মূর্চ্ছাবস্থার কথা। ইহার পর প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও কয়েকটি কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ এই—সুষুপ্তি কালে জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধ ঘটে। তখন জীবের দোষাদি ব্রহ্মে স্পর্শ করে কিনা, পরবর্ত্তী ৩।২।১১ সূত্রে—**"ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি"**—জিজ্ঞাসার জবাব দিতেছেন।—জবাবে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ও শঙ্করাচার্য্যের উত্তর একই—ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না, কিন্তু তাহার কারণ দ্বিবিধ—প্রায় বিপরীত।

"ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" ॥

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ

পরব্রহ্মে কোনরূপ দোষস্পর্শ হয় না (ন স্থানতোঽপি). কেননা—সর্ব্বত্রই শ্রুতিতে তাঁহার (ব্রহ্মের) উভয়লিঙ্গ সগুণ নির্গুণ ভাব—সবিশেষ নির্ব্বিশেষ ভাব দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা—"স্থানতোঽপি"—উপাধিযুক্তা অবস্থাতেও ব্রহ্ম উভয়লিঙ্গং ন। সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়রূপ নহেন—যেহেতু সমস্ত শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ আছে (সর্ব্বত্র হি)।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে কোথাও সবিশেষ নির্ব্বিশেষ এই দুই-প্রকার বলা হয় নাই। সর্ব্বত্রই তিনি নির্ব্বিশেষ। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন, ব্রহ্মসর্ব্বত্রই শ্রুতিভরা, সবস্থানেই সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। এই মন্ত্র হইতেই শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যদের দ্বন্দ্ব আরম্ভ। না হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে বিশেষ কোন বিরোধিতা দৃষ্ট হয় নাই। এই সূত্রের বিরোধিতা এত প্রবল যে নীরব থাকা যায় না। গ্রন্থকার এই সব বিচার উপেক্ষা করিয়াছেন—কারণ বেদান্ত তাঁর কাছে অনুষ্ঠানশাস্ত্র। ব্রহ্ম সবিশেষ না নির্ব্বিশেষ না উভয়—ইহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। ব্রহ্ম আরাধ্য, ব্রহ্ম উপাস্য, ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু—ইহাই বড় কথা।

গ্রন্থে আলোচনার ধারা সুন্দর ও শাস্ত্রসম্মত। ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ। প্রসঙ্গতঃ জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও সিদ্ধিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এই সব আলোচনায় যুক্তি বিচার সিদ্ধান্ত সকলই উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত। গ্রন্থকার শাস্ত্রব্যাখ্যায় প্রত্যেক সূত্রের উপরিভাগে "ভিত্তি" এই নাম দিয়া উপনিষদের এক বা একাধিক মন্ত্র সুস্পষ্টভাবে স্থাপন করিয়াছেন। এই ভিত্তিটি হইল মূল বিষয়। মূল বিষয় সম্বন্ধে কোথাও কোন সংশয়ের কারণ না থাকিলে আলোচনায় দৃঢ়তা থাকে না। এই হেতু ভিত্তি স্থাপন করিয়াই সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়ান্বিত বিষয় সম্বন্ধে দুইটি পক্ষ—এক বিরোধি-পক্ষ—অপর স্বপক্ষ বা সিদ্ধান্তস্থাপক পক্ষ। বিরোধিপক্ষের অন্য নাম পূর্ব্বপক্ষ। পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিয়া সত্য নির্ণয়ের নাম সিদ্ধান্ত।

ভিত্তি, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত নির্ণয়। এই চারি অঙ্গ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপনের পর আর একটি কার্য্য বাকী থাকে—তাহার নাম প্রয়োজন বা সঙ্গতি। পূর্ব্বে বা পরে যে সকল সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বা হইবে, তাহার সহিত প্রসঙ্গাধীন সূত্রে স্থাপিত সিদ্ধান্তের কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই—ইহা দেখাইতে হইবে।

সকল সময়ই একটি একটি সূত্র লইয়া বিচার হয় নাই, কখনও একাধিক সূত্র লইয়া একবারে বিচার হয়। একবারে বিচার্য্য সূত্রগুলিকে এক একটি অধিকরণ বলে। ব্রহ্মসূত্রে ১৬৭টি অধিকরণ আছে। প্রত্যেক অধিকরণের বিচারেই উপরোক্ত ভঙ্গি অনুসৃত হইয়াছে। ইহাতে বিচারের কাঠিন্য কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইয়াছে।

এই পুণ্যভূমিতে বহু শাস্ত্রসাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থকার তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অবলম্বিত পথ—জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিসরণি। শ্রীগীতায়—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

এই মন্ত্র এই সাধকের জীবাতু। ব্রহ্মভূত হইলেই পরাভক্তি লাভ। জ্ঞানীই একভক্তি একনিষ্ঠ ভক্তিমান। ব্রহ্মবস্তুকে জানা অর্থই পাওয়া। গভীরভাবে পাওয়াতেই একত্বানুভূতি। একত্বানুভূতিতেই ভক্তি বা ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ। ইহারই নামান্তর "অপরোক্ষানুভূতি", এই অনুভূতি সাধনার লক্ষ্য। এই অনুভূতি কালে জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান একান্ত ভাবেই লয় হয় কিংবা কোথাও কিঞ্চিৎ দ্বৈতভাব অবশেষ থাকে—এই সূক্ষ্ম বিচারে গ্রন্থকার বেশী সময়ক্ষেপ করেন নাই।

গ্রন্থকারের দৈন্য অতুলনীয়। কালিদাস কবি দৈন্যে বলিয়াছেন "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ।" ইনি বলিয়াছেন এই দৃষ্টান্ত আমার বেলা নয়—আমার প্রচেষ্টা টুনি পাখীর এককণা করিয়া বালুকা ঠোঁটে করিয়া নিয়া সমুদ্র ভরাট করার তুল্য। গ্রন্থকার নিজ লেখাকে রাসভরাগিণীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। এইসব দীনতার ভাষা পরম বৈষ্ণবোচিত।

"উত্তম হইয়া আপনাকে হীন করি মনে"। সত্যকারে এই হীনতার বোধ যাহার জাগিয়াছে সে নিশ্চয়ই মহদ্বস্তুর সন্ধান পাইয়াছে, প্রদীপটির অগ্রভাগে যে সলিতাটুকু পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—সে-ই তো আলো দিতেছে।

ভূমিকায় আমার যে কয়টি কথা বলিবার ছিল বলিলাম। এখন গতানুগতিকভাবে বলিতে হয়, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। কিন্তু আমি কামনা করিলেই কি হইবে? এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে এমন আশার চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হয় না।

আর্য্যঋষির যে-খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—বেদান্ত—তাহার নাম শুনিতে এখন যুবকদের মনে ভীতি জাগে। ষাট বছর আগে আমাদের ছেলেবেলাতেও এমন ছিল না, স্কুলজীবনে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের নামের পিছনে বেদান্ত-কেশরী বিশেষণ দেখিয়া অন্তরে উল্লাস জাগিয়াছিল—মনে হইয়াছিল কেশরী হইতে না পারিলেও জীবনে কেশরী-শাবক হইবই।

বেদান্ত বলিতে যাহাদের মনে ভীতি জাগে, তাহাদের কাছে যুক্ত করে অনুনয় করিয়া বলি—এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করুন। দেখিবেন ভীতির স্থানে তৃপ্তি আসিয়া ভরিয়া যাইবে। হিন্দুশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক সম্পদ দেখিয়া বুকটা আনন্দে ফুলিয়া উঠিবে। স্বকীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধাই জাতির জীবনরক্ষার মহৌষধি॥

অলমতি বিস্তারেণ—জয় জগবন্ধু হরি—

বিনয়াবনত
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মুখবন্ধ

ভারতীয় সাধনার বহু বিচিত্র ধারার মধ্যেও ইহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর ঐক্য সুপরিস্ফুট। অতীতের উষালোকে শান্ত তপোবনের বেদীতলে আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্রহ্মচারী শিষ্যগণকে আচার্য্য কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বাদরায়ণ ব্যাসদেব যে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই 'ব্রহ্মসূত্রে' বিধৃত হইয়া আছে। 'ব্রহ্মসূত্র' বেদান্তসাধনার মূল গ্রন্থ। পরবর্তী কালে ব্রহ্মসূত্রের উপর অনেক ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, কিন্তু, আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যই প্রধান, সম্ভবত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্তী কোন কোন আচার্য্য (যেমন উপবর্ষ, ব্রহ্মদত্ত, ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব ভাষ্যের প্রচার বিশেষ না হওয়ায় এবং কালক্রমে বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবল হওয়ায় বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের আশায় শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য রচনা করেন। একদিকে সন্ন্যাসীদের জন্য শুদ্ধ জ্ঞানমার্গের উপদেশ দিয়া ও অন্যদিকে গৃহস্থদের জন্য উপাসনা মার্গের প্রচার করিয়া তিনি বেদান্ত তত্ত্বকে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে লইয়া আসিলেন।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেমন ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনিই অদ্বৈতবিরোধী বেদান্ত সম্প্রদায়ের ধারাও অনবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ রচনা করিয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের অনুপম মহিমা কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। সত্যদর্শনের এইরূপ কত মত ও পথের ধারায় অবগাহন করিয়া অবশেষে আমরা অমিয় নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভক্তিবাদের মধ্যে ডুবিয়া পরমলীলার আস্বাদ পাইলাম। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির ওপারে যে আনন্দময় পরমপুরুষ সকল মানুষের পরম গতি, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে যাইয়া একের পর এক অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় কোষগুলির আবরণ উন্মোচন করিয়া অবশেষে যে **'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্'** সেই সত্যের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া আপন হৃদয়-আকাশে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। কিন্তু সে মূর্তি শুষ্ক জ্ঞানময় নয়, তাহা রসমূর্তি, যাহার মধুর বেণুরবে 'যমুনা বহত উজান'।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মাধ্যমে ব্যাসদেব এই রসমূর্ত্তিরই সাধনায় রসিক ভক্তগণকে আহ্বান করিলেন **"পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"**। ভাগবতকে আমরা সাধনার আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বাঙ্গালীর মনীষা ভাগবতের অসীম সৌন্দর্য্য অপরের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিল। ভাগবতের রসধারায় গা ভাসাইয়া দিয়া আমরা শরণাগতি ও আত্মসমর্পণের নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততার মধ্যে সত্যের ঘাটে পৌঁছাইতে চাহিলাম। বাঙালীর ধর্ম, দর্শন, চিত্রকলা, সাহিত্য ভাগবতের রসে ভরিয়া উঠিল। **"ভাগবত ধর্ম্ম হয় ইঁহার শরীর"** সেই প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্বপ্রথম বাঙালীর অঙ্গনে সন্ধ্যাপ্রদীপে ভাগবতের আরতি করিলেন। ভক্তিবাদ আমাদের মজ্জার সহিত মিশিয়া গেল। আমাদের চিন্ময় আকাশে ভাগবত এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল রচনা করিল। ফলে এক অপরূপ সত্যের সন্ধান আমরা পাইলাম—**'ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ভাষ্য'**।

কালক্রমে নির্মল জ্ঞানবাদের মূলগ্রন্থ 'ব্রহ্মসূত্র' ভক্তিবাদের আধার ভাগবতের মধ্যে পরিণতি লাভ করিল। বেদ-কল্পতরুর রসাল ফল (**"নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্**) ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সাররূপ গৃহীত হইল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিলেন "অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত। ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে একমত"। (চৈতন্য চরিতামৃত)। গরুড় পুরাণকারের মতে "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীমদ্‌ভাগবতমিষ্যতে"। শ্রীজীব গোস্বামী নিঃসংকোচে বলিলেন, "পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি রচনা করিয়াও ভগবান ব্যাসদেবের চিত্ত অপরিতৃপ্ত, অতএব সেই সূত্রেরই ভাষ্যস্বরূপ ভাগবত রচনা করিলেন, যাহার মধ্যে সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হইল" (**"যৎ খলু সর্ব্বপুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চ প্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজ সূত্রানামকৃত্রিমভাষ্যভূতং সমাধিলব্ধমাবির্ভাবিতম্। যস্মিন্নেব সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়ো দৃশ্যতে"—তত্ত্বসন্দর্ভ**)

বর্ত্তমান গ্রন্থকার সুপণ্ডিত মনীষী শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্যার্ণব, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও মনীষার দ্বারা এই সমন্বয়ের সূত্রটিকে আবিষ্কার করিয়া ফুলে ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার 'বেদান্ত প্রবেশ' গ্রন্থখানি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি ছিল বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকা। তাহা পাঠ করিয়া সেদিন আমরা লেখকের মননশীলতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, আজ তাঁহার এই বিশাল মূল গ্রন্থটি পড়িয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইলাম। "ব্রহ্মসূত্রের"

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, দ্বৈত কত ব্যাখ্যাই ব্রহ্মতত্ত্বকে নানারূপে প্রতিপাদন করিয়াছে। সেই পরম্পরারই অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ "ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত।"

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে বিদগ্ধ গ্রন্থকার ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের চারিটি পাদের আলোচনায় বেদান্ত ও ভাগবতের অতি সূক্ষ্মতত্ত্বের রহস্য সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান খণ্ডে তিনটি অধ্যায়ের আলোচনা পূর্ণ হইল। চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। প্রথম খণ্ডের প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ। এই ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের সহিত স্বভাবতঃই বিরোধ আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান খণ্ডের প্রথমে সেই বিরোধ পরিহারের কথাই আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ভাগবতসম্মত পরিণামবাদের যথার্থ স্বরূপটিকে উন্মোচন করিয়াছেন। স্থানে স্থানে রামানুজ, মধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্মত ব্রহ্মকারণতাবাদের আলোচনা লেখকের গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের নিদর্শন। বিশেষতঃ কর্মবাদের আলোচনায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের পরীক্ষা নিরীক্ষার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা সূক্ষ্ম মননশীলতার পরিচায়ক। দ্বিতীয় পাদের আলোচনায় লেখক দেখাইয়াছেন, সাংখ্য এবং বেদান্ত একে অপরের পরিপূরক। প্রসঙ্গতঃ বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের আলোচনায়, বিশেষতঃ বৌদ্ধ 'শূন্যতা'বাদের বিশ্লেষণে লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় পাদের আলোচ্য চিৎ ও অচিৎ জগৎ-প্রপঞ্চ এবং জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ। এই প্রসঙ্গে অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিম্ববাদ —বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত এই দুইটি মতবাদের প্রতি লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন—জ্ঞান অথবা কর্ম, গুরুকৃপা অথবা আত্মপ্রযত্ন, ভক্তিমার্গের উপাসনায় অভেদ ভাবনার স্বরূপ, ভগবৎ-প্রাপ্তিতে কর্ম ও বিদ্যার সহযোগ—এই সকল বিষয়ের উপর লেখক মৌলিক আলোকপাত করিয়াছেন। গ্রন্থটির সর্বত্র লেখকের নির্লেপ মানসিকতার পরিচয় বহন করে। ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশে শ্রীচট্টোপাধ্যায় পূর্ব্ববর্তী ভাষ্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া স্বাধীন প্রত্যয়ের সহিত বেদান্তরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন এবং ভাগবতের মধ্যে তাহার সমর্থন সন্ধান করিয়াছেন। ফলে ভাগবত দর্শনের সামগ্রিক রূপটিও আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গ্রন্থটি একেবারে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের অনন্য সাহিত্য রূপে গণ্য হইবে এবং

পাঠকের নিভৃত মানসে এক শাশ্বত সত্যকে নূতনভাবে অনুভব করিবার প্রেরণা জাগিবে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থটির মাধ্যমে ব্রহ্মসূত্রের তত্ত্ব ও রহস্যময়তা তাহার উচ্চশিখর হইতে নামিয়া আমাদের অতি কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, স্বর্গের পারিজাত আমাদের গৃহাঙ্গনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে লেখক এই গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করিয়া বাঙলার দর্শনসাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাঙলায় দর্শন বিষয়ক মননশীল গ্রন্থ রচনা আজকাল বিরলপ্রায় বলিলেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনা নূতন আশার সঞ্চার করিল। স্বর্গত লেখক তাঁহার সারাজীবনের সাধনার ফলটিকে বৃহত্তর পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু আশা করিয়াছিলেন—হয়তো তাঁহার কোন উত্তরপুরুষ এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। সুখের বিষয়, তাঁহার একমাত্র পুত্র, বর্ত্তমান গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীঅনিলহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিশাল গ্রন্থটিকে প্রকাশ করিয়া এক সুকঠিন কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। তাঁহার কাছে বাঙলার মননশীল পাঠক সমাজ চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

স্বাঃ। শ্রীগোপিকা মোহন ভট্টাচার্য

সূত্র ও সূত্রে আলোচিত বিষয়

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহংকার—প্রত্যেকের ক্রিয়া ; শ্রীভগবচ্চরণে ভক্তিই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়, আত্মা উপাধিতে অবতরণ করেন কেন ? দুই প্রকারে আলোচনা—(১) ব্রহ্মকোটি হইতে, (২) জীবকোটি হইতে ; বালিকার পুতুল বাক্সের দৃষ্টান্ত ; জীবের কর্ম্মই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ ; কর্ম্মবাদ প্রারব্ধ ও অনারব্ধ ; অনারব্ধ কর্ম্ম দ্বিবিধ—সঞ্চিত ও ক্রিয়মান ; জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ; পূর্ব্বজন্ম কাহার ? জীবাত্মা কি ? কর্ম্ম-ধ্বংসই পুনর্জন্ম নিবারণের উপায় ; শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণই কর্ম্মধ্বংসের প্রকৃষ্ট পন্থা ; ভগবদিচ্ছাই জীবের সুপ্ত কর্ম্মের প্রবোধক ; কর্ম্মমাত্রই বহির্জগতে অভিব্যক্ত অন্তর্জগতের ক্রিয়া ; কর্ম্মমাত্রই গুণ-সম্ভূত—প্রকৃতির ব্যাপার—সুতরাং জড় ; কর্ম্ম স্বতঃ ভাল বা মন্দ নহে, কর্ত্তার কর্তৃত্ব-বুদ্ধি উহাতে ভালমন্দ ভাব আরোপ করে ; কর্ম্মের স্বতঃ বন্ধন করিবার শক্তি নাই ; কর্ম্মে আসক্তিবশতঃ কর্তৃত্ব ও মমত্ব বুদ্ধি বন্ধন সৃজন করে ; উহা আগন্তুক মাত্র—কর্ত্তার দ্বারা সৃষ্ট ; উপাধিতে আত্মার অধ্যাস সাময়িক মাত্র, উহা দ্বারা শুদ্ধ-জীবে কোন প্রকার লেপ স্পর্শ করে না ; সুতরাং "হিতাকরণ" ও "অহিতাকরণ" আপত্তির কোন হেতু নাই।

২৪।১৬৩ **অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তেঃ ॥** ২ ১ ২৪ ৮০৯

জীব চেতন হইলেও স্বতন্ত্র নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

নহে, উপাধি; গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্ব্বাণ; উঁহার প্রচারিত মত উপনিষদের শিক্ষার একদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি বেদের নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব স্বীকার করেন না; তিনি ২৫তম বুদ্ধ ছিলেন ও পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্পকাল পরে অজাতশত্রুর রাজত্বকালে রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন; ইহার শতাধিক বা দ্বিশতাধিক বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন; অশোকের রাজত্বকালে খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ অব্দে পাটলীপুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি; কণিষ্কের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জলন্ধরে শেষ বৌদ্ধ সঙ্গীতি।

বৌদ্ধগণ প্রধানতঃ "হীনায়ন" ও "মহায়ন" নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; "হীনায়ন"গণ "বৈভাষিক" ও "সৌত্রান্তিক" ভেদে দুই সম্প্রদায়ে এবং "মহায়নগণ" "যোগাচার" ও "মাধ্যমিক" ভেদে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত; বৌদ্ধমতে অবিদ্যা, সংস্কার প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার পদার্থ; বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিকগণের মতবাদ; প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায় ক্ষণিকবাদী, চতুর্থ সম্প্রদায় সর্ব্বশূন্যবাদী; ব্রহ্মসূত্র রচনার সময় উক্ত সম্প্রদায়গণ উক্ত নামে প্রচলিত না থাকিলেও, উহাদের মতবাদ বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত থাকায় তাহাদের নিরসনের জন্য সূত্রে

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

উপলক্ষ্যে "শূন্য" শব্দ একাধিক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; লৌকিক দৃষ্টান্তে শূন্যতত্ত্ব বুঝিবার প্রয়াস, বৌদ্ধের "শূন্য" বেদান্তের কূটস্থ—কেবল শেষেরটি ভাবাত্মক।

জৈনমতের সংক্ষেপ সমালোচনা। ঋষভদেব আদি জিন বা তীর্থঙ্কর; তাঁহার পর ২৪-তম তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান বা মহাবীর; তিনি বুদ্ধদেবের জীবিত কালে বর্ত্তমান ছিলেন; বর্দ্ধমান তাঁহার পূর্ব্বতন তীর্থঙ্কর-গণের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতই প্রচার করেন; খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলীপুত্র নগরে একটি সমিতি আহূত হয়; তাহাতে তীর্থঙ্করগণের উপদেশসমূহ সংগৃহীত হয়; পরে খৃষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে বল্লভীতে শেষ সমিতির অধিবেশনে উহা সংশোধিত হয়; জৈনমত উল্লেখ; জৈনমতে চেতনাজীবের স্বরূপ; জৈনের "সপ্তভঙ্গী" ন্যায়; পুদ্গণের সহিত জীবের যোগই সংসার; জৈনমতে ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্রই আপেক্ষিক; জৈনমতে পরমার্থ সত্য বা জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বর নাই; আপেক্ষিক সত্য বলিলে একটা পরমার্থ সত্যের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই উদয় হয়; পরবর্ত্তী জৈন দার্শনিকগণ ইহা কতক বুঝিয়াছিলেন।

৬।৫৫ **একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ :—** ৯৩১-৯৩৫

৩৩।২১০ **নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥** ২ ২ ৩৩ ৯৩১

এককালে একপদার্থে যুগপৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ অসম্ভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

১৭।২৩৯ **চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥** ২ ৩ ১৭ ৯৮০-৯৮৭

চরাচরে সমুদায় শব্দ মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক, গৌণরূপে তত্তৎ পদার্থের বাচক ; উক্ত বস্তুজাতের নাম ব্যবহারিক ভাবে উহাদের বাচক হইলেও উহারা মুখ্যতঃ ব্রহ্মেরই বাচক ও ব্রহ্মের শক্তিই সমুদায় প্রপঞ্চ জাত বস্তুকে তত্তৎ আকারে আকারিত করিয়া রাখিয়াছে ; ঐ সকল নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মভাব হৃদয়ে জাগরুক করানই সমুদায় সাধনার উদ্দেশ্য ; যদি শব্দ মাত্রই ব্রহ্মের বাচক, তবে তাঁহাকে কি নামে কীর্ত্তন করা প্রয়োজন ? যে নামের উচ্চারণে হৃদয়ে নামীর ভাব বা ব্রহ্ম ভাব উদয় হয় তাহাই কীর্ত্তনীয় ; গুরুই শিষ্যের অধিকারানুসারে এই নাম বাছিয়াদেন।

৩।৬০ **আত্মাধিকরণ :—** ৯৮৮-৯৯৩

২৮।২৪০ **নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥** ২ ৩ ১৮ ৯৮৮-৯৯৩

আত্মার উৎপত্তি নাই ; জীব অজ্ঞ হইলেও ব্রহ্মশক্তি বিধায় এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা হানি হয় না ; বিবিধ উপাধিতে উপহিত জীব বিবিধ বর্ণের কাচাবরণের মধ্যে অবস্থিত শ্বেত আলোকের ন্যায় ; আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন, ভেদ দর্শনই ভ্রম, এই ভ্রম জ্ঞান স্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে থাকে, এইরূপ থাকিবার হেতু ভগবন্মায়া বা ভগবানের সংকল্প।

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
৪৭।২৬৯	**স্মরন্তি চ ॥**	২	৩	৪৭	১০৫৮-১০৫৯
৪৮।২৭০	**অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধা-জ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥** দেহসম্বন্ধ বশতঃই লৌকিক ও বৈদিক অনুজ্ঞা-পরিহার উপপন্ন হয়।	২	৩	৪৮	১০৬০-১০৬১
৪৯।২৭১	**অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥** জীবাত্মা অণু-পরিমাণ হেতু উপাধিতে অভিমানী অবস্থায় পরস্পর ভেদ থাকায় ভোগের সাংকর্য্য হইতে পারে না।	২	৩	৪৯	১০৬২-১০৬৩
৫০।২৭২	**আভাস এব চ ॥** প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকরণ।	২	৩	৫০	১০৬৪-১০৬৭
৫১।২৭৩	**অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥** প্রাক্তন কর্ম্মই বৈচিত্র্যের কারণ।	২	৩	৫১	১০৬৮-১০৬৯
৫২।২৭৪	**অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥** সংস্কার, বাসনা প্রভৃতি প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন।	২	৩	৫২	১০৭০-১০৭১
৫৩।২৭৫	**প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥** স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা নরকে জন্ম প্রাক্তন কর্ম্ম সাপেক্ষ।	২	৩	৫৩	১০৭২-১০৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
	স্বরূপে, ভোগ্যরূপে ও ভোক্তৃরূপে আপনাকে প্রকটিত করেন ; ত্রিবৃৎকরণ পরে পঞ্চীকরণ নামে কথিত হয় ; পঞ্চীকরণের চিত্র ; ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ—তবে নামরূপ অভিব্যক্তি পরমাত্মা হইতেই, এ প্রকার উক্তি কি প্রকারে সঙ্গত হয় ; ব্রহ্মা ভগবানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ও তাঁহার অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া, ভগবানের দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন।				
২১।২৯৬	**মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥** মাংসাদি পার্থিব বলায় উহাদের সহিত ত্রিবৃৎকরণের সম্পর্ক নাই।	২	৪	২১	১১৩৭-১১৩৮
২২।২৯৭	**বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥** সমুদায় ভূতই ত্রিবৃৎকৃত বা ত্র্যাত্মক অথবা পঞ্চীকৃত, তথাপি যে যে ভূতে নিজ নিজ ভাগের আধিক্য বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই সেই নামে উল্লিখিত।	২	৪	২২	১১৩৯

তৃতীয় অধ্যায়—সাধন—প্রথম পাদ

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
২।২৯৯	**আত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥**	৩	১	২	১১৫৫-১১৫৬
৩।৩০০	**প্রাণগতেশ্চ ॥** দেহ হইতে উৎক্রমণের সময় প্রাণ জীবের অনুগমন করে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অনুগমন করে।	৩	১	৩	১১৫৭
৪।৩০১	**অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ ॥** শ্রুতিতে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্ন্যাদিতে গমন বিষয়ক শ্রুতি গৌণ বুঝিতে হইবে।	৩	১	৪	১১৫৮-১১৬০
৫।৩০২	**প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব হ্যুপপত্তেঃ ॥** শ্রুতিতে "শ্রদ্ধা" শব্দ জলের অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে।	৩	১	৫	১১৬১-১১৬২
৬।৩০৩	**অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥** শ্রুতিতে "জীব" শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও ইষ্ট-পূর্ত্ত-দত্তকারীগণের উল্লেখ এই প্রকরণে অব্যবহিত পরে থাকায় "জীব" শ্রুতির অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত শব্দের অর্থ।	৩	১	৬	১১৬৩-১১৬৬
৭।৩০৪	**ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥** শ্রুতিতে দেবতাগণ সোম ভক্ষণ করেন যে বলা হইয়াছে, উহা ভাক্ত মাত্র, দেবতাগণ ভক্ষণ বা পান করেন না, তাঁহারা দৃষ্টিপাতে তৃপ্ত হন; পশুগণ যেমন মানবগণের উপকারী বলিয়া প্রতিপাল্য, কাম্য কর্ম্মকারীগণ সেইরূপ দেবতাগণের উপকারী বলিয়া সংবর্দ্ধনীয়—	৩	১	৭	১১৬৮-১১৭২

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
২০।৩১৭	**দর্শনাচ্চ ॥**	৩	১	২০	১২০৮-১২০৯
২১।৩১৮	**তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥**	৩	১	২১	১২১০-১২১১
৪।৭৬	**স্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ ঃ—**				১২১২-১২১৩
২২।৩১৯	**সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥** চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আকাশাদির সাদৃশ্যমাত্র প্রাপ্ত হয়।	৩	১	২২	১২১২-১২১৩
৫।৭৭	**নাতিচিরাধিকরণ ঃ—**				১২১৪-১২১৫
২৩।৩২০	**নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥** আকাশাদির সদৃশভাবে অবস্থান অধিক-দিন যাবৎ হয় না।	৩	১	২৩	১২১৪-১২১৫
৬।৭৮	**অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ ঃ—**				১২১৬-১২২২
২৪।৩২১	**অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥** চন্দ্রলোক প্রত্যাগত জীবের ব্রীহ্যাদি দেহে সংশ্লেষ মাত্র হয়।	৩	১	২৪	১২১৬
২৫।৩২২	**অশুদ্ধমিতি চেৎ ন, শব্দাৎ ॥** যজ্ঞের জন্য পশু হিংসা পাপ নহে।	৩	১	২৫	১২১৭-১২১৯
২৬।৩২৩	**রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥** চন্দ্রলোক প্রত্যাগত জীবের পিতৃদেহে প্রবেশ মাত্র হয়।	৩	১	২৬	১২২০
২৭।৩২৪	**যোনেঃ শরীরম্ ॥**	৩	১	২৭	১২২১-১২২২

তৃতীয় অধ্যায়—দ্বিতীয় পাদ

		অধ্যায় পাদ সূত্র	পৃষ্ঠা
	উপাধি জীবের স্বরূপের আবরক; এই স্বরূপ-আবরক উপাধি জীবের সহিত লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে।		
২।৮০	**তদভাবাধিকরণঃ—**		১২৩৯-১২৪৪
	স্বপ্ত পুরুষ সুষুপ্তিতে কোথায় অবস্থান করে? নাড়ীতে, পুরীততে বা ব্রহ্মে?		
৭।৩৩১	**তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥**	৩ ২ ৭	১২৩৯-১২৪২
	জীব নাড়ী পথরূপ দ্বার দিয়া পুরীতত-রূপ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, পরমাত্মারূপ পর্য্যঙ্কে অবস্থান করে? বাসুদেব—জাগ্রৎ, বিশ্বের; সঙ্কর্ষণ—স্বপ্ন তৈজসের; প্রদ্যুম্ন—সুষুপ্তি, প্রাজ্ঞের; অনিরুদ্ধ—তুরীয় অবস্থার নিয়ন্তা; সুষুপ্তি অবস্থায় জীব প্রাজ্ঞে অবস্থান করেন। (বৃহঃ ৪।৩।২১)		
৮।৩৩২	**অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥**	৩ ২ ৮	১২৪৩-১২৪৪
৩।৮১	**কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দবিধ্যধিকরণঃ—**		১২৪৫-১২৪৭
৯।৩৩৩	**স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥**	৩ ২ ৯	১২৪৬-১২৪৭
	সুষুপ্ত পুরুষই প্রবোধ সময়ে প্রাজ্ঞ হইতে উত্থিত হয়; সুষুপ্তিতে জীব প্রাজ্ঞে অবস্থান করিলেও মুক্ত হয় না; উক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার সাময়িক তিরোহিত হয় মাত্র; আত্মা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন কালেই অনুবৃত্ত হয়েন; লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝিবার প্রয়াস; সুষুপ্তি অবস্থায় জীব ব্রহ্মে অবস্থান করিলেও জাগরণে ব্রহ্মভাব পরিলক্ষিত হয় না, জীব ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে।		

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
১৩।৩৩৭	**অপি চৈবমেকে ॥** জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন, পরমাত্মা মাত্র সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকেন; ভগবান অনন্তনামরূপে প্রকটিত হইলেও স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না।	৩	২	১৩	১২৬০-১২৬৩
১৪।৩৩৮	**অরূপদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥** পরব্রহ্ম দেবমনুষ্য প্রভৃতি শরীরে থাকিলেও তাঁহার দেহ সম্বন্ধ নাই; রূপ মাত্রই ভূত সম্বন্ধ যুক্ত, একারণ অনিত্য, পরমাত্মায় ভূত সম্বন্ধ নাই, একারণ তিনি অরূপ; পরমাত্মার স্বরূপে ও বিগ্রহে ভেদ নাই—অর্থাৎ দেহ-দেহী ভেদ নাই; তাঁহার হস্তপদাদি অবয়ব উপাসকের অন্তশ্চক্ষে স্ফুরিত হইলেও, উঁহারা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন; তিনি স্বগত ভেদ বর্জ্জিত—একারণ "অরূপবৎ"।	৩	২	১৪	১২৬৪-১২৭১
১৫।৩৩৯	**প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥** ব্রহ্ম অনন্তশক্তিমান, তাঁহার শক্তির অত্যল্প বিকাশে প্রপঞ্চ; তিনি আপনাকে জীবের নিকট যতটুকু প্রকাশ করেন, জীব তাঁহাকে ততটুকু মাত্র জানিতে সমর্থ হয়; তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিই সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকে; তিনি বাক্য মনের অগোচর হইলেও, উপাসকের প্রেম ভক্তি বলে, আপন করুণাময় স্বভাব বশতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।	৩	২	১৫	১২৭২-১২৭৬
১৬।৩৪০	**আহ চ তন্মাত্রম্ ॥** শ্রুতিমন্ত্র সকলে ভাষায় ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস মাত্র; শ্রুতি মন্ত্রে বর্ণিত	৩	২	১৬	১২৭৭-১২৭৯

অধ্যায় পাদ॰ সূত্র পৃষ্ঠা

অসম্ভব; এজন্য "ইহা নয়, ইহা নয়" বলিয়া শ্রুতি সাবধান করিতেছেন; বিশেষ প্রতিষেধ করিয়া নির্ব্বিশেষত্ব স্থাপন "নেতি নেতি" শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে; এক স্তরের অধিকারীর লক্ষ্য স্থান হইতে তিনি "সবিশেষ" অন্য স্তরের অধিকারীর লক্ষ্য স্থান হইতে সেই তিনিই নির্ব্বিশেষ; উহাদের মধ্যে একটি তত্ত্ব অপরটি নয়. বলিলে, তাঁহাকে বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হইল; কিন্তু তাহা সম্ভব নয়; ভাষার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, "সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ" উভয় ভাবেই নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন।

২৩।৩৪৭ **তদব্যক্তমাহ হি ॥** ৩ ২ ২৩ ১৩০৮-১৩০৯

ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য—এই ত্রিবিধ প্রমাণের অগোচর।

২৪।৩৪৮ **অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥** ৩ ২ ২৪ ১৩১০-১৩২১

ব্রহ্ম উৎপাদ্য-বিকার্য্য-সংস্কার্য্য-আপ্য কর্ম্ম দ্বারা লভ্য নহেন; তিনি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু কর্ম্মজন্য নহে; আরাধনা দ্বারা চিত্তমল স্খালিত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রতিভাত হয়; "সংরাধন" শব্দের অর্থ; সংরাধন উপাধিরূপ বেষ্টনীকে স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর, স্বচ্ছতম করিতে থাকে; ভাগবত মতে নববিধা ভক্তিই "সংরাধন" শব্দের তাৎপর্য্য; জীব লইয়াই ভগবানের ভগবত্তা; জীব তাঁহার এত প্রিয় যে ভগবান জীব-চৈতন্যকে কৌস্তুভাকারে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন; ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ

তৃতীয় অধ্যায়—তৃতীয় পাদ

		অধ্যায়	পাদ	সূত্র	পৃষ্ঠা
	পক্ষে গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে; ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য গুণোপসংহার প্রয়োজনীয়; ঐকান্তিক ভক্তগণের ভক্তি যখন অতি দৃঢ়—তখন তাহাদের পক্ষে গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে।				
৯।৩৭৪	**ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্‌** ॥	৩	৩	৯	১৪২৫-১৪৪১
	ভগবানের সমুদায় মূর্ত্তিই বিভু, সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় সমুদায়ই তাঁহাতে সঙ্গত; যে ভক্ত যে রসের রসিক তিনি তাঁহাতে সেই রসই পরিপূর্ণ মাত্রায় লাভ করেন; শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রাকৃত মানবশিশুর জন্মের ন্যায় নহে; তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহে স্বেচ্ছাক্রমে পূর্ণ স্বরূপে আবির্ভূত হয়েন; "কম্পন" দৃষ্টান্তে ভগবানের রূপ ধারণ বুঝিবার প্রয়াস; মনের বৃত্তি লয় হইলে ইষ্টমূর্ত্তি স্বতঃ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে; অধিকার ও অভিরুচি অনুসারে একই বীজ, মন্ত্র ও মূর্ত্তিতে একনিষ্ঠতার প্রয়োজন; একই জন্মে সিদ্ধি না হইলেও প্রচেষ্টা বিফলে যায় না; গুরুই ইষ্টমূর্তি, বীজ, মন্ত্রাদি বাছিয়া দেন; এক, অদ্বিতীয়, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদবর্জ্জিত বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিবার কিছু নাই।				
৫।৯১	**সর্ব্বাভেদাধিকরণ :**—				১৪৪২-১৪৫০
	এক অদ্বিতীয়—নিরবয়ব তত্ত্বের লীলা সম্ভব হয় না, এই সংশয়।				
১০।৩৭৫	**সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে** ॥	৩	৩	১০	১৪৪২-১৪৫০
	লীলা, ধাম, পরিকর প্রভৃতি স্বরূপ হইতে অভেদ; জ্ঞানস্বরূপ যেরূপ "সর্ব্বজ্ঞ", রস-				

তৃতীয় অধ্যায়—চতুর্থ পাদ

অর্থবাদ মাত্র; যজ্ঞ—কর্ম্মদ্বারা সাধ্য, বিষ্ণু,—যজ্ঞস্বরূপ, অতএব কর্ম্মই বিষ্ণু প্রাপ্তির সাধন; জীব লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকার কর্ম্মের কর্ত্তা।

৩।৪৩৫ **আঁচার-দর্শনাৎ ॥** ৩ ৪ ৩ ১৬৬৭-১৬৬৮

পূর্ব্বপক্ষের পোষক সূত্র—শ্রুতি স্মৃতিতে কর্ম্মাচরণের উল্লেখ ও উপদেশ দৃষ্ট হয়।

৪।৪৩৬ **তচ্ছ্রুতেঃ ॥** ৩ ৪ ৪ ১৬৬৯

ইহাও পোষক সূত্র:—শ্রুতিতে বিদ্যা কর্ম্মের সাহিত্য কথিত আছে।

৫।৪৩৭ **সমন্বারম্ভণাৎ ॥** ৩ ৪ ৫ ১৬৭০

পূর্ব্বপক্ষের পোষক—বিদ্যা ও কর্ম্ম এককালে মৃতের অনুগমন করে।

৬।৪৩৮ **তদ্বতো বিধানাৎ ॥** ৩ ৪ ৬ ১৬৭১-১৬৭২

ইহাও পোষক সূত্র:—বিদ্বান্ ব্যক্তির যজ্ঞাদি কর্ম্মে অধিকার বিধান হেতু—বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ বটে।

৭।৪৩৯ **নিয়মাৎ ॥** ৩ ৪ ৭ ১৬৭৩-১৬৭৪

পোষক সূত্র:—শ্রুতিতে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান থাকায় বিদ্যা একাকী পুরুষার্থলাভের হেতু নহে।

৮।৪৪০ **অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥** ৩ ৪ ৮ ১৬৭৫-১৬৮০

৩।৪।২ সূত্রের উত্তর। বেদান্তে কর্ম্মকর্ত্তা ও উহার ফলভোক্তা জীব অপেক্ষা অধিক পরমাত্মার উপদেশ আছে; তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মজন্য নহে, বরং কর্ম্মত্যাগে উহা স্ফুরিত হয়; চিৎ-জড়ের

অধ্যায় পাদ সূত্র পৃষ্ঠা

২১।৪৫৩ **স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥** ৩ ৪ ২১ ১৭১১-১৭১২

পূর্ব্বপক্ষের পুনরায় আপত্তি। বিদ্বানের কামাচার প্রশংসাবাদ মাত্র; ইহার উত্তর এই যে তাহা নহে, কারণ ইহা "অপূর্ব্ব" বিধি এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্; বিধি—তিন প্রকার—অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা।

২২।৪৫৪ **ভাবশব্দাচ্চ ॥** ৩ ৪ ২২ ১৭১৩-১৭১৫

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত বিদ্বান্ ভগবৎ প্রেমে ও তজ্জনিত আত্মানন্দে বিভোর; তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর কোথায়? ভাব—রতি—প্রেম এক পর্য্যায়ভুক্ত—উহাদের সূক্ষ্ম বিভেদ আলোচনার স্থান ইহা নহে; পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীগণের মধ্যে কর্ম্ম একান্ত করণীয় নহে।

৩।১২১ **পারিপ্লবাধিকরণ** ১৭১৬-১৭২১

২৩।৪৫৫ **পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ ॥** ৩ ৪ ২৩ ১৭১৬-১৭১৮

পরিপ্লব—অশ্বমেধাদি বহুকাল সাপেক্ষ যজ্ঞে সময়ক্ষেপের জন্য উপাখ্যান কথনের (পরিপ্লব) কর্ম্মকাণ্ডে অবসর আছে, জ্ঞান-কাণ্ডে নাই; উপনিষদে উক্ত উপাখ্যান সকল ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক—উহারা পরিপ্লব পর্য্যায়ে পড়ে না।

২৪।৪৫৬ **তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥** ৩ ৪ ২৪ ১৭১৯-১৭২১

আত্মজ্ঞান বিষয়ক পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত উপাখ্যান ভাগের একবাক্যতা হেতু,

—0—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

বা

শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোচক :—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত বিদ্যার্ণব ।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত

বা

শ্রীমদ্ভাগবত সাহায্যে বেদান্ত আলোচনা ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ নমো গুরবে ॥

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য ঃ—অবিরোধ

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ বিবাদসম্পাদভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥
ভাগঃ ৬।৪।২৬

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়োরেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ সমং পরং হ্যনুকূলং
বৃহত্তৎ ॥ ভাগঃ ৬।৪।২৭

যাঁহার শক্তি সকল বিবাদকারী বাদিগণের কখনও বিবাদের কখনও বা সম্বাদের স্থল হইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাদিগণের আত্মাতে মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরম পুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। ভাগঃ ৬।৪।২৬

উপাসনা শাস্ত্রে বা ভক্তি শাস্ত্রে যাঁহাকে হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট আকৃতিবান্ সগুণ উপাস্য বলিয়া উপাসনার বিধি আছে, আবার জ্ঞানশাস্ত্রে যাঁহাকে অপাণিপাদ, সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জিত নিরাকার নির্গুণ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এই যে আকার আছে বা আকার নাই, অথবা সগুণ বা নির্গুণ বলিয়া উভয় শাস্ত্রের বিবাদের হেতুভূত ধর্ম্মপরম্পরা পরস্পরের অত্যন্ত বিরোধী ও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও, উভয়ের উক্ত বিধিনিষেধ একবস্তুনিষ্ঠ হওয়ায়, উহাদের বিষয় একই। তিনি ব্রহ্ম—বৃহত্তম—অনন্ত—সমস্ত বিধিনিষেধের সমাধান তাঁহাতেই। অধিষ্ঠান বিনা পাদাদি কল্পনা, এবং অবধি বিনা নিষেধও অসম্ভব

বিধায় তাঁহাতে বিধি ও নিষেধ-দুইই অসম্ভব, দুইই অবিরোধ, তিনি দুইএরই উপপাদক। ভাগঃ ৬।৪।২৭

তং সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনি গূঢ়বোধং ॥ ভাগঃ ১২।৮।৪৩

সেই সর্ব্ববাদ, বিষয়ানুসারী ও আপনাতে নিগূঢ় বোধরূপ মহাপুরুষকে বন্দনা করি। ভাগঃ ১২।৮।৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারিটি পাদ—

প্রথম পাদেঃ—সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কসমূহের সহিত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের বিরোধ পরিহার।

দ্বিতীয় পাদেঃ—সাংখ্যাদি মতের দুষ্টতা প্রদর্শন।

তৃতীয় পাদেঃ—পূর্ব্বভাগে পঞ্চ মহাভূত সংক্রান্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার এবং উত্তর ভাগে—জীববোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার।

চতুর্থ পাদেঃ—লিঙ্গশরীর সংক্রান্ত বাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার।

বৈয়াসিক ন্যায় মালা।৬।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ নমো গুরবে।

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত।

বা

সার্ব্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাস্ত্ররূপে
শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম পাদ।

এই পাদে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি স্মৃতির সহিত এবং সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কসমূহের সহিত বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ পরিহার।

প্রথম অধিকরণ। প্রথম সূত্র।

১। **স্মৃত্যধিকরণ ॥**

ভিত্তি :—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি……"

শ্বেতাশ্বতর ৫।২

যিনি অগ্রে অর্থাৎ কল্পের আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্বেতা ৫।২

সংশয় :—প্রথম অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মই সমুদায় বেদান্তের তাৎপর্য্য এবং ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে প্রধান কারণবাদ অস্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে সাংখ্যদর্শনের কোনও সার্থকতা থাকে না। উক্ত দর্শনে ধর্ম্ম, আচার, নীতি প্রভৃতি কিছুরই উপদেশ নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে প্রধান কারণবাদ অস্বীকার করিলেও, উক্ত দর্শনের কথঞ্চিৎ সার্থকতা থাকিতে পারিত। অথচ শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে কপিলের নাম এবং তিনি যে

আদিজ্ঞানী তাহারও উল্লেখ আছে। সুতরাং তাঁহার প্রণীত সাংখ্যদর্শন কখনই নিরর্থক হইতে পারে না। অতএব সাংখ্য দর্শনের প্রধান কারণ-বাদ মানিয়া লইয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত স্থাপন করা উচিত। এই সংশয় সূত্রের আদিতে *উত্থাপন করিয়া সূত্রকার ইহার সমাধান, সূত্রেরই শেষ অংশে স্থাপন করিয়াছেন।*

সূত্র ঃ—২।১।১

স্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ২।১।১॥

স্মৃতি + অনবকাশ + দোষ + প্রসঙ্গঃ + ইতি + চেৎ + ন + অন্যস্মৃতি + অনবকাশ + দোষ + প্রসঙ্গাৎ।

স্মৃতি ঃ—সাংখ্যস্মৃতির—কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের। **অনবকাশ ঃ**—নির্ব্বিষয়স্বরূপ—অনর্থকতারূপ। **দোষ-প্রসঙ্গঃ ঃ**—দোষের সম্ভাবনা। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **অন্যস্মৃতি ঃ**—মনু, ভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি অপরাপর স্মৃতির। **অনবকাশ ঃ**—অনর্থকতারূপ। **দোষ-প্রসঙ্গাৎ ঃ**—দোষের সম্ভাবনা হেতু।

যদি সাংখ্য দর্শন মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে মনু, বেদব্যাস, পরাশর প্রভৃতি প্রণীত অন্যান্য স্মৃতির অনর্থকতারূপ দোষের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ, সাংখ্য দর্শনের "প্রধান-কারণবাদ" শ্রুতিবিরুদ্ধ। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রে আছে—**"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"**, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সমস্তই নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি এবং তাঁহাতেই লয়। ইহাতে ব্রহ্ম ভিন্ন কারণান্তর নাই, ইহা স্পষ্ট বলা হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।১ মন্ত্র ১।১।২ সূত্রের ভিত্তিস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতেও স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, ব্রহ্মই জগৎকারণ। সুতরাং সাংখ্যোক্ত প্রধান কারণবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতি উপেক্ষণীয় ও শ্রুতিই গ্রহণীয়। সুতরাং সাংখ্য দর্শন উপেক্ষণীয়।

আরও দেখ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রে আছে, **"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"** অর্থাৎ, হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল। যদি প্রধান ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কারণ হয়, তাহা হইলে **"একমেবাদ্বিতীয়ম্" "একই অদ্বিতীয়"**, এই শ্রুতির বিরোধ হয়। যদি প্রধানকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বেদান্ত-

সিদ্ধান্তবাদিগণের সহিত ব্রহ্ম-শক্তি প্রধান বা প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে কোনও বিরোধ নাই।

মনু, গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, প্রভৃতি অন্যান্য স্মৃতিগণ প্রধান বা প্রকৃতিকে ব্রহ্মশক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং ব্রহ্মই প্রপঞ্চ বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল বেদানুসারী স্মৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেদ-বিরোধী সাংখ্য স্মৃতির সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যাইতেই পারে না। বিশেষতঃ, বেদান্ত-দর্শন বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদ-বিরোধী কোনও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বেদান্তের গ্রহণীয় নহে।

যে শ্রুতিমন্ত্র (শ্বেতাঃ ৫।২) উল্লেখ করিয়া মহর্ষি কপিলকে আপ্ত আদি জ্ঞানবান্ বলিতেছ, উক্ত মন্ত্রে 'কপিল' অর্থ কোন্ ব্যক্তিবিশেষ নহে। উহার অর্থ, কপিলবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ হিরণ্যগর্ভ, যাঁহার হৃদয়ে ভগবান্ সৃষ্টির অগ্রে জ্ঞান সঞ্চার করিয়াছিলেন। উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।৪ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সর্ব্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভেরই জন্ম হইয়াছিল, **"হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্"**। শ্রীমদ্‌ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন, **"তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে** ··"(ভাগঃ ১।১।১) আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। অতএব শ্রুতিমন্ত্রোক্ত 'কপিল' অর্থ যে সাংখ্যপ্রণেতা কপিল, তাহা নাও হইতে পারে।

অপরন্তু, ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দমও মনুপুত্রী দেবহূতিপুত্র ভগবান কপিল বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতিকে যে সাংখ্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩য় স্কন্ধে বর্ণিত আছে। সে সাংখ্যের সহিত ত বেদান্তের কোনও বিরোধ নাই। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্ ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৩
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৪
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৫
এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৬

•যাঁহার ধাম সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য, তিনি অনাদি আত্মা, তিনি পুরুষ, তিনি প্রকৃতির পর, প্রাকৃতিক গুণ তাঁহাতে নাই, তিনি স্বপ্রকাশ, এই বিশ্ব তাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ৩।২৬।৩

অব্যক্ত গুণময়ী প্রকৃতি, সেই পুরুষের শক্তি। পুরুষ লীলা বশতঃ, উপগতা স্বীয় শক্তিরূপা প্রকৃতিকে যদৃচ্ছাক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাহাতে চিদাভাসরূপ বীর্য্য পাতিত করেন—নিজ তটস্থা বা জীবশক্তি প্রকৃতিতে সঞ্চারিত করেন। ভাগঃ ৩।২৬।৪

তাহাতে প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করেন। এবং ঐ চিদাভাস—জীবাত্মারূপে প্রকৃতিতে সত্ত্ব মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ভাগঃ ৩।২৬।৫

তৎপরে, প্রকৃতির গুণে যে সমুদায় কার্য্য হয়, প্রকৃতিতে অধ্যাসবশতঃ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা আপনাকে ঐ সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।২৬।৬

বর্ত্তমানে যাহা সাংখ্যদর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে যাহাকে 'প্রধান' বলা হইয়া থাকে, তাহাই উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে প্রকৃতিই। ইহা ভাগবতকার পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন :—

যত্তৎ ত্রিগুণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিং প্রাহুরবিশেষং বিশেষবৎ ॥ ভাগঃ ৩।২৬।১০

প্রকৃতিই 'প্রধান' নামে কথিত। এই প্রকৃতিই নিজে অবিশেষ, কিন্তু বিশেষের আশ্রয়। সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণময়, অব্যক্ত, নিত্য এবং কার্য্যকারণরূপ। ভাগঃ ৩।২৬।১০

অতএব, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি। শক্তি শক্তিমানে অভেদ বলিয়া নিত্য। যেমন ব্রহ্মের এক পাদে প্রপঞ্চ সৃষ্টি, তদ্রূপ প্রকৃতির একাংশে ব্যক্ত জগৎ, অধিকাংশ শক্তিরূপে ব্রহ্মে চির বিদ্যমান। সুতরাং নিত্য বা অব্যক্ত বলিতে কোনও দোষ হয় না।

যদিও ব্রহ্মে বা তাঁহার শক্তিরূপা প্রকৃতিতে পাদ, অংশ প্রভৃতি বিভাগবাচক শব্দ প্রযোজ্য নহে, তথাপি আমাদের ধারণা করিবার জন্য, মন চিন্তাদির বিষয়-ভূত করিবার জন্য, এবং ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য, উহাদের ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রপঞ্চের বহির্ভূত বস্তুতে উহাদের অস্তিত্ব নাই, এবং সে বস্তু চিরপূর্ণ।

উপরে যে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের আলোচনায় আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। সাংখ্যদর্শনে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কথিত হইয়াছে। কিন্তু কপিলোক্ত ভাগবতের ৩।২৬।৫ শ্লোকে জীবাত্মার পার্থক্য স্বীকার করা হয় নাই। উক্ত শ্লোকের অর্থ অতি গভীর। যেমন একখানি স্বচ্ছ দর্পণে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া একটি প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করে, সেইরূপ প্রকৃতিতে বা মায়াতে প্রতিবিম্বিত চিদংশ, সমষ্টিজীব বা হিরণ্যগর্ভ। আবার—দর্পণখানি চূর্ণ করিলে উহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ চূর্ণাংশে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেমন চিক্‌চিকানির সৃষ্টি করে, প্রত্যেকটি যদিও ক্ষুদ্র তবুও সূর্য্যেরই প্রতিবিম্ব, সেইরূপ গুণক্ষোভবশতঃ সৃষ্ট "সমানরূপ" অর্থাৎ অনন্ত তারতম্যানুসারে মিলিত সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণময় প্রকৃতির চূর্ণাংশে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা উপাধিতে, চিদংশ পতিত হইয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সৃষ্টি করে। অতএব পুরুষ ভিন্ন নহে, পুরুষের উপাধি ভিন্ন ভিন্ন, এবং তাহাতে অভিমান বশতঃ পুরুষ আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তাহাই অধ্যাস, তাহাই ভ্রম। এই ভ্রম দূরীকরণই বেদান্তের লক্ষ্য, এবং তৃতীয় অধ্যায়ে তাহার উপায় বর্ণিত হইবে।

কপিলদেব তৎপরে স্বীয় মাতা দেবহূতিকে তত্ত্ব সকলের নাম, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রভৃতি বর্ণনা করিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে সে সমুদায় বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আর বেশী উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু ব্রহ্ম এ সমুদায় হইতে ভিন্ন। ইহা দেবহূতির প্রতি তৎপুত্র কপিলদেবের উপদেশে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

> ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
> আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ॥
>
> ভাগঃ ৩।২৮।৪১

১।২।৩ সূত্রে (পৃঃ ৪৮৬) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভাগবতে কপিলদেব যে সাংখ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বেদান্তের অবিরোধী। বর্ত্তমানে যাহা সাংখ্যদর্শন নামে কথিত, সূত্রকার তাহারই শ্রুতিবিরুদ্ধতা প্রতিপন্ন করিয়া উপেক্ষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং সেই সিদ্ধান্তের সপক্ষে মনু, গীতা, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রুতি-অনুসারী, ব্রহ্মই একমাত্র জগৎকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার উপাসনাই যে পরম পুরুষার্থ, তাহাই উপদেশ দিয়াছেন।

অতএব, কপিলের নামের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য শ্রুতি-অনুসারী এই সমুদায় স্মৃতিকে উপেক্ষা করা যুক্তি, ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হয় না। শ্রুতিবিরোধী সাংখ্যই উপেক্ষণায়।

শ্রীমদ্ভাগবত বর্ত্তমান সাংখ্যদর্শন যে আরোপিত ভ্রমে অন্ধ হইয়া প্রধান কারণবাদ ও পুরুষের নানাত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈশেষিক, যোগ প্রভৃতি দর্শনেরও ঐ কারণে নিন্দা করিয়াছেন।

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরোপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২১

যে বৈশেষিকেরা এই অসৎ জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলেরা অসৎ হইতে ব্রহ্মত্বের আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকেরা একবিংশতি প্রকার দুঃখের বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া অবধারণ করেন, যে সাংখ্যেরা আত্মার ভেদ বা বহুত্ব নির্ণয় করেন, এবং যে মীমাংসকেরা কর্ম্মফল ব্যবহারকে সত্য বলিয়া উপদেশ দেন, তাঁহারা সকলেই আরোপিত ভ্রমে পতিত। কেহই তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া এ সকল কথা বলেন না। বাস্তবিক পক্ষে, ত্রিগুণময় পুরুষ বলিয়া যে ভেদাদি কল্পনা, তাহা অজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। অজ্ঞানাতীত ও গুণাতীত জ্ঞানঘন আপনাতে অজ্ঞানকল্পিত ভেদ-কল্পনা সম্ভবে না। ভাগঃ ১০।৮৭।২১

পদ্মপুরাণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দমপুত্র কপিলদেব ভগবদবতার। তিনি তাঁহার মাতাকে যে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা বেদার্থ স্ফুটীকৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অপর একজন কপিল নামধারী ব্যক্তি কুতর্কজাল-মণ্ডিত সাংখ্যকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। তাহা বেদবিরুদ্ধ (দেখ "গোবিন্দ-ভাষ্য")।

এখানে সাংখ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। বর্ত্তমানে যাহা সাংখ্যসূত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বহুল সন্দেহ আছে। সে সমুদায় সন্দেহের কারণাদি উল্লেখ অবান্তর বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইলাম। সাংখ্যকারিকাকে পণ্ডিতগণ অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করেন। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "সাংখ্য দর্শন"

নাম দিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তাহাতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নহে। সাংখ্যকারিকা অনুশীলনে পণ্ডিতমহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, উক্ত পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। সপ্তদশ কারিকার আভাষে বলিতেছেন:—"দেহস্থ সুখ-দুঃখাদির অনুভব করিবার জন্য "জ্ঞ"-মূর্ত্তিতে চেতন পুরুষ আমি আছি বটে, কিন্তু নানা আবরণের মিলনে প্রস্তুত মানবাদির দেহের সৃজন, পালন ও সংহারকার্য্য সমাধা করিবার জন্য, অন্য একটি অসাধারণ চৈতন্যস্বরূপ মহাপুরুষ যে আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, যাঁহার নিরন্তর তত্ত্বাবধানে কেবল জীবদেহ কেন, এই জড় জগৎও পরিচালিত হইতেছে। আমার অনুভূতি "জ্ঞ"-শক্তি যেমন আমার দেহের সর্ব্বাংশে সর্ব্বদা ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এই প্রত্যক্ষতঃ প্রতীয়মান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃ বহিঃ সর্ব্বাবয়বে সেই মহাপুরুষের পরম চৈতন্য ও তত্ত্বাবধায়ক বেশে যে সেইরূপ নিরন্তর বিদ্যমান আছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।" (সাংখ্য দর্শন—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত, পৃঃ ১৬০)।

৪৩ কারিকার আভাষে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন:—

"সৎ কার্য্যবাদী সাংখ্যাচার্য্যের বিচারে সৃষ্টির বীজ ভাবমূর্ত্তিতে প্রকৃতিরই গর্ভে চির বিদ্যমান, মীমাংসিত হইয়াছে। সে প্রকৃতিটি কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে পাইব যে, চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞানের গর্ভে তদীয় সর্ব্বপ্রসবিনী শক্তিরূপে যিনি চির বিদ্যমান, কখনও চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ হইতে পৃথকভাবে থাকিতে পারেন না, এবং চৈতন্যস্বরূপ পুরুষও যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই কেবল বা পৃথক মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতে পারেন না, উভয়ের অভেদ ভাবে থাকাই চিরস্বভাব।" ...... "সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণব্রহ্ম পরমজ্ঞর একবার স্বীয় শক্তির পরিচয় গ্রহণ, পরক্ষণে সমগ্র সৃষ্টির ছবি অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া স্বীয় যোগ্যতার পরিচয়ে যেন কেবলভাবে অবস্থান করতঃ পরমানন্দে অবস্থান করেন! পুনরায় সেই ছবিই প্রকটিত করতঃ সংসারমূর্ত্তির গঠন করেন।" (সাংখ্য-দর্শন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত—পৃঃ ৩০৫—৩০৬)।

আর কত উদ্ধৃত করিব? শাস্ত্রী মহাশয়ের সাংখ্য দর্শন পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চৈতন্যময় পরম পুরুষের শক্তিই প্রকৃতি, এবং প্রকৃতির কার্য্যাবস্থা জগৎপ্রপঞ্চ ও কারণাবস্থা শক্তি-মূর্ত্তি। ইহার সহিত শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত কপিলদেব কথিত সাংখ্যের ও বেদান্তের কোনও বিরোধ নাই। এই সাংখ্য শাস্ত্র আপত্তিকর এবং উপেক্ষণীয় বলিয়া সূত্রকার সূত্র করেন নাই।

প্রচলিত বর্ত্তমান সাংখ্য সূত্র, যাহাকে সাংখ্যদর্শনও বলে, তাহার বিরুদ্ধেই সূত্র, ও তাহাই উপেক্ষণীয়।

সূত্র ঃ—২।১।২

ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ২।১।২ ॥

ইতরেষাং + চ + অনুপলব্ধেঃ।

ইতরেষাং ঃ—সাংখ্যের অন্যান্য সিদ্ধান্ত সকলের। **চ ঃ**—ও। **অনুপলব্ধেঃ ঃ**—অন্যত্র অর্থাৎ বেদে এবং মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে দেখা যায় না বলিয়া।

সাংখ্যের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, যথা—আত্মার ভেদ বা বহুত্ব, বন্ধ-মোক্ষ প্রকৃতিরই কার্য্য, সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা নাই ইত্যাদি, বেদে ও বেদানুসারী মনু, গীতা, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিতে দেখা যায় না। অতএব, সাংখ্য উপেক্ষণীয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮৭।২১ শ্লোক পূর্ব্বসূত্র আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য। কাল যে পৃথক তত্ত্ব, তাহা কপিলদেব তাঁহার মাতা দেবহূতিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিবার সময় বলিয়াছেন, যথা ঃ—

এতবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥

ভাগঃ ৩।২৬।১৪

আমি যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলিলাম, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ঐ সকল সংখ্যাত হইয়াছে। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশ তত্ত্ব। ভাগঃ ৩।২৬।১৪

শ্রীমদ্‌ভাগবতে "কাল" পৃথক তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি ইহা "আকাশ"তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, ইহা ৪।৩।৬ সূত্রে "দেশ" ও "কাল" তত্ত্বের আলোচনায় আলোচিত হইবে। এখানে বাহুল্যভয়ে পুনরালোচিত হইল না। তবে এখানে এটুকু বলিয়া রাখা অবান্তর হইবে না যে, এতদিন গণিত ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাঁহাদের গবেষণায় "কাল" একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ (important factor) রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। বর্ত্তমান আপেক্ষিক বাদের (Theory of relativity) প্রবর্ত্তন কর্ত্তা আধুনিক বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন "কাল" বস্তুর দৈর্ঘ্য-বিস্তার-বেধাত্মক তিন পরিমাণের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বন্ধবদ্ধ চতুর্থ পরিমাণ রূপে গ্রহণ করিয়া এই সমবায়ী চতুঃ পরিমাণকে (four dimensions) "Continuum" আখ্যায়

আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা উক্ত ৪।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং ভাগবতে পৃথক তত্ত্বরূপে কথিত "কাল" গণিত ও বিজ্ঞান-সম্মত, ইহা বুঝা গেল। সাংখ্য উহা শ্রুতির অনুকরণে "আকাশ" তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া, উহাকে পৃথক তত্ত্বরূপে গ্রহণ করেন নাই। এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক **আইনষ্টাইন** এই অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তের আধুনিকতম অনুবৃত্তি তাঁহার "আপেক্ষিকবাদে" প্রচারিত করিয়াছেন।

সর্ব্বেশ্বর পুরুষ যে একজন আছেন, এবং তিনি প্রকৃতির পর ও তাহার নিয়ন্তা, তাহা পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।২৬।৩—৪ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

প্রকৃতি জড়া, তাহার দ্বারা জীবাত্মা বা পুরুষের বন্ধমোক্ষ স্বতঃই অসম্ভব। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের মত নিম্নের শ্লোকে দৃষ্ট হইবে।:—

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥

ভাগঃ ১১।১১।৩

হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা শরীরিদিগের বন্ধকরী ও বিদ্যা মোক্ষকরী। উভয়ই অনাদি, এবং উভয়ই আমার মায়ার দ্বারায় নির্ম্মিত জানিবে। ভাগঃ ১১।১১।৩

'মায়ার দ্বারা নির্ম্মিত' অর্থ এই যে, ভগবানের ইচ্ছার স্ফুরণে উহাদিগের স্ফূর্ত্তি। উহারা শ্রীভগবানের ক্রীড়োপকরণ।

অবিদ্যা দ্বারা পুরুষ কি প্রকারে সংসারে বদ্ধ হয় তাহা কপিলদেব পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত ৩।২৬।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন। মুক্তি কি প্রকারে হয়, সে সম্বন্ধে কপিলদেব বলিতেছেন:—

তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাত্মিকাম্।
দুর্ব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে॥ ভাগঃ ৩।২৮।৪৪

অতএব, জীবের বন্ধহেতু এবং বিষ্ণুর শক্তিরূপা, কার্য্যকারণরূপা, এই দুর্ব্বিভাব্যা প্রকৃতিকে ভগবৎপ্রসাদে জয় করিয়া, যোগীব্যক্তি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হয়েন। ভাগঃ ৩।২৮।৪৪

অতএব, প্রচলিত সাংখ্যমত উপেক্ষণীয়।

২। যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥"

(শ্বেতাঃ ২।৮)

বিদ্বান্—বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক, এই অংশত্রয় সমুন্নত করিয়া শরীরকে সমসূত্রে সরলভাবে স্থাপন করিয়া এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রামকে হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্ম-রূপ উড়ুপ (ভেলা) দ্বারা ভয়াবহ সংসার-স্রোত উত্তীর্ণ হইবেন। (শ্বেতাঃ ২।৮)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে যোগ প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, এবং যোগ যে সংসার উত্তরণের উপায়, তাহাও কথিত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগ দর্শনেও যোগ প্রক্রিয়ার ও তাহা দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধির উপদেশ আছে। অতএব পাতঞ্জল দর্শনের অনুসরণে বেদান্ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করা উচিত। ইহার সমাধানের জন্য সূত্রকার সূত্র রচনা করিলেন :—

সূত্র :—২।১।৩

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ২।১।৩॥

এতেন + যোগঃ + প্রত্যুক্তঃ।

এতেন :—ইহার দ্বারা, সাংখ্যদর্শন প্রত্যাখ্যানের দ্বারা। **যোগঃ :**—যোগ দর্শন ও। **প্রত্যুক্তঃ :**—প্রত্যাখ্যাত হইল।

যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। যোগ দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। এইজন্য পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতে পারেন যে, সেজন্য বেদান্ত ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, যোগদর্শনে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কয়েকটি সূত্র আছে, তাহা উক্ত দর্শনের পক্ষে অত্যাবশ্যক সূত্র নহে। অপরন্তু, ঈশ্বর প্রণিধান, চিত্ত-নিরোধের উপায়সকলের মধ্যে অন্যতর উপায় বলিয়া বিকল্পে কথিত হইয়াছে। আবার, যোগদর্শন, জড়প্রধান কারণবাদ, ঈশ্বর মাত্র নিমিত্ত-কারণ বলেন। ধ্যেয় আত্মা ও ঈশ্বরের—ব্রহ্মরূপতা ও জগতের উপাদান কারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মকগুণের অভাব স্বীকার করেন। এ সমুদায় শ্রুতিবিরুদ্ধ। বেদান্তসিদ্ধান্ত-বাদিগণ ইহা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন না। উহা স্বীকার করিলে মনু,

গীতা, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিও অনর্থক হইয়া পড়ে। অতএব সাংখ্যদর্শনের ন্যায় যোগদর্শনও উপেক্ষণীয়। উক্ত দর্শনে আসন, প্রাণায়াম, ইন্দ্রিয়-নিরোধ, ধ্যান-ধারণা এবং যোগ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের উপায় রূপে যে সকল কথা আছে, সে সকল সম্বন্ধে বেদান্তের কোনও বিরোধ নাই। অতএব যোগদর্শনের একাংশ মাত্র প্রামাণিক, কিন্তু অপরাংশ অপ্রামাণিক, নিরর্থক। একাংশ বাদ দিয়া অপরাংশ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে বলিয়া সমগ্র যোগদর্শন উপেক্ষণীয়।

২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৭।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উহা হইতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত বুঝা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২৮ অধ্যায়ে কপিলদেব তাঁহার মাতাকে ইন্দ্রিয় ও মনের স্থৈর্য্যের জন্য যোগোপদেশ দিয়াছেন এবং যোগের দ্বারা মনঃ নির্ম্মল ও সুস্থির হইলে ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন; এবং ৩।২৯ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে ভক্তিযোগের উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রণিধান সম্বন্ধে বিকল্পে কর্ত্তব্য বলেন নাই। উহা একমাত্রই কর্ত্তব্য এবং তজ্জন্য ভক্তিযোগের বিধান, ইহাই বলিয়াছেন। অতএব পাতঞ্জল যোগদর্শন উপেক্ষণীয়।

যদা মনঃ সুবিরজং যোগেন সুসমাহিতম্।

কাষ্ঠাং ভগবতো ধ্যায়েৎ স্বনাসাগ্রাবলোকনঃ॥ ভাগঃ ৩।২৮।১২

মনঃ যখন সর্ব্বপ্রকারে নির্ম্মল ও যমনিয়মাদির দ্বারা সুস্থির হইবে, তখন লয়-বিক্ষেপ পরিহারার্থ নাসাগ্রে দৃষ্টি সংযোজন পূর্ব্বক ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। ভাগঃ ৩।২৮।১২

৩। বিলক্ষণত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥"

(ঋগ্বেদঃ পুরুষসূক্তঃ ১০।৯০।৯)

সেই যজ্ঞরূপী পুরুষ হইতে সমুদায় ঋক্, সমুদায় সাম, সমুদায় ছন্দ এবং সমুদায় যজু জাত হইল। (ঋগ্বেদঃ পুঃ সূঃ ১০।৯০।৯)

সংশয় :—ভাল, বেদের বিরোধী বলিয়া সাংখ্য ও যোগদর্শন উপেক্ষণীয়, এই সিদ্ধান্ত ত করিলে, কিন্তু বেদই যে নিত্য এবং তাহা যে স্বতঃপ্রমাণ, ইহা মনে করিবার কারণ কি? বেদও ত সাংখ্য ও যোগদর্শনের বিরোধী হওয়ায় উপেক্ষণীয় হইতে পারে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।১।৪

ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ২।১।৪॥
ন + বিলক্ষণত্বাৎ + অস্য + তথাত্বং + চ + শব্দাৎ।

ন :—না, সাংখ্য ও যোগের ন্যায় বেদ উপেক্ষণীয় নহে। **বিলক্ষণত্বাৎ :**—বৈলক্ষণ্য হেতু। **অস্য :**—ইহার, বেদের। **তথাত্বং :**—স্বতঃপ্রমাণত্ব, নিত্যত্ব। **চ :**—ও। **শব্দাৎ :**—শব্দ বা বেদ হইতে।

পুরুষ সূক্তের যে মন্ত্রটি শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, পুরুষ হইতে সাক্ষাৎভাবে বেদ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এইজন্য সাংখ্য, যোগ প্রভৃতি স্মৃতি হইতে বেদের বৈলক্ষণ্য বা পার্থক্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন :—

ঋচো যজূংসি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২।৬।২৪
নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেবচ ॥ ভাগঃ ২।৬।২৫
গতয়োমতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ভাগঃ ২।৬।২৬

ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন, হে সত্তম! আমি পুরুষের অবয়ব হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, চাতুর্হোত্র ইত্যাদি ইত্যাদি সম্ভার সকল সংগ্রহ করিলাম।

ভাগঃ ২।৬।২৪-২৬

বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাৎ তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৪

বেদ ঈশ্বরাত্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ বুঝিতে মোহ প্রাপ্ত হন। ভাগঃ ১১।৩।৪৪। **ঈশ্বরাত্মত্বাৎ—অপৌরুষেয়ত্বাৎ।** ইতি—শ্রীধর।

বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া যেরূপ সাক্ষাৎ উল্লেখ আছে, সাংখ্য বা যোগ অথবা অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে সে প্রকার কোনও উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ সাংখ্য দর্শন—কপিলদেব প্রণীত ও যোগদর্শন—মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং অন্যান্য শাস্ত্র বেদানুসারী হইলে প্রামাণ্য হয়, অন্যথা নহে।

আচ্ছা, বেদ ঈশ্বর হইতে জাত বা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। জাত পদার্থ মাত্রেরই ত বিনাশ দৃষ্ট হয়, অতএব বেদেরও বিনাশ আছে। তবে ইহার নিত্যত্ব কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। "জাত" অর্থাৎ 'আবির্ভূত' বা 'অভিব্যক্ত' হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ-সম্মত। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। বাহুল্য ভয়ে তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

৪। অভিমানি ব্যপদেশাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইতি।"

(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩)

"তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহি।"

(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৪)

তেজ আলোচনা করিযাছিল, বহু হইব, জন্মিব। (ছাঃ ৬।২।৩)

জল সকল আলোচনা করিয়াছিল, বহু হইব, জন্মিব। (ছাঃ ৬।২।৪)

সংশয় :—ভাল, ২।১।৩ সূত্রের বিচারে যোগদর্শনের একাংশ প্রামাণিক ও অপরাংশ বেদ-বিরোধী হওযায অপ্রামাণিক বলিযা সমুদায় যোগদর্শন উপেক্ষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছ। ব্রহ্ম বিষযে বেদে যে সমুদায় মন্ত্র আছে, তাহা না হয়, সত্য বলিয়া তর্কের খাতিরে গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু অচেতন তেজ, জল আলোচনা করিল, এই প্রকার উক্তি বেদে থাকায়, উহা উন্মত্ত ভিন্ন কে অবিসম্বাদী সত্য বলিযা গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং যদি ঐ অংশে বেদ অপ্রামাণ্য হয়, তবে সমুদায বেদ উপেক্ষণীয কেন না হইবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।১।৫

অভিমানি-ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ২।১।৫

অভিমানি ব্যপদেশঃ + তু + বিশেষানুগতিভ্যাম্।

অভিমানি-ব্যপদেশঃ :—তেজঃ, জল প্রভৃতির অভিমানী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ। **তু :—**কিন্তু (শঙ্কা নিরসনার্থ)। **বিশেষানুগতিভ্যাম্ :—** বিশেষভাবে 'দেবতা' শব্দের উল্লেখ ও ব্রহ্মের তত্তৎ বস্তুতে অনুপ্রবেশ হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রের পরেই মন্ত্রে আছে,—"হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"—আমি এই দেবতাত্রয়ের সহিত জীবাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করিয়া নামরূপে অভিব্যক্ত করিব। (ছান্দোগ্য ৬।৩।২)। এখানে তেজ, জল ও পৃথিবীকে দেবতা বলিয়া বিশেষ করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের অনুপ্রবেশও উক্ত হইয়াছে। অতএব 'তেজের বা জলের আলোচনা করা' অর্থ উহাদের অভিমানী দেবতার আলোচনা; সুতরাং তাহাতে দোষ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন।

কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥ ভাগঃ ৩৬.২
সোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্ ॥ ভাগঃ ৩.৬৩
প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষং ॥ ভাগঃ ৩।৬।৪

এই সময় ভগবান উরুক্রম (অনন্ত শক্তিমান্) কাল দ্বারা যাহার উদ্বোধ হয় তাদৃশী শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অন্তর্য্যামিত্বরূপে যুগপৎ মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশেন্দ্রিয় এই ত্রয়োবিংশতি গণে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবেশান্তর জীবের অদৃষ্ট যাহা বিলীন ছিল, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা তাহা উদ্বোধন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সেই সকল তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের প্রেরণায়, ঐ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বগণের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশিত হওয়াতে, তাহারা নিজ নিজ অংশ দ্বারা বিরাড়্ দেহ উৎপন্ন করিল। ভাগঃ ৩।৬।২—৪।

অগ্নি বিরাটের মুখে (৩।৬।১২), বরুণ তালুতে (৩।৬।১৩), অশ্বিনীকুমারদ্বয় দুই নাসায় (৩।৬।১৩), আদিত্য দুই চক্ষুতে (৩।৬।১৪), বায়ু ত্বকে (৩।৬।১৫), দিক্ দেবতা সকল দুই কর্ণে (৩।৬।১৬), প্রজাপতি উপস্থে (৩।৬।১৮), মিত্র দেবতা পায়ুতে (৩।৬।১৮), ইন্দ্র হস্তদ্বয়ে (৩।৬।১৯), বিষ্ণু পদে (৩।৬।১৯), ব্রহ্মা বুদ্ধিতে (৩।৬।১৯), চন্দ্রমা মনে (৩।৬।২০), রুদ্র অহংকারে (৩।৬।২১) প্রবেশ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ে কপিল কথিত সাংখ্যতত্ত্বে ৩।২৬।২৭ শ্লোকেও এই কথাই আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উদ্ধৃত করা হইল না।

পরমাত্মাই সমুদায় প্রপঞ্চ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্রিয়াশীল করেন তাহা ভাগবতের অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥
নিরোধোৎপত্ত্যণু বৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃ প্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১০।৮—৯

দৃশ্য পদার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে দ্রষ্টা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা ভিন্ন। যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন, কিন্তু দাহ্য পদার্থের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া নিরোধ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ব, নানাত্বাদি দাহ্য পদার্থের গুণ ধারণ করে, সেইরূপ পরমাত্মা দেহাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গুণে গুণবান হয়েন। ভাগঃ ১১।১০।৮—৯

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণ বৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৪৩

অগ্নি এক হইলেও আপনার উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠাদির বৈষম্যে অর্থাৎ দীর্ঘ হ্রস্বাদির ভেদবশতঃ নানা আকারে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ প্রকৃতিস্থিত অর্থাৎ দেহাশ্রিত আত্মাও দেহের গুণ বৈচিত্র্য বশতঃ নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।২৮।৪৩

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, পরমাত্মা যখন সর্ব্বত্রই অনুস্যূত আছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অভিমানবশতঃ তত্তৎ উপাধির গুণে ও ধর্ম্মে অভিমানী হইয়া তত্তৎ গুণবান্ ও ধর্ম্মী বলিয়া প্রতীত হয়েন, তখন তেজঃ, জল প্রভৃতিতে অভিমানী আত্মার আলোচনা করা দোষাবহ হইবে কেন? উহাতে কোনও দোষ হয় নাই এবং উহা দ্বারা বেদের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। **অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কোনও কারণ বর্ত্তমান নাই।**

---

৫ । দৃশ্যতেহধিকরণ ॥

শ্রুতি :—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥"
(মুণ্ডঃ ১।১।৭)

মাকড়শা যেমন উর্ণা সৃজন করে ও গ্রহণ করে, পৃথিবীতে যেমন ওষধিগণ উৎপন্ন হয়, জীবিত পুরুষ হইতে যেমন কেশ লোম সকল জন্মায়, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। (মুণ্ডঃ ১।১।৭)

সংশয় :—শ্রুতি সাহায্যে ব্রহ্ম-কারণ-বাদ স্থাপন করিতেছ বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কার্য্যত কারণের অনুরূপই হইবে, যদি না হয়, তবে মৃত্তিকা দ্বারাও স্বর্ণকুণ্ডল নির্ম্মিত হইতে পারে। ব্রহ্ম ত তোমাদের মতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান, বিশুদ্ধ, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। আবার তোমাদের মতেই প্রপঞ্চ জগৎ অল্পজ্ঞ, অল্প শক্তিবিশিষ্ট, মলিন, অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দুঃখসঙ্কুল। অতএব ঐ প্রকার ব্রহ্ম এ প্রকার জগৎ প্রপঞ্চের কি প্রকারে উপাদান কারণ হইতে পারেন ? অন্যপক্ষে, সাংখ্যোক্ত প্রধান সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণবিশিষ্ট। ঐ গুণসকলের তারতম্যে এ প্রকার জগৎ প্রপঞ্চ সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব যুক্তিতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রধানই জগতের উপাদানকারণ। এ প্রকার পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডনার্থ সূত্র :—

সূত্র :—২।১।৬

দৃশ্যতে তু ॥ ২।১।৬

দৃশ্যতে + তু ।

দৃশ্যতে :—দৃষ্ট হয়। **তু :**—কিন্তু—আপত্তি নিরসনার্থ।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন জীবিত চেতন উর্ণনাভি হইতে অচেতন উর্ণা, অচেতন পৃথিবী হইতে জীবিত ওষধাদি, জীবিত চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখ, লোম, দন্তাদির উৎপত্তি দেখা যায়, সেইরূপ অক্ষর—অপরিণামী—ব্রহ্ম হইতে পরিণামশীল জগৎও উদ্ভূত হইয়া থাকে। মধু হইতে কীটের উৎপত্তি, গোময় হইতে বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি ত জগতে দৃষ্ট হয়। উৎপন্ন উক্ত কীটে বা বৃশ্চিকে মধু বা গোময়ের বিশিষ্ট ধর্ম্মও উপলক্ষিত হয় না।

যাঁহারা রসায়ন বিদ্যা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান, যাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ, ধর্ম্ম, প্রভৃতি তত্তৎ উপাদানের গুণ, ধর্ম্ম, প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপে জল—অম্লজান (Oxygen) এবং উদ্‌জান (Hydrogen) হইতে উৎপন্ন। এই উপাদানদ্বয় বায়বীয় পদার্থ। ইহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন জল, ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে স্বতন্ত্র গুণ, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিবিশিষ্ট। সেইরূপ অম্লজান (Oxygen), উদ্‌জান (Hydrogen) এবং গন্ধক (Sulphur) ইহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রণে উৎপন্ন গন্ধক-দ্রাবক (Sulphuric Acid), সম্পূর্ণ বিভিন্ন গুণ, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিবিশিষ্ট। উপাদান-ত্রয়ের কাহারও সহিত ঐক্য নাই। এই প্রকার আর কত উদাহরণ দিব? অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, উপাদানের গুণ, ধর্ম্ম ও প্রকৃতি উপাদেয়ে সংক্রামিত হইবেই হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। তবে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, দৃষ্টান্তে একাধিক উপাদানের বিষয় দেখান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম ত একমাত্র উপাদান। সুতরাং ব্রহ্মধর্ম্ম কেন না প্রত্যেক জাগতিক পদার্থে অনুস্যূত হইবে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, যেমন মৃত্তিকা ঘটের অন্তরে বাহিরে, স্বর্ণ কুণ্ডলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ ব্রহ্ম জগতের অন্তরে বাহিরে অনুস্যূত হইয়াই আছেন। তবে ব্রহ্ম চৈতন্যঘন। দৃশ্যমান উপাদান সকলের ন্যায় অচেতন জড় নহেন। তাঁহার সংকল্পবশতঃই—তদীয় ব্রহ্মগুণ সমুদায়,—জগতে এবং জাগতিক পদার্থজাতে পরিলক্ষিত হয় না। সূত্রকার ৩।২।৫ সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন।

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তুবিতানসংস্থঃ ॥

ভাগঃ ১১।১২।২১

১।২।১ সূত্রে পৃঃ ৪০২ ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।

ভাগঃ ১।১।১

১।১।২ সূত্রে (৯৩ পৃষ্ঠায়) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

সদিব মনস্ত্রিবৃৎ ত্বয়ি বিভাত্যসদা মনুজাৎ... .....

ভাগঃ ১০।৮৭।২২

মনুষ্যদেহ অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমুদায় জগৎ মনোমাত্রবিলসিত রূপে অসৎ হইয়াও তোমার অধিষ্ঠান সত্তায় সৎ বৎ প্রতীয়মান হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।২২

বিশেষতঃ ব্রহ্মের 'সন্ধিনী' (সৎ-সত্তা) শক্তি প্রত্যেক জাগতিক পদার্থে বিদ্যমান থাকিয়া উহাকে সেই পদার্থের আকারে বর্ত্তমান রাখিয়াছে। একটি প্রস্তরখণ্ড যে উহার বিশিষ্ট আকারে বর্ত্তমান থাকে, তাহার কারণ পদার্থ-বিদ্যাবিদ্ বলিবেন যে, উহার পরমাণুদিগের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণই তাহার কারণ। এই আকর্ষণের ও বিকর্ষণের কারণও ব্রহ্মের বা ভগবানের "সন্ধিনী শক্তি"। নতুবা জড়ে, চৈতন্যের ন্যায় আকর্ষণ গুণ অসম্ভব।

আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি যে, চৈতন্যময়ের অচিন্ত্য শক্তিমত্তাই কারণ, যাহাতে চৈতন্যময় হইতে জড় জগৎ উৎপন্ন হয়।

এ প্রসঙ্গে জড়-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপ আলোচনা আশা করি অবান্তর হইবে না। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জড় বলিয়া থাকি, তাহাতে চৈতন্যাংশ আছে কি না? আমরা ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে প্রাণশক্তি বিদ্যমান, কোথাও অভিব্যক্ত ভাবে, কোথাও অনভিব্যক্ত ভাবে। (দেখ পৃঃ ৬৫৩।৬৫৯, ১ম খণ্ড)। প্রাণশক্তিই চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি। প্রাণশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে চৈতন্য বর্ত্তমান আছে—জঙ্গম পদার্থে অভিব্যক্ত ভাবে, স্থাবরে অনভিব্যক্ত ভাবে। স্যার জগদীশ বসু মহাশয় নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষিত উপায়সকল আলোচনার স্থল ইহা নহে, এবং তাহা করিয়া প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা জীবতত্ত্ববিদ্যা (Biology), উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany), এবং খনিজবিদ্যা (Minerology) আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, জীব, উদ্ভিদ্ ও খনিজের প্রকৃষ্ট সীমা-নির্দ্দেশক চিহ্ন নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ। অনভিব্যক্ত জীবকোষকে উদ্ভিদ্ বা খনিজ হইতে পৃথক করা সহজ নহে। অতএব প্রপঞ্চ জগতের কোথায় জড়ের অবসান ও চৈতন্যের আরম্ভন, তাহা প্রকৃষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বলিলেই হয়। সুতরাং আমরা আমাদের শাস্ত্রানুসারে ধরিয়া লইতে পারি যে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান, জঙ্গমে অত্যাধিক অভিব্যক্ত ভাবে ও স্থাবরে অনভিব্যক্ত ভাবে। এই অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির কারণ কি, প্রশ্ন হইলে তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, ভগবদিচ্ছাই তাহার কারণ। এই ইচ্ছা—সৃষ্টির ইচ্ছা—একের বহু হইবার ইচ্ছা, ইহাই মূল স্পন্দন। ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায়ও আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, মহত্তত্ত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব পর্য্যন্ত বিশ্বসৃষ্টির উপকরণসকল, কেবল জড়া প্রকৃতির অংশ নহে, তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান আছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান আছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের যে আপত্তি —ব্রহ্ম চৈতন্যময়, তাঁহা হইতে জড় জগৎ জন্মিতে পারে না, তাহা ভিত্তিশূন্য। দৃশ্যতঃ জড় হইলেও, অনভিব্যক্ত চৈতন্যাংশ পদার্থমাত্রেই আছে। তবে তৈত্তিরীয় আনন্দবল্লীর ৬ মন্ত্রে যে 'বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ' (চেতন ও অচেতন) বলা হইয়াছে (দেখ ১।৪।২৭ সূত্রের শিরোদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র, পৃষ্ঠা ১২৬, প্রথম খণ্ড) ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ, দৃশ্যতঃ চেতন ও দৃশ্যতঃ অচেতন। আমরা জগৎ প্রপঞ্চ পর্য্যালোচনা করিলে জীবজগতের মধ্যেই চৈতন্যাংশের অভিব্যক্তির ইতর বিশেষ স্পষ্ট দেখিতে পাই। একটি মানবের সহিত একটি শম্বুকের তুলনা করিলে ইহা বুঝা যাইবে। মানবের মধ্যেও পরস্পরের অনেক ইতরবিশেষ আছে। সেইরূপ যাহাদিগকে আমরা দৃশ্যতঃ অচেতন বলিয়া মনে করি, তাহাদিগের মধ্যেও অনভিব্যক্ত চৈতন্যের ইতরবিশেষ থাকা সম্ভব। কেহ কেহ অভিব্যক্তির ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় আছে, যেমন একটি বীজ। আবার কাহারাও বা অভিব্যক্তির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, যেমন একখণ্ড প্রস্তর। শ্রুতি এই সমুদায়কে একটি সাধারণ "অচেতন" বা "অবিজ্ঞান" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। উহারা দৃশ্যতঃ অচেতনই বটে।

৬। **অসদিত্যধিকরণ ॥**

সংশয়ঃ—পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ যে, অপরিণামী চেতন ব্রহ্ম হইতে পরিণামশীল অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহা হইলে, উপাদান হইতে উপাদেয় সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট হইতে পারে, ইহাই সিদ্ধ হইল। আবার, অপরিণামী—পরিণামশীল, চেতন—অচেতন, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরোধী, উভয়ে একাধারে এককালে থাকা সম্ভব নহে। অতএব এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে "অসৎ" ছিল, এই আপত্তি ও তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। তাহা কি সৎকার্য্যবাদী বৈদান্তী স্বীকার কর? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন:— সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্রঃ—২।১।৭

অসদিতি চেৎ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ২।১।৭

অসৎ + ইতি + চেৎ + ন + প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।

অসৎ :—(জগৎ) অবর্ত্তমান ছিল, অসৎ ছিল। **ইতি** :—ইহা। **চেৎ** :—যদি বল। **ন** :—না। **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ** :—যেহেতু উহা নিষেধ মাত্র। সারূপ্য-নিয়মের প্রতিষেধমাত্র হেতু।

পূর্ব্বসূত্রে উপাদান ও উপাদেয়ের সারূপ্য-নিয়মের প্রতিষেধমাত্র করা হইয়াছে। উপাদান ও উপাদেয়ের তত্ত্বতঃ দ্রব্যান্তরত্ব বিবক্ষিত হয় নাই। ব্রহ্মই উক্তরূপ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া থাকেন, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। ১।৪।২৭ সূত্রে ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় আমরা স্পষ্টই প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ব্রহ্ম মৃত্তিকা ও স্বর্ণের ন্যায় কারণরূপে, এবং ঘট ও কুণ্ডলের ন্যায় কার্য্যরূপে, এই বিশ্বে অনুস্যূত আছেন। অতএব, ঘট ও কুণ্ডল উৎপত্তির পূর্ব্বে যেমন উহাদের কারণ মৃত্তিকা ও স্বর্ণে অনভিব্যক্তভাবে থাকে, সেইরূপ এই বিশ্বও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মে অনভিব্যক্তভাবে থাকে, ইহাই স্পষ্ট বলা হইল। কার্য্য ও কারণ একরূপ নহে, ইহা কি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে? যদি সর্ব্বতোভাবে একরূপই হইত, তবে কার্য্য ও কারণের কোনও বিশেষ বা পার্থক্য থাকিত না, এবং কার্য্য কারণ-ভাবের অস্তিত্বও থাকিত না। সকলই একরূপে থাকিত, এবং তাহা হইলে কার্য্য ও কারণ বলিলে সঙ্গে সঙ্গে উহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ভেদ উপলব্ধি হয়, তাহা হইত না। ঘট ও কুণ্ডলে উহাদের কারণ মৃত্তিকা ও স্বর্ণ অনুস্যূত আছে বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে মৃত্তিকার ও স্বর্ণের পিণ্ডত্ব নাই, আবার মৃত্তিকায় ও স্বর্ণে ঘট ও কুণ্ডলের আকৃতিও বর্ত্তমান নাই। এই সর্ব্বতোভাবে একরূপতাই পূর্ব্বসূত্রে প্রতিষেধমাত্র করা হইযাছে। **অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্ব 'অসৎ' ছিল না, বীজ রূপে 'সৎ' স্বরূপে ছিল।**

এ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি সুস্পষ্ট :—

একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যত্ত্বমাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ॥

ভাগঃ ৭।৯।২৯

ইহার অর্থ ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৩৮১) দেওয়া হইযাছে।

এই সূত্রের শিরোদেশে উল্লিখিত সংশয়ে "সৎকার্য্যবাদী বৈদান্তী" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য 'সৎকার্য্যবাদ' কি, তৎসম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রয়োজন মনে করি। কার্য্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে :—(১) সৎ কার্য্যবাদ, ও (২) অসৎ কার্য্যবাদ। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত 'সৎকার্য্যবাদী' এবং বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক 'অসৎকার্য্যবাদী'।

শেষোক্তেরা বলেন যে, ঘট, কুণ্ডল, বস্ত্র প্রভৃতি যে সকল কার্য্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। কুম্ভকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি কর্ত্তার ব্যাপারে ও চেষ্টায়, উহাদের উপাদানকারণ মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও তন্তু হইতে, সম্পূর্ণ পৃথক এক একটি কার্য্য—বা ঘট, কুণ্ডল, বস্ত্র—উৎপন্ন হয়। কার্য্য যে কারণ হইতে পৃথক তাহার হেতু এই যে, (১) তাহাদের প্রতীতির বৈলক্ষণ্য—ঘট, মালসা, সরা প্রভৃতি কার্য্যে ও মৃত্তিকা-পিণ্ডে, কখনই একাকার প্রতীতি হয় না। (২) নামভেদ—ঘটকে মৃৎপিণ্ড বা তন্তুকে কেহ বস্ত্র বলে না, অথবা, বস্ত্রকে তন্তু এবং মৃৎপিণ্ডকে ঘট বলে না। (৩) কার্য্যভেদ—ঘট দ্বারা জল আহরণ করা যায়, মৃৎপিণ্ড দ্বারা যায় না; বস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ হয়, তন্তু দ্বারা হয় না। (৪) কালভেদ—কারণ, কার্য্যের পূর্ব্বে, এবং কার্য্য কারণের পরে বর্ত্তমান থাকে, উভয়ে এককালে বর্ত্তমান থাকে না। (৫) আকৃতি ভেদ—মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, ঘটের আকৃতি নানা প্রকার, আবার ঘটের বিনাশ হইলেও মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকে। (৬) সংখ্যাভেদ—কারণ একসংখ্যক, কার্য্য বহুসংখ্যক। একমাত্র মৃত্তিকা হইতে বহু ঘট, মালসা, সরা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। আবার কারণরূপ তন্তু বহুসংখ্যক, তন্নির্ম্মিত কার্য্যরূপ বস্ত্র এক সংখ্যক। (৭) নির্ম্মাতার প্রযত্ন—কার্য্য যদি কারণস্বরূপই হয়, তাহা হইলে কর্ত্তার চেষ্টার অপেক্ষা করে না। কিন্তু প্রত্যক্ষে দেখা যায় যে, কার্য্যোৎপত্তির জন্য কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন একান্ত প্রয়োজন।

ইহার উত্তরে সৎকার্য্যবাদী বলেন যে, এ কথা সত্য নহে। 'অসৎ' পদার্থের উৎপত্তি কখনও হয় না ও হইতে পারে না। উপাদানে যাহার সত্তা নাই, তাহার উৎপত্তি অসম্ভব। শত চেষ্টায় এবং শত নিষ্পীড়নে বালুকা হইতে তৈল উৎপন্ন হইবে না। শত শত শিল্পীর সমবেত চেষ্টায় স্বর্ণ হইতে জল উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব বুঝিতে হইবে যে, উপাদান কারণে যাহা অনভিব্যক্ত থাকে, তাহাই কর্ত্তার (নির্ম্মাতার বা শিল্পীর) চেষ্টায় ও প্রযত্নে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং উহাদের অভিব্যক্ত করণেই কর্ত্তার প্রযত্নের সার্থকতা। প্রতীতিভেদ, নামভেদ, কার্য্যভেদ, কালভেদ, আকৃতিভেদ, সংখ্যাভেদ প্রভৃতি সকলই কর্ত্তার প্রযত্নের পরিচয় দেয় মাত্র।

উভয় বাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হইলাম। উভয় বাদীগণের দার্শনিক তর্ক গহনের মধ্যে প্রবেশ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, ও বিশেষ প্রয়োজনও নাই। যাহারা জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্যের ২।১।১৫ সূত্রের ভাষ্য দেখিতে পারেন।

ভিত্তি :—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)

হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা সৎ স্বরূপে ছিল। (ছাঃ ৬।২।১)

"অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ..."(ছান্দোগ্যঃ, ৮।১।৫)

যিনি পাপ-বিনির্ম্মুক্ত, জরা-মৃত্যু রহিত। (ছাঃ ৮।১।৫)

"অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ"। (শ্বেতাঃ ৪।৭)

ঐশ্বর্য্য অভাবে মুগ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করে। (শ্বেতাঃ ৪।৭)

সংশয় :—যদি কার্য্য কারণের একদ্রব্যত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ব্রহ্মসম্ভূত এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার—অর্থাৎ অজ্ঞান, শোক, দুঃখ প্রভৃতির সঙ্গেও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়। তাহা হইলে "অপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" পাপ-বিনির্ম্মুক্ত, জরা-মৃত্যু রহিত প্রভৃতির বেদান্তের উক্তির অসামঞ্জস্য প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই আপত্তি সূত্রাকারে পূর্ব্বপক্ষরূপে স্থাপিত করা হইযাছে :—

সূত্র :—২।১।৮

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্। ২।১।৮

অপীতৌ + তদ্বৎ + প্রসঙ্গাৎ + অসমঞ্জসম্।

অপীতৌ :—জগতের বিলযে। **তদ্বৎ :—**সেইরূপ,—ব্রহ্মের জগৎরূপ বিকারিত্বাদি দোষ। **প্রসঙ্গাৎ :—**সম্ভাবনাবশতঃ। **অসমঞ্জসম্ :—**সামঞ্জস্যরহিত হয।

এটি পূর্ব্বপক্ষের সূত্র। জগৎ পরিণামী, নশ্বর, এবং জগতের প্রাণিগণ সর্ব্বদা ত্রিতাপতাপে সন্তাপিত। প্রলযে এই জগৎ প্রাণিগণের সহিত ব্রহ্মে লীন হইলে, জগতের ও তদন্তর্গত জীববৃন্দের দোষ, শোক, দুঃখ, সন্তাপ প্রভৃতি ব্রহ্মে সংক্রামিত হইবেই। কারণ, উপাদেয়ের ধর্ম্ম, উপাদানে সংক্রামিত না হইবার কারণ কি? উভয়েই যখন বস্তুন্তর নহে, তখন উপাদেয়ের দোষসকল ব্রহ্মে স্পর্শিবে। সুতরাং শ্রুতিতে যে তাহাকে সর্ব্বদোষরহিত (ছান্দোগ্যঃ, ৮।১।৫), সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ (মুণ্ডঃ ১।১।৯) বলিয়া উক্তি আছে, তাহারা অসমঞ্জস হইয়া পড়িবে।

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।

পুমান্ শেষে ... ... ॥ ভাগঃ ৪।৭।৩৯

আপনি আদ্য পুরুষ। প্রলয়কালে আপনি সমুদায় কার্য্যজগৎ সংহারপূর্ব্বক নিজ উদর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রলয়-সলিলে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন। ভাগঃ ৪।৭।৩৯

পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—২।১।৯

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২।১।৯

ন + তু + দৃষ্টান্তভাবাৎ।

ন :—না। **তু :**—কিন্তু, আপত্তি নিরসনার্থ। **দৃষ্টান্তভাবাৎ :**—দৃষ্টান্ত থাকা হেতু।

পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, যেমন—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দেহধর্ম্মগুলি আত্মাতে সংক্রমণ করে না। আবার জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি আত্মধর্ম্মগুলি দেহে সংক্রামিত হয় না, সেইরূপ অপুরুষার্থ, বিকার, অজ্ঞান, দুঃখ প্রভৃতি ব্রহ্মশক্তি মায়ার ধর্ম্ম বিধায়, তাহারা মায়াতেই অবস্থান করে, নির্ম্মল নিরঞ্জন ব্রহ্মস্বরূপে স্পর্শ করে না। অতএব, বেদোক্ত উক্তি পরম্পরায় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্ম জাগতিক দোষে আসক্ত হন না।

স বা ইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি ন সজ্জতেঽস্মিন্।
ভূতেষু চান্তর্হিত আত্মতন্ত্রঃ ষাড়্‌বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্‌গুণেশঃ ॥

ভাগঃ ১।৩।৩৬

ইহার অর্থ ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ৪৩৫)।

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্ব্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ যৎ
স্বে সুখেঽব্যবহিতোঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥ ভাগঃ ১১।৬।৮

ইহার অর্থ ১।২।১৮ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ৪৯৭)।

আপনি বিশ্বরূপ হইলেও, বিশ্ব হইতে আপনি ভিন্ন। বীজাঙ্কুর ন্যায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে পরম কারণ যে আপনি, আপনি আপনার স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন।

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো
মায়া যদাত্ম-পরবুদ্ধিরিয়ং হ্যপার্থা।
যদ্ যস্য জন্ম নিধনং স্থিতিরীক্ষণঞ্চ
তদ্বৈ তদেব বসুকালবদষ্টিতর্ব্বোঃ॥ ভাগঃ ৭।৯।৩০

ইহার অর্থ ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় (৩৮১ পৃষ্ঠায়) দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৯।৩১ গদ্যাংশেও এই কথাটি আছে। তাহার অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল।

হে ভগবন্! তোমার বিহার যোগ অর্থাৎ লীলা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য। তোমার আশ্রয় নাই, শরীর নাই, এবং তুমি অগুণ; অথচ তুমি নিজেই এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছ। অথচ কোন প্রকার বিকার মাত্র তোমাকে স্পর্শ করিতেছে না। ভাগঃ ৬।৯।৩১

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। উদ্ধৃত শ্লোকের অনুরূপ বহু শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতে বিদ্যমান আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

বিশেষতঃ, প্রপঞ্চ জগৎস্থ সমুদায়ই শ্রীহরির শরীর। সুতরাং শরীর-ধর্ম্ম যেমন আত্মাতে সংক্রামিত হয় না, সেইরূপ প্রপঞ্চ ধর্ম্মও শ্রীহরিতে সংক্রামিত হয় না। তিনি স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥
ভাগঃ ১১।২।৩৯

এই শ্লোকের সরলার্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (১০৭ পৃষ্ঠায়) দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর দেওয়া হইল না।

সূত্র :—২।১।১০

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ॥ ২।১।১০

স্বপক্ষ-দোষাৎ + চ

স্বপক্ষ-দোষাৎ :—স্বপক্ষে—সাংখ্যমতে দোষ হেতু। চ:—ও।

ব্রহ্ম-কারণ-বাদ যে কেবল নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণীয়, তাহা নহে, সাংখ্যোক্ত প্রধান-কারণ-বাদও দোষ-দুষ্ট। যে সকল দোষ, সাংখ্য, ব্রহ্ম-কারণ-বাদে সম্ভাবনা করিয়া তর্কোত্থাপন করিলেন, সে সমুদায়ই সাংখ্যে বিদ্যমান। উপাদান—উপাদেয়ের বৈরূপ্য সাংখ্যেও বিদ্যমান। প্রধান শব্দ-গন্ধ প্রভৃতি গুণ-বর্জ্জিত, তাহা হইতে শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির উৎপত্তি স্বীকার কি প্রকারে করা যায়? করিলে, উক্ত বৈরূপ্য দোষ আসিয়া পড়ে। পুরুষ মায়াযোগে বিকৃত হন, ইহাও অশ্রদ্ধেয়। সাংখ্য বলেন যে, প্রকৃতির সান্নিধ্যে চিৎস্বরূপ নির্ব্বিকার পুরুষে প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, ইহাই সংসার। এই সান্নিধ্য কি প্রকার? উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা, প্রকৃতিগত কোনও প্রকার বিকার? বা, পুরুষেরই কোনও প্রকার বিকার? প্রথমতঃ পুরুষের বিকার হইতে পারে না, কারণ, পুরুষ নির্ব্বিকার। প্রকৃতিরও বিকার হইতে পারে না, কারণ, প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং, উহা আবার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না। আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য বলিলে, স্বরূপে মুক্ত পুরুষের পক্ষে অধ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং, জগৎ সৃষ্টিই সাংখ্য মতে সম্ভব হইতে পারে না। প্রধান জড়, সুতরাং প্রধান-বাদে জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না। জড় প্রধান কি উদ্দেশ্য লইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারে? জড়ের উদ্দেশ্য থাকাই অসম্ভব। এই সমুদায় কারণে সাংখ্যোক্ত প্রধান-বাদ অনেক দোষে দুষ্ট। অতএব সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

এই সম্পর্কে ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২১ শ্লোক (পৃঃ ১৪৬) দ্রষ্টব্য। ভাগবতও সাংখ্য উপেক্ষণীয় বলিয়াছেন।

শ্রুতি :—।

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তাহন্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।"
(কঠঃ ১।২।৯)

হে প্রিয়তম নচিকেতা! এই ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত যে সদ্বুদ্ধি তুমি পাইয়াছ, তর্ক দ্বারা ইহা লাভ করা যায় না, অথবা তর্কের সাহায্যে এই সদ্বুদ্ধি অপনীত করা উচিত নয়। পরন্তু, ব্রহ্মাত্মদর্শী আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই ফলবতী হয়, অন্যথা বিফল হয়। (কঠঃ ১।২।৯)

সূত্র :—২।১।১১

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥ ২।১।১১

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ + অপি।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ :—তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু। **অপি** :—ও। স্মৃতিতেও কথিত আছে :—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥" শারীরক ভাষ্য।

যাহা অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করিও না। যাহা প্রকৃতির অতীত তাহা অচিন্ত্য। অচিন্ত্যতাই সে বস্তুর লক্ষণ।

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।৩।৩৭ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, "মনঃ, বাক্, চক্ষুঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাতে প্রবেশ করিতে বা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না।" অতএব তিনি অচিন্ত্য। তাঁহার তত্ত্ব তর্কের দ্বারা অপ্রতিষ্ঠ। তিনি যে প্রকৃতির পর, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বহুস্থানে বর্ণিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্ব্বহিরবস্থিতম্॥ ভাগঃ ১৮।১৭

ইহার অর্থ ১।২।২২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৩২) দেওয়া হইয়াছে।

অতএব অচিন্ত্য, প্রকৃতির পর তত্ত্ব তর্কের দ্বারা অধিগম্য নহে। উহা শাস্ত্রগম্য, শ্রুতিই উক্ত তত্ত্ব নিরূপণ করেন। তর্ক মানবের অন্তঃকরণ বৃত্তির ব্যাপার মাত্র। মানব বুদ্ধির পরিমাণের সূক্ষ্মতার ও তীক্ষ্ণতার ইতর বিশেষের

উপর তর্কের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। একজন পণ্ডিত বহু পরিশ্রম করিয়া একটি সিদ্ধান্ত করিলেন। তাঁহা হইতে অধিক বুদ্ধিমান্ আর একজন তর্ক-চতুর পণ্ডিত উক্ত সিদ্ধান্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন, ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। মানব-বুদ্ধি বিচিত্র, অনবস্থিত। সেজন্য তর্কও অপ্রতিষ্ঠা দোষে দূষিত; অব্যভিচারী তর্ক হয় না। এই জন্যই বুদ্ধ, কণাদ, গৌতম, ক্ষপণক, কপিল, পতঞ্জলি প্রভৃতির প্রবর্ত্তিত তর্কসমূহ পরস্পরের দ্বারায় ব্যাহত হইয়া তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করে।

এই প্রসঙ্গে ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৪।২৬ শ্লোক (পৃষ্ঠা ২৬০-২৬১) দ্রষ্টব্য। উহার সরলার্থ মাত্র এখানে দেওয়া হইল।

যাঁহার শক্তি সকল বিবাদকারী বাদিগণের কখনও বিবাদের কখনও সম্বাদের স্থল হইয়া থাকে, এবং সেই সকল বাদিগণের আত্মাতে মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্তগুণে অলঙ্কৃত পরম পুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি। ভাগঃ ৬।৪।২৬

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণ। ঈশ্বরেঽনবগাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্ব্বাচীন বিকল্প বিতর্ক বিচার প্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্র-কলিনান্তঃকারণাশয়দুরবগ্রহবাদিনং বিবাদানবসরে......ইত্যাদি। ভাগঃ ৬।৯।৩৩

১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, তর্ক অবলম্বন না করিয়া শ্রুতি অনুসারী ব্রহ্ম-কারণ বাদই গ্রহণীয়।

সূত্রঃ—২।১।১২

অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেৎ, এবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ॥ ২।১।১২

অন্যথা + অনুমেয়ম্ + ইতি + চেৎ + এবম্ + অপি + অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ।

অন্যথাঃ—অন্যপ্রকারে। **অনুমেয়ম্**ঃ—অনুমানের উপযুক্ত—অর্থাৎ, অনুমান করিতে পারা যায় যে, এ প্রকার তর্কের অবতারণা করিব, যাহাতে প্রধান-কারণ-বাদ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, কোনও তর্কের দ্বারা তাহা বিচলিত করিতে পারা যাইবে না। **ইতি**ঃ—ইহা। **চেৎ**ঃ—যদি বল। **এবম্**ঃ—এই প্রকারে। **অপি**ঃ—ও। **অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ**ঃ—তর্কের শেষ হইবার অসম্ভাবনা।

অর্থাৎ, যদিও পূর্ব্বোক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও, উক্ত অনুমেয় প্রধানবাদের বিচারের জন্য বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল তর্ক-কুশল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা একত্র সমবেত হইয়া উক্ত বাদ প্রামাণিক ও অবিসম্বাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন না। আবার, ইহার পরেও ভবিষ্যৎ কালগর্ভে বিশেষ সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন পণ্ডিত জন্মাইতে পারেন। সুতরাং তর্ক শেষ হইবার অসম্ভাবনাই থাকিয়া যায়। অন্যপক্ষে, শ্রুতি অপৌরুষেয়, ইহা আমরা প্রমাণ করিয়াছি। **মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বস্তু সম্বন্ধে শ্রুতিই প্রামাণ্য, ইহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সমানভাবে কার্য্যকরী, কখনও ব্যভিচার হইবে না। অতএব শ্রুতি-প্রমাণে ব্রহ্ম-কারণ-বাদই গ্রহণীয়।**

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি তর্ক পরিত্যাগই করিতে হইবে? কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে তর্ক প্রমাণ ছাড়িয়া আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। ইহার উত্তর এই যে, জাগতিক ব্যাপার মানব-বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। উহাদের সম্বন্ধে মানব-বুদ্ধি-প্রসূত তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু যাহা মানব-বুদ্ধির অতীত বস্তু, যেখানে মানবের জ্ঞান, মানবের তর্ক-পদ্ধতির নিয়ম, মানবের যুক্তি, মানবের বিচার পৌঁছিতে পারে না, সেখানে তর্কের অবসর নাই। সেখানে শ্রুতিই একমাত্র অবলম্ব্য।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রসন্ন থাকিলেই ভগবদনুভূতি সম্ভব হইয়া থাকে। তর্কের দ্বারা উহাদের ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, উহা তিরোহিত হয়।

ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈ স্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্॥ ভাগঃ ২।৬।৩৯

হে নারদ! মুনিগণের দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ প্রসন্ন থাকিলে ভগবদনুভূতি জানিতে পারেন। তর্কে দেহ, ইন্দ্রিয়, মনে বিপ্লব উপস্থিত হয়। তাহাতে উক্ত অনুভূতি তিরোহিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ২।৬।৩৯

সুতরাং তর্কে যাহা তিরোহিত হইয়া থাকে, তর্ক দ্বারা তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না।

অপর পক্ষে, ভক্তিযোগ দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদ্‌পদ্মে শ্রীভগবান্ ভক্তের ইচ্ছানুরূপ বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত হন। ১।২।৩০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৫৪৯)।

অতএব তর্কের উপর নির্ভর না করিয়া, অপৌরুষেয়, সর্ব্বকালে বিদ্যমান শ্রুতির অনুগমন করাই কর্ত্তব্য, এবং শ্রুত্যনুসারী ব্রহ্ম-কারণ-বাদই গ্রহণীয়।

২।১।১১ ও ২।১।১২ সূত্র একত্র শঙ্করভাষ্যে, মধ্বভাষ্যে ও গোবিন্দভাষ্যে আছে। শ্রীভাষ্য অনুসারে দুইটি পৃথক গ্রহণ করা হইল।

৭। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ॥

সূত্র :—২।১।১৩

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২।১।১৩॥

এতেন + শিষ্ট + অপরিগ্রহাঃ + অপি + ব্যাখ্যাতাঃ।

এতেন :—ইহা দ্বারা। **শিষ্ট :**—অবশিষ্ট—সাংখ্য ও যোগদর্শন ভিন্ন, কণাদ, গৌতম, ক্ষপণক, জৈন প্রভৃতির বিভিন্ন দর্শন। **অপরিগ্রহাঃ :**—যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই—বেদানুসারী নহে। **অপি :**—ও। **ব্যাখ্যাতাঃ :**—বর্ণিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি, প্রমাণ এবং সূত্র সকলের দ্বারা শ্রুতিবিরোধী—তর্ক-মূলক কণাদ, গৌতম, ক্ষপণক (বৌদ্ধ), জৈন প্রভৃতির দর্শনও উপেক্ষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে পরমাণুর সংজ্ঞা ও তাহার দ্বারা অবয়ব সৃষ্টি বর্ণিত আছে। যথা :—

চরমঃ সদ্বিশেষাণামনেকোঽসংযুতঃ সদা।
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয়ো নৃণামৈক্যভ্রমো যতঃ ॥ ভাগঃ ৩।১১।১

কার্য্যরূপী পৃথিব্যাদির যে চরমাংশ—যাহার আর বিভাগ হইতে পারে না—তাহাই পরমাণু। তাহারা পরস্পর অসংযুক্ত, এবং সর্ব্বদা বর্ত্তমান; অর্থাৎ কার্য্যাবস্থা অপগত হইলেও বিদ্যমান্ থাকে। তাহাদের সমবায়ে ব্যবহারিক অবয়বী জ্ঞান হইয়া থাকে। ভাগঃ ৩।১১।১

এখন প্রশ্ন এই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য। ভাগবতে যখন পরমাণুর অস্তিত্ব কথিত আছে, এবং যাহাদিগের মিলনে প্রপঞ্চ সৃষ্টি, তখন কণাদের দর্শন উপেক্ষণীয় হইবে কেন? ইহার উত্তর শ্রীমদ্‌ভাগবতেই দেওয়া আছে।

এবং নিরুক্তং ক্ষিতিশব্দবৃত্তমসন্নিধানাৎ পরমাণবো যে।
অবিদ্যয়া মনসা কল্পিতাস্তে যেষাং সমূহেন কৃতো বিশেষঃ॥

ভাগঃ ৫।১২।৯

এবং কৃশং স্থূলমণুর্বৃহদ্যৎ অসচ্চ সজ্জীবমজীবমন্যৎ।
দ্রব্যস্বভাবাশয়কালকর্ম্মনাম্নাজয়াবেহি কৃতং দ্বিতীয়ম্॥

ভাগঃ ৫।১২।১০

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

ভাগঃ ৫।১২।১১

ক্ষিতি শব্দ দ্বারা কথিত এই দৃশ্যমান পৃথিবী, ইহাও তাহার কারণীভূত সূক্ষ্ম পরমাণুতে লয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া অসৎ। মনের দ্বারা কার্য্যের দ্বারা অনুপপত্তি হেতু পরমাণুসকল বাদিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হয়। এবং পরমাণু সকলের মিলনে পৃথিবী ইত্যাদি বিশেষ রচিত হয়। এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়া বিলসিত মাত্র। এ কারণ, পরমাণুসকল অবিদ্যা-কল্পিত। এজন্য তাহারাও অসৎ। ভাগঃ ৫।১২।৯

আত্মাতে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন স্থূল, কখন অণু, কখন কার্য্য, কখন কারণ, কখন চেতন, কখন জড় ভাব দেখিয়া যে দ্বৈত প্রতীতি হয়, সে দ্বৈত ও মায়া দ্বারা দ্রব্য, স্বভাব, আশয়, কাল, কর্ম্ম ইত্যাদি নামোপলক্ষিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ৫।১২।১০

বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য। তাহাকেই পণ্ডিতেরা ভগবান বাসুদেব বলিয়া থাকেন।

ভাগঃ ৫।১২।১১

অতএব কণাদের পরমাণুবাদের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের পরমাণু স্বীকারের পার্থক্য প্রচুর। কণাদ পরমাণুকেই জগৎকারণ এবং নিত্য সৎ বলেন। ভাগবত মতে বিশুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানই জগৎকারণ এবং সত্য। অন্যান্য বাদও এই প্রকারে উপেক্ষণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত ৩।১১।১ শ্লোকানুযায়ী পরমাণুবাদের সহিত পদার্থ-বিদ্যাবিদ্গণের পরমাণুবাদ (atomic theory) তুলনীয়। পদার্থবিদ্যাবিদ্গণও বলেন যে, পরমাণু চরম অংশ, উহা অবিভাজ্য, উহাদের পরস্পরের মধ্যে অবকাশ

(Interspaces) আছে, অতএব পরস্পর অসংযুক্ত। এবং দ্রব্যের আকার ধ্বংস হইলেও পরমাণু বর্ত্তমান থাকে এবং উহাদের সমবায়ে ব্যবহারিক অবয়বী জ্ঞান হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিল আছে।

আবার দুই পরমাণুতে একটি অণু, তিন পরমাণুতে একটি ত্রসরেণু গঠিত হয়। ইহাও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যথা, **"অণু দ্বৌ পরমাণুস্যাৎ ত্রসরেণু স্ত্রয়ঃ স্মৃতঃ।"** ভাগঃ ৩।১১।১৫। এই প্রকার একাধিক পরমাণুর মিলনে উৎপন্ন পরমাণুপুঞ্জকে জড় বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা molecule নাম দিয়াছেন। সুতরাং আর্য্যঋষিগণের উক্তির সহিত বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যার এস্থলেও অভেদ।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। পরমাণু, দ্রব্যের চরমাংশ হইতে পারে। কিন্তু মৌলিক দ্রব্যের পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন কিনা? অর্থাৎ, স্বর্ণের পরমাণু লৌহের পরমাণু হইতে পৃথক কিনা? প্রথম খণ্ডের ১৭০-১৭১ পৃষ্ঠায় যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রানুসারে সৃষ্টি প্রপঞ্চের মূল একস্থানে। বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞানের প্রগতিও সেইদিকে। বর্ত্তমান জড় বিজ্ঞান Electron ও Proton এবং তাহাদের আবর্ত্তনে ও উহাদের বিভিন্ন সংখ্যার সংশ্লেষ দ্বারা বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করে। ইহার লক্ষ্য সেই একই মূল কারণের দিকে। ইহা ভাবিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয় না কি? এবং আর্য্যঋষিগণ তাঁহাদের আপ্ত জ্ঞানের দ্বারা জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কত উন্নত ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভাবিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

৮। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ॥

ভিত্তি :—

"ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি,
অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।১)

সশরীর পুরুষের প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, অশরীর হইলেই তাহাকে প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। (ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।১)

সংশয় :—পুনরায় সাংখ্য আপত্তি করিতেছেন :—ব্রহ্ম জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানকারণ সিদ্ধান্ত ত করিলে এবং তর্কের খাতিরে তিনি বিশ্বরূপ ও সর্ব্বভূতের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত, বলিলে ত। যদি তিনি বিশ্বরূপ, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, তবে ত তিনি শরীরসম্ভূত সুখদুঃখের ভোক্তা। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি তাহার প্রমাণ। তাহা হইলে, ভোক্তা ব্রহ্ম ও ভোক্তা জীবের পার্থক্য ত থাকে না। ইহার উত্তর কি দিবে? ইহার সমাধানের সূত্র করিলেন, সূত্রের প্রথম অংশে আপত্তি, ও শেষাংশে সমাধান।

সূত্র :—২।১।১৪

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ, স্যাল্লোকবৎ ।। ২।১।১৪ ॥

ভোক্ত্রাপত্তেঃ + অবিভাগঃ + চেৎ + স্যাৎ + লোকবৎ ।

ভোক্ত্রাপত্তেঃ :—ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু। **অবিভাগঃ :**—জীব, ব্রহ্মে বিভাগ বা বিভিন্নতা থাকিতে পারে না। **চেৎ :**—যদি বল। **স্যাৎ :**—বিভিন্নতা থাকিবে। **লোকবৎ :**—লৌকিক ব্যবহারের ন্যায়।

ব্রহ্ম বিশ্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামীরূপে অন্তরে অবস্থিত হইলে, তাঁহার ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা হেতু জীব হইতে অভেদ যদি বল, তাহার উত্তর না; লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় যে, একজন বন্দুকধারী পুরুষের প্রাণিহনন শক্তি বন্দুকের দ্বারা সহজেই প্রকটিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ পুরুষ ত বন্দুক নহে। বন্দুকের স্বতঃ প্রাণিহননের সামর্থ্য নাই। পুরুষের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়াই উহা প্রাণিহনন করিতে পারে। উহার শক্তি পুরুষশক্তি দ্বারা

উদ্বোধ্য। উহা যেমন পুরুষ নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের তটস্থা শক্তিরূপ জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তিরূপ প্রকৃতি, ব্রহ্ম দ্বারা উদ্বোধ্য ও কার্য্যশীল হইলেও ব্রহ্ম নহে।

আরও দেখ, রাজা তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে—চামরাদি ব্যজনে—দংশ মশকাদি সঙ্কুল স্থানে নিরাময়ে অবস্থান করিয়া অভিপ্রেত বিষয় পরিচালন করেন এবং নানাপ্রকার রাজভোগ্য,—সাধারণের অনুপভোগ্য—বিষয়াদি ভোগ করেন, সেইরূপ বিশ্বেশ্বর তাঁহার অব্যাহত শক্তির বিকাশে জগতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত হইয়াও জাগতিক দোষে স্পৃষ্ট হন না; সমস্ত জগৎ পরিচালন করেন, এবং আপন স্বরূপানন্দও উপভোগ করেন।

এখানে ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উপরে যে বন্দুকের উপমা দেওয়া হইল, তাহা যন্ত্রমাত্র ও পুরুষ হইতে পৃথক। কিন্তু ব্রহ্মের বহিরঙ্গা বা তটস্থা শক্তি ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। যদিও উহারাই ব্রহ্ম নহে, তাহা হইলেও শক্তিরূপে উহারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক। সাধারণ জীবের সহিত ব্রহ্মের এইখানেই প্রভেদ। আমাদের ব্যবহারের যন্ত্র আমাদের হইতে পৃথক, কিন্তু ব্রহ্মের ব্যবহারের যন্ত্র—জীব, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ ইত্যাদি—তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক। আমরা, কোনও যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুতকারী কর্ম্মদক্ষ শিল্পীর সাহায্য লই। শ্রীভগবান তাঁহার যন্ত্র প্রস্তুত করিতে, নিজেই উপাদান, নিজেই শিল্পী, এবং নিজেই যন্ত্র। তাঁহার ইচ্ছাতেই ভিন্নরূপে আকারিত হয় মাত্র, এবং আকারিত হইয়া তাঁহা হইতে পৃথক হইয়াও অপৃথক। লৌকিক ভাষায় ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, লৌকিক উপকরণ ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু সব সময় সাবধান হইয়া ভগবত্তত্ত্বের গূঢ় রহস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাঁহার সংকল্পেই পৃথক্ অভিব্যক্তি এবং পৃথক ব্যবহার।

১।৪।২৭ ও ১।২।৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃষ্ঠা ৭৩০ ও ৪৯৬) উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২৮।২৭ শ্লোক ইহাই প্রকাশ করে।

যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিনাশশীল গুণ দ্বারা বা ঋতুগুণ দ্বারা আকাশ আসক্ত হয় না, তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ দ্বারা, বা সংসার-হেতু-ভূত গুণ দ্বারা সংসার পারে অবস্থিত পরমাত্মা আসক্ত হয়েন না। ভাগঃ ১১।২৮।২৭

পূর্ব্বে আলোচিত ১।২।৮ সূত্রে বিশ্বরূপ ও সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ভোগ প্রসঙ্গ পরিহার করা হইয়াছে। এখানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া, এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্ত্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ। ভাগঃ ৩।২৭।১

—পরম পুরুষ পরমাত্মা নির্গুণ, অকর্ত্তা, নির্ব্বিকার; জলমধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলেও সে যেমন তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হয় না, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রাকৃতিক গুণে লিপ্ত হন না। ভাগঃ ৩।২৭।১

৯। আরম্ভণাধিকরণ ॥

ভিত্তিঃ—

(১) "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥"

(ছান্দোগ্য ঃ ৬।১।৪)

—বিকারমাত্রই বাক্যারম্ভণ নাম মাত্র। মৃত্তিকাই ঘটের সত্য পদার্থ। (ছাঃ ৬।১।৪)।

(২) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম।"
"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত ॥"

(ছান্দোগ্য ঃ ৬।২।১,৩)

—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপই ছিল ; সেই—সৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব ; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। (ছাঃ ৬।২।১,৩)

(৩) "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥"

(ছান্দোগ্য ঃ ৬।৩।৩)

—আমি এই জীবাত্মারূপে সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব। (ছাঃ ৬।৩।৩)

(৪) "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ…"

(ছান্দোগ্য ঃ ৬।৮।৬)

—হে সোম্য! এই সমস্ত জন্য পদার্থই সন্মূলক, সতে অবস্থিত এবং সতেই বিলীন হয়… (ছাঃ ৬।৮।৬)

(৫) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥"

(ছান্দোগ্য ঃ ৬।৮।৭)

—এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিও তৎস্বরূপই বটে। (ছাঃ ৬।৮।৭)

সংশয় ঃ—২।১।৬ সূত্রে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছ যে, সর্ব্বজ্ঞ, বিকার-বিহীন, বিশুদ্ধ, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই অল্পজ্ঞ, বিকারী, মলিন,

অজ্ঞান ও শোক মোহাচ্ছন্ন জগৎ উৎপত্তির দোষ নাই। তাহা হইলে ত প্রকারান্তরে অসৎ কার্য্যবাদই স্বীকার করা হইল। তোমরা সৎকার্য্যবাদী, তোমাদের মতে কারণ-গুণ কার্য্যে অনুস্যূত থাকে। যদি কার্য্যে কারণ হইতে বিপরীত গুণ বা ধর্ম্ম দেখা যায়, তাহা হইলে ত কারণে কার্য্য অনভিব্যক্ত ভাবেও বর্ত্তমান ছিল না, ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। অতএব মুখে সৎকার্য্যবাদী বলিয়া পরিচয় দিলেও কার্য্যতঃ তোমরা অসৎ কার্য্যবাদী হইয়া পড়িতেছ। সুতরাং ২।১।১৩ সূত্রে কণাদাদি অসৎ কার্য্যবাদিগণের মত উপেক্ষণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করায় দোষ হইতেছে, ইহা কি বুঝিতেছ না? কণাদ, গৌতম প্রভৃতি অসৎ কার্য্যবাদিগণের এই প্রকার আপত্তিসকল কল্পনা করিয়া, তাহাদের সমাধানের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।১।১৫

তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥ ২।১।১৫ ॥

তৎ + অনন্যত্বম্ + আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥

তৎ :—তাহা হইতে, সেই ব্রহ্ম হইতে। **অনন্যত্বম্ :**—জগতের অভিন্নত্ব। **আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ :**—আরম্ভণ শব্দ প্রভৃতি হইতে (জানা যায়)।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৪, ৬।২।১, ৬।৩।৩, ৬।৮।৬, ৬।৮।৭ মন্ত্রে "আরম্ভণ" শব্দ ও অন্যান্য যে সকল শব্দ আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেরূপ মৃত্তিকোৎপন্ন দ্রব্যাদি মৃত্তিকা হইতে, লৌহ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি লৌহ হইতে, স্বর্ণ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি স্বর্ণ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই বিশ্ব প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট, মালসা, সরা, জালা প্রভৃতি নাম ও রূপ কুম্ভকারের ইচ্ছা ও প্রযত্নের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ বিশ্বস্থ সমুদায় পদার্থের নাম ও রূপ, ব্রহ্মের ইচ্ছা বা সংকল্পের উপর নির্ভর করে। ইহা উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।৩ মন্ত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

এখন অসৎ কার্য্যবাদিগণকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মতে ত কার্য্য কারণে অনুস্যূত থাকে না, কার্য্য-ভিন্ন পদার্থের উপর কর্ত্তার কারক ব্যাপারে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা ত বস্ত্র হইতে ভিন্ন পদার্থ। তবে কর্ত্তার কারক ব্যাপার দ্বারা মৃত্তিকা হইতে বস্ত্রের উৎপাদন করিয়া শীত

নিবারণ কর না কেন? তাহা যখন কোনও কালে সম্ভব নহে, তখন তোমাদের গৃহীত অসৎকার্য্যবাদে কর্ত্তার কারক ব্যাপারের সঙ্গতি সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আমাদের সৎকার্য্যবাদে তাহা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়। আমাদের মতে কার্য্য কারণেই অনুস্যূত থাকে, অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে। কর্ত্তার কারক ব্যাপার উহার অভিব্যক্তি করিয়া সার্থকতা লাভ করে। লৌকিক কর্ত্তার এরূপ কোনও সামর্থ্য নাই, যাহাতে সে নূতন কোনও বস্তু উৎপাদন করিতে পারে। যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহার নামান্তর ও রূপান্তর সাধন করিয়াই কর্ত্তার কারক ব্যাপারের সমাপ্তি। ইহা আমরা জগতের প্রত্যেক ব্যাপারে প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাই। একটি গাছ আছে, তাহা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ তক্তা, দরজা, জানলা, আলমারি, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি নামে ও রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াই সূত্রধর আপনার কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। লৌহ বিদ্যমান আছে, কর্ম্মকার তাহা হইতে কুঠার, দা, বন্দুক, তলোয়ার, ছুরি, কাঁচি, সূঁচ প্রভৃতি বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে বিবিধ বস্তু প্রস্তুত করিয়া নিজের সার্থকতা প্রকটিত করে। সমুদায় কার্য্যজগৎই এই প্রকার। **নূতন কিছুই সৃষ্ট হয় না, নামান্তর ও রূপান্তর সংঘটিত হয় মাত্র।**

এখন আলোচনা করা যাউক, উপাদান ও উপাদেয়ের সম্বন্ধ কি? আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, উপাদান, উপাদেয়ের পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকে; উপাদেয়ের স্থিতির সময় উপাদানই উপাদেয়ের নাম ও রূপে, নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান থাকে। আবার উপাদেয়ের নাশের পর, উপাদানই অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান থাকে। অতএব উপাদেয়ের সৃষ্টি বা উৎপত্তি উপাদান হইতে, স্থিতি উপাদানে, এবং পরিণতিও উপাদানে। সুতরাং উপাদেয়ের সম্পর্কে উপাদানই সত্য, এবং উপাদেয় উপাদান হইতে অনন্য বা অভিন্ন। শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৪ মন্ত্র ইহাই প্রকাশ করে এবং সূত্রকারের আলোচ্য সূত্রের অর্থও তাহাই। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই প্রপঞ্চ বিশ্বের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে, স্থিতি তাঁহাতে, ও পরিণতিও তাঁহাতে (দেখ সূত্র ১।১।২)। অতএব এই প্রপঞ্চ বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন এবং প্রপঞ্চ বিশ্ব সম্পর্কে ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং প্রশ্ন উঠে প্রপঞ্চ বিশ্ব স্বরূপতঃ কি?

কার্য্য ও কারণের অনন্যতা বা অভেদ প্রতিপাদন করিবার পক্ষে বৈদান্তিক-গণের মধ্যে দুইটি প্রকৃষ্ট পন্থা আছে—একটি পরিণামবাদ ও অপরটি বিবর্ত্তবাদ। পরিণামবাদী বলেন যে, উপাদানই উপাদেয়াকারে অর্থাৎ কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, এবং এই প্রকার পরিণত অবস্থায় থাকাকালে কারণেরই কার্য্যরূপে

প্রতীতি হইয়া থাকে। অর্থাৎ কারণই কার্য্যের নামে ও রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে দুগ্ধই দধি রূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ দুগ্ধই দধি নাম ও রূপ গ্রহণ করে। বিবর্ত্তবাদী বলেন যে, উপাদান কারণ কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না, নিজের স্বরূপেই বর্ত্তমান থাকে, অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্যরূপে দর্শন করে—যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। দুগ্ধ যেমন নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া দধিতে পরিণত হয়, রজ্জু সেরূপ নিজের স্বরূপ হারাইয়া সর্পে পরিণত হয় না। যে সময়ে দর্শকের সর্পজ্ঞান হইতেছে, সেই সমকালেই, রজ্জু নিজ স্বরূপেই অর্থাৎ রজ্জুরূপেই বর্ত্তমান থাকে। ভ্রান্ত ব্যক্তিই উহাতে সর্পদর্শন করিতেছে বটে, কিন্তু যে ভ্রান্ত হয় নাই, সে রজ্জুই দর্শন করিতেছে, তাহার নিকট উহার স্বরূপ হানি হয় না। অতএব, রজ্জু সর্পের বিবর্ত্তকারণ, এবং সর্প—রজ্জুর বিবর্ত্তকার্য্য।

পরিণামবাদিগণ বলেন যে, ব্রহ্ম, তাঁহার অনন্ত, অচিন্ত্য শক্তি সাহচর্য্যে জগৎ রূপে পরিণত হইলেও, সমকালে স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাঁহার স্বরূপহানি হয় না। তাঁহার এক পাদে বা অল্পাংশেই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ প্রকটিত হয় মাত্র। বিবর্ত্তবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম জগতের বিবর্ত্তকারণ—অনাদি অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাতে বিচিত্র জগৎ প্রকাশিত হইলেও, তাঁহার স্বরূপ হানি হয় না। ইঁহারা ইঁহাদের মতবাদ স্থাপন করিবার জন্য "সদসদ-নির্ব্বচনীয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী" মায়ার কল্পনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে বিশ্বপ্রপঞ্চ রজ্জু-সর্পের ন্যায় ঐকান্তিক মিথ্যা। পরিণামবাদিগণের মতে বিশ্বপ্রপঞ্চ ঐকান্তিক মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র।

যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদি, মৃত্তিকার তুলনায় নাশশীল এবং ধ্বংসের পর মৃত্তিকায় তাহাদের পরিণতি, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জগৎ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও সত্যত্বের তুলনায় অনিত্য, অসত্য—নশ্বর এবং নাশের পর ব্রহ্মেই উহার পরিণতি। শঙ্করাচার্য্য প্রমুখ অদ্বৈতবাদিগণ বিবর্ত্তবাদী; রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, নিম্বাদিত্য, বল্লভ, বলদেব প্রমুখ বৈদান্তিকগণ পরিণামবাদী। আমরা উভয় বাদের আচার্য্যগণের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করিব না এবং কোন্‌টি পরিত্যাজ্য ও কোন্‌টি গ্রহণীয় এই উপলক্ষে দোষগুণ বিচার করিব না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত সাহায্যে বেদান্তদর্শনের আলোচনা করিতেছি, অতএব আমাদের পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত কর্ত্তৃক গৃহীত পরিণামবাদই গ্রহণীয়।

এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র-সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, উপাদান ও উপাদেয় উভয়ের মধ্যে

উপাদানই সত্য, উপাদেয় বিকার মাত্র এবং উহার নাম বাগাড়ম্বর মাত্র। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ (ব্রহ্ম) স্বরূপে ছিল। তিনি বহু হইবার ইচ্ছা করায়, এই জগৎ সৃষ্টি হইল; এবং তিনি জীবাত্মারূপে সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, বিভিন্ন নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, অন্য সমুদায় পদার্থই সৎ বা ব্রহ্মমূলক, ব্রহ্মেই অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই লীন হয়, এবং সেই সৎ বা ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সত্য, তিনিই আত্মা এবং সমস্ত জীব তৎ স্বরূপই বটে। অতএব চেতনাচেতনাত্মক বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ছান্দোগ্য শ্রুতির এই প্রকরণের আরম্ভেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা আছে, যথা, **"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"** (ছান্দোগ্যঃ ৬।১।৩)। যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিজ্ঞাত হয় (ছাঃ ৬।১।৩)। যদি প্রপঞ্চ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হয়, তবেই এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে। এবং ইহারই দৃষ্টান্ত উপলক্ষে মৃত্তিকা, লৌহমণি প্রভৃতি উদাহৃত হইয়াছে; এবং উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে প্রকার মৃত্তিকাদি হইতে উৎপন্ন ঘটাদি মৃত্তিকাদি হইতে অপৃথক, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বিশ্বপ্রপঞ্চ, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্। **অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, চেতন-অচেতন, স্থাবর-জঙ্গম, যত কিছু দৃশ্যমান বস্তু আছে, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।**

এখন দেখা যাউক, শ্রীমদ্ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৬।৪।২৫, ৭।৬।২০, ৭।৯।১৯, ৭।৯।৪৭, ৮।৩।৩, ১০।৮৫।৪,—এবং ২।১।৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৯।৩০ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উহারা পুনরুদ্ধৃত হইল না। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, বিশ্ব সম্বন্ধে সমুদায় কারক-ব্যাপার তিনিই। অর্থাৎ তিনিই বিশ্বের কর্ত্তা; বিশ্বরূপ কর্ম্ম তিনিই অর্থাৎ তিনিই বিশ্ব বা বিশ্বরূপ; করণ অর্থাৎ বিশ্বনির্ম্মাণের উপায়ও তিনি; সম্প্রদান তাঁহাতেই, অর্থাৎ বিশ্ব তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার জন্য তাঁহারই পূজোপকরণ সংগ্রহ করে; বিশ্বের উপাদান তাঁহা হইতে; তাঁহারই বিশ্ব এবং বিশ্বের অধিষ্ঠান তাঁহাতেই। অতএব, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ একমাত্র তিনিই। মনে কর, একজন চিত্রকর, রাজার জন্য একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। কর্ত্তা—চিত্রকর, কর্ম্ম—তাহার চিত্র, করণ ব্যাপার—তুলিকা, রঙ্, ইত্যাদি, সম্প্রদান—রাজাকে, অপাদান—চিত্রকরের মনোময়ী প্রতিকৃতি হইতে, সম্বন্ধ—চিত্রকরের—রাজাকে

সম্প্রদান করিবার পূর্ব্বাবস্থায়, এবং পরে রাজার, এবং অধিকরণ বা অধিষ্ঠান—পট, যাহার উপর চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। এখানে কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ সমুদায়ই কর্ত্তা চিত্রকর হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন সকলই এক, তখন চিত্রও চিত্রকরের সহিত অভিন্ন। **সুতরাং বিশ্বও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু বিশ্ব তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন।**

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থান নিরোধ সম্ভবাঃ।

ভাগঃ ১।৫।২০

—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ভগবান্ হইতে অভিন্ন, কেননা, তাঁহা হইতে ইহার জন্ম এবং তাঁহাতেই স্থিতি, লয় হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি বিশ্ব হইতে ভিন্ন।

ভাগঃ ১।৫।২০

বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ভাগঃ ১১।৫।২৭

—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী, সর্ব্বভূতাত্মাকে নমস্কার। ভাগঃ ১১।৫।২৭

বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৭

—বিশ্বরূপ, বিশ্বদ্রষ্টা বিশ্বকর্ত্তা এবং বিশ্বের সর্ব্বকারণ, আপনাকে নমস্কার।

ভাগঃ ১০।১৬।৩৭

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকং চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

ভাগঃ ১০।৪৬।৩৩

—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, স্থাবর, জঙ্গম, ক্ষুদ্র, মহৎ, দৃষ্ট, শ্রুত যতকিছু বস্তু, তাহারা অচ্যুত ব্যতিরেকে যথার্থতঃ নির্ব্বচনার্হ বস্তু নহে। তিনিই সর্ব্ব, তিনিই পরমাত্মভূত। ভাগঃ ১০।৪৬।৩৩

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্॥

ভাগঃ ১০।৮৪।১২

(১।৩।৯ সূত্রে (পৃঃ—৫৭৯) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্য্য, কারণ হইতে অনন্য হইলেও, কার্য্য কারণ নহে, বিভিন্ন নামরূপে অভিব্যক্ত ও পরিচিত। সেইরূপ

বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও বিশ্ব ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে ভিন্ন এবং তিনি প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াও নিজে তাহাতে আসক্ত হন না। নিজে অবিকৃত স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

সূত্র :—২।১।১৬

ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ২।১।১৬॥

ভাবে + চ + উপলব্ধেঃ ॥

ভাবে :—কার্য্যসম্ভাবে। **চ :**—ও। **উপলব্ধেঃ :**—কারণসত্ত্বার প্রতীতি হেতু।

ঘট, কুণ্ডল, বস্ত্রাদি কার্য্যে, তত্তৎ কারণ-সত্ত্বার, অর্থাৎ মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও তন্তু সত্ত্বার প্রতীতি হইয়া থাকে। একটি গরু দেখিলে ত অশ্বের প্রতীতি হয় না, কেননা, তাহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। কার্য্য যদি কারণ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ হইত, তাহা হইলে কুণ্ডল দেখিলে স্বর্ণপ্রতীতি, অথবা ঘট দেখিলে মৃত্তিকাপ্রতীতি হইত না। অতএব কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন।

ভাল, কার্য্যে না হয় কারণ-সত্ত্বার প্রতীতি হয়। জগৎরূপ কার্য্যে ব্রহ্ম সত্ত্বার কিরূপ প্রতীতি করিতেছ? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

ত্বামাত্মনীশ ভুবি গন্ধমিবাতিসূক্ষ্মং

ভূতেন্দ্রিয়াশয়ময়ে বিততম্ দদর্শ ॥ ভাগঃ ৭।৯।৩৪

—হে ঈশ! যদ্রূপ ভূমিতে গন্ধ সূক্ষ্মরূপে বিতত (সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত) থাকে, সেইরূপ ভূত, ইন্দ্রিয়, আশয়ময় আত্মায় সৎ মাত্র উপাদানরূপে বর্ত্তমান আপনাকে দেখিতে পাইলেন। ভাগঃ ৭।৯।৩৪

প্রপঞ্চে যে সকল দ্রব্য পরিদৃশ্যমান হয়, তাহাতে ব্রহ্মের সৎ শক্তি উপাদানরূপে বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, তাহারা তত্তৎ আকারে দর্শনের বিষয়ভূত হইয়া রহিয়াছে।

জাগতিক সমুদায় বস্তুতে "সৎ" শক্তির বিদ্যমানতাকে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব "সত্তাসামান্য" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দময়" বলে। কেন বলে ইহা ৪।৪।১ সূত্রে বিস্তারিত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে এইমাত্র উল্লেখ করিয়া রাখি যে, তাঁহার

সদ্‌ভাব প্রত্যেক বস্তুতে অনুস্যূত বলিয়া আমরা বস্তুসত্তা প্রতীতি করি। তাঁহার—সদ্‌ভাবেই বস্তুজাত সত্তাবান্। তাঁহার—চিৎ ভাবেই সমুদায় বস্তু প্রকাশবান্, এবং তাঁহার আনন্দ ভাবেই সমুদায় বস্তুজাত আনন্দ দানে উন্মুখ।

যথা হিরণ্যং সুকৃতং পুরস্তাৎ পশ্চাচ্চ সর্ব্বস্য হিরণ্ময়স্য।
তদেব মধ্যে ব্যবহার্য্যমাণং নানাপদেশৈরহমস্য তদ্বৎ ॥

ভাগঃ ১১।২৮।২০

—যেমন সমস্ত হিরণ্ময় দ্রব্যের পূর্ব্বে স্বর্ণ ই বর্ত্তমান, পরেও স্বর্ণ বর্ত্তমান থাকে, মধ্যে সেই স্বর্ণই কুণ্ডল, হার প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহার্য্যমাণ হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ বিশ্বের পূর্ব্বে, পরে বর্ত্তমান, মধ্যে আমিই ভূত, ইন্দ্রিয়, আশয়, দেবতা, মানব, তির্য্যক্ প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহার্য্যমাণ হইয়া থাকি।

ভাগঃ ১১।২৮।২০

ভিত্তি :—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" ॥

(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)

—হে সোম্য, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপেই ছিল। (ছাঃ ৬।২।১)

সূত্র :—২।১।১৭

সত্ত্বাচ্চাপরস্য ॥ ২।১।১৭॥

সত্ত্বাৎ + চ + অপরস্য।

সত্ত্বাৎ :—অস্তিত্ব হেতু, কারণে অস্তিত্ব হেতু। **চ :**—ও। **অপরস্য :**—পশ্চাৎ জাত কার্য্যের, কার্য্য পদার্থের।

পশ্চাৎ জাত কার্য্যরূপ প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎস্বরূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। অতএব, এই হেতুও কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বুঝিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ। ভাগঃ ৩।২৬।১৯

—অঙ্কুরে যেমন বৃক্ষের যাবতীয় ভাব ও শক্তি লীন থাকে, সেইরূপ জগতের অঙ্কুররূপী কূটস্থ আপনাতে লীন জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া……। ভাগঃ ৩।২৬।১৯

রূপে ইমে সদসতী তব দেবসৃষ্টে
বীজাঙ্কুরবিব ন চান্যদরূপকস্য।
যুক্তাঃ সমক্ষমুভয়ত্র বিচক্ষতে ত্বাং
যোগেন বহ্নিমিব দারুষু নান্যতঃ স্যাৎ ॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৬

—স্বরূপতঃ অরূপ যে আপনি, বেদে বীজাঙ্কুরের ন্যায় এই কারণ ও কার্য্যাত্মক জগৎই আপনার রূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্থনের দ্বারা দারুতে অগ্নির ন্যায়, ভক্তিযোগের দ্বারা কার্য্য ও কারণে অনুগত আপনি প্রত্যক্ষ হন। আপনি সর্ব্বকারণ কারণ; অন্যপ্রকার অর্থাৎ প্রধান বা পরমাণু আদি কারণ নহে। ভাগঃ ৭।৯।৪৬

জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে অনভিব্যক্ত ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কার্য্যরূপ জগৎপ্রপঞ্চ কারণরূপ সৎ স্বরূপের সহিত অনন্য না হইলে সৎস্বরূপ এক অদ্বিতীয় কি প্রকারে হইবেন? **সুতরাং কার্য্য ও কারণ অনন্য।**

ভিত্তি :—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ।। (ছান্দোগ্য : ৬।২।১)।

—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল। (ছাঃ ৬।২।১)।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" ।। (তৈত্তি ঃ, আনন্দবল্লী ২।৭)

—অগ্রে ইহা অসৎই ছিল। (তৈত্তিঃ, আনন্দঃ, ২।৭)।

সংশয় :—তোমরা সৎকার্য্যবাদী, কার্য্য কারণে বর্ত্তমান থাকে, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনেক তর্ক ত করিলে? কিন্তু যে শ্রুতি তোমাদের একমাত্র ভিত্তি, তাহাতেই বলে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এ জগৎ অসৎই ছিল। উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৬।২।১ ও তৈত্তিঃ আনন্দবল্লীর ২।৭ মন্ত্রই ইহার প্রমাণ। ইহার *কি উত্তর দিবে? ইহার সমাধানের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—*

[সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান স্থাপন করিয়াছেন।]

সূত্র :—২।১।১৮

অসৎ ব্যপদেশান্নেতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।। ২।১।১৮ ॥

অসৎ ব্যপদেশাৎ + ন + ইতি + চেৎ + ন + ধর্ম্মান্তরেণ + বাক্যশেষাৎ ।।

অসৎ ব্যপদেশাৎ :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে জগৎ অসৎ ছিল বলিয়া, উল্লেখ হেতু। **ন ঃ**—না, ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন :**—না, ইহার উত্তর এই যে, "অসৎ" শব্দের যে অর্থ তুমি করিতেছ, উহা প্রকৃত অর্থ নহে। **ধর্ম্মান্তরেণ ঃ**—অন্যপ্রকার অসৎ-এর অর্থ হয়, লোকে অভিব্যক্ত পদার্থকেই 'সৎ' এবং অনভিব্যক্ত পদার্থকেই "অসৎ" বলে। **বাক্যশেষাৎ ঃ**—বাক্য শেষ হেতু।

বৈদান্তিক উত্তর দিতেছেন, তোমাদের বিচার পদ্ধতি ত বড়ই চমৎকার। একটি শ্রুতি মন্ত্রের তোমাদের সিদ্ধান্তের উপযোগী অংশটুকু মাত্রই উদ্ধৃত করিয়া তর্ক করিতেছ, সমুদায়টুকু দেখ ত? প্রথমতঃ সৎ ও অসৎ এর অর্থ কি, মনে কর? স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব পদার্থের ধর্ম্মান্তর। স্থূল বা অভিব্যক্ত পদার্থকে 'সৎ' বলিলে, সূক্ষ্ম বা অনভিব্যক্ত পদার্থকে 'অসৎ' বলিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মান্তর হেতুতে কার্য্যরূপী, অভিব্যক্ত পদার্থ "সৎ" নামে ও কারণরূপী, অনভিব্যক্ত পদার্থ "অসৎ" নামে প্রসিদ্ধ। যে শ্রুতি মন্ত্রটুকু উদ্ধৃত করিয়াছ,

উহাতে ব্যবহৃত "অসৎ" শব্দের অর্থ "অনভিব্যক্ত"— অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অনভিব্যক্ত ছিল, ইহা বাক্যশেষ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। "অসৎ" অর্থ যদি তোমাদের মতে "কিছু না" হয়, তবে "আসীৎ"—(ছিল)—এ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। "ছিল" বলিলেই কিছুর অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। "কিছু না" ছিল, ইহা ত স্বতঃই বিরুদ্ধ। তারপর শ্রুতিমন্ত্রের শেষ অংশটুকু দেখ। ছান্দোগ্য শ্রুতি মন্ত্রের উদ্ধৃত অংশের পরেই বলিতেছেন, **"কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ"**—হে সোম্য! "অসৎ" হইতে 'সৎ" কি প্রকারে জাত হইতে পারে, ইহা অগ্রে সৎ স্বরূপেই ছিল।—**সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতির বাক্য শেষ হইতে বুঝা গেল যে জগৎ সৎ স্বরূপেই ছিল।**

তৈত্তিরীয় শ্রুতিরও পর অংশটুকু দেখ—**"ততো বৈ সদজায়ত তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"** (তৈত্তিঃ, আনন্দঃ, ২।৭)। সেই অসৎ হইতে সৎ জন্মিল, এবং তিনি নিজে নিজেকেই (বহুরূপ) করিয়াছিলেন। এই বাক্যশেষ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'অসৎ' অর্থ অনভিব্যক্তই। তাহা হইলেই প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যায়, নতুবা বাক্যশেষ বিরুদ্ধ হয়। **অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, কার্য্য কারণ অনন্য এবং ব্রহ্মই জগৎকারণ।**

শ্রীমদ্ভাগবতও সৎ ও অসতের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন :—

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো ·· · ····ভাগঃ ৭।৯।৩০

হে ঈশ! আপনিই সৎ ও অসৎ—কার্য্য কারণাত্মক এই জগৎ আপনা হইতে অপৃথক ; কিন্তু আপনি তাহা হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ৭।৯।৩০

শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্। ভাগঃ ২।৭।৪৬

তিনি শুদ্ধ—দোষরহিত, সম, সৎ ও অসৎ এর অর্থাৎ কার্য্যকারণরূপী বিশ্ব-প্রপঞ্চের উপরে বর্ত্তমান, এবং তিনিই পরমাত্ম তত্ত্ব। ভাগঃ ২।৭।৪৬

ইহা সুস্পষ্ট যে, অভিব্যক্ত বলিয়া কার্য্যকে 'সৎ' ও অনভিব্যক্ত বলিয়া কারণকে 'অসৎ' বলে।

সূত্র :—২।১।১৯

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ২।১।১৯ ॥

যুক্তেঃ + শব্দান্তরাৎ + চ

যুক্তেঃ :— যুক্তি হইতে। **শব্দান্তরাৎ :—**অপর শব্দ হইতে। **চঃ—**ও।

কোনও উপাদেয় উৎপন্ন হইতে পারে। কারণ, ভিন্নতা ত উভয় পক্ষে সমান। তাহা হইলে দধি অভিলাষী, মৃত্তিকা স্তূপ আনিয়া তাহা হইতে দধি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু তাহা কি কখনও সফল হয়? কখনই হয় না। অসৎ কার্য্যবাদী অবয়ব-কারণের সহিত অবয়বী কার্য্যের একটি সমবায় সম্বন্ধ আছে কল্পনা করিয়া ইহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। যে কার্য্য যে কারণ হইতে সম্ভব, তাহাতে ঐ প্রকার সম্বন্ধ আছে, ইহা তাঁহারা অঙ্গীকার করিয়া, কারণ হইতে তাঁহাদের মতে অত্যন্ত ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তি সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু, এ সমবায় সম্বন্ধ কেন ঘটে, ইহার কোনও উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না। এ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য যদি সম্বন্ধান্তরের প্রয়োজন হয়, তবে সে সম্বন্ধান্তরেরও সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য তৃতীয় সম্বন্ধের প্রয়োজন, এবং তাহারও চতুর্থ সম্বন্ধের প্রয়োজন। সুতরাং অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে। **অতএব যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণে অনভিব্যক্ত থাকে। এ কারণে জগৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে *'অসৎ' অর্থাৎ 'ছিল না' নহে; কারণরূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায় সৎস্বরূপে ছিল, ইহা সিদ্ধ হইল।***

শ্রুতিতে উল্লিখিত অন্য মন্ত্রাংশ হইতে, অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে সৎ স্বরূপেই ছিল (ছাঃ ৬।২।১), তিনি নিজে নিজেকে (বহুরূপী) করিলেন (তৈত্তিঃ, আনন্দঃ, ২।৭)—এই সকল শব্দান্তর হইতে প্রমাণ হয় যে, জগৎরূপ কার্য্য, সৎ—ব্রহ্মরূপ কারণে, অনভিব্যক্ত ছিল।

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ততঃ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চভবেদ্-
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২৫

হে বিমুক্ত—নিত্যমুক্ত ঈশ্বর! আপনি সঙ্গরহিত হইয়াও যখন মায়ার সহিত ঈক্ষণ মাত্রে ক্রীড়া করেন, তখন সেই ইচ্ছা মাত্রে উদ্ভূত কর্ম্মযুক্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক জাতি সকল উৎপন্ন হয়। আর আকাশ-সদৃশ সমদর্শী ও পরম

কারুণিক এবং শূন্য বা অসতের সাদৃশ্য ধারণকারী—অপরন্তু, অবাঙ্‌মনসগোচর যে আপনি, আপনার আত্মীয় পর কেহ নাই। ভাগঃ ১০।৮৭।২৫

শূন্যতুলাং দধতঃ—শূন্য সাম্যং ভজতঃ—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত ইত্যাদি শ্রুত্যা শূন্য পূর্ব্বকত্বমিব প্রতীয়তে।

—(শ্রীধর:)।

ব্রহ্ম যখন অবাঙ্‌মনসগোচর—বাক্য মনের অতীত, তখন মানবীয় জ্ঞানে তাঁহাকে "শূন্যতুলাং দধতঃ" বলিতে দোষ নাই। বিশেষতঃ, সমুদায় বাদের পরিণতি যখন তাঁহাতে, তখন যে সমুদায় জীব অজ্ঞানতঃ শূন্যবাদ সিদ্ধান্ত করে, তাহাদেরও নিরাশ হইবার কারণ নাই। শ্রীভগবান্ ভাবগ্রাহী। তাঁহারা ভাবে ঠিক থাকিলে তাঁহাদের কৃত উপাসনা বিফল হইবে না, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহাই ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন যে, তিনি শূন্যসাদৃশ্য ধারণ করিলেও শূন্য নহেন। তিনি নিত্যমুক্ত ঈশ্বর, সমদর্শী, পরম কারুণিক। তাঁহার ঈক্ষণেই মায়া ক্রিয়াশীলা হইয়া এই জগৎ প্রপঞ্চ বিস্তার করে। তাঁহার অপার করুণাময় স্বভাবের জন্যই তিনি শূন্য সাদৃশ্য ধারণ করেন। কেননা, তাহা হইলে, অজ্ঞানান্ধ যে জীবগণ শূন্যবাদ আশ্রয় করিয়া বাদ বিসম্বাদ করে, তাহাদেরও নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়ের পথ কথঞ্চিৎ প্রশস্ত থাকিতে পারে। শ্লোকটির অর্থ বড়ই গভীর। শূন্যসাম্য হইলেও, তাঁহার পরম করুণাময় সত্তার, নিত্যমুক্ত স্বভাবের, মায়া নিয়ন্তৃত্ব ভাবের কোনও ব্যত্যয় হয় না। তাঁহার ঈক্ষণেই জগৎ সৃষ্টি।

এই শ্লোকটির সহিত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রটি তুলনীয়। উক্ত মন্ত্রে সৎ ও অসৎ এর একস্থানেই উল্লেখ করিয়া, পরে 'অসৎ'-এর জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে প্রতিষেধ করিয়া, 'সৎ'-এর জগৎ-কারণত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। এই শ্লোকটিতে ও ঈক্ষা দ্বারা সৃষ্টি, এবং পর, পরম প্রভৃতি শব্দবাচ্য ব্রহ্ম দ্বারা জগৎকারণত্ব নির্দ্দেশ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে 'অসৎ' বোধক 'শূন্য' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা, 'অসৎ'-এর উল্লেখ করিয়া, "তুলা" শব্দ দ্বারা তাহার অর্থাৎ উক্ত অসতের স্বরূপ প্রতিষেধ করা হইয়াছে। এবং তিনি যে সমুদায় বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন জীববৃন্দের সর্ব্বপ্রকার "বাদবিষয়ানুসারী" হইয়া সকলেরই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন, তাহারও আভাষ দেওয়া হইয়াছে। "**তং সর্ব্ববাদ-বিষয়-প্রতিরূপ-শীলং**" (ভাগঃ ১২।৮।৪৩) শ্লোকাংশের প্রতিধ্বনি এই শ্লোকে শুনিতে পাওয়া যায়। এখানেও শব্দান্তরের দ্বারা, অর্থাৎ, পর, পরম, অপদ

প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ও ঈক্ষা পূর্ব্বিকা সৃষ্টি উল্লেখ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, **ব্রহ্মই জগৎ-কারণ**।

(এ প্রসঙ্গে ২।২।৩২ ও ৪।৩।৬ সূত্রে শূন্যতত্ত্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

কার্য্যজগৎ যে কারণব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহার পোষকার্থ আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

অয়ং হি জীবস্ত্রিবিদব্জযোনিরব্যক্ত একো বয়সা স আদ্যঃ।
বিশ্লিষ্টশক্তির্বহুধেব ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৮

(১।২।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৮২) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

এখানে, জীব শব্দ—জীবয়তীতি জীবঃ, পরমেশ্বর। (শ্রীধরঃ)

অতএব, প্রপঞ্চ, ঈশ্বর হইতেই নামরূপে অভিব্যক্ত এবং তাঁহা হইতে অভিন্ন, সিদ্ধ হইল।

মায়া যে তাঁহারই শক্তি, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে বহুস্থানে উক্ত আছে। এবং আমরা আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে বহুস্থানে উহার বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে ২।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৯।৩৪ শ্লোকাংশ দ্রষ্টব্য।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ২।১।১৮ ও ২।১।১৯ দুইটি সূত্র মিলাইয়া একটি সূত্র করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ দুই পৃথক সূত্র করায়, আমরাও দুইটি পৃথকভাবে আলোচনা করিলাম।]

ইদানীং দুইটি সূত্রে দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্য যে কারণ হইতে অভিন্ন, তাহাই দেখান হইতেছে :—

সূত্র :—২।১।২০

পটবচ্চ ॥

পটবৎ + চ।

পটবৎ :—বস্ত্রের ন্যায়। **চ** :—ও।

সূত্রসমূহ যেরূপ টানা ও পোড়েন দ্বারা গ্রথিত হইয়া বস্ত্র নাম ও বস্ত্র রূপ ধারণ করে, ব্রহ্মও তদ্রূপ।

যস্মিন্নিদং প্রোতমশেষমোতং পটো যথা তন্তু-বিতান সংস্থঃ ॥
ভাগঃ ১১।১২।১৯

—(১।২।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৮২) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ভাগঃ ১০।১৫।৩৬

হে প্রিয়! বস্ত্র যেমন তন্তুতে ওতপ্রোত ভাবে, তদ্রূপ এই বিশ্ব, অনন্ত জগদীশ্বর ভগবানে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সে ভগবানে ইহা আশ্চর্য্য নহে। ভাগঃ ১০।১৫।৩৬

পরো মদন্যো জগতস্তস্থুষশ্চ
ওতং প্রোতং পটবৎ যত্র বিশ্বম্।
যদংশতোঽস্য স্থিতিজন্মনাশা
নস্যোতবদ্ যস্য বশে চ লোকঃ ॥ ভাগঃ ৬।৩।১২

যম তাঁহার কিঙ্করগণকে বলিতেছেন:—আমা হইতে ভিন্ন একজন স্থাবর-জঙ্গম সমুদায়ের সর্ব্বপ্রধান অধীশ্বর আছেন, তাঁহাতে এই বিশ্ব সূত্রে বস্ত্রের ন্যায় ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত। যাঁহার অংশ হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধিত হয়, এবং নাসিকা-প্রোত বলীবর্দ্দের ন্যায় লোকসকল যাঁহার বশে চলিতেছে। ভাগঃ ৬।৩।১২

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, কার্য্য—জগৎ-কারণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

সূত্র:—২।১।২১

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥ ২।১।২১ ॥

যথা + চ + প্রাণাদিঃ।

যথা:—যেমন। চ:—ও। প্রাণাদিঃ:—প্রাণ প্রভৃতি

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি অনুসারে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান নামরূপে স্বতন্ত্র কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়া থাকে, সেইরূপ একই ব্রহ্ম নাম ও রূপে প্রকটিত হইয়া জগদাকার ধারণপূর্ব্বক বিভিন্ন নামরূপের ও বিভিন্ন কার্য্যকারিতার পরিচয়স্থল হন।

যথানিলঃ স্থাবর-জঙ্গমানামাত্মস্বরূপেণ নিবিষ্ট ঈশেৎ।
এবং পরো ভগবান্ বাসুদেবঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মেদমনুপ্রবিষ্টঃ॥
ভাগঃ ৫।১১।১৪

—(১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

অতএব, ব্রহ্মই যে জগৎরূপে পরিণত হন, এবং জগৎ যে তাঁহা হইতে অভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল।

১০। **ইতরব্যপদেশাধিকরণ ॥**

ভিত্তি ঃ—

"তত্ত্বমসি"। (ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।৭)।

—তুমি হও তৎ(ব্রহ্ম)স্বরূপ (ছাঃ ৬।৮।৭)

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।৫)

—এই আত্মা ব্রহ্ম। (বৃহদাঃ ৪।৪।৫)।

সূত্র ঃ—২।১।২২

ইতর-ব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২।১।২২ ॥

ইতর + ব্যপদেশাৎ + হিতাকরণাদি + দোষপ্রসক্তিঃ।

ইতর ঃ—ইতরের, জীবের। **ব্যপদেশাৎ ঃ**—উল্লেখ হেতু। **হিতাকরণাদি ঃ** —হিতের অননুষ্ঠান আদি, আদি অর্থাৎ অহিতের অনুষ্ঠান। **দোষপ্রসক্তিঃ ঃ** দোষের সম্ভাবনা (হয়)।

এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন যে, ব্রহ্মকে তোমরা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অখিল কল্যাণগুণের আকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ। আবার শ্রুতিতে আছে যে, জীবই ব্রহ্ম। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রাংশদ্বয়ই তাহার প্রমাণ। সংসারে কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, জীব, শোক, দুঃখ, জরা, মরণ প্রভৃতি নানা প্রকার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশে চিরকাল কাতর এবং জগৎও উক্ত তিন প্রকার ক্লেশের আকর। যদি জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভেদ হয় এবং ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হন, তবে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ অখিল কল্যাণগুণের আকর ব্রহ্মের পক্ষে এরূপ দুঃখকর জগৎ সৃষ্টি করিয়া, নিজরূপী জীবকে শোক, দুঃখ, জন্ম, মরণ প্রভৃতি অশেষ ক্লেশকর আবর্ত্তের মধ্যে পতিত করা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহাতে জীবের পক্ষে হিতের অননুষ্ঠান ও অহিতের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট নহে কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে জীবের কতপ্রকার দুঃখ, তাহার আভাষ আছে।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা

শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।

ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-

র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি ॥

ভাগঃ ৭।৯।৩৯

হে অচ্যুত! জিহ্বা অতৃপ্তা হইয়া এক দিকে, শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক্ আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া আহারের প্রতি, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে, কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ, কোনদিকে—সকলেই নিজ নিজ দিকে আকর্ষণ করিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে, যেমন সপত্নীগণ একমাত্র গৃহপতিকে নিজ নিজ দিকে আকর্ষণ করিয়া বিব্রত করিয়া থাকে। ভাগঃ ৭।৯।৩৯

(উপরে লিখিত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে দেওয়া গেল।)

জীবের জগৎকারণত্বের দোষোল্লেখ করিয়া ব্রহ্ম কারণবাদ দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন।

যদি জীব জগৎকারণ বল, তাহা হইলে হিতের অননুষ্ঠান ও অহিতের অনুষ্ঠানজনিত দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। জগৎ জীবের দুঃখভোগের বন্ধনাগার। জীব যদি জগৎকারণ হয়, তবে ইচ্ছা করিয়া কে কাহার বন্ধনাগার সৃষ্টি করে। অতএব জীব জগৎকারণ নহে, স্বতন্ত্রও নহে। ব্রহ্মই জগৎকারণ। এ প্রকার ব্যাখ্যায় এই সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র মনে করিবার কারণ নাই।

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥ ভাগঃ ৩।২৬।৬
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৭

পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, ঈশ, সাক্ষী, সুখ-স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতির গুণে যে সকল কার্য্য হয়, প্রকৃতিতে অধ্যাসবশতঃ পুরুষ ঐ সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিলেই সংসার—জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ, কর্ম্মদ্বারা বন্ধন ও বন্ধন-কৃত পারতন্ত্র্য উপস্থিত হয়। ৩।২৬।৬-৭

জীব যদি জগৎকারণ হইতেন, কখনই নিজের বন্ধন নিজে সৃষ্টি করিতেন না। অতএব, পরমাত্মাই জগৎকারণ।

ভিত্তি :—

"প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ।" (বৃহদারণ্যক : ৪।৩।২১)

—প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় মিলিত হইয়া…(বৃহদাঃ ৪।৩।২১)

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ (শ্বেতাঃ ৪।৯)

—মায়ী (মায়াধীশ) ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে এই জগৎ সৃষ্টি করেন। অপরে (জীব) তাহাতেই (জগতেই) মায়া দ্বারা নিবদ্ধ হয়। (শ্বেতাঃ ৪।৯)।

"যোঽব্যক্ত মন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোঽক্ষর মন্তরে সঞ্চরন্ যস্যাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যু-মন্তরে সঞ্চরন্ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যং মৃত্যু ন বেদ, স এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-পহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" (সুবালঃ ৭)।

—যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহার শরীর, অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না, যিনি অক্ষরের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর যাঁহার শরীর, অক্ষর (জীব) যাঁহাকে জানে না, যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য দেব নারায়ণ। (সুবালঃ ৭)।

সূত্র :—২।১।২৩

অধিকন্তু ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ২।১।২৩ ॥
অথবা অধিকন্তু ভেদ-নির্দ্দেশাৎ ॥ ২।১।২৩ ॥
অধিকং + তু + ভেদব্যপদেশাৎ ॥
অধিকং + তু + ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥

অধিকং :—যদিও কার্য্য কারণের অনন্যত্ব হেতু জীব ও ব্রহ্মে অনন্যত্ব, তাহা হইলেও, জীবস্বরূপ হইতে ব্রহ্মস্বরূপ অধিক। জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি বলিয়া শক্তিমান্ হইতে অভেদ হইলেও, শক্তি শক্তিমান্ নহে। শক্তিমান্ শক্তি হইতে অধিক।

তু :—কিন্তু—পূর্ব্বপক্ষ-নিরসনসূচক। **ভেদব্যপদেশাৎ বা ভেদ-নির্দ্দেশাৎ :**—শিরোদ্ধৃত শ্রুতি-কথিত ভেদ নির্দ্দেশ হেতু।

এই প্রসঙ্গ, উপলক্ষ্যে ১।৩।৫ সূত্র (পৃঃ ৫৬৪—৫৭২) দ্রষ্টব্য। সেখানেও

সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে, শক্তি হিসাবে জীব ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইলেও; জীব ব্রহ্ম নহে। এখানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

(এই প্রসঙ্গে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৫।১১।১২, ৫।১১।১৩, ৫।১১।১৪, ১।৩।৩৬, ১১।১১।৬, ১১।১১।৭, ৬।৪।১৯ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৪৩৩-৪৩৯) বাহুল্য ভয়ে এখানে আর উদ্ধৃত হইল না।)

পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি হইয়াছিল যে, জীব যখন ব্রহ্ম হইতে অভেদ, তবে জগৎকারণ ব্রহ্ম জগৎকে ভোক্তা জীবের সম্বন্ধে দুঃখ নিলয় করিলেন কেন? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন যে, ব্রহ্ম ও জীবে একান্ত অভেদ নহে। শক্তি হিসাবে অভেদ হইলেও ব্রহ্ম জীবাধিক। ব্রহ্ম নিরুপাধি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিয়াও তাঁহার গুণে স্পৃষ্ট হন না। জীব উপাধির অভিমানে অভিমানী হইয়া উপাধির দোষগুণে আসক্ত হইয়া দুঃখ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। কেন করে? ইহার উত্তর—তাঁহার মায়া বা তাঁহার এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছা। যদি জগৎস্থ সকলই, শুধু পারমার্থিক নয়, ব্যবহারিক ভাবেও আত্যন্তিক একতাবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে বহুর অস্তিত্ব থাকিত না, এবং বহু নাম-রূপ হইবার সংকল্প বৃথাই হইত। এজন্যই সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যভাব বিদ্যমান। এই বৈচিত্র্যের, এই দুঃখ ক্লেশের অবসান কি করিয়া হয়, তাহা সাধনপাদে বলিবেন। এই প্রকার অপারমার্থিক, কিন্তু ব্যাবহারিক সত্ত্বাবিশিষ্ট দুঃখ ক্লেশের সমাবেশ ও তাহাদিগের সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপনই শ্রীভগবানের লীলা, বা মায়ার সহিত ক্রীড়া। ইহাই "দিব্য-মায়া-বিনোদ" বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৬।৯।৩৯ গদ্যাংশে কথিত হইয়াছে।

এই "দিব্য-মায়া-বিনোদ" কেন হয়? জীবের সুপ্ত কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট ইহার উদ্বোধন করে, অথবা, এই "দিব্য-মায়া-বিনোদ" অর্থাৎ একের বহু হইবার ইচ্ছা, জীবাদৃষ্টের উদ্বোধন জন্মাইয়া জগৎ সৃষ্টি করে, ইহার কোন্‌টি সম্ভব? বীজাঙ্কুরের ন্যায়, যেমন বীজ অগ্রে, বা অঙ্কুর অর্থাৎ বীজের কারণীভূত গাছ অগ্রে, ইহা নিরূপণ করা অসম্ভব, এবং অসম্ভব বলিয়া উভয়ই অনাদি বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। যখন সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, তখন, ভগবান, ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছা, জীব, জীবের কর্ম্মফল বা অদৃষ্ট সমুদায়ই অনাদি। অতএব, জীব-বৈচিত্র্য সাধন করিবার জন্য বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন কর্ম্মফল কবে প্রথম উৎপন্ন হইল, সে প্রশ্নের অবকাশ নাই। এইরূপই অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে কি জীবের মুক্তি নাই? অনন্তকাল পর্য্যন্ত জীব কর্ম্মফলের

পেষণে পিষ্ট হইয়া সংসারে যাতায়াত করিবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন,—না, বৈচিত্র্য সমুদায় উপাধির, জীবের অহঙ্কারই উপাধিতে অভিমানী হইয়া কর্তৃত্বজ্ঞানে অন্ধ হইয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে মাত্র। উপাধিতে অভিমান পরিত্যাগ করিলেই জীব নিরাময়, মুক্ত, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অবিদ্যা এই *অভিমান সৃষ্টি করে, বিদ্যার দ্বারা ইহার নাশ হয়। [১।১।২।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্র দেখ (পৃঃ—১৭০-১৭১)।]*

বন্ধ, মোক্ষ, যদি বস্তুতঃ সত্য হইত, তাহা হইলে "হিতাকরণ" এবং "অহিতকরণ" প্রভৃতি দোষপ্রসঙ্গের অবসর থাকিত। কিন্তু তাহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে, গুণধর্ম্ম মাত্র। সুতরাং জীবাত্মার সুখদুঃখময় সংসার ভোগ বাস্তবিক নাই। ইহা ভগবদিচ্ছায় পরিচালিতা গুণময়ী মায়ার কার্য্য। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ব্রহ্মশক্তি, মায়া শক্তি দ্বারা নির্ম্মিত, অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ ও বিদ্যা দ্বারা মুক্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবত এ তত্ত্ব স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন :—

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ।
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্॥ ভাগঃ ১১।১১।১

শোক মোহৌ সুখং দুঃখং দেহাপত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতির্ন্নতু বাস্তবী॥ ভাগঃ ১১।১১।২

বিদ্যাবিদ্যে মমতনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাগঃ ১১।১১।৩

বদ্ধ ও মুক্ত ভাব আমার সত্ত্বাদি গুণরূপ উপাধি মাত্রের, বস্তুতঃ নহে। অতএব গুণের মায়াকার্য্যত্ব প্রযুক্ত স্বরূপতঃ আমার (জীবের) বন্ধও নাই মুক্তিও নাই। যেমন স্বপ্ন কেবল বুদ্ধির বিবর্ত্তমাত্র, তদ্রূপ শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ ও দেহপ্রাপ্তিরূপ যে সংসার, তাহা সূক্ষ্ম দেহে জীবের আত্মাভিমান রূপ মায়া কার্য্যমাত্র, বাস্তব নহে। হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি, উভয়ই অনাদি, উভয়ই আমার মায়া দ্বারা নির্ম্মিত; একজন বন্ধকরী, অপর জন মোক্ষকরী। ভাগঃ ১১।১১।১—৩।

অতএব, এক অদ্বিতীয় আমার অংশভূত জীবের, উপাধিভেদ বশতঃ অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন ও বিদ্যা দ্বারা মুক্তি হয়। ভাগঃ ১১।১১।৪

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪

অন্য স্থানেও আছে যে, শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, স্পৃহা, জন্ম, মৃত্যু এ সমুদায়ই অহঙ্কারের, আত্মার নহে। ভাগঃ ১১।২৮।১৬

শোক-হর্ষ-ভয়-ক্রোধ-লোভ-মোহ-স্পৃহাদয়ঃ।
অহঙ্কারস্য দৃশ্যন্তে জন্মমৃত্যুর্ন চাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।১৬

আমরা ১।১।২ সূত্রে প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রে (পৃঃ-১৭০—১৭১) বুঝিয়াছি যে, অহঙ্কার, বৈকারিক (বা সাত্বিক), তৈজস (বা রাজসিক) ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ, এবং উহা ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রের ও মনের কারণ এবং ইহা চিদচিন্ময়। ভাগঃ ১১।২৪।৭

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবিৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৭

• ইহা চিদচিন্ময়। এই 'চিদচিন্ময়' পদটি বড় গভীর অর্থদ্যোতক। অহঙ্কার প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া 'অচিৎ', এবং চিদাভাস দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া 'চিৎ' বলা হইয়াছে। এ কারণ, ইহা 'চিৎ' ও 'অচিৎ'-এর গ্রন্থিস্বরূপ, এবং ইহা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে 'হৃদয়-গ্রন্থি' বলে। ভাগবতের ১।২।২১ ও ১১।২০।৩০ শ্লোকে ইহাকেই "হৃদয়-গ্রন্থি" বলা হইয়াছে। ইহাই জীবোপাধি; জীব ইহাতে অভিমানী হইয়া সংসার ভোগ করে।

অহঙ্কার কি করিয়া জীবাত্মার আবরক হয়, তাহা ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বড়ই সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

যথা ঘনোঽর্ক-প্রভবোঽর্ক-দর্শিতো হ্যর্কাংশভূতস্য চ চক্ষুষস্তমঃ।
এবং ত্বহং ব্রহ্মগুণস্তদীক্ষিতো ব্রহ্মাংশকস্যাত্মন আত্মবন্ধনঃ॥
ভাগঃ ১২।৪।৩১

মেঘ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন, সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়াও, সূর্য্যের অংশভূত চক্ষুর আবরক তমোরূপে, চক্ষু দ্বারা সূর্য্যদর্শনের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ অহঙ্কার ব্রহ্মকার্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মের ঈক্ষণে ক্রীয়াশীল হইয়া, ব্রহ্মের অংশভূত জীবাত্মার আবরকরূপে, তাহার ব্রহ্মানুভূতির প্রতিবন্ধকতাচরণ করে। ভাগঃ ১২।৪।৩১

তবে ইহার প্রতিকার কোথায়? ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা অর্থাৎ বিদ্যা বা জ্ঞান ইহার প্রতিকার।

ঘনো যথার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃ স্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা।
যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ॥

ভাগঃ ১২।৪।৩২

যেমন সূর্য্যপ্রভাবে সেই মেঘ যখন বিদীর্ণ হইয়া যায়, তখন চক্ষুঃ তাহার স্বরূপভূত সূর্য্যকে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মার উপাধিরূপ সেই অহঙ্কার যখন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই ব্রহ্ম-স্বরূপের স্মরণ বা উপলব্ধি হয়। ভাগঃ ১২।৪।৩২

তবে কি অহঙ্কারের কোনও পারমার্থিক প্রয়োজনীয়তা নাই? জীবাত্মার আবরণই এবং তদ্দ্বারা জীবাত্মার স্বরূপ পরমাত্মার উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতাচরণ করাই ইহার কার্য্য, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কথঞ্চিৎ কারণ থাকা সম্ভব হয়। ভাগবত বলিতেছেন, না, তাহা নহে। অহঙ্কারেরও প্রযোজনীয়তা আছে। ইহার সাহায্যেই অজ্ঞানান্ধ জীব পরমাত্মার উপলব্ধি করিতে পারে।

যথা জলস্থঃ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন যথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ॥ ভাগঃ ৩।২৭।১১

এবং ত্রিবিদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্॥

ভাগঃ ৩।২৭।১২

জলস্থিত সূর্য্য প্রতিবিম্ব কোনও গৃহের অভ্যন্তরস্থ ভিত্তিতে পরিস্ফুরিত হইলে, সেই গৃহ মধ্যবর্ত্তী কোনও পুরুষ, গৃহের ভিতরে অন্ধকারে থাকিয়া, বাহিরে সূর্য্যকিরণের মধ্যে না আসিয়া, যেমন সেই ভিত্তিস্থিত সূর্য্যাভাসের সাহায্যে প্রথমে জলে, এবং তৎপরে তৎপ্রতিবিম্বের কারণানুসন্ধানে আকাশস্থ সূর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এতত্রিতয় অবচ্ছিন্ন আত্মপ্রতিবিম্ব দ্বারা ত্রিগুণ স্বরূপ অহঙ্কার, ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপে দৃশ্য হয়। পরে ঐ অহঙ্কার দ্বারা পরমার্থ জ্ঞপ্তি রূপ আত্মা দৃষ্ট হয়েন। ভাগঃ ৩।২৭।১১—১২

পরমহংসদেবের ভাষায় "কাঁচা আমি" দ্বারা "পাকা আমি"র জ্ঞান হইলে, তৎসাহায্যে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রে (পৃঃ— ১৭০-১৭১) অন্তঃকরণ-বৃত্তি,—চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ভেদে চারি প্রকার দেখান হইয়াছে। কেন, এ

প্রকার দেখান হইল, ইহার সংক্ষেপ আলোচনা, এ প্রসঙ্গে অবান্তর হইবে না বলিয়া মনে করি। আমি নিদ্রামগ্ন, হঠাৎ একটি শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন কি কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে জ্ঞান বিশিষ্টরূপে উদয় হয় নাই। কিছু *কারণে নিদ্রাভঙ্গ হইল এইমাত্র জ্ঞান হইল। ইহা চিত্তের বৃত্তি, নির্ব্বিকল্প জ্ঞান।* তারপর সংকল্প বিকল্পাত্মক মনের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। অর্থাৎ, উহা শব্দরূপে গ্রহণ। তবে অশ্বের শব্দ, গরুর ডাক, বা অন্য কিছুর শব্দ তাহার বিশিষ্ট ধারণা তখন নাই; ইহা মনের বৃত্তি—সবিকল্প জ্ঞান। তারপর বুদ্ধির ক্রিয়াদ্বারা ইহা নিশ্চয়াত্মকভাবে সিদ্ধ হইল যে, ইহা পূর্ব্বশ্রুত গরুর ডাকের অনুরূপ, পূর্ব্বশ্রুত গরুর ডাক চিত্রপটে অঙ্কিত ছিল, বুদ্ধি সেই অঙ্কিত ছবি হইতে তুলনামূলক বিচারে নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তারপর অহঙ্কারের ক্রিয়া—অর্থাৎ, আমি শুনিলাম, এই জ্ঞান হইল, এবং শুনিবার পর আমার কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও স্থির হইল। এই সমুদায় ক্রিয়া পর পর সংঘটিত হইলেও এত শীঘ্র শীঘ্র হয় যে, যেন যুগপৎ হইল মনে হয়। ঠিক চলচ্ছায়া চিত্রে (বায়স্কোপে) দৃশ্য দেখার মত। জানি পৃথক্ পৃথক্ দৃশ্যের ছায়ামূর্ত্তিগুলি, বহুসংখ্যক ছবির ধারাবাহিক প্রবহমান সমাবেশ মাত্র, কিন্তু একটির পর একটি এত শীঘ্র উহারা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সমক্ষে উপস্থিত হয় যে, আমরা উহাদের পৃথকত্ব অনুভব করিতে পারি না। চিত্ত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের কার্য্যও এইরূপ।

উপরে জ্ঞানোপলব্ধির প্রক্রিয়ার বিষয় কথিত হইল। কিন্তু জ্ঞানোপলব্ধি হয় কেন, তাহার তত্ত্ব বিচারিত হইল না। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার—যোগ-দর্শনের—কৈবল্যপাদে ২৩ সূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন এবং ব্যাসদেব তাঁহার ভাষ্যে ইহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ফলকথা এই যে, চিত্ত স্বচ্ছ, ইহাতে জ্ঞাতাপুরুষ ও জ্ঞেয়-বিষয়—উভয়ই প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ স্থাপনের কারণ হয় এবং এই সম্বন্ধ হেতু বিষয়জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহার বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হইতে বিরত হইলাম।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের আলোচনায় আমরা আসল বিষয় ছাড়িয়া দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। উপরে যে সমুদায় ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, **বন্ধ, মোক্ষ, সংসার, সংসারের দুঃখ, কষ্ট, শোক, হর্ষ, জন্ম, মৃত্যু—আত্মার নহে, উপাধি সকলের এবং আত্মা ঐ সকল উপাধিতে অভিমানী হইয়া সংসার**

ভোগ করিয়া থাকেন। উহারা প্রকৃতির ধর্ম্ম;° শ্রীভগবানের "দিব্যমায়া-বিনোদে'র উপকরণ মাত্র।

শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি হইলেই বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের প্রকাশ হয়।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্ যথামলদৃশোঃ সবিতৃ প্রকাশঃ॥

ভাগঃ ১১।৩।৪১

—(১১।৩।১৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৪৩১) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

আত্মতত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ, চিরবর্ত্তমান; চিত্তমল নষ্ট হইলে, ইহা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহা নূতন কিছু নহে। সূর্য্যোদয়ে নূতন কিছুই সৃষ্ট হয় না, যাহা অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহাই প্রকাশিত হয়।

যথা হি ভানুরুদয়ো নৃচক্ষুষাং তমো নিহন্যান্নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে হন্যাৎ তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥

ভাগঃ ১১।২৮।৩৫

—(১।১।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৮৭) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

অতএব বন্ধ, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সংসার প্রপঞ্চে দৃশ্যমান অহিত সকল, বস্তুতঃ আত্মা সম্বন্ধে বিদ্যমান না থাকায়, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই।

পঙ্কে অবতরণ করিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পঙ্কদিগ্ধ হইবে নিশ্চয়ই। সেইরূপ উপাধিতে অবতরণ করিলে, উপাধির ধর্ম্ম, আত্মায় সংক্রামিত হইয়া থাকে। উভয়ে যদিও বিপরীত ধর্ম্ম বিদ্যমান. এজন্য একান্ত ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ অসম্ভব, তাহা হইলেও আচ্ছাদক, আবরকরূপে আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। আত্মা কেন উপাধিতে অবতরণ করে, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইলে, আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। বিষয়টি বড়ই দুরূহ। দুই প্রকারে আলোচনা করিলে, ইহা বিশদ হইবার সম্ভাবনা। প্রথম প্রকার আলোচনা, ব্রহ্মকোটি, ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে; ও দ্বিতীয় জীবকোটি হইতে। ইংরাজীতে যাহাকে Stand-point বলে, তাহাই কোটি বা লক্ষ্যস্থান শব্দের বাচ্য অর্থরূপে ব্যবহার করা গেল।

ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্মই ত নিজশক্তি বিকাশে জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনিই সর্ব্বেশ্বর, কূটস্থ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার; আবার তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং তাহার অন্তর্গত ভোক্তা জীব। সুতরাং উপাধি ও উপহিত অর্থাৎ তাহাতে অভিমানী জীব, তাঁহা হইতে পৃথক নহে। তিনিই **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** (ছাঃ ৬।২।১) এবং সেইজন্যই **"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ইতি"** (ছাঃ ৩।১৪।১)। সেইজন্যই তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই, কারণ কর্ম্মমাত্রই দ্বৈতাপেক্ষা করে। সেইজন্য তিনি "অসঙ্গ", "উদাসীন"; সেইজন্যই তাঁহার নিজপর নাই, দ্বেষ্য শত্রু নাই, সুহৃৎ, বন্ধু নাই; তিনিই সকলের সমান সুহৃৎ, বন্ধু, নিয়ন্তা। তিনিই দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন; তিনিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান; তিনিই শ্রোতা, শ্রোতব্য ও শ্রবণ; তিনিই মন্তা, মন্তব্য ও মনন। তাঁহা হইতে পৃথক কিছুই নাই। সকলেই তাঁহাতে অবস্থিত। অতএব, ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে জীব, উপাধি, অভিমান ইত্যাদি ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। সবই ব্রহ্মময়। যে সমুদায় জীব—যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত—সাধনার উচ্চস্তরে অধিরোহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এই ব্রহ্মদৃষ্টি লাভে সবই ব্রহ্মময় দর্শন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে **"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো"** (ভাগবত ১১।৫।২০)। জ্ঞানিগণ সমুদায় ব্রহ্মময় দর্শন করিয়া প্রপঞ্চ, ব্রহ্মে প্রতিভাসমান মিথ্যা বিবর্ত্তমাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করতঃ নিত্য স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মভাবে বিরাজ করেন। যোগিগণ ইন্দ্রিয় নিরোধ করতঃ পরমাত্মার দর্শন লাভে চরিতার্থ হইয়া পরমাত্মা হইতে কিছুই পৃথক্ দেখেন না। ভক্তগণ, ভিতরে বাহিরে, উচ্চে-নীচে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানের শক্তি বিকাশ ও খেলা দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া সর্ব্বত্র ভগবৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। মেঘের উদয়ে ভগবানেরই নবীন নীরদ শ্যাম মূর্ত্তির অঙ্গকান্তি, বিদ্যুতে পীত-বসনের দীপ্তি, রামধনুতে তাঁহারই চূড়াস্থ শিখি-পুচ্ছের বর্ণ-বিন্যাস, বর্ষণ ধারায় তাঁহারই হারের মুক্তাপংক্তি, অশনি নির্ঘোষে তাঁহারই নৃত্যের গুরুগম্ভীর পদধ্বনি, পবন-সঞ্চারে বৃক্ষ-শাখা-দোলনে তাঁহারই নৃত্যের দোদুল ভাব, উদ্যানের পুষ্প-সম্ভারে তাঁহারই বনমালার সৌন্দর্য্য-মাধুরী দেখিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরমার্থ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কাছে ব্যাবহারিক জগতের দুঃখ, শোক, হর্ষ, ক্লেশ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি কিছুই ভীতিকর নহে। সকলেই শ্রীভগবানের প্রেমের শাসনের, কৃপাক্রোধের চিহ্ন দেখিয়া আনন্দে আপ্লুত হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নের অবকাশ নাই, এবং তাঁহাদের পক্ষে উহার আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

এই প্রশ্ন আমাদিগের ন্যায় সাধনাবিহীন বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষেই প্রযোজ্য ও ইহা আমাদেরই আলোচনার বিষয়। ব্যাবহারিক জগৎ আমাদিগেরই জন্য। ইহা দ্বৈতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মময়, পরমাত্মময় বা ভগবন্ময় দর্শন করেন, ব্যাবহারিক জগৎ তাঁহাদের কাছে বর্ত্তমান নাই। শাস্ত্রের উপদেশ, উপাসনা পদ্ধতি এবং উহার অনুকূলে বিধিনিষেধাদির ব্যবস্থা, সমাজনীতি ও সমাজ রক্ষার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থা, দণ্ডনীতি ও তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সমুদায়ই আমাদিগের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবের জন্য। তাঁহারা এ সমুদায়ের অতীত। পাছে বহির্ম্মুখ লোকে তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া উন্মার্গগামী হয়, এজন্য, অর্থাৎ গীতার ভাষায় **"লোকসংগ্রহে"র** জন্য, তাঁহারা নিত্যকর্ম্মাদি কর্ত্তব্য হিসাবে পালন করেন মাত্র। অতএব, দেখা যাউক, আমাদের লক্ষ্যস্থান হইতে এ প্রশ্ন আলোচনা করিয়া আমরা কি উত্তর পাই।

প্রথমে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আমরা ভাগবতের সাহায্যে বেদান্ত আলোচনা করিতেছি। সুতরাং উক্ত প্রশ্ন আমরা ভাগবতের সাহায্যে আলোচনা করিব। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক গৃহস্থ বাটীতে ছোট ছোট বালিকাদের এক একটি খেলিবার পুতুল বাক্স আছে। তাহাতে বালিকার কয়েকটি খেলার পুতুল থাকে। বালিকা তাহাদের মধ্যে কাহাকে কর্ত্তা, কাহাকে গিন্নি, কাহাকে বড় ছেলে, কাহাকে বড় বৌ, মেজ ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতিনী প্রভৃতি কল্পনা করিয়া, তাহাদিগকে বাক্স হইতে বাহির করিয়া উহাদের কল্পনার উপযোগী সাজে সাজাইয়া এবং বাহিরে কিছুর উপরে উহাদিগকে প্রকটিত করিয়া নিজে বা অন্য বালক বালিকার সহিত খেলা করিয়া থাকে। খেলা শেষ হইলে, উহাদিগকে সাজ সজ্জাবিহীন করিয়া আবার বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখে, এবং সাজসজ্জাও পৃথক্‌ভাবে রাখে। নিজের কল্পিত পুতুল মেয়ের সহিত অপর বালক বা বালিকার কল্পিত পুতুল ছেলের বিবাহ দেয় ও তাহার জন্য উপযুক্ত ধুমধামও কখনও কখনও হইতে দেখা যায়। এমন কি, আমি নিজে উক্ত প্রকার বিবাহে একাধিকবার নিমন্ত্রিত হইয়া পরিতোষপূর্ব্বক আহারও করিয়াছিলাম। প্রপঞ্চ-জগৎও শ্রীভগবানের দিব্য মায়া বিনোদের ক্রীড়োপকরণ। বালিকার পুতুলগণ কল্পিত কর্ত্তা, গিন্নি ইত্যাদি ক্রিয়াশক্তি বা প্রাণশক্তি বিহীন। শ্রীভগবানের ক্রীড়োপকরণগুলির এইটুকু প্রভেদ; তিনি চৈতন্যময়, তাঁহার পুতুলগুলির প্রাণশক্তি বা ক্রিয়াশক্তি আছে; তাঁহার ইচ্ছায় কেহ কর্ত্তা, কেহ গিন্নি, কেহ পুত্র, কেহ কন্যা ইত্যাদি সাজিয়া সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করে। শ্রীভগবানের

"দিব্যমায়া-বিনোদ" শেষ হইলে আবার তাহাদিগকে আত্মগত অর্থাৎ তাহাদের উদ্ভব স্থান আপনাতে অন্তরায়িত করিয়া, নিজ স্বরূপে অবস্থিত থাকেন। এই যে প্রপঞ্চের প্রকটীকরণ ও অপ্রকটীকরণ, ইহা শ্রীভগবানের স্বভাব। জোয়ার-ভাঁটা যেরূপ প্রতিদিন পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে হয়, শীত গ্রীষ্মাদি যেমন পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে হইয়া থাকে, সেইরূপ সৃষ্টি ও লয় অনাদি কাল হইতে পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহা তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ হইতেছে বা স্বভাবশতঃ হইতেছে, যাহা বলা যাউক না কেন, ফলে উভয়ই সমান। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার ইচ্ছার অপর কোনও নিয়ন্তা নাই। তবে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ কি?

জীবের কর্ম্মই সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণ। আমরা আধিভৌতিক বিজ্ঞান আলোচনায় জানিতে পারি যে, ঘাত ও প্রতিঘাত সমান। একখানি প্রস্তর আছে। উহার উপর আমি একটি চপেটাঘাত করিলাম। আমি যত জোরে আঘাত করিলাম, প্রস্তরটিও ঠিক তত জোরে হাতের উপর প্রতিঘাত করিল। ইহা প্রকৃতির তমোগুণের পরিচয়। আধিভৌতিক বিজ্ঞান বহু গবেষণা করিয়া আরও একটি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা "শক্তির অবিনশ্বরতা"—শক্তির কখনও ধ্বংস নাই। একপ্রকার শক্তি অন্য প্রকারে নামান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। আমি শারীরিক শক্তি দ্বারা একখানি চাকা ঘুরাইলাম, খুব জোরে ঘূর্ণন অবস্থায় যদি হঠাৎ তাহার গতিরোধ করি, তাহা হইলে চাকা গরম হইয়া উঠিবে। আমার শারীরিক শক্তি তাপাকারে পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র, শক্তির ধ্বংস হইল না। এই দুই নিয়ম একসঙ্গে একত্রে নৈতিক ব্যাপারে পর্য্যালোচনা করিলেই "কর্ম্মবাদ"-এর উৎপত্তি বুঝা যাইবে। আমি কটু কথা বলিয়া একজনের মনে কষ্ট দিলাম। উহাতে আমি তাঁহার মনোবৃত্তিতে যে আঘাত দিলাম, যতদিন ঐরূপ সমান প্রতিঘাত আমি প্রাপ্ত না হই, ততদিন আমার উক্ত কর্ম্মের নাশ নাই। সমান পরিমাণের প্রতিঘাত আমার মনোবৃত্তিতে পাইলেই আমার উক্ত কর্ম্মের নাশ হইবে, নতুবা উহা সঞ্চিত রহিল। যাহাকে ইংরাজীতে বলে "Kinetic Energy" অর্থাৎ ক্রিয়মাণ শক্তি—"Potential Energy" অর্থাৎ সঞ্চিত শক্তিতে পরিণত হইয়া রহিল। এই সঞ্চিত শক্তি হইতে আমি ঐ প্রকার সমান পরিমাণ প্রতিঘাত পাইতে বাধ্য, আজিই হউক, কালই হউক, বৎসরান্তে হউক বা জন্মান্তরে হউক।

"জন্মান্তরবাদ" কর্ম্মবাদের সহিত বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এবং জন্মান্তর-বাদকে আমাদের শাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। আমি

বর্ত্তমানে যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আকস্মিক অহৈতুকী ব্যাপার নহে। এই জন্মের পূর্ব্বে আমার কত শত জন্ম, লক্ষ লক্ষ জন্ম অতীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সেই জন্মের কৃত কর্ম্মগুলি, যাহা সঞ্চিত কর্ম্মস্তূপের মধ্যে রাশীকৃত ছিল, কর্ম্মদেবতাগণ—যাঁহারা ভগবদিচ্ছায় কর্ম্মের সহিত ফলযোজনা করেন—উহাদের মধ্যে পরিপক্ব বা ফলদানোন্মুখগুলি বাছিয়া লইয়া সেই সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ জন্য আমাকে বর্ত্তমান জন্মে, বর্ত্তমান দেহে, বর্ত্তমান পরিপার্শ্বিক অবস্থায় ও পরিজন পরিবারগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করাইয়াছেন। সেই সমুদায় কর্ম্মের ফলভোগ অন্তে আমার এ দেহ ত্যাগ করিয়া আবার অন্য কর্ম্মপুঞ্জ ভোগের জন্য দেহ ধারণ করিয়া, অন্যপ্রকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। যে কর্ম্মপুঞ্জের ফলভোগের জন্য কোনও বিশেষ জন্ম হয়, সে সমুদায় কর্ম্মকে **"প্রারব্ধ কর্ম্ম"** বলে, অর্থাৎ, উহাদের ফলভোগ জন্মের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আবার, এ জীবনে যে সমুদায় কর্ম্ম করি, তাহারা **"ক্রিয়মাণ কর্ম্ম"**। তাহাদের মধ্যে যে গুলির ফল এ জন্মে ভোগ হইল, তাহা বাদে অন্য কর্ম্ম (যাহার ফল ভোগ হয় নাই), সঞ্চিত কর্ম্মরাশিতে স্থাপিত হইল। সেই রাশি হইতে আবার কতকগুলি বাছিয়া পরজন্মের দেহ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ও ভোগের ব্যবস্থা কর্ম্মদেবতারা করিবেন। **অতএব আমরা পাইলাম, কর্ম্ম তিন প্রকার—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ, এবং তাহারাই পুনর্জ্জন্মের কারণ। ভগবান সূত্রকার সমুদায় কর্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রারব্ধ ও অনারব্ধ।** দেখ সূত্র ৪।১।১৫।

এখন প্রশ্ন উঠে, পুনর্জ্জন্ম কাহার? ব্রহ্মের তটস্থা শক্তিরূপ জীব ত ব্রহ্মাংশ; তাহা ব্রহ্মের ন্যায় অজ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার। তাহার যখন জন্মই নাই, তখন পুনর্জন্ম কি প্রকারে হয়? পুনর্জন্ম অর্থ এক দেহ হইতে উৎক্রান্ত জীবাত্মার অপর দেহে প্রপঞ্চে প্রকটভাব। এই জীবাত্মা কি? যে কর্ম্মবাদের কথা বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মসকল দেহ হইতে উৎক্রান্তির সময় জীবাত্মার অনুগমন করে, এবং তাহারাই সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর উৎপাদন করতঃ আত্মাকে বেষ্টন করে (সূত্র ৩।১।১)। এই সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা বেষ্টিত আত্মা বা ব্রহ্মের তটস্থা শক্ত্যংশই, জীবাত্মা, ও এই সূক্ষ্ম শরীরই উহার উপাধি। যতদিন না কর্ম্মের নিঃশেষ ধ্বংস হয়, ততদিন এই সূক্ষ্ম শরীরের বা বেষ্টনীর ধ্বংস নাই। ইহাই পুনর্জ্জন্মের কারণ। ইহাই আত্মার স্বরূপ আবরণ করিয়া থাকে। বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মের ধ্বংস হইলে, ইহার ধ্বংস হয়। কর্ম্ম যখন দ্বৈতাপেক্ষা ভিন্ন উদ্ভব হয় না, এবং দ্বৈত যখন অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন, তখন এই উপাধি—জীবোপাধি—অবিদ্যা

বিনির্ম্মিত। **জীব ইহাতে বদ্ধ হইয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে।** বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মের উৎপাদিকা অবিদ্যার ধ্বংস হইলেই জীবের মুক্তি। **অতএব জীবের বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা সংঘটিত, এবং মুক্তি বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা ধ্বংসে হইয়া থাকে।**

বিদ্যা কি প্রকারে লাভ হয়, তাহার উপদেশ শাস্ত্রে আছে, এবং সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে সে সম্বন্ধে বলিবেন। এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথা কর্ম্মপ্রসঙ্গে বলিয়া রাখি। উপরে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বকর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংস না হইলে মুক্তি নাই। যদি জন্মিয়া জন্মিয়া কর্ম্মধ্বংস করিতে হয়, তবে ত জীবের মুক্তির আশা নাই। কারণ, প্রতি জন্মেই ত অল্পবিস্তর ক্রিয়মাণ কর্ম্ম সঞ্চিত কর্ম্মরাশিতে স্থাপিত হইতে থাকে। শাস্ত্র বলেন, ইহার মুষ্টিযোগ শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

ভাগঃ ১১।২।৩৪

—কায়, বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্ত, অথবা স্বভাববশতঃ যে কোনও কর্ম্ম করিবে, তৎ সমুদায় পরম পুরুষ নারায়ণে সমর্পণ করিবে। ভাগঃ ১১।২।৩৪

যেমন কোনও বৃহৎ অট্টালিকা বজ্রাঘাত হইতে নিরাপদ করিবার উদ্দেশ্যে তড়িৎ প্রতিষেধক তার ঐ অট্টালিকার উচ্চতম অংশে আবদ্ধ করিয়া ঐ তারটি সমুদায় তড়িতের ভাণ্ডার স্বরূপ পৃথিবীর গর্ভে যোজনা করা যায়, এরূপ করিলে আকাশে যতই অশনি গর্জ্জন করুক না কেন, অট্টালিকা নিরাপদ থাকে, সেইরূপ, কর্ম্ম যদি সমুদায় কর্ম্মের একমাত্র ভাণ্ডার ভগবানের সহিত যোজনা করা যায়, তাহা হইলে শিরোপরি যতই কর্ম্ম গর্জ্জন করুক না কেন, কোনও ভয় নাই, সম্পূর্ণ অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। এজন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন ;—"আমি অখিলাত্মা ; আমাকে দর্শন করিলে, হৃদয়-গ্রন্থি সকল ভেদ হইয়া যায়, সংশয় সকল ছিন্ন হইয়া যায়, এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়"। ভাগঃ ১১।২।৩০ **শ্রীভগবানে অখিল কর্ম্ম সমর্পণ বিদ্যালাভের একটি উপায়। বিদ্যালাভ বা ভগবদ্দর্শন একই।** তিনিই বিদ্যা, বিদ্যা তাঁহার। বলা বাহুল্য, বিদ্যালাভ হইলেই বা ভগবদ্দর্শন লাভ হইলেই অবিদ্যাকৃত বন্ধ, সংসার, উপাধি ইত্যাদি সমুদায়ই ধ্বংস হয়। ইহাই উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২০।৩০ শ্লোক প্রকাশ করে।

পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিয়াছি যে, জীবের কর্ম্ম ভগবদিচ্ছার প্রবর্ত্তক, বা ভগবদিচ্ছা জীবের কর্ম্মের উদ্বোধক, এ উভয়ের কোন্‌টি সম্ভব? এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভগবদিচ্ছার অন্য নিয়ন্তা থাকা সম্ভব না হওয়ায়, তাঁহার ইচ্ছাই জীবের সুপ্ত কর্ম্ম উদ্বোধক। শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৬।৩ শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন :—**"সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্‌"**—"আপনাতে লীন জীবাদৃষ্টরূপ সুপ্ত কর্ম্মের উদ্বোধন করিয়া"।—**অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবাত্মা শক্তিরূপে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও, পরমাত্মা বা ভগবান্‌ জীব হইতে ভিন্ন। বন্ধ, মোক্ষ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সাংসারিক ব্যাপার, জীবের নহে; তাহা উপাধির মাত্র।**

আমরা উপরে বলিয়াছি যে, জীবের কৃত কর্ম্ম সকলই, সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষ নির্ম্মাণ করিয়া, আত্মাকে আবেষ্টন করে, এবং মৃত্যুর পর তাহারাই লিঙ্গ শরীররূপী হইয়া, জীবের অনুগমন করিয়া, জন্মান্তরের দেহ, ভোগ্য, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ব্যবস্থা করিবার কারণস্বরূপ হয়। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কর্ম্মের স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন।

আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রটি (পৃঃ—১৭০-১৭১) মনোযোগ সহ আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে, প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণময়ী—সাম্যাবস্থায় অব্যাকৃত প্রকৃতি, আর গুণ ক্ষোভ দ্বারা উক্ত তিন গুণের অনন্ত প্রকার ইতর বিশেষ সংমিশ্রণেই প্রপঞ্চ জগৎ। সুতরাং জগতের যা কিছু—দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান,—বহির্জগতের বা অন্তর্জগতের—মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সমুদায়ই গুণময়। সুতরাং তাহাদের ক্রিয়াও যে গুণময় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কর্ম্ম মাত্রই বহির্জগতে অভিব্যক্ত অন্তর্জগতের ক্রিয়া। মনে রজোগুণের উদয়ে আমার ক্রোধ সঞ্চার হইল, সেই ক্রোধের বশে আমি আমার প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে আঘাতাদি করিলাম। ইহা যে গুণের ক্রিয়া, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছেন :—

গুণাঃ সৃজন্তি কর্ম্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্‌।

জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুঙ্‌ক্তে কর্ম্মফলান্যসৌ। ভাগঃ ১১।১০।৩০

—(১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৩৫) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

অতএব, গুণসকলই কর্ম্মের কারণ, বুঝা গেল। কর্ম্মসকল তাহাদের

উপাদান গুণরূপে, আত্মার আবরণ বা উপাধি স্বরূপ হইয়া, মৃত্যুর পর জীবাত্মার অনুগমন করে। যতকাল কর্ম্মসকল ভোগের দ্বারা, বা বিদ্যা দ্বারা অথবা ভগবদর্পণ দ্বারা ধ্বংস না হয়, ততকালই ইহা চলিতে থাকে। কর্ম্মোপাদান গুণরূপী উপাধির ধ্বংস হইলেই আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ বদ্ধ জীব, মুক্ত, শুদ্ধ জীবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। **অতএব, বুঝা গেল যে, আত্মার স্বরূপতঃ বন্ধ, মোক্ষ নাই। উপাধিতে অভিমান বশতঃই বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই অধ্যাস, ইহাই ভ্রম।**

কর্ম্ম সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কর্ম্ম প্রকৃতির ব্যাপার, অতএব জড়, অচেতন। ইহা স্বতঃ ভাল বা মন্দ নহে। কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব ও মমত্ব বুদ্ধিবশতঃ উহাতে ভাল মন্দ ইত্যাদি আরোপিত হয়। সুতরাং উহা কর্ত্তার বুদ্ধিতে বর্ত্তমান থাকে। মানব সাধনা দ্বারা এই ভাল মন্দর বীজ যাহা জড় কর্ম্মের মূলে বর্ত্তমান থাকে না, এবং মানব নিজ বুদ্ধি দ্বারা যাহা সৃজন করে, ধ্বংস করিতে পারিলেই, কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকে। মানব যখন উহার সৃষ্টিকর্ত্তা, উহার ধ্বংস সামর্থ্যও মানবে বিদ্যমান আছে, এবং এই জন্যই মোক্ষোপদেশী শাস্ত্রসকলের সার্থকতা। বন্ধন, কর্ম্মের অব্যভিচারী গুণ বা ধর্ম্ম নহে, বস্তুতঃ কর্ম্মের স্বতঃ বন্ধন করিবার শক্তি নাই। উহা মনের ধর্ম্ম। কর্ম্মে আসক্তি বশতঃ আমাদের মনে কর্ম্মের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং মমত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাই বন্ধের কারণ। ইহা উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে। যথা :—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায়ে বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥ ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ॥ ২

—মনই মনুষ্যগণের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মন বন্ধের নিমিত্ত, এবং নির্ব্বিষয় মন মুক্তির নিমিত্ত, হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ॥ ২

শ্রীমদ্ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন :—

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ভাগঃ ১২।৫।৬

—মনই আত্মার দেহ, সত্ত্বাদি গুণও কর্ম্ম সকল সৃজন করে, আর মায়া সেই মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই জন্যই জীবের সংসারে গতি হয়। ভাগঃ ১২।৫।৬

অন্যত্রও আছে :—

মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্‌ ॥ ভাগঃ ৪।২৯।৭৬

—হে নরনাথ! মনই প্রাণিসকলের সংসার কারণ। ভাগঃ ৪।২৯।৭৬

এই কারণেই মোক্ষোপদেশী শাস্ত্রসকলে মনঃ নিগ্রহের উপদেশ ভূয়োভূয়ঃ প্রদত্ত হইয়াছে। মন, জড় ও অচেতন; কর্ম্মও জড় এবং অচেতন; সুতরাং উভয়ের সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, কিন্তু আত্মা চৈতন্যময়, ভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত। এ কারণ, ইহার সহিত মনের ও কর্ম্মের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নহে, আগন্তুক মাত্র—জবা সমীপে স্থিত স্বচ্ছ স্ফটিকে জবার বর্ণের প্রতিফলনের ন্যায় মাত্র। আত্মায় কর্ম্মের লেপ স্পর্শে না, মাত্র আবরণ সৃজন করে এবং উক্ত আবরণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুশীলনের দ্বারা সহজেই অপসারিত হইয়া থাকে। সমুদায় শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের সার্থকতা এই আবরণ অপসারণের জন্য। উপরে যে কর্ম্মের "নিঃশেষ ধ্বংসের" কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই কর্ম্মের আসক্তি বা মমতা বুদ্ধির ধ্বংস, ইহা মনে রাখিতে হইবে। আকাশে সূর্য্য সমভাবে চিরদীপ্তিমান্‌। মেঘের দ্বারা উহার আবরণ আগন্তুক কারণে সাময়িক ভাবে হইয়া থাকে মাত্র। তাহাতে সূর্য্যের দীপ্তি লোকচক্ষুর তাৎকালিক অদৃশ্য হইলেও, সূর্য্যের তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আবার মেঘের সৃষ্টি শুধু সূর্য্যের আবরণ করিবার জন্য নহে। জগৎস্থ প্রাণিবৃন্দের অন্ন সংস্থানের জন্য উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও আছে। সেইরূপ বিশ্বে সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ভগবানের সংকল্প বশতঃ মায়া শক্তি দ্বারা উপাধি সৃষ্টি এবং তজ্জনিত তত্ত্বতঃ নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান্‌ ভগবানের তটস্থা শক্তিরূপ শুদ্ধ জীবের উপাধির আবরণ এবং তাহাতে অধ্যাস সংঘটিত হইয়া থাকে। উহা সাময়িক মাত্র। উহা দ্বারা শুদ্ধ জীবে কোনও প্রকার লেপ স্পর্শে না। জগৎবৈচিত্র্য সংঘটন গৌণ উদ্দেশ্য; মুখ্য উদ্দেশ্য জীবের আত্মসংবেদন লাভ ও স্বরূপাভিব্যক্তি। উক্ত জীব উপাধির আবরণাপসারণ করিবার ইচ্ছা করিলে এবং তদনুযায়ী সংরাধন রূপ চেষ্টা করিলে (সূঃ ৩।২।২৪) স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন। সুতরাং "হিতাকরণ" বা "অহিতকরণ" বিষয়ক আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই।

তিত্তি :—

"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ॥

(তৈত্তিঃ, আরণ্যক ৩।১১।১০)

—অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া লোকসকলের শাসন করেন।

তৈত্তিঃ, আরণ্যক, ৩।১১।১০

সূত্র :—২।১।২৪

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তেঃ ॥ ২।১।২৪ ॥

অশ্মাদিবৎ + চ + তদ্ + অনুপপত্তেঃ ॥

অশ্মাদিবৎ :—প্রস্তরাদিবৎ। **চ** :—ও। **তদ্** :—জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তি, এবং সেজন্য ব্রহ্মের হিত-অননুষ্ঠান ও অহিত-অনুষ্ঠানরূপ দোষ। **অনুপপত্তেঃ** :—অসঙ্গতি হেতু।

প্রস্তরাদি যেমন অচেতন, তুচ্ছ পদার্থ, নিজের স্বতন্ত্রতাশূন্য—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, নিরবদ্য, অখিল কল্যাণগুণের আলয়, ব্রহ্মের সহিত জীব চিৎকণ বলিয়া তত্ত্বতঃ অভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক ঐক্য সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ঈশ্বর নিয়ন্তা, জীব নিয়ম্য ; ঈশ্বর শাস্তা, জীব শাস্য। সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক। এ কারণও হিতাকরণ প্রভৃতি দোষ হয় না।

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে গুণত্রয়াভাস নিমিত্ত বন্ধবে।

ভাগঃ ৬ ৪।১৮

—সেই সর্ব্বোত্তম পরমাত্মাকে আমি নমস্কার করি। তাঁহার চিচ্ছক্তি অবিতথ। তিনি জীব ও মায়া এই দুইয়েরই নিয়ামক। ভাগঃ ৬।৪।১৮

.... ত্বং জীবলোকস্য চ জীব আত্মা ॥

ভাগঃ ৭।৩।২৭

—জীবলোকের তুমিই জীবন ও নিয়ন্তা। ভাগঃ ৭।৩।২৭

অতএব, আমরা পাইলাম যে, জীব চেতন হইলেও, স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মই তাহার নিয়ন্তা। সুতরাং ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক হওয়া বশতঃ, জীবের ব্রহ্মভাবাপত্তি অসঙ্গতি বিধায়, ব্রহ্মের হিতাকরণাদি দোষ প্রসক্তি নাই।

১১। উপসংহার দর্শনাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভিবিকী জ্ঞান-বলক্রিয়া চ ॥

(শ্বেতাঃ ৬।৮)

—তাঁহার কার্য্য (শরীর) নাই, করণও (ইন্দ্রিয়) নাই। তাঁহার সমান বা অধিক দেখা যায় না। ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ নানা প্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং জ্ঞান-ক্রিয়া (সর্ব্বজ্ঞতা), বলক্রিয়া (সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য-সম্পাদন ক্ষমতা) শ্রুতিতে কথিত শুনিতে পাওয়া যায়। (শ্বেতাঃ ৬।৮)

সংশয় :—প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্ষমতাবান্, শক্তিশালী পুরুষও কোন কার্য্যসাধন করিতে হইলে অনেক কারক ব্যাপারের প্রয়োজন অপেক্ষা করেন। যেমন ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে, কুম্ভকার, মৃত্তিকা, কুলাল চক্র, সূত্র প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যেই করিতে পারে, ইচ্ছা করিলেই পারে না। সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম কিছুরই সাহায্য না লইয়া কি প্রকারে জগৎ রচনায় সমর্থ হইবেন? এই আপত্তি সূত্রের প্রথম ভাগে উত্থাপন করিয়া শেষ ভাগে তাহার সমাধান করিয়াছেন :—

সূত্র :—২।১।২৫

উপসংহার-দর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২।১।২৫ ॥

উপসংহার-দর্শনাৎ + ন + ইতি + চেৎ + ন + ক্ষীরবৎ + হি ॥

উপসংহার দর্শনাৎ :—উপকরণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়। **ন :**—না। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **ক্ষীরবৎ :**—দুগ্ধের ন্যায়। **হি :**—যেহেতু।

যদি বল উপকরণ সংগ্রহ ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য সম্পাদিত হইতে দেখা যায় না, তাহা হইলে ব্রহ্ম কোনও প্রকার উপকরণ ব্যতিরেকে জগৎ প্রস্তুত করিতে পারেন না। তাহার উত্তরে বলিব,—না, তাহাও বলিতে পার না। যেহেতু দুগ্ধ অন্য কোনও কারকের সাহায্য ব্যতিরেকে দধি প্রভৃতি কার্য্যাকারে পরিণত হয়, দেখা যায়। জল কোনও প্রকার কারকের সাহায্য ব্যতিরেকে হিম বা তুষারে পরিণত হয়। যদি বল, আতঞ্চন ("সাজা") দুগ্ধে দিলে তবে দধি হয়, তাহার উত্তরে বলিব যে, "সাজা"র নিজের এমন কোনও সামর্থ্য নাই

যে দধি উৎপন্ন করিতে পারে। যদি থাকিত, তবে জলে দিলেও দধি উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা ত হয় না। উহা কেবল দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তির শীঘ্রতা সম্পাদন করে মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম, যাঁহার সান্নিধ্য মাত্রে কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে কথিত আছে, তিনি একাকী হইয়াও যে জগৎ রচনা করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১০।৮৫।৪ শ্লোকে স্পষ্টতঃ কথিত আছে যে, তিনি নিজেই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ সমুদায় কারক ব্যাপার। ইহা ২।১।১৫ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে (দেখ পৃঃ ৭৭৮-৭৮০)। সুতরাং এখানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১।৫।৬ শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর মন হইতেই, অর্থাৎ নিজ সংকল্প মাত্রেই বিশ্বের সৃষ্টি করেন। উক্ত সূত্রে উদ্ধৃত ১১।১০।২৪ শ্লোকে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন যে, এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর আপনার লীলার কারণ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির নিকট কিছুই অসম্ভব নহে।

অতএব, পূর্ব্বপক্ষ যে সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনও ভিত্তি নাই।

সূত্র :—২।১।২৬

দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২।১।২৬ ॥

দেবাদিবৎ + অপি + লোকে ।

দেবাদিবৎ :—দেবতা প্রভৃতির ন্যায়। **অপি :**—ও। **লোকে :**—জগতে।

শাস্ত্র সাহায্যে জানা যায় যে, দেবতাগণ ইন্দ্রাদি অদৃশ্য হইয়াও বর্ষণ করেন, অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা নাই। যোগী—কর্দ্দম ঋষিও নিজের স্ত্রীর প্রীতি কামনায়, সর্ব্বকামপ্রদ বিমান, অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সৃজন করিয়াছিলেন। সৌভরি ঋষিও অন্য উপকরণ সংগ্রহ নিরপেক্ষ হইয়া নিজ যোগশক্তি প্রভাবে, ইচ্ছামাত্রেই বিচিত্র ভবন, উদ্যান, সরোবর, দাস, দাসী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদি মানবে যোগ বা তপঃ শক্তি দ্বারা ইহা করিতে সমর্থ হয়, তবে ভগবানের কথা কি?

ব্রহ্মর্ষি কর্দ্দমের ও সৌভরি ঋষির যোগবল দ্বারা ইচ্ছামাত্র সৃজন ক্ষমতা শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে।

প্রিয়ায়াঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ কর্দ্দমো যোগমাস্থিতঃ।
বিমানং কামগং ক্ষত্তস্তর্হ্যেবাবিরচীকরৎ॥ ভাগঃ ৩।২৩।১১

নিজ প্রেয়সীর সন্তোষ জন্য কর্দম যোগবলে তখনই একখানি কামগ বিমানের আবির্ভাব করাইলেন। ভাগঃ ৩।২৩।১১

তারপরের কয়েকটি শ্লোকে বিমানখানি সর্ব্বকামধুক্, দিব্যরত্ন সমন্বিত, মণিময় স্তম্ভে শোভিত, নানা প্রকার সজ্জায় সজ্জিত, সেই বিমানে উপর্য্যুপরি গৃহ সকল নির্ম্মিত ছিল, এবং প্রত্যেক গৃহে পর্য্যঙ্ক, শয্যা. ব্যজন, আসনাদি দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। (ভাগঃ ৩।২৩।১২-১৫)।

সৌভরি ঋষিও সম্রাট্ মান্ধাতার পঞ্চাশটি তনয়া একসঙ্গে বিবাহ করিয়া, তাঁহাদের জন্য তত্তৎ সংখ্যক গৃহ, উদ্যান, উপবন, সরোবর, দাস, দাসী, শয্যা, আসন প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে উপকরণ সংগ্রহের অপেক্ষা ছিল না, যোগবলেই করিলেন।

স বহ্বৃচস্তাভিরপারণীয়তপঃশ্রিয়ানর্ঘ্য পরিচ্ছদেষু।
গৃহেষু নানোপবনামলাম্ভঃ-সরঃসু সৌগন্ধিক কাননেষু॥
ভাগঃ ৯।৬।৩৯

মহার্হশয্যাসন বস্ত্র ভূষণ স্নানানুলেপাভ্যবহার মাল্যকৈঃ।
স্বলঙ্কৃত স্ত্রী পুরুষেষু নিত্যদা রেমেঽনুগায়দ্দ্বিজভৃঙ্গ বন্দিষু॥
ভাগঃ ৯।৬।৪০

সৌভরি মন্ত্র-সামর্থ্য সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার দুরন্ত তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্ত্রীগণের সমসংখ্যক ভবন সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক ভবন অমূল্য পরিচ্ছদে পূর্ণ, নানাবিধ বন-উপবন সুশোভিত, বিমল জল-পূরিত সরোবর ও সুগন্ধ পুষ্পালঙ্কৃত কাননে সুশোভিত ছিল। ভাগঃ ৯।৬।৩৯

এবং যাবতীয় গৃহে দাস দাসীসকল সুন্দর অলঙ্কৃত, পক্ষী, ভ্রমর, ও বন্দিগণ প্রতিগৃহে গানে নিযুক্ত। সৌভরি, মহামূল্য শয্যা, আসন, বসন, ভূষণ, স্নান ও অনুলেপনাদি সম্পন্ন হইয়া সেই সকল ভবনে ও উপবনাদিতে, সেই সকল বনিতাদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ভাগঃ ৯।৬।৪০

যদি মানব তপঃপ্রভাবে এ প্রকার করিতে সমর্থ হয়, তবে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বরের পক্ষে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি থাকিতে পারে? **অতএব, ব্রহ্মের উপকরণ সংগ্রহের অপেক্ষা না রাখিয়া জগৎ সৃষ্টি সর্ব্বথা অবিরুদ্ধ।**

১২। কৃৎস্ন প্রসক্ত্যধিকরণ।

ভিত্তি :—

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"। (শ্বেতাঃ ৬।১৯)

—যাঁহার কলা বা অবয়ব নাই, ক্রিয়া নাই, রাগ দ্বেষাদি নাই, নিন্দার কিছু নাই এবং পাপ-পুণ্যাদির লেপ নাই। (শ্বেতাঃ ৬।১৯)

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ"। (মুণ্ডকঃ ২।১।২)

—সেই দিব্য পুরুষ (পূর্ণ আত্মা) অমূর্ত্ত (নিরবয়ব) জন্মাদি বর্জ্জিত, বাহিরে ও ভিতরে পরিপূর্ণ বা বিদ্যমান। (মুণ্ডক : ২।১।২)

সূত্র :—২।১।২৭

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপোবা। ২।১।২৭॥

কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ + নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ + বা॥

কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ :—সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম প্রসঙ্গ। **নিরবয়বত্ব-শব্দকোপঃ :**—ব্রহ্ম নিরবয়ব এই উক্তির ব্যাঘাত। **বা :**—অথবা।

এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যদি জগৎরূপে পরিণত হন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎ রূপে পরিণত হইবেন। যদি তিনি সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার অংশ সম্ভাবনা থাকিত, এবং এক অংশে জগতে পরিণতি ও অপর অংশে স্বরূপে অবস্থিতি সম্ভব হইত। কিন্তু তিনি যখন নিরবয়ব, তখন তাঁহার অংশ নাই এবং আংশিক পরিণামও অসম্ভব। কাজেই মানিতে হইবে যে, সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু সমুদায় পরিণাম স্বীকার করিলে মূল ব্রহ্মই থাকে না। ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব নষ্ট হইয়া জগৎ হইয়াছে, ইহাই পাওয়া যায়। তাহা হইলে, ঐ প্রকার জগৎ স্থিতির সময় ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা থাকে না। অজর, অমর প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ-ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই সকল দোষ পরিহারার্থ যদি ব্রহ্ম সাবয়ব বল, তাহা হইলে শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রগুলির অর্থহীন প্রসক্তি উপস্থিত হয়। আবার সাবয়ব হইলে, ব্রহ্মের

নশ্বরাপত্তি হইবে, সুতরাং তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি।

এই আপত্তি নিরাকরণের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।১।২৮

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৮ ॥

শ্রুতেঃ + তু + শব্দমূলত্বাৎ ॥

শ্রুতেঃ :—শ্রুতির। **তু** :—পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক। **শব্দমূলত্বাৎ** :—যেহেতু শব্দই তাহার মূল।

আমরা ২।১।১১ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদন করিয়াছি যে, যে সমুদায় ভাব অচিন্ত্য, সে সকলে তর্ক যোজনা করিও না। যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য। এবং ব্রহ্ম যে প্রকৃতির পর, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা পূর্ব্বে বহুশ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কের অবসর নাই। তর্কের দ্বারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও ঐতিহ্য এই তিন প্রমাণে, যাহা মানব জ্ঞানের বিষয়, তাহারই প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। যাহা মানব জ্ঞানের অতীত, তাহা মানবের যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। শব্দ বা শ্রুতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ। ইহা আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপন্ন করিয়াছি। অতএব শ্রুতিই এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। শ্রুতিতে তাঁহাকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, এবং শ্রুতিতে পুরুষ সূক্তেই বলিয়াছেন, **"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥"** এই সমস্ত ভূত তাঁহার একপাদ, তাঁহার অপর তিন পাদ অমৃত স্বরূপ ও স্বর্গে অবস্থিত। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি যেমন তাঁহাকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, আবার তেমনি তাঁহার পাদ, অংশ প্রভৃতির বর্ণনাও করিয়াছেন, 'অতএব ব্রহ্ম বস্তু, যাহা বাক্য মনের অগোচর, এবং যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ, তাঁহার সম্বন্ধে লৌকিক যুক্তিতর্কে কোনও ফল নাই। শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ভক্তিভরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তিনি নিরবয়ব হইলেও, তাঁহার অল্প একাংশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, এবং অধিকাংশে স্বরূপে অবস্থিতি। এই যে আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ, ইহা তাঁহাতেই অবসান। আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন

করিয়াছি যে, সমুদায় বিরোধের সমাধান তাঁহাতেই। তিনি ভিন্ন যখন কিছুই নাই, তখন বিরোধ, তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তিনিই তাহার আশ্রয়, পরিণতি ও সমাধান। ২।১।৩৮ সূত্রে সূত্রকার এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। প্রপঞ্চের অন্তর্গত দেশ কালাবচ্ছিন্ন বস্তু সম্বন্ধে নিরবয়ত্ব ও অংশত্ব একাধারে আমরা আমাদের দেশ কালের প্রভাবে প্রভাবান্বিত অন্তঃকরণে ধারণা করিতে পারি না বটে, কিন্তু যে বস্তু সমকালে দেশ কালে এবং দেশ কালের বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাতে দেশকালের অন্তর্ভুক্ত তর্কপদ্ধতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এ কারণ শ্রুতি প্রমাণই একমাত্র গ্রাহ্য এবং শ্রদ্ধার সহিত অনুবর্ত্তনীয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও কি বলিয়াছেন, দেখা যাউক।

সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ॥ ভাগঃ ২।৬।১৭

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু॥ ভাগঃ ২।৬।১৮

—২।৬।১৭ শ্লোকের অর্থ ১।৩।১ সূত্রে (পৃঃ ৫৫৯) এবং ২।৬।১৮ শ্লোকের অর্থ ১।১।২৫ সূত্রে (পৃঃ ৪৬১) দেওয়া হইয়াছে।

মামংস্থা হ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়েঽচ্যুতে। ভাগঃ ১।৮।১৫

—সেই সর্ব্বাশ্চর্য্যময় অপ্রচ্যুত স্বরূপ ভগবানে ইহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ভাগঃ ১।৮।১৫

দুরববোধ ইব তবায়ংবিহারযোগ যদশরণোঽশরীর ইদমনবেক্ষিতাস্মৎ সমবায় তাত্মনৈবাবিক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি হরসি॥

ভাগঃ ৬।৯।৩১

দেবগণ বলিতেছেন, হে ভগবন্! তোমার বিহার যোগ অর্থাৎ মায়ার সহিত ক্রীড়া বা দিব্যমায়াবিনোদ, আমাদের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বোধ। যেহেতু, তোমার আশ্রয় নাই ও শরীর নাই এবং তুমি স্বয়ং অগুণ, তথাপি তুমি এই সগুণ বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছ, অথচ তোমার কিছুমাত্র বিকার হইতেছে না, এবং এই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তুমি আমাদিগের বা কাহারও সাহায্য অপেক্ষা কর না। ভাগঃ ৬।৯।৩১

ন হি বিরোধ উভয়ং ভগবত্য পরিমিত গুণ গুণ। ঈশ্বরেঽনবগাহ্য মাহাত্ম্যে…। ভাগঃ ৬।৯।৩৩

—কিন্তু অনবগাহ্য মাহাত্ম্য, অপরিমিত গুণগণসম্পন্ন ঈশ্বর, ভগবান্, তোমাতে এ উভয় বিরুদ্ধ নহে। ৬।৯।৩৩

অন্য স্থানে বলিতেছেন :—

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধরঃ ···। ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

—তুমি নিজে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ রহিত হইয়াও, সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়শক্তি *বিধান করিয়া থাক। ভাগঃ ১০।৮৭।২৪*

অতএব, *সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বাক্ মনের অগোচর, অচিন্ত্য।* সুতরাং তর্কের দ্বারা তাহার *সিদ্ধান্ত হইবার* নয়। *শ্রুতিই* তাহার একমাত্র প্রমাণ। *সমুদায় বিরোধ তাঁহাতেই পর্য্যবসান।* শ্রুতি বলিয়াছেন যে, নিরবয়ব হইলেও, তাঁহার একপাদে বিশ্বভুবন ও ত্রিপাদে স্বরূপাবস্থিতি। তিনি বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কারণ হইলেও, তিনি তত্তৎ কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত নহেন। তিনি নিঃসঙ্গ, উদাসীন। অতএব, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি গ্রহণীয় নহে।

ভিত্তি ঃ—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"।

(কঠঃ ২।১।১২)

—বশী (সর্ব্বনিয়ন্তা) ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ যিনি এক হইয়াও আপনাকে দেব, তির্য্যক, মনুষ্যাদি ভেদে বহুপ্রকার করিয়া থাকেন।

(কঠঃ ২।১।১২)

সূত্র ঃ—২।১।২৯

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৯ ॥

আত্মনি + চ + এবং + বিচিত্রাঃ + চ + হি।

আত্মনি *ঃ—আত্মাতে।* ***চ*** *ঃ—ও।* ***এবং*** *ঃ—এইরূপ।* ***বিচিত্রাঃ*** *ঃ—নানা প্রকার।* ***চ*** *ঃ—ও।* ***হি*** *ঃ—নিশ্চয়ে।*

• ভগবান্ আপনি আপনাতে বিবিধ রূপ প্রকটিত করেন। পরমাত্মাতে এইরূপ বিচিত্র শক্তিসকল বর্ত্তমান আছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। নির্গুণ, শুদ্ধ, অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বিকাশ দ্বারা হয়। ইহা আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় মৈত্রেয় প্রশ্নে ও পরাশরের সমাধানে উল্লেখ করিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।৪।২৬, ৬।৪।২৭ শ্লোক এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে ও সেইখানে উহার সরলার্থও দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে প্রতিপাদিত হইবে যে, সমুদায় বিরুদ্ধবাদের আশ্রয় তিনিই। এই এক কথাই আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায়ও পাইয়াছি (পৃঃ ২৬০-২৬১)। সুতরাং এখানে আর পুনরুদ্ধার করা গেল না। তিনি যে অরূপ হইয়াও বহুরূপ, তাঁহার শক্তি যে অনন্ত, তিনি যে সময়ে বহুরূপ সেই এক সময়েই পরমেশ, অপ্রচ্যুতস্বরূপ ব্রহ্ম, এবং তিনি যে আশ্চর্য্যকর্ম্মা, ইহা শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

• তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।

অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ভাগঃ ৮।৩।৯

এই শ্লোকটি ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ২৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে এবং সেখানে ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর পৃথক্ দিলাম না। সেখানে উদ্ধৃত ১০।১৬।৩৬, ১০।১৬।৩৯ শ্লোক দুটিও দ্রষ্টব্য (পৃঃ ২৬২)। তাহা হইতে তাঁহার বিচিত্র শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সূত্র :—২।১।৩০

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ২।১।৩০ ॥

স্বপক্ষদোষাৎ + চ ॥

স্বপক্ষদোষাৎ :—নিজের পক্ষের দোষ হয় বলিয়া। **চ :**—ও।

পূর্ব্বপক্ষ ২।১।২৭ সূত্রে যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, সেই আপত্তি, প্রধান-কারণ-বাদী সাংখ্যের পক্ষে এবং পরমাণু-কারণ-বাদী বৈশেষিকের পক্ষেও প্রযোজ্য। কারণ, সাংখ্য, প্রধানকে নিরবয়ব বলেন, এবং বৈশেষিকও পরমাণুকে নিরংশ নিষ্প্রদেশ বলিয়া থাকেন। যদি সাংখ্য বলেন যে, প্রধান ত্রিগুণময়ী—সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণেই তাহার অবয়ব—অতএব প্রধান সাবয়ব। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে গুণত্রয় তো নিরবয়ব, সুতরাং তাহাদের সংমিশ্রণে "কৃৎস্ন প্রসক্তি" দোষ আসিয়া পড়িতেছে ; এবং নিরবয়বত্ব বিধায়, তদ্দ্বারা স্থূল কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ, প্রধান যে জগৎকারণ, সে প্রতিজ্ঞাও ব্যাহত হয় এবং সাংখ্যের তত্ত্ব সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে। বৈশেষিকের পরমাণুও নিরবয়ব হওয়ায়, "কৃৎস্ন প্রসক্তি" দোষ সমানভাবে প্রযোজ্য, এবং পরমাণুর মিলনে স্থূল দ্রব্যের উৎপত্তি অসম্ভব। অতএব, সাংখ্য ও বৈশেষিক, উভয় পক্ষেই দোষ। যে দোষ উভয় পক্ষেই বর্ত্তমান, তাহা উত্থাপন না করাই উচিত ছিল। যাহা হউক, আমরা ত প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ব্রহ্ম-কারণ-বাদে উক্ত দোষ স্পর্শে না।

শ্রুতি :—

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বামিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।২)

—তিনি মনোময়, অর্থাৎ মানস-সংকল্প-প্রধান, প্রাণ তাঁহার শরীর, ভা—দীপ্তি—তাঁহার স্বরূপ, তিনি সত্যকাম, সত্য সংকল্প, আকাশ সদৃশ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, বাক্য ও আদর রহিত, অধিক কি, *এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন। (ছাঃ ৩।১৪।২)*

সূত্র :—২।১।৩১

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ২।১।৩১ ॥

সর্ব্বোপেতা + চ + তদ্দর্শনাৎ।

সর্ব্বোপেতা :—সর্ব্বশক্তিযুক্তা পরা দেবতা। **চ :**—ও। **তদ্দর্শনাৎ :**— যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপ দেখা যায়।

ব্রহ্ম যে কেবলমাত্র বিচিত্র শক্তিযুক্ত, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত। তিনি সমুদায় করিতে শক্তিমান্। ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে তাহাই দেখা যায়। অন্যান্য বহু শ্রুতি-মন্ত্রেও ঐ প্রকার দেখা যায়। যথা :—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪ মন্ত্রে তাঁহাকে **"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ"** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ২।১।২৫ সূত্রে শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রেও তাঁহার সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৬।৩৬ শ্লোকে তাঁহার অনন্ত শক্তির উল্লেখ আছে। যথা :—

জ্ঞানবিজ্ঞান নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।

অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

আপনি জ্ঞান ও বিজ্ঞান পরিপূর্ণ, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ব্রহ্ম। আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তির্ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৮

ব্রহ্ম অনন্ত-শক্তিমান্, এক তিনিই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিষয় হইতে প্রকাশিত সুখদুঃখাদি ফলরূপে প্রকটিত হন। তিনিই কার্য্য, তিনিই কারণ, এবং তিনি তদুভয়ের অতীত। ভাগঃ ১১।৩।৩৮

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ প্রসীদতাম্ নিরুক্তাত্মশক্তিঃ ॥

ভাগঃ ৬।৪।২৩

—তিনি সর্ব্বনামধারী, তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার শক্তি বাক্য-মনের অগোচর। তিনি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৬।৪।২৩

ভিত্তি ঃ—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে........."। (শ্বেতাঃ ৬।৮)

—তাঁহার কার্য্য (শরীর) নাই, তাঁহার করণও (ইন্দ্রিয়) নাই। (শ্বেতাঃ ৬।৮)।

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

(শ্বেতাঃ ৩।১৯)

—তাঁহার হস্ত নাই, পদ নাই, তথাপি তিনি গমন করেন, এবং গ্রহণ করেন। চক্ষুঃ নাই, তথাপি দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন। (শ্বেতাঃ ৩।১৯)।

সংশয় ঃ—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অতএব তাঁহার কিছুই অসম্ভব নহে, বলিলে। কিন্তু তাঁহার ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রাংশই তাহার প্রমাণ। যদি তাঁহার—দেহ ইন্দ্রিয়াদি না থাকে, তবে শক্তি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? এই সংশয়ের কল্পনা করিয়া—সূত্রকার সূত্র করিলেন—প্রথমাংশে আপত্তি বা সংশয় ও শেষাংশে সমাধান।

সূত্র ঃ—২।১।৩২

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ, তদুক্তম্॥ ২।১।৩২॥

বিকরণত্বাৎ + ন + ইতি + চেৎ + তৎ + উক্তম্।

বিকরণত্বাৎ ঃ—করণের অভাব হেতু। **ন ঃ**—না। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **তৎ ঃ**—তাহা, তাহার উত্তর। **উক্তম্ ঃ**—কথিত হইয়াছে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে জানা যায় যে, তাঁহার দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বর্ত্তমান নাই। অতএব, কার্য্যারম্ভ তাঁহার পক্ষে কি করিয়া সম্ভব হইবে, যদি ইহা বল, তাহা হইলে উত্তরে বলিব যে, ইহার উত্তর ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ২।১।২৮ ও ২।১।২৯ সূত্রের আলোচনায়, তিনি নিরবয়ব ও ইন্দ্রিয়রহিত হইলেও, বিচিত্র শক্তিযোগে জগৎ সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করেন, তাহা শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরই বলিতেছেন যে, **"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"** তিনি করণ গ্রাম বিরহিত হইলেও, তিনি সর্ব্বতঃ পাণিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্বতঃ চক্ষু মস্তক ও বদন সম্পন্ন, সর্ব্বতঃই শ্রুতি সম্পন্ন, এইরূপে তিনি বিশ্বের সকল স্থলই আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

(শ্বেতাঃ ৩।১৬)

শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন, "তুমি নিজে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ রহিত হইয়াও, সমস্ত প্রাণীবর্গের ইন্দ্রিয়শক্তি বিধান করিয়া থাক।" ভাগঃ ১০।৮৭।২৪ (দেখ ২।১।২৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্লোকাংশ)

শ্রীভগবান্ ভক্তানুগ্রহের জন্য শরীরধারী হইলেও, তাঁহার শরীর প্রাকৃত শরীর নহে। তাঁহার সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে অনুপ্রাণিত। দর্শকের চক্ষুতে হস্ত পদাদি রূপে প্রতীয়মান হইলেও, উহারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ, সমুদায় দর্শক তাঁহাকে যে একইরূপে দেখিবে তাহা নহে। বনভোজন সময়ে তাঁহার সখাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। যদি তাঁহার শরীর প্রাকৃত হইত, তাহা হইলে কেহ সম্মুখে কেহ পৃষ্ঠদেশে বসিতেই হইত, কিন্তু ভাগবতকার বলেন যে, সকলে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বসিলেও শ্রীকৃষ্ণ সকলের সম্মুখে ছিলেন। যথা :—

> কৃষ্ণস্য বিষক্‌পুরুরাজিমণ্ডলৈরভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
> সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজুশ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ॥
>
> ভাগঃ ১০।১৩।৬

ব্রজ বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ভূরি ভূরি পংক্তি রচনা করিয়া উপবিষ্ট হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পদ্মকর্ণিকার চতুর্দ্দিকস্থ পত্রসকল যেমন সকলেই কর্ণিকার অভিমুখে থাকে, সেইরূপ সমুদায় ব্রজ বালক আপন সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিয়া উৎফুল্ল দৃষ্টিতে বিরাজমান হইল। ভাগঃ ১০।১৩।৬।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া তাহারা কেহই বিস্মিত হয় নাই, এবং বুঝিতেও পারে নাই যে, অপর বালক শ্রীকৃষ্ণের মুখই দেখিতেছে, পৃষ্ঠাদি দেখে নাই। অথবা, তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি বৈভব এ প্রকার যে, নিজ নিজ চক্ষের সম্মুখে ঐশী শক্তির বিকাশ দেখিলেও, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দাম-বন্ধন-লীলায় মাতা যশোদারও তাহাই হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বালককে বাঁধিবার জন্য গোকুলের গো-বৃষাদি বন্ধনের যেখানে যত দড়ি ছিল, তাহাদিগের দ্বারায় বন্ধন করিতে অসমর্থ হইলেও যে, তিনি ঐশী লীলার খেলা, অথবা ইহা যে কোনও প্রকার আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহা মনে করিয়া বন্ধন চেষ্টা হইতে বিরত হন নাই।

পুলিন ভোজনে এক শ্রীকৃষ্ণকে সমুদায় সখা নিজ নিজ সম্মুখে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-

রূপেই দেখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণভাবে মুগ্ধ। কিন্তু সেই বালক শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের সভায় গমন করিলেন, তখন সভাস্থ ব্যক্তিগণ এক শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ মনের ভাব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিয়াছিলেন। শ্লোকটি বড়ই মধুর। নীচে উদ্ধার করা গেল :—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

ভাগ: ১০।৪৩।১৪

—শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ ভাবে প্রকাশমান হইলেন। মল্লদিগের অশনি, মানবদিগের নরবর, যুবতীদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নরপতিদিগের শাসনকর্ত্তা, নিজের পিতামাতার নিকট শিশু, ভোজপতি কংসের মৃত্যু, অবিদ্বৎজনের পক্ষে বিরাট্ স্বরূপ, যোগিগণের পরমতত্ত্ব, ও বৃষ্ণিদিগের পরম দেবতা রূপে প্রতীত হইলেন। ভাগ: ১০।৪৩।১৪

তৈত্তি: শ্রুতিতে **"রসো বৈ সঃ"** (তৈত্তি:, আনন্দ: ৭), "তিনিই রস" বলিয়া উক্ত আছেন। এখানে সাক্ষাৎ ভাবে সর্ব্বসমক্ষে প্রকট করিলেন যে, তিনি রসকদম্ব মূর্ত্তি। এক সময়ে, একাধারে, রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত এবং সপ্রেমভক্তিক দশবিধ রসমূর্ত্তিমান্ রূপে সভার মধ্যে সকলের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া উক্ত শ্রুতিমন্ত্রের সার্থকতা প্রমাণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাতে কেহই ঐশী শক্তির ব্যাপার বলিয়া মনে করিল না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে আর মল্লগণের সহিত যুদ্ধও হইত না, কংস বধাদিও হইত না। ইহাই শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তি। ইহাই তাঁহার মায়া।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ব্রহ্ম হউন, তিনি যখন মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতরণ করিয়াছেন, তখন অতিমানুষ ব্যাপার সম্পাদন করা কি উচিত? ইহার উত্তর এই যে, ভাগবতকার যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, তিনি মানবমূর্ত্তিধারী হইলেও, স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন নাই। এবং ঐশী বিভূতি বিকাশ মাঝে মাঝে

করিলেও, কেহই তাহা উক্ত বিভূতির খেলা বলিয়া বুঝিতেও পারে নাই। তাহারা তাঁহার সমুদায় কার্য্যই মানব দ্বারা কৃত কার্য্যের ন্যায়ই দেখিয়াছিল। সুতরাং ইহাতে দোষ কি? বহির্ম্মুখ জীবগণ শ্রীকৃষ্ণকে কি ভাবে দেখিত, তাহা মহাভারতোক্ত রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণভৎসনে স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অন্নযাচ্ঞা ও তাহার প্রত্যাখ্যান পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানব-শিশু ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করিতেন না। (শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।২৩ অধ্যায়)

জরাসন্ধ স্বীয় জামাতা কংসবধের জন্য সপ্তদশ বার মথুরা অবরোধ করিয়াছিলেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, ঐশী শক্তি প্রকাশ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করেন বলিয়া তিনি জানিতেন, তাহা হইলে, তাহা করিতে সাহস করিতেন না (দেখ, ভাগবত ১০।৫০।৩৪)। আর ঐশী শক্তি বিকাশ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা যদি শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি জরাসন্ধের ভয়ে মথুরা ছাড়িয়া সমুদ্রবেষ্টিত দ্বারকাদুর্গে আশ্রয় লইতেন না (দেখ, ভাগবত ১০।৫০।৪১)। অন্য পক্ষে জরাসন্ধের অগণ্য সৈন্য সপ্তদশ বার অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা পরাজয়, এবং সমুদ্র দুর্গে সমস্ত লোকজন, ধন, ঐশ্বর্য্য সহ আশ্রয় লওয়া সৈন্যাধ্যক্ষের সৈন্য চালনায়—চতুরতার ও অনন্য সাধারণ দক্ষতার পরিচায়ক। তাহার সমকালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৈন্য সমাবেশ, নগর ও দুর্গরক্ষা প্রভৃতি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে, তাঁহার অদ্ভূত প্রতিভারই পরিচয় দেয়। যাঁহার ভ্রূভঙ্গে শত শত ব্রহ্মাণ্ডের পতন ও উত্থান, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির নিকট জরাসন্ধের কয়েক অক্ষৌহিণী সৈন্যের কথা কি? অতএব তিনি মানবদেহে থাকা কালে ঐশী শক্তির পরিচয় দেন নাই। যদি কখনও দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ-দিগের মধ্যে এবং ভক্তানুগ্রহের জন্য। রাসলীলার গোপীগণ প্রত্যেকে নিজ নিজ সমীপে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়া (ভাগবত ১০।৩৩।৩) আনন্দেই বিভোর ছিলেন। তাহা যে তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বিকাশে সম্ভব হইয়াছিল, অথবা, তাহাতে যে আশ্চর্য্য হইবার কিছু ছিল, অথবা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে আপন আপন কাছে পাইয়াছিলেন, ইহা অপর গোপী অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, ইহা তাঁহারা চিন্তা করিবার অবসরও পান নাই। অতএব, ভাগবতকার তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্তা, মানব মূর্ত্তি ধারণ করিলেও, বর্ত্তমান থাকে, তিনি তখনও স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত স্বভাব, ইহাই প্রকটিত করিবার জন্য, যদি ঐ প্রকার উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় নাই।

ভাগবতকারের আরও একটি উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্ হাজার লুকাইবার

চেষ্টা করিলেও, ভক্তগণের নিকট তিনি নিজেকে লুকাইতে পারেন না। ভক্তগণ চাহিলে, তিনি আপনাকেও দান করিয়া থাকেন। (**"আত্মানমপি যচ্ছতি"** ভাগঃ ১০।৮০।৮)। এই ভক্ত বাৎসল্য প্রকাশ করাও ভাগবতকারের উদ্দেশ্য। এজন্য পুলিনে সখাগণের ও রাসমণ্ডলে গোপীগণের ইচ্ছা সম্পাদনার্থ তিনি ঐশী বিভূতি প্রকট করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভাবে এতই বিভোর ছিলেন যে, ইহাতে যে কিছু অপ্রাকৃতিক আছে, তাহা ভাবিবারও অবসর ছিল না। অন্ততঃ, তাঁহারা এ প্রকার কিছু ভাবিয়াছিলেন, বা, আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, তাহার কোনও নিদর্শন নাই।

প্রসঙ্গতঃ অনেক অবান্তর কথার অবতারণা হইয়া পড়িয়াছে। তবে এ প্রকার সন্দেহ অনেকেরই হইতে পারে বলিয়া সংক্ষেপ আলোচনা ক্ষমার্হ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

১৩। প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ ॥

সূত্র ঃ—২।১।৩৩ ॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।। ২।১।৩৩

ন + প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।

ন ঃ—না। **প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ঃ**—কার্য্য প্রবৃত্তিতে প্রয়োজনবত্ত দর্শন হেতু।

এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন, যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একমাত্র বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিও বিদ্যমান আছে, যদ্দ্বারা তিনি জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন কি? তোমরা ত তাঁহাকে আত্মারাম, আপ্তকাম বলিয়া থাক, তাহা হইলে, তাঁহার নিজের এমন কোনও প্রয়োজন নাই, যাহাতে তাঁহার জগৎ সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইবে। দৃশ্যমান জগতে দেখা যায় যে, লোক হয় নিজের অথবা অপরের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য কোনও কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মের ত নিজের প্রয়োজনই নাই। তাহা উপরে দেখান হইল। আবার সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যখন সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য, এক অদ্বিতীয় ছিলেন, তখন অপর এমন কেহই নাই যে, তাহার জন্য জগৎ রচনার প্রসঙ্গ উঠিতে পারে।

অপরন্তু, যদি অপর কেহ বিদ্যমান থাকাও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, তাহার প্রতি অনুগ্রহের জন্য, অথবা তাহার উপকারের জন্য, জগৎ সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু জগতে জন্ম, জরা, মরণ, শোক, দুঃখ, ক্লেশ, বিপদ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা যে কাহারও উপকারের জন্য বা অনুগ্রহের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রতীত হয় না। যদি চেতন কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা হন, তবে তিনি উন্মত্ত ভিন্ন কিছুই নহেন। তাহা যদি স্বীকার কর, তবে তাহার সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শ্রুতির বচন অনর্থক হইয়া পড়ে। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্রকার সিদ্ধান্ত সূত্র করিলেন ঃ—

সূত্র ঃ—২।১।৩৪

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।। ২।১।৩৪ ॥

লোকবৎ + তু + লীলাকৈবল্যম্ ।

লোকবৎ ঃ—লোকে সচরাচর দৃষ্টের ন্যায়। **তু ঃ**—কিন্তু। **লীলা-কৈবল্যম্ ঃ**—লীলাই কেবল প্রয়োজন।

লোক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, যেমন মনে সুখোদ্রেক হইলে, লোকে গান বা নৃত্য করিয়া থাকে, তাহার কোনও ফলাভিসন্ধি বা প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য থাকে না, সেইরূপ আনন্দস্বরূপের আনন্দোদ্রেক স্বভাব-বশতঃ হইয়া থাকে। সেই আনন্দোদ্রেকেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহাতে প্রয়োজনবুদ্ধি বা ফলাভিসন্ধি কিছু মাত্র নাই।

(আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছি।)

শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহা বলিয়াছেন :—

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রি জগৎ কৃতন্তে··· · ···। ভাগঃ ৮।২২।২০

—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন জগৎ আপনি আপনার ক্রীড়ার্থ রচনা করিয়াছেন। ভাগঃ ৮।২২।২০

ইত্যুদ্ধবেনাত্যনুরক্তচেতসা পৃষ্টো জগৎ ক্রীড়নকঃ স্বশক্তিভিঃ।

ভাগঃ ১১।২৯।৭

—অতি অনুরক্তচেতা উদ্ধব কর্ত্তৃক স্বীয় শক্তি দ্বারা জগৎ ক্রীড়নক ঈশ্বর সৃষ্ট হইয়া ······। ভাগঃ ১১।২৯।৭

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।

ভাগঃ ১০।২।৩৯

—হে ঈশ! আপনার জন্ম নাই। আপনার জন্মগ্রহণ আপনার ক্রীড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহা আমরা সিদ্ধান্ত করি। ভাগঃ ১০।২।৩৯

স্বসুখমুপগতে ক্বচিৎ বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেয়ুষি যদ্ ভবপ্রবাহঃ।

ভাগঃ ১।৯।২৯

—তিনি সর্ব্বদাই নিজ স্বরূপে পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত আছেন। কদাচিৎ বিহার বাসনায় প্রকৃতি স্বীকার করেন। তখন সৃষ্টিপ্রবাহ উদ্ভূত হয়। ভাগঃ ১।৯।২৯

অখিল-জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিমিত্তায়মান-দিব্যমায়া বিনোদস্য ··।

ভাগঃ ৬।৯।৩৯

—অখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের নিমিত্ত যাঁহার দিব্য মায়া বিনোদ ·········। ভাগঃ ৬।৯।৩৯

ভগবানের এই যে লীলা কেন হয়, ইহার উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা, একের বহু হইয়া ক্রীড়া করিবার ইচ্ছা। এসম্বন্ধে আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। এখানে আর বিস্তার করিব না।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত আছে যে, বিদুর এই প্রশ্ন মৈত্রেয় ঋষিকে করিয়াছিলেন, যথা :—

বিদুর উবাচ :—

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ॥

ভাগঃ ৩।৭।২

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ॥ ভাগঃ ৩।৭।৩

—বিদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ চিন্মাত্ররূপী ও নির্ব্বিকার। তাঁহার গুণ ও ক্রিয়া সম্বন্ধ কি প্রকারে হয়? যদি বলেন, লীলাবশতঃ হইয়া থাকে, তাহাতেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বিকারশূন্যের ক্রিয়া ও নির্গুণের গুণ, লীলার দ্বারাই বা কিরূপে হয়? ভাগঃ ৩।৭।২

—বালকের ন্যায়ও তাঁহার ক্রীড়া যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, বালকদের ক্রীড়ার প্রবৃত্তির হেতু—অভিলাষ, দ্রব্যান্তর বা অন্য বালকের প্রবর্ত্তনা। কিন্তু ভগবান্ স্বতঃ পূর্ণকাম, তাঁহার কোনও বাসনা নাই, তিনি অন্য হইতে নিবৃত্ত, অসঙ্গ, অদ্বিতীয়। অতএব, তাঁহার অভিলাষ কি প্রকারে হয়?

ভাগঃ ৩।৭।৩

ইহার উত্তরে মৈত্রেয় ঋষি বলিলেন :—

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুদ্ধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্॥ ভাগঃ ৩ ৭ ৯

—বিমুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের অবিদ্যাবন্ধন এবং কার্পণ্য, এই যে তর্ক-বিরোধ ইহাই অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের সেই মায়া। ভাগঃ ৩।৭।৯

অর্থাৎ, ইহা যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই হয়, যেমন দিবার পর রাত্রি, জাগরণের পর নিদ্রা, জোয়ারের পর ভাঁটা, শীতের পর গ্রীষ্ম, জন্মের পর বৃদ্ধি—ইহা স্বভাববশতঃ হইয়া থাকে বলিয়া হয়। সেইরূপ ভগবানেরও একবার জীব-জগৎ সমুদায় আত্মস্থ করিয়া নিষ্ক্রিয় নিরীহভাবে যোগনিদ্রায় অবস্থিতি, আবার আত্মস্থ জীব-জগৎ প্রকটিত করিয়া জাগরিতের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতিতে ব্যাপৃতের ন্যায় অবস্থিতি, ইহা তাঁহার স্বভাব বা মায়াবশতঃ হইয়া থাকে। ইহার অন্য উত্তর নাই। তাঁহার এইরূপ কারিস্থর কোনও নিয়ন্তা নাই বলিয়া কারণ অনুসন্ধান নিরর্থক।

আমরা দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রে যখন নিদ্রিত হই, তখন দিবসের কর্ম্ম-সংস্কার যেমন আমাদের অন্তরে প্রসুপ্ত থাকে, আবার জাগরণের সহিত সে সমুদায়ও জাগরিত হয়, সেইরূপ প্রলয়ে সমুদায় যখন আত্মস্থ করিয়া ভগবান্ নিদ্রিতের ন্যায় নিরীহ ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, তখন জীব-জগৎ সমুদায়ই তাঁহার অন্তরে বীজ বা শক্তি বা সংস্কার-মূর্ত্তিতে থাকে, আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে জাগরণের সময় সে সমুদায় জাগরিত হইয়া প্রকটিত হয়। তবে উভয় অবস্থায় তিনি স্বরূপে অবস্থিতি করেন। নিদ্রিত হইলে আমাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়, কিন্তু তাঁহার স্বপ্রকাশ জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় না, জ্ঞান অব্যভিচারে প্রকাশিত থাকে, শক্তি সমুদায় সুপ্ত থাকে মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন :—

স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্ দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ ভাগঃ ৩।৫।২৪

(১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৩৮৪) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

তারপর, মায়ার সাহচর্য্যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। অতএব, আমরা পাইলাম যে, সৃষ্টি তাঁহার স্বভাববশতঃই হয়। ইহার নিয়ন্তা অপর কেহ নাই। ভগবদিচ্ছাই ইহার কারণ। এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মকোটি হইতে আলোচনার ফল।

বহির্ম্মুখ জীবকোটি হইতে আলোচনা করিলে, আমরা পাই যে,

এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ।
সসর্জ্জোচ্চাবচান্যাগুঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ ভাগঃ ১১।৩।৩

(১।১।২ সূত্রের আলোচনায় ১০৯ পৃষ্ঠায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

কর্ম্ম দ্বারাই যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য, উচ্চ-নীচ জীব ভাব এবং বিচিত্র বিষয় ভোগ, তাহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা অহৈতুকী, আকস্মিক নহে এবং ভগবানের সাধন দ্বারা মুক্তি লাভ এই বিচিত্র সৃষ্টির লক্ষ্য। মৈত্রেয় ঋষি ও বিদুর প্রশ্নের উত্তরে ঐ কথা বলিয়াই উপসংহার করিয়াছেন :—

অশেষ সংক্লেশ শমং বিধত্তে গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিম্বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দপরাগসেবা রতিরাত্মলব্ধা॥
ভাগঃ ৩।৭।১৪

—ভগবান্ মুরারির গুণানুবাদে এবং গুণকথা শ্রবণেও অশেষ ক্লেশের উপশম হয়। যাহারা তাঁহার পাদপদ্মের মকরন্দ সেবা বিষয়া রতি, মনোমধ্যে লাভ

করিতে পারে, তাহারা কি না করিতে পারে? তাহাদের কথা আর কি বলিব? ভাগঃ ৩।৭।১৪

অতএব, যে কারণেই হউক, সৃষ্টি যখন হইয়াছে ও আমরা যখন সৃষ্ট জীবের মধ্যে পড়িয়াছি, তখন শ্রীভগবানের চরণ-পদ্মে মতি রাখাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তত্ত্বতঃ, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার প্রভৃতি কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই। তবে যে শ্রুতিতে একের বহু হইবার ইচ্ছায় সৃষ্টি, যতদিন ঐ ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে ততদিন স্থিতি, এবং উহার অবসানে প্রলয় বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল তাঁহার মায়া মাত্র, এবং পরমার্থতঃ অবাস্তব; তাহার প্রতিষেধ করিয়া নিত্য, সত্যস্বরূপ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য। (ভাগবত ২।১০।৪৪)

নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়া রোপিতং হি তৎ॥ ভাগঃ ২।১০।৪৪.

১৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন"। (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।৫)

—উত্তম কর্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপ কর্ম্মকারী পাপাত্মা হয়, পুণ্য কর্ম্মদ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপী হয়। (বৃহদাঃ ৪।৪।৫)

সংশয় :—ব্রহ্ম যদি জগৎ-কারণ হন, এবং তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ হন, তবে তাঁহাতে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ, জগতে সুখী-দুঃখী, ধনী-নির্ধন, রাজা-ভিক্ষুক, এইরূপ নানা প্রকার বৈষম্য দেখা যায়। সুতরাং এ বৈষম্য ও তজ্জন্য নির্দ্দয়তা, ব্রহ্ম হইতে জীবে সংক্রামিত। সুতরাং উক্ত দোষ ব্রহ্মে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই সংশয় প্রথমাংশে উল্লেখ ও শেষাংশে তাহার সমাধান করিয়া সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।১।৩৫

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥ ২।১।৩৫

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে + ন + সাপেক্ষত্বাৎ + তথাহি + দর্শয়তি

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে :—বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা। **ন :**—না। **সাপেক্ষত্বাৎ :**—যে হেতু উহা অর্থাৎ বৈষম্য জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ। **তথাহি :**—সেইরূপই। **দর্শয়তি :**—দেখাইতেছেন।

তুমি সংশয় করিয়াছ যে, জগতে উত্তম, মধ্যম ও অধম নানা প্রকার প্রকৃতির ও অবস্থার জীব থাকায়, ব্রহ্মে বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষের প্রসক্তি আসিয়া পড়ে। তাহার উত্তরে বলি যে, না। ঐ প্রকার বৈষম্যের কারণ সাপেক্ষত্ব অর্থাৎ জীবের কর্ম্মই সৃষ্টিগত বৈষম্যের কারণ। ইহাতে ব্রহ্মে নির্দ্দয়তা দোষ আসে না। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ম্ম যে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের এবং প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বৈষম্যের কারণ, তাহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত এ প্রসঙ্গে কি বলেন, দেখা যাউক।

ন হ্যস্যাতিপ্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ো বাস্ত্যমানিনঃ।
নোত্তমো নাধমো বাপি সমানস্যাসমোঽপি বা ॥ ভাগঃ ১০।৪৬।২৮

—তিনি অমানী—মান প্রার্থনা করেন না। তিনি সর্ব্বত্র সমান, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। তাঁহার কাছে উত্তম, অধম বা অসম কেহ দৃষ্ট হয় না। ভাগঃ ১০।৪৬।২৮

তবে তিনি কল্পতরু স্বভাব। কল্পতরু যেমন সকলের কাছে সমান, প্রার্থনা করিলেই প্রার্থিত বস্তু দান করে, তিনিও সেইরূপ। প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে পারিলেই তিনি তাহা পূরণ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশো বিষমঃ স্বভাবো ভক্তপ্রিয়ো যদসি কল্পতরু স্বভাবঃ॥ ভাগঃ ৮।২৩।৬

(১।১।১ সূত্রের আলোচনায়, (পৃঃ ৬৭) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ॥
ভাগঃ ১০।৩৮।২১

যদিও তাঁহার প্রিয় অপ্রিয়, হিত অহিত, সুহৃৎ অসুহৃৎ, অথবা উপেক্ষণীয় কেহ নাই, তথাপি কল্পবৃক্ষ যেরূপ তদাশ্রিত ব্যক্তির প্রার্থিত ফল দান করে, তদ্রূপ তিনিও ভজনকারী ভক্তের প্রার্থনানুযায়ী ফল দান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৩৮।২১

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র॥ ভাগঃ ১০।৭২।৬

—তুমি পরব্রহ্ম। তোমার স্ব-পর ভেদ নাই। তুমি সর্ব্বাত্মা, সমদৃক্ ও স্বীয় সুখানুভব স্বরূপ, অতএব তোমার রাগাদি নাই। কল্পতরুর ন্যায়, যে ব্যক্তি তোমার যেমন সেবা করে, তুমি তাহাকে তদনুরূপ ফল প্রদান কর। কখনই বিপর্য্যয় কর না। ভাগঃ ১০।৭২।৬

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, যদিও ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন, তথাপি তাঁহাতে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য নাই। ইচ্ছা করিলেই সকলেই তাঁহার ভক্ত হইতে পারে, এবং সকলেই তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনা পরিপূরণ করাইয়া লইতে পারে।

মেঘ বারিবর্ষণে আমার ও তন্নিকটস্থ আমার প্রতিবেশীর ক্ষেত্র সমান ভাবে সিক্ত করে। আমার প্রতিবেশী যদি তাঁহার ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে আইল দিয়া, সেই জল দ্বারা মূল্যবান্ শস্য উৎপাদন করিতে কৃতকার্য্য হয়, এবং আমি আইল

না দিয়া, জল চলিয়া যাইতে দিয়া, ক্ষেত্র পতিত রাখি, তবে সে দোষ মেঘের নহে। সে দোষ আমার নিজের। সেইরূপ **তাঁহার করুণা অজস্র ধারে প্রবাহিত হইতেছে। যে ব্যক্তি তাহার উপলব্ধি করিবার জন্য হৃদয় প্রস্তুত করিয়া তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হয়, সেই ধন্য। আর আমি যদি আমার হৃদয় চিরকাল অপ্রস্তুতই** রাখি, সে দোষ আমার। **তাঁহার নহে। অবশ্যই এ আলোচনা জীবকোটি হইতে—ব্যাবহারিক জগৎ সম্বন্ধে, যেখানে কর্ম্ম এবং তাহার কৃত ফল লইয়া বিচার।** উভয়ই যে অবিদ্যার বিষয়, তাহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। এবং অবিদ্যার বিষয় বলিয়াই, অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ জীব সম্বন্ধেই এবং তাহাদের লক্ষ্যস্থান হইতেই "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য" সম্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়। সুতরাং আলোচনাও সেই লক্ষ্যস্থান হইতে, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন।

ভিত্তি :—

"সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)

—হে সোম্য ! অগ্রে এই জগৎ সৎ স্বরূপে ছিল…………(ছাঃ ৬।২।১)

সংশয় :—কর্ম্মই যদি সৃষ্টির বৈষম্যের কারণ, তবে সৃষ্টির অগ্রে যখন কোনও বিভাগ ছিল না, তখন সৃষ্টি আরম্ভক কর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ? ইহার উত্তরে সূত্র করিলেন। এই সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষাংশে মীমাংসা করিলেন :—

সূত্র :—২।১।৩৬

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ॥ ২।১।৩৬॥

ন + কর্ম্ম + অবিভাগাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অনাদিত্বাৎ।

ন :—না। **কর্ম্ম :**—পাপ, পুণ্য কর্ম্ম। **অবিভাগাৎ :**—জীব ও ব্রহ্মের এবং জগৎ ও ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **অনাদিত্বাৎ :**—যেহেতু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি।

যদি বল, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদশূন্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই ছিলেন এবং জীব ও জগৎ তাঁহাতে লীন ছিল, তাঁহা হইতেই সৃষ্টি হয়, সুতরাং আদিতে কর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ? ইহার উত্তরে বলিব যে, উক্ত আপত্তি হইতে পারে না, কারণ, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি। ইহা শ্রুতিতে বহুস্থানে কথিত আছে। যথা :—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।" (ঋগ্বেদ …)

বিধাতা সূর্য্য চন্দ্রকে, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যেমন ছিল, কল্পনা করিয়া সেইরূপ সৃষ্টি করিলেন।

আমরা এ সম্বন্ধে ২।১।২৩ সূত্রেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের আবশ্যকতা নাই। তবে সৃষ্টি যে প্রবাহরূপে অনাদি, তাহার পোষকরূপে কয়েকটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া উপসংহার করিব।

বিশ্বমাত্মগতং ব্যঞ্জন্ কূটস্থো জগদঙ্কুরঃ। ভাগঃ ৩।২৬।১৯

—কূটস্থ পরমাত্মা, যিনি জগতের অঙ্কুরস্বরূপ কারণ, তিনি আপনাতে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত এই বিশ্বকে প্রকটিত করিয়া……। ভাগঃ ৩।২৬।১৯

ইহা আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায়ও পাইয়াছি (পৃষ্ঠা ২০১)।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।

আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মানানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।২৩

(১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৩৮৪) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

সর্ব্ব বেদময়েনেদমাত্মনাত্মাত্মযোনিনা।

প্রজাঃ সৃজ যথাপূর্ব্বং যাশ্চ ময্যনুশেরতে ॥ ভাগঃ ৩।৯।৪২

—হে ব্রহ্মন্! আমা হইতে উদ্ভূত বেদ দ্বারা, তুমি নিজে, অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া, আমাতে লীন প্রজা সকল, পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টি কর। ভাগঃ ৩।৯।৪২

অতএব, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ জীবপ্রপঞ্চ, তাঁহাতে অনভিব্যক্ত অবস্থায় শক্তিরূপে বা বীজরূপে লীন ছিল, ক্রমে শক্তি সাহচর্য্যে প্রকটীকৃত হয়।

অতএব, সৃষ্টি যখন প্রবাহরূপে অনাদি, তখন জীব, জগৎ, জীবের কর্ম্ম এবং তজ্জন্য বৈষম্যও অনাদি। সুতরাং তাহাদের অবিভাগের কল্পনার অবকাশ নাই।

সূত্র :—২।১।৩৭

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ২।১।৩৭ ॥

উপপদ্যতে + চ + অপি + উপলভ্যতে + চ।

উপপদ্যতে :—যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়। **চ :**—ও। **অপি :**—আরও। **উপলভ্যতে :**—প্রতীতি হয়। **চ :**—ও।

যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয় যে, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। সংসার যদি আদিমান্ হয়, এবং সংসার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্ম যদি বৈষম্যের কারণ না হন, যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা হইলে আকস্মিক উৎপত্তি, মুক্ত জীবের পুনঃ সংসার প্রাপ্তি অকৃতাভ্যাগম (কিছু না করিয়াও ফলভোগ), এবং বিনা নিমিত্তে বৈষম্য হওয়ার কথা স্বীকার করিতে হয়। এ সকল নানা অসঙ্গত।

আবার শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা প্রতীতি হয় যে, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। কারণ, পূর্ব্বসূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, বিধাতা পূর্ব্বকল্পানুরূপ চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করিলেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান সৃষ্টি তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির অনুরূপ। উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির এবং তাহা—উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টির অনুরূপ। এইরূপ শৃঙ্খলাকারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুবর্ত্তনে সৃষ্টি অনাদি বুঝিতে পারা কষ্ট-সাধ্য হয় না।

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি বিধায়, জীব, জগৎ, কর্ম্ম প্রভৃতির বিভাগ চিরকালই বিদ্যমান আছে। সুতরাং বৈষম্যের কারণ ব্রহ্ম নহেন।

যদি কর্ম্মই বৈষম্যের কারণ হয়, তবে কি তাহারা ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র, তবে কি ব্রহ্মও কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া সৃষ্টি করিতে বাধ্য? ইহার উত্তরে শ্রীভাগবত-কার বলিলেন, তাহা কেন, কর্ম্ম ত তাঁহার দ্বারাই উদ্বোধ্য, তিনি অনুগ্রহ না করিলে কর্ম্মের অস্তিত্বও নাই। কর্ম্ম, তাঁহার কৃত নিয়ম, এবং তাঁহার দ্বারা পরিচালিত। রাজা যেমন নিয়ম সৃষ্টি করিয়া সে নিয়ম পরিচালনার দ্বারা প্রজা পালন করেন, বিশ্বেশ্বর সেইরূপ কর্ম্মরূপ নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া তাহার পরিচালন দ্বারা বিশ্বের স্থিতি বা পালন বিধান করেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৩।৬।৩ শ্লোকের অংশে বলিয়াছেন:—"**সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্**"—জীবাদৃষ্টরূপ কর্ম্ম সকল, যাহা তাঁহাতে লীন ছিল, তাহাদের উদ্বোধন করিয়া······ভাগঃ ৩।৬।৩

আবার বলিতেছেন:—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ ভাগঃ ২।১০।১২

(১।২।২০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫২৭) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

অন্য স্থানেও আছে যে, ইহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যথা—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যার্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৪

—হে ব্রহ্মন্! উপাদান স্বরূপ মহাভূতাদি, কর্ম্ম, ক্ষোভক কাল, পরিণাম হেতুভূত স্বভাব, এবং ভোক্তা জীব, ইহাদের মধ্যে কেহ বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। কেননা, ইহারা কার্য্যরূপী। কার্য্য কখনও কারণ হইতে ভিন্ন নহে। ভাগঃ ২।৫।১৪

অতএব প্রতিপাদিত হইল, তিনিই নিয়মকর্ত্তা, তিনিই নিয়ম, তিনিই কর্ম্ম।

[২।১।৩৬ ও ২।১।৩৭ সূত্র দুটি শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য মিলাইয়া একটি সূত্রে, ও অন্যান্য আচার্য্যগণ দুইটি পৃথক্ সূত্রে আলোচনা করিয়াছেন।]

শ্রুতি :—

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম্······"

(বৃহদাঃ ৩।৮।৮)

—অয়ি গার্গি ! ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই **অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ,** অলোহিত বলিয়া থাকেন। (বৃহদাঃ ৩।৮।৮)

সূত্র :—২।১।৩৮

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ২।১।৩৮ ॥

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তে :+চ।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেঃ :—সমুদায় ধর্ম্মের সঙ্গতি হেতু ; কারণ ধর্ম্ম, কার্য্য ধর্ম্ম, সমুদায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গতি বা সমাধান তাঁহাতে, সেই জন্য। **চ** :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সমুদায় বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাধান অর্থাৎ সমুদায় বিরোধের পর্য্যাবসান ব্রহ্মে। এজন্য ব্রহ্মই জগৎ কারণ। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি ; তিনি ব্রহ্ম—বৃহত্তম, অনন্ত। এজন্য সমুদায় বিরুদ্ধ ভাব তাঁহাতে অবিরুদ্ধ হইয়া যায়। যাঁহারা গণিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সমান্তর সরল রেখাদ্বয়, যাহাদের পরস্পর মিলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহারা অনন্ত দূরত্বে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিশে। ঐরূপ ক্ষেপণীর (বা parabola-র) দুই সীমাস্থিত বিন্দু দৃশ্যতঃ দূর হইতে দূরে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেও অনন্তদূরে উহারা পরস্পর মিশিয়া একটি বৃত্তাভাস (closed curve) সৃষ্টি করে। হাইপারবোলা (Hyperbola) সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সুতরাং অনন্তে সমুদায় দৃশ্যতঃ বিরোধের সমাধান। অনন্ত হইলে অনন্ত ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান। যে ভাবেই তাঁহার আলোচনা করা যাকি না কেন, সমুদায় প্রকার আলোচনা বিষয় তাঁহাতে বর্ত্তমান। ১।১।৩ সূত্রে আমরা এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সেখানে আমরা বলিয়াছি যে, "গণিতের ভাষায় বলিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, তাঁহাতে অনন্ত পরিমাণ (infinite dimensions) বিদ্যমান," (দেখ ১ম খণ্ড)। **সুতরাং যে কোনও পরিমানের, যে কোনও স্তরের, যে কোন বস্তু ও ভাব, তাঁহাতে আছে। প্রপঞ্চ বিশ্বের বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে অর্থাৎ মনোজগতে, এমন কোনও বস্তু বা ভাব নাই, যাহা তাঁহাতে বিদ্যমান নাই। সুতরাং, পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ ভাবেরও পরিণতি বা সমাধান তাঁহাতে।**

এই প্রসঙ্গে ২।১।৩৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৮।২৩।৬, ১০।৩৮।২১, ১০।৪৬।২৮, ১০।৭২।৬ শ্লোকগুলি ও তাহাদের অর্থ দ্রষ্টব্য। এবং এই দ্বিতীয় খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ৬।৪।২৬, ৬।৪।২৭ শ্লোক দুটি ও ১২।৮।৪৩ শ্লোকাংশ ও উহাদের অর্থ বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য। ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ১ম খণ্ডের ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।১৬।৩৯, ১০।১৬।৩৬ এবং ৮।৩।৯ শ্লোকগুলি ও উহাদের অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাহুল্য ভয়ে, আর উহাদের পুনরুদ্ধার করা হইল না।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, সমুদায় ধর্ম্ম—কারণ ধর্ম্ম, কার্য্য ধর্ম্ম, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, ব্রহ্মেই পর্য্যবসান বা সমাধান, এজন্য তিনি জগৎ-কারণ বটেন। সমুদায় তাঁহাতে অবিরোধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

এই পাদে সাংখ্যাদি মতের দুষ্টতা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে, সাংখ্যাদি দর্শন বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সমুদায় তর্ক উত্থাপন করিয়া বেদান্তের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দোষ প্রদর্শন করেন, তাহার বিচার করা হইয়াছে; এবং সে সমুদায় তর্ক যে ভিত্তিহীন, এবং বেদান্ত সিদ্ধান্ত যে গ্রহণীয় তাহা স্থাপন করা হইয়াছে। এ পাদে সাংখ্যাদি দর্শনে যে সমুদায় দোষ বর্ত্তমান, তাহাই দেখানো হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বেদান্ত দর্শন—মীমাংসা শাস্ত্র। সংশয় নিরসনের দ্বারা উপনিষৎ সমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয়ই একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং অপরাপর দর্শনের দোষ প্রদর্শন করা ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। তবে ভগবান সূত্রকার এ পাদে সাংখ্যাদি দর্শনের দোষ প্রদর্শন করিলেন কেন? কি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত আচরণ করিলেন?

ইহার উত্তর এই যে,—যদি অন্যান্য দর্শনের দোষারোপের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়াই, সূত্রকার নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত না। বাহ্যদর্শী পাঠক এবং শিক্ষার্থিগণ মনে করিতে পারিতেন যে, অন্যান্য দর্শনের বিরুদ্ধে কোনও কথাই যখন সূত্রকার বলেন নাই, তখন সম্ভবতঃ উহাদের কোনও দোষ নাই; উহাদের মতই সমীচীন। এই প্রকার ভ্রমাত্মক ধারণা হইতে অব্যাহতি দিবার জন্যই এই পাদের অবতারণা।

প্রথমে সূত্রকার সাংখ্যের বিরুদ্ধে দোষ প্রদর্শন করিতেছেন। সাংখ্য ও বেদান্ত—উভয়ই সৎ কার্য্যবাদী। ইহা আমরা ২।১।৭ সূত্রের আলোচনায় সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহার কারিকায় ইহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

অসদকরণাদুপাদান গ্রহণাৎ সর্ব্ব সম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্য করণাৎ কারণ ভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্॥

সাংখ্যকারিকা, ৯।

—যাহা পূর্ব্বে ছিল না, অভিনব বেশে তাদৃশ পদার্থের উৎপত্তি কখনও যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভাবমূর্ত্তিতে বিদ্যমান পদার্থেরই বিকাশ ব্যক্ত মূর্ত্তিতে ঘটিয়া

থাকে। কারণ ব্যক্তভাব কার্য্যের সহিত অব্যক্ত কারণের সম্বন্ধ নিয়ত থাকা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা, সকল পদার্থ হইতে সকল পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারিত। যেখানে যাহা নাই, সে স্থান হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। অতএব উৎপাদনের শক্তি যথায় থাকে, তাহা হইতে তাদৃশ বস্তুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। উৎপাদিকা শক্তির সহিত উৎপন্ন পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষা করে। অতএব উৎপন্ন ব্যক্ত কার্য্যটি তাহার কারণস্থানীয় পদার্থে ভাবমূর্ত্তিতে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল, সম্প্রতি ব্যক্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ্য-প্রকাশকের অভেদ সম্বন্ধ থাকায়, ব্যক্ত কার্য্য অব্যক্তভাবে ছিল, স্বীকার্য্য। কার্য্য অভিনব নহে, পুরাতন। তবে একবার ব্যক্ত, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত, এবং একবার বা অব্যক্ত—অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচরীভূত হইলেও সৎস্বরূপে ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাংখ্যকারিকা, ৯। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ)

বেদান্তও সৎকার্য্যবাদী। ১।১।২ সূত্রের আলোচনা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে আমরা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব। সাংখ্য যখন বেদান্তের গৃহীত সৎকার্য্যবাদের উপর আপন সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তখন সাংখ্যই বেদান্তের প্রধান ও প্রবল বিরোধী পক্ষ। এজন্য সাংখ্যের বিরুদ্ধে সূত্রকার প্রথমেই তাঁহার প্রধান প্রধান শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রথম অধ্যায়ে ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সাংখ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট বিচার করা হইয়াছে। আবার এখানে কেন? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্য মতে প্রমাণ তিন প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত।

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ ।। সাংখ্যকারিকা, ৪।

—দৃষ্ট, অনুমান ও আপ্ত বাক্য ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। সাংখ্যকারিকা, ৪।

ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই। উহা বাদী ও বিবাদী উভয়েরই নিকট সমান প্রত্যক্ষ। আপ্তবাক্য সমুদায়ের মধ্যে শ্রুতি আপ্ততম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিচারে, প্রমাণিত হইয়াছে যে শ্রুতি বাক্যসকল বেদান্ত সিদ্ধান্তেরই পোষক এবং সাংখ্য সিদ্ধান্ত উহার বিরোধী। বর্ত্তমান দ্বিতীয় পাদে সূত্রকার দেখাইবেন যে, অনুমান প্রমাণেও সাংখ্য সিদ্ধান্ত স্থাপন করা যাইতে পারে না। দোষ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সূত্রকারের গুপ্ত উদ্দেশ্য।

১। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়কশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥

(সাংখ্যকারিকা, ৩)

—মূল প্রকৃতি বা প্রধান—অবিকৃতি—(বিকৃতি—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থাৎ কাহারও কার্য্য নহে), মহদাদি সপ্ত—(মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র)—প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে,—অর্থাৎ, কারণ ও কার্য্য, উভয় স্বরূপ-মহৎ, প্রধান সম্বন্ধে কার্য্য, কিন্তু অহঙ্কার সম্বন্ধে কারণ, অহঙ্কারও ঐরূপ মহৎ সম্বন্ধে কার্য্য, কিন্তু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ তন্মাত্র সম্বন্ধে কারণ, এবং পঞ্চ তন্মাত্রও সেইরূপ অহঙ্কার সম্বন্ধে কার্য্য, কিন্তু পঞ্চ মহাভূত সম্বন্ধে কারণ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চ মহাভূত—ইহারা বিকৃতি বা কার্য্য মাত্র। পুরুষ—প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—কারণ নহে, কার্য্যও নহে। (সাংখ্যকারিকা, ৩)

ইহা সাংখ্যদর্শনের মত।

২। ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্ ॥

(সাংখ্যকারিকা, ১১)

—ব্যক্ত পদার্থ এবং অব্যক্ত প্রধান উভয়েই ত্রিগুণ—সত্ত্বরজস্তমোময়, অবিবেকী —স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না, বিষয়—জ্ঞানগ্রাহ্য, সামান্য—সাধারণ, অচেতন—জড়, প্রসবধর্ম্মী—উৎপাদন করিবার যোগ্যতা বিশিষ্ট। পুরুষ কিন্তু উহাদের বিপরীত। (সাংখ্যকারিকা, ১১)

৩। অবিবেকাদেঃ সিদ্ধিস্ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণ গুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥

(সাংখ্যকারিকা, ১৪)

—ব্যক্ত পদার্থ মাত্রই ত্রিগুণময় বলিয়া সুখ-দুঃখও মোহময়, এবং সেই জন্যই অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মই তাহাতে প্রযোজ্য। তাহার বিপরীত পুরুষে উহাদের অভাব বর্ত্তমান। কার্য্য, কারণ গুণাত্মক বলিয়া মূল কারণ অব্যক্ত প্রধান ও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(সাংখ্যকারিকা, ১৪)

৪। "ভেদানাং পরিণামাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য্যবিভাগাদবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য॥
কারণমস্ত্যব্যক্তং" [সাংখ্যকারিকা, ১৩] ইতি।

—অতি সূক্ষ্ম মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অতি স্থূল ক্ষিতি জাতীয় বিচিত্র পদার্থসমূহ যখন সীমাবদ্ধ মূর্ত্তিতে অসীমের অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং প্রত্যেকটি ত্রৈগুণ্য নিবন্ধন সুখ, দুঃখ ও মোহময়ত্বের পরিচয় দিতেছে, অথচ ইহারা ব্যক্ত কার্য্যমূর্ত্তিতে তদপেক্ষা কোনও অসীম শক্তি হইতে সমুৎপন্ন অনুমিত হইতেছে; বিশেষতঃ বিচিত্র বেশে ও বিচিত্র মূর্ত্তিতে একবার ক্রম পর্য্যায়ে উত্তরোত্তর প্রকাশমান হইয়া, পরক্ষণে স্ব স্ব কারণে পর পর নিবিশমান হইয়া, সর্ব্বাভাবের প্রতীতি জন্মাইতেছে; তখন সকলের কারণভাবে একটি অনন্ত, অসীম, সুখ দুঃখ ও মোহের কারণরূপী ত্রিগুণাত্মক সর্ব্বপ্রধান অব্যক্ত কারণ যে আছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। (সাংখ্যকারিকা, ১৩)। (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী কৃত অর্থ)।

সূত্র ঃ—২।২।১

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্॥

রচনা + অননুপত্তেঃ + চ + ন + অনুমানম্॥

রচনা ঃ—জগৎ রচনা। **অনুপপত্তেঃ ঃ**—অসঙ্গতি হেতু। **চ ঃ**—ও। **ন ঃ**—না। **অনুমানম্ ঃ**—সাংখ্যোক্ত প্রধান।

সাংখ্যোক্ত প্রধান, বেদে অকথিত হওয়ায়, অনুমানগম্য মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যের (২) সংখ্যক কারিকা অনুসারে প্রধান অচেতন বিধায়, তাহার দ্বারা জগৎ রচনা উপপত্তি হয় না। ইট, কাঠ, পাষাণ, লৌহ, চূণ, সুরকি প্রভৃতি স্তূপাকারে থাকিলেই, চেতন সাহায্য ব্যতিরেকে অট্টালিকা নির্ম্মাণ সম্ভব হয় না। লৌহ স্তূপাকারে এক স্থানে সংগৃহীত হইলেই রেল গাড়ীর ইঞ্জিন্ প্রস্তুত হয় না। ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহ হইতে চক্র, কীলক, স্ক্রু, প্লেট্ প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও তাহাদের যথাযথ সংযোগ করিয়া, ইঞ্জিনের আকারে আকারিত করিয়া কার্য্যোপযোগী করিতে সুদক্ষ শিল্পী ও বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন। লৌহ স্বতঃ ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করিতে পারে না। উহাতে কি অসীম শক্তি নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে লৌহ অজ্ঞ; কারণ, লৌহ অচেতন।

চেতন কারুকর (ইঞ্জিনিয়ার) উহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিষয় অবগত হইয়া, উহাকে কার্য্যাকারে বা রেলের ইঞ্জিনের আকারে আকারিত করিয়া, তদ্দ্বারা অশেষকার্য্য সম্পাদন করেন। কারুকর লৌহের অন্তর্নিহিত শক্তিতত্ত্ব জানেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিজের দক্ষতা ও নির্ম্মাণ ক্ষমতাও অবগত আছেন। অচেতন "প্রধান",—অচেতন বলিয়া যেমন আত্মস্বরূপকে জানে না, সেইরূপ অন্যকেও বুঝে না। উহাকে চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান বর্ত্তমান আছেন স্বীকার না করিলে, এই অচিন্ত্য জ্ঞান ও কৌশলসম্পন্ন জগৎ রচনার উপপত্তি হয় না।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই আহারের অপেক্ষা করিবে, ইহা আগে হইতে ভাবিয়া মাতৃবক্ষে অমৃতোপম আহারের আয়োজন, অজ্ঞ, জড় প্রধানের পক্ষে সম্ভবই নহে। একটি ক্ষুদ্র বট বীজের সহিত একটি সর্ষপ বীজ ও একটি ডুমুর বীজের তুলনা কর। বাহ্য দৃষ্টিতে উহাদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে না, যাহাতে বুঝা যায় যে, একটি হইতে বৃহৎ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট একটি বটবৃক্ষ, আর একটি হইতে অতি ক্ষুদ্র সর্ষপ গাছ, এবং তৃতীয়টি হইতে মধ্যম আকারের একটি ডুমুর গাছ জন্মিবে। পৃথিবীর উর্ব্বরতা শক্তিই বীজত্রয়ের মধ্য দিয়া, উক্ত বীজত্রয়ে নিহিত শক্তির অভিব্যক্তির সাহায্য করিয়া,—উহাদিগকে উপরিউক্ত বৃহৎ, ক্ষুদ্র, ও মধ্যম আকারের তিন প্রকার বৃক্ষে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু এই বীজ নিহিত শক্তি ও পৃথিবীর উর্ব্বরতা শক্তি কোথা হইতে আসিল? স্বভাবতঃ হইয়া থাকে বলিলে ত উত্তরই হইল না। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কেন হইল? সাংখ্য বলিবেন যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারে ঐরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তারতম্য হইবার কারণ কি? প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিপর্য্যয় গুণক্ষোভে হয়। কিন্তু গুণক্ষোভ কেন হয়? অচেতন জড়ের অকারণে এরূপ ক্ষুব্ধ হইবার কারণ কি? এ সমুদায় প্রশ্নের উত্তর সাংখ্য যত প্রকারে দিতে পারেন, সূত্রকার সে সমুদায়ের অনুধাবন করিয়া, তাহাদিগের দোষ পর পর সূত্রে প্রদর্শন করিয়াছেন। সে সমুদায় ক্রমশঃ বিশদ হইবে।

সমুদায়ের পশ্চাতে একজন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব, এবং তাঁহার কল্পনানুসারে বৈচিত্র্যের সংঘটন স্বীকার করিলেই সমুদায় সমাধান হইয়া থাকে। বেদান্ত বলেন যে, সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ সত্তার বহু হইবার কল্পনাই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ। অতএব, **সৃষ্টির মূলে একজন চেতনসত্তা বর্ত্তমান, ইহাই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত।**

উপরে উদ্ধৃত ১৩ সংখ্যক কারিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সাংখ্যাচার্য্য অনুমান প্রমাণের বলেই "অব্যক্ত" বা "প্রধানের" অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে বলিলেন যে, পরিদৃশ্যমান জগতে দেখা যায় যে, চেতন সাহায্য ব্যতিরেকে, শুধু উপাদান দ্বারা কোনও পদার্থ রচিত হয় না। স্বর্ণ থাকিলেই, চেতন স্বর্ণকারের সাহায্য ব্যতিরেকে কুণ্ডলাদি নির্ম্মিত হয় না। মৃত্তিকা থাকিলেই, চেতন কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘটাদি নির্ম্মিত হয় না। ইট, কাঠ প্রভৃতি থাকিলেই, চেতন স্থপতি ব্যতিরেকে অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় না। পট, রং, তুলি প্রভৃতি থাকিলেই, চেতন চিত্রকর ব্যতিরেকে কোনও চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং অচেতন প্রধান হইতে জগৎ রচনা-রূপ সিদ্ধান্ত অনুমান দ্বারা হইতে পারে না; ও প্রকার অনুমান নির্দ্দোষ নহে, উহা অসঙ্গত।

এ সম্বন্ধে ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২৬।৩-৪-৫ এবং ৩।৬।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ২।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।৬।২-৩-৪ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। ঐ সকল শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, সাংখ্যোক্ত তত্ত্বগণ চৈতন্য অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় তবে জগৎ রচনা করিতে সমর্থ হইল। অন্যথা, জড়ের সামর্থ্যে উহা সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে কয়েকটি শ্লোকে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। এবং উহা হইতে জগতের উপাদানীভূত প্রকৃতির (সাংখ্যোক্ত প্রধান) সহিত চেতন পুরুষের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিব। শ্লোক কয়টি ও উহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

আসীজ্‌ জ্ঞানমথোহ্যর্থ একমেবাবিকল্পিতম্‌।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ভাগঃ ১১।২৪।২

তন্মায়া ফলরূপেণ কেবলং নির্ব্বিকল্পিতম্‌।
বাঙ্‌মনো গোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্‌বৃহৎ ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৩

তয়োরেকতরোহ্যর্থঃ প্রকৃতিশ্চোভয়াত্মিকা।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৪

তমোরজঃসত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্‌ গুণাঃ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমানায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৫

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্‌ সূত্রেণ সংযুতঃ।
ততো বিকুর্ব্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৬

—পূর্ব্বে প্রলয়কালে জ্ঞান ও অর্থ (দ্রষ্টা ও দৃশ্য) সমুদায়, বিকল্পশূন্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে লীন ছিল, পরে যুগারম্ভে যখন লোক সকল বিবেক নিপুণ ছিল, তখনও ভেদ জ্ঞান না থাকার জন্য, এক অদ্বিতীয় মহাসত্বাই ছিলেন। ভাগঃ ১১।২৪।২

—সেই বৃহৎ একমাত্র পরব্রহ্ম পরে মায়াবিলাস রূপে বাক্য মনের গোচরভাবে ও স্বরূপভাবে দুই প্রকার হইলেন। ভাগঃ ১১।২৪।৩

—এই দ্বিধাভূত অংশের মধ্যে এক অংশ মায়াখ্য অর্থ—ইনিই কার্য্যকারণ-রূপিণী প্রকৃতি ; অন্য অংশ—জ্ঞান মাত্র—যিনি পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। ভাগঃ ১১।২৪।৪

—পরে জীবাদৃষ্ট প্রযুক্ত পুরুষানুমতি দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক ক্ষোভ্যমান মায়ায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ১১।২৪।৫

—অনন্তর সেই সকল গুণ হইতে ক্রিয়াশক্তিমান্ সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ, ও তৎ-সংযুক্ত জ্ঞানশক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইল, এবং, সেই গুণ বিকার হইতে জীবের বিমোহন অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি হইল। ভাগ ঃ ১১।২৪।৬

সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রকৃতি ব্রহ্মাতিরিক্ত পৃথক পদার্থ নহে। নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিকল্প, ব্রহ্মই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক অংশে প্রকৃতি, অন্য অংশে পুরুষরূপে প্রকটিত হইলেন। এই একই ব্যাপার প্রথম খণ্ডের ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চিত্রে (পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১) মায়াকে ব্রহ্মের বা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি-বলে, তাঁহার শক্তিকে তিনি নিজ স্বরূপ হইতে দৃশ্যতঃ পৃথক্ ভাবে আকারিত বা প্রকটিত করিতে পারেন, ইহা পূর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে। **অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, সাংখ্যোক্ত অচেতন জড় প্রধানের পক্ষে জগৎ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্ভব নহে।**

সূত্র ঃ—২।২।২

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ২।২।২ ॥

প্রবৃত্তেঃ + চ।

প্রবৃত্তেঃ ঃ—অচেতন প্রধানের জগৎ রচনার প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হেতু।

চ ঃ—ও।

অচেতন প্রধানের পক্ষে শুধু জগৎ রচনা যে অসঙ্গত, তাহা নহে। জগৎ রচনার প্রবৃত্তিও অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না।

বিশেষ রূপে বিন্যাসের নাম রচনা। এবং তৎসাধক ক্রিয়া বিশেষের নাম প্রবৃত্তি। ইহা চেতন দ্বারা অনধিষ্ঠিত জড় প্রধানের পক্ষে হইতেই পারে না। হেতু এই যে, মৃত্তিকা ও রথাদি অচেতন পদার্থে তাহা দেখা যায় না। চেতন কুম্ভকার ও চেতন অশ্ব ও সারথি ব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি বা রথের গমন প্রভৃতি দেখা যায় না। এক খানি রেল ইঞ্জিনে জল, কয়লা, অগ্নি রাখিলেই উহার গমন প্রবৃত্তি হয় না; চেতন অভিজ্ঞ চালকের প্রয়োজন। একখানি মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনে পেট্রোল, জল প্রভৃতি ভরিয়া রাখিলে, উহার গমন করিবার শক্তি বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু যতক্ষণ না চালক উহার শক্তির চালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে, ততক্ষণ উহার গমন প্রবৃত্তি এবং গমন ক্রিয়া হয় না। সেইরূপ অচেতন প্রধানকে কার্য্যশীল করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, নিয়ন্তার প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত দ্বারাই অদৃশ্যের জ্ঞান বা ধারণা হইতে পারে সত্য, কিন্তু অচেতনের স্বতঃ ক্রিয়াপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত নাই। অতএব, অচেতনের স্বতঃ প্রবৃত্তি অননুমেয়।

যদি আপত্তি কর যে, নিরাধার চৈতন্যেরও প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত নাই। দেহাদি যখন চৈতন্যবিশিষ্ট থাকে, তখনই তাহাদের ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলিব যে, হাঁ—তাই বটে। সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রকৃতি চৈতন্যাধিষ্ঠিতা হইলেই কার্য্যশীলা হয়; ইহাই ত আমাদের সিদ্ধান্ত।

২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২৬।৪ শ্লোক ইহাই প্রকাশ করিতেছে। ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।৫।২৩-২৪-২৫-২৬ শ্লোকও উহাই ব্যক্ত করিতেছে (পৃঃ ৩৮৪)। পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২৪।২-৩-৪-৫-৬ শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি। **ব্রহ্মের ইচ্ছা বা সংকল্প দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রকৃতির সৃষ্টি-প্রবৃত্তি উদ্বোধিত হয়, এবং সেই ব্রহ্মের ইচ্ছাই জীবাদৃষ্টের উদ্বোধক।** ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ২।২।১ ও ২।২।২ সূত্র দুইটি একত্র একটি সূত্ররূপে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য আচার্য্যগণের পদানুসরণ করিয়াছি।

স্মৃতি ঃ—

১। **বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।**
পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তি-প্রধানস্য॥

(সাংখ্যকারিকা, ৫৭)

—বালকদিগের দেহপুষ্টির জন্য অচেতন দুগ্ধের যে প্রকার পরিণামাদি ব্যাপার হইয়া থাকে, পুরুষের বিমোক্ষের জন্য সেই প্রকার অচেতন প্রধানেরও পরিণামাদি ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। (সাংখ্যকারিকা, ৫৭)।

২। **পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ॥**

(সাংখ্যকারিকা, ১৬)

—জলের ন্যায় গুণ সমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয় ভেদে পরিণামের ভেদ হয়, এবং তন্নিবন্ধন কার্য্য-বৈচিত্র্য হয়। (সাংখ্যকারিকা, ১৬)।

সূত্র ঃ—২।২।৩

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ, তত্রাপি॥

পয়োঽম্বুবৎ + চেৎ + তত্রাপি।

পয়ঃবৎ ঃ—দুগ্ধের ন্যায়। **অম্বুবৎ ঃ**—জলের ন্যায। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **তত্রাপি ঃ**—সেখানেও।

যদি বল যে, দুগ্ধ অচেতন, কিন্তু বৎসের দেহপুষ্টির জন্য উহা যেমন স্বতঃ ক্ষরিত হইয়া পরিণাম প্রাপ্ত হয়; মেঘনির্ম্মুক্ত ও ভূ-গর্ভস্থ জল ত একই প্রকার, কিন্তু উহা নারিকেল, তাল, আম, কাঁঠাল, নিম, তেঁতুল প্রভৃতির বিচিত্র রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ প্রধান স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া জগৎ রচনা করিয়া থাকে। অথবা, জল যেমন স্বতঃই লোকোপকারার্থ স্যন্দিত হইয়া নিম্ন-ভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ প্রধান স্বতঃই কার্য্যশীল হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন যে, এ সকল স্থলও উভয় পক্ষের বিবাদের অন্তর্নিবিষ্ট, এ সকল স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অনুমান করিতে হইবে। কারণ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে (বৃহঃ ৩।৭।৩—২৩ মন্ত্র) উক্ত হইয়াছে যে, পরমাত্মা, পৃথিবী, অপ্, অগ্নি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, দ্যৌঃ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারকা, আকাশ, তমঃ, তেজঃ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান, শুক্র প্রভৃতিতে অবস্থিত, অথচ উহাদিগের সকল হইতে পৃথক্, উহারা কেহই তাঁহাকে জানে না; উহারা তাঁহার

শরীর, এবং তিনি উহাদের নিয়ন্তা, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী, অমৃতস্বরূপ আত্মা। অতএব, আমাদের মতে, সকলই অন্তর্য্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। জলের যে নিম্ন গমন, তাহাও চিৎ স্বরূপ, অধিষ্ঠাতা পরমাত্মারই প্রেরণায় হইয়া থাকে। ইহা স্পষ্ট উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে উক্ত আছে। **"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোহন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে......"**। (বৃহঃ ৩।৮।৯)। অর্থাৎ, অয়ি গার্গি! এই অক্ষরেরই শাসনে, প্রাচীদেশীয় নদীসকল প্রবহমান হয় .. ..। (বৃহঃ ৩।৮।৯)। অতএব, সিদ্ধ হইল যে, চেতনাধিষ্ঠান হেতুই দুগ্ধ ও জল পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ২।১।২৫ সূত্রে অন্য প্রকার বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে, সে স্থলে বলা হইয়াছে যে, লৌকিক সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও অন্তর্য্যামী চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্বের প্রতিষেধ করা হয় নাই।

(এই প্রসঙ্গে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৭।৬।২০-২১, ৮।৩।৩, ১০।৮৫।৪, ১১।২।৩৯ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০১-১১০)।

সূত্র :—২।২।৪

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ২।২।৪ ॥

ব্যতিরেক + অনবস্থিতেঃ + চ + অনপেক্ষত্বাৎ ॥

ব্যতিরেক :—সৃষ্টি ব্যতিরিক্ত প্রলয়াবস্থায়। **অনবস্থিতেঃ** :—অনবস্থিতির অনুপপত্তির হেতু। **চ** :—ও। **অনপেক্ষত্বাৎ** :—যেহেতু সৃষ্টি-কার্য্যে প্রধান কাহাকেও অপেক্ষা করে না।

সাংখ্য বলেন যে, সৃষ্টি রচনায় প্রধান কাহারও অপেক্ষা করে না। স্বীয় স্বভাববশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, কোনও কালে প্রধানের সাম্যাবস্থায় থাকা সম্ভব হইতে পারে না, এবং তাহার ফলে, কোনও কালে প্রলয় হইতে পারে না।

সাংখ্য বলিয়া থাকেন, অচেতন প্রকৃতি চেতন পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ চেতনের ন্যায় ক্রিয়াশীলা হয়, এবং নিষ্ক্রিয় উদাসীন পুরুষ ও ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির সান্নিধ্যে সক্রিয় হইয়া "আমি কর্ত্তা" বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন।

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥

(সাংখ্যকারিকা, ২০)।

—চৈতন্য ব্যাপার পুরুষে এবং কর্ত্তৃত্ব ব্যাপার প্রকৃতিতে বা বুদ্ধিতে। সুতরাং চৈতন্য এবং কর্ত্তৃত্ব দুইটি বিভিন্ন ব্যাপার, একাধারে থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন একাধারে উপলব্ধ হয়, তখনই মূলে ভ্রম বশতই পরস্পরে সংযোগ হইয়াছে অর্থাৎ অচেতনা বুদ্ধি বা প্রকৃতি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ চেতনের ন্যায় হয় এবং ক্রিয়াশীলা বুদ্ধির সান্নিধ্যে নিষ্ক্রিয় চৈতন্য স্বরূপ পুরুষও সক্রিয়,—'আমি কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন। (পণ্ডিত খগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীকৃত ব্যাখ্যা)।

এখন এই সান্নিধ্যের কারণ কি? কে ইহার প্রবর্ত্তক? পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন। সেজন্য প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হইতে পারে না। প্রধান অচেতন, জড়; সুতরাং প্রধানের পক্ষে প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক হওয়া অসম্ভব। প্রধান সৃষ্টি কার্য্যে কাহারও অপেক্ষা করে না; সুতরাং সান্নিধ্যের নিবর্ত্তক কেহ না থাকায়, উহা চিরকালেই বর্ত্তমান; এবং সে জন্য কোনও কালেই প্রলয় সংঘটিত হইতে পারে না। কিন্তু সাংখ্য ও প্রপঞ্চ জগতের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়, স্বীকার করেন। অতএব, সাংখ্য মত উপেক্ষণীয়।

শ্রুতিতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, প্রলয় কালে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে ছিল। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জন্মিব, বহু হইব। ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১, ৬।২।৩—১।১।৫ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র (পৃঃ ৩৭৮)।

ঐ ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৫।২৩, ৩।৫।২৪, ১১।২৪।২০, ১১।২২।১৬, ১১।২২।১৭ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৭৯-৩৮০)। বাহুল্য ভয়ে উহাদিগকে পুনরুদ্ধৃত করা হইল না। ঐ সকল শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, প্রলয়ে একমাত্র সৎ স্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছায়, তাঁহার শক্তিরূপা প্রকৃতি, যাহা তাঁহাতে তাদাত্মভাবে লীন ছিল, ক্রিয়াশীলা হইয়া, তাঁহারই নিয়ন্তৃত্বে জগৎ রচনা করেন। এবং যতক্ষণ তাঁহার "ঈক্ষণ", অর্থাৎ বহু হইয়া প্রকটিত হইবার ইচ্ছা, অন্যকথায় সৃষ্টি পালনেচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল সৃষ্টি পৌর্ব্বাপর্য্যভাবে বিদ্যমান

থাকিবে। তাহার পর আবার তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিবে, ইহা শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত।

সংশয়ঃ—পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়াপ্রবৃত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না, বলিতেছ বটে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধেনু দ্বারা ভক্ষিত তৃণ, পল্লব ও তদ্দ্বারা পীত জল প্রভৃতি অন্য সাহায্য নিরপেক্ষ ভাবে দুগ্ধে পরিণত হয়। সেইরূপ প্রধানেরও অন্য নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্য প্রবৃত্তি কেন না হইবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র ঃ—২।২।৫

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ২।২।৫

অন্যত্র + অভাবাৎ + চ + ন + তৃণাদিবৎ।

অন্যত্র ঃ—অপর স্থানে, ধেনু ব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে। **অভাবাৎ ঃ**—অভাব হেতু—না হওয়ায়। **চ ঃ**—ও। **ন ঃ**—না। **তৃণাদিবৎ ঃ**—তৃণাদির ন্যায়।

যদি তৃণ, পল্লব, জলাদির স্বাভাবিক প্রকৃতিগত দুগ্ধে পরিণত হইবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে ধেনু দ্বারা ভক্ষিত হওয়া ব্যতীত অন্যান্য স্থলেও তাহা হইতে পারিত। বলীবর্দ্দ ভক্ষণ করিলে কি তৃণাদি দুগ্ধ দান করে? অথবা, প্রাঙ্গণে তৃণ, জল প্রভৃতি মিশাইয়া একস্থানে রাখিলে কি দুগ্ধ উৎপন্ন হয়? তাহা যখন হয় না, তখন ধেনু দৃষ্টান্তটি উক্ত প্রকার অনুমানের পক্ষে প্রচুর হইল না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের ইচ্ছা বশতঃই ধেনু দ্বারা ভক্ষিত তৃণাদিই দুগ্ধে পরিণত হয়। সুতরাং উক্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সিদ্ধান্তেরই পোষক।

এই প্রসঙ্গে ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২৯।৩৩-৩৪-৩৫-৩৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৬৫১-৬৫২)। পরমেশ্বরের ভয়ে বা নিয়মে জগৎ চরাচর সকলেই বদ্ধ। কেহই সে নিয়মের ব্যভিচার করিতে পারে না। তাঁহার নিয়মেই তৃণাদি ভক্ষণে ধেনুগণ দুগ্ধবতী হয়; নতুবা তৃণাদির এমন কোনও স্বাভাবিক ক্ষমতা নাই, যাহাতে তাহারা নিরপেক্ষভাবে দুগ্ধরূপে পরিণত হইতে পারে।

শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্য্যের মতে এই সূত্র সেশ্বর সাংখ্যমত নিরসন করিতেছে। সে

মতে, যেমন পর্জ্জন্যের অনুগ্রহে পৃথিবীতে তৃণাদির উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ঈশ্বরানুগ্রহে প্রকৃতিতে বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে। জড়প্রধান স্বতন্ত্রভাবে উৎপত্তির কারণ নহে; ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৫।১ মন্ত্রানুসারে, **"ব্রহ্মই এই প্রপঞ্চের নীচে, উপরে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে,-এক কথায়, এই প্রপঞ্চ জগৎই ব্রহ্ম"** উক্ত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম অনুগ্রাহক রূপে প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন নহেন। সুতরাং সেশ্বর, সাংখ্যবাদও নিরস্ত হইল। তিনি ইহার পোষকে শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১০।২২ ও ২।৫।১৪ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১।১০।২২ শ্লোক ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃ: ২১৬) এবং, ২।৫।১৪ শ্লোক ২।১।৩৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ ঐ স্থানে ঐ শ্লোক দুটি এবং উহাদের অর্থ দ্রষ্টব্য।

ভিত্তি ঃ—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃসর্গঃ॥

(সাংখ্যকারিকা, ২১)

—পুরুষের কৈবল্যের জন্য এবং প্রধানের দর্শনার্থ—অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের সৃষ্টির প্রয়োজন। এই জন্য পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায়—প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়ের সংযোগ হয় এবং সেই সংযোগের ফলে সৃষ্টি হইয়া থাকে। (সাংখ্যকারিকা, ২১)

সূত্র ঃ—২।২।৬

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ॥ ২।২।৬

অভ্যুপগমে + অপি + অর্থাভাবাৎ॥

অভ্যুপগমে ঃ—স্বীকার করিলে। **অপি** ঃ—ও। **অর্থাভাবাৎ** ঃ—প্রয়োজনের অভাববশতঃ।

মহর্ষি কপিলের প্রতি শ্রদ্ধার অনুরোধে, প্রধানে অস্তিত্ব এবং তাহার অন্য নিরপেক্ষ হইয়া জগৎ রচনার শক্তি থাকা স্বীকার করিলেও, কোনও রূপ প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অকারণ, প্রধান অনুমানের কোনও আবশ্যকতা নাই।

সাংখ্যাচার্য্যেব মতে প্রধানের জগৎ সৃষ্টির প্রয়োজন, শিরোদেশে উদ্ধৃত কারিকায় উক্ত হইয়াছে। উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের সুখ দুঃখ ভোগ ও মুক্তিলাভ, এই দুইটি প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া সাংখ্যাচার্য্যের অভিমত। কিন্তু সাংখ্যোক্ত পুরুষের পক্ষে এই ভোগ ও মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইতেছে না। কারণ, সাংখ্যমতে পুরুষ স্বভাবতঃই চৈতন্যময়, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নির্ম্মল এবং সেই জন্যই নিত্যমুক্ত স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি দর্শনরূপ ভোগ এবং প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধচ্ছেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই সম্ভবপর নহে। যদিও এ প্রকার পুরুষের পক্ষে প্রকৃতি সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি পরিণামরূপ সুখ দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও, ঐ প্রকৃতিসান্নিধ্য যখন নিত্যই বর্ত্তমান, তখন কস্মিন্ কালে পুরুষের মুক্তিলাভ সিদ্ধ হইতেছে না। আবার পুরুষ নিত্য মুক্তস্বরূপ হওয়ায়, তাঁহার

মুক্তিলাভ ত নিত্যই হইয়া আছে; সুতরাং তাহা আবার কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে?

আরও, সাংখ্যাচার্য্যের অভিমত যে, লোকে যেমন ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য, নানাকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষের ভোগের জন্য সৃষ্টিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়, (দেখ সাংখ্যকারিকা ৫৮)। প্রধান যখন জড়, অচেতন, তখন তাহার আবার ঔৎসুক্য কি প্রকারে হয়? ইচ্ছাবিশেষের নাম ঔৎসুক্য, উহা জড়ের পক্ষে অসম্ভব। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, নিত্য সান্নিধ্য হেতু মুক্তিলাভও পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। এক্ষণে প্রতিপাদিত হইল যে, জড় অচেতন প্রধানের পক্ষে পুরুষের ভোগ বিধান অসম্ভব। সুতরাং সাংখ্যমত সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়।

পক্ষান্তরে, প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি। তিনি উহাকে বশে রাখিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জীব তাঁহার ইচ্ছাতেই মায়াবশ হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পরমেশ্বর কিন্তু সর্ব্বদা স্বরূপে বর্ত্তমান। তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটে না।

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্,
ভজতি স্বরূপতাৎ তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪

—সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতিপূর্ব্বক জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু আপুনি, সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন; এবং অণিমাদি অষ্টগুণিত পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয়েন। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৪

(জীবের সংসার ভোগ হয় কেন ও তাহা হইতে মুক্তি কি প্রকারে হয়, ইহার আলোচনা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় সংক্ষেপেতঃ করা হইয়াছে, উহা দ্রষ্টব্য।)

ভিত্তি :—

পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত সাংখ্যকারিকা ২১।

সূত্র :—২।২।৭

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ, তথাপি ॥ ২।২।৭

পুরুষাশ্মবৎ + ইতি + চেৎ + তথাপি।

পুরুষবৎ:—পঙ্গু ও অন্ধ পুরুষের ন্যায়। **অশ্মবৎ :**—অয়স্কান্ত মণি বা চুম্বকের ন্যায়। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **তথাপি :**—তাহা হইলেও।

যদি বল যে, ক্রিয়া সাধনে অক্ষম পঙ্গু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দৃক্‌শক্তিশূন্য অন্ধ পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্ত মণি যেমন নিজে নিস্পন্দ থাকিয়াও লৌহে স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে, তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও জগৎ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতে পারে। ঈশ্বরাধিষ্ঠানের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তর এই যে, প্রধানের সেরূপ প্রবৃত্তিও সম্ভবপর নহে। কেননা, পঙ্গুর গমনক্ষমতা না থাকিলেও, উপদেশ দিবার ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার। আর অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও, তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা আছে। উহারা উভয়েই চেতন। আবার অন্যপক্ষে, অয়স্কান্ত মণি ও লৌহ—উভয়েই অচেতন। উভয়ের সান্নিধ্য নিত্য নহে। ঘটনাবশতঃ সাময়িক ভাবে সন্নিহিত হইয়া অয়স্কান্ত মণি লৌহকে পরিচালিত করে। কিন্তু পুরুষ সর্ব্বদাই প্রধানের সন্নিহিত, এবং সন্নিধান যদি ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক হয়, তবে সৃষ্টি সর্ব্বদাই হইবে, কখনও প্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা হইবে না, এবং পুরুষের মোক্ষলাভও অসম্ভব হইবে। অন্যপক্ষে, ইহাদের মধ্যে একটি চেতন ও অপরটি অচেতন, সুতরাং দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না; এবং এই দৃষ্টান্তের বলে প্রধানের জগৎ রচনারূপ অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, লৌহ যেরূপ চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভক্তের চিত্ত ভগবানের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহারই অভিমুখে স্থির থাকে।

যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥ ভাগঃ ৭।৫।১২

—হে ব্রহ্মন্! লৌহ যেরূপ চুম্বকের সন্নিধানে স্বয়ং ভ্রমণ করে, সেইরূপ আমার চিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে চক্রপাণির সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছে। ভাগঃ ৭।৫।১২

ফলতঃ চরাচর, স্থাবর জঙ্গম সমুদায়ই, ঈশ্বরের বশে পরিচালিত হইয়া জগৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। ইহা ১।৩।১১ ও ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

ভিত্তি :—

২।২।৩ সূত্রে শিরোদেশে উদ্ধৃত সাংখ্যকারিকা ১৬।

সূত্র :—২।২।৮

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৮

অঙ্গিত্ব + অনুপপত্তেঃ + চ।

অঙ্গিত্ব :—একের প্রাধান্যের। **অনুপপত্তেঃ :**—অনুপপত্তি হেতু। **চ :**—ও।

সাংখ্যাচার্য্য ১৬ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন যে, জলের ন্যায় সত্ত্বাদি গুণ সমূহের আশ্রয় ভেদ অর্থাৎ প্রধানাপ্রধান ভাব নিবন্ধনই বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে। আবার, তোমরাই স্বীকার কর যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান, এবং প্রলয় কালে তিন গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহাদের অঙ্গাঙ্গি ভাব, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, উপপন্ন হইতে পারে না; এবং সেই কারণে জগৎ সৃষ্টিও উপপন্ন হইতে পারে না। আর তখনও গুণ বৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা সিদ্ধ হয়, প্রলয় ঘটিতেই পারে না। এই কারণেও পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান, জগৎকারণ হইতে পারে না।

সূত্র :—২।২।৯

অন্যথাঽনুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তি বিয়োগাৎ ॥ ২।২।৯

অন্যথা + অনুমিতৌ + চ + জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ।

অন্যথা :—অন্য প্রকারে। **অনুমিতৌ :**—অনুমানে। **চ :**—ও। **জ্ঞ-শক্তি-বিয়োগাৎ :**—জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ।

প্রধান নিরপেক্ষভাবে জগৎ কারণ, সাংখ্যের এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে প্রযুক্ত যে সমস্ত যুক্তির দোষ প্রদর্শন করা হইল, সাংখ্যাচার্য্য তদ্ভিন্ন অন্য যে কোনও প্রকারে প্রধানের অনুমান করুন না কেন, প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায়, সে অনুমানের সম্বন্ধেও উক্ত দোষ সকল সম্ভাবিত হইতে পারে। অতএব,

কোনও প্রকারেই প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না এবং পরমেশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎকারণ হইতে পারে না।

২।২।৮ ও ২।২।৯ সূত্রের প্রসঙ্গে ২।২।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২৪।২-৩-৪-৫-৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। উহারা সংক্ষেপে সুষ্ঠুরূপে সৃষ্টিক্রিয়া প্রতিপন্ন করে। অধিক বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ২।২।৬ সূত্র, এই সূত্রের পরে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর আচার্য্যগণের অবলম্বিত পন্থানুসারে, উহা অগ্রেই দেখান হইয়াছে।]

ভিত্তি :—

১। সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥
(সাংখ্যকারিকা ১৭)

২। তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বম কর্ত্তৃভাবশ্চ॥
(সাংখ্যকারিকা ১৯)

(৩) ২।২।৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ৫৭ সাংখ্যকারিকা।
(৪) ২।২।৪ ,, ,, ,, ২০ ,, ,, ।
(৫) ২।২।৬ ,, ,, ,, ২১ ,, ,, ।

৬। তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥
(সাংখ্যকারিকা ৬২)

ইহার সরলার্থ সংক্ষেপে সূত্রালোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

৭। নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি॥
(সাংখ্যকারিকা ৬০)

—গুণবতী পত্নী যেমন গুণহীন স্বামীর সন্তোষের জন্য যাবতীয় গৃহকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন, গুণময়ী মহাশক্তি প্রকৃতিও সেইরূপ গুণাতীত সুতরাং প্রত্যুপকারে উদাসীন, নিত্য সিদ্ধভাবে—চিরবিদ্যমান দ্রষ্টা-স্বরূপ পুরুষের প্রয়োজনও নিজে নিঃস্বার্থে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। (সাংখ্যকারিকা ৬০)

৮। রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥
(সাংখ্যকারিকা ৫৯)

ইহার অর্থ সংক্ষেপে আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

সূত্র :—২।২।১০

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্॥ ২।২।১০
বিপ্রতিষেধাৎ + চ + অসমঞ্জসম্।

বিপ্রতিষেধাৎ :—পরস্পর বিরোধবশতঃ। **চ** :—ও। **অসমঞ্জসম্** :—সামঞ্জস্য রহিত।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়, সাংখ্য দর্শন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সাংখ্যাচার্য্য ১৭ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন যে, "যে হেতু সংঘাত বা সমষ্টিভূত সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ, যেহেতু ত্রিগুণাত্মক পদার্থমাত্রই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, যেহেতু অচেতনের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠানের প্রয়োজন, যেহেতু ভোগ্য থাকিলেই ভোক্তার আবশ্যক, যেহেতু কৈবল্য লাভের জন্যও চেষ্টা দৃষ্ট হয়, অতএব, নিশ্চয়ই প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষ বলিয়া একটি পদার্থ আছে।" ইহার পর, ১৯ সংখ্যক কারিকায় সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈপরীত্য নিবন্ধনই এই পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিশুদ্ধতা), মাধ্যস্থ্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল।" তারপর ৫৭ কারিকায় বলিয়াছেন যে, "বৎসের শরীরপুষ্টির জন্য যেমন দুগ্ধের স্বতঃপ্রবৃত্তি, সেইরূপ পুরুষের মোক্ষের নিমিত্ত অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" ৬২ সংখ্যক কারিকায় বলিলেন যে, "পুরুষ বদ্ধ হয় না, মুক্ত হয় না, সংসারী হয় না, পরন্তু নানারূপ পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় ও মুক্ত হয়।" আবার ২০ ও ২১ সংখ্যক কারিকায় বলিলেন যে, "যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয় আর প্রকৃতি অচেতন হইয়াও সক্রিয়; প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ বশতঃ অচেতন প্রকৃতি—অর্থাৎ, প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব, অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন হইয়া কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্যসিদ্ধির জন্য এবং পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির দর্শনের জন্য, অন্ধ-পঙ্গুর ন্যায়, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের সংযোগ হয় এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।"

সাংখ্যাচার্য্যের উপরে লিখিত মতের বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, কৈবল্য-স্বভাব, উদাসীন, অকর্ত্তা পুরুষের সম্বন্ধে দ্রষ্টৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ধর্ম্মগুলি সম্ভবপর হয় না, এবং তাঁহার সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না। অচেতন প্রকৃতির চেতনবৎ প্রতীয়মান হওয়া ভ্রম ভিন্ন কিছুই নহে এবং উদাসীন পুরুষের কর্ত্তা সাজা অধ্যাসমূলক ভ্রমবশতই সম্ভব। কিন্তু, অধ্যাস ও ভ্রম উভয়ই বিকারাত্মক। নির্ব্বিকার পুরুষে উহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আবার উহারা চেতনের ধর্ম্ম বিধায়—অচেতন প্রকৃতিতেও সম্ভবপর নহে।

আবার পুরুষ যদি নিত্য মুক্ত, এবং বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার যদি প্রকৃতিরই, তবে পুরুষের মোক্ষের জন্য, প্রধানের প্রবৃত্তিই বা কেন হইবে? এবং ৬০

সংখ্যক কারিকায় প্রকৃতিকে গুণবতী ভার্য্যার ন্যায় অগুণ স্বামীর (পুরুষের) উপকারিণী বলা হয় কিরূপে? এবং ৫৯ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন যে, "নর্ত্তকী যেমন রঙ্গালয়ে দ্রষ্টাগণকে নৃত্য দর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়।" নিত্যমুক্ত, নির্ব্বিকার পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির এ প্রকার দর্শন হইতে পারে না।

যদি প্রকৃতির সান্নিধ্যই 'দর্শন' শব্দের অর্থ হয়, তবে সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও নিত্যতা হইবে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর চৈতন্যময় পুরুষের স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ,—নিত্য নির্ব্বিকার পুরুষের পক্ষে সঙ্গত হয় না। কারণ, ও প্রকার সাময়িক সান্নিধ্য প্রাপ্তি চেষ্টাসাপেক্ষ। যদিও পুরুষ চেতন বলিয়া ও প্রকার চেষ্টা পুরুষের ইচ্ছাধীন, কিন্তু উদাসীন, নির্ব্বিকার পুরুষের ও প্রকার ইচ্ছা হইবার কোনও সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। আবার, প্রকৃতিও অচেতন বিধায়, নিজে চেষ্টা করিয়া সাময়িক সান্নিধ্য ঘটাইতে পারে না।

আবার, যদি বল যে, পুরুষের প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন মোক্ষের হেতু, তাহা হইলে, উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, ভ্রান্তি দর্শনই বন্ধের হেতু, এবং স্বরূপ দর্শনই মোক্ষের হেতু, কিন্তু উভয় প্রকার দর্শনই যখন সন্নিধি মাত্রের অতিরিক্ত নহে, তখন সর্বদাই বন্ধ মোক্ষ উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আবার, কিন্তু বলিয়াছ যে—পুরুষের বন্ধ মোক্ষ কিছুই নাই; উহা প্রকৃতিরই।

যদি সন্নিধান অনিত্য বল, তবে তাহার সংঘটনের জন্য একটি কারণের আবশ্যক। আবার সে কারণের কারণ এবং তাহারও কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুতরাং "অনবস্থা" দোষ উপস্থিত হয়। আবার, পক্ষান্তরে উভয়ের স্বরূপ সম্ভাবকেই যদি সন্নিধি বলা যায়, তাহা হইলে উভয়ের—স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ-মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইয়া পড়ে। এই প্রকার বহুবিধ বিরোধ থাকায় সাংখ্যমত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাংখ্যদর্শন-আলোচনা।

উপরে লিখিত বিচার শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের "শ্রীভাষ্য" হইতে সঙ্কলিত। সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। রামানুজাচার্য্য সাংখ্যকারিকা হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাংখ্য প্রবচন সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। রামানুজ খৃষ্টীয় ১০২৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে সাংখ্য

প্রবচন সূত্রের রচনাকাল চতুর্দ্দশ শতাব্দী, ইহা আমরা পরে পাইব। সুতরাং সে মতে রামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয় কালে সাংখ্য প্রবচন সূত্র রচিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার "গোবিন্দ ভাষ্যে" সাংখ্য প্রবচন সূত্রের সূত্র, উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন; তিনি সাংখ্যকারিকার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী সাংখ্যকারিকাকেই "সাংখ্য দর্শন" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। ষড়্‌দর্শন বেত্তা—শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকার "তত্ত্বকৌমুদী" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়া উহার অর্থবোধ অপেক্ষাকৃত সুকর করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, সাংখ্য প্রবচন সূত্রেরও অনিরুদ্ধ কৃত বৃত্তি ও বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত ভাষ্য আছে। পাণিনি অফিস হইতে উহাদের ইংরাজি অনুবাদ মুদ্রিত হইয়া, "হিন্দুদিগের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকাবলির ১১শ খণ্ডে" প্রকাশিত হইয়াছে। এই উভয় পুস্তকের সাহায্যে আমাদের নিম্নলিখিত সংক্ষেপ আলোচনা করা হইল। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য সম্বন্ধে বহু দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম পাদের অনেক-গুলি সূত্র, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম দশটি সূত্র, সাংখ্য দর্শনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের সপক্ষে বলিবার কিছু আছে কিনা, তাহাই আমাদের আলোচনার বিষয়; সুতরাং উক্ত আলোচনা একেবারে অবান্তর হইবে না।

প্রথমে দেখা যাউক যে, বেদান্ত ও সাংখ্য উভয় দর্শনের প্রতিপাদ্য কি? **বেদান্তের প্রথম প্রতিজ্ঞা—ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।** সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ, তাঁহার সহিত জীব ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়, ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উপায় বা সাধন, এবং জ্ঞান লাভ করিলে ফল কি—এ সমুদায়ই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। **সাংখ্যের প্রথম প্রতিজ্ঞা—"দুঃখত্রয়াভি ঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।"** (সাংখ্যকারিকা, ১)।—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখে নিরন্তর পীড্যমান মানব, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়।

ব্যবহারিক উপায় অবলম্বনে দুঃখের সাময়িক প্রতিকার কথঞ্চিৎ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না। আবার দুঃখের প্রতিক্রিয়াও দুঃখ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই বুদ্ধিমান্ মানবের প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত গুরুর শরণ গ্রহণ—এবং এই শরণ গ্রহণের উপলক্ষেই—সাংখ্য শাস্ত্রারম্ভ। সুতরাং উক্ত তাপত্রয়ের হেতু কি এবং কি

উপায়ে উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়,—ইহাই সাংখ্যের লক্ষ্য। ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব আলোচনা সাংখ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। যদি উক্ত আলোচনায় না গিয়া তাপত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় অবধারণ করা সম্ভব হয়, সাংখ্যকারের তাহাই করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে, সাংখ্যকার তাহাই করিয়াছেন। *অতএব সাংখ্য একখানি স্বনিষ্ঠ* (**Self-contained**) *সমগ্র পরমতত্ত্বাববোধক* দর্শনশাস্ত্র নহে। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়ে উভয়ের পরিপূরক (**Complementary**)। একই সোপানের নিম্নভাগ সাংখ্য, এবং উচ্চভাগ বেদান্ত।

সাংখ্য দেখাইয়াছেন যে, আমাদের দেহস্থ ভোক্তা পুরুষ—প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি প্রকৃতির গুণের ধর্ম্ম—পুরুষের নহে। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবশতঃ পুরুষে উহারা ঔপচারিক ভাবে বা আগন্তুক ভাবে সংশ্লিষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহাদের দ্বারা পুরুষের স্বরূপ ব্যাহত হয় না। পুরুষ স্বরূপতঃ নির্ব্বিকার, উদাসীন, কৈবল্যে অবস্থিত, দ্রষ্টা, অকর্ত্তা। কেবল প্রাকৃতিক কার্য্য—দেহ, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতিতে "আমি ও আমার" জ্ঞানে দৃশ্যতঃ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। উক্ত ভোগ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির কার্য্যে অধ্যাসবশতঃ হইয়া থাকে। এই অধ্যাসই ভ্রম। ইহা কেন হয়, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধই বা কেন হয়,—অনাদি, অবিদ্যাবশতঃ হয়, জীবের প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ হয়, অথবা পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ হয়—ইহার উত্তর সাংখ্যকার দেন নাই। প্রয়োজন নহে বলিয়া দেন নাই। জগদ্‌ব্যাপারের মূল কারণানুসন্ধানের চেষ্টা তিনি করেন নাই। জগদ্‌ব্যাপার যেমন প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি তাঁহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, মানবের মনঃ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের অগোচর বিষয়ের ভিতর প্রবেশ না করিয়া, তর্কগহন হইতে দূরে থাকিয়া, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের ব্যাপার পরম্পরা হইতে, যতদূর সম্ভব সহজে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত প্রমাণ দ্বারা, ত্রিবিধতাপের মূল ও তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণ করিয়া, শিষ্যের পুরুষার্থলাভের সহায়তা করা। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ কেন হয়, ইহা লইয়া শাস্ত্রালোড়ন পূর্ব্বক, গবেষণা করিতে বসিলে, বিষয়টি বড়ই জটিল ও দুরূহ হইয়া পড়িবে; তাহা শুনিবার, বুঝিবার ও ধারণা করিবার ধৈর্য্য ও শক্তি সাধারণ শিষ্যের থাকিবে না, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া,—তিনি সে পথে অগ্রসর হন নাই। বিশেষতঃ, জগতে যখন—প্রকৃতি-পুরুষের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান

করিতে গিয়া, সময় নষ্ট করিতে যাইলে, আসল শিক্ষাই দেওয়া হইবে না। উহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া, উহা হইতে উৎপন্ন দুঃখনিবৃত্তিই যখন প্রধান লক্ষ্য, তখন সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়—এই মনে করিয়া তিনি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

একটি বিষয়ে বিশেষ প্রণিধান আবশ্যক। সাংখ্যকারিকা, তত্ত্বসমাস এবং পঞ্চশিখ সূত্র (যাহা অধিকাংশ লুপ্ত হইয়াছে)—আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এই সকল গ্রন্থে কোথাও, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। তিনি আছেন কি নাই, তিনি প্রমাণের বিষয়ীভূত কিনা, জীব ও জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ইত্যাদি লইয়া কোনও আলোচনা নাই। ইহাতে মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকিবার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত গ্রন্থসকলের আচার্য্যগণ—যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিতেন, তাহা হইলে চার্ব্বাকের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া তাহা বলিতেই পারিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন এই সিদ্ধান্ত সহজেই আসিয়া পড়ে যে, সাংখ্যকারের গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার শাস্ত্রালোচনায় শিষ্যের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা, আত্মতত্ত্ব অধিগত হইলে, পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল। উহার দৃষ্টান্ত আমরা বর্ত্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনায় দেখিতে পাই। ঐ সকল বিজ্ঞানালোচনায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উক্ত বিজ্ঞান সমূহের আলোচক পণ্ডিতগণ যে সকলেই নিরীশ্বরবাদী তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। শিষ্যের অধিকার, প্রকৃতি, মনোবৃত্তি প্রভৃতির সহিত পরমাত্মতত্ত্বোপলব্ধির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান—ইহা সাংখ্যকার বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন। পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে আর দেরি হইবে না, উহা আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি যখন বলিয়াছেন, "সংঘাত পরার্থত্বাৎ......" (সাংখ্যকারিকা, ১৭)—সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (সাংখ্যকাঃ ১৭)—ইহা যে কেবল ব্যষ্টি সংঘাত সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সমষ্টি সংঘাত, অর্থাৎ সমগ্র প্রপঞ্চ বিশ্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, তাহা নহে। সমগ্র বিশ্ব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য,—এবং সে ক্ষেত্রে এই "পর"—পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহে। যেমন ব্যষ্টি সংঘাত,—দেহাদি—ব্যষ্টি জীবের জন্য, সেইরূপ সমষ্টি সংঘাত—বিশ্ব—সমষ্টি জীব—হিরণ্যগর্ভের জন্য। ইহা তাঁহার স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া, বলেন নাই; কিন্তু ইঙ্গিত বড়ই সুস্পষ্ট। আবার, সমষ্টি জীব স্বীকার করিলেই তাঁহার জীবয়িতা

একজনের প্রয়োজন—তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এ তত্ত্ব তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত সাংখ্য দর্শনে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ইহারই প্রতিধ্বনি সাংখ্য প্রবচন সূত্রের ১।১৫৪ সূত্রে পাইতেছি। সূত্রটি এই :—

"নাদ্বৈত শ্রুতিবিরোধো জাতি পরত্বাৎ ॥" সাংখ্য প্রবচন সূত্র ১।১৫৪

পুরুষ জাতিপর হেতু অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ নাই। যেমন, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, লোহিত নানা বর্ণের, ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের, হ্রস্ব দীর্ঘ শিং বিশিষ্ট, ছোট বড় নানা আকারের "গো" বিদ্যমান—উহাদের একটি অপরটি হইতে পৃথক, কিন্তু "গো" জাতি বলিলে সমুদায় গোর গোত্ব যাহাতে, সেই ধর্ম্মগুলির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ "পুরুষ" শব্দ ও জাতিপর বলিয়া, "পুরুষ" বলিলে, ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ব্যক্তিগত নানা প্রকার ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও যে কারণে সকলের পুরুষত্ব উপলব্ধি হয়, সেই কারণ বিশিষ্ট একটি সমষ্টির উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাই সমষ্টি পুরুষ বা জীব—ইহাই হিরণ্যগর্ভ।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। **"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ** ·····" (সাংখ্য প্রবচন সূত্র ১।৬১)। বেদান্তও স্বীকার করেন যে, প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। (দেখ ১।৪।৮ সূত্র এবং তাহার আলোচনায় উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর ৪।৪ মন্ত্র)। বেদান্ত আরও বলেন যে, প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি (সূত্র ১।৪।৮ ও ১।৪।৯) এবং সে কারণ ব্রহ্ম হইতে অভেদ,—(দেখ ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৪।২-৩-৪-৫-৬ শ্লোক), এবং ব্রহ্মের সংকল্প দ্বারা প্রকৃতি গুণক্ষোভ বশতঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাংখ্য গুণ ক্ষোভবশতঃ সৃষ্টি স্বীকার করেন, কিন্তু গুণ ক্ষোভ কেন হয়, বলেন নাই—প্রয়োজন নহে বলিয়া বলেন নাই। সাংখ্যকার গুণ ক্ষোভবশতঃ সৃষ্টি স্বীকার করিয়া লইয়াই, শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় কাহার আশ্রয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে কোনও কথা সাংখ্যকার বলেন নাই—প্রয়োজনাভাববশতঃই তিনি নীরব। কিন্তু ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ১।৬১ সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়াছেন :—"শ্রুতি ও স্মৃতিতে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক অদ্বিতীয় পরম সত্তাই তত্ত্ব। শক্তি

ও শক্তিমান্ অভেদ বলিয়া, এবং ইতর সত্তাসকল শক্তিভাবে পরম সত্যস্বরূপ পুরুষে লীন থাকে বলিয়া, এক অদ্বিতীয় পুরুষই তত্ত্ব। সুতরাং সাংখ্য ও শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই।" (পাণিনি আফিস হইতে প্রকাশিত ইংরাজি সাংখ্য দর্শনের ৯৮ পৃষ্ঠা)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যের লক্ষ্যার্থ ধরিলে, বেদান্তের সহিত বিশেষ বিরোধ নাই।

পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ সম্বন্ধে দৃশ্যতঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়, এবং ইহার বিরুদ্ধে রামানুজাচার্য্য সূক্ষ্ম বিচার অবতারণা করিয়া, উহার অসামঞ্জস্য প্রমাণ করিয়াছেন, ইহা ২।২।১০ সূত্রালোচনায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক ত পুরুষের বন্ধ-মোক্ষ নাই। বন্ধ-মোক্ষ কাহার এবং কেন হয়, ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। সেখানে আমরা পাইয়াছি যে, বন্ধ ও মোক্ষ অহঙ্কারের এবং অহঙ্কার পুরুষের আবরক। অহঙ্কার আবার প্রকৃতির কার্য্য। সুতরাং সাংখ্যকার যে বলিয়াছেন, পুরুষের বন্ধ-মোক্ষ নাই, বন্ধ-মোক্ষ প্রকৃতির, ইহার সহিত আমাদের বিরোধ নাই। তবে যে বলিয়াছেন, পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তিই সৃষ্টি—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? এখানে পুরুষ অর্থ—প্রপঞ্চ জগতে দৃশ্যমান জীবগণ, অর্থাৎ, প্রকৃতিতে বা অহঙ্কারে উপহিত চৈতন্য—তাহারা ত বহু বটে—দর্পণের চূর্ণাংশসকলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণের ন্যায়, তাহারা প্রকৃতির গুণত্রয়ের অনন্ত প্রকার তারতম্যানুসারে গঠিত উপাধিগণের উপর পতিত চিদংশ (দেখ ২।১।১ সূত্রের আলোচনা)। ইহাদেরই বন্ধ ও মোক্ষ এবং সেই জন্যই সৃষ্টি। ইহাও আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। সাংখ্যকার বলিয়াছেন যে, অচেতন প্রকৃতির স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়। কেন তাহার স্বতঃপ্রবৃত্তি হয় তাহা সাংখ্যকার বলেন নাই। এই "কেন"র উত্তর দেওয়া তিনি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই বলিয়াই দেন নাই। আমরা ২।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহারও উত্তর পাইয়াছি। এই সমুদায় কারণেই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্য ও বেদান্ত একটি সোপানের নিম্ন ও উচ্চতর অংশ। উভয় উভয়ের পরিপূরক।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যদি সাংখ্যের সহিত বেদান্তের আত্যন্তিক বিরোধ নাই, তবে পূজ্যপাদ সূত্রকার বাদরায়ণ সাংখ্য সিদ্ধান্তের বিরোধে এতগুলি সূত্র রচনা কেন করেন? ইহার উত্তর এই যে, তাঁহার সূত্রসকল সাংখ্যের লক্ষ্যার্থের বিরুদ্ধে নহে। সাংখ্যের শিষ্য প্রশিষ্যগণ সাংখ্যাচার্য্যের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহার শাস্ত্রের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করিয়া প্রধান—অচেতন ও জড় হইলেও নিরপেক্ষভাবে

সৃষ্টি করিতে পারগ, পুরুষ বহুই বটে, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা অসিদ্ধ, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, সাংখ্য পরতত্ত্বাববোধক শাস্ত্র, ইত্যাদি যে সকল অপসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাদের বিরুদ্ধেই সূত্রসকল প্রযোজ্য এবং সেই সকল অপসিদ্ধান্তের নিরসনে উহাদের সার্থকতা। কপিলের মূল সাংখ্যদর্শন, বাদরায়ণের বেদান্ত-দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং বাদরায়ণের তীব্র বিরোধের ফলেই হয়তো বিজ্ঞানভিক্ষুর এক অদ্বিতীয় পুরুষ, প্রকৃতি তাঁহার শক্তি, এবং শক্তি-শক্তিমান্ অভেদ, ইত্যাদি স্বীকৃতি জন্মলাভ করিয়াছে; এবং উপরে উদ্ধৃত ১।১৫৪ সাংখ্য প্রবচন সূত্রের উৎপত্তিস্থানও বোধ হয় ঐ এক জায়গাতেই।

আমাদের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম-সূত্রকার বাদরায়ণ ও মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব অভিন্ন; এবং তিনি দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র এবং পুরাণাদি প্রণয়ন করেন। কপিলদেব যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবত মতে তিনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতির পুত্র; অতএব তাঁহার অভ্যুদয় কাল—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। ব্যাসদেবের অভ্যুদয় কাল বৈবস্বত মন্বন্তরে, বর্ত্তমান কলির প্রাক্কালে। অতএব অস্মদ্দেশীয় পুরাণকার ও পণ্ডিতগণের মতে কপিলদেব—ব্যাসদেব হইতে বহু প্রাচীন। তাঁহাদের মতে বাদরায়ণ বা ব্যাসদেব কর্ত্তৃক রচনাকাল বর্ত্তমান সময় হইতে ৫০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ব্রহ্মসূত্র রচনার সময় কলির প্রাক্কালে, অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে ৫০০০ বৎসরেরও অধিক, পূর্ব্বে নহে। ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত। কিথ্ বলেন যে, বাদরায়ণ ২০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, কত পূর্ব্বে তাহা তিনি বলেন না। ফ্রেজর বলেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল। মাক্স্ মূলার্ বলেন যে, ভগবদ্গীতা মহাভারতের একাংশ। উহা রচনা হইবার পূর্ব্বে যে ব্রহ্মসূত্র রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আচার্য্য রাধাকৃষ্ণনের মতে 'গীতা' মহাভারতের একাংশ এবং খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। তাহা হইলে 'ব্রহ্মসূত্র' তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কত পূর্ব্বে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। (Vide Indian Philosophy, Vol. I, Page 524)। উক্ত পুস্তকের ২৭২ পৃষ্ঠায় আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, রামায়ণ ও মহাভারত খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইবার কোনও প্রমাণ নাই এবং ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক। উক্ত আচার্য্য তাঁহার উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে কোথাও বলেন নাই যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বা ব্যাসদেবই ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা। কিন্তু তাঁহার শিষ্য আনন্দগিরি এবং তাঁহার শারীরক ভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, এবং অন্যদিকে রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ, ব্যাসদেবকেই ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বলেন। ইঁহাদের সমবেত মত উপেক্ষা করিবার কারণ বোধগম্য হয় না। আমাদের উদ্দেশ্য, অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডার ভিতর প্রবেশ না করা। তবে, আমাদের বিশ্বাস যে, মহাভারতকারও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে বর্ত্তমান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবই ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্রহ্মসূত্র রচয়িতার কাল নির্দ্দেশে একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদই পরস্পরের মত, অপসিদ্ধান্তের ফল, ইহাই প্রমাণ করে। রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীভাষ্যে বৃত্তিকার বৌধায়নের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বৌধায়ন সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ২—১ শতাব্দীতে তাঁহার বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে ভগবান্ উপবর্ষের ও কাত্যায়নের বৃত্তি বর্ত্তমান ছিল। ইঁহাদের মধ্যে উপবর্ষ কাত্যায়নের গুরু এবং তিনি আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ—৫ম শতকে বর্ত্তমান ছিলেন। (দেখ শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ হালদার মহাশয়ের—সনৎ সুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রম্)। উপবর্ষের পূর্ব্বে ব্রহ্মসূত্র বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব, ব্রহ্মসূত্র রচনার কাল কলির প্রাক্কালে, অর্থাৎ এখন হইতে ৫০০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে।

আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার Indian Philosophy, Vol. II, পুস্তকের ৩৭ পৃঃ পাদটীকায় সম্ভবতঃ অজ্ঞাতসারে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, ব্যাস গৌতমের শিষ্য বলিয়া বিদিত থাকায়, তিনি গৌতমের ন্যায়দর্শনের সমালোচনা ব্রহ্মসূত্রে করেন নাই। অর্থাৎ, তাঁহার আন্তরিক গূঢ় অভিপ্রায় যে, ব্যাস ও বাদরায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহার কথিত উক্তি তাঁহার ভাষায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Gautama propounds views very similar to those of Badarayan in several places. The absence of any direct reference to the Nyaya in the Brahma Sutra is sometimes emphasised. It may be that Vyasa reputed to be a disciple of Gautama did not care to criticise the Nyaya View, especially as it was agreeable to the admission of Iswara." (Indian Philosophy, Vol. II, Page 37, Foot-note.)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল সম্বন্ধে আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ বা দ্বাদশ শতাব্দাতে ঘটিয়াছিল। কোল্‌ব্রুক্, উইল্‌সন্, এল্‌ফিন্‌স্টোন্, উইল্‌ফোর্ড্ বলেন যে, উক্ত যুদ্ধ খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেল্ বলেন যে, মহাভারতের ঐতিহাসিক বীজ অনুসন্ধান করিতে হইলে অতি পূর্ব্বকালে যাইতে হয় এবং তাহা খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দীর পরে হইতে পারে না। আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন্-এর নিজের মতে ২৪,০০০ শ্লোকবিশিষ্ট "ভারত সংহিতা", যাহা হইতে মহাভারত উৎপন্ন হইয়াছিল, খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে বা তৎসমসাময়িক কালে রচিত হইয়াছিল। (দেখ, ঐ পুস্তকের পৃঃ ৪৮০)। সুতরাং ব্যাসদেব যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, এবং বাদরায়ণ ও ব্যাসদেব যখন অভিন্ন ব্যক্তি, তখন ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল সেই সময়েই পড়ে। অবশ্যই ইহাতে আমাদের স্বীকার করা হইল না যে, আমরা ঐ মত গ্রহণ করিলাম।

বিশেষতঃ আমরা উপরে বলিয়াছি যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন মতবাদ, এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে সমুদায় যুক্তি বিচার অবতারণা করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাদের মতকে পরস্পর অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করে। আমাদের ধারণা যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপর ও কলির সন্ধিসময়ে ঘটিয়াছিল; এবং ব্রহ্মসূত্র রচয়িতা ব্যাসদেব সে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের রচনাকাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে ৫০০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে—ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিবার বিপক্ষে কিছুই নাই।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুশয্যায় সুভদ্র নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ছয়জন প্রসিদ্ধ উপদেষ্টা সত্যদ্রষ্টা ছিলেন কি.না? অথবা, উঁহাদের মধ্যে কে কে প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা ছিলেন? ইহাতে মনে হয় যে, সুভদ্র—বৈশেষিক, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলি, কর্ম্মমীমাংসা ও বেদান্ত মনে করিয়া উক্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। (Encyclopaedia Brittanica, 9th Edition, Vol. 4, page 431, Foot-note).

ব্যাস বা বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ (Encyclopaedia Brittanica, 9th Edition, Vol. 24, page 117)। বেদান্তদর্শন স্বভাবতঃই ব্যাসদেবের কৃত বলিয়া বিদিত এবং ব্যাসদেব ও বাদরায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। (Enclyopaedia Brittanica, 9th Edition, Vol. 21, page 290.)

সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য প্রবচন সূত্রের রচনাকাল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরও অর্ব্বাচীন। তাঁহাদের মতে কারিকার রচনার সময় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী এবং সাংখ্য প্রবচন সূত্রের রচনার সময় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী (Vide Professor Radha Krishnan's Indian Philosophy, Vol. 2, page 254—255)। পণ্ডিত গুরুপদ হালদার মহাশয়ের মতে সাংখ্যকারিকা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঈশ্বর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। তাঁহার যুক্তি তৎকৃত সনৎ সুজাতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্রের টীকার পরিশিষ্টে ৫৭৮ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকার বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু এবং প্রসিদ্ধি আছে যে, শঙ্করাচার্য্যের পঠদ্দশায় গৌড়পাদ জীবিত ছিলেন। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের সময় খৃঃ ৭ম শতাব্দী ধরিলে, শ্রীমদ্ গৌড়পাদের অভ্যুদয় কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দী বা ৭ম শতাব্দীর প্রথমাংশে পড়ে। তেলাং-এর মতে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় কাল খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে। ভাণ্ডারকারের মতে তিনি ৬৮০ খৃষ্টাব্দে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। মোক্ষমূলর ও ম্যাক্‌ডোনেলের মতে শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কিথ বলেন, তিনি নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন (Vide Professor Radha Krishnan's Indian Philosophy, Vol 2, page 447)। আচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁহার "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস" গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে একপ্রকার স্থির নিশ্চিত হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্য ৭০০ এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যকারিকার "তত্ত্ব কৌমুদী" টীকা ও শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্যের "ভামতী" টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার অভ্যুদয় কাল, পণ্ডিতগণের মতে ৮ম বা ৯ম শতাব্দী। মাধবাচার্য্যের "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" সাংখ্যকারিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু সাংখ্য প্রবচন সূত্রের উল্লেখ নাই। আল্‌বারুণি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গজনীর সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা ও গৌড়পাদের বৃত্তির বিষয় অবগত ছিলেন, কিন্তু সাংখ্য প্রবচন সূত্র সম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না (Vide Prof. Radha Krishnan's Indian Philosophy, Vol. 2, page 256)।

অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতেই ব্রহ্মসূত্র রচনার বহু পরে সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্য প্রবচন সূত্র রচিত হইয়াছিল।

সুতরাং বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র রচনার সময়ে যে সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহারই বিরুদ্ধে তিনি সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। সাংখ্য প্রবচন সূত্রে বৈদান্তিকের চক্ষে আপত্তিকর অনেকগুলি সূত্র আছে। সেগুলি পরে রচিত হওয়ায়, বাদরায়ণের পক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে সূত্র রচনা করা সম্ভব হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচনাকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা করিয়া রাখা অনাবশ্যক নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবতই বলেন যে, ব্যাসদেব উহা রচনা করিয়াছিলেন। (দেখ, ভাগবত ১৫ অধ্যায়)। তাহা হইলে, ইহা কলির প্রাক্কালেই পড়ে। ইহাই আমাদের দেশীয় অনেক প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণের মত। এ বিষয়েও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিলে, উপরোক্ত ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্যকারিকা, সাংখ্য প্রবচন সূত্রের তৎসম্মত রচনাকালের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। আচার্য্য রাধাকৃষ্ণনের মতে শ্রীমদ্‌ভাগবত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল (Vide Prof. Radka Krishnan's Indian Philosophy, Vol. 2, page 667)। উইল্‌সন্‌ সাহেব তাঁহার অনুবাদিত বিষ্ণুপুরাণের উপক্রমণিকার ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, জনশ্রুতি অনুসারে দেবগিরির রাজা হিমাদ্রির সভাপণ্ডিত মুগ্ধবোধকার বোপদেবই শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা বলিয়া বিদিত আছে। জনশ্রুতি ভিন্ন এ সম্বন্ধে অন্য কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই। যদি সেই প্রমাণই ধরা যায়, তবে হিমাদ্রির অভ্যুদয় কাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হওয়ায়, শ্রীমদ্‌ভাগবত সে সময়ে রচিত হইলেও হইতে পারে। এ প্রকার প্রমাণ যে কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা সুধীগণই বিবেচনা করিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোনও শাস্ত্রগ্রন্থকে অর্ব্বাচীন প্রমাণ করিবার জন্য, পাশ্চাত্য তথাকথিত মহা মহা পণ্ডিতগণ অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া, জনশ্রুতিকেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যাহা হউক, তাহা হইলেও, উহা (শ্রীমদ্‌ভাগবত) উক্ত সাংখ্য প্রবচন সূত্রের (তাঁহাদের হিসাবে রচনাকালের) পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমরা পণ্ডিত না হইলেও প্রাচীনপন্থী, আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের অভ্যন্তরীণ প্রমাণ গ্রহণ না করিবার কারণ অবগত নহি। আমাদের বিশ্বাস মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই শ্রীমদ্‌ভাগবতের রচয়িতা এবং তিনি ইহা তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে রচনা করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা অন্যত্র করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রকৃষ্ট সাংখ্যমতের সহিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের মিল ও বিরোধ কতদূর, তাহা

আমরা ২।১।১ ও ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি ও তাহার উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করিয়াছি। আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা।

সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ সাংখ্য সম্বন্ধে আপত্তিসকলের উল্লেখ ও বিচার করিয়া, সম্প্রতি কণাদের বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে আপত্তি ও বিচার উত্থাপন করিতেছেন। সূত্রকার বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র রচনার কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার সময়ে বৈশেষিক দর্শন বর্ত্তমান ছিল। তবে এখন উক্ত দর্শন যে আকারে বর্ত্তমান আছে, তখন যে সেইরূপ ছিল, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ সেইরূপ ছিল না। আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার পূর্ব্বলিখিত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৮—১৭৯ পৃষ্ঠায় বৈশেষিক দর্শনের অভ্যুদয়কাল খৃঃ পূঃ ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দী এবং ব্রহ্মসূত্রের রচনার সমসাময়িক বলেন। যাহা হউক, বাদরায়ণের সময়ের পূর্ব্ব হইতে বৈশেষিক দর্শন বর্ত্তমান ছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সূত্রকারের বিচার বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে বৈশেষিক দর্শনের সামান্যভাবে আলোচনা অতি সংক্ষেপে করা হইল।

বৈশেষিক অসৎ কার্য্যবাদী। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (দেখ, সূত্র ২।১।৭)। বৈশেষিক বলেন যে, ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়ভূত যা কিছু, সমুদায় পদার্থ। তাঁহার মতে পদার্থ ছয় প্রকার :—(১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ ও (৬) সমবায়। দ্রব্য—গুণের আশ্রয় বা আধার, এবং দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ নিত্য। দ্রব্য—কর্ম্মের বা ক্রিয়ারও আশ্রয় বটে; তবে কর্ম্ম গুণের ন্যায় নিত্য নহে। গুরুত্ব দ্রব্যের একটি গুণ এবং দ্রব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু উহার পতনরূপ কর্ম্ম নিত্য নহে, আগন্তুক। জগতে যখন বহু দ্রব্য বিদ্যমান, তখন উহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। যখন অনেক ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে এক প্রকার ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়, তখন তাহাদের সকলকেই "সামান্য" পর্য্যায়ে ভুক্ত করা যায়; কিন্তু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদ বর্ত্তমান থাকায়, তাহা বুঝাইবার জন্য "বিশেষ" পর্য্যায় স্বীকৃত হয়। যেমন "গো" বলিলে ছোট, বড়, সাদা, কাল নানাপ্রকার গরুর "সামান্য" জ্ঞান হয়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পর ভেদ থাকায়, "বিশেষ" জ্ঞানও হইয়া থাকে। "সমবায়"—কার্য্য ও কারণের সহিত যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই সংক্ষেপে 'সমবায়' নামে কণাদ অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ দ্রব্যের সহিত গুণের, অবয়বীর সহিত অবয়বের, ক্রিয়া বা কর্ম্মের

সহিত দ্রব্যের, জাতির সহিত ব্যক্তির, কারণের সহিত কার্য্যের যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা 'সমবায়' দ্বারা সংঘটিত হয়। কণাদ মতে ইহা একটি পৃথক্ পদার্থ। ইহা নিত্য, এক; ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহা অনুমানগম্য। দ্রব্য ইহারও আশ্রয়। আশ্রয় ব্যতীত ইহা পৃথক্ থাকিতে পারে না। তন্তু হইতে একখানি বস্ত্র প্রস্তুত হইল। এই "সমবায়"ই তন্তু সকলের বস্ত্রাকারে পরিণতির কারণ। যতদিন এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন "তন্তু সকল" বস্ত্রাকারে থাকিবে। সুতরাং, বস্ত্রের সহিত উহার নিত্য সম্বন্ধ। "সমবায়" না থাকিলে বস্ত্রও থাকিবে না। ইহা সংযোগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ।

গুণ সপ্তদশ প্রকার:—(১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পার্থক্য, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ ও (১৭) প্রযত্ন। প্রশস্তপাদ ইহাতে আরও ৭টি যোগ করিয়াছেন:— (১) গুরুত্ব, (২) দ্রবত্ব, (৩) স্নেহ, (৪) ধর্ম্ম, (৫) অধর্ম্ম, (৬) শব্দ, (৭) সংস্কার।

বৈশেষিক বলেন যে, দ্রব্য গুণের আশ্রয় বটে, কিন্তু দ্রব্য উৎপন্ন হইবার আদ্যক্ষণে নির্গুণ থাকে, ক্রমে 'সমবায়' সম্বন্ধে অথবা প্রাগ্‌ভাব সম্বন্ধে বর্ত্তমান বা ভাবী গুণের আশ্রয় হয়। দ্রব্য নয় প্রকার:—(১) ক্ষিতি, (২) অপ্, (৩) তেজঃ, (৪) বায়ু, (৫) আকাশ, (৬) কাল, (৭) দেশ, (৮) আত্মা ও (৯) মনঃ। ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দেশ—সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত; এবং অন্যান্য দ্রব্যের আধার। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আত্মা ও মনঃ— ইহারা অনেক ও ব্যক্তিগত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন।

স্বাভাবিক অবস্থায়—যেমন প্রলয়ে—আত্মার উপলব্ধি থাকে না। শরীরের সহিত সম্বন্ধ হইলেই, মনঃ দ্বারা আত্মা—বাহ্য বিষয়ের এবং নিজেরও উপলব্ধি করিয়া থাকে। প্রত্যক্ষতঃ, ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ব্যবস্থা নিমিত্ত আত্মা— এক নয়—বহু।

নিত্য ও অনিত্য আপেক্ষিক মাত্র। কার্য্য হিসাবে কারণ নিত্য, এবং কারণ হিসাবে কার্য্য অনিত্য। সে কারণে আকাশ নিত্য, এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু নিত্যানিত্য—কারণ শেষোক্ত চারিটি জন্য পদার্থ। উহাদের চরমাংশ পরমাণু। সে কারণ, পরমাণু চারি প্রকার:—ক্ষিতি পরমাণু, অপ্ পরমাণু, তেজঃ পরমাণু ও বায়ু পরমাণু। ক্ষিতি পরমাণুর গুণ গন্ধ, অপের রস, তেজের রূপ এবং বায়ুর স্পর্শ। পরমাণুগণ পারিমণ্ডল্য (গোলাকার),

কিন্তু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, নিত্য, বহিরন্তর-রহিত, এবং উহার স্থানাবরোধকতা নাই। উহাদের ধ্বংস নাই। জন্য পদার্থ ধ্বংস হইলে, তাহার উপাদানভূত পরমাণুগণ আবার পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মিলিত হইয়া পৃথক পদার্থের উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। সৃষ্টির সময়ে উহাদের পরিস্পন্দন থাকে; সেই পরিস্পন্দনই ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সংযোগের ও পদার্থের বিভিন্নতার কারণ। দুইটি পরমাণুকে দ্ব্যণুক বলে, তিনটি দ্ব্যণুকে উৎপন্ন পদার্থকে ত্র্যণুক ও চারিটি দ্ব্যণুকে উৎপন্ন পদার্থকে চতুরণুক বলে। পরমাণুর পরিমাণকে পারিমাণ্ডল্য, দ্ব্যণুকের পরিমাণকে হ্রস্ব, ত্র্যণুকের পরিমাণকে মহৎ ও চতুরণুকের পরিমাণকে দীর্ঘ বলে। উহাদের পরস্পরের সংযোগের বিচিত্রতায় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য।

মহর্ষি কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নীরব। পরমাণুর আদি পরিস্পন্দন জীবাদৃষ্ট বশতঃ হইয়া থাকে, ইহা তাঁহার মত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুঝিতে পারিলেন যে, পরমাণুগণ নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় হইলেও, একজন জ্ঞানবান্ নিয়ন্তা ব্যতিরেকে উহাদের দ্বারা স্বতঃ জগৎ উৎপত্তি সম্ভব হয় না। কারণ, কণাদের মতে প্রলয়ে আত্মারও উপলব্ধি ও জ্ঞান থাকে না, সুতরাং আত্মার দ্বারা পরমাণুর পরিস্পন্দন সিদ্ধ হয় না। এ কারণ, পরবর্ত্তীকালে তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু সূত্রকার বাদরায়ণের সময়ে ঈশ্বরাস্তিত্ব-স্বীকৃতি বৈশেষিক দর্শনে স্থান পায় নাই।

২। **মহদ্দীর্ঘাধিকরণ :—**

ভিত্তি :—

সূত্র :—২।২।১১

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্‌॥ ২।২।১১

মহৎ দীর্ঘবৎ + বা + হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্‌॥

মহৎ দীর্ঘবৎ :—মহৎ ও দীর্ঘের ন্যায়। **বা :**—ও। **হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্‌ :**—হ্রস্ব পরিমাণযুক্ত দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল বা পরমাণু হইতে।

পূর্ব্বসূত্র হইতে "অসমঞ্জসম্‌" অনুবৃত্ত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। সাংখ্যোক্ত প্রধান-কারণবাদ যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখন বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের পরমাণু-কারণবাদও যে অসামঞ্জস্য-পূর্ণ, তাহাই দেখান হইতেছে।

কণাদের মতে পরমাণুসকল দ্রব্যের চরমাংশ। উহারা নিরবয়ব ও অবিভাজ্য। পরমাণুর অপর নাম পরিমণ্ডল। এবং উহার পরিমাণ—অণু বা পারিমাণ্ডল্য—উহা দৃষ্টিগোচর নহে। তাঁহার মতে পরিমাণ চারি প্রকার :—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ। উহার মধ্যে পরমাণুর পরিমাণ অণু—উহা দৃষ্টিগোচর নহে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দুই পরমাণুর সমবায়ে একটি দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ হ্রস্ব। তিন দ্ব্যণুক সমবায়ে একটি ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ মহৎ ; এবং চারিটি দ্ব্যণুক সমবায়ে একটি চতুরণুক জন্মায়, উহার পরিমাণ দীর্ঘ। কণাদ বলেন, যদিও পরমাণুর অবয়ব নাই, এবং পরিমাণ পারিমাণ্ডল্য, তথাপি উহা হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুক ত্রয়ের সমবায়ে উৎপন্ন ত্র্যণুক, অবয়বী ও মহৎ, এবং ঐ প্রকার চতুরণুকও অবয়বী ও দীর্ঘ। উহাদের সংমিলনে স্থূল প্রপঞ্চ জগতের উৎপত্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, পরমাণু যখন নিরবয়ব, তখন দুই পরমাণু হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকও নিরবয়বই হইবে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ত্র্যণুক, চতুরণুকও নিরবয়বই হইবে। উহাদের কোনটিই অবয়বী হওয়া যুক্তি-বিরুদ্ধ। সুতরাং স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি সম্ভবই হয় না। এ কারণ, কণাদ-মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপেক্ষণীয়।

(এ সম্বন্ধে ২।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।১১।১, ৫।১২।৯, ৫।১২।১০ এবং ৫।১২।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২১ শ্লোক দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রীমদ্ভাগবত কণাদ-মত উপেক্ষার বিষয়, ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন [পৃঃ ৭৪৬])।

সূত্র :—২।২।১২

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ॥ ২।২।১২

উভয়থা + অপি + ন + কর্ম্ম + অতঃ + তদভাবঃ ॥

উভয়থা :—উভয় প্রকারে। **অপি :**—ও। **ন :**—না। **কর্ম্ম :**—ক্রিয়া সম্ভব হয়। **অতঃ :**—এই কারণে। **তদভাবঃ :**—তাহার অভাব, পরমাণুর সংযোগাভাব।

মহর্ষি কণাদের মত এই যে, সৃষ্টি সময়ে পরমাণুগণের পরিস্পন্দন থাকে। সেই পরিস্পন্দনের ফলে পরমাণুদ্বয় মিলিয়া দ্ব্যণুক, তিন দ্ব্যণুক মিলিয়া ত্র্যণুক ইত্যাদি অভিব্যক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এই পরিস্পন্দন—একটি নিমিত্ত কারণ অপেক্ষা করে। কণাদ মতে জীবাদৃষ্টই সেই নিমিত্ত-কারণ।

এখন প্রশ্ন এই যে, পরমাণুগণের আদ্যকর্ম্মভূত যে জীবাদৃষ্ট, তাহা কি পরমাণুগত অথবা জীবগত ? জীবাদৃষ্ট অচেতন পরমাণুগত হওয়া সম্ভব নহে, জীবে থাকাই সম্ভব। সে যাহা হউক, জীবাদৃষ্ট পরমাণুতে থাকুক বা জীবে থাকুক, উহা যখন চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন প্রলয় হইবার কারণ অসম্ভব। সর্ব্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি সম্ভব। আবার ইহাও বিবেচ্য যে, আত্মগত অদৃষ্ট কখনও পরমাণুগত কর্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না। সুতরাং কণাদ-মত সর্ব্বথা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

বেদান্ত পরমাণুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বৈশেষিকেরা বলেন যে, জীবাদৃষ্ট—পরমাণুগণের আদি স্পন্দনের হেতু—তাহারই বিরুদ্ধে বেদান্তের আপত্তি। বেদান্ত স্বীকার করেন যে, সৃষ্টি ভগবানের ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে, এবং জীবাদৃষ্ট বা অন্যকিছু সে ইচ্ছার প্রবর্ত্তক নহে। ভগবদিচ্ছাই জীবাদৃষ্টকে উদ্বোধন করিয়া সৃষ্টি-বৈচিত্র্য বিধান করে; ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদন করিয়াছি। যদি জীবাদৃষ্টই ভগবদিচ্ছার প্রবর্ত্তক হয়, তবে উহা প্রলয় পরিমাণ অত দীর্ঘকাল সুপ্ত থাকে কেন ? কেন উহা ভগবানের

সৃষ্টি-ইচ্ছার উদ্রেক করে না? বিশেষতঃ, জীবাদৃষ্ট—কর্ম্মফল মাত্র, উহার স্বতঃ চৈতন্য নাই। ভগবদিচ্ছায় উহা বীজের ন্যায় ক্রিয়া করে মাত্র। সুতরাং ভগবদিচ্ছা সৃষ্টির মূল কারণ স্বীকার না করায়, বৈশেষিক মত উপেক্ষণীয়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের মত এই সম্বন্ধে বড়ই স্পষ্ট।

পরমাণু পরমমহতো
স্ত্বমাদ্যন্তান্তরবর্ত্তী ত্রয়বিধুরঃ।
আদাবন্তে চ সত্ত্বানাং
যদ্‌ধ্রুবং তদেবান্তরালেঽপি ॥ ভাগঃ ৬।১৬.৩২

—হে ভগবন্! আপনি ত্রয়-বিধুর, অর্থাৎ, আদি-মধ্য-অন্তহীন। কিন্তু সূক্ষ্ম মূল কারণ যে পরমাণু, আর স্থূল অন্তিম কার্য্য যে পরম মহৎ, এই দুইয়ের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে আপনিই বর্ত্তমান থাকেন। অতএব, আপনি ধ্রুব অর্থাৎ নিত্য। আর যে সকল কার্য্য সৎরূপে প্রতীত হয়, সে সকলের প্রথমে, চরমে এবং অন্তরালে যাহা থাকে, তাহাই নিত্য। ভাগঃ ৬।১৬।৩২

ইহাই বেদান্ত মত। পরমাণু হইতে অতি স্থূল প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুতে পরমাত্মাই অনুস্যূত থাকিয়া উহাদিগকে স্ব স্ব আকারে ও প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার সংহননী বা সন্ধিনী শক্তিতেই উহারা স্ব স্ব আকার ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছে না। নতুবা, জড় অচেতনের কোনও বিশিষ্ট আকারে থাকা সম্ভব নহে। অতএব কণাদ-মত উপেক্ষণীয়।

সূত্র :—২।২।১৩

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ২।২।১৩
সমবায়াভ্যুপগমাৎ + চ + সাম্যাৎ + অনবস্থিতেঃ ॥

সমবায়াভ্যুপগমাৎ :—সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার হেতু। **চ :**—ও। **সাম্যাৎ :**—সমান ভাব হেতু। **অনবস্থিতেঃ :**—অনবস্থা দোষের।

২।২।১১ সূত্রের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, দুইটি পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন দ্ব্যণুক, পরমাণু হইতে ভিন্ন। দ্ব্যণুক যেমন পরমাণু হইতে ভিন্ন পদার্থ হইয়াও, সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া, অভিন্ন প্রত্যয়ের গোচর হয়, সেইরূপ, সমবায়ও সমবায়ি-পদার্থ হইতে ভিন্ন। সুতরাং,

তাঁহাও অন্য সমবায় দ্বারা সম্বন্ধ করা উচিত। এবং ক্রমে সেই সমবায় ও অন্য সমবায়ে, এবং তাহাও অপর একটি সমবায়ে, সম্বন্ধ করা প্রয়োজন। এই প্রকারে, "অনবস্থা" দোষ উপস্থিত হয়।

কণাদ মতে, "সমবায়" নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয়। অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের, এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম "সমবায়" ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক। যেমন দ্রব্যের সহিত জাতি, কর্ম্ম গুণাদির সম্বন্ধ রক্ষার জন্য, "সমবায়" কল্পনা করা হয়, সেইরূপ দ্রব্যের সহিত সমবায় সম্বন্ধ রক্ষার জন্য আর একটি সম্বন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক, এবং তাহারও সম্বন্ধ রক্ষার জন্য, অপর সম্বন্ধ কল্পনার প্রয়োজন কেন না হইবে? এই প্রকারে 'অনবস্থা' দোষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং কণাদ মত অসামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং উপেক্ষণীয়।

সূত্র :—২।২।১৪

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ২।২।১৪

নিত্যম্ + এব + চ + ভাবাৎ ॥

নিত্যম্ :—সর্ব্বদা। **এব** :—নিশ্চয়। **চ** :—ও। **ভাবাৎ** :—সদ্ভাব হেতু।

কণাদ 'সমবায়' সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। যদি সমবায় নিত্য হয়, তবে সৃষ্টিও নিত্য হইবে। কিন্তু, বৈশেষিকও জগৎ নিত্য বলেন না। প্রলয় স্বীকার করেন। সুতরাং কণাদ মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এই সূত্রের শঙ্করভাষ্য বড়ই সুন্দর। যদি সমবায় সম্বন্ধ নিত্য বল, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, পরমাণুগণ—প্রবৃত্তি স্বভাব, কি নিবৃত্তি স্বভাব, অথবা উভয় স্বভাব, কিংবা অনুভয় স্বভাব? যদি প্রবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে নিত্য প্রবৃত্তি থাকায়, প্রলয় অসম্ভব। যদি নিবৃত্তি স্বভাব হয়, তবে নিত্য নিবৃত্তি থাকায়, সৃষ্টি অসম্ভব। উভয় স্বভাব এক কালে এক বস্তুতে থাকা যুক্তি ও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ, সুতরাং অসমঞ্জস। নিঃস্বভাব হইলে, নিমিত্ত বশতঃ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু কণাদ মতে, নিমিত্তসকল, অর্থাৎ কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত থাকায়, সে পক্ষেও নিত্য

প্রবৃত্তির বা সৃষ্টির আপত্তি হইতে পারে। অদৃষ্টাদি নিমিত্ত কারণকে অস্বতন্ত্র বা অনিত্য বলিলেও, নিত্য অপ্রবৃত্তির আপত্তি হইবেক।' এই সকল কারণে, পরমাণু কারণবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন।

সূত্র :—২।২।১৫

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ২।২।১৫

রূপাদিমত্ত্বাৎ + চ + বিপর্য্যয়ঃ + দর্শনাৎ।

রূপাদিমত্ত্বাৎ :—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি থাকায়। **চ** :—ও। **বিপর্য্যয়ঃ** :—নিত্যত্ব, ও পরম সূক্ষ্মত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব, স্থূলত্বাদি। **দর্শনাৎ** :—যে হেতু ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক স্বীকার করেন যে, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি প্রকার পরমাণু রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট। এই প্রকার স্বীকার করায়, উক্ত পরমাণুসকলের নিত্যত্ব ও সূক্ষ্মত্ব ও নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু, উহারা অনিত্য, স্থূল ও সাবয়ব হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কেননা, প্রত্যক্ষতঃ রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুসকলকে অনিত্য ও স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন দেখা যায়, এবং যাহাদিগের রূপাদি বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ ঘটাদি, তাহারাও নাশ প্রাপ্ত হইয়া স্বকারণে পরিণত হইতে দেখা যায়। অতএব পার্থিবাদি পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায়, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঘটাদির ন্যায়, উহারাও স্বকারণে পরিণত হইবার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু বৈশেষিক বলেন যে, পরমাণুই চরমাংশ, উহার স্বকারণ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং, বৈশেষিকের পরমাণুবাদ অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপেক্ষণীয়।

(২।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৫।১২।৯, ৫।১২।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৭১।)

সূত্র :—২।২।১৬

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২।২।১৬

উভয়থা + চ + দোষাৎ।

উভয়থা :—উভয় প্রকারে। **চ** :—ও। **দোষাৎ** :—দোষ হেতু।

পরমাণুগণের রূপমত্ত্বাদি স্বীকার করিলে, যে দোষ হয়, তাহা উপরে দেখান হইল। যদি রূপমত্ত্বাদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলেও দোষ

হয়, কেননা, কারণগত গুণ কার্য্যে অনুগত হয়। যদি পার্থিব পরমাণুগণ রূপাদিমৎ না হয়, তাহা হইলে সে-সকল হইতে উৎপন্ন ক্ষিতি, জল প্রভৃতি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শবিশিষ্ট হইতে পারে না। আবার এই দোষ পরিহারের জন্য রূপাদিমৎ স্বীকার করিলেও, অনিত্যাদি দোষের উদ্ভব হয়। সুতরাং কণাদ মত সর্ব্বপ্রকারেই অসমঞ্জস।

সূত্র :—২।২।১৭

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ২।২।১৭

অপরিগ্রহাৎ + চ + অত্যন্তম্ + অনপেক্ষা।

অপরিগ্রহাৎ :—মনু প্রভৃতি বেদানুবর্ত্তীগণের দ্বারা গৃহীত না হওয়ায়। **চ :**—ও। **অত্যন্তম্ :**—অত্যন্ত। **অনপেক্ষা :**—অপেক্ষণীয় নহে—অর্থাৎ উপেক্ষার যোগ্য।

সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ বেদানুবর্ত্তীগণ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কণাদের পরমাণুবাদে এমন কিছুই নাই, যাহা বেদপন্থীগণ গ্রহণ করিতে পারেন, এ কারণ, ইহা সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়।

বৈশেষিক—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়,—এই ছয় পদার্থ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন বলেন, এবং পরক্ষণে গুণাদি পাঁচটি পদার্থ দ্রব্যাধীন বলিয়া থাকেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? প্রপঞ্চে পরিদৃশ্যমান অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থনিচয়—যেমন, গো, অশ্ব, শশক প্রভৃতি—পরস্পর স্বাধীন; কেহ কাহারও অধীন নহে। সমস্তই স্বয়ংসিদ্ধ। একের অস্তিত্বে বা অনস্তিত্বে অপরের কিছু আসে যায় না। গুণাদিরও দ্রব্য সম্বন্ধে সেইরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু কণাদ বলেন যে, দ্রব্য থাকিলেই গুণাদি থাকে, না থাকিলে থাকে না—এ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, যে 'অনবস্থা' দোষ সংঘটিত হয়, তাহা ২।২।১৩ সূত্রের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

(এই প্রসঙ্গে ২।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৪৬।)

সাংখ্য ও বৈশেষিক মতের সহিত বেদান্তের মতের বিরোধ বিচারে, উক্ত উভয় মত যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপেক্ষণীয়, তাহা প্রতিপাদন করা হইল।

এখন, সূত্রকার বৌদ্ধ মত বিচারে অগ্রসর হইতেছেন।

বৌদ্ধমত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সূত্রকারের বৌদ্ধমত বিচার-সংক্রান্ত সূত্রসকল আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধমত কতকাল হইতে প্রচলিত, এবং উহা সাধারণতঃ কি প্রকার তাহার সংক্ষেপ বিবরণ অবগত হইলে, সূত্রকারের বিচার-প্রণালী ও যুক্তি, বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। এ কারণ, নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল।

গৌতম বুদ্ধের নামের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'বুদ্ধ' কাহারও ব্যক্তিগত নাম নহে। উহার অর্থ "জ্ঞানী"; উহা একটি উপাধি। গৌতম বুদ্ধের ব্যক্তিগত নাম "সিদ্ধার্থ"। তিনি সূর্য্যবংশীয় শাক্য শাখায় কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। শাক্য শাখায় জন্ম বলিয়া, এবং তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ মুনি ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, তাঁহাকে 'শাক্যমুনি' বলে, এবং গৌতম গোত্র বলিয়া, তিনি 'গৌতম' নামেও অভিহিত। সন্ন্যাসের পর ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ গুরুর অধীনে ছয় বৎসর তীব্র তপস্যার দ্বারা শরীর শোষণের পর বিশেষ ফল লাভ না করায়, তিনি গয়ার সন্নিকটস্থ, বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ 'বুদ্ধগয়া'য় নিরঞ্জনা নদীতীরে একটি বটবৃক্ষের তলে আসন গ্রহণ করিয়া, প্রবল মানসিক শক্তির বলে, কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল পরম্পরা পর্য্যালোচনা করতঃ, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণার মূল কি, তাহা জানিতে পারিয়া, "বুদ্ধ" উপাধি ধারণ করেন। সেইজন্য তাঁহাকে "গৌতম বুদ্ধ" বলিয়া ইতিহাস প্রচার করে।

তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোনও মতে তিনি খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে এবং কোনও মতে খৃঃ পূঃ ৫৬৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৮০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়া পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। "বুদ্ধ" হইবার পর, বারাণসীর নিকট "মৃগাধব" নামক স্থানে তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রথমে শিক্ষা দেন। উহার বর্ত্তমান নাম "সারনাথ"। উক্ত স্থানে অশোকের স্তূপ এখনও বর্ত্তমান, এবং একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, অধুনা, সর্ব্বগ্রাস কালের গ্রাসে নষ্ট। মৃত্তিকাখনন দ্বারা উহার অবস্থান ও অনেক স্মৃতিচিহ্ন উদ্ধার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সিংহমুখ স্তম্ভশীর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাশ্যপ, উপালি ও আনন্দ তাঁহার প্রধান শিষ্য। মগধের তাৎকালিক সম্রাট্ বিম্বিসারও তাঁহার শিষ্য ও তদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিম্বিসারের পুত্র

অজাতশত্রু। বুদ্ধদেব, অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন, (দেখ, উইলসন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩)। "ঐতিহাসিকগণের পৃথিবীর ইতিহাস" (Historians History of the world) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, বিম্বিসার ৬০৩ খৃঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং সিদ্ধার্থ ৫৬০ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৩২ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি সংসার ত্যাগ করতঃ, "বুদ্ধ" অর্থাৎ জ্ঞানী উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ৫২২ খৃঃ পূঃ অব্দে বারাণসীতে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। অজাতশত্রু ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার পিতা বিম্বিসারকে নিহত করিয়া মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এবং ৪৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। এই সময় নিরূপণের সহিত উইল্‌সনের মতের মিল নাই। সিংহল দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বুদ্ধদেব খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তাঁহার মৃত্যু ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছিল। ইহা হইলেই, বিম্বিসার তাঁহার শিষ্য হইতে পারেন, এবং অজাতশত্রুর রাজত্বের ৮ম বর্ষে তাঁহার পরিনির্ব্বাণ সম্ভব হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের ভ্রম ধারণা আছে যে, বুদ্ধদেব একটি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। বাস্তবিক তাহা নহে। উপনিষদ্ আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়, বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ফল—স্বর্গাদি-নশ্বর বিধায়, মানব-আত্মার আত্যন্তিক নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি তাহা হইতে হয় না, এবং সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ উপনিষদের পত্রে পত্রে আছে। এবং উক্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে, ফল যে আত্যন্তিক ত্রিতাপনাশ এবং পরম পুরুষার্থ লাভ, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিলেও, উপনিষদ্, বেদ মিথ্যা বলেন নাই। উহা অপৌরুষেয়, নিত্য, এবং অধিকার ভেদে কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনীয়, ইহাই উপনিষদের শিক্ষা। ইহা আমরা ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। "বুদ্ধদেব জন্মে, শিক্ষায়, জীবন যাপনে, এবং মৃত্যুকালেও হিন্দু ছিলেন।" (Vide Rhys David's Budhism pages 83-84)। তাঁহার উপদেশাবলী উপনিষদের শিক্ষার একদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধা করেন। তবে, তিনি বেদের নিত্যত্ব, অপৌরুষেয়ত্ব, অভ্রান্তত্ব স্বীকার করিতেন না, এবং বেদ ও উপনিষদ্ এক পরম কারণ সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সত্তা স্বীকার করিয়া, তাঁহাতেই প্রপঞ্চ জগৎ প্রতিষ্ঠিত—এই প্রকার শিক্ষা দেন। বুদ্ধদেব পরম কারণ সত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। উহা জানিবার, এবং উহা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন আছে

বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। একজন শিষ্য তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, আত্মা আছেন কি? তিনি নীরব রহিলেন, উত্তর দিলেন না। তখন আবার প্রশ্ন হইল, আত্মা নাই কি? তাহাতেও তিনি সমান নীরব। আনন্দ ইহার কারণ জানিবার ইচ্ছা করিলে, বুদ্ধদেব বলেন যে, "যাহা প্রমাণের বিষয় নহে, তাহা লইয়া প্রশ্নোত্তর-রূপ বাগ্‌-বিতণ্ডা করা বৃথা সময়ক্ষেপ ভিন্ন কিছুই নহে। উহা পরিহার্য।" তিনি যে উপদেশ দান করেন, তাহা মানিয়া চলিলেই জীবের নির্ব্বাণপ্রাপ্তিরূপ পরম পুরুষার্থ-লাভ হইবে। জীব যখন ত্রিতাপ জ্বালায় অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে, তখন সেই জ্বালা যাহাতে নিবারণ হয়, তাহাই তাহার লক্ষ্য হওয়া উচিত। গৃহে আগুন লাগিলে, আগুন কোথা হইতে কি প্রকারে লাগিল, তাহার গবেষণার জন্য সাক্ষী সাবুদ সংগ্রহ করিতে বসিয়া না গিয়া, যাহাতে আগুন নিবারণ হয়, বিস্তার লাভ না করিতে পারে, এবং গৃহের মধ্যে অবস্থিত স্ত্রী-পুরুষের জীবন রক্ষা ও সম্ভব হইলে ধন সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। আত্মা আছে কি নাই, ঈশ্বর কি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন— ইত্যাদি প্রমাণের বিষয় নহে। সুতরাং, সে সম্বন্ধে সময় নষ্ট করা অনুচিত। এই প্রকার, বেদ প্রমাণ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করায়, বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করায়, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার না করায়, এবং আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকায়, তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের আচার্য্যগণের নিকট বিরুদ্ধ মত প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হন। ফলতঃ, এই কার্য্যে তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার কথামতই তিনি পঞ্চবিংশতিতম বুদ্ধ। তাঁহার পূর্ব্বে ২৪ জন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মচক্র অব্যাহত রাখিবার জন্য, যখন যখন কাল প্রভাবে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া গ্লানি দূর করতঃ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পরিনির্ব্বাণে গমন করেন। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যে, মৈত্রেয় ঋষিই ভবিষ্যৎ ষড়বিংশতিতম বুদ্ধ হইবেন।

বুদ্ধদেবের উপদেশ সম্বন্ধে উক্তি আছে যে, তিনি বলিতেন, "আমার উপদেশ অন্ধ বিশ্বাসে মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই; অগ্নিতে স্বর্ণের ন্যায়, মানবের নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধিমত যুক্তি বিচার দ্বারা পরীক্ষা করতঃ পরে গ্রহণীয়।" এই উপদেশের ফলে, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নানা প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ পায়। এবং সে সকল দূরীকরণের জন্য, তাঁহার মৃত্যুর অত্যল্প কাল পরেই, (কোনও কোনও মতে মৃত্যুর ৮ মাসের মধ্যেই), অজাতশত্রুর রাজত্বকালেই রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

বুদ্ধদেবের শিষ্য ও বন্ধু কাশ্যপ এই সঙ্গীতির পরিচালনা করেন। আজকালকার ভাষায় তিনিই সভাপতি ছিলেন। বুদ্ধদেবের অপর দুইজন শিষ্য, উপালি ও আনন্দ, ইহাতে বিশিষ্ট অভিনেতৃত্ব করেন। মানবের যুক্তি, তর্ক ও বিচার শক্তি বিভিন্ন। কোনও একটি বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার প্রণালী ও পদ্ধতি এবং লক্ষ্যস্থানও বিভিন্ন হওয়ায়, কোন একটি বিশেষ বিষয়ে মতভেদ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, বুদ্ধদেব মৌখিক উপদেশ মাত্র দিয়াছেন, কোনও লিখিত পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার উপদেশ শিষ্যগণ সাধ্যমত মনের মধ্যে স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিতেন। পাছে, কালবশতঃ, উপদেশ সকল পরিবর্ত্তিত, দুষ্ট ও বিনষ্ট হয়, সেইজন্য ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বুদ্ধ শিষ্যগণ প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করেন। উহাতে শত শত শিক্ষিত বৌদ্ধ শ্রমণ যোগদান করেন। কেহ কেহ বলেন যে, পাঁচশতের অধিক শ্রমণ উহাতে একত্রিত হইয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রধানতঃ তিন ভাগে বা পেটিকায় বিভক্ত :—(১) অভিধর্ম্ম পেটিকা, (২) বিনয় পেটিকা, (৩) সূত্র পেটিকা। অভিধর্ম্ম :—বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে তত্ত্ব অর্থাৎ দার্শনিক ভিত্তি। বিনয় :—আচার নিয়মাবলী। এবং সূত্র :—আখ্যান। উপরে লিখিত তিন জন শিষ্যের মধ্যে কাশ্যপ সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত ছিলেন। তিনি "অভিধর্ম্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী আবৃত্তি করেন, এবং সমবেত শত শত শ্রমণগণ তাঁহার আবৃত্তির পর, সমস্বরে উহাদের পুনরাবৃত্তি করেন। এই প্রকার, উপালি "বিনয়" সম্বন্ধে উপদেশাবলী ও আনন্দ "সূত্র" সম্বন্ধে উপদেশাবলীর আবৃত্তি করেন, এবং শ্রমণগণ সমস্বরে উহাদের পুনরাবৃত্তি করেন। এই পুনরাবৃত্তিই উহাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীতির পরিচায়ক, এবং ইহার জন্য এই বৌদ্ধ সমিতির নাম 'সঙ্গীতি'। দিনের পর দিন, সাত বা আট মাস ধরিয়া, প্রথম সঙ্গীতির অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পর শতাধিক বা দ্বিশতাধিক বর্ষ গত হইলে, বৈশালীতে দ্বিতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়, এবং তৃতীয় সঙ্গীতি অশোকের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ২৫০ অব্দে পাটলিপুত্রে অধিবেশিত হইয়াছিল, এবং শেষ সঙ্গীতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে জলন্ধরে হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব উপনিষদের শিক্ষার একদেশ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক অদ্বয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ সত্তা যে প্রপঞ্চ বিশ্বের মূলে আছেন, উপনিষদের উপদেশের সে অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই। এবং সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থিত হইলে, নীরব থাকিতেন। আবার অন্যদিকে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, পালক বিষ্ণু, ও সংহর্ত্তা শিব, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, প্রভৃতির উচ্ছেদ করেন নাই। তাঁহারা অবিদ্যাগ্রস্ত এবং জীববিশেষ

বলিয়া শিক্ষা দিতেন, এবং মানব তাঁহার উপদেশ পালন করিলে নির্ব্বাণলাভ করিয়া, উঁহাদেরও অতিক্রম করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন, ইহা প্রচার করিতেন। গৃহস্থদিগের মধ্যে, বেদ বিহিত সংস্কার-ক্রিয়াদি করণের বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেন না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত উদার ছিল। জাতিগত বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি ছিল; গুণগত আপত্তি ছিল না। গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবার বিপক্ষে আপত্তি ছিল না বলিয়া মনে হয়, তবে ভিক্ষু শ্রমণ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) গণের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। পক্ষান্তরে, শিষ্যগণকে যুক্তি বিচারের উপর তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার ফলে, বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের দুইশত বৎসরের মধ্যে, তাঁহার শিষ্যগণের ভিতর নানা প্রকার মত-বিরোধ ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহার ফলেই, দ্বিতীয় সঙ্গীতি বৈশালীতে আহূত হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে অধিক সংখ্যক বৌদ্ধ সর্ব্বাস্তিত্ববাদ গ্রহণ করেন। এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদ 'হীনায়ন' সম্প্রদায়ের মত। ইঁহারাও 'বৈভাষিক' ও 'সৌত্রান্তিক' ভেদে দুই প্রকার। এই দুই সম্প্রদায়ই সর্ব্বাস্তিত্ববাদী। 'হীনায়নের' বিরোধী সম্প্রদায় 'মহায়ন' নামে কথিত। তাহারাও দুই শাখায় বিভক্ত:—'যোগাচার' ও 'মাধ্যমিক'। বৌদ্ধগণের সাধারণ মতবাদ অতি সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

বৌদ্ধগণ ব্যবহারিক ব্যাপার নিষ্পাদনের জন্য নিম্নলিখিত পদার্থগুলি স্বীকার করেন। (১) অবিদ্যা—ক্ষণিক কার্য ও দুঃখময় পদার্থে স্থির ও নিত্য সুখকরত্ব জ্ঞান। (২) সংস্কার—অবিদ্যা জন্য রাগ, দ্বেষ, মোহ। (৩) বিজ্ঞান বা আলয় বিজ্ঞান—যাহার প্রভাবে গর্ভস্থ শিশুর প্রাথমিক জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হয়। (৪) নাম—আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই চারিভূত। (৫) রূপ—শ্বেত কৃষ্ণাদি, শুক্র শোণিত। (৬) আয়তন—ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন। (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ জাত দেহ। (৮) বেদনা—সুখ দুঃখাদির অনুভব। (৯) তৃষ্ণা—বেদনা জনিত বিষয় ভোগেচ্ছা। (১০) উপাদান—তৃষ্ণা বশতঃ বিষয় প্রবৃত্তি। (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি। (১২) জাতি—রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক সংঘাত—পঞ্চস্কন্ধ। (১৩) জরা—উক্ত স্কন্ধের পরিণতি। (১৪) নাশ—মৃত্যু। (১৫) শোক—স্নেহবশতঃ পুত্রাদির মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। (১৬) পরিবেদনা—শোকের জন্য বিলাপ। (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা। (১৮) দৌর্ম্মনস্য—অনিষ্ট ভাবনায় মনোব্যথা। এতদ্ব্যতীত উপবাস, ক্লেশ, মানাপমান প্রভৃতি।

বৌদ্ধগণ বলেন যে, অবিদ্যাদি কারণ হইতে বেদনাদি কার্য্যগুলি উৎপন্ন হয়; আবার বেদনা প্রভৃতি হইতেও অবিদ্যাদির উৎপত্তি হয়, এবং অবিদ্যা হইতে জন্ম জরাদি এবং জন্ম জরাদি হইতে আবার অবিদ্যা হয়। এবং ইহার জন্য স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, এবং স্থূল সংঘাত হইতে আবার অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। এইরূপ চক্রভ্রমির ন্যায় কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা করিয়া স্থূল সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন।

(১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বলেন যে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন। (৩) যোগাচার সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, অন্তরস্থ বুদ্ধি বিজ্ঞানই বহির্দ্দেশ ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয়। একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর আকার ধারণ-পূর্ব্বক লোক ব্যবহার নিষ্পাদন করে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোনও পদার্থই নাই। এই জন্য ইহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী বলে। (৪) মাধ্যমিক সম্প্রদায়, বাহ্য পদার্থ বা বুদ্ধি বিজ্ঞান, কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী বলা হয়।

এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন সম্প্রদায় বলেন যে, বাহ্য আন্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রেই উৎপত্তি ও ক্ষণমাত্রেই ধ্বংস; কোনও পদার্থ উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না। অধিকন্তু, অবয়বের অতিরিক্ত "অবয়বী" বলিয়াও কোনও পদার্থ নাই।

এই কারণে বৌদ্ধগণকে "বৈনাশিক" বলে। কারণ, তাঁহাদের মতে সমুদায় বস্তু বিনাশশীল; কোনও বস্তুর নিত্যতা তাঁহারা স্বীকার করেন না। "বৈশেষিক"-গণকে 'অর্দ্ধ বৈনাশিক' বলে, কারণ, তাঁহারা পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি কয়েকটি বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করেন, এবং তদ্ভিন্ন সকলই অনিত্য; এবং তাঁহাদের মতে নিত্য ও অনিত্য আপেক্ষিক মাত্র। (দেখ, বৈশেষিক দর্শনের ভূমিকা, পৃঃ ১২৮)। প্রথম দুই সম্প্রদায়ের মতে পরমাণু আছে, এবং পরমাণুর ছয় পার্শ্ব বর্ত্তমান আছে, অথচ পরমাণু অবিভাজ্য। পরমাণু চারি প্রকার—ক্ষিতি পরমাণু, অপ্ পরমাণু, তেজ পরমাণু ও বায়ু পরমাণু। ক্ষিতির গুণ—স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; অপের গুণ—স্পর্শ, রূপ ও রস; তেজের গুণ—স্পর্শ ও রূপ; এবং বায়ুর গুণ—স্পর্শ। উহাদিগের পরমাণুরও উল্লিখিত

গুণগুলি বর্ত্তমান আছে। পরমাণুগণের সংমিলনে ভূত ও ভৌতিক বাহ্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি। এই সংযোগ ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে, আবার উৎপত্তির পরক্ষণই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। আভ্যন্তরিক প্রপঞ্চের নাম চিত্ত ও চৈত্য, এবং তাহারাও ক্ষণিক। চতুঃ প্রকার হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্য জন্মে :—(১) অধিপতিঃ—চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, (২) সহকারী :—আলোক প্রভৃতি, (৩) আলম্বন :—জ্ঞাতব্য বিষয়—ঘটপটাদি, (৪) সমনন্তর প্রত্যয় :—অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণের জ্ঞান। এই কারণ চতুষ্টয়ই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ। আকাশকে, ভূত ভৌতিক বা চিত্ত চৈত্য, এই চারি প্রকার পদার্থের মধ্যে স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইহা অসৎ আবরণাভাব মাত্র, কিন্তু নিত্য, অবস্তু ও তুচ্ছ। ঐ প্রকার প্রতিসংখ্যা নিরোধ—বা বুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তু বিনাশ, এবং অপ্রতিসংখ্যানিরোধ—অবুদ্ধি পূর্ব্বক বস্তু বিনাশ—(অর্থাৎ, বস্তুর স্বভাব বশতঃ প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে—পূর্ব্বক্ষণে যে প্রকার ছিল, ঠিক তাহার পরক্ষণে সে প্রকার থাকে না—তবে সে পরিণতি এত সূক্ষ্ম যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে)। ইহাদের দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক অর্থ অন্য প্রকার—সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে অর্থাৎ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইলে, সমুদায় ক্লেশ ও দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশকে প্রতিসংখ্যা নিরোধ, এবং সম্যক্ জ্ঞানোদয় না হইলেও, প্রত্যয়ের অভাব হেতু ক্লেশ বা দুঃখের অনুভূতিকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কহে। (দেখ, আচার্য্য রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন, ১ম খণ্ড, ৬১৭-৬১৮ এবং ৬৩৮। শঙ্কর ও রামানুজ তাঁহাদের ভাষ্যে এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই)। এই দুটিও আকাশের ন্যায় অবস্তু, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র মনে করেন। ইহারা উৎপাদ্য, ক্ষণিক ও বুদ্ধি বোধ্য নহে।

ক্ষণিকবাদীগণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন স্বীকারে—যাহার সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন, এরূপ কোনও নিত্য বস্তুর অপেক্ষার আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হয়; কিন্তু তাঁহারা সেরূপ কোনও নিত্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। উপনিষদের মতে আত্মাই সেই নিত্য বস্তু, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কোনও কথা না বলায়, তাঁহারা আত্মা স্বীকার করেন না।

এই সমুদায় সম্প্রদায়ই বুদ্ধদেবের উপদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তি ও বিচারের বিভিন্নতার জন্য ফলও বিভিন্ন হইয়াছে। আবার বুদ্ধদেবের উপদেশ, তাঁহার পূর্ব্বতন বুদ্ধগণের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বাদরায়ণের বহু পরে গৌতম বুদ্ধ ও তৎপ্রবর্ত্তিত মত, তন্নামে খ্যাত হইলেও ব্রহ্মসূত্র রচনার সময় বৌদ্ধমত প্রচলিত ছিল এবং বাদরায়ণের সূত্র সেই

বৌদ্ধমত নিরাকরণের জন্য। অবশ্যই সে সময়ে বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ তত্তন্নামে আখ্যাত ছিল না। ভাষ্যকারগণ নিজের সময় প্রচলিত সম্প্রদায়গণের নামানুসারে ভাষ্য রচনা করায়, উহাদের নাম ভাষ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। সেজন্য ব্রহ্মসূত্র যে উক্ত সম্প্রদায় সকল প্রবর্ত্তিত হইবার পরে রচিত, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ইহার উদাহরণ আমরা "সাংখ্য প্রবচন সূত্র" সম্বন্ধে আলোচনায় পাইয়াছি। ভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার বেদান্ত ভাষ্যে সাংখ্য প্রবচন সূত্রের সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু প্রবচন সূত্র যে ব্রহ্মসূত্রের বহু পরে রচিত, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

এখন সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্মসূত্র রচনার সমকালীন যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং তাহা যে গৌতম বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিলীন হইয়াছে, ইহার কোনও প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত আছে কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, বুদ্ধদেবের নিজ উক্তিই প্রমাণ যে, তিনি আদি বুদ্ধ নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে ২৪ জন বুদ্ধ গত হইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আর এই দৃষ্টান্ত দিব যে, শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে, ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক দ্রমিড়, বৌধায়ন প্রভৃতি বহু আচার্য্যের ভাষ্য, বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। তাহারা শঙ্করাচার্য্য ও রামানুচার্য্যের ভাষ্য লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিবার পর, লুপ্ত ও অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ কালবিপ্লবে বৌদ্ধধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবার পর, গৌতম বুদ্ধের জন্ম ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয় এবং পুরাতন বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত যাহা কিছু ছিল, তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। বিশেষতঃ, ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, মুসলমান আক্রমণে বিক্রমশীলা ও নালন্দার বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় নিঃশেষে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সুতরাং, যদিও কোনও পুস্তকাদি থাকা সম্ভব হইত, সে সম্ভাবনাও লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২।২।১০ সূত্রের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি যে, 'Encyclopaedia Brittanica'-র মতে সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সময় 'ব্রহ্মসূত্র' বর্ত্তমান ছিল, এবং ব্যাস ও বাদরায়ণ একই অভিন্ন ব্যক্তি। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মে যখন পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর দেখা দেয়, তাহার পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মসূত্র বর্ত্তমান ছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। অতএব, স্পষ্টতঃ উক্ত সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের মতের বিরুদ্ধে সূত্র রচনা সম্ভব নহে। কাজে কাজেই স্বীকার করিতেই হইবে যে, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র রচনার সময়ও উক্ত মতবাদের বীজ তৎকাল-প্রচলিত বৌদ্ধবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অন্যতর একটি সম্ভাব্য পক্ষ উপস্থাপিত হইতে পারে। উক্ত চারি বৌদ্ধ-সম্প্রদায় প্রচলিত হইবার পর, কথিত সূত্রগুলি পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান "ব্রহ্মসূত্রে," সংযোজিত হওয়া অসম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, এবং ইহার বিরুদ্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিক বরাবরই বিদ্যমান ছিলেন, এবং বৌদ্ধগণের সহিত হিন্দু-গণের তর্কযুদ্ধ বহুকাল হইতে চলিতেছিল। যদি ঐ প্রকার প্রক্ষেপের বিষয় সত্য হইত, তাহা হইলে, তাহা বৌদ্ধ দার্শনিকগণের অবিদিত থাকিত না, এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের তর্কাদিতে তাহার উত্থাপন করিতে ছাড়িতেন না। কিন্তু আমার জ্ঞানতঃ এ প্রকার কোনও আপত্তি বর্ত্তমান নাই।

৩। সমুদায়াধিকরণ ॥

ভিত্তি:—

সূত্র:—২।২।১৮

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ২।২।১৮ ॥

সমুদায় + উভয় হেতুকে + অপি + তদপ্রাপ্তিঃ।

সমুদায়ে:—সংঘাত বা সমষ্টি। **উভয় হেতুকে:**—উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে। **অপি:**—ও। **তদপ্রাপ্তিঃ:**—তৎ অর্থাৎ সমুদায়ের বা সংঘাতের অসিদ্ধি।

সূত্রকার প্রথমতঃ বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মতের আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের মতে চতুর্ব্বিধ পরমাণুই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত (পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু) আকারে সংহত বা মিলিত হয়, এবং এই চতুর্ব্বিধ ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংঘাত বা সমুদায় (সমষ্টি) উৎপন্ন হয় এবং অন্তরস্থ বিজ্ঞান-সন্তান বা বুদ্ধিবৃত্তি প্রবাহ-রূপ-দর্শন, শ্রবণ, বাক্যকথন, মনন, গমন, গ্রহণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদন করে। এই মত খণ্ডনের জন্য সূত্রকার বলিতেছেন যে, পরমাণু হইতে পৃথিব্যাদি ভূত সকল, এবং ভূত সকল হইতে ভৌতিক ব্যাপার সকল—অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় প্রভৃতি সমুদায়—উৎপন্ন হয় স্বীকার করিলেও জগৎ প্রপঞ্চ রূপ সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা বৌদ্ধমতে সমুদায়ের উৎপাদক—পরমাণু, ভূত, ভৌতিক, সবই—অচেতন। ভোগ করে, শাসন করে, নিয়ন্ত্রণ করে, এমন কোনও স্থির চেতন তন্মতে নাই, যে তৎপ্রভাবে উহারা সংহত হইয়া এবং উদ্দেশ্য বিশেষে অনুপ্রাণিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিবে। আবার, সে সকল ক্ষণ-বিনাশী, বিজ্ঞান-সন্তান ভিন্ন বৌদ্ধ স্থির-চেতন আত্মা ও ঈশ্বর স্বীকার করেন না। উৎপাদকগণের কোনও কর্ত্তা বা অধ্যক্ষ না থাকায়, তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য উৎপাদন করে; সুতরাং অবিশ্রান্ত সৃষ্টি ইহার ফল হইবে। প্রলয় ও মোক্ষ হইতে পারে না। আবার বিজ্ঞান-সন্তান বা বিজ্ঞান প্রবাহ, পৃথক্ পৃথক্ এক

একটি বিজ্ঞান বা সন্তানী হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে যে বিজ্ঞান অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব সেই ক্ষণেই বিনষ্ট হওয়ায়, পরবর্ত্তী বিজ্ঞানের পক্ষে তাহার অনুভূতি অসম্ভব। যদি সম্ভব বল, তাহা হইলে রামের অনুভূত বিষয় শ্যামের স্মরণ হইতে পারিবে; কিন্তু প্রত্যক্ষ তাহা দেখা যায় না। যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ববাদ ব্যাহত হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে, আমাদের মতে এই জগৎ পরমার্থতঃ অসৎ হইলেও, এক পরম সত্য সত্তার অধিষ্ঠানে সত্যবৎ প্রতীত হয়, এবং সমুদায় ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহা বিশেষভাবে বলিয়াছেন:—

—(১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১।১।১ শ্লোক, ২।১।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৭।২২ শ্লোক, ও ২।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৭।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। পৃ:—৯৩, ৭৫৮ ৫৯ ও ৭৮৭-৮৮)।

সূত্র:—২।২।১৯

ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ॥

২।২।১৯॥ [রামানুজ-সম্মত পাঠ।]

ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাদিতি চেৎ, নোৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ॥ ২।২।১৯॥

[শঙ্কর, মধ্ব ও বলদেব-সম্মত পাঠ।]

ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাৎ + (উপপন্নম্) + ইতি + চেৎ + ন + সংঘাতভাবা-নিমিত্তত্বাৎ॥ (অথবা), উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ॥

ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাৎ:—পরস্পর পরস্পরের কারণ বলিয়া। (**উপপন্নম্:**—সঙ্গত হয়।) **ইতি:**—ইহা। **চেৎ:**—যদি বল। **ন:**—না। **সংঘাতভাবা-নিমিত্তত্বাৎ:**—যেহেতু উহারা সংঘাত সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে। অথবা—**উৎপত্তিমাত্র নিমিত্তত্বাৎ:**—উৎপত্তি মাত্র নিমিত্ত হেতু, সংঘাতের হেতু নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের উত্তরে বৌদ্ধ বলিতে পারেন যে, আমরা কোনও ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা, সংঘাতকর্ত্তা, স্থির, চেতন (আত্মা বা ঈশ্বর) মানি না সত্য, কিন্তু আমাদের মতে ব্যবহারিক লোকযাত্রা নির্ব্বাহের কোনও ব্যাঘাত হয় না। সমস্তই উপপন্ন হয়। আমাদের মধ্যে অবিদ্যাদির মধ্যে যে পরস্পর কার্য্যকারণ

ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাতেই উহা উপপন্ন হইতে পারে। যুক্তির সহিত মিলিলেই হইল; অন্য কিছুর অপেক্ষা নাই।

ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ—অবিদ্যা, সংস্কার প্রভৃতি ১৮ প্রকার, এবং আরও অধিক পদার্থ স্বীকার করেন। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে আলয় বিজ্ঞান, তাহা হইতে পরপর নাম, নাম হইতে রূপ ইত্যাদিক্রমে বেদনা উৎপন্ন হয়। আবার, বেদনা হইতে প্রতিলোম ক্রমে পরপর অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে জন্ম জরাদি, এবং তজ্জন্য স্থূল সংঘাতাদি, আবার স্থূল সংঘাতাদি হইতে অবিদ্যা উৎপন্ন হয়। এই প্রকার অবিদ্যাদি পরস্পর চক্রভ্রমির ন্যায় নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাবে নিরন্তর আবর্তিত হইতে থাকায়, সংঘাত সিদ্ধ হইতে পারে।

ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিলেন যে, না। তাহাতে বৌদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কেননা, অবিদ্যাদি পরস্পরের উৎপত্তি পক্ষে নিমিত্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সংঘাতের (সমষ্টির বা উহাদের মেলনের) কারণ হইতে পারে না। কেননা, স্থিরত্বাদি রহিত পদার্থে স্থিরত্বাদি বুদ্ধি, তোমাদের মতে অবিদ্যা। তজ্জন্য যদিও রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু উহারা অপর ক্ষণিক পদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না। কারণ শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদি বুদ্ধি, তাহা কখনও শুক্তি প্রভৃতি পদার্থের সংহতত্ব-জনক হয় না। অন্যপক্ষে যদি সংঘাত ভাব স্বীকার না কর, তাহা হইলে ব্যবহারিক ব্যাপার সম্পাদন হইতে পারে না। আরও কথা,—ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ব বুদ্ধি হয়, সেও পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, রাগাদি উৎপন্ন হইবে কাহার? আর, যাহারা স্থিরতার কোনও একটি দ্রব্যকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানের যে উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি, অর্থাৎ জ্ঞান নাশের পরও যে সংস্কার বিদ্যমান থাকে, ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব। স্থির আশ্রয় না থাকিলে, সংস্কার কাহাকে আশ্রয় করিয়া অনুবৃত্ত হইবে?

পক্ষান্তরে, আমাদের মতে এক নিত্য, সত্য, সত্তা, সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টিতে ও সৃষ্টির পরে, চির বিদ্যমান স্বীকার করায়, সমুদায় সুন্দর-রূপে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ভাগঃ ২৯।৩২

—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না,

স্থূল, সূক্ষ্ম, জগৎকারণ প্রকৃতিও আমা হইতে ভিন্ন ভাবে ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমিই আছি, এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চও আমিই। প্রলয়ে যাহা অবশেষরূপে থাকিবে, তাহাও আমিই। ফলতঃ, আমি অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, পূর্ণস্বরূপ। ভাগঃ ২।৯।৩২

সূত্র :—২।২।২০

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২।২।২০

উত্তরোৎপাদে + চ + পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥

উত্তরোৎপাদে :—পরবর্ত্তী ক্ষণের উৎপত্তি কালে। **চ :**—ও। **পূর্ব্বনিরোধাৎ :**—পূর্ব্ব ক্ষণের অভাব হেতু।

পূর্ব্ব সূত্রে তর্কের খাতিরে অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির কারণ, ইহা স্বীকার করিলেও, উহারা সংঘাত রচনার কারণ নহে, বলা হইয়াছে। এখানে সূত্রকার বলিতেছেন যে, বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে, বৌদ্ধ মতে ঐ প্রকার কারণতা সিদ্ধ হয় না। বৌদ্ধ বলেন যে, পরক্ষণ জন্মিবামাত্রই পূর্ব্বক্ষণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহাদের হেতু, ফলভাব বা কারণকার্য্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পূর্ব্বক্ষণ ধ্বংস পাইলে বা অভাবগ্রস্ত হইলে, তবে পরক্ষণের জন্ম হইবে। কিন্তু অভাব হইতে কি কোনও ভাব বা উৎপত্তি হইতে পারে? যদি বল যে, পূর্ব্বক্ষণের ভাবাবস্থা থাকিতে থাকিতেই পরক্ষণ উৎপন্ন হয়, তাহাও অযুক্ত; কেননা, ভাবভূত বস্তুর—ব্যাপারান্তর কল্পনা করিতে গেলেই ক্ষণান্তর প্রয়োজন, এবং তাহা হইলে, ক্ষণিকত্ব-বাদ ধ্বংস হয়।

আর যদি বল যে, উৎপত্তিই তাহার ব্যাপার, অন্য ব্যাপার নাই, তাহা হইলেও পরিত্রাণ নাই। কেননা, যাহা জন্মিবে, তাহা যদি তাহার হেতুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তাহা হইলে, তাহা জন্মিতেই পারিবে না। আবার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে গেলে, উহার তৎকাল স্থায়িত্ব স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা হইলে ক্ষণিকবাদ বিনষ্ট হয়। আর যদি কারণের সহিত কোনও প্রকার সম্বন্ধ ব্যতীত কার্য্য জন্মে ইহা বল, তাহা হইলে যে কোনও কারণ হইতে সর্ব্ববিধ কার্য্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা জন্মিতে পারিত; কিন্তু তাহা যখন হয় না, তখন কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ থাকিতেই হইবে।

আবার উৎপত্তি নিরোধকে বস্তুর স্বরূপ বলিবে, বা বস্তুর অবস্থান্তর বলিবে, অথবা পৃথক বস্তু বলিবে? যদি বস্তুর স্বরূপ বল, তবে বস্তু, উৎপত্তি, নিরোধ, একই পর্য্যায়ভুক্ত, একই অর্থদ্যোতক হইয়া পড়িবে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। যদি বস্তুর অবস্থান্তর বল, অর্থাৎ বস্তুর আদ্য অবস্থা উৎপত্তি ও অন্ত অবস্থা নিরোধ; তাহা হইলে, বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্ত—তিন ক্ষণ থাকে, মানিতে হয়। তাহাতে ক্ষণিকবাদ থাকে না। অন্যপক্ষে যদি উহারা অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু হয়, যেমন গো, অশ্ব, পাষাণ, তাহা হইলে উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্পর্ক থাকে না। তাহা হইলে বস্তু মাত্রই অবিকারী, নিত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং, তাহাও গ্রাহ্য নহে।

উৎপত্তি ও নিরোধ যদি দর্শনাদর্শনের বোধক হয়, তাহা হইলেও, ঐ উভয়, দর্শকের ধর্ম্ম, বস্তুর ধর্ম্ম নহে। তাহাতেও বস্তুর চিরস্থায়িত্ব সিদ্ধ হয়।

আরও এক কথা, চক্ষুঃ বা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত, যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, ক্ষণিকত্ব নিবন্ধন, জ্ঞানোৎপত্তির কালে তাহা বিদ্যমান না থাকায়, কোনও পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

সূত্র :—২।২।২১

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা॥ ২।২।২১

অসতি + প্রতিজ্ঞোপরোধঃ + যৌগপদ্যম্ + অন্যথা।

অসতি :—না থাকিলে। **প্রতিজ্ঞোপরোধঃ :**—প্রতিজ্ঞার বাধা হয়। **যৌগপদ্যম্ :**—এককালীনত্ব। **অন্যথা :**—নচেৎ।

বৌদ্ধ যদি বলেন যে, কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা হানি দোষ হয়। অথবা যদি বলেন যে, কারণ ও কার্য্য যুগপৎ কার্য্যোৎপত্তি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞা হানি হয়।

পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ক্ষণিকবাদে পূর্ব্বক্ষণ (পূর্ব্ব বস্তু) অভাবগ্রস্ত হয়, সে কারণ তাহা তদুত্তর ক্ষণের (বস্তুর) উৎপাদক হইতে পারে না। যদি বৌদ্ধ বলেন যে, কারণ না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না। কারণ, ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অধিকারী, সহকারী, আলম্বন ও সমনন্তর প্রত্যয়, এই চারিটি হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত্য জন্মে। যদি কারণ কার্য্যের উৎপাদক না হয়, তবে উক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে

কি প্রকারে? আবার বিনা কারণে কার্য্যোৎপত্তি স্বীকার করিলে, সকল স্থানে সকল সময়ে, সকল কার্য্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে।

যদি উক্ত দোষ পরিহারার্থ বৌদ্ধ বলেন যে, পূর্ব্বক্ষণ (বস্তু) উত্তর ক্ষণের উৎপত্তি পর্য্যন্ত অবস্থান করে, তাহা হইলেও, তাঁহাদিগকে কারণের ও কার্য্যের যৌগপদ্য মানিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে। কেননা, তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলেন যে, সমুদায় ভাব, সমুদায় সংস্কার, ক্ষণিক অর্থাৎ ক্ষণমাত্র স্থায়ী। কার্য্য কারণের যৌগপদ্য এবং উভয়ের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিলে কারণ ও কার্য্যের পার্থক্য বিলোপ হয়।

সূত্র :—২।২।২২

প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যা-নিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২।২।২২

প্রতিসংখ্যা + অপ্রতিসংখ্যা + নিরোধ + অপ্রাপ্তিঃ + অবিচ্ছেদাৎ ॥

প্রতিসংখ্যা নিরোধ :—বুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশ, যেমন মুদ্গরাদি দ্বারা ঘটাদির ধ্বংস। **অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ :**—অবুদ্ধি পূর্ব্বক বিনাশ—বস্তুর স্বভাব বশতঃ প্রতিক্ষণে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে। বস্তু পূর্ব্বক্ষণে যে প্রকার ছিল, ঠিক তাহার পরক্ষণে সে প্রকার থাকে না। তবে সে পরিণতি বা ধ্বংস এত সূক্ষ্ম যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। **অপ্রাপ্তিঃ :**—অসম্ভবতা। **অবিচ্ছেদাৎ :**—যে হেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

ভূমিকায় উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধগণ আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ এবং অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ, এই তিন পদার্থকে—অভাব, অবস্তু, তুচ্ছ ও স্বরূপশূন্য বলিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে সূত্রকার এই সূত্রে শেষোক্ত দুইটির বিচার করিতেছেন। আকাশ সম্বন্ধে বিচার পরে করিবেন।

প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধকে যে বৌদ্ধ তুচ্ছ, অবস্তু বলেন, তাহা হইতে পারে না। যদি নিরন্বয় বিচ্ছেদ সম্ভব হইত, অর্থাৎ, কারণের সহিত বিনষ্ট কার্য্যের কোনও প্রকার সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে উহা উপপন্ন হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু নিরন্বয় ধ্বংস দেখা যায় না। একটি ঘটকে মুদ্গর প্রহারে চূর্ণ কর; উহার চূর্ণীকৃত অংশ সকল, তাহার কারণ মৃত্তিকার পরিচয় দিবে। একটি স্বর্ণকুণ্ডলকে অগ্নিতে পোড়াইয়া, হাতুড়ির আঘাতে নষ্ট কর, উহা তাহার কারণ স্বর্ণের পরিচয় দিবে। এক বিন্দু জল তপ্ত উপলখণ্ডে পাতিত কর, জলবিন্দুর দৃশ্যতঃ নাশ হইবে, পদার্থবিদ্যাকে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে যে, উহা আকাশস্থ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

একটি জলন্ত প্রদীপকে নিবাইয়া দাও, রাসায়নিককে জিজ্ঞাসা কর, উত্তর পাইবে যে, উহার তৈল, বর্ত্তি প্রভৃতি রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইয়া আকাশে বাষ্পাকারে বিদ্যমান আছে। প্রত্যভিজ্ঞাও সেই সাক্ষ্যই দিবে। সুতরাং কার্য্য ধ্বংসে কারণের সহিত বিচ্ছেদ না হওয়ায়, প্রতিসংখ্যা—অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ অবস্তু, তুচ্ছ নহে।

বিশেষতঃ, ক্ষণিক কারণ-কার্য্য-শৃঙ্খলের বিদ্যমানতায় সম্পূর্ণ নিরোধ বা ধ্বংস হইতে পারে না। কারণ, শেষ ক্ষণে বিদ্যমান কারণ, হেতু বা কারণ রূপে উহার ফল বা কার্য্য, হয় উৎপন্ন করিবে বল, নয় বল, উৎপন্ন করিবে না। যদি বল, উৎপন্ন করিবে, তাহা হইলে কারণ-কার্য্য-শৃঙ্খলের নিরোধ হইল না। আর যদি বল, উৎপন্ন করিবে না, তাহা হইলে ফল দাঁড়াইবে যে, শেষ কার্য্য অভাব মাত্র, উহা বাস্তবিক বিদ্যমান নাই, কারণ, বৌদ্ধ বলেন যে, কোনও বস্তুর সত্তা, তাহার কার্য্য বা ফল উৎপন্ন করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। শেষ কার্য্যের অবিদ্যমানতা আবার প্রতিলোম ক্রমে সমগ্র কারণ-কার্য্য-শৃঙ্খলের অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিবে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন যে, স্থির, নিত্য, সাক্ষী স্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া, তাহার উপাধি কর্ম্মময় মনই (অন্যস্থানে অহঙ্কার বলিয়াছেন, বস্তুতঃ পার্থক্য নাই)—লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে ও জন্মমৃত্যু গ্রহণ করে। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যে পরিণাম কাল প্রভাবে হইতেছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করে না। অর্থাৎ প্রতি-সংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের আশ্রয়, নিত্য, স্থির, সাক্ষী এবং ভূতভৌতিক এবং চিত্ত-চৈত্ত্য হইতে ভিন্ন—আত্মা।

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৬

ধ্যায়ন্মনোঽনুবিষয়ান্ দৃষ্টান্ বানুশ্রুতানথ।
উদ্যৎ সীদৎ কর্ম্মতন্ত্রং স্মৃতিস্তদনুশাম্যতি॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৭

বিষয়াভিনিবেশেন নাত্মানং যৎ স্মরেৎ পুনঃ।
জন্তো র্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্ম্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৮

জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্বভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্নমনোরথঃ॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৯

স্বপ্নং মনোরথং চেত্থং প্রাক্তনং ন স্মরত্যসৌ।
তত্র পূর্ব্ব মিবাত্মানমপূর্ব্বঞ্চানুপশ্যতি ॥ ভাগঃ ১১।২২।৪০

নিত্যদা হ্যঙ্গ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।
কালেনালক্ষ্যবেগেন সূক্ষ্মত্বাত্তন্ন দৃশ্যতে। ভাগঃ ১১।২২।৪২

—ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনই ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে, আত্মা তাহা হইতে ভিন্ন হইয়াও আশ্রয় রূপে তাহার অনুবর্ত্তী হয়েন। এই কর্ম্মময় মনই কর্ম্মোপস্থাপিত দৃষ্ট, শ্রুত বিষয় ধ্যান করতঃ কর্ম্মানুসারে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়, তৎপশ্চাৎ স্মৃতিও বিনষ্ট হয়। কর্ম্মোপস্থাপিত বিষয়ে অত্যন্তাভিনিবেশ জন্য, হর্ষশোকাদি হেতুবশতঃ, কোনও জন্তুর আর পূর্ব্ব দেহের স্মৃতি থাকে না। এই অত্যন্ত বিস্মৃতির নামই মৃত্যু। পুরুষের অভিমান বশতঃ আত্মরূপে যে বিষয় স্বীকার, তাহারই নাম স্মৃতির উৎপত্তি বা জন্ম। যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। এইরূপ প্রাক্তন স্বপ্ন ও মনোরথ স্মরণ হয় না। কিন্তু প্রাক্তন আত্মাতেই অপূর্ব্বরূপে উৎপন্ন হইবার হেতু নূতনের ন্যায় দর্শন করে। প্রাণিগণের শরীর অলক্ষ্যগতি কাল প্রভাবে প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে। কালের সূক্ষ্মত্ব প্রযুক্ত অবিবেকী লোকেরা তাহা বুঝিতে পারে না। ভাগঃ ১১।২২।৩৬ —৪০, ৪২।

সূত্র :—২।২।২৩

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২।২।২৩

উভয়থা + চ + দোষাৎ ॥

উভয়থা :—উভয় প্রকারে। **চ :**—ও। **দোষাৎ :**—দোষহেতু।

বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন যে, অবিদ্যাদির নিরোধে মোক্ষ বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। অবিদ্যাদির নিরোধ পূর্ব্বসূত্রোক্ত নিরোধদ্বয়ের অন্তঃপাতী। যদি বৌদ্ধমত স্বীকার করিতে হয়, তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, অবিদ্যাদির নিরোধ কি সসহায় (অর্থাৎ যম নিয়মাদি অঙ্গের সহিত) সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা হয়, অথবা, আপনাপনিই হয়? যদি প্রথম পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে সমুদায় পদার্থ স্বভাবতঃ ক্ষণবিনাশী, এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিতে হইবে। আর যদি আপনাপনি হয়, বল, তবে অবিদ্যাদি নিরোধের উপদেশ নিরর্থক, এবং বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সদাচার নিয়মাবলীর কোনও সার্থকতা থাকে না।

সূত্র ঃ—২।২।২৪

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২।২।২৪

আকাশে + চ + অবিশেষাৎ ॥

আকাশে ঃ—আকাশে। **চ ঃ**—ও। **অবিশেষাৎ ঃ**—বিশেষ না থাকায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধমতে আকাশ, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, ইহার অভাব, অবস্তু ও তুচ্ছ। কিন্তু আকাশ নিত্য। প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ সম্বন্ধে বিচার পূর্ব্বে করা হইয়াছে। সূত্রকার বর্ত্তমানে আকাশ সম্বন্ধে বিচার উত্থাপন করিয়া বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিতেছেন।

আকাশে অভাব বা নিরুপাখ্যতা বা তুচ্ছতা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি যে সমুদায় বস্তুকে ভাবস্বরূপ বলিয়া বৌদ্ধ স্বীকার করেন, সে সমুদায়ের ন্যায় আকাশেরও প্রতীতি অবাধিত। অর্থাৎ, আকাশ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় না। অতএব, ইহা পৃথিব্যাদির ন্যায় ভাবস্বরূপ হইবে না কেন? বিশেষতঃ, শ্যেন, গৃধ্র, পারাবত ইত্যাদি উড়িতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং উহাদের বিচরণ স্থানরূপ ভাবরূপেই আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে।

এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের অভাবই আকাশ; তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। এ প্রতিজ্ঞা বিচারসহ নহে। কেননা, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, আকাশ—পৃথিব্যাদি ভাব পদার্থের কি প্রকার অভাব? প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব বা অন্যোন্যাভাব? যদি পৃথিব্যাদি ভাব-পদার্থের প্রাগভাব বা ধ্বংসাভাব আকাশ হয়, তাহা হইলে পৃথিব্যাদি ভাববস্তু বিদ্যমান থাকা কালে, কোনও প্রকার আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না। সুতরাং, জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইবে। যদি অন্যোন্যাভাব বল, অন্যোন্যাভাব যখন প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ, তখন উহাদের অন্তরালে, (অর্থাৎ, যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন), আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না। আর পৃথিব্যাদি সর্ব্ব পদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই নহে। সুতরাং, আকাশকে অত্যন্তাভাবও বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে আমাদের মত কি প্রকার বিশদ, অনুধাবন কর। শ্রুতি বলিয়াছেন, **"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ।"** তৈত্তিঃ ২।১। পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। এবং ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।৩ মন্ত্র প্রদর্শিত উপায়ে

পঞ্চীকরণ পদ্ধতি অনুসারে ভূতাকাশ—(আকাশ ½+তেজঃ ⅛+বায়ু ⅛+অপ্‌ ⅛+ক্ষিতি ⅛), তেজঃ, বায়ু, অপ্‌ ও ক্ষিতির অংশাদি থাকায়, তৈজস অংশ হেতু, নীলাদি রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। **অতএব, বৌদ্ধমত পরিত্যাজ্য ও বেদান্ত মত গ্রহণীয়।**

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন :—তামস অহঙ্কার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া শব্দ তন্মাত্র, ও তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল। উহা পরমাত্মার লিঙ্গ বা শরীর। ৩।৫।৩২

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ৩৫।৩২

অন্যত্রও আছে :—

তামসাচ্চ বিকুর্ব্বাণাদ্ভগবদ্বীর্য্যচোদিতাৎ।

শব্দমাত্রমভূত্তস্মান্নভঃ শ্রোত্রন্তু শব্দগম্‌ ॥ ভাগ : ৩।২৬।৩১

—ভগবানের শক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত তামস অহঙ্কার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, শব্দ তন্মাত্র, এবং তাহা হইতে নভঃ, এবং শব্দ গ্রহণকারী শ্রোত্র উৎপাদন করিল। ভাগঃ ৩।২৬।৩১

সূত্র :—২।২।২৫

অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ভাগঃ ২।২।২৫

অনুস্মৃতেঃ + চ।

অনুস্মৃতেঃ :—প্রত্যভিজ্ঞা বা স্মরণ হেতু। **চ** :—ও।

"ইহা সেই বস্তু" এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া ও ঘটাদি পদার্থের—ক্ষণিকত্ব সঙ্গত হয় না। অতীত ও বর্ত্তমান কালে সম্বন্ধ যুক্ত একই বস্তু বিষয়ে, যে অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একই ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহার নাম প্রত্যভিজ্ঞা। সুতরাং, পূর্ব্বাপর কালবর্ত্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক না হইলে, ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না। অনুভব জনিত স্মরণ অনুভব কর্ত্তাতেই হয়। সুতরাং অনুভব কর্ত্তার স্থায়িত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। বস্তু একজন উপলব্ধি করিল, অন্য উপলব্ধির আর একজন ফলস্বরূপ স্মরণ করিল, ইহা সম্ভব নহে। "ইহা সেই গঙ্গা", 'ইহা সেই আলোক'—এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্য নিবন্ধন হইতে পারে। কিন্তু "ইহা সেই ঘটাদি"—ইহা প্রত্যভিজ্ঞা সাদৃশ্য নিবন্ধন নহে; এখানে বস্তুর একতা বিদ্যমান। গঙ্গা বা আলোকের স্থলে, যে জলরাশি আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সে জলরাশি অধুনা বর্ত্তমান নাই, তবে

গঙ্গা প্রবাহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আলোক সম্বন্ধেও তাই। কিন্তু এই দুই স্থলে যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, সেই পূর্ব্বদ্রষ্টা অপর কালে বর্ত্তমান থাকায়, তবে ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে। যদি পূর্ব্বদ্রষ্টার ধ্বংস হইয়া যাইত, এবং বর্ত্তমান দ্রষ্টা যদি বিভিন্ন ব্যক্তি হইত, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব হয় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে রামের দর্শনে শ্যামের প্রত্যভিজ্ঞা কেন না হইবে? ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, গঙ্গাপ্রবাহ বা আলোকাদির ভেদসাধক প্রমাণ বিদ্যমান দেখা যায়, কিন্তু ঘটাদিতে সেরূপ কোনও প্রমাণ বিদ্যমান নাই। সুতরাং পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটই পরে দৃষ্ট হইল, ইহাই প্রতীতি হয়। সাদৃশ্য-মূলক প্রতীতি হয় না।

বাহ্যবস্তুর পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর সহিত একতা সম্বন্ধে বরং সংশয় হইতে পারে, স্মরণ শক্তির তীব্রতার তারতম্য হেতু। কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাহা হইতে পারে না। যে আমি পূর্ব্বে ঘটাদি দেখিয়াছিলাম, এখন কি সেই আমিই উহাদিগকে দেখিতেছি, এরূপ সংশয় কোনও কালে কাহারও হয় না, তাহার কারণ, একের অনুভূত বস্তুতে অপরের স্মৃতি অসম্ভব। সন্তান-ঐক্য নিয়ামক, ইহাও বলিতে পার না। কেননা স্থায়ী সন্তান স্বীকার করিলে পক্ষান্তরে স্থির আত্মা স্বীকার করা হইল। এবং তাহা হইলে আমাদের মতই ত গ্রহণ করা হইল। আবার, স্থায়ী সন্তান অস্বীকার করিলে, অন্য স্মৃতির অসিদ্ধি হয়।

এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের ক্ষণিকত্ব অর্থ কি? উহা ক্ষণ-সম্বন্ধ? বা, ক্ষণেই উৎপত্তি-বিনাশ? যদি বল, ক্ষণ-সম্বন্ধ, তাহা হইতে পারে না, কারণ, স্থায়ী বস্তু মাত্রেরই ক্ষণ-সম্বন্ধ আছে। আর, যদি বল, ক্ষণেই উৎপত্তি ও ক্ষণেই বিনাশ, তাহা হইলে, কোনও বস্তুই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি উৎপত্তি মাত্রেই বিনাশ হইল তবে বস্তু প্রত্যক্ষে কখন আসিবে? কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ বস্তু ত দেখা যায়। অতএব, বৌদ্ধমত গ্রহণীয় নহে।

অপর পক্ষে, শ্রীমদ্‌ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন, যদিও বিষয় পরমার্থতঃ অসৎ, তথাপি তাহার অনুস্মৃতি হেতু সংসার নিবৃত্তি হয় না। যেমন স্বপ্নে বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও তাহার অনুস্মৃতি হেতু নানা প্রকার অনর্থাগম হইয়া থাকে। কিন্তু যদি আত্মা স্থির ও নিত্য না হয়, তবে তাহা হইবার ত কোনও কারণ নাই। তাহা হইলে, মোক্ষের জন্য প্রচেষ্টার কোনও প্রয়োজন নাই।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।

ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥ ভাগঃ ১১। ২২। ৫৬

—বিষয় পরমার্থতঃ অবিদ্যমান হইলেও, সংসার নিবৃত্তি হয় না, যেমন বিষয়ানুধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নকালেও অনর্থাগম হইয়া থাকে।

ভাগঃ ১১ | ২৮ | ১৩

—প্রবহমান জলস্রোতের এই সেই জল, এই প্রকার সাদৃশ্য হেতু প্রত্যভিজ্ঞা, এবং জাজ্জল্যমান দীপের এই সেই দীপশিখা, এই প্রকার সাদৃশ্য হেতু প্রত্যভিজ্ঞা যেমন, সেইরূপ পরিণতি অভিমুখে,—বাল্য-তারুণ্য-প্রৌঢ়ত্বাদি অবস্থা পথে প্রবহমান মনুষ্য দেহের সম্বন্ধে এই সেই মনুষ্য, এই প্রকার সাদৃশ্যমূলক প্রত্যভিজ্ঞা যদিও বাস্তবিক অসত্য, এবং ইহা ব্যর্থজীবিত অবিবেকী মনুষ্যেরই হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রত্যভিজ্ঞার আধার আত্মা জন্ম-বিনাশশূন্য। মহাভূতরূপে অগ্নি চিরস্থায়ী হইলেও যেমন কাষ্ঠ সংযোগে জন্ম ও কাষ্ঠ বিয়োগে মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ অজ ও অমর আত্মা বীজভূত কর্ম্ম দ্বারা জন্মিলেন ও মরিলেন বলিয়া প্রতীত হয়েন। ভাগঃ ১১।২২।৪৪—৪৫।

সোঽয়ং দীপোঽর্চ্চিষাং যদ্বৎ স্রোতসাং তদিদং জলম্।
সোঽয়ং পুমান্ ইতি নৃণাং মৃষা গীর্ধী র্মৃষায়ুষাম্॥

ভাগঃ ১১।২২।৪৪

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংযুতঃ॥ ভাগঃ ১১।২২।৪৫

এ পর্য্যন্ত বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ দোষসমূহ উক্ত হইল। ২।২।২০ সূত্রে যে উক্ত হইয়াছে যে, চক্ষু বা অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, ক্ষণিকত্ব নিবন্ধন জ্ঞানোৎপত্তিকালে তাহা বিদ্যমান না থাকায়, কোনও পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ইহার বিরুদ্ধে সৌত্রান্তিক দণ্ডায়মান হইতেছেন। তাঁহার মতে, জ্ঞানোৎপত্তি-কালে বিজ্ঞেয় বস্তু, ক্ষণিকত্ব নিবন্ধন নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া, যে উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, তাহা ঠিক নহে। বিজ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানে নিজের আকার সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞান নিজের আকারে আকারিত করিয়া বিনষ্ট হইয়া গেলেও, জ্ঞানোৎপত্তির বাধা হইতে পারে না। নীলাদি দৃশ্য পদার্থ, জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া, বিনষ্ট হইলেও, জ্ঞানগত সেই নীলাদি অনুমিত হইয়া থাকে। জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র ঃ—২।২।২৬

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২।২।২৬

ন + অসতঃ + অদৃষ্টত্বাৎ ।

নঃ—না। **অসতঃ ঃ**—অসতের। **অদৃষ্টত্বাৎ ঃ**—যেহেতু দেখা যায় না।

অসতের কার্য্যজনন সামর্থ্য কোথাও দেখা যায় না। ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মী বা গুণী বিনষ্ট হইয়া গেলে, তাহার ধর্ম্ম বা গুণ, অন্যত্র ঠিক সেই ভাবে সেই পরিমাণে সংক্রামিত দেখা যায় না। প্রতিবিম্বাদিও স্থির পদার্থের হইয়া থাকে, অবিদ্যমান পদার্থের হয় না ; এবং প্রতিবিম্বও বিম্ব পদার্থকে ত্যাগ করিয়া মাত্র তদ্‌গত ধর্ম্মের হয় না। অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া তদ্‌গত নীলাদি রূপের কোথাও প্রতিবিম্ব পাত হইতে পারে না। এই হেতু, জ্ঞানবৈচিত্র্য দৃশ্য পদার্থের বৈচিত্র্যের উপর, এবং জ্ঞানকালে জ্ঞেয় পদার্থের সদ্ভাবের উপর নির্ভর করে।

অভাব হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি কোথাও হয় না। যদি হইত, তবে বিভিন্ন কার্য্যোৎপত্তির জন্য বিভিন্ন কারণের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, অভাবের কোনও বিশেষ নাই। অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য বিনষ্ট বীজে যে অভাব, শশশৃঙ্গেও সেই অভাব। যদি বল, উভয় অভাব পৃথক্, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যোৎপত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন অভাবের বিশেষত্ব আছে, অর্থাৎ, অঙ্কুরোৎপত্তির জন্য বীজের অভাব, দধি উৎপত্তির জন্য দুগ্ধের অভাব হইতে পৃথক্, তাহা হইলে, যেমন নীল, রক্ত, শ্বেত ইত্যাদি, উৎপলের বিশেষক বা ভেদ নিষ্পাদক, সেইরূপ, অভাবেরও বিশেষক বা ভেদ নিষ্পাদক স্বীকার করিলে, উৎপলের ন্যায় অভাবেরও ভাবত্ব মানা হইবে। কেবল, কথায় অভাব বলিলে ত হইবে না, কার্য্যতঃ ভাবই।

কার্য্যবস্তু মাত্রেই কারণ বস্তুর ভাবরূপে বিদ্যমান সত্তার উপলব্ধি প্রত্যক্ষতঃ আছে। মৃন্ময় ঘটাদিতে মৃত্তিকাই উপলব্ধি হয়, কার্পাসতন্তু উপলব্ধ হয় না। স্বর্ণালঙ্কারে সুবর্ণ ই অনুস্যূত দেখিতে পাওয়া যায়। বীজানুগত অবিনষ্ট বীজাবয়ব রাশিই অঙ্কুরাদির উৎপাদক। আরও দেখ, বৌদ্ধ মতে চতুর্ব্বিধ পরমাণু হইতেই ভূত-ভৌতিক পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। অভাব হইতে উৎপন্ন হয় বলায় নিজ প্রতিজ্ঞাহানি দোষ হইতেছে।

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসিচ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৪

—হে পুত্রগণ! সত্য বটে, অন্তঃকরণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, এবং বিষয় সকলও অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে, বিষয় ও অন্তঃকরণ উভয়ই মদাত্মক, এবং উভয়ই জীবের দেহরূপ উপাধি, উহার স্বরূপ নহে। ভাগ ঃ ১১।১৩।২৪

ভাগবত বলিতেছেন যে, দেহ বল, অন্তঃকরণ বল, বিষয় বল, সমুদায় ব্রহ্মাত্মক।

পুনরায় উভয় মতের সাধারণ দোষ কথিত হইতেছে ঃ—

সূত্র ঃ—২।২।২৭

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২।২।২৭ ॥
উদাসীনানাম্ + অপি + চ + এবং + সিদ্ধিঃ ॥

উদাসীনানাং ঃ—চেষ্টাহীন দিগের। **অপি ঃ**—ও। **চ ঃ**—সমুচ্চয়। **এবং ঃ**—এইরূপ। **সিদ্ধি ঃ**—ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি।

যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কোনও চেষ্টা করে না, তাহাদের চেষ্টার অভাব হইতে অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে। কেননা, অভাব সর্ব্বত্র সুলভ। বিনা কৃষিকার্য্যে শস্যলাভ হউক, বিনা মৃত্তিকায় এবং কুম্ভকারের বিনা চেষ্টায় ঘটাদি উৎপন্ন হউক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধদেবের উপদেশ পরম্পরা নিরর্থক হউক, স্বর্গ ও মোক্ষলাভ স্বতঃই হউক—কিন্তু জগতে এ প্রকার দেখা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের চেষ্টা, পরবর্ত্তী কালের ফলোৎপাদনের হেতু হয়, ইহাই দেখা যায়। অতএব, বৌদ্ধমত উপেক্ষণীয়।

পূর্ব্ব সূত্র পর্য্যন্ত বাহ্যাস্তিত্ববাদী—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকগণের মতের বিচার হইল। সম্প্রতি বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মত বিচার আরম্ভ হইল। উহাদের মত পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে একমাত্র বিজ্ঞানই, কল্পিত নীলাদি আকারে প্রমেয়, অবভাস রূপে ফল, অর্থাৎ, প্রমিতি-গোচরতা, স্তম্ভ বা কৃত্যরূপে জ্ঞান, শক্তিরূপে প্রমাণ, এবং আশ্রয়রূপে জ্ঞাতা বা জীব—এই প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়া লোক ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। তাঁহারা আরও বলেন যে, জ্ঞানের ও বিষয়ের সহোপলব্ধি

নিয়ম আছে, অর্থাৎ, বিষয় ব্যতীত কেবল জ্ঞান, অথবা জ্ঞান ব্যতীত কেবল বিষয়, কেহ কখনও অনুভব করে না। এই সহোপলব্ধি নিয়মের দ্বারা বিষয় ও বিজ্ঞান এই দুইয়ের অভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের মতে বাহ্যবস্তু নাই, অথচ তদাকার জ্ঞান হয়, ইহার কারণ তাঁহারা বলেন যে, বিজ্ঞানই পূর্ব্বক্ষণে বাহ্যবস্ত্বাকার হইয়া, পরক্ষণেই তাহার গ্রাহকাকার ধারণ করে। বাহিরে কিছুই নাই, অন্তঃস্থ জ্ঞানই, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের, উভয়ের আকার ধারণ করে। ইহার দৃষ্টান্ত—স্বপ্ন, মরীচিকা। ইহাতে সন্দেহ হয় যে, বাহিরে যখন কিছুই নাই, তখন অন্তরে জ্ঞানের বৈচিত্র্য কি প্রকারে হয়। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন, বিচিত্র বাসনা (বিজ্ঞান-সংস্কার) প্রভাবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সংসার বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি। সুতরাং বাসনা-প্রবাহও অনাদি। এই বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-সংস্কার পরস্পর পরস্পরের কারণ ও কার্য্য, এবং তদনুসারে জ্ঞান-বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে এই বাসনা দ্বারাই বিনা বস্তুতে জ্ঞানবৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্র করিলেন।

৪। **উপলব্ধ্যধিকরণ॥**

ভিত্তি :—

সূত্র :—২।২।২৮

নাভাব উপলব্ধেঃ॥ ২।২।২৮

ন + অভাবঃ + উপলব্ধেঃ॥

ন :—না। **অভাবঃ :**—অসদ্ভাব। **উপলব্ধেঃ :**—উপলব্ধি হেতু।

স্তম্ভ, কুড্য, ঘটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অনুভূত হইতেছে, তৎ সমস্তের অভাব অর্থাৎ উহারা যে "অভাব" পদার্থ তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে। যদি অনুভবের গোচরীভূত পদার্থের অভাব স্বীকার করিতে হয়, তবে অনুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়। বিবেচনা কর, কেহ কখনও উপলব্ধিকে, স্তম্ভ, কুড্য, ঘট এতদ্রূপে অনুভব করে না; পরন্তু সকলেই উহাদিগকে উপলব্ধির বিষয় রূপে অনুভব করে। ইহার প্রমাণ তোমাদের নিজেদের উক্তিতেই। তোমরা বলিয়া থাক যে, বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তরেই আছে, কিন্তু বহিঃস্থিতের ন্যায়-অবভাসিত হয়। যদি তাহারা বাহিরে আদৌ না থাকে, তাহা হইলে বহিঃস্থিতের ন্যায় কি করিয়া বলিতে পার? বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়, ইহা কেহই বলে না। অতএব, অনুভবের অনুরূপ বস্তু স্বীকার করিতে হইলে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, পদার্থ বাহিরেই প্রকাশ পায়, বহিঃস্থিতের ন্যায় প্রকাশ পায় না।

আরও দেখ, লোকে সাধারণতঃ বলে 'আমি স্তম্ভ জানিতেছি বা অনুভব করিতেছি'। ইহাতে কর্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া, তিনটি পৃথক্ উল্লেখ আছে, —কর্তা—জ্ঞাতা; ক্রিয়া—জ্ঞান; ও কর্ম্ম—জ্ঞেয়। ইহারা পরস্পর পৃথক্। সুতরাং—জ্ঞানাতিরিক্ত জ্ঞেয় পদার্থের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইতেছে। উহা জ্ঞান হইতে অভিন্ন, ইহা বলিবার কোনও হেতু নাই।

জ্ঞান বিষয়ের স্বরূপ, অর্থাৎ জ্ঞানের আকার ও বিষয়ের আকার অভেদ; ইহার দ্বারা বিষয়ের অভাব বা না থাকা সিদ্ধ হয় না। কারণ, বিষয় না থাকিলে, বিষয়ের সারূপ্যও থাকে না। সুতরাং, বিষয় থাকা, ও তাহার অস্তিত্ব বাহিরে, তাহাও মানিতে হয়। জ্ঞানকে কেহ কখনও পৃথক্ দেখে

নাই। এই যে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের সহোপলব্ধি, ইহা অভেদমূলক নহে—উপায়োপেয়মূলক—জ্ঞেয়, অর্থাৎ বিষয়, জ্ঞানের উপায় বা উৎপাদক বা সাধক, এবং জ্ঞান, উপেয় বা উৎপাদ্য বা সাধ্য—উভয়ে সাধ্য-সাধক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়াই সহোপলব্ধি হইয়া থাকে, অভেদ জন্য নহে।

তোমরা যে বল, বাসনাবশতঃ জ্ঞান-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে,—বাহ্য পদার্থ-বশতঃ নহে—ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। নিরন্তর বিনাশশীল জ্ঞান সমূহের অনুগত স্থিরতর কিছুই না থাকায়, বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করা সুকর নহে। পূর্ব্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অনুৎপন্ন পরবর্ত্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার উৎপাদন করিবে? বাসনা এক প্রকার সংস্কার। সংস্কার নিরাশ্রয় থাকিতে পারে না। কিন্তু বৌদ্ধমতে কোনও প্রকার স্থির আশ্রয় পাওয়া যায় না। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতঃই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। অতএব, বাহ্য পদার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না।

এ সম্বন্ধে ভাগবত মত বড়ই বিশদ :—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৩

—মনঃ, বাক্য, চক্ষু, বা অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু গ্রহণ করা যায়, সকলই আমি। আমা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই। কাল বিলম্ব না করিয়া তত্ত্ববিচার দ্বারা সর্ব্বাত্মকরূপে আমাকে অবগত হও। ভাগ : ১১।১৩।২৩

বেদান্ত মতে বিজ্ঞান ও বাহ্য বস্তু উভয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। উভয়ই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বের বিভূতি মাত্র। তাঁহারই সংকল্পে পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।

২।২।২৮ সূত্রে যোগাচার বৌদ্ধ স্বপ্ন ও মরীচিকার দৃষ্টান্তে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের একতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, সূত্রকার তাহার উত্তরে পরবর্ত্তী সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।২।২৯

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২।২।২৯

বৈধর্ম্ম্যাৎ + চ + ন + স্বপ্নাদিবৎ ॥

বৈধর্ম্ম্যাৎ :—বৈলক্ষণ্য হেতু। **চ :**—ও। **ন :**—না। **স্বপ্নাদিবৎ :**—স্বপ্নাদি দৃষ্ট পদার্থের ন্যায়।

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎ-কালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎ-কালীন জ্ঞান কখনই স্বপ্ন-জ্ঞানাদির ন্যায় নিরবলম্বন বা নির্ব্বিষয় হইতে পারে না।

স্বপ্নকালে নিদ্রাদি দোষে কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন জ্ঞান, জাগরণে ও বাধিত হইয়া থাকে। পুরুষ সহজেই বুঝিতে পারে যে, স্বপ্নে যে জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা। কিন্তু জাগ্রৎকালে যে জ্ঞান হয়, তাহা শত বৎসরেও বাধিত হয় না। ২০০০ বৎসর পুর্ব্বে কবি কালিদাস হিমালয়কে যেমন দর্শন করিয়াছিলেন, আধুনিক কবিও সেইরূপ দর্শন করেন। মরীচিকা ও মায়াতেও যথাযোগ্য বাধ বুঝিতে হইবে।

স্বপ্নজ্ঞান—স্মৃতি জনিত, জাগ্রত জ্ঞান—উপলব্ধি জনিত ; অর্থাৎ, স্বপ্নজ্ঞান—অবিদ্যমান বিষয়ক, এবং জাগ্রত জ্ঞান—বিদ্যমান বিষয়ক। এই সমুদায় কারণে উভয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ত্তমান।

রেল গাড়ীতে চড়িয়া আমি কাশী পৌছিলাম। জাগ্রতে দূরে গমন করায়, স্থান ও পারিপার্শ্বিক বস্তুনিচয়ের পরিবর্ত্তন বাস্তবিক সাধিত হইল। একরাত্রে স্বপ্নে আমি কাশী হইতে বিলাতে গেলাম। পুস্তক পাঠে, লোকমুখে, অথবা, নিজে অতীত কালে গমনজনিত নিজের উপলব্ধি হেতু বিলাতের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাদি আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল। স্বপ্নে সে সকল দর্শনও করিলাম। স্বপ্নান্তে যখন জাগ্রত হইলাম, তখন আমি কাশীতে যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, সেইখানেই থাকা দৃষ্ট হইল। জাগ্রত ও স্বপ্ন যদি একই হয়, তাহা হইলে স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইবার পর, আমাকে বিলাতে অবস্থিত দেখিতে হয়। কিন্তু তাহা ত হয় না। অতএব উভয়ের বৈলক্ষণ্য নিঃসন্দেহ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোকে জাগ্রত ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার জ্ঞানের বিশদ বর্ণনা আছে, যথা :—

> যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
>
> স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ভাগ : ১১।২৮।১৫
>
> —নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে স্বপ্ন বহু অনর্থ প্রদান করে। কিন্তু সে ব্যক্তি জাগ্রত হইলে তখন সে স্বপ্ন আর মোহ কল্পনা করে না।
>
> ভাগ : ১১।২৮।১৫

স্বপ্নে পুরুষ নিজ শিরশ্ছেদনাদি দর্শন করিয়া থাকে। উহা যে জাগ্রৎকালের জ্ঞান হইতে সর্ব্বদা বিলক্ষণ, তাহা আর বলিবার কি আছে ?

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ॥ ভাগঃ ৩।৭।১০

—যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির শিরশ্ছেদনাদি ব্যতিরেকেও স্বপ্নকালীন শিরশ্ছেদনাদিবিশিষ্ট আত্ম-বিপর্য্যয় অনুভূত হয়। ভাগ : ৩।৭।১০

সুতরাং যোগাচারগণ—স্বপ্ন-মরীচিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া—জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের ঐক্য সম্পাদনের যে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে অসিদ্ধ, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

সূত্র :—২।২।৩০

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ॥ ২।২।৩০

ন + ভাবঃ + অনুপলব্ধেঃ॥

ন :—না। **ভাবঃ :**—সম্ভাব, অস্তিত্ব। **অনুপলব্ধেঃ :**—যে হেতু উপলব্ধি হয় না।

[ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রটি, বাসনাই জ্ঞানবৈচিত্র্যের কারণ, বৌদ্ধের এই মতবাদের প্রতিবাদ সূত্র রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতবাদের প্রতিবাদ ২।২।২৮ সূত্রেই করা হইয়াছে। এ কারণ ইহার অর্থ শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের মতানুসারে করা হইল।]

স্বপ্নকালে ও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের—সম্ভাব নাই। কারণ, নির্ব্বিষয় জ্ঞান কোথাও দৃষ্ট হয় না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়শূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রকার ৩।২।১ সূত্রে স্বপ্ন পরমেশ্বর সৃষ্ট ইহা বলিবেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।১০ মন্ত্রে ও কঠশ্রুতির ২।২।৮ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগযোগ্য পদার্থসকল, স্বপ্নকালে বাস্তবিক বিদ্যমান না থাকিলেও, ঐ সকল পুরুষের কর্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন। তিনি সত্যসংকল্প ও অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে উহা নিশ্চয়ই সম্ভবপর। সেই জন্য স্বপ্নে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরমেশ্বরের সৃষ্ট সেই সেই পদার্থেরই জ্ঞান। নির্ব্বিষয় জ্ঞান নহে।

সহজ বুদ্ধিতে স্বপ্নতত্ত্ব বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, স্বপ্ন-জ্ঞানের ভিত্তি জাগ্রত জ্ঞানের উপর। জাগ্রতে উপলব্ধি জনিত যে সকল জ্ঞান হয়, তাহা স্মৃতিতে থাকে। স্বপ্নকালে স্মৃতি হইতে সেই সকল জ্ঞান কার্য্যকারণ বা

পারম্পর্য্য-রূপ বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী না হইয়া, যথেচ্ছ সংযোগে উৎপন্ন হয়। জাগ্রতে এক ব্যক্তি একটি ছাগের শিরশ্ছেদ দর্শন করিল, স্বপ্নে, ঐ শিরশ্ছেদ নিজ শিরে সংযোগ করিয়া আপনার শিরশ্ছেদ জ্ঞান হইল। অন্যান্য সকল স্বপ্নে জ্ঞান এই প্রকারেই হয়। উহার মূল অনুসন্ধান করিলে উহা যে ভিন্ন কালে জাগ্রত অবস্থায় উপলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তাহা বুঝা যায়।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ভাবান্ন ভাব উপজায়তে।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ॥

ভাগ : ১১।২৬।২৩

—অদৃষ্ট বা অশ্রুত ভাব হইতে কোনও ভাব উৎপন্ন হয় না। যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারেন, তাঁহার মনঃও নিশ্চল হয়।

ভাগঃ ১১।২৬।২৩

অতএব স্বপ্নদৃষ্ট ভাব বা জ্ঞান, অদৃষ্ট বা অশ্রুত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না। উহা দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ কারণ, উহা সবিষয়। স্বপ্নকালে জাগ্রদ্দৃষ্ট পদার্থসকল ভোগ হয়। তাহা পরসূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৩।৩১ শ্লোকাংশ হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

জাগ্রদবস্থায় আকাশ ও কুসুমের জ্ঞান আমাদের বর্ত্তমান আছে। স্বপ্নে উহাদের অহৈতুক মিলনের দ্বারা 'আকাশ-কুসুম' জ্ঞান উপলব্ধ হইয়া থাকে। উহা যদিও বাস্তবিক মিথ্যা, উহার ভিত্তি জাগ্রদ্দৃষ্ট বিষয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

সূত্র :—২।২।৩১

ক্ষণিকত্বাচ্চ॥ ২।২।৩১

ক্ষণিকত্বাৎ + চ।

ক্ষণিকত্বাৎ :—ক্ষণিকত্ব হেতু। **চ :**—ও।

বৌদ্ধ বলেন যে, বাসনার আশ্রয়, আলয় বিজ্ঞান (অহংজ্ঞান, ইহা তন্মতের আত্মা বা জীব), তাহাও স্বরূপ বিজ্ঞানের ন্যায় ক্ষণিক। যাহা কিঞ্চিৎ কালও অবস্থান করে না, তাহা বাসনার, সংস্কারের, আধার হইবার অযোগ্য। পূর্ব্ব, মধ্য ও পর (ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) এই তিনকালের সহিত সম্বন্ধ হয়, এমন কোন স্থির পদার্থ যদি থাকে, তবে তাহাই বাসনার আশ্রয় হইতে পারে। আলয় বিজ্ঞানকে স্থির বা অক্ষণিক বলিতে গেলে, বৌদ্ধের ক্ষণিক-বাদ থাকিবে না। এই ক্ষণিকবাদ বাহ্যাস্তিত্ববাদী ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের সাধারণ মত।

অতএব ২।২।২০ সূত্রে যে সমুদায় দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারাও এ স্থলে প্রযোজ্য।

—বেদান্ত মত এ স্থলে বড়ই পরিষ্কার। শ্রীমদ্‌ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত বেদান্ত মত সুস্পষ্টরূপে প্রদান করিয়াছেন। একজন স্থির ভোক্তা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে বিদ্যমান থাকেন। তিনি জাগ্রৎকালে বাহ্যক্ষণিক ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থ সমুদায়, অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে এই প্রকার বাল্য-তারুণ্যাদি ধর্ম্ম সমুদায় সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করেন, এবং স্বপ্নকালে হৃদয়ে বা মনে জাগ্রদ্দৃষ্ট বাসনাময় পদার্থ সকল ভোগ করেন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় সেই সমুদায় উপসংহার করিয়া বুদ্ধিতে অবস্থান করেন, তিনিই ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই ত্রিগুণবৃত্তির দ্রষ্টা, ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর, একমাত্র আত্মা। তিনিই স্মৃতির দ্বারা সর্ব্বাবস্থার অনুসন্ধান করেন। ১১।১৩।৩১

যো জাগরে বহিরনুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদিতৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥ ভাগ ঃ ১১।১৩।৩১

২।২।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২২।৪৪-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।২৬।৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥ ভাগ ঃ ৩।২৬।৩

ক্ষণিক পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি—অনাদিরিতি (শ্রীধরঃ)—অর্থাৎ, অনাদি বলিয়া ক্ষণিকত্বের প্রতিবাদ করিলেন, (শ্রীধর)।

—সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্যধাম যে আত্মা, তিনিই পুরুষ, অনাদি, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, নির্গুণ, স্বয়ংপ্রকাশ, এবং বিশ্ব তাঁহার সহিত, অর্থাৎ তাঁহাকে আধার স্বরূপ পাইয়া, প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভাগ ঃ ৩।২৬।৩

[শ্রীভাষ্যে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য—এ সূত্রটি গ্রহণ করেন নাই।]

সূত্রকার বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক এবং বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধের মত বিচার করিয়া, তাহারা উপেক্ষণীয় প্রমাণ করতঃ, সম্প্রতি মাধ্যমিক বৌদ্ধের সর্ব্বশূন্যবাদ বিচার করিতে অগ্রসর হইতেছেন। মাধ্যমিকের মতে

"সর্ব্বশূন্যবাদ"ই বুদ্ধদেবের প্রকৃত লক্ষ্য, ও সেই উপদেশই তিনি উচ্চাধিকারী শিষ্যদিগকে দিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদ ও বাহ্যাস্তিত্ববাদ, তিনি নিম্নাধিকারী শিষ্যগণের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যানুসারে শিক্ষা দিয়াছিলেন, উহা তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল না। বাহ্য পদার্থ বল, বা বিজ্ঞানই বল, কিছুই সত্য নহে, শূন্যই সত্য পদার্থ। পদার্থ সৎ হইলে কোন কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইল, ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক হয়। কিন্তু ভাব বা অভাব পদার্থ হইতে উৎপত্তি সম্ভব নয়। কেন না, ভাব পদার্থ বিনষ্ট না হইয়া, নিজে অবিকৃত থাকিয়া কোনও পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে না। আবার, অভাব হইতেও পদার্থ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। কারণ, তাহা হইলে, উহাও অভাবাত্মক হইয়া পড়িবে। তৃতীয়পক্ষে আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ ঘটে। বিশেষতঃ, সে প্রকার উৎপত্তির প্রয়োজনও নাই। কারণ, নিজে ত স্বভাবতঃ সিদ্ধই আছে। চতুর্থপক্ষে, পর হইতেও উৎপত্তি সম্ভব নহে। কারণ, তাহা হইলেও কোনও পদার্থ হইতে সর্ব্বপদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, উহা নিজ ভিন্ন অন্য পদার্থের সম্বন্ধে পরই বটে। এই সকল কারণে মাধ্যমিক বলেন যে, শূন্যই তত্ত্ব। উৎপত্তি, বিনাশ, ভাব, অভাব, এ সমুদায়ই ভ্রম, এবং শূন্যই একমাত্র সত্য।

ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন।

৫। সর্ব্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

সূত্র :—২।২।৩২

সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩২

সর্ব্বথা + অনুপপত্তেঃ + চ ॥

সর্ব্বথা :—সর্ব্বপ্রকারে। **অনুপপত্তেঃ** :—অসঙ্গতি হেতু। **চ** :—ও।

শূন্যবাদ সর্ব্বপ্রকারেই অসঙ্গত। মাধ্যমিক বৌদ্ধকে জিজ্ঞাসা করি—শূন্য ভাবপদার্থ, অভাব পদার্থ, অথবা ভাবাভাব পদার্থ? যদি বল, ভাব পদার্থ, তাহা হইলে শূন্য ভাবপদার্থ হওয়ায়, শূন্যবাদ ব্যর্থ হয়। যদি বল, অভাব পদার্থ, উহার বিদ্যমানতা নাই। তাহা হইলে তুমিও শূন্য, অস্তিত্বহীন, তুচ্ছ ; এবং তোমার কৃত বিচার বিতণ্ডারও কোনও অস্তিত্ব নাই, উহা তুচ্ছ ও অগ্রহণীয়। যদি তুমি নিজের এবং তোমার তর্কের শূন্যতা স্বীকার না কর, তবে তোমার প্রতিজ্ঞাত শূন্যবাদ ব্যাহত হইয়া পড়ে। যদি বল, ভাবাভাব, তাহা হইলে পরস্পর বিরোধী বস্তু এক শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না, এবং ইহাও তোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ, যে জ্ঞান বা তর্কে শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহা যদি শূন্য হয়, তবে সে জ্ঞান ও তর্ক গ্রহণীয় নহে। আবার, তাহা যদি সত্য এবং যথার্থ হয়, তবে তাহা দ্বারা শূন্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এ কারণে, সর্ব্বপ্রকারেই শূন্যবাদ অসঙ্গত।

ভাগবত বলেন যে, ব্রহ্ম যদিও শূন্যবৎ কল্পিত হন, তিনি অশূন্যস্বরূপ।

যত্তদ্ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥ ভাগ : ৯।৯।৪০

—যাহা সূক্ষ্ম ও রূপাদির অবিষয় বলিয়া শূন্যবৎ কল্পিত হয়, অথচ অশূন্যস্বরূপ, তিনিই পরম ব্রহ্ম। ভক্তগণ তাঁহাকেই 'ভগবান' 'বাসুদেব' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। ভাগ : ৯।৯।৪০

এই প্রসঙ্গে ২।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৭।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৭৮৭-৭৮৮)। উক্ত শ্লোকে ভগবান্ সম্বন্ধে "শূন্যতুল্যাং দধতঃ"—শূন্যের সাদৃশ্য

ধারণকারী—আকাশের ন্যায় অসঙ্গ ও সমদর্শী হওয়ায় শূন্যের সাদৃশ্য ধারণ করেন, পরন্তু শূন্য নহেন। উপরে উদ্ধৃত ৯।৭।৪০ শ্লোকেও ঐ কথাই বলিলেন।

বৌদ্ধমত নিরাকরণ হইল। বৌদ্ধমতের আলোচনার ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসূত্র রচনাকালে, বৌদ্ধগণের বৈভাষিক প্রভৃতি চারি সম্প্রদায় তত্তন্নামে বিদ্যমান ছিল না। সম্প্রদায় সকলের ভিত্তিস্বরূপ মতবাদ বৌদ্ধগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সূত্রকার তাহাদিগের প্রতিবাদ কল্পে সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। ভাষ্যকারগণ স্ব স্ব সময়ে প্রচলিত সম্প্রদায়গণের নামের সহিত উহাদের সংযোগ সাধন করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ বলদেব তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে এই সূত্রের আলোচনায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধ সর্ব্বশূন্যবাদ মত নিরাকরণ দ্বারা মায়াবাদীদেরও মত নিরাকরণ করা হইল। বলা বাহুল্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত "অদ্বৈতবাদ"কে মায়াবাদ নামে অভিহিত করেন, কারণ, শঙ্করাচার্য্য দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, মায়াবিলসিত মাত্র ও মিথ্যা প্রচার করতঃ 'অদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। বলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া, তিনি শঙ্কর মতকে 'মায়াবাদ' বলিয়াছেন, এবং তাহা যে বৌদ্ধদিগের সর্ব্বশূন্যবাদের তুল্যরূপ, তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

শূন্যবাদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

সর্ব্বশূন্যবাদ স্বরূপতঃ কি, এবং উহার সহিত শঙ্কর মতের ঐক্য কতদূর, সে বিষয়ে সংক্ষেপ আলোচনা অবান্তর হইবে না বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধমত, বৌদ্ধ দর্শন এবং শঙ্কর দর্শন অতি বিস্তীর্ণ। সম্যক্ আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে এবং তাহা আমার দ্বারা সম্ভব নহে। অতি সংক্ষেপে সামান্যভাবে আলোচনা করা হইল।

বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অতি স্থূলদর্শী দর্শকের চক্ষে পড়ে যে, জগৎ প্রপঞ্চ অনাদি কাল হইতে প্রবহমান পরিবর্ত্তন-স্রোতের উপর ভাসমান। বিশ্রাম নাই, নিবৃত্তি নাই, বিরতি নাই, পরিবর্ত্তন-স্রোত অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। কি মানব, কি ইতর জীব, কি স্থাবর বস্তুসকল, কি উদ্ভিদ, পতঙ্গ সমুদায় এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে উন্মজ্জিত, অবস্থিত ও নিমজ্জিত হইতেছে। উন্মজ্জিত হইলে আমরা বলি, জন্ম বা উৎপত্তি; অবস্থিত হইলে, বলি, জীবন বা স্থিতি; এবং নিমজ্জিত হইলে, বলি, মৃত্যু বা ধ্বংস। একটি বৃক্ষ হইতে

একটি পরিপক্ক ফল পড়িল। উহার ভিতর দেখি, বীজ আছে। সেই বীজ মাটিতে পুঁতিলাম। দিন কয়েক পরে দেখি, বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। ক্রমে তাহা হইতে বীজের উৎপাদক বৃক্ষের ন্যায় সজাতীয় একটি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। ক্রমশ তাহা হইতে, যে ফলটি হইতে উক্ত বীজটি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সমান রূপ ও গুণবিশিষ্ট বহু ফল উৎপন্ন হইল। প্রত্যেক ফলের ভিতর উক্ত বীজটির মত বীজ বর্ত্তমান, এবং প্রত্যেক বীজে ঐ প্রকার বৃক্ষ, ফল ও বীজাদি জন্মিবার শক্তি নিহিত। বীজ ও বৃক্ষ সম্বন্ধে যেমন, মানুষ ও পশুপক্ষী সম্বন্ধেও তাই। একটি মানব শিশুর জন্ম, বৃদ্ধি, যৌবন, সন্তানোৎপাদন, ক্ষয় ও বিনাশ লক্ষ্য করিলে, ঐ এক ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়।

আবার আপাতদৃষ্টিতে স্থিরতর পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, উহাদের পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয় না বটে, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে, বিপলে বিপলে, উহাদের যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালে একটি আম্রবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম। এখনও সেটি দেখিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া সেটি যে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে বর্ত্তমান আছে, তাহা নহে। তাহার পত্র পল্লবাদি প্রতিবর্ষে নবীভূত হইয়াছে। পুরাতন পত্র পল্লবাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। শাখা প্রশাখাদি কেহ ভগ্ন, কেহ শুষ্ক, কেহ বা স্থূলতর হইয়াছে। আমার বাল্যকালে উক্ত বৃক্ষটি যেরূপ ছিল, এখন সেরূপ নাই। অধিক কি, আমি মানব—গতকল্য যে আমি বর্ত্তমান ছিলাম, আজ আর সে আমি নাই। আমার শরীরের উপাদান কতক মূত্র-পুরীষাদির আকারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কতক রক্ত মাংসাদি আকারে নূতন সংযোজিত হইযাছে। স্যর্ জগদীশ, তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রাদির সাহায্যে উদ্ভিদাদির ক্ষণিক বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষের গোচরীভূত করিয়াছেন। নিয়ম সর্ব্বত্র এক—উদ্ভিদ্ জগতে যাহা, প্রাণী ও মানব জগতেও তাহাই। এমন কি, স্থাবর জগতেও উহার ব্যভিচার নাই।

বাহ্য জগতে পরিবর্ত্তন যেরূপ অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত, আন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধেও তাই। আমাদের মন একক্ষণও স্থির নহে, সর্ব্বদা চঞ্চল। নানা প্রকার ছবি মনে উদয় হইতেছে ও লয় পাইতেছে; এবং উহার দ্বারা আমাদের বাসনা, সংস্কার, বৃত্তি প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন উৎপন্ন, পরিবর্দ্ধিত এবং বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং পরিবর্ত্তনই সংসার, অস্থিরতাই ইহার স্বভাব। স্থূল দৃষ্টিতে উদ্ভিদাদি যেমন প্রত্যক্ষতঃ বীজ হইতে জন্মে, তৎপরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি, নূতন নূতন বীজোৎপাদন, পরে ধ্বংস এবং উক্ত উৎপন্ন বীজাদি হইতে নূতন নূতন উদ্ভিদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ইত্যাদি নয়নগোচর হয়; মানবের ও অন্যান্য

প্রাণীর জন্ম, বৃদ্ধি, সন্তানোৎপাদন, ক্ষয়, মৃত্যু এবং সন্তানের দ্বারা বংশ-স্রোত প্রবহমান থাকা সেইরূপ প্রত্যক্ষগোচর ব্যাপার। ইহা ভিন্ন দুঃখ, তাপ, ক্লেশ ইত্যাদি অনুভবের ব্যাপারও প্রাণী-জগতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহজ বুদ্ধিতে মনে এই সমুদায়ের উৎপত্তির হেতু অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়।

সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐ হেতু অনুসন্ধানই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করেন। ভগবান বুদ্ধদেব এই হেতু অনুসন্ধান করিবার জন্য, রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করিয়া, নবীন যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ, বহু চিন্তা ও তপস্যার পর সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া. এই দুঃখ, তাপ, ক্লেশাদির আত্যন্তিক বিনাশের উপায়, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ নিজ নিজ অধিকার অনুসারে তাঁহার মতের আংশিক গ্রহণ করিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৈভাষিকগণ বস্তু—তন্ত্রবাদী—বাহ্য প্রপঞ্চের উপর তাঁহাদিগের দৃষ্টি, তাঁহারা বাহ্য জগৎকে অসৎ বলেন না। সৌত্রান্তিকগণ সোপানের এক ধাপ উপরে; তাঁহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না,—বুদ্ধি বিজ্ঞানের সাহায্যে অনুমেয় বলিয়া বিশ্বাস করেন, তবে বুদ্ধি বিজ্ঞান উৎপাদনের জন্য বাহ্য পদার্থের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। যোগাচারগণ বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা সোপানের উপরিতন ধাপে অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে, বুদ্ধি-বিজ্ঞানই একবার জ্ঞেয়াকার এবং তৎপরেই জ্ঞাতারূপ ধারণ করিয়া জ্ঞেয়ের উপলব্ধি করেন। মাধ্যমিকগণ সোপানের সর্ব্বোচ্চ ধাপে অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য পদার্থ বা আন্তর পদার্থ অর্থাৎ বুদ্ধি-বিজ্ঞানও বর্ত্তমান নাই। শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব।

নাগার্জ্জুন মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের নেতা। তাঁহার প্রণীত মাধ্যমিক—সূত্র, উক্ত সম্প্রদায়ের সমধিক আদরের গ্রন্থ। তিনি বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের প্রায় ৪০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ধীশক্তি-সম্পন্ন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। অস্মদ্দেশীয় গাঢ় চিন্তাশীল দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "মাধ্যমিক-সূত্র" প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে তিনি ন্যায়-শাস্ত্রানুযায়ী কঠোর বিচারে জাগতিক বাহ্য ও আন্তর পদার্থনিচয়ের ক্ষণিকত্ব ও অবস্তুত্ব প্রতিপাদন করিয়া, "শূন্য-বাদ" দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কোনও কোনও মাধ্যমিকগণের মতে শূন্য, "অভাব" পদার্থ। কিন্তু নাগার্জ্জুনের মতে উহা "ভাব" পদার্থ এবং উহা একমাত্র পরমার্থ সত্য। বাহ্য দৃশ্য প্রপঞ্চ, ব্যবহারিক ভাবে

সত্যবৎ প্রতীয়মান হইলেও, উহাদের সত্যতা আপেক্ষিক মাত্র, পারমার্থিক নহে। যাহা আপেক্ষিক সত্য, তাহা অসত্যই বটে। নিরপেক্ষ সত্য জগতে বর্ত্তমান নাই। মানবের জ্ঞান ও বিচার অতি অল্প সীমার মধ্যে নিবদ্ধ। ইহার ফল —"সম্বৃতি",—ইহা স্বভাবতঃ "আবরিকা"—পরমার্থতত্ত্বকে আবৃত করিয়া অপরমার্থ দৃশ্যরূপে প্রকটিত করে। জাগতিক বাহ্য ও আন্তর সমুদায় পদার্থই—অর্থাৎ ভূত, ভৌতিক, চিত্ত ও চৈত্ত্য সমুদায়—ক্ষণিক ও মিথ্যা, এই জ্ঞান হইলে, তবে ব্যাবহারিক ভাবে সত্যবৎ অবভাসমান পদার্থ নিচয়ের পশ্চাতে কোনও তত্ত্ব আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা আসে, এবং তাহা হইলেই ক্রমশঃ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস নহে, ইহা জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত বিশ্বাস, এই বিশ্বাস হইলে শূন্যতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়। মানবের ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র দ্বারা ইহা অনুমান করা যায় না, ভাষার দ্বারা ইহা প্রকাশ করা যায় না, ইন্দ্রিয় দ্বারা ইহা অধিগত হয় না। ভাষা, যুক্তি, তর্ক সমুদায় প্রপঞ্চের ভিতরের বস্তু। প্রপঞ্চও আবার দেশ কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। কিন্তু 'শূন্যতত্ত্ব' দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদের বাহিরে—সুতরাং প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু। অতএব প্রপঞ্চান্তর্গত যুক্তি, তর্ক, বিচার প্রভৃতি দ্বারা 'শূন্যতত্ত্ব' উপলব্ধির প্রচেষ্টা বৃথা। "শূন্য" পদ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়—(১) প্রপঞ্চ সম্বন্ধে 'শূন্যতা',—দৃশ্য প্রপঞ্চের পরিবর্ত্তনীয়তা ও নশ্বরতা বুঝায়—(২) প্রপঞ্চের বাহিরে উহার অর্থ পরমার্থ সত্য। উহা মূল কারণ, বাক্যমনের অগোচর, অজ, অনন্ত, উহার কোনও উৎপাদক কারণ নাই। অস্তি, নাস্তি, বিদ্যমানতা, অবিদ্যমানতা—দেশ, কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, প্রপঞ্চ জগতের পদার্থে প্রযোজ্য। যাহা প্রপঞ্চের বাহিরে তাহাতে অস্তি, নাস্তি, অস্তি-নাস্তি এতদুভয় বা অনুভয়, প্রযোজ্য হইতে পারে না। ' অতএব, শূন্য সম্বন্ধে উহাদের কোনটিই প্রযোজ্য নহে। ভাষার দ্বারা"শূন্যতত্ত্ব" প্রকাশ করা যায় না, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে "শূন্য" নামে উহাকে আখ্যায়িত করা হয় কেন? তাহার কারণ—ইহার প্রজ্ঞপ্তির জন্য, অর্থাৎ ইহা অন্যান্য সমুদায় হইতে ভিন্ন, পৃথক্ জাতীয় পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্য।

শূন্যমিতি ন বক্তব্যমশূন্যমিতি বা ভবেৎ।
উভয়ন্নোভয়ঞ্চেতি প্রজ্ঞপ্ত্যর্থন্তু কথ্যতে॥

—অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে পরমার্থ তত্ত্বকে শূন্য, অশূন্য, শূন্যাশূন্য অথবা অশূন্যাশূন্য বলা যায় না। তবে প্রজ্ঞপ্তির জন্য "শূন্য" বলা হয় মাত্র।

ইহারই প্রতিধ্বনি আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৯।৯।৪০ শ্লোকে পাইতেছি। ইহা ২।২।৩২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যমানতা না থাকায়, কোন বস্তুকে "শূন্য" বা "অবস্তু" বলা এক কথা, আর সেইজন্য তাহাকে "শূন্য" বা "অভাব" বলা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের কথা। নাগার্জ্জুনের মতে প্রপঞ্চ জগতের আন্তর ও বাহ্য পদার্থনিচয়ের স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যমানতা না থাকায়, উহারা "শূন্য" কিন্তু তা বলিয়া উহারা অভাবাত্মক নহে। জাগতিক বাহ্য—আন্তর পদার্থ-ধর্ম্ম উক্ত শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবিদ্যা অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের অভাব, আপেক্ষিকতার মূল হেতু। অবিদ্যা নষ্ট হইলে, আপেক্ষিকতার মূল হেতু নষ্ট হইল। তাহা হইলে বাহ্য ও আন্তর জগতের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল পরম্পরার যে বাস্তবিক সত্তা নাই, উহা মনোবিলাস মাত্র, ইহা বুঝা যায়, এবং বুঝা যাইলেই, পরমার্থতত্ত্ব বা শূন্যতত্ত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হয়। "নেতি নেতি" বলিয়া সকলই অস্তিত্বহীন বলিলে, উহাদিগের সকল হইতে পৃথক্ যে একটি কিছুর অস্তিত্ব আছে, ইহার গূঢ় ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। সেই "কিছুই" পরমার্থ সত্য—শূন্যতত্ত্ব। "শূন্যতত্ত্বের" মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে, আমরা ঋগ্বেদের "নাসদীয়" সূক্তে উহা দেখিতে পাই। উক্ত সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বর্ণিত আছে। কবিতার মাধুর্য্যে, বর্ণনার অসাধারণ শক্তিতে, ভাষার গাম্ভীর্য্যে এবং তত্ত্বের গভীরতায়, ইহার সমকক্ষ পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষায় আছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ। সূক্তটির অল্পাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্॥ ৮।৭।১৭।১

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ৮।৭।১৭।২

তম আসীত্তমসা গূহ্লমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপস স্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥ ৮।৭।১৭।৩

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ দেওয়া গেল :—

—তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না; যাহা আছে, তাহাও ছিল না; পৃথিবীও ছিল না; অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল? ৮।৭।১৭।১

—তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে, আত্মা মাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ৮।৭।১৭।২

—সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। ৮।৭।১৭।৩

[দত্ত মহাশয় "তুচ্ছেন" পদের "অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা" অর্থ করিয়াছেন। তিনি এই অর্থ, বৌদ্ধ দর্শনে "তুচ্ছ" পদ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য "তুচ্ছেন" পদের "সদসদ্বিলক্ষণেন ভাবরূপেণাজ্ঞানেন"— "সৎ, অসৎ হইতে বিলক্ষণ ভাবরূপ অজ্ঞান দ্বারা"—অর্থ করিয়াছেন। শেষোক্ত অর্থটিই সঙ্গত। সায়নাচার্য্য "তপসঃ" পদের অর্থ, "স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনারূপস্য"— "সৃষ্টি করা উচিত, এই প্রকার পর্য্যালোচনা রূপ"—করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের "স ঐক্ষত" মন্ত্রে "ঐক্ষত" পদেরও এই অর্থ—দেখ, ১।১।৫ সূত্রের আলোচনা।]

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

৮।৭।১৭।৭

—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল? কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই? তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু, স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। ৮।৭।১৭।৭

আচার্য্য মোক্ষমূলর-কৃত ইহার ইংরাজি অনুবাদও বড়ই মনোরম, ইহাও উদ্ধৃত হইল।

There was neither what is, nor, what is not, there was no sky, nor the heaven which is beyond. What covered? Where was it & in whose shelter? Was the water the deep abyss (in which it lay)? ৮।৭।১৭।১

There was no death, hence was there nothing immortal. There was no light (distinction) between night and day. That One breathed by itself without breath, other than it there has been nothing. ৮।৭।১৭।২

Darkness there was, in the begining all this was a sea without light; the germ that lay covered by the husk, that One was born by the power of heat (tapas). ৮।৭।১৭।৩

He from whom this creation arose, whether he made it or did not make it, the highest Seer in the highest heaven, he forsooth knows, or does even he not know ? ৮।৭।১৭।৭

[এখানে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, মোক্ষমূলরের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 'তপস্' শব্দের অর্থ Heat (তাপ) করিয়াছেন। ইহার সায়ন কৃত অর্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৮ মন্ত্রে 'তপঃ' শব্দের অর্থ স্পষ্টই লিখিত আছে। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"। মুণ্ডঃ ১।১।৯। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ এবং যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়। সুতরাং "তপসঃ" শব্দের অর্থ তাপ হইতেই পারে না। উহার অর্থ "আলোচনা"]

নাসদীয় সূক্ত আলোচনায় স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সৃষ্টির পশ্চাতে, যে পরমার্থ সত্য বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। সেই পরমার্থ সত্যই মূল কারণ। তিনি দেশ, কাল, পৃথিবী, আকাশ প্রভৃতি প্রপঞ্চের অতীত। তিনি নিজে নিজের আশ্রয়। বায়ু বিদ্যমান না থাকিলেও তিনি জীবিত বা চেতন ভাবে বিদ্যমান ছিলেন, এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী, সৃষ্টি বিষয়ক আলোচনা উপলক্ষ্যে তিনি জন্মিলেন। এই সূক্তের সহিত উপরে লিখিত নাগার্জ্জুনের শূন্যতত্ব মিলাইলে আশ্চর্য্য মিল দৃষ্টিগোচর হইবে। প্রকৃতপক্ষে নাগার্জ্জুন উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তির উপর তাঁহার শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে বেদ ও উপনিষদে গভীর জ্ঞান তাঁহার বর্ত্তমান ছিল। তিনি সেই জ্ঞানের সাহায্যে বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট শূন্যবাদ দার্শনিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেন।

এখন স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নাগার্জ্জুনের উপরে উদ্ধৃত মতবাদে "শূন্য" শব্দের স্থানে "ব্রহ্ম" শব্দ বসাইলেই শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের "অদ্বৈতবাদ" প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। ফলতঃ উভয়ের পার্থক্য বড়ই অল্প। এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের মতকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত" বলিয়া এতদ্দেশীয় সনাতনপন্থিগণ আখ্যায়িত করেন।

মহোপনিষদে ব্রহ্মতত্ব উপদেশ উপলক্ষ্যে উক্ত হইয়াছে :—

ন শূন্যং নাপি চাকারো ন দৃশ্যং নাপি দর্শনম্।

মহোপনিষৎ ২।৬৬

ন সর্ন্নাসন্ন পদসন্নভাবো ভাবনং ন চ। মহোপনিষৎ ২।৬৭

—তিনি শূন্য নন, আকার নন, দৃশ্য নন, দর্শনও নন। মহোঃ ২।৬৬

—তিনি সৎ নন, অসৎ নন, সদসৎও নন, ভাব নন, ভাবনও নন।

মহোঃ ২।৬৭

শূন্যং তৎপ্রকৃতির্মায়া ব্রহ্মবিজ্ঞানমিত্যপি।

শিবঃ পুরুষঃ ঈশানো নিত্যমাত্মেতি কথ্যতে ॥

মহোপনিষৎ ৬।৬১

—শূন্য, ব্রহ্ম, বিজ্ঞান, শিব, পুরুষ, ঈশান (সর্ব্বনিয়ন্তা), নিত্য, আত্মা ইত্যাদি নামে পরমতত্ত্বকে কহা যায়; মায়া তাঁহার প্রকৃতি।

মহোঃ ৬।৬১

ইহার পরিণতি নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে দেখিতে পাই।

শূন্যন্তু সচ্চিদানন্দং নিঃশব্দং ব্রহ্মশব্দিতম্ ॥ (প্রাণতোষণী তন্ত্র)

—শূন্যই শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য ব্রহ্মই, উহাই সচ্চিদানন্দ।

অতএব, বৌদ্ধের "শূন্য" অভাবপদার্থ নহে। উহাই পরম সত্য, উহাই উপনিষদের পরমার্থ সত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। ফলতঃ, নাগার্জ্জুনের "শূন্যবাদ" উপনিষদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাষ্যকারগণ ২।২।৩২ সূত্রের ভাষ্যে শূন্যবাদের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত অর্থ। বিশেষতঃ ইহা সুস্পষ্ট যে, শূন্য—ভাব-পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, উহার শূন্য নাম কেবল নাম মাত্র। কার্য্যতঃ উহা উপনিষদের ব্রহ্মই। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে উহার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছিলেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলেন নাই। নাগার্জ্জুন পরিষ্কার ভাবে উহা ভাব-পদার্থ ও পরম সত্য পদার্থ বলিয়া প্রকাশ করায়, বেদান্তের অদ্বৈত, নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ব্রহ্মবাদের সহিত উহার আত্যন্তিক বিরোধ নাই। যদি এই মত বৌদ্ধগণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের নৈতিক অবনতি সংঘটিত হইত না, ও শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা উক্ত ধর্ম্মের ভারত হইতে বিতাড়ন প্রয়োজন হইত না, বলিয়া মনে হয়।

এখন শূন্যবাদটি অন্য প্রকারে সহজে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক, এবং উহার সহিত ভাগবত মতের এবং সে হেতু বেদান্ত মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না, দেখা যাউক্। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জগৎ প্রপঞ্চে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। একটি পরিবর্ত্তনশীল জ্যামিতিক রেখা কল্পনা কর। উহার একমাত্র পরিমাণ দৈর্ঘ্য। এই দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, হ্রাসের সীমা শূন্যে, এবং বৃদ্ধির সীমা

অনন্ত দেশে। এই রেখাটিকে ক্রমশঃ কমাইয়া যখন কমানোর শেষ সীমায় পৌঁছিব, তখন উহা একটি বিন্দুতে পরিণত হইবে। জ্যামিতির সংজ্ঞানুসারে—বিন্দুর অবস্থান আছে, পরিমাণ নাই, অর্থাৎ, ইহা ভাবপদার্থ, কিন্তু পরিমাণ শূন্য হওয়ায় কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব, বুঝিলাম যে, রেখাটি হ্রাসের চরম সীমায় বিন্দুতে বা শূন্যে, ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

এবার, রেখার বদলে একটি সমতল গ্রহণ কর। উহার পরিমাণ দুইটি—দৈর্ঘ্য ও বিস্তার। উভয়ই শূন্য ও অনন্তের মধ্যে পরিবর্ত্তনশীল। উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়ই ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া করিয়া যখন শূন্যে পরিণত হইবে, তখন সমতলটি ছোট হইতে হইতে ক্রমশঃ চরমে বিন্দুতে বা শূন্যে, ভাবরূপে বিরাজ করিবে। তারপর, দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধবিশিষ্ট তিন পরিমাণের একটি পদার্থ গ্রহণ কর। উহারও পরিমাণত্রয় পরিবর্ত্তনশীল—এক সীমায় শূন্য, অন্য সীমায় অনন্ত। উহারও তিন পরিমাণই ক্রমশঃ কমাইয়া যখন শূন্যে পরিণত করা যাইবে, তখন উক্ত পদার্থটি ছোট হইয়া ক্রমশঃ বিন্দুতে বা শূন্যে, ভাবরূপে বিরাজ করিবে। এইরূপে চতুঃ, পঞ্চ, ষট্‌, সপ্ত প্রভৃতি, এমনকি অনন্ত পরিমাণের পদার্থ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ পরিমাণ সকল কমাইয়া শূন্যে পরিণত করিলে, উক্ত পদার্থ সকল ক্রমশঃ ছোট হইয়া, চরমে বিন্দুতে বা শূন্যে, ভাবরূপে বিরাজ করিবে। ভাবরূপে বিরাজ করিবে, বলিতেছি কেন, কারণ বিন্দুতে পরিণত হইবার পূর্ব্বক্ষণে, উক্ত পদার্থ, যতই ছোট হউক না কেন, বর্ত্তমান ছিল, সুতরাং বিন্দুতে পরিণত হইলেই যে উহা বিদ্যমান থাকিবে না, তাহা নহে। উহা থাকিবে, এ কারণ উহা ভাব পদার্থ।

বলা বাহুল্য যে, এক, দুই ও তিন পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। তদপেক্ষা অধিক পরিমাণের পদার্থ সকল আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া উহারা যে নাই, তাহা নহে। উচ্চ গণিতের সাহায্যে আমরা উহাদের গাণিতিক আকার প্রকার আলোচনা করিতে পারি এবং উহারা চিত্ত, চৈতন্য, সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে। ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, বিন্দুতে বা শূন্যে, জাগতিক প্রপঞ্চের দৃশ্য-অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের গোচর-অগোচর সমুদায় ভাব, শক্তি বা বীজরূপে অব্যক্ত ভাবে নিহিত বা সঞ্চিত। এবং তাহা হইতে ব্যক্ত ভাবে প্রকট হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। এই তত্ত্ব আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি।

অতএব, আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বিন্দু বা শূন্য ভাবপদার্থ—অভাব পদার্থ নহে। এখন বিবেচনা করা যাউক, বিন্দু বলিলেই উহার

অবস্থান আছে, কিন্তু পরিমাণ নাই, এই প্রকার প্রতীতি হইয়া থাকে। অবস্থান, দেশ ও কাল সাপেক্ষ। এবং দেশ-কাল প্রপঞ্চের ভিতরের বস্তু। যেখানে দেশ, কালের এবং বস্তুর পরিচ্ছেদ নাই, সেখানে বিন্দু বা সূক্ষ্ম বা অনন্ত কিছুই বলা যায় না। কারণ, উক্ত সমুদায় শব্দই, দেশ, কাল ও বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সুতরাং প্রপঞ্চের বাহিরে উক্ত দেশ, কাল ও বস্তুগত পরিচ্ছেদ-রহিত পদার্থের প্রতীতি ভাষার সাহায্যে করাইতে হইলে, তাহাকে শূন্য বলা অথবা, এককালে ও একাধারে সূক্ষ্ম ও অনন্ত বলা ভিন্ন উপায় নাই। বৌদ্ধ এই তত্ত্বকে 'শূন্য' বলিয়াছেন, বেদান্ত ইহাকে "কূটস্থ", এবং উপনিষৎ "শূন্য" ও বলিয়াছেন, এবং "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" বলিয়াছেন। শূন্যের দৃষ্টান্ত উপলক্ষে মহোপনিষদের মন্ত্র উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য মন্ত্রটি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ২০ মন্ত্র। মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৭ মন্ত্রও এই একই অর্থ প্রকাশ করে। মন্ত্রটি এই :—

বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যাৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াম্।

মুণ্ডঃ ৩।১।৭

—সেই ব্রহ্ম মহৎ (বৃহৎ), অলৌকিক, অচিন্ত্যস্বরূপ, তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, এবং তিনি দূর হইতেও দূরবর্তী, অথচ সমীপেও প্রকাশ পান। বিশেষতঃ দর্শনক্ষম চেতন পদার্থে, এই শরীরেই—গুহাতে—হৃদ্‌পদ্মে নিহিত আছেন। মুণ্ডঃ ৩।১।৭

শ্রীমদ্‌ভাগবত এই তত্ত্বই প্রকাশ করিযাছেন :—

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে। ভাগ : ১০।১৬।৩৯

(১।১।৩ সূত্রের আলোচনায ইহার সরলার্থ দেওযা হইযাছে। পৃঃ—২৬২)

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, ভাবাত্মক তত্ত্বে বা ব্রহ্মে অনন্ত শক্তি নিহিত। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে ইহা প্রকাশ করিতেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

(১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। পৃঃ ২৬২)

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিক-যোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূরমনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥

ভাগঃ ৮।৩।২১

—সেই পরেশ, অক্ষর, অব্যক্ত, পরম ব্রহ্ম, আধ্যাত্মিক যোগগম্য, অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম অথচ অতিদূরস্থ, অনন্ত, আদ্য ও পরিপূর্ণ স্বরূপ; আমি তাঁহার স্তব করি। ভাগঃ ৮।৩।২১

এই সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ৯।৯।৪০ ও ২।১।১৯ সূত্রে উদ্ধৃত ১০।৮৭।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্ ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥

ভাগঃ ৮।৩।২৪

—তিনি (সেই পরমতত্ত্ব) দেব নহেন, অসুর নহেন, মর্ত্ত্য নহেন, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী) নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন, এবং লিঙ্গত্রয় শূন্য প্রাণিমাত্রও নহেন। অপরন্তু, তিনি গুণ নহেন, কর্ম্ম নহেন, সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সকল পদার্থের নিষেধের অবধিত্বরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি। মায়া দ্বারা তিনি অশেষাত্মা হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।৩।২৪

ব্রহ্ম সমুদায় নিষেধের পর্য্যবসান স্বরূপ। ভাবাত্মক শূন্যও তাহাই। একারণ মহোপনিষৎ শূন্য—ব্রহ্মের অপর একটি নাম বলিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিয়াছি।

সূত্রকারের সূত্র আলোচনা করিবার পূর্ব্বে জৈনমত কি, তাহা সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিলে, সূত্রগুলির বিষয় ও বিচার বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে মনে, করিয়া, অতি সংক্ষেপে জৈনমত লিখিত হইল।

বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়া সূত্রকার "জৈনমত" আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন:—

জৈন মতের ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইতে হইলে, আমাদিগকে উপনিষৎ, সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনে পৌঁছিতে হয়। উপনিষদের জন্মান্তর-বাদ, এবং স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্ব পদার্থে আত্মার অবস্থান জৈনগণ স্বীকার করেন, এই স্বীকৃতির জন্য "অহিংসা" তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম; বাক্যে, কার্য্যে এবং মনেও কোনও প্রাণীর হিংসা না করাই, তাঁহাদের ধর্ম্মের বিশেষত্ব। এজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, বর্ত্তমানে জৈনগণের মধ্যে অনেকে, পিপীলিকাদিগের

ভক্ষণের জন্য চিনি, ছড়াইয়া থাকেন, বিছানার ছারপোকাদের আহার যোগাইবার জন্য, অর্থ দিয়া লোক ভাড়া করিয়া, ছারপোকা সঙ্কুল বিছানায় শোয়াইয়া থাকেন। কেহ কেহ পথ চলিবার সময় পাছে কোনও প্রাণী পদদলিত হয়, এজন্য সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পথ ঝাঁটাইয়া, তবে পদক্ষেপ করেন। এই জন্যই তাঁহার বেদের কর্ম্মকাণ্ডবিহিত পশুহিংসামূলক যজ্ঞাদির কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন না; এবং এই জন্যই যজ্ঞ দ্বারা যাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতে হয়, সেই দেবতাদেরও অস্তিত্ব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরাস্তিত্ব বা এক অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বনিয়ন্তার সত্তা স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁহারা বেদ-বিরোধী, বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃ প্রমাণত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জিন বা **তীর্থঙ্করই** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদের অবস্থাপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ। সাংখ্যের ন্যায় তাঁহারা 'বহু পুরুষবাদ' স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের পুরুষ বা জীব সাংখ্যোক্ত পুরুষের ন্যায় নিষ্ক্রিয়, সাক্ষী, দ্রষ্টা মাত্র নহে, উহা কর্ত্তা, ভোক্তা ও জ্ঞানী। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু জৈন মতে জগৎ বা দ্রব্যই,—জীব ও অজীব ভেদে দ্বিবিধ। সুতরাং জীব, সাংখ্যোক্ত পুরুষের ন্যায় জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি হইতে, অত্যন্ত ভিন্ন নহেন। জৈন, বৈশেষিকের ন্যায়, পরমাণুর অস্তিত্ব, নিত্যত্ব, অবিভাজ্যত্ব স্বীকার করেন। তবে বৈশেষিক—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গুণবিশিষ্ট পরমাণু স্বীকার করেন। জৈন, সমুদায় পরমাণু একই প্রকার, একমাত্র প্রদেশবিশিষ্ট, কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে—স্থান ব্যাপকতাহীন (কায়হীন) স্বীকার করেন।

জৈনমতে ঋষভদেব—তাঁহাদের আদি জিন বা তীর্থঙ্কর। তিনি কত শতাব্দী পূর্ব্বে যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতের মতে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। প্রিয়ব্রতের পুত্র—অগ্নিধ্র, তাঁহার পুত্র নাভি। নাভির ঔরসে তৎপত্নী মেরুদেবীর (বা অন্য নামে পরিচিতা, সুদেবীর) গর্ভে বিষ্ণুর অংশে ঋষভ দেবের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভরত; তাঁহারই নাম অনুসারে অস্মদ্দেশের নাম "ভারতবর্ষ" হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার নাম "অজনাভ" ছিল। ইহা বর্ত্তমান কল্পের সায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা। সুতরাং কতকাল পূর্ব্বে কল্পনা করা যাইতে পারে। ভাগবত বলেন যে, ঋষভদেব সম্রাট্ ছিলেন। প্রজাপালনাদি রাজধর্ম্ম প্রতিপালনের পর, তিনি অবধূত বেশ ধারণ পূর্ব্বক, দিগম্বর হইয়া, অজগর, গো, মৃগ ও কাকতুল্য আচরণ করিতে করিতে দেশ পর্য্যটন করিতে থাকেন, এবং পারমহংস্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তাঁহার এ প্রকার আচরণ লোকশিক্ষার জন্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ

বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্তও, প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের উপাসনা জৈনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কতদিন পূর্ব্বে উক্ত উপাসনা প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার নির্দেশ তাঁহারা দিতে পারেন না।

ঋষভদেব হইতে ২৩ জন তীর্থঙ্করের পর চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর 'বর্দ্ধমান' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর নাম মহাবীর, জিন ও তীর্থঙ্কর। বুদ্ধদেবও ঐ সকল নামে অভিহিত হইতেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে জন্মগ্রহণ, এবং খ্রীঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ঋষভদেব বাদে, অজিতনাথ, অরিষ্টনেমি ও পার্শ্বনাথের নাম বিখ্যাত। ইঁহাদের মধ্যে ঋষভদেব, অজিতনাথ ও অরিষ্টনেমির নাম যজুর্ব্বেদে উল্লিখিত আছে, ইহা আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন তাঁহার ভারতীয় দর্শন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। অরিষ্টনেমির নাম মহাভারতে ও পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে ২৮৯ অধ্যায়ে অরিষ্টনেমির নাম ও তিনি সূর্য্যবংশীয় সগর রাজার সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ আছে। অরিষ্টনেমি দ্বাবিংশতিতম ও পার্শ্বনাথ ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, পার্শ্বনাথ খ্রীঃ পূঃ ৭৭৬ অব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পর চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর, বর্দ্ধমান। ইনি মগধের সামন্ত রাজবংশের ক্ষত্রিয় কাশ্যপ গোত্রজ রাজপুত্র। ইঁহার ভ্রাতার নাম নন্দিবর্দ্ধন ছিল। ইনি অবশ্যই মগধরাজ প্রদ্যোতবংশীয় নন্দিবর্দ্ধন বা শিশুনাগ বংশীয় নন্দিবর্দ্ধন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁহারা ইঁহার বহু পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জৈনধর্ম্ম বর্দ্ধমানের নামের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করগণের প্রচারিত ধর্ম্মই শিষ্যগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং জৈনধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে।

জৈনগণ শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর ভেদে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পার্শ্বনাথের অনুচরগণ শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত, এবং বর্দ্ধমান বা মহাবীরের অনুচরগণ দিগম্বর সম্প্রদায় ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে পরস্পর বিরোধে এই সম্প্রদায় বিভাগ হয়। পূর্ব্বে জৈনগণের লিখিত কোন ধর্ম্ম পুস্তক ছিল না। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে একটি সমিতি পাটলিপুত্র নগরে আহূত হয়; এবং সেখানে সমবেত জৈন মণ্ডলী, তীর্থঙ্করগণের উপদেশ সমূহ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন। তৎপরে খ্রীষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে বল্লভীতে শেষ সমিতির অধিবেশনে উহা পুনরায় সংশোধিত, নিয়মবদ্ধ ও সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ হয়।

সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জৈন-তত্ত্ব নিম্নে অঙ্কিত চিত্রাকারে প্রদত্ত হইল :—
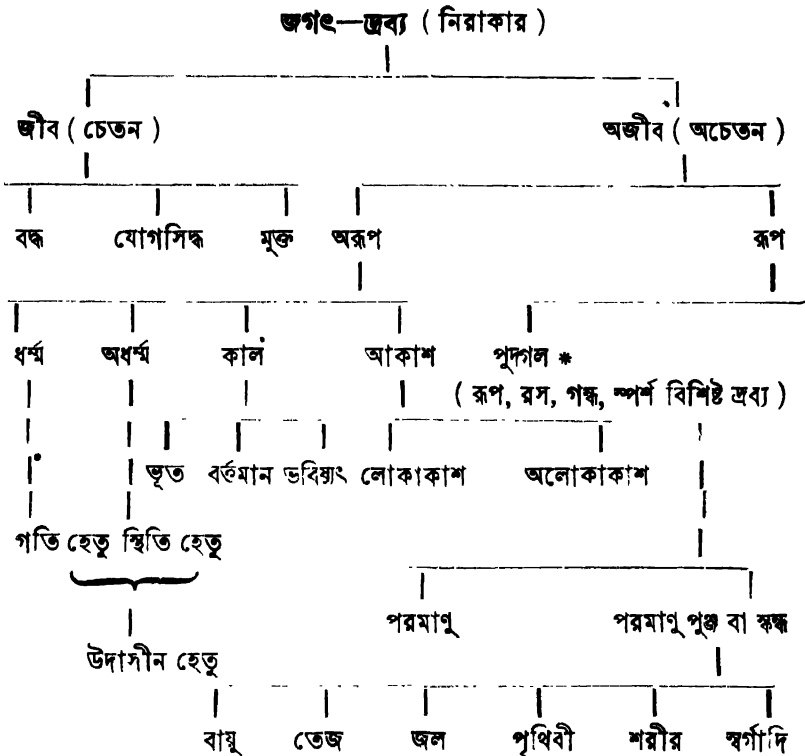
*পুদ্গল—পুর্+গল্+অন্—পূর্য্যন্তি গলন্তি চ—যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া—পরিশেষে গলিয়া যায়, বা পুঞ্জভাব ত্যাগ করে, অর্থাৎ উপচয় ও অপচয় যুক্ত—বিকারী। পরমাণু পুদ্গলের অন্তর্গত। ইহা অবিভাজ্য এবং সাধারণ দৃষ্টে কায়হীন হইলেও, সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত তীর্থঙ্কর ইহার 'কায়' দেখিতে পান। স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করার নাম, 'কায়' অর্থাৎ স্থান ব্যাপকতা। যে সকল দ্রব্যের স্থান ব্যাপকতা আছে, তাহাদিগকে "অস্তিকায়" বলে। জৈন মতে "অস্তিকায়" দ্রব্য পাঁচ প্রকার :—(১) জীবাস্তিকায়, (২) ধর্ম্মাস্তিকায়, (৩) অধর্ম্মাস্তিকায়, (৪) আকাশাস্তিকায়, (৫) পুদ্গলাস্তিকায়।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ সর্ব্বব্যাপী। কালও সর্ব্বব্যাপী। ইহাদের মধ্যে আকাশ—স্থান বা দেশ দান করিয়া দ্রব্যের অবস্থান নির্দ্দেশ করে। ধর্ম্ম—ঐ স্থান বা দেশে দ্রব্যের গতি, বৃদ্ধি, হ্রাস, সংকোচ, বিকাশ সম্ভব করে। অধর্ম্ম—ঐ স্থানমধ্যে দ্রব্যের স্থিতি সম্ভব করে। কাল—পরস্পর অসংহত

পরিবর্ত্তন পরম্পরার সমষ্টিমাত্র নহে। ইহা অতীতের সহিত বর্ত্তমানের এবং বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সংযোগ সাধনের আশ্রয়।

পরমাণু—নিত্য, অমূর্ত্ত্য, অনুৎপাদ্য, সমুদায় মূর্ত্ত্যের মূল। উহা এক প্রকার। উহাদের এক প্রদেশ মাত্র আছে। উক্ত প্রদেশ সজাতীয় অপর পরমাণুর সহিত, এবং তাহা অপর তৃতীয় পরমাণুর সহিত, সংযুক্ত হইয়া, পরমাণু পুঞ্জ বা স্কন্ধ উৎপাদন করে, এবং উহা হইতে বায়ু, তেজঃ, জল, ক্ষিতি, শরীর, স্বর্গাদি লোক উৎপন্ন হয়। ইহারাই পুদ্গল—ইহারাই কার্য্য, ভোগ্য ও জ্ঞানের বিষয়। আকাশ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—পরমাণু সংযোগের হেতু। লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, জৈন মতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, পুণ্য ও পাপের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত নহে। পুণ্য ও পাপ,এ মতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন।

জীব—চেতনা, জীবের স্বরূপ, দর্শন ও জ্ঞান চেতনার দুই প্রকার অভিব্যক্তি। জ্ঞান ভিন্ন জীব হইতে পারে না, কেননা, চেতনা যখন জীবের স্বরূপ, এবং জ্ঞান চেতনার অভিব্যক্তি, তখন, জ্ঞান বিরহিত জীব বলিলে, জীবের স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইতে পারে না। সাধারণ জীবে দর্শনের পর জ্ঞান, কিন্তু নিরুপাধি মুক্ত জীবের অর্থাৎ তীর্থঙ্কর গণের দর্শন ও জ্ঞান সমকালে হইয়া থাকে, এবং তাহাদের অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান; অতএব অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্য্য। কিন্তু সোপাধি বা বদ্ধ জীব সংসারে পরিভ্রমণ করে। উহার দর্শন অল্প, জ্ঞানও অল্প এবং সেজন্য বীর্য্য ও সুখ ও অল্প। জীব—দেহ পরিমাণ সাবয়ব, বহু এবং লোকাকাশ জীবে পূর্ণ। যেমন একটি দীপ একটি ক্ষুদ্র পাত্রে বদ্ধ করিয়া রাখিলে উহা মাত্র ক্ষুদ্র পাত্রটিকে প্রকাশিত করে, আবার সেই দীপ একটি বৃহৎ ঘরে রাখিয়া দিলে সেই ঘরের সর্ব্বত্র প্রকাশিত করে, সেইরূপ জীব বা আত্মা—দেহপরিমাণ বা মধ্যম পরিমাণ, এবং সংকোচ ও বিকাশশীল।

দর্শন—পাঁচ প্রকার, (১) ব্যঞ্জনাগ্রহ, (২) অর্থাগ্রহ, (৩) ঈহ, (৪) অভয়, (৫) ধারণা। জৈন স্বীকার করেন যে, বুদ্ধিবিজ্ঞান ব্যতীত দৃশ্যমান বাহ্যবস্তুর বস্তুগত অস্তিত্ব আছে। এবং বাহ্য বস্তুসকল উপরোক্ত পঞ্চবিধ উপায়ে উপলব্ধির গোচর হইয়া উহাদের জ্ঞানোৎপাদন করে।

জ্ঞান—পাঁচ প্রকার, (১) মতি, (২) শ্রুতি, (৩) অবধি, (৪) মনঃ পর্য্যায়, (৫) কেবল। (১) মতিজ্ঞান—ইন্দ্রিয় ও মনের কার্য্যজনিত; স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, অনুমান এবং তর্ক ইহার অন্তর্গত। (২) শ্রুতিজ্ঞান—শব্দ, নাম, চিহ্ন বা সঙ্কেত দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। লব্ধি বা সম্বন্ধ, ভাবনা বা স্মৃতি, উপদেশ বা প্রতীতি,

এবং নয় বা লক্ষ্যস্থান, ইহার অন্তর্গত। (৩) অবধি জ্ঞান—দেশ বা কালগত দূর হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান—যেমন যোগ সাধনা দ্বারা যোগিগণের হয়। (৪) মনঃ পর্য্যায়—অন্য লোকের মনের চিন্তার জ্ঞান। কেবল—সমুদায় দ্রব্যের এবং তাহাদের অবস্থাগত সম্যক্ জ্ঞান। ইহাদের মধ্যে মতি ও শ্রুতি জ্ঞান পরোক্ষ। অবধি, মনঃ পর্য্যায় এবং কেবল জ্ঞান প্রত্যক্ষ। মতি, শ্রুতি ও অবধি জ্ঞানে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু শেষের দুই জ্ঞানে, অর্থাৎ, মনঃ পর্য্যায় এবং কেবল জ্ঞানে ভ্রম থাকিতে পারে না। মতি এবং শ্রুতি জ্ঞানে ভ্রম, সংশয় বা বিকল্প, এবং বিপর্য্যয় বা ভুল (অসত্য), এবং অবধি জ্ঞানে ভ্রম, অনধ্যবসায়-জনিত। সম্যক্ জ্ঞানে—সংশয়, বিমোহ, বিভ্রম নাই।

জ্ঞান আবার নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ ভেদে দুই প্রকার। নিরপেক্ষ জ্ঞানের নাম 'প্রমাণ' ও সাপেক্ষ জ্ঞানের নাম 'নয়'। 'প্রমাণ' দ্বারা বস্তুর ব্যাবহারিক সত্যতার এবং অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। 'নয়' দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শন ভেদে, সেই সেই বস্তুরই বিভিন্ন প্রকার উপলব্ধি হইয়া থাকে। যেমন অন্ধের হস্তী-দর্শন। কেহ বলিল, হস্তী স্তম্ভের ন্যায়; আর একজন বলিল, জালার ন্যায়; তৃতীয় বলিল, সর্পাকার; চতুর্থ বলিল, কুলার মত। একই হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গে হস্তার্পণ জনিত দর্শনে এই প্রকার বিভিন্ন উপলব্ধি। জৈনমতে এই 'নয়' সাত প্রকার—(১) নৈগম, (২) সংগ্রহ, (৩) ব্যবহার, (৪) ঋজুসূত্র, (৫) শাব্দ, (৬) সমাবিরূদ্ধ, (৭) এবম্ভূত। ইহাদের নামোল্লেখ করিয়াই বিরত হওয়া গেল। সাধারণ জীবের বস্তুজ্ঞান, এই 'নয়' বা লক্ষ্যস্থানের উপর নির্ভর করে। অতএব সাধারণ জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য মাত্র, এবং উহা "নয়ে"র উপর নির্ভর করে। এই "নয়" দ্বারা জৈনগণ বৈদান্তিক ও সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদ ও বৈশেষিকের অসৎকার্য্যবাদ—এই উভয়ের সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহারা বলেন যে, একটি স্বর্ণবলয়—বস্তুস্থান হইতে দর্শন করিলে, উহা স্বর্ণই বটে, (সৎকার্য্যবাদ)। আবার আকার বা পরিণামের স্থান হইতে দর্শন করিলে, উহা নূতন উৎপাদিত বটে (অসৎকার্য্যবাদ)।

এই 'নয়' হইতেই জৈনগণের **"স্যাদ্বাদ"** অথবা **"সপ্তভঙ্গী ন্যায়ের"** উৎপত্তি। এই "ন্যায়" পদার্থ বিষয়ে সাতটি নিয়ম "ভঙ্গ" করে বলিয়া ইহার নাম **"সপ্তভঙ্গী"** ন্যায়। সাতটি নিয়ম এই :—পদার্থের (১) সত্ত্ব (২) অসত্ত্ব. (৩) সদসত্ত্ব, (৪) সদসদ্বিলক্ষণত্ব, (৫) সত্ত্বে থাকিয়া সদ্বিলক্ষণত্ব, (৬) অসত্ত্বে থাকিয়া অসদ্বিলক্ষণত্ব এবং (৭) সত্ত্বে ও অসত্ত্বে থাকিয়া তদুভয় বিলক্ষণত্ব।

তাঁহারা বলেন যে, সত্ত্ব অসত্ত্ব, নিত্যত্ব, অনিত্যত্ব, ভিন্নত্ব, অভিন্নত্ব সমস্তই আপেক্ষিক, সুতরাং অনৈকান্তিক। কোনও বস্তুকে বিদ্যমানও বলা যায়, অবিদ্যমানও বলা যায়, নিত্যও বলা যায়, অনিত্যও বলা যায়, ভিন্নও বলা যায় এবং অন্য বস্তু হইতে অভিন্নও বলা যায়। এ কারণে তাঁহারা **"সপ্তভঙ্গী"** ন্যায়ের অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক বস্তুই (১) সম্ভবতঃ আছে (স্যাদস্তি), (২) সম্ভবতঃ নাই (স্যান্নাস্তি), (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে (স্যাদস্তিনাস্তি), (৪) সম্ভবতঃ অনির্ব্বাচ্য (স্যাদব্যক্তম্), (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অনির্ব্বাচ্যও বটে (স্যাদস্তিচাব্যক্তম্), (৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে অনির্ব্বাচ্যও বটে (স্যান্নাস্তিচাব্যক্তম্), (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে, অব্যক্তও বটে (স্যাদস্তিচনাস্তিচাব্যক্তম্)। যেমন একটি ঘট—পরমাণু রূপে 'সৎ', সুতরাং (১) "ঘট আছে" বলা যায়; কিন্তু পরিণামশীল ও উপাদানকারণ মৃত্তিকা হইতে অল্পক্ষণ স্থায়ী ও মৃত্তিকাতে পরিণতি বলিয়া "অসৎ" অর্থাৎ (২) "ঘট নাই"—ও বলা যায়। "ঘট"রূপে "নির্ব্বাচ্য" হইলেও পরমাণুরূপে বা পরমাণুপুঞ্জরূপে বা পরমাণুর পরিণাম অবয়বীরূপে (৩) অনির্ব্বাচ্য। আপাতদৃষ্টিতে উহা 'পট' বা অন্য পদার্থ হইতে (৪) ভিন্ন হইলেও, ঘটের অভিব্যক্তি যখন পরমাণু, এবং সমুদায় পদার্থের অভিব্যক্তি পরমাণু হইতে, এবং পরমাণু যখন এক, তখন উহা 'পট' বা অন্য পদার্থ হইতে (৫) অভিন্নও বটে। সুতরাং কোনও পদার্থকে কোনও প্রকারে নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

সমস্ত বস্তুই দ্রব্য এবং পর্য্যায়াত্মক। দ্রব্যাত্মক বলিয়া বস্তু মাত্রেরই সত্তা, একত্ব ও নিত্যত্ব আছে। পর্য্যায়াত্মক বলিয়া একত্বে অনেকত্ব, নিত্যত্বে অনিত্যত্ব এবং সত্ত্বে অসত্ত্ব বর্ত্তমান। পর্য্যায়—দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ। উহা দ্বারাই বস্তুগত ভেদের উৎপত্তি। উক্ত অবস্থা ভাব ও অভাব স্বরূপ—সহভাবী ও ক্রমভাবী ভাবে বিবিধ। যেমন—জলের বর্ণ—জল ও বর্ণ উভয়ই নিত্য, উভয়ে সহভাবী পর্য্যায়। কিন্তু ঘোলা জল বলিলে,—আগন্তুক কারণে জল ঘোলা হইয়া থাকে। এবং সহজেই ঐ আগন্তুক গুণ হইতে জল মুক্ত করা যায়; ইহা ক্রমভাবী পর্য্যায়।

উপরে যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, উহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রধানতঃ জীব ও অজীব ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত; এবং (১) জীব, (২) ধর্ম্ম, (৩) অধর্ম্ম, (৪) কাল, (৫) আকাশ, (৬) পুদ্‌গল এই ছয় দ্রব্যের মধ্যে 'জীব' এবং 'পুদ্‌গলই' দুইটি প্রধান দ্রব্য; অন্য চারিটি উহাদের সহায়ক। 'পুদ্‌গলের' সহিত

জীবের যোগই সংসার। জীব এবং পুদ্গল—সক্রিয় দ্রব্য। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম—সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় দ্রব্য—উদাসীন। কর্ম্মই জীবের সহিত অজীবের যোগ উৎপাদন করে। জীবের ভোগ্য বিষয়ের নামই অজীব। মোক্ষ—জীবের সহিত অজীবের সংযোগের ধ্বংসসাধন করিয়া, জীবকে অজীব হইতে মুক্ত করে এবং তখন জীব নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। এই কর্ম্মধ্বংস, 'সংবর' দ্বারা হয়, ইহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তিনিরোধ দ্বারা সমাধি। ইহা লাভ করিতে হইলে, অর্হতের বা তীর্থঙ্করদিগের উপদেশ মত মোক্ষসিদ্ধির অনুকূল তপস্যা করিতে হয়। ইহার নাম জৈনমতে "নির্জ্জর"। "নির্জ্জর" দ্বারা "আস্রবের" নাশ করিতে হয়। "আস্রব" অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইন্দ্রিয়াদি। ইহাদের দ্বারা অজীব পদার্থ প্রবাহিত হইয়া, জীবকে আবরণ করিয়া, বেষ্টনী প্রস্তুত করে। এই বেষ্টনীই জীবের বন্ধ। ইহা আট প্রকার কর্ম্ম নিবন্ধন জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের হেতু। এই আট প্রকার কর্ম্মের মধ্যে, চারি প্রকার "ঘাতী কর্ম্ম" এবং চারি প্রকার "অঘাতী কর্ম্ম"। যে সকল কর্ম্ম দ্বারা জীবের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, দর্শন, সুখ ও বীর্য্য প্রতিহত হয়, তাহাদিগকে "ঘাতী কর্ম্ম" বলে। আর যে সকল কর্ম্ম দ্বারা শরীর, শরীরাভিমান, শরীরে অবস্থিতি এবং তজ্জনিত সুখ-দুঃখ ও উপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে "অঘাতী কর্ম্ম" বলে।

উপরে জৈনমত যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, জৈনগণ ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্রই আপেক্ষিক বলিয়া থাকেন। "আপেক্ষিক" জ্ঞান পরস্পর সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে। সম্বন্ধের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, বস্তুগত অস্তিত্বের ও নাস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। জৈনমতে বস্তুগত অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব বা তদুভয়ত্ব—কিছুই নির্দ্দেশ্য, নির্ব্বাচ্য নহে। সুতরাং সম্বন্ধও সেইরূপ। জৈনগণ, বাহ্য জগৎ-প্রপঞ্চ পরিদর্শনের উপর তাঁহাদের ধর্ম্মমত সংঘটন করিয়াছেন। পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে তাঁহাদের মত খুব স্পষ্ট। তাঁহারা, পরমার্থ সত্য আছে কিনা, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর বিদ্যমান কিনা, ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া—"নাই" বলিয়া উত্তর প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং দার্শনিক মত হিসাবে যুক্তিবিচারের উপরই তাঁহারা নিভর করেন; কিন্তু সহজ জ্ঞানে মনে হয় যে, একটি স্বতঃসিদ্ধ পরমার্থ সত্য এবং অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, আপেক্ষিক সত্যের এবং আপেক্ষিক অস্তিত্ব নাস্তিত্বের প্রতীতির তুলনা-মূলক ধারণা হইতে পারে না। "আপেক্ষিক সত্য" বলিলেই একটি পরমার্থ সত্যের আকাঙ্ক্ষা, মনে স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু জৈনগণ, সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের অবকাশ রাখেন নাই।

পরবর্ত্তী জৈন দার্শনিকগণ এই দোষ কতক পরিমাণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মমত কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের প্রক্রিয়া স্বরূপ যুক্তিবিচারের উপর নির্ভর করিলে চলে না। উহাতে হৃদয়বৃত্তি পরিচালনের ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ কারণ, তাঁহারা দ্বাবিংশতিতম তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমিকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় লীলাকারী বলিয়া উল্লেখ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ন্যায় তাঁহারও উপাসনা প্রচলিত করেন। এবং হিন্দুমতের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য হিন্দুগণের দেবদেবী-গণও তাঁহাদের মন্দিরে তাঁহাদের তীর্থঙ্করগণের পারিপার্শ্বিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। জাতিভেদ তাঁহারা স্বীকার করেন। তবে জন্মগত জাতিভেদ প্রকৃতপক্ষে অস্বীকৃত হইলেও, কার্য্যতঃ তাহা সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হয় না। তাঁহাদের মধ্যে গৃহস্থগণের সংস্কার কর্ম্মাদি হিন্দু পুরোহিত দ্বারা সম্পাদিত করেন। সুতরাং, বৌদ্ধগণের সহিত সমাজগত যে আত্যন্তিক ভেদ হিন্দুগণের ছিল, জৈনগণের সহিত সে ভেদ নামে থাকিলেও, তত উগ্রভাবে নহে। সেই জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইল, কিন্তু জৈনধর্ম্ম নানা প্রকার পীড়নেও, হিন্দুধর্ম্মের শাখারূপে আপনাকে পরিচিত করিয়া, এখনও টিকিয়া আছে।

খ্রীষ্ট জন্মের পর জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উপরে জৈনমত সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা পুস্তকাদি হইতে সংগৃহীত। ঐ পুস্তকাদির লিখিত বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব তীর্থঙ্করগণের উপদেশাবলী হইতে সঙ্কলিত। সূত্রকার, তাঁহার সূত্র রচনা সময়ে 'প্রচলিত জৈন মতের বিরুদ্ধে সূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

৬। একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণ।

ভিত্তি :—

সূত্র :—২।২।৩৩ ॥

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৩৩ ॥

ন + একস্মিন্ + অসম্ভবাৎ ॥

ন:—না। **একস্মিন্ :**—একেতে বা একবস্তুতে। **অসম্ভবাৎ :**—অসম্ভব হেতু।

এক কালে এক পদার্থে বহু পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ সম্ভব হয় না বলিয়া জৈন মত উপেক্ষণীয়।

যেমন এক পদার্থ যুগপৎ শীতল ও উষ্ণ হইতে পারে না, সেইরূপ কোনও পদার্থে যুগপৎ সত্ত্ব-অসত্ত্ব, নিত্যত্ব-অনিত্যত্ব, ভিন্নত্ব-অভিন্নত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থান সম্ভব হয় না। আলোক ও অন্ধকার কি এককালে একস্থানে থাকিতে পারে? জৈন মতে, বস্তুর স্বরূপ অনিশ্চিত, এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অনিশ্চিত। সুতরাং সে জ্ঞানের ভিত্তির উপর শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। একই বস্তু একই সময়ে বক্তব্য ও অবক্তব্য হইতে পারে না; ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। স্বর্গ ও মোক্ষ, ইহারাও অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব উভয় পক্ষগ্রস্ত। 'আছে' ও 'নাই' এই উভয় পক্ষ থাকায়, জৈনমতাবলম্বীগণের সাধনানুষ্ঠান পদ্ধতি উপপন্ন হয় না। জৈন মতে, পরমাণু এবং পরমাণুপুঞ্জ হইতে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি কথিত হয়। তাহাও পূর্ব্বে বৈশেষিক মতবাদ আলোচনায় পরমাণু কারণবাদ নিরসন দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। **অতএব জৈন মত সর্ব্বথা অসামঞ্জস্যপূর্ণ।**

শ্রীমদ্ভাগবত, এক অদ্বিতীয়—পরমার্থ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুতে, অস্তি ও নাস্তি, এই উভয় পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের সমন্বয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের মুখবন্ধে উদ্ধৃত ৬।৪।২১ শ্লোক (পৃঃ ১৩৮) দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মবস্তুতে পরস্পরবিরোধী ধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইলেও, ব্রহ্মেতর বস্তুতে তাহা সম্ভব নয়। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মেতর বস্তু না থাকিলেও ব্যবহারিক জগতে ব্রহ্মের সংকল্পানুসারে উহার অস্তিত্ব স্বীকারে—ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়।

সূত্র ঃ—২।২।৩৪ ॥

এবঞ্চাত্মাকাৎস্নর্যম্ ॥ ২।২।৩৪ ॥

'এবং + চ + আত্মাকাৎস্নর্যম্ ॥

এবং ঃ—এইরূপ হইলে। **চ ঃ**—ও। **আত্মাকাৎস্নর্যম্ ঃ**—জীবের অপূর্ণতা হয়।

আত্মা যদি জৈন মতে দেহ পরিমাণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে আত্মা অপূর্ণ, অব্যাপী, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং, ঘট পটাদির ন্যায় অনিত্য হইয়া পড়ে। আরও দেখ, জীবের শরীর পরিমাণের স্থিরতা নাই। মানবের শরীর পরিমাণ এক প্রকার, হস্তীর তাহা অপেক্ষা অনেক বড়, এবং পিপীলিকার তাহা অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র। আত্মা, মৃত্যুর পর, কোন্ দেহ গ্রহণ করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। পিপীলিকার শরীরস্থ আত্মা তৎপরিমিত হইলে, উহা কিরূপে মানব শরীর অথবা হস্তী শরীর গ্রহণ করিয়া তৎপরিমিত হইতে পারে? জন্মান্তর দূরে থাকুক, এই জন্মেই বাল্য, তরুণ, যৌবন ও বার্দ্ধক্যযুক্ত শরীরেও ঐ দোষের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব, জৈন মত অগ্রাহ্য।

এ সম্বন্ধে ভাগবত মত বড়ই স্পষ্ট।

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্‌ব্যভিচারিণাং হি ॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৯

—আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয়ও নাই। আত্মা ব্যভিচারী বিনাশশীল বাল্য যুবাদি দেহের, দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি আকারের পরিবর্ত্তনের, দ্রষ্টা মাত্র। তদ্রূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা স্পৃষ্ট নহে।

ভাগঃ ১১।৩।৩৯

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ ॥ ভাগঃ ১০।৫৪।৪৪

—পরমার্থতঃ, সমুদায় দেহিদিগের বিশুদ্ধ আত্মা একই মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিরা, জলে চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায়, এবং আকাশে ঘটাদির ন্যায়, তাহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৫৪।৪৪

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাশ আত্মার ধর্ম্ম, সুতরাং পর্য্যায় শব্দবাচ্য অবস্থান্তর প্রাপ্তির দ্বারা, উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে। অর্থাৎ, সঙ্কোচ-বিকাশ-স্বভাব আত্মা হস্তীদেহে গমন করিলে—বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বৃহৎ হইবে, এবং পিপীলিকার দেহে যাইবার সময় সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে, তাহা হইলে, "অকাৎস্ন্য" দোষের সম্ভাবনা হইবে না। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।২।৩৫ ॥

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৩৫

ন + চ + পর্য্যায়াৎ + অপি + অবিরোধঃ + বিকারাদিভ্যঃ ॥

ন :—নহে। **চ :**—ও। **পর্য্যায়াৎ :**—অবস্থাক্রমে। **অপি :**—ও। **অবিরোধঃ :**—বিরোধাভাব। **বিকারাদিভ্যঃ :**—বিকারাদি দোষ হেতু।

বাল্য দেহে জীবের অপচয় এবং যৌবন ও বৃদ্ধ দেহে উপচয়, পিপীলিকা-দেহে ক্ষুদ্রত্ব এবং হস্তীদেহে বৃহত্ত্ব, আত্মার অবস্থানুসারে সঙ্কোচ-বিকাশ বশতঃ হয় বলিলেও বিরোধের পরিহার সম্ভাবনা নাই। কেননা, তাহা হইলে, বিকার ও বিকারশীল অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়। জীব যদি সবিকার হয়, তাহা হইলে, ঘটাদির ন্যায় অনিত্য। জীব অনিত্য হইলে, বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা বিনষ্ট হইবে। তীর্থঙ্করগণের উপদেশানুসারে আচরণের কোনও হেতু থাকিবে না। কর্ম্মাষ্টক পরিবেষ্টিত জীব, প্রস্তরবদ্ধ অলাবুর ন্যায়, সংসার সাগরে নিমগ্ন। সেই বন্ধন নষ্ট হইলে, ঊর্দ্ধগামিত্ব স্বভাবনিবন্ধন মোক্ষ, এ সিদ্ধান্ত নষ্ট হইবে। অংশবিশেষের আগমন-নির্গমন থাকায় শরীর যেমন আত্মা নহে, সেইরূপ উক্ত মতে আত্মা—অনাত্মা হইয়া পড়িবে। অতএব, নির্ব্বিকার নিত্য কোনও এক বস্তুকে আত্মা বলিতে হইবে। কিন্তু উহা নিরূপণ করিতে উক্ত মতের সামর্থ্য নাই।

আবার বৃহৎ হস্তীশরীর প্রাপ্তিকালে, জীবাংশ কোথা হইতে আসিয়া, জীবের উপচয় করে, এবং ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তিকালে ইহা কোথায় যায়, তাহারও নিরূপণ আবশ্যক। জীবন যখন ভৌতিক নহে, তখন ভূত হইতে আসে বা ভূতে যায়, তাহা হইতে পারে না। প্রমাণ না থাকায়, সাধারণ হউক বা অসাধারণ হউক, এমন কোনও আধারের নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না। অবয়ব আসিয়া আত্মার উপচয় সাধন; করে, আবার, অবয়ব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে ক্ষীণ করে, এরূপ হইলে, আত্মার স্থিরতর রূপও নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণ থাকিল না। এই সকল কারণে অবয়বের আগমন-নির্গমন স্বীকার করা যায় না।

ভাগবত বলেন যে,—ভৌতিক দ্রব্য, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়, আধিদৈবিক সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, আদি ও অন্তবান্‌ দেহ, আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে; এই দেহই দেহ-অভিমানী আত্মাকে সংসারে প্রবৃত্ত করে। প্রকৃতপক্ষে, দেহের সহিত আত্মার সংযোগ বা বিয়োগ সম্ভব নহে। কারণ দেহ অসৎ, আত্মা সৎ। তথাপি ভূতেন্দ্রিয়বিশিষ্ট দেহ যে প্রকাশিত হয়, আত্মাই তাহার হেতু। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, চক্ষুঃ ও রূপ উভয়ই সূর্য্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভাগঃ ১০।৫৪।৪৫-৪৬

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্‌॥ ভাগঃ ১০।৫৪।৪৫
নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাত্তৎ প্রসিদ্ধের্দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ॥ ভাগঃ ১০।৫৪।৪৬

সূত্র :—২।২।৩৬॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ॥ ২।২।৩৬॥
অন্ত্যাবস্থিতেঃ + চ + উভয়নিত্যত্বাৎ + অবিশেষঃ॥

অন্ত্যাবস্থিতেঃ :—অন্ত্যের অর্থাৎ মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতির হেতু। **চ** :—ও। **উভয়নিত্যত্বাৎ** :—উভয়ের, আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের, নিত্যত্ব হওয়ায়। **অবিশেষঃ** :—বিশেষ—সঙ্কোচ বিকাশরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি সম্ভব হয় না।

জীবাত্মার মোক্ষকালীন যে অন্তিম পরিমাণ, জৈন মতে তাহা অবস্থিত, অর্থাৎ, সঙ্কোচ-বিকাশ বিহীন, স্থির, কেননা, মুক্তির পর আর দেহ ধারণের প্রয়োজন না হওয়ায়, আত্মার পরিমাণ, পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। সুতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন উহার পরিমাণ উভয়ই নিত্য, এবং তাহা হইতে বুঝায় যে, উহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ, কারণ, জৈন স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলেন। সুতরাং মুক্তির পূর্ব্বেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মার পরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই। অতএব, আত্মার পরিমাণ দেহানুপাতে ছোট বড় হইতে পারে না। এ কারণ, জৈন মত অসঙ্গত।

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তর্কের অনুরোধে জৈন মতানুসারেই আত্মার অন্ত্য পরিমাণ মোক্ষকালে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, আত্মার পরিমাণ নাই। কারণ, উহা জন্যপদার্থ নহে। উহা প্রপঞ্চজাত পদার্থের বাহিরে; সুতরাং, উহার পরিমাণ বলিতে হইলে, হয় অণু, নয় মহৎ, বলিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নিত্য আত্মাব্যয় শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ।

ধত্তেঽসাবাত্মনো লিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্ ॥ ভাগঃ ৭।২।১৮

—ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, সর্ব্বগত, সর্ব্বজ্ঞ, এবং প্রপঞ্চজাত হইতে ভিন্ন। মায়া দ্বারা গুণ সৃষ্টি করতঃ, উচ্চ নীচ দেহ, ও তত্তদ্দেহে সুখাদি স্বীকার করিয়া লিঙ্গ শরীর ধারণ করেন। এই লিঙ্গ শরীরোপাধিই সংসার! ভাগঃ ৭।২।১৮

ইতঃপূর্ব্বে কপিল, কণাদ, বৌদ্ধ ও জৈনমত বিচার দ্বারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, বেদবিরুদ্ধ, এজন্য উপেক্ষণীয় প্রমাণিত হইয়াছে। অধুনা পাশুপত মত বিচারে অগ্রসর হইতেছেন :—

উক্ত মতে ঈশ্বর কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং প্রকৃতি—উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকৃত হয়েন। যদিও ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, তথাপি ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, এবং জীব বা পশু পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয়। (সেশ্বর সাংখ্যে এবং যোগেও এই মতের সদৃশ মত স্বীকৃত হয়।) পাশুপত মতাবলম্বীগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত :—(১) পাশুপত, (২) শৈব, (৩) কাপালিক, (৪) কালমুখ। ইহারা সকলেই মহেশ্বর প্রোক্ত আগমের অনুগামী। ইহারা বলেন যে, মহত্তত্ত্বাদি সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কার্য্য অর্থাৎ জন্য—প্রধান ইহাদের উপাদানকারণ, এবং ঈশ্বর—নিমিত্তকারণ। পশু শব্দের অর্থ জীব। ঈশ্বর তাহাদের নিয়ন্তা বলিয়া পশুপতি নামে অভিহিত। পশু বা জীবগণের—পাশ বা সংসারবন্ধনের মুক্তির জন্য উপদেশ আগমশাস্ত্রে নিবদ্ধ। বিধি, অর্থাৎ ত্রৈকালিক স্নানাদি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল—'বিধি' শব্দের অর্থ। 'যোগ' শব্দের মুখ্য অর্থ সমাধি—যাহা দ্বারা পশু, পশুপতিকে লাভ করে; এবং "দুঃখান্ত" অর্থ মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি। এই পাঁচটি—অর্থাৎ কারণ, কার্য্য, বিধি, যোগ এবং দুঃখান্ত—পদার্থ—পশুগণের পাশচ্ছেদনার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এ মতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

সূত্রকার এ মতের বিরুদ্ধে সূত্র করিলেন :—

৭। পশুপত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

সূত্র ঃ—২।২।৩৭ ॥

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ২।২।৩৭ ॥

পত্যুঃ + অসামঞ্জস্যাৎ ॥

পত্যুঃ ঃ—পতির—পশুপতির মত অনাদরণীয়। **অসামঞ্জস্যাৎ** ঃ—সামঞ্জস্যের অভাবহেতু।

ঈশ্বর—প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাতৃ বা নিয়ন্তৃরূপে জগৎ-কারণ, ইহা উপপন্ন হয় না। যদি তিনি প্রকৃতির এবং পুরুষেরও নিয়ন্তা হন, তবে তাঁহার উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রাণী সৃষ্টি করায়, তাঁহার বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং তাঁহার রাগদ্বেষাদি আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হয়; তাহা হইলে, তিনি আমাদিগের ন্যায় অনীশ্বর। যদি বল, জীবের কর্ম্ম জন্য বিষম সৃষ্টি, কর্ম্ম তাঁহার বিষম সৃষ্টির প্রবৃত্তির উদ্বোধক; আবার তিনি পুরুষেরও নিয়ন্তা হওয়ায়, কর্ম্ম সকল ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী—ইহাতে পরস্পরাশ্রয় দোষ উৎপন্ন হয়। অতএব, ইহা হইতে পারে না। আবার দেখ, ঈশ্বর কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়া কাহাকেও পুণ্যকর্ম্ম এবং অপরকে পাপকর্ম্ম করান, যদি বল, তাহা হইলে, ঈশ্বর আমাদিগের ন্যায়, রাগ-দ্বেষাদি দোষ-দুষ্ট, সুতরাং অনীশ্বর। আবার, যদি বল, জীবের পূর্ব্ব কর্ম্মই ঈশ্বরের উক্তবিধ প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তক, তাহা হইলে, ঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা হানি হয়, এবং পূর্ব্বকথিত পরস্পরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। সেহেতু, নিমিত্তকারণবাদীগণের মত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যোগমতাবলম্বীগণ ঈশ্বরকে উদাসীন বলেন। তাঁহাদের মতও অসমঞ্জস। উদাসীন অথচ প্রবর্ত্তক, ইহা পরস্পরবিরুদ্ধ।

ভবব্রতধরা যেচ যেচ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাষণ্ডিণস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ ভাগঃ ৪।২।২৮
নষ্ট শৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥ ভাগঃ ৪।২।২৯

—যাহারা শিবের ব্রত ধারণ করিবে, অথবা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সৎ শাস্ত্রের প্রতিকূলাচারী, এবং পাষণ্ডী নামে খ্যাত হউক। নষ্টশৌচ মূঢ়বুদ্ধিগণ, জটা, ভস্ম ও অস্থিধারী হইয়া, শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক, যেখানে সুরা ও আসব দেববৎ আদরণীয়। ভাগঃ ৪।২।২৮-২৯।

সূত্র—২।২।৩৮॥

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ॥ ২।২।৩৮॥

সম্বন্ধ + অনুপপত্তেঃ + চ॥

সম্বন্ধ :—প্রধান পুরুষের সহিত সম্বন্ধ। **অনুপপত্তেঃ** :—অনুপপত্তি হেতু। **চ** :—ও।

প্রধান ও পুরুষের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। আবার, প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্মা) ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত। তাদৃশ ঈশ্বর বিনা সম্বন্ধে প্রধান ও পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। অতএব, হয় সংযোগ, নয় সমবায়, অথবা অন্য কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তন্মতে প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—তিনই সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব। সুতরাং সংযোগ অসম্ভব। কারণ, পরস্পর অপ্রাপ্ত দুই বা ততোধিক পদার্থের আংশিক মিলনের নাম সংযোগ। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব বিধায়, নিত্যপ্রাপ্ত ও নিত্যমিলিত প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বরের পরস্পর সংযোগ অসম্ভব। আবার, তিন পদার্থ যখন, কেহ কাহারও আশ্রিত বা অনুগত নহে, তখন সমবায় সম্বন্ধও হইতে পারে না। আশ্রয়াশ্রয়ী স্থলে সমবায় সম্বন্ধ কল্পিত হইয়া থাকে। অন্য কোনও সম্বন্ধ, যাহা কার্য্য দ্বারা অনুমেয়, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, জগৎ যে ঈশ্বর প্রেরিত প্রকৃতির কার্য্য, তাহা এখনও অনিশ্চিত আছে।

যদি বল যে, ব্রহ্ম-কারণবাদেও সম্বন্ধের অনুপপত্তি আছে, তাহার উত্তর বলিব যে—নাই। কারণ আমরা, 'প্রকৃতি'—ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি, এবং 'পুরুষ'কে তটস্থা শক্তি বলিয়া স্বীকার করি। শক্তির অভিব্যক্তি এবং অনভিব্যক্তি শক্তিমানের ইচ্ছাধীন হওয়ায় এবং শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ নিত্য বর্ত্তমান থাকায়, কোনও অসামঞ্জস্য নাই।

[এই সূত্রটি শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য ভাষ্যকারগণ স্বীকার করায়, লিখিত হইল।]

সূত্র :—২।২।৩৯ ॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ২।২।৩৯ ॥

অধিষ্ঠান্ + অনুপপত্তেঃ + চ ॥

অধিষ্ঠান :—প্রেরণার। **অনুপপত্তেঃ :**—অনুপপত্তি হেতু। **চ :**—ও।

জগতে দেখা যায় যে, কুম্ভকারাদি মৃত্তিকার উপাদানে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে। দৃষ্টান্ত স্থলে, কুম্ভকারাদি—শরীরী, এবং মৃত্তিকাদিও প্রত্যক্ষ এবং রূপ-আকারাদি-বিশিষ্ট। সুতরাং কুম্ভকারের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং মৃত্তিকার অধিষ্ঠেয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু উহাদের মতে, ঈশ্বর অশরীরী ও নিরবয়ব। প্রধান ও অপ্রত্যক্ষ ও রূপাদি বিহীন। সুতরাং ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং প্রধানের অধিষ্ঠেয়ত্ব সিদ্ধ হয় না। এজন্য, উক্ত মত অসমঞ্জস।

ভাগবত বলিতেছেন যে, কাল—ভগবানের চেষ্টা রূপ। তাহা নির্ব্বিশেষ ও আদ্যন্তশূন্য। গুণসকলের মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম এই কাল দ্বারা ব্যক্ত হয়। এই কালকে নিমিত্ত করিয়া, ভগবান পরম পুরুষ লীলা করতঃ আপনাকে বিশ্বরূপে সৃজন করিলেন। ভাগঃ ৩।১০।১১

গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াঽসৃজৎ ॥ ভাগঃ ৩।১০।১১

সূত্র :—২।২।৪০ ॥

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ২।২।৪০ ॥

করণবৎ + চেৎ + ন + ভোগাদিভ্যঃ ॥

করণবৎ :—ভোগ সাধন দেহাদির ন্যায়। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **ভোগাদিভ্যঃ :**—কর্ম্মফল ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু।

যদি বল, দেহস্বামি জীব, স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও, যেমন ভোগসাধক দেহেন্দ্রিয়াদির পরিচালক ও অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীরী ঈশ্বরও তেমন প্রকৃতির পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যে, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরেরও প্রকৃতিগত ভোগাদি সম্ভাবিত হইতে পারে। অথচ, তাঁহারা ত ঈশ্বরের ভোগ স্বীকার করেন না। জীবের দেহাদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য পাপ কর্ম্মের ফলভোগ জন্য। যদি জীবের ন্যায় মহেশ্বরের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান স্বীকার কর, তাহা হইলে, তাঁহারও পুণ্য পাপ ও তজ্জন্য ভোগও স্বীকার করিতে হয়। অতএব, তাঁহার প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান সম্ভবপর নহে।

ভাগবত বলেন যে, ভগবান অকরণ কিন্তু অখিলকারক শক্তিধর।

…ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারক শক্তিধরঃ……… ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

—আপনি নিজে ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও, অখিলস্থ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা ও প্রবর্ত্তক। ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

সূত্র—২।২।৪১ ॥

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ২।২।৪১ ॥

অন্তবত্ত্বম্ + অসর্ব্বজ্ঞতা + বা ॥

অন্তবত্ত্বম্ :—সসীমভাব। **অসর্ব্বজ্ঞতা :**—সর্ব্বজ্ঞতার অভাব। **বা :**—অথবা।

যদি মহেশ্বরেরও পুণ্যপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, জীবের ন্যায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব—সৃষ্টি-সংহারাদি এবং অসর্ব্বজ্ঞতা হইতে পারে। বিশেষতঃ, তাঁহাদের মতে প্রধান পুরুষও অনন্ত, এবং পরস্পর ভিন্ন। সুতরাং, প্রশ্ন উঠে,

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক প্রধানের, পুরুষের ও আপনার ইয়ত্তা পরিচ্ছেদবিশিষ্ট হয় কিনা? উহার উত্তরে না, হাঁ,—উভয় পক্ষেই দোষ আছে। যদি বল, প্রধানাদির ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে, প্রধান, পুরুষ, ও ঈশ্বর, সকলেরই অন্তবত্তা বা অনিত্যতা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, লৌকিক দেখা যায় যে, ঘটাদি ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন বস্তু (এত ও এত বড়), সকলই নশ্বর। যে সকল বস্তু পরস্পর ভিন্ন ও পরিচ্ছিন্ন, তাহারা সকলেই নিশ্চিত-পরিমাণ। সুতরাং, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর, ভিন্ন ও পরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সকলই নিশ্চিত-পরিমাণ, অতএব নশ্বর। যদিও জীব অনন্ত বলিয়া উক্ত হয়, উহা আমাদের ন্যায় মানবের পক্ষে; সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সম্বন্ধে নহে। যদি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সম্বন্ধেও অনন্ত হয়, তবে তিনি অসর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িবেন। পরিচ্ছেদ ফলে, সংসার মুক্ত জীবের, সংসার ও সংসারিত্ব অন্তবান্। এই প্রকারে ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্ন জীবের মুক্তি হইতে থাকিলে, এক সময়ে সংসার ও সংসারিত্বের বিনাশ ঘটিবে। তাহার ফলে, জগতে জীবশূন্যতা আপতিত হইবে। এইরূপে প্রধানও অনিত্য, এবং তাহা হইলে, প্রধানাদির অভাবে ঈশ্বর কিসে অধিষ্ঠিত হইবেন? কাহাকে বা সংসারে প্রবৃত্ত করিবেন? এবং তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব কাহাকে লইয়া থাকিবে? **যদি প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর, তিনই অন্তবান্ হয়, তবে তিনের আদি বা উৎপত্তি মানিতে হইবে। এবং আদি অন্ত মানিতে গেলেই শূন্যবাদ স্বীকার করা হইবে।**

অন্যপক্ষে যদি বল, ইয়ত্তা পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহা হইলে ঈশ্বর যদি প্রধানাদির ইয়ত্তা না জানেন, তাহা হইলে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং, ঈশ্বর নিমিত্তকারণ, এ বাদ অসঙ্গত।

অন্য পক্ষে, ভাগবত এক নিত্য অব্যয় সত্তা, সৃষ্টির আদি মধ্যে ও অন্তে বিরাজমান বলেন :—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ভাগঃ ২।৯।৩২

—(ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্র আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। পৃঃ—১৭৫।)

শেষ চারিটি (২।২।৪২ হইতে ২।২।৪৫) সূত্রে, সূত্রকার "পঞ্চরাত্র" মত নিরসন করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের মতে "পঞ্চরাত্র" সিদ্ধান্ত সর্ব্বতোভাবে বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে; কতক অংশ মাত্র বিরোধী। যেমন পরমতত্ত্ব "বাসুদেব" হইতে "সঙ্কর্ষণ" নামক জীবের উৎপত্তি, এবং "সঙ্কর্ষণ" নামক জীব হইতে মনের অধিষ্ঠাতা "প্রদ্যুম্নে"র এবং তাঁহা হইতে অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা "অনিরুদ্ধের" উৎপত্তি, বেদসম্মত নহে। বিশেষতঃ, উহাতে উক্ত আছে যে, শাণ্ডিল্য ঋষি চারি বেদে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া, "পঞ্চরাত্র" শাস্ত্রলাভ করতঃ, শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে বেদের নিন্দাও রহিয়াছে। এ কারণ, "পঞ্চরাত্র" শাস্ত্র উপেক্ষণীয়। তিনি চারিটি সূত্রকেই সিদ্ধান্ত সূত্র রূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য—প্রথম দুটি ২।২।৪২ ও ২।২।৪৩ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, তৎপরের ২।২।৪৪ ও ২।২।৪৫ সূত্রদ্বয়কে সিদ্ধান্ত সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া, "পঞ্চরাত্র" মত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পূজ্যপাদ ব্যাসদেব ও বাদরায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'মহাভারতে'র রচয়িতা। সুতরাং, মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে, নারায়ণীয় খণ্ডে, "পঞ্চরাত্র" মত সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়া, ব্রহ্মসূত্রে যে তাহার নিরসন করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং শ্রীমদ্ শঙ্কর-কৃত ব্যাখ্যা সূত্রকারের অভিপ্রায় সঙ্গত নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বিশ্বাস ব্যাসদেব ও বাদরায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি এবং মহাভারতকারই ব্রহ্মসূত্রকার। সুতরাং, শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের সহিত আমরা একমত। তবে, এই মাত্র বক্তব্য যে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ, পরমতের দুষ্টতা প্রদর্শনের জন্যই সূত্রকার কর্তৃক নির্দিষ্ট। রামানুজাচার্য্যও তাঁহার কৃত শ্রীভাষ্যের দ্বিতীয় পাদের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন :—**"পরপক্ষ প্রতিক্ষেপায় অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে"**। অর্থাৎ পরমত খণ্ডনার্থ পরবর্ত্তী পাদটি (২য় পাদে) আরব্ধ হইতেছে। সুতরাং, এই পাদের মধ্যে, মহাভারতে তাঁহার নিজকর্ত্তৃক প্রশংসিত "পঞ্চরাত্র" মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, যুক্তি বিচারের অবতারণা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য এবং তদনুগত শ্রীমদ্ বলদেব, এই চারিটি শেষ সূত্র, "শাক্ত" মত নিরসনের জন্য সূত্রকার সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এইরূপ মনে করিয়া, সেই

মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পঞ্চোপাসকের মধ্যে বিষ্ণু, শিব ও শক্তি উপাসকের সংখ্যাই ভারতে বেশী। সৌর ও গাণপত্যের সংখ্যা অল্পমাত্রই, একারণ সূত্রকার সম্ভবতঃ উক্ত দুই মতের উল্লেখ করেন নাই। শৈব মত নিরসনের পর শাক্ত মত নিরসনই তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। বিষ্ণুর উপাসনা "পঞ্চরাত্রে" বিহিত হইয়াছে, এবং ব্যাসদেব মহাভারতে বিশেষভাবে প্রশংসার সহিত উল্লেখ করায়, উক্ত মত নিরসন তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

বিশেষতঃ, আমরা ভাগবতের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রের আলোচনা করিতেছি। 'পঞ্চরাত্র' মত নিরসন যদি ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হয়, তবে, ভাগবত-মত, "পঞ্চরাত্র" মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, উহাও ব্যাসদেবের মতে নিরসন যোগ্য। এবং তাহা হইলে, ব্যাসদেবই ভাগবতের রচয়িতা এবং উহা তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলিয়া যে প্রসিদ্ধি, অতি প্রাচীন কাল হইতে অস্মদ্দেশীয় পুরাণকার-দিগের মধ্যে এবং পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে, তাহা ভিত্তিহীন, অনর্থক হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে শেষ চারিটি সূত্র আমরা শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের মতে ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য মনে করি।

৮। উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

সূত্র :—২।২।৪২ ॥

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ২।২।৪২ ॥

উৎপত্তি + অসম্ভবাৎ ।

উৎপত্তি :—বিশ্ব প্রপঞ্চের উৎপত্তি। **অসম্ভবাৎ :**—অসম্ভব হেতু।

শাক্ত মতে, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বশক্তিমতী শক্তি হইতে জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি কথিত হইয়া থাকে। উহা সম্ভব কি অসম্ভব, এই সংশয় নিরসনের জন্য, এই সূত্র।

শাক্ত মত গ্রহণ করিতে হইলে, বেদবিরুদ্ধ অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং তদ্বিষয়ে লৌকিক যুক্তি প্রয়োগ কর্ত্তব্য। লোকে দেখা যায় যে, পুরুষ সংসর্গ ব্যতীত কেবলমাত্র স্ত্রী হইতে সন্তানোৎপত্তি হয় না। সুতরাং পুরুষানুগ্রহ ভিন্ন কেবলমাত্র শক্তি হইতে জগদুৎপত্তি অসম্ভব। অতএব শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ স্বীকার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও, দোষের নিরসন হয় না। পরসূত্রে সূত্রকার তাহার উল্লেখ করিতেছেন!

(এই প্রসঙ্গে ১।১।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২৭ শ্লোক ও তদর্থ দ্রষ্টব্য। পৃঃ ৪০৯।)

সূত্র :—২।২।৪৩ ॥

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ২।২।৪৩ ॥

ন + চ + কর্ত্তুঃ + করণম্ ॥

ন :—না। **চ :**—ও। **কর্ত্তুঃ :**—কর্ত্তার। **করণম্ :**—করণসাধন ইন্দ্রিয়াদি।

যদি শক্তির অনুগ্রাহক পুরুষ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সেই পুরুষের বিশ্বের উৎপত্তির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি না থাকায়, উৎপত্তি সম্ভব নহে। আবার, দেহেন্দ্রিয়াদি স্বীকার করিলেও, নানা প্রকার দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিল কারকশক্তি ধরঃ......ভাগঃ ১০।৮৭।২৪

—(২।১।২৮ সূত্রের আলোচনায়, পৃঃ ৮১৬, ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

সূত্র :—২।২।৪৪ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ২।২।৪৪ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে + বা + তৎ + অপ্রতিষেধঃ ॥

বিজ্ঞানাদিভাবে :—জ্ঞান স্বরূপত্বাদি কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু। **বা :**—আশঙ্কা নিবৃত্তিসূচক। **তৎ :**—ব্রহ্মবাদ। **অপ্রতিষেধঃ :**—নিষেধের অভাব।

যদি বল, উক্ত পুরুষ নিত্য জ্ঞান-ইচ্ছাদি-সম্পন্ন, তাহা হইলে, ঐ মত ব্রহ্মবাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মবাদে তাদৃশ পুরুষ হইতেই বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি স্বীকৃত হয়।

পরবর্ত্তী সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১।২।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সূত্র :—২।২।৪৫ ॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ২।২।৪৫ ॥

বিপ্রতিষেধাৎ + চ ॥

বিপ্রতিষেধাৎ :—শক্তিবাদ শ্রুতি স্মৃতি বিরোধ হেতু। **চ :**—ও।

সকল শ্রুতি স্মৃতি বিরোধবশতঃ শক্তিবাদ গ্রহণীয় নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি, শক্তিমান পুরুষকেই জগৎ স্রষ্টা, এবং সমস্ত কল্যাণগুণ নিলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শক্তিমান্ হইতে শক্তি অভেদ বটে, কিন্তু শক্তি শক্তিমান্ নহে। এজন্য শাক্তমত উপেক্ষণীয়।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাগঃ ১।২।১১

—কেহ কেহ তত্ত্বজিজ্ঞাসাকেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা নয়, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা অদ্বয় জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন। সেই তত্ত্বের স্ব স্ব মতানুসারে অনেক নাম আছে, যথা, বেদান্তজ্ঞেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ব্ভোপাসকেরা পরমাত্মা, আর ভগবদ্ভক্তেরা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া থাকেন। ভাগঃ ১।২।১১

পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ভাগঃ ১।৫।৬

—(১।১।২ সূত্রের আলোচনায়, পৃঃ ২৫, ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।)

দ্বিতীয় অধ্যায়। তৃতীয় পাদ।

এই পাদের পূর্ব্বভাগে পঞ্চ মহাভুত সংক্রান্ত শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার এবং উত্তরভাগে—জীববোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে চিদচিদাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মকার্য্য তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এবং তৎ সম্বন্ধে স্থূল দৃষ্টিতে যে শ্রুতি-বিরোধ প্রতীতি হয়, তাহার পরিহার করা হইয়াছে।

এই পাদটি দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগ—২।৩।১ সূত্র হইতে ২।৩।১৭ সূত্র পর্য্যন্ত। এই পাদে পঞ্চ মহাভূতসংক্রান্ত শ্রুতি বাক্যসমূহের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। ২।৩।১৮ সূত্র হইতে পাদের শেষ পর্য্যন্ত—উত্তরভাগ। এই ভাগে জীববোধক শ্রুতি বাক্যসমূহের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বময়ত্ব, সর্ব্ববাচকত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। উত্তরপাদে জীববোধক শ্রুতি বাক্যসমূহের আলোচনার সহিত, জীবের জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, অণুত্ব, অংশী—ভগবানের অংশত্ব, কর্ম্মপরত্ব, এক কথায়—জীবের জীবত্ব ভগবানের সংকল্পানুসারেই সংঘটিত প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ নির্দ্দেশক দুইটি মতবাদ বৈদান্তিকগণের মধ্যে প্রচলিত। একটি অবচ্ছিন্নবাদ, অপরটি প্রতিবিম্ববাদ। অবচ্ছিন্নবাদের সমর্থনকারীগণ বলেন যে, যেমন ঘট, পট, গৃহ, মঠ প্রভৃতি নিরংশ, নিরবয়ব, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী আকাশকে অবচ্ছিন্ন করিয়া ঘটাকাশ, পটাকাশ, গৃহাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি নাম ও রূপে পরিচিত হয়, সেইরূপ জীবের প্রাক্তন কর্ম্মোৎপন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি, নিরংশ, পূর্ণ, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বা পরমাত্মাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া বিভিন্ন জীব নামে পরিচিত হন। প্রতিবিম্ববাদের সমর্থনকারীগণ বলেন যে, না, তাহা নহে, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসই জীব নামে পরিচিত। জীবের প্রাক্তন কর্ম্মফলে উৎপন্ন বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ ভিন্ন বলিয়া, প্রতিবিম্বের বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা। সূত্রকারের ২।৩।৪৩ সূত্র অবচ্ছিন্নবাদের এবং ২।৩।৫০ সূত্র প্রতিবিম্ববাদের ভিত্তি। শেষোক্তবাদের সমর্থনকারিগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, ২।৩।৫০ সূত্রে অবধারণাত্মক 'এব'

শব্দের প্রয়োগ হেতু, বুঝিতে হইবে যে, ইহাই ভগবান্ সূত্রকারের স্বকীয় অভিমত।

অন্য তৃতীয় শ্রেণীর বৈদান্তিকগণ বলেন যে, উক্ত উভয় সূত্রই সমান বলবান; একটি যে সূত্রকারের প্রিয়তর, তাহা বলিবার কোনও কারণ নাই। উভয় সূত্রই প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। আমরা যেমন আকাশের ত্রিবিধত্ব প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, (১) মহাকাশ, (২) জলাশয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ—অর্থাৎ জলাশয় আকাশের যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহাকে জলাকাশ বলা যাইতে পারে, আর (৩) জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ। সেইরূপ (১) পরমাত্মা—মহাকাশ স্থানীয়, (২) বুদ্ধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য—যিনি মুণ্ডকশ্রুতির ৩।১ ও ৩।২ মন্ত্রে দেহরূপ বৃক্ষে সাক্ষীরূপে, ঈশরূপে, ফল অনশনকারী—সহচর পক্ষীরূপে বর্ত্তমান, আর (৩) বুদ্ধিতে প্রতিফলিত তাহার প্রতিবিম্ব—অন্য ফলাস্বাদনকারী পক্ষীরূপে জগদ্ব্যাপার সম্পাদনে তৎপর। উক্ত প্রতিবিম্ব সত্য বলিতে হয়, বল, মিথ্যা বলিতে হয়, বল, যতদিন বুদ্ধি বর্ত্তমান, ততদিন প্রতিবিম্ব, জীবত্ব, জগদ্ব্যাপার সমুদায় বর্ত্তমান।

ইহাতে আবার প্রশ্ন উঠে, প্রতিবিম্ব ত মিথ্যা, উহা জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে তাঁহারা জল ও অগ্নির মিলনের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়া বলেন যে, অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত জল, অগ্নির ন্যায় তাপদায়ক, অর্থাৎ অগ্নিগুণ প্রাপ্ত হয়, অগ্নিও জলের সংসর্গে ১০০°C-এ থাকিতে বাধ্য হয়, হাজার ইন্ধন যোগ করিলেও যতক্ষণ জল বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ উহা ১০০°C উপরে উঠে না, অর্থাৎ অগ্নি জলের শৈত্যগুণ প্রাপ্তিতে, সমতা লাভ করে। **সেইরূপ জড়া বুদ্ধি চৈতন্যের মিলনে চিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া, আপনাকে ও অন্যান্য সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে. আবার চৈতন্যও জড়া বুদ্ধির সহিত মিলনে জড়ভাব প্রাপ্ত হইয়া, উপাধি, দেহ, গেহ, দারা, পুত্র প্রভৃতিতে অভিমান করিয়া, "আমি, আমার" জ্ঞান করে। ইহাই জগদ্ব্যাপার সম্পাদনের মূল রহস্য। আরও রহস্য এই যে, আভাস চৈতন্যের এই কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অবিকারী, সাক্ষীস্বরূপ—পরমাত্মায় আরোপিত হইয়া থাকে এবং জীবত্বও তাহাতে আরোপিত হয়।**

এই প্রসঙ্গে অধ্যাত্ম রামায়ণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টি দ্রষ্টব্য।

> **আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।**
> **জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি ॥ ৪৭**

প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্॥ ৪৮

আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ।
সাভাসবুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি॥ ৪৯
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথাবুধৈঃ। ৫০

অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড ১ম অধ্যায়—

জড়স্য চিৎসমাযোগাচ্চিত্বং ভূয়াচ্চিতেস্তথা।
জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি জলাগ্নোর্মেলনং যথা॥ ৩৩

অধ্যাত্ম রামায়ণ আদিকাণ্ড ৭ম অধ্যায়—

শ্লোক কয়টির তাৎপর্য্য উপরে বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে, এজন্য আর অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই।

১। বিয়দধিকরণ॥

বিষয় :—

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোঽসৃজত"।

ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩

—তিনি সংকল্প করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। (ছাঃ ৬।২।৩)।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধীভ্যোঽন্নম্, অন্নাৎ পুরুষঃ॥" (তৈত্তিঃ ২।১।৩)

—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিসকল, ওষধিসকল হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল। (তৈত্তি :—২।১।৩)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রে আকাশ সৃষ্টির উল্লেখ নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতি মন্ত্রে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। যথা :—"**তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।**"—"সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল।" অতএব স্পষ্টতঃ শ্রুতিবিরোধ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া মুখ্য বলিয়া মান্য করিলে, তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রোক্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়া গৌণী বলা ভিন্ন উপায় নাই। এ কারণ, পূর্ব্বপক্ষ তাঁহার আপত্তি সূত্রাকারে প্রকটিত করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।১।

ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ২।৩।১ ॥

ন + বিয়ৎ + অশ্রুতেঃ ॥

ন :—না। **বিয়ৎ :**—আকাশ। **অশ্রুতেঃ :**—যে হেতু শ্রুতিতে নাই। আকাশের উৎপত্তি নাই। কেননা, তৎসম্বন্ধে নির্ব্বিরোধ শ্রুতি নাই। অন্যপক্ষে, নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তিও অনুমান প্রমাণে সম্ভবপর নহে। এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আকাশকে বৃহদাত্মার বা পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে :—

···· খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ভাগঃ ২।১।২৮

১১।১১।২৮ শ্লোকে পরব্রহ্মকে ব্যোমস্বরূপ বলা হইয়াছে :—

ত্বং ব্রহ্ম পরমং ব্যোম······। ভাগঃ ১১।১১।২৮

এবং ১১।১৫।১৯ শ্লোকে শ্রীভগবান্ই আপনাকে "আকাশাত্মা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। যথা :—

ময্যাকাশাত্মনি প্রাণে······। ভাগঃ ১১।১৫।১৯

সুতরাং, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, আকাশের উৎপত্তি নাই। *ইহার উত্তরে সূত্রকার পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত সূত্র করিলেন :—*

শ্রুতি:—

(১) "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ॥"

(তৈত্তিরীয়, আনন্দ ২।১)

—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল।

(তৈত্তিঃ আনন্দঃ ২।১)

(২) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ ……" ॥ (মুণ্ডকঃ ২।১।৩)

—*প্রাণ, মন, সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল* ……
ইহা হইতে উৎপন্ন হইল। (মুণ্ডঃ ২।১।৩)।

(৩) "নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে, মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ……" ॥ (নারায়ণোপনিষৎ ১)

—নারায়ণ হইতে প্রাণ, মনঃ, সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল …… উৎপন্ন হইল। (নারাঃ ১)

সূত্র:—২।৩।২।

অস্তি তু ॥ ২।৩।২ ॥

অস্তি + তু ॥

অস্তি:—আছে। **তু**:—আপত্তি নিরসনে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকলে আকাশোৎপত্তি স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য ৬।২।৩ মন্ত্রের সহিত উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকলের ঐক্য না হওয়ায়, শ্রুতিপ্রমাণ ব্যাহত হইল, মনে করিবার কোনও কারণ নাই। কেননা, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১।৩ মন্ত্রেই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে:— **"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি।"** যদি আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হয়, এবং ব্রহ্মের ন্যায় স্বতন্ত্র নিত্যবস্তু হয়, তবে উক্ত প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়ে। সুতরাং যদিও ছান্দোগ্যে আকাশোৎপত্তি মুখ্যতঃ উক্ত নাই, তথাপি বিরোধ পরিহারের জন্য অন্য শ্রুতিতে উক্ত আকাশোৎপত্তি অঙ্গীকার করিতে হইবে। ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র।

বিশেষতঃ ছান্দোগ্যের যে প্রকরণে ৬।২।৩ মন্ত্র অন্তর্নিবিষ্ট, উহা মুখ্যতঃ সৃষ্টিপ্রকরণ নহে, উহা মুখ্যতঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণ। ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশে উহার

সার্থকতা। সৃষ্টি-প্রকরণ প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং যদি আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোনও উক্তি না থাকে, তাহা দোষের কারণ নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও পরব্রহ্ম হইতে আকাশোৎপত্তি কথিত আছে:—
(১।১।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৪।২৪।৬০ শ্লোক, পৃঃ ৪১৪ ও ১।২।২৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৫।২৭ শ্লোক, পৃঃ ৫১৩, দ্রষ্টব্য।)

অন্যত্রও আকাশের উৎপত্তি কথিত আছে, যথা:—

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।২৫

—তামস অহঙ্কারের বিকারে নভঃ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।৫।২৫

তামসো ভূতসূক্ষ্মাদির্যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।৩২

—তামস অহঙ্কার হইতে আত্মলিঙ্গ আকাশ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩।৫।৩২

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

অতএব, সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আকাশ নিত্য নহে। ইহার উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে। এ কারণ, ইহা ব্রহ্মকার্য্য।

পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। ২।৩।৩ সূত্র হইতে ২।৩।৫ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। পূর্ব্বপক্ষের আপত্তিসকল এই সকল সূত্রে বিবৃত করা হইতেছে।

সূত্র:—২।৩।৩।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২।৩।৩ ॥

গৌণী + অসম্ভবাৎ ॥

গৌণী:—গৌণার্থ বোধক। **অসম্ভবাৎ:**—অসম্ভব হেতু।

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ক তৈত্তিরীয় আনন্দ ২।১ মন্ত্র, মুণ্ডক ২।১।৩ মন্ত্র, অথবা তজ্জাতীয় অনুদ্ধৃত অন্যান্য শ্রুতিমন্ত্র সকল, যদিও আকাশোৎপত্তি-বোধক, উহারা নিশ্চয়ই গৌণার্থ প্রকাশক। কেননা, আকাশের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। আকাশই ত অবকাশ প্রদান করে, সুতরাং আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে প্রশ্ন উঠে, "আকাশ যখন না হইয়াছিল, তখন কি সমুদায় অচ্ছিদ্র বা নিরেট ছিল?" এরূপ কল্পনাও সম্ভব নহে। সুতরাং আকাশের উৎপত্তি নাই।

বিশেষতঃ, বৈশেষিকগণের মতে আকাশের উৎপত্তি নাই। সমুদায় জন্য-বস্তুই সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত, এই তিন প্রকার কারণে জন্মলাভ করে। তুল্যজাতীয় বহু দ্রব্যই দ্রব্যোৎপত্তির সমবায়ী কারণ। আকাশ জন্মাইতে পারে এরূপ আকাশ জাতীয় দ্রব্যান্তর বা বহুদ্রব্য নাই। আকাশের পরমাণু নাই। সুতরাং আকাশের সমবায়ী কারণ না থাকায়, আকাশ অনুৎপন্ন অর্থাৎ নিত্য। দ্রব্যোৎপত্তির অসমবায়ী কারণ, সংযোগ। সমবায়ী কারণ না থাকায় এবং আকাশের পরমাণু বা অবয়ব না থাকায়, উহারও থাকা অসম্ভব। যখন সময়ায়ী ও অসমবায়ী কারণ নাই, তখন নিমিত্ত কারণও যে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। **সুতরাং, আকাশের উৎপত্তি নাই। ছান্দোগ্য এই কারণেই আকাশের উৎপত্তি মন্ত্রে বলেন নাই। উৎপত্তি বোধিকা অন্যান্য শ্রুতিসকল গৌণীমাত্র বুঝিতে হইবে।**

সূত্র ঃ—২।৩।৪।

শব্দাচ্চ ॥ ২।৩।৪ ॥

শব্দাৎ + চ ॥

শব্দাৎ ঃ—যে হেতু শ্রুতিপ্রমাণ আছে। **চ ঃ**—ও।

শুধু যুক্তি কেন, আকাশ যে নিত্য ও অমৃত, তাহার শ্রুতিপ্রমাণও আছে। **"অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরীক্ষঞ্চৈতদমৃতম্।"** বৃহদারণ্যক, ২।৩।৩

—অনন্তর, অমূর্ত্ত দুই ভূত, বায়ু ও আকাশ, উভয়ই অমৃত (বৃহঃ ২।৩।৩)। যদি আকাশ উৎপত্তিমান হইত, তাহা হইলে অমৃত বা নিত্য কি প্রকারে হইবে? জন্যপদার্থ মাত্রেরই ধ্বংস আছে। **আকাশ যদি জন্যবস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রুতি ইহাকে "অমৃত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন না। অতএব ইহার উৎপত্তি নাই।**

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বলদেব এই দুইটি একসূত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য আচার্য্যগণের পদানুসরণে দুইটি পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছি।]

ভিত্তি :—

২।৩।২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্র।

সিদ্ধান্তবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে একই "সম্ভূতঃ" পদ, আকাশ পক্ষে গৌণ অর্থে, এবং অগ্নি, অপ্, প্রভৃতির পক্ষে মুখ্য অর্থে প্রয়োগ কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হয়? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৫।

স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ॥ ২।৩।৫॥

স্যাৎ + চ + একস্য + ব্রহ্মশব্দবৎ॥

স্যাৎ :—হইতে পারে। **চ** ঃ—ও। **একস্য :**—একই শব্দের। **ব্রহ্মশব্দবৎ :**—ব্রহ্মশব্দের ন্যায়।

তোমাদের সিদ্ধান্তবাদীদের মতে ত "**ব্রহ্ম**" শব্দ এক মন্ত্রেই মুখ্য ও গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।২ মন্ত্র গ্রহণ কর। উহাতে স্পষ্ট উক্ত আছে, "**তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, তপো ব্রহ্মেতি।**"—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর। তপই ব্রহ্ম"। এখানে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে যে, প্রথম "ব্রহ্ম" শব্দ মুখ্যার্থে এবং দ্বিতীয় "ব্রহ্ম" শব্দ গৌণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৯ মন্ত্র গ্রহণ কর—"**যঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে।**"—"যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁহার তপঃ বা আলোচনা জ্ঞানময়, তাহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি) নাম, রূপ ও অন্ন উৎপন্ন হয়।" এ মন্ত্রে ব্রহ্ম "প্রকৃতি" অর্থে গৌণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ প্রকরণেই উহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ১।১।৮ মন্ত্রে—"**তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।**"—"তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাঁহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়"—ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং "**সম্ভূত**" শব্দও ঐরূপ আকাশ পক্ষে গৌণ অর্থে, এবং তেজঃ, অপ্, আদি পক্ষে মুখ্য অর্থে ব্যবহার অসঙ্গত নহে।

ভিত্তি :—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ ।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।৩)

—এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। (ছাঃ ৬।৮।৩)।

পূর্ব্বপক্ষ ২।৩।৩ সূত্রে বলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব হেতু, উহার উৎপত্তি বোধক শ্রুতিসকল গৌণার্থে বুঝিতে হইবে। মুখ্যার্থে নহে। তাহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

(৩) "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।"
(মুণ্ডকঃ [illegible])

—হে ভগবন্! কি জানিলে, পরিদৃশ্যমান সমুদায় নিঃশেষে [illegible]
(মুণ্ডঃ ১।১।৩)

(৪) "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ।"
(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)

—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপই ছিল। (ছাঃ ৬।২।১)

(৫) "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং— ।।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।৩)

—এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। (ছাঃ ৬।৮।৩)

(৬) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্—" ।। (ছান্দোগ্য : ৩।১৪।১)

—এ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে জন্মিয়াছে, ব্রহ্মে অবস্থিত আছে, এবং ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ছাঃ ৩।১৪।১)

সূত্র :—২।৩।৬।

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ ।। ২।৩।৬ ।।

প্রতিজ্ঞা + অহানিঃ + অব্যতিরেকাৎ + শব্দেভ্যঃ ।।

প্রতিজ্ঞা + অহানিঃ :—প্রতিজ্ঞার হানি হয় না। **অব্যতিরেকাৎ :**—যে হেতু ভেদ নাই। **শব্দেভ্যঃ :**—শব্দ বা শ্রুতিপ্রমাণ সমূহ হইতে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত (২), (৩), শ্রুতি মন্ত্রে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রে স্পষ্টই কথিত আছে :—**"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"** —"আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই বিদিত হইয়া থাকে।"

ব্যাহৃতি তত্ত্বালোচনায় শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ হইতে আমরা বুঝিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ?

আরো দেখ যে, যখন পৃথিব্যাদি কিছুই ছিল না, যে বিশেষ বা ধর্ম্ম লইয়া এখন আমরা আকাশ স্বরূপের অবধারণ করি, তখন সে বিশেষ বা ধর্ম্মটিও ছিল না, ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। কিছুই ছিল না, অথচ শব্দাশ্রয় আকাশ ছিল, ইহা যদি পূর্ব্বপক্ষের অভিমতানুসারে ধারণা করা সম্ভব হয়, তবে আকাশও ছিল না, ব্রহ্মই ছিলেন, ইহা ধারণা করা অসম্ভব হইবে কেন ?

জড়বিজ্ঞানালোচনায় আমরা জানি যে স্থানাবরোধকতা বা অবকাশস্থানে [illegible] ছিল না, তখন তাহার [illegible] বিদ্যমান থাকিবে, ইহা বা কি প্রকারে [illegible] উভয়ের [illegible] না থাকিলে, অপরটির না থাকাই সঙ্গত। [illegible] ব্রহ্ম বা তথাপি আকাশ ও ব্রহ্মকার্য্য, ইহা যে [illegible]

ছান্দোগ্য শ্রুতির উক্ত প্রকরণ—ব্রহ্মবিদ্যাপর বলিয়া সৃষ্টি [illegible] পুঙ্খরূপে উল্লেখ না করায় যে কোন দোষ হয় নাই, ইহা ২।৩।২ সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বিজ্ঞানে সমুদায়ই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, আর কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না।

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩০

(১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। পৃঃ ৮৬)

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ, ক্ষিতি প্রভৃতি ব্রহ্মকার্য্যরূপে যে "অব্যতিরেক," তাহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১।৪৭ এবং ১১।২।৩৯ শ্লোক হইতে দৃষ্ট হইবে (পৃঃ ৯৬-৯৭, ১০৭)। অধিক কি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যা কিছু, সমুদায়ই পরম পুরুষ বা পরব্রহ্ম।

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ॥ ভাগঃ ২।৬।১৫

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, আকাশও অন্যান্য ভূত সকলের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন—ব্রহ্মকার্য্য।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য এই সূত্রটিকে বিভাগ করিয়া দুইটি সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য আচার্য্যগণের পদানুসরণ করিয়া একই সূত্র গণ্য করিয়াছি।]

ভিত্তি :—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।৩)

—এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। (ছাঃ ৬।৮।৩)।

পূর্ব্বপক্ষ ২।৩।৩ সূত্রে বলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব হেতু, উহার উৎপত্তি বোধক শ্রুতিসকল গৌণার্থে বুঝিতে হইবে। মুখ্যার্থে নহে। তাহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৭।

যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ২।৩।৭ ॥

যাবদ্বিকারং + তু + বিভাগঃ + লোকবৎ ॥

যাবদ্বিকারং :—যত কিছু বিকার আছে, তৎ সমস্তের। **তু :**—আপত্তিনিরসনে। **বিভাগঃ :**—উৎপত্তি। **লোকবৎ :**—লোক ব্যবহারের ন্যায়।

শিরোদেশে উল্লিখিত শ্রুতি মন্ত্রে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। আকাশও পরিদৃশ্যমান সমস্তের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আকাশও ব্রহ্মাত্মক হওয়ায় উহার উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে। লোক ব্যবহারেও এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। "ইহারা সকলে দেবদত্তের পুত্র" বলিয়া উহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বিশেষভাবে দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি বলিলে, তদ্দ্বারা যেরূপ সকলেরই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দ্দেশ করা হয়; ইহাও সেরূপ। পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্মাত্মক হওয়ায়—"ব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিলেন", (ছাঃ ৬।২।৩) বলায়, আকাশের সৃষ্টি বা উৎপত্তি বারণ করা হইল না। বিশেষতঃ, অন্যান্য শ্রুতিতে আকাশের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উল্লেখ রহিয়াছে। ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকায়, তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীতি হইতেছে মাত্র। উহা অন্যান্য শ্রুতিকথিত আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ নহে।

২।৩।৩ সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি তুলিয়াছেন যে, আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব। কেননা, আকাশোৎপত্তির পূর্ব্বে অবকাশ মাত্র ছিল না, সমুদায় নিরেট ছিল, এরূপ কল্পনা অসম্ভব। ইহার উত্তর এই যে, এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, আকাশ দেশের অববোধক। দেশ ও কাল সৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ—ইহা মৎপ্রণীত 'বেদান্তপ্রবেশ" গ্রন্থে দেশকাল তত্ত্বে আলোচিত হইয়াছে। আবার দেশ ও কাল উভয়ই জন্যপদার্থ, ইহাও মৎপ্রণীত "গায়ত্রীরহস্য" পুস্তকে

ব্যাহৃতি তত্ত্বালোচনায় শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ হইতে আমরা বুঝিয়াছি। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে ?

আরো দেখ যে, যখন পৃথিব্যাদি কিছুই ছিল না, যে বিশেষ বা ধর্ম্ম লইয়া এখন আমরা আকাশ স্বরূপের অবধারণ করি, তখন সে বিশেষ বা ধর্ম্মটিও ছিল না, ইহা অনায়াসে বুঝা যায়। কিছুই ছিল না, অথচ শব্দাশ্রয় আকাশ ছিল, ইহা যদি পূর্ব্বপক্ষের অভিমতানুসারে ধারণা করা সম্ভব হয়, তবে আকাশও ছিল না, ব্রহ্মই ছিলেন, ইহা ধারণা করা অসম্ভব হইবে কেন ?

জড়বিজ্ঞানালোচনায় আমরা জানি যে স্থানাবরোধকতা বা অবকাশস্থানে অবস্থিতি জড়ের ধর্ম্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন জড়মাত্রই ছিল না, তখন তাহার জন্য অবকাশস্থান থাকিবে, ইহা বা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? উহাদের একটি অপরটিকে অপেক্ষা করে, একটি না থাকিলে, অপরটির না থাকাই সঙ্গত। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ বা দেশ অভিব্যক্তির প্রয়োজন হওয়ায় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা ভগবানের সংকল্পানুসারে আকাশ অভিব্যক্ত হইল, ইহাই সুসঙ্গত। বিশেষতঃ, শ্রুতি মন্ত্রে জানা যায় যে, ব্রহ্ম **"অস্থূলমনণু ...অনাকাশশ্চ"** অর্থাৎ স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম যেমন ব্রহ্মে নাই, আকাশ ধর্ম্মও তাঁহাতে নাই। (বৃহঃ ৩.৮.৮)। যদি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আকাশ বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিমন্ত্রে সাধারণ স্থূল, অণু, হ্রস্ব, দীর্ঘ প্রভৃতির সহিত আকাশ অবিশেষভাবে উল্লিখিত হইত না, কোন না কোন বিশেষ নির্দ্দেশ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতির ন্যায় আকাশও বিদ্যমান ছিল না, ইহাই সিদ্ধান্ত। তবে যে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।৩ মন্ত্রে বায়ু ও আকাশকে "অমৃত" বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ নিত্যত্ব নহে—দেবতা-গণের অমরত্বের ন্যায় দীর্ঘকাল স্থায়িত্বমাত্র নির্দ্দেশ করা শ্রুতির অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে।

২।৩।৩ সূত্রে আরও বলা হইয়াছে যে, আকাশের পরমাণু নাই, আকাশ নিরবয়ব, আকাশ জন্মাইতে পারে, এরূপ দ্রব্যান্তর বা বহুদ্রব্য না থাকায়, আকাশ উৎপত্তি অসম্ভব, ইহাও সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত নহে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা একমাত্র তাঁহা হইতে, অন্য উপকরণ ব্যতিরেকে, মাত্র সংকল্প বলে, প্রপঞ্চ জগদুৎপত্তি হইয়া থাকে, আকাশ প্রপঞ্চেরই অন্তর্ভুক্ত ইহা বলা বাহুল্য। ফলতঃ, তিনিই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ প্রভৃতি সমুদায় কারকব্যাপার। ইহা ২।১।১৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, আকাশ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—প্রপঞ্চের যা কিছু—ব্রহ্মা, রুদ্র, দেব, অসুর, মুনি, নর, নাগ, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, ভূতগণ, উরগগণ, পশু, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষ, লতা, যত কিছু স্থাবর, জঙ্গম, গ্রহ, ঋক্ষ, কেতু, তারা, তড়িৎ, আকাশ—সমুদায়ই পুরুষ। এক কথায়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যতকিছু সমুদায়ই পুরুষ, এবং সেই পুরুষই সমুদায় বিশ্ব আবরণ করিয়া, বাহিরে বিতস্তি পরিমাণ ব্যাপিয়া আছেন।

ভাগঃ ২।৬।১৫

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥ ভাগঃ ২।৬।১৫

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আকাশের উৎপত্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। এবং তৎ সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক ২।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর তাহাদের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই। **ভাগবত স্পষ্টতঃই বলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মই প্রপঞ্চে বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন প্রতীতি, একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের বিভূতির বিকাশ রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র।** এ সম্পর্কে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৬।২০ ও ৭।৬।২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০১)।

তবে যে ২।৩।১ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।২।২৮, ১১।১১।২৮, ১১।১৫।১৯ শ্লোকে আকাশ পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এবং সমস্তই শ্রীহরির শরীর বলিয়া, আকাশও তাঁহার মূর্ত্তরূপ বলা হইয়াছে মাত্র। এ সম্পর্কে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০৭)। উক্ত শ্লোকে প্রপঞ্চে অভিব্যক্ত সমুদায়ের সহিত অভিন্নভাবে আকাশ ও "খ" শ্রীহরির শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভিত্তি :—

(১) ২।৩।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩ মন্ত্র।

(২) **"আকাশাদ্বায়ুঃ।"** তৈত্তিঃ ২।১।
—"আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল।" তৈত্তিঃ ২।১

(৩) ২।৩।২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্র।

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ুর উৎপত্তির উল্লেখ নাই। কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি কথিত আছে। মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে ব্রহ্ম হইতে বায়ুর উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত উক্ত উভয় শ্রুতির বিরোধ হইতেছে। অতএব স্বতঃই সংশয় মনে উদয় হয় যে, বায়ুর উৎপত্তি শ্রুতিসঙ্গত কি না। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র—২।৩।৮।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২।৩।৮ ॥

এতেন + মাতরিশ্বা + ব্যাখ্যাতঃ।

এতেন :—ইহা দ্বারা। **মাতরিশ্বা :—**বায়ু। **ব্যাখ্যাতঃ :—**কথিত হইল।

যে সমুদায় যুক্তি, বিচার ও শ্রুতিপ্রমাণে আকাশের উৎপত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমুদায় দ্বারাই বায়ুর উৎপত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইল।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৭০-১৭১) সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চিত্রে, আকাশ, বায়ু প্রভৃতির উৎপত্তি দেখান হইয়াছে। সেখানে উহারা উভয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরম কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন দেখান হয় নাই। কিন্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) যে মূল কারণ, তাঁহার সংকল্প বশতঃই উহাদের উৎপত্তি, ইহা উক্ত চিত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং, ব্রহ্ম হইতে উহাদের উৎপত্তি বলিলে কোনও দোষ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে বায়ুর উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে :—

নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ। ভাগঃ ২।৫।২৬

—নভের পরিণামে স্পর্শগুণবিশিষ্ট অনিল উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।৫।২৬

অন্যত্র :—

কালমায়াংশযোগেন ভগবদ্বীক্ষিতং নভঃ।

নভসোঽনুসৃতং স্পর্শং বিকুর্ব্বন্নির্ম্মমেঽনিলম্ ॥ ভাগঃ ৩।৫।৩৩

—অনন্তর কাল ও মায়ার অংশ যোগে, ভগবান্ আকাশের প্রতি দৃষ্টি করেন। তাহাতে সেই আকাশ হইতে উদ্ভূত স্পর্শগুণ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া, বায়ুর সৃষ্টি করিল– অর্থাৎ আকাশ হইতে স্পর্শ তন্মাত্র দ্বারা অনিলের জন্ম হইল। ভাগঃ ৩।৫।৩৩

এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিলাম যে, ভগবানের ঈক্ষণে আকাশ কার্য্যশীল হইয়া বায়ুকে উৎপন্ন করিল। এই ঈক্ষণ যে সংকল্পাত্মক স্পন্দন, তাহা বলা বাহুল্য। অতএব বুঝা গেল যে, তৈত্তিঃ ২।১ মন্ত্রের সহিত মুণ্ডক ২।১।৩ মন্ত্রের বিরোধ নাই। **ভগবানের সংকল্পই জড় আকাশকে কার্য্যশীল করিয়া বিকার জননের হেতু।**

ভিত্তি ঃ—

১। "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।" (ছান্দোগ্য ৬।২।২)

—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? (ছান্দোগ্য ৬।২।২)

২। স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥" (শ্বেতাঃ ৬।৯)

—তিনি কারণ, করণাধিপ, জীবেরও অধিপতি, তাঁহার জনক নাই, অধিপতি বা নিয়ন্তাও নাই। (শ্বেতাঃ ৬।৯)

সংশয় ঃ—আকাশ ও বায়ু, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।৩ মন্ত্রে "অমৃত" আখ্যায় আখ্যায়িত হইলেও, যখন উহাদের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিতেছ, তখন ব্রহ্মেরও উৎপত্তি সম্ভব হইবে না কেন? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—২।৩।৯।

অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ॥ ২।৩।৯॥

অসম্ভবঃ + তু + সতঃ + অনুপপত্তেঃ॥

অসম্ভবঃ ঃ—উৎপত্তির অভাব। **তু ঃ**—আপত্তি নিরসনে। **সতঃ ঃ**—সতের, সৎস্বরূপ ব্রহ্মের। **অনুপপত্তেঃ ঃ**—অনুপপত্তি হেতু।

পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি সম্ভব বিধায়, এবং উহারা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মকার্য্য বিধায়, উহাদের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম যখন মূল কারণ, এবং সৎ বা নিত্য, তখন তাঁহার উৎপত্তি বা কারণানুসন্ধানের অবকাশ নাই। বিশেষত, শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।২ মন্ত্রে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা উক্ত হইয়াছে। যদি "সৎ"ই সতের কারণ বল, তাহা হইলে সেই কারণ-রূপ সতের অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং "সৎ" অর্থাৎ যাহা নিত্য, তাহার আবার কারণ কি হইবে? কারণ হয় বলিলে, উহার "সৎ" স্বরূপত্বের অপলাপ সম্পাদিত হইয়া থাকে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৯ মন্ত্রে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, পরমকারণ স্বরূপ ব্রহ্মের কোনও জনক বা কারণ নাই। অতএব, সিদ্ধ হইল যে, সৎ বা ব্রহ্ম নিত্য বলিয়া তাঁহার উৎপত্তির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। "অনবস্থা" দোষ নিবারণের জন্য কারণের অবস্থানে মূল ধরিতেই হইবে। সেই মূলই আমাদের ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্‌ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ—

ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃষ্টানামপি যচ্চসৎ। ভাগঃ ১০।৫৬।২০

—তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তাগণেরও স্রষ্টা এবং সমুদায় সৃষ্ট বস্তুগণের মধ্যে অনুস্যূত একমাত্র সৎ। ভাগঃ ১০।৫৬।২০

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য যৎ স্বপ্নজাগর সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৬

—পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইহারা যাহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে। ভাগঃ ১১।৩।৩৬

তিনি আদ্য, তাঁহার উৎপত্তি নাই।

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যং স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
ভাগঃ ১০।১৪।২২

—আপনি এক, অদ্বিতীয়, আত্মা, পুরাণ পুরুষ, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান আছেন। আপনি আদ্য—আপনার উৎপত্তি নাই। আপনি সত্য, স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ ও অনন্ত। ভাগঃ ১০।১৪।২২

ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষোঽদ্বিতীয়স্তুর্য্যাস্বদৃক্‌ হেতুরহেতুরীশঃ॥
ভাগঃ ১০।৬৩।২৩

—তুমি এক, অদ্বিতীয়, আদ্য, তুরীয় পুরুষ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু, কিন্তু স্বয়ং অহেতু, এবং স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপ॥ ভাগঃ ১০।৬৩।২৩

নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্‌। ভাগঃ ১।৮।১৭

—তুমি আদ্য পুরুষ, প্রকৃতির পর। তোমাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ১।৮।১৭

এই প্রকার বহু স্থলে তাঁহাকে আদ্য, কারণের কারণ, অহেতু বলা হইয়াছে। আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

সূত্রে "সৎ" শব্দের উল্লেখ আছে, এবং ভাষ্যকারগণ উহার অর্থ "ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সতের অর্থ ব্রহ্ম কি করিয়া হয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শ্রীমদ্‌ভাগবত সতের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য ইহা এখানেও উদ্ধৃত হইল :—

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান পশ্যেদ্ ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
আদাবন্তে চ মধ্যেচ সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।
পুনস্তৎ প্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ ॥ ভাগঃ ১১।১৯।১৫

—ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সাবয়ব পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ আলোচনা করিবে। এই প্রকার আলোচনার কার্য্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যান্তরের আদি, অন্তে ও মধ্যে যাহা সতত অনুগত থাকে, এবং তাহাদিগের প্রলয়েও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই "সৎ" পদার্থ।

ভাগঃ ১১।১৯।১৫

প্রপঞ্চ বিশ্বের কোনও একটি পরিদৃশ্যমান পদার্থের (যেমন এক খণ্ড বস্ত্রের) কারণানুসন্ধান করিতে করিতে (অর্থাৎ, বস্ত্রের কারণ সুতা, তাহার কারণ তূলা, তাহার কারণ বৃক্ষ, তাহার কারণ বীজ, ইত্যাদি), "নেতি নেতি" বিচারে (by process of elimination), যে আদ্য কারণে উপস্থিত হইতে হয়, এবং বস্ত্রের বিনাশেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই "সৎ"। এই "সৎ" সমুদায় বস্তুতে অনুস্যূত। সমুদায়ের বর্ত্তমানতা—এই "সৎ" অনুস্যূত আছে বলিয়াই। **অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, "সৎ"ই মূল কারণ, সত্তের আর কারণ বা উৎপত্তি নাই।** যদি উৎপত্তি থাকিবে, তাহা হইলে "সৎ" আখ্যায় আখ্যায়িত হইবে কি প্রকারে? সেই 'সৎ' কি পদার্থ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ২।৯।৩২ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এই শ্লোকটি ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ সৌকর্য্যার্থ এখানেও উদ্ধৃত হইল।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ভাগঃ ২.৯।৩২

—সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং তাহাদেরও পর, অর্থাৎ কারণ, প্রকৃতিও তখন ছিল না। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, দৃশ্যমান প্রপঞ্চ-জাত আমিই। প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আমিই। ভাগঃ ২।৯।৩২

অতএব "সৎ" বলিলেই, যাঁহার সত্তায় প্রপঞ্চ সত্তাবান্, সেই পরমসত্তা, পরম ব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা বুঝা গেল। তাঁহার উৎপত্তি যে অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যদি তাঁহারও উৎপত্তি থাকিবে,

তবে তাঁহাকে "সৎ" আখ্যায় আখ্যায়িত বা "সৎ" সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যাইত না।

অন্যত্রও আছে :—

ত্বয্যগ্র আসীত্বয়ি মধ্য অসীত্ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ॥

ভাগঃ ৮।৬।১০

—হে ভগবন্! আপনি আত্মতন্ত্র—আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই। এই জগৎ অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) আপনাতে ছিল, মধ্যেও আপনাতে রহিয়াছে এবং অন্তেও আপনাতেই থাকিবে। মৃত্তিকা যেমন ঘটের আদি, অন্ত ও মধ্য, আপনি তেমনি এই জগতের আদি, মধ্য ও অন্ত। আপনি মূল কারণ প্রকৃতি হইতেও পর। ভাগঃ ৮।৬।১০

২। তেজোঽধিকরণ॥

ভিত্তি :—

সূত্র :—

(১) "বায়োরগ্নিঃ"॥ (তৈত্তিঃ ২।১)

—বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল। তৈত্তিঃ ২।১

(২) তত্তেজোঽসৃজত॥ (ছান্দোগ্য ৬।২।৩)

—সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। (ছাঃ ৬।২।৩)

সংশয় :—তেজঃ সম্বন্ধেও শ্রুতি বিরোধ দেখা যাইতেছে। তৈত্তিঃ ২।১ মন্ত্রে বলিলেন যে, বায়ু হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেজের উৎপত্তি হইয়াছে। ছান্দোগ্য স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কৃৎস্ন জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মকার্য্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু তেজের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু হইতে উৎপত্তি তৈত্তিঃ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পরবর্ত্তী কার্য্যগুলি ব্রহ্মসৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতপদার্থ সকল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সূত্রটি রামানুজাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে অর্থ করিয়াছেন :—

সূত্র :—২।৩।১০।

তেজোঽতস্তথাহ্যাহ॥ ২।৩।১০॥

তেজঃ + অতঃ + তথা + হি + আহ॥

তেজঃ :—তেজ বা অগ্নি। **অতঃ :**—বায়ু হইতে। **তথাহি :**—সেই-রূপই। **আহ :**—শ্রুতি বলিতেছেন।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রের বলে অগ্নি, বায়ু হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম হইতে নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কাল-কর্ম্ম-স্বভাবতঃ।

উপপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ॥ ভাগঃ ২।৫।২৭

—কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশতঃ বায়ু বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে স্বাভাবিক "রূপ" গুণ বিশিষ্ট, এবং বায়ু হইতে প্রাপ্ত স্পর্শ ও শব্দগুণ বিশিষ্ট তেজ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।৫।২৭

অন্যত্রও আছে :—

অনিলোঽপি বিকুর্ব্বাণো নভসোরুবলান্বিতঃ।
সসর্জ্জ রূপতন্মাত্রং জ্যোতির্লোকস্য লোচনম্॥ ভাগঃ ৩।৫।৩৪

—পরে আকাশের সহযোগে মহাবলশালী বায়ু বিকারপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপতন্মাত্র ও তেজের উদ্ভব হইল। এই তেজই সকল ভুবনের প্রকাশক। ভাগঃ ৩।৫।৩৪

বায়োশ্চ স্পর্শতন্মাত্রাদ্রূপং দৈবেরিতাদভূৎ।
সমুত্থিতং ততস্তেজশ্চক্ষুরূপোপলম্ভনম্॥ ভাগঃ ৩।২৬ ৩৬ .

—উক্ত স্পর্শতন্মাত্র-রূপ বায়ু, ঈশ্বরেচ্ছায় প্রেরিত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রূপ, তদনন্তর তেজঃ, এবং রূপের গ্রাহক চক্ষুঃ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩।২৬।৩৬

ভিত্তি :—

(১) তদাপোঽসৃজত। (ছান্দোগ্য ৬।২।৩)

—সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিলেন। (ছাঃ ৬।২।৩)

(২) "অগ্নেরাপঃ" (তৈত্তিঃ ২।১)

—অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইল। (তৈত্তিঃ ২।১)

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি-মন্ত্রদ্বয়ে তেজঃ বা অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্ররূপে প্রদর্শন করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।১১।

আপঃ ॥ ২।৩।১১ ॥

আপঃ :—জল।

অতএব জল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, তেজঃ বা অগ্নি হইতে উৎপন্ন। এটিও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।

রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ। ভাগঃ ২।৫।২৮

—তেজ বিকার প্রাপ্ত হইলে জল উৎপন্ন হইল। উহার স্বাভাবিক গুণ রস। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণের অন্বয় হেতু, উহা রূপবৎ, স্পর্শবৎ ও শব্দবৎ বটে। ভাগঃ ২।৫।২৮

অনিলেনান্বিতং জ্যোতির্বিকুর্ব্বৎ পরবীক্ষিতম্।

অধিত্তাম্ভোরসময়ং কালমায়াংশযোগতঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।৩৪

—তেজঃ বায়ুর সহযোগে ভগবানের ঈক্ষণে বিকার প্রাপ্ত হইলে, কাল মায়া ও অংশ যোগহেতু, রসময় জল উৎপন্ন হইল।

ভাগঃ ৩।৫।৩৪

রূপমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাত্তেজসো দৈবচোদিতাৎ।

রসমাত্রমভূত্তস্মাদম্ভো জিহ্বারসগ্রহঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৩৯

—রূপ তন্মাত্র স্বরূপ তেজঃ ভগবদিচ্ছায় বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে রসতন্মাত্র উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে জল ও রসের গ্রাহক রসনেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩।২৬।৩৯

তিত্তি :—

"অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ॥ (তৈত্তিঃ ২।১)

—জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। (তৈত্তিঃ ২।১)

সূত্র :—২।৩।১২।

পৃথিবী ॥ ২।৩।১২ ॥

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি বলিতেছেন যে, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অতএব, পৃথিবী ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে। এটিও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ভাগঃ ২।৫ ২৯

—জল বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে বিশেষ অর্থাৎ পৃথিবী উৎপন্ন হইল। উহার স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণে অন্বিত থাকায়, উহা রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ গুণবিশিষ্টও বটে।

ভাগঃ ২।৫।২৯

জ্যোতিষাম্ভোঽনুসংসৃষ্টং বিকুর্ব্বদ্ ব্রহ্মবীক্ষিতম্।
মহীং গন্ধগুণামাধাৎ কালমায়াংশযোগতঃ ॥ ভাগঃ ৩।৫।৩৪

—তেজোনুসংসৃষ্ট ঐ জল, ভগবান বা ব্রহ্ম কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া, কাল, মায়া অংশ যোগে গন্ধগুণবতী মহীকে উৎপন্ন করিল।

ভাগঃ ৩।৫।৩৪

রসমাত্রাদ্বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো দৈবচোদিতাৎ।
গন্ধমাত্রমভূত্তস্মাৎ পৃথ্বী ঘ্রাণস্তু গন্ধগঃ ॥ ভাগঃ ৩ ২৬।৪২

—রস তন্মাত্রক জল, ঈশ্বরেচ্ছা বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে গন্ধতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তাহাতে ভূমি ও গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণেন্দ্রিয় জন্মে। ভাগঃ ৩।২৬।৪২

ভিত্তি :—

"তা অন্নমসৃজন্ত।" (ছান্দোগ্য ৬।২।৪)

—জল সমূহ অন্ন সৃষ্টি করিল। (ছাঃ ৬।২।৪)

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে জল অন্ন সৃষ্টি করিল, ইহা স্পষ্ট কথিত আছে। ২।৩।১২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে, জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টি উল্লিখিত আছে। এরূপ শ্রুতিবিরোধ হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।১৩।

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ২।৩।১৩ ॥

অধিকার + রূপ + শব্দান্তরেভ্যঃ ॥

অধিকার :—প্রসঙ্গ। **রূপ :**—বর্ণ। **শব্দান্তরেভ্যঃ :**—অন্যান্য শব্দ হইতেও।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।৪ মন্ত্রে অন্নশব্দে যে পৃথিবী অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে শ্রুতি বলিতেছেন :—অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতে বুঝা যায় যে, অন্ন শব্দে পৃথিবীই বুঝাইতেছে, অন্য কিছু নহে। প্রথম কারণ এই যে, মহাভূতের সৃষ্টি প্রসঙ্গে ছান্দোগ্যে "অন্ন" শব্দের উল্লেখ আছে। "অন্ন" অর্থ ভক্ষণীয় বস্তু, এবং ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবী-বিকার। কার্য্য কারণের অভেদ হেতু অন্নের কারণীভূত পৃথিবী বুঝাইতে "অন্ন" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৪।১ মন্ত্রে তেজঃ ও অপের সম্বন্ধে যেমন লোহিত ও শুক্ল রূপের বর্ণনা আছে, অন্ন সম্বন্ধে তেমন কৃষ্ণ রূপের বর্ণনা আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, অন্ন, তেজঃ ও জলের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র মহাভূত এবং তাহা পৃথিবী ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। তৃতীয় কারণ এই যে, ভূতসৃষ্টি বিষয়ক সমান জাতীয় তৈত্তিরীয় শ্রুতি মন্ত্রে, অগ্নি হইতে জল, ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল কথিত আছে; সেইরূপ ছান্দোগ্যেও অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে অন্ন উৎপন্ন হইল উল্লিখিত আছে। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দে পৃথিবীই অভিহিত, ইহা বুঝা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিয়ন্তি হি ত্বাং গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥

ভাগঃ ৮।৬।১২

—হে ভগবন্! যেমন কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি, গাভীমধ্যে অমৃত বা ঘৃত, ভূমি মধ্যে অন্ন ও জল, এবং উদ্যমনে বা পুরুষকারে জীবিকোপায় বর্ত্তমান আছে, মনুষ্যগণ উপায় দ্বারা ঐ সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকে—অর্থাৎ মন্থন দ্বারা কাষ্ঠ হইতে অগ্নি, দোহনাদি দ্বারা গাভী হইতে ঘৃত, কর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী হইতে অন্ন, খননাদি দ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে জল, বাণিজ্যাদি পুরুষকার দ্বারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আপনি তেমনি গুণেতে বর্ত্তমান আছেন, এবং উঁহারা বুদ্ধিযোগে আপনাকে, তাহা হইতে পাইয়াও থাকেন। ভাগঃ ৮।৬।১২

অন্যত্রও প্রতিলোমক্রমে অন্ন পৃথিবীতে লয় প্রাপ্ত হয়, কথিত আছে :—

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ভাগঃ ১১।২৪ ২২

—মর্ত্ত্য শরীর অন্নে, অন্ন ওষধি বীজে, ওষধি বীজ পৃথিবীতে, পৃথিবী গন্ধে লয় প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।২৪।২২

অতএব, অন্ন শব্দে পৃথিবীই শ্রুতির অভিপ্রেত। এটিও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

[রামানুজাচার্য্য ২।৩।১২ ও ২।৩।১৩ দুইটি পৃথক্ সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ দুইটি মিলাইয়া একটি সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা বোধ সৌকর্য্যার্থ রামানুজাচার্য্যের পদানুসরণ করিয়াছি।]

২।৩।১০ হইতে ২।৩।১৩ সূত্র পর্য্যন্ত চারিটি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ শ্রুতিপ্রমাণে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তেজঃ, জল, পৃথিবী বা অন্ন ব্রহ্মসৃষ্ট নহে। বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল। অতএব ইহারা ব্রহ্মকার্য্য নহে। সুতরাং ব্রহ্ম যে সর্ব্বকারণ কারণ বলিয়াছ, তাহা ব্যাহত হইয়া গেল। ইহার উত্তরে সূত্রকার ২।৩।১৪ সিদ্ধান্ত সূত্র রচনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন।

ভিত্তি :—

(১) "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"॥ (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩)
—তিনি (সেই "সৎ") আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব। (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩)

(২) "তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি॥"
(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩)
—সেই তেজ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব।
(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৩)

(৩) "তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি॥"
(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৪)
—সেই জল সকল আলোচনা করিলেন, আমরা বহু হইব, জন্মিব।
(ছান্দোগ্যঃ ৬।২।৪)

সূত্র :—২।৩।১৪।

তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ॥ ২।৩।১৪॥
তৎ + অভিধ্যানাৎ + এব + তু + তল্লিঙ্গাৎ + সঃ।

তৎ :—তাঁহার। **অভিধ্যানাৎ :**—সংকল্প হইতে। **এব :**—নিশ্চয়। **তু :**—আপত্তি নিরসনে। **তল্লিঙ্গাৎ :**—সৃষ্টিহেতু আলোচনা বা সংকল্প-বোধক বাক্য হইতে। **সঃ :**—তিনিই, ব্রহ্মই।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রেই স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, বহু হইবার জন্য, জন্মাইবার জন্য, তেজ ও জল আলোচনা বা সংকল্প করিলেন। অচেতনের পক্ষে আলোচনা বা সংকল্প সম্ভব হয় না। ভৌতিক তেজঃ, জল অচেতনই ত বটে। সুতরাং, তাহাদের পক্ষে আলোচনা বা সংকল্প সম্ভব হয় কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে পাই। যথা :—"যঃ **পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, যস্তেজসি তিষ্ঠন্**..." ইত্যাদি (বৃহদারণ্যক, ৩।৭)।—যিনি পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া, তেজে বর্ত্তমান থাকিয়া...ইত্যাদি। অতএব, ব্রহ্ম কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান্ তেজ, জল আলোচনা বা সংকল্প করিয়াছিলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। সুতরাং ব্রহ্মই, তেজঃ ও জলে অনুপ্রবিষ্ট

হইয়া, তত্তৎ শরীরে শরীরী হইয়া, আলোচনা বা সংকল্প করিয়াছিলেন এবং সেই আলোচনা বা সংকল্পের অভিব্যক্তিই সৃষ্টি। এ কারণ ব্রহ্ম মুখ্য কারণ।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও আছে :—**"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"**। —তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব। (তৈত্তিঃ ২।৬)। উহার অব্যবহিত পরেই আছে :—**"সচ্চত্যচ্চাভবৎ"**। (তৈত্তিঃ ২।৬)—তিনি পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বস্তু হইলেন। **"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।"** (তৈত্তিঃ ২।৭) —তিনি আপনাকে সেই সেই রূপে প্রকটিত করিলেন। অতএব, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মক হইলেন। সুতরাং সমুদায়ের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই —অন্য কথায় তিনি সর্ব্বকারণ কারণ।

২।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।২৬।৩৬, ২।৩।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগঃ ৩।৫।৩৪ ও ৩।২৬।৩৯ এবং ২।৩।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৫।৩৪ ও ৩।২৬।৪২ শ্লোকগুলিতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া বায়ু, তেজ ও জল বিকার প্রাপ্তি হেতু যথাক্রমে তেজঃ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন করিল। ঈশ্বরেচ্ছা বা সংকল্প উহাদের উৎপত্তির মুখ্য কারণ। নতুবা, অচেতন তত্তৎ ভূতের এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা হইতে ভূতান্তর উৎপাদনের হেতু ভূতবিকার, এবং সেই বিকার হইতে অন্য ভূত উৎপন্ন হইতে পারে। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি এবং তাহা হইতে উপপাদিত গভীর উদ্দেশ্য বুঝা যায়; ইহা অচেতনের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের বহু স্থানে আছে যে, ভগবানই বিশ্ব। ইহার পোষক বহু শ্লোক ১।১।২ ও ২।১।১৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে সে সকলের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই। মাত্র কয়েকটি নূতন শ্লোক নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

> **ময্যনন্তগুণেঽনন্তে গুণতো গুণবিগ্রহঃ।।**
> **যদাসীত্তত এবাদ্যঃ স্বয়ম্ভূঃ সমভূদজঃ।।** ভাগঃ ৬।৪।৪২

> —অনন্ত গুণযুক্ত আমাতে মায়া দ্বারা গুণময় বিগ্রহ এই ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকাশ পাইল, সেই সময়েই আদ্য স্বয়ম্ভূ (অযোনিজ) হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভাগঃ ৬।৪।৪২

> **আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।**
> (ভাগঃ ৮।১।৮)

—লোকে যে কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই ঈশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত। ভাগঃ ৮।১।৮

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামুনি যদ্ যস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ ॥ (ভাগঃ ৮।১।১০)

—যাঁহার আদি, অন্ত, মধ্য, আত্মীয়, পর, অন্তর, বাহির নাই, কিন্তু যাঁহা হইতে বিশ্বের ঐ সকল আদি, অন্ত প্রভৃতি হয়, যিনি বিশ্বরূপ, যাঁহা হইতে বিশ্ব প্রকটিত হয়, তিনি সত্য ও পরিপূর্ণ ব্রহ্ম। ভাগঃ ৮।১।১০

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম যে কেবল ভূত সকলের উৎপাদক কারণ মাত্র, তাহা নহে। প্রত্যুতঃ, তিনি আপনাকে জগদ্রূপে আকারিত করিয়া, তাহার আদি, মধ্যে, অন্তে, অন্তরে, বাহিরে অবস্থানপূর্ব্বক, বহু নামরূপে নামরূপবান্ হইয়া, আপনার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বরূপ হইতে বহু হইবার সংকল্পের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এক কথায়, তিনিই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, ও অধিকরণ,—সমুদায় কারক ব্যাপার কেবল একমাত্র তিনিই। তৈত্তিরীয় শ্রুতি পূর্ব্বোদ্ধৃত ২।৭ মন্ত্রে ইহা অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা আমরা প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ২ শ্লোক হইতে ৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ভগবানই সংকল্পবশতঃ বিশ্বাকারে আকারিত হন। উহার উপসংহারে ভাগবত বলিতেছেন :—

প্রকৃতির্য্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্ত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥
ভাগঃ ১১।২৪।১৯

ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ১২২)।

—ভগবানই আদ্য পুরুষ, তিনি অজ হইয়াও কল্পে কল্পে আপনি, আপনাতে, আপনার দ্বারা, আপনাকে সৃজন, পালন ও সংহার করেন। ভাগঃ ২।৬।৩৭

স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥ ভাগঃ ২।৬।৩৭

ভিত্তি :—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥"
(মুণ্ডকঃ ২।১।৩)

—এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয় সমুদায়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, এবং বিশ্বের ধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হইল। (মুণ্ডকঃ ২।১।৩)

সংশয় :—১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার চিত্রে (পৃঃ ১৭০-৭১) সৃষ্টির যে ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রের বিরোধ হইতেছে। উক্ত মন্ত্রে, আকাশ, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি সকলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি কথিত, দেখা যাইতেছে, কিন্তু উক্ত চিত্রে, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে—প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব মনে সন্দেহ হয়, কোন্‌টি প্রকৃত তত্ত্ব। ক্রমসৃষ্টি যাহা উক্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত? অথবা, ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমুদায়ের উৎপত্তি, যাহা মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃত? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।১৫।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ২।৩।১৫।
বিপর্য্যয়েণ + তু + ক্রমঃ + অতঃ + উপপদ্যতে + চ ॥

বিপর্য্যয়েণ :—সৃষ্টির বিপরীত ভাবে। **তু :**—নিশ্চয়। **ক্রমঃ :**—পারম্পর্য্য। **অতঃ :**—এই কারণে। **উপপদ্যতে :**—উপপন্ন হয়। **চ :**—ও।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৭ মন্ত্র, এবং তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্র হইতে উপলব্ধি হইবে যে, ব্রহ্মই সমুদায় ভূতে, সমুদায় বস্তুতে, অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, ভূতসকলের বিকার সংঘটন করেন, এবং তিনি আপনি আপনাকে জগদাকারে আকারিত করেন। এজন্য ব্রহ্মই মুখ্যকারণ—নিমিত্ত বটে, উপাদানও বটে। সুতরাং, মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ উৎপত্তি উক্ত হওয়ায়, সৃষ্টির যে ক্রম-বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত

হয়, তাহাতে কোনও বিরোধের কারণ নাই। প্রত্যুত, সেই সেই উপাদানভূত বস্তু পরম্পরায় অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম হইতেই তত্তৎ জন্যপদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায়, ক্রম-সৃষ্টিও উপপন্ন হইতেছে। এবং তাহাতে পরব্রহ্মের সৃষ্টি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ কর্তৃত্বও অব্যাহত থাকে।

পূর্বসূত্রে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৬।৪।৪২, ৮।১।৮, ৮।১।১০, ১২।২৪।১৯, ও ২।৬।৩৭, শ্লোকগুলি এই তত্ত্বই প্রতিপাদন করে। ইহার সহিত ২।৩।১০, ২।৩।১১ ও ২।৩।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

[এই ব্যাখ্যা শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্ বলদেবের অভিমত। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন। তাহা অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।]

২।৩।১৫ সূত্রের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা (শঙ্কর, মধ্ব ও বল্লভ সম্মত)।

ভিত্তি :—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি, ।।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।" (তৈত্তিঃ ৩।১)

—যাঁহা হইতে এই ভূতসকল জন্মে, জন্মিয়া যাঁহাতে স্থিতি করে, মরিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম। (তৈত্তিঃ ৩।১)

সংশয় :—ভূতসকলের উৎপত্তিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। প্রলয়-ক্রম কি প্রকার? শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ৩।১ মন্ত্রে প্রলয়ে ব্রহ্মে প্রবেশ বর্ণিত আছে, কিন্তু কি প্রকারে বা কোন্ ক্রমানুযায়ী প্রবেশ, তাহা বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রলয়ের ক্রম-সৃষ্টি ক্রমানুযায়ী অথবা, তাহার বিপরীত ক্রমানুযায়ী, অথবা, তদ্বিষয়ে কোনও নিয়ম নাই? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের যোজনা।

সূত্র :—২।৩।১৫।

বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ভাগঃ ২ ৩।১৫ ॥

বিপর্য্যয়েণ :—বিপরীত ভাবে। **তু :**—নিশ্চয়। **ক্রমঃ :**—পারম্পর্য্য। **অতঃ :**—উৎপত্তিক্রম হইতে। **উপপদ্যতে :**—উপপন্ন হয়। **চ :**—ও।

ভূত সকল যে ক্রমে উৎপন্ন হয়, তদ্বিপরীতক্রমে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং বিপরীত ক্রমে লয় প্রাপ্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, সেই কার্য্য লয়প্রাপ্তির সময়, সেই কারণে পরিণত হওয়াই সঙ্গত। লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা গিয়া থাকে যে, মানবগণ যে ক্রমে সোপান আরোহণ করে, তাহার বিপরীত ক্রমেই সোপান হইতে অবরোহণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রলয়-প্রক্রিয়া সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বিপরীত হওয়াই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৪।২২ হইতে ১১।৪।২৭ শ্লোকে ইহা স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :— মর্ত্ত্যশরীর অন্নে, অন্ন ওষধি বীজে, ওষধি বীজ পৃথিবীতে, পৃথিবী গন্ধে, গন্ধ জলে, জল রসে, রস জ্যোতিঃতে, জ্যোতিঃ রূপে, রূপ বায়ুতে, বায়ু স্পর্শে, স্পর্শ আকাশে, আকাশ শব্দ-তন্মাত্রে, ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ উৎপত্তি স্থানে, উহারা বৈকারিক দেবতাগণে, দেবতাগণ মনে, শব্দ তামস অহংকারে, তামস অহংকার মহত্তত্ত্বে, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিমান্ মহত্তত্ত্ব স্বীয় গুণে, গুণ সকল অব্যক্তে, অব্যক্ত কালে, কাল মায়াময় জীবে, জীব পরমাত্মায় লীন হয়। শেষে পরমাত্মা কেবল আত্মস্থ থাকেন, এবং বিশ্বের উৎপত্তি ও লয়ের দ্বারা লক্ষিত হয়েন।
ভাগঃ ১১।২৪।২২-২৭

শ্লোকগুলি ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃঃ ১৯১)। বাহুল্যভয়ে পুনরুক্ত হইল না।

ভিত্তি :—

(১) ২।৩।১৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্র।

(২) ২।৩।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় ২।১ মন্ত্র।

সংশয় :—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে সৃষ্টিক্রম বর্ণিত আছে। মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে প্রাণ এবং আকাশাদি ভূতসৃষ্টির মধ্যে বিজ্ঞান, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয়গণের, এবং মনের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি কথিত আছে। সুতরাং, ক্রমভঙ্গ হওয়ায় শ্রুতিবিরোধ সংঘটিত হইল। ইহার সমাধান কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।১৬।

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥
২।৩।১৬ ॥

অন্তরা + বিজ্ঞান-মনসী + ক্রমেণ + তল্লিঙ্গাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অবিশেষাৎ ॥

অন্তরা :—মধ্যে। **বিজ্ঞান-মনসী :**—ইন্দ্রিয় ও মন। **ক্রমেণ :**—পর পর। **তল্লিঙ্গাৎ :**—তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **অবিশেষাৎ :**—যে হেতু কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

যদি শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রের বলে, আপত্তি কর যে, উক্ত মন্ত্রে উল্লিখিত ক্রম অনুসারে ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, অপ, ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে কথিত সৃষ্টিক্রমের বাধ হইতেছে, তাহার উত্তরে বলিব, না, ওরূপ বলিতে পার না, কেননা, প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে, যথা :—

"অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণ স্তেজোময়ী বাক্ ॥"
(ছান্দোগ্যঃ ৬।৫।৪, ৬।৬।৫)

—"হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, এবং বাগিন্দ্রিয় তেজোময়।"
(ছাঃ ৬।৫।৪, ৬।৬।৫)

সুতরাং, তৈত্তিরীয়ে উহাদের পৃথক্ উল্লেখ না থাকায়, ক্রম ভঙ্গ হয় নাই। মুণ্ডকে পৃথক্ উল্লেখ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, প্রপঞ্চ বিশ্বের সমুদায়ই ব্রহ্ম হইতে

উৎপন্ন, ইহা প্রকাশ করিবার জন্য, শ্রুতি উদাহরণ স্বরূপে উহাদের উল্লেখ মহাভূতগণের সহিত করিয়াছেন। সৃষ্টি-ক্রম-বিবক্ষা উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

উপরে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৫।৪ মন্ত্রে আমরা পাইলাম যে, বাক্ তেজোময়ী। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় আমরা যে চিত্রে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিয়াছি, (পৃঃ ১৭০-১৭১) উহাতে দেখা যাইবে যে, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। ভাগবত অনুসারে উক্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সুতরাং বাক্ ও অগ্নির পরস্পর সম্বন্ধ ভাগবতানুসারে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিও তাহাই প্রতিপাদন করিলেন। সেইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ও আকাশের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আকাশের গুণ শব্দ, শ্রবণেন্দ্রিয় উহার গ্রাহক এবং দিক্ উহার অধিষ্ঠাতা। এই তিনই আকাশময়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বিভেদ মাত্র। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সার্থকতা লাভ করে। যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকিত, তাহা হইলে শব্দ বা দিকের কোনও সার্থকতা থাকিত না। সেইরূপ যদি শব্দ না থাকিত, তাহা হইলে শ্রবণেন্দ্রিয় বা দিকেরও কোন সার্থকতা থাকিত না। সেইরূপ দিক্ না থাকিলে শব্দ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা থাকে না। উহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এবং পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিয়া পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা লাভ করে। বাত-স্পর্শ-ত্বক্, অর্ক-চক্ষুঃ-রূপ, প্রচেতা-জিহ্বা-রস প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাদের পরস্পর ঐকান্তিক আপেক্ষিকতা ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য চিত্রে বিন্দু শ্রেণী দ্বারা উহাদের সংযোগ সাধন করিয়া, দেখান হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রিয়গণ মহাভূতের সূক্ষ্মস্বরূপ মাত্র। তমোবহুল অহংকারের সাত্ত্বিকাংশে—অধিদৈবগণ বা ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাগণ, রজঃ অংশে অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়গণ এবং তমঃ অংশে অধিভূত ভূতগণ অভিব্যক্ত হইয়া জগদ্বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। শ্রীমদ্‌ভাগবত এই তত্ত্ব স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ২।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।২৬।৩৬ শ্লোক এবং ২।৩।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।২৬।৩৯ শ্লোক ও ২।৩।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।২৬।৪২ শ্লোক, এই তত্ত্ব বিশদরূপে উপলব্ধির সাহায্য করে। উক্ত শ্লোকগুলিতে অধ্যাত্মের সহিত অধিভূতের সম্বন্ধ স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে। অধিদৈবের উল্লেখ নাই। উহা অন্যত্র আছে। বাহুল্যভয়ে উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। যাহা হউক, বুঝা গেল যে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চিত্রে প্রদর্শিত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত তত্ত্বতঃ এক

হইলেও, ব্রহ্ম বা ভগবানের বহু হইবার সংকল্পবলে বিভিন্নরূপে অভিব্যক্তি; প্রত্যুত উঁহারা সকলেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ১।২।১৯ সূত্রের আলোচনায়ও ইহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। উক্ত তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

ভূতমাত্রেন্দ্রিয় প্রাণ মনো বুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ় স্বাত্মানুভূতয়ে॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৮

—হে ভগবন্! আপনি ভূত, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও আশয় স্বরূপ। সৃষ্টিকার্য্যে যে ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার, তদ্দ্বারা আপনার অংশভূত আত্মায় অনুভব গূঢ় হইয়া আছে; আপনাকে নমস্কার করি।

ভাগঃ ১০।১৬।৩৮

অতএব, তিনিই যখন সর্ব্বময়, তখন সৃষ্টি-ক্রমের উক্তি বা অনুক্তি অথবা বিপরীত ক্রমোক্তি কিছুই বিরোধের কারণ নহে। এবং তেজঃ, অপ্‌ প্রভৃতি শব্দ সকল, তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে—অর্থাৎ, ঐ সকল শব্দ প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কারণ উঁহারা কেহই ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত নহে।

ভিত্তি :—

(১) "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।" (তৈত্তিঃ ২।৬)
—তিনি কামনা বা সংকল্প করিলেন, বহু হইব, জন্মিব।
(তৈত্তিঃ ২।৬)

(২) "ইদং সর্ব্বমসৃজত"। (তৈত্তিঃ ২।৬)
—এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। (তৈত্তিঃ ২।৬)

(৩) "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।" (তৈত্তিঃ ২।৭)
—তিনি নিজে আপনাকে সেই সেই রূপে প্রকটিত করিলেন।
(তৈত্তিঃ ২।৭)

(৪) "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ
সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ॥" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২)
—তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী, বাক্যহীন ও আদর শূন্য। (ছাঃ ৩।১৪।২)

সংশয় :—যদি তেজঃ, অপ্ প্রভৃতি শব্দসকল প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই বাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুসারী ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ শব্দসকলের বিশেষ বিশেষ অর্থবোধের জন্য উল্লেখ, বাধিত হইয়া যায়। ইহা কি তোমার অভিপ্রেত? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রকার সূত্র যোজনা করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।১৭।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥
২।৩।১৭॥

চরাচরব্যপাশ্রয়ঃ + তু + স্যাৎ + তদ্ব্যপদেশঃ + ভাক্তঃ +
তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥

চরাচর ব্যপাশ্রয়ঃ :—স্থাবর-জঙ্গম বিষয়ক। **তু :**—আশঙ্কা নিরসনার্থ। **স্যাৎ :**—হইবে। **তদ্ব্যপদেশঃ :**—তাহার উল্লেখ। **ভাক্তঃ :**—অমুখ্য, গৌণ। **তদ্ভাবভাবিত্বাৎ :**—যে হেতু তাঁহার সদ্ভাবেই সদ্ভাব।

নিখিল স্থাবর জঙ্গম নিচয়ে তত্তৎ বাচক শব্দ-প্রয়োগ ভাক্ত মাত্র, অর্থাৎ, একাংশমাত্র ভাগী বা গৌণ। নিখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুনিচয় ব্রহ্মের বহুত্বের প্রকার মাত্র—তাঁহার বহু হইবার সংকল্পহেতুক তাঁহা হইতে প্রকটিত।

সুতরাং, উহাদের বাচক "ঘটপটাদি" ব্যবহারিক শব্দসকল—ব্রহ্মের প্রকার বিশেষের অর্থাৎ, একদেশ মাত্রের প্রকাশক এবং সেজন্য উহারা ভাক্ত। কিন্তু উহারা মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক। কেননা, জগতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু আমরা দেখি, (১) ব্রহ্মের সত্তাতেই উহারা সত্তাবান্। সুতরাং ব্রহ্মই উহাদের অস্তিত্বের মুখ্য হেতু। অতএব, যে সমুদায় শব্দ উহাদের বাচক রূপে আমরা ব্যবহার করি, তাহারা (২) ব্রহ্মকেই মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে। **এই বিচারে আমরা পাইলাম যে, জগতে যে কোনও ভাষায় যে কোন শব্দ আছে, তাহারা সকলেই মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক।**

এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ ......। ভাগঃ ৬।৪।৩

—তিনি সর্ব্বনামধারী, তিনি বিশ্বরূপ......। ভাগঃ ৬ ৪.৩

ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন। ভাগঃ ১০।১৪।৫৪

—স্থাবর জঙ্গম অখিল ভগবদ্রূপ, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই। ভাগঃ ১০।১৪।৫৪

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃ খং ক্ষিতিঃ শৈল সরিৎ সমুদ্রদ্বীপ গ্রহর্ক্ষে ত্যভিধেয় একঃ॥

ভাগঃ ৫।১৮।৩১

—হে দেব! জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, স্থাবর, জঙ্গম, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, আকাশ, পৃথিবী, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপ, গ্রহ, নক্ষত্র—এ সকল আপনারই নাম। আপনি এক অদ্বিতীয়।

ভাগঃ ৫।১৮।৩১

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিব যে, ব্রহ্মই জগদ্রূপে প্রতিপাদিত হইতেছেন। ভাগবত ইহাই বলিয়াছেন :—

নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্য তদাত্মতয়া
স্বকৃত মনুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াঽবসিতম্॥ ভাগঃ ১০।৮৭।২২

—স্বর্ণ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলেও, সেই বিকৃত কুণ্ডলাদিকে স্বর্ণতাদাত্ম্য হেতু কেহ পরিত্যাগ করে না। সেইরূপ এই স্বকৃত বিশ্বে আপনি তাদাত্ম্যরূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। ইহা সিদ্ধ হইল। ভাগঃ ১০।৮৭।২২

এই প্রসঙ্গে ১।১।২০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।২৮।৬—৭ শ্লোক (পৃঃ—৪৪৪) দ্রষ্টব্য।

—যেরূপ একই অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত থাকিয়া, কাষ্ঠাদির পরিমাণের ও আকৃতির তারতম্য ভেদে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি নানারূপে দৃশ্য হয়, সেইরূপ বিশ্বাত্মা পরমেশ্বর প্রাণিগণের অন্তঃস্থিত হইয়া, উপাধিগত তারতম্য বশতঃ, নানারূপে প্রকাশ পান। ভাগঃ ১।২।৩১

যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥ ভাগঃ ১।২।৩১

এই সূত্রটির অর্থ বড়ই গভীর। ইহা কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। সূত্রকার সূত্রটিতে ব্যক্ত করিলেন যে, জগতে যত কিছু নাম আছে, সকলেই মুখ্য ভাবে ব্রহ্মেরই বাচক, গৌণভাবে তত্তৎ নামক বস্তুকে নির্দ্দেশ করে মাত্র। সংসারে আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, আত্মীয়, রাম, শ্যাম প্রভৃতি প্রতিবেশী, গো, অশ্ব, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পরিবৃত হইয়া বাস করি, ও সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করি। সূত্রকার বলিলেন যে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দসকল মুখ্যতঃ ব্রহ্মেরই বাচক। গৌণতঃ ব্যবহারিক ভাবে তত্তৎ সম্বন্ধে পরিচিত জীব সকলে প্রযোজ্য। স্থাবর,—গৃহ, কাষ্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতি—বস্তুসকলের নামও মুখ্যতঃ ব্রহ্মেরই বাচক, এবং গৌণতঃ ব্যবহারিকভাবে তত্তৎ দ্রব্যে প্রযোজ্য। হৃদয়ে ইহার সম্যক্ ধারণা বড়ই দুরূহ। বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমি আমার পিতৃদেবকে বড়ই ভক্তি করি। তাঁহার শরীরে কোনও প্রকার বেদনা অনুভূত হইলে আমি যথাসাধ্য তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হই। কিন্তু সেই আমিই আবার তাঁহার মৃতদেহের মুখে অগ্নি সংযোগ করিয়া, তাঁহার পারলৌকিক কার্য্য করিতে পারিলাম বলিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, পিতার দেহ, পিতা নহে। তবে কি তাঁহার প্রাণই পিতা? ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চিত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রাণও স্বতঃসিদ্ধ নহে। উহার উৎপত্তি আছে, এবং যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার নাশও অনিবার্য্য। সুতরাং প্রাণও আত্যন্তিক 'সৎ' নহে। ব্রহ্মই একমাত্র আত্যন্তিক 'সৎ'। তাঁহার সত্তাতেই সত্তাবান্ এবং তাঁহার শক্তিতে ক্রিয়াবান্ হওয়াতেই, পিতার পিতৃত্ব, মাতার মাতৃত্ব, ভ্রাতার ভ্রাতৃত্ব, পতির পতিত্ব, পত্নীর পত্নীত্ব, পুত্রের

পুত্রত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, আত্মীয়ের আত্মীয়ত্ব, রামের রামত্ব, গোর গোত্ব, অশ্বের অশ্বত্ব ইত্যাদি। ঐরূপ গৃহের গৃহাকারে, কাষ্ঠের কাষ্ঠাকারে, প্রস্তরের প্রস্তরাকারে, দেহের দেহাকারে অবস্থান ব্রহ্মেরই "সন্ধিনী" শক্তির পরিচয়। উক্ত শক্তি কোনও কারণে অপসারিত করিলেই উহাদের উক্ত প্রকার আকারের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং, ব্রহ্মশক্তিই চরাচর বিশ্বকে তত্তৎ আকারে আকারিত করিয়া রাখিয়াছে। উহাদের নাম ব্যবহারিক ভাবে উহাদের বাচক হইলেও মুখ্যতঃ, যিনি উহাদের অস্তিত্বের মূলে বর্ত্তমান, সেই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করে।

এ সম্পর্কে একটি অতি সাধারণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্রহ্মের শব্দান্তরে অভিব্যক্তিই নাম। এ নাম কোন বিশেষ নাম নহে। জগতে ব্যবহারিক, লৌকিক, বৈদিক সমুদায় নামই পরব্রহ্মের শব্দান্তরে অভিব্যক্তি হইতেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কোনটি পবিত্র, কোনটি অপবিত্র, কোনটি ব্রহ্মভাবের সুষ্ঠু উদ্বোধক, অথবা কোনটি ব্রহ্মভাবের উদ্বোধক না হইয়া বরং ব্রহ্মেতর অপবিত্র ভাব জাগরণকারী, ইহা আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারে বিশেষরূপে অবগত আছি। কিন্তু একটু চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, স্বরূপগতভাবে কোনও বিশেষ নামের সহিত পবিত্র ব্রহ্মভাব, অথবা অন্য কোনও নামের সহিত অপবিত্র ব্রহ্মেতর ভাব সম্বন্ধযুক্ত নহে। উক্ত পবিত্র বা অপবিত্র ভাব, আমাদের মনের ধর্ম্ম। উহা আমরা নামে আরোপ করিয়াছি মাত্র এবং আমরা পুরুষানুক্রমে এই আরোপিত ভাবের অনুবর্ত্তন করি বলিয়া (by association) উহা আমাদের সংস্কারে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এ সম্পর্কে মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

একটি বিষয়ে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। নামের সহিত ব্যবহারিক নামীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবন্ধন, নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম দ্বারা ব্যবহারিক-ভাবে নির্দ্দেশিত নামীর প্রতিকৃতি মনশ্চক্ষের সম্মুখে উদিত হয়। রাম নামে আমার একজন প্রতিবেশী আছেন; 'রাম' নাম করিলেই, তাহার আকার, প্রকার, বয়স, অবয়বাদিবিশিষ্ট একটি প্রতিকৃতি আমার অন্তরে ভাসিয়া উঠে। 'মা' বলিয়া ডাকিলেই মাতৃদেবীর মধুময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। কারণ, ব্যবহারিকভাবে ঐ নামসকল ঐ ঐ মূর্ত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। যদিও উহারা সকলেই ব্রহ্মের সত্তায় সত্তাবান ও ব্রহ্মের শক্তিতে শক্তিমান, ক্রিয়াবান্, তত্তদাকারে বর্ত্তমান এবং যদিও উহারা সকলেই ব্রহ্মের প্রকারভেদ মাত্র, তাঁহার বহু হইবার সংকল্পে সংঘটিত, তথাপি উক্ত ব্যবহারিক

সম্বন্ধ হেতু (by association) ঐ সকল নামের সহিত ব্রহ্মভাব হৃদয়ে জাগরুক হয় না ; উহাদের নিজ নিজ ব্যবহারিক জাগতিক আকৃতি, প্রকৃতি, ভাব প্রভৃতি হৃদয়ে উদয় হয়। কিন্তু ঐ ঐ ব্যবহারিক প্রকার, অর্থাৎ, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি, পত্নী, বন্ধু, রাম, শ্যাম প্রভৃতি সকলই প্রকারী একমাত্র ব্রহ্মের বিশেষণ মাত্র, ব্রহ্মই উহাদের একমাত্র বিশেষ্য। বিশেষ্যের প্রতীতিতেই বিশেষণ জ্ঞানের পর্য্যবসান, বা পরিসমাপ্তি বা সার্থকতা। সুতরাং উক্ত প্রকারের নামসকল, বিশেষ্য বা প্রকারী ব্রহ্মের প্রতীতি হৃদয়ে জাগরুক করিতে পারিলেই উহাদের সার্থকতা। সমুদায় সাধনার লক্ষ্য এই যে, পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুনিচয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি করা। এবং এই উপলব্ধি হইলেই সাধনার সার্থকতা।

এই জন্যই ভক্ত মহাজন গাহিয়াছেন :—

পিতা মাতা সুহৃদ্ বন্ধু ভ্রাতা পুত্রস্ত্বমেব মে।
বিদ্যা ধনঞ্চ কামশ্চ নান্যৎ কিঞ্চিৎ ত্বয়া বিনা॥

—হে সর্ব্বস্ব! তুমিই আমার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, বিদ্যা, ধন, কাম—তোমা ভিন্ন আমার অন্য কিছুই নাই।

এই জন্যই গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ গীতা, ৯।১৮

—আমিই গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (ভোগস্থান), শরণ (রক্ষক), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা), প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান), বীজ (কারণ), অব্যয় (উপচয়াপচয় বিহীন)।
গীঃ ৯।১৮

তিনি যখন সর্ব্বস্ব ও সর্ব্বস্বরূপ, তখন তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কে হইতে পারে?

এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

প্রাণ বুদ্ধিমনঃ স্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎ সম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ॥

ভাগঃ ১০।২৩।২৭

১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৬৫৬) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্ম সম্পর্কেই জাগতিক সমুদায় বস্তু, এমন কি নিজের দেহ, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ প্রিয় বলিয়া সর্ব্বভাবে সর্ব্বপ্রকারে সেই প্রিয়তমের উপলব্ধির চেষ্টা করা, জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করণেই সমুদায় বেদান্ত উপদেশের সার্থকতা। এই উপলব্ধি লাভ করিবার অন্যতম উপায়, নামকীর্ত্তন। ১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

মদালোচিত "নামমহিমা" বা "স্তুতিষোড়শী" পুস্তকে নামকীর্ত্তন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক, ইচ্ছা করিলে, উহার সাহায্য লইতে পারেন।

একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে নামকীর্ত্তনের বা নামজপের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝিবার চেষ্টা করিব। শাস্ত্রালোচনায় আমরা জানি যে, আমাদের প্রাণপ্রবাহ সূর্য্যকিরণ পথে প্রবাহিত হইয়া আমাদের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি প্রভৃতির বিধান করিতেছে। কিন্তু আমরা কি ইহা সর্ব্বসময়ে বুঝিতে পারি? আধিভৌতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রের উক্ত উপদেশ সমর্থন করিলেও, এবং রাত্রে আগন্তুক কারণে—যথা পৃথিবীর ছায়ায় আবৃত হওয়ায় সূর্য্যকিরণ আমাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত না হইলেও, উহার বিকীর্ণ কিরণ-পুঞ্জের কোনও সময়ে অভাব হয় না জানিলেও, আমরা সব সময় মনে ধারণা করিতে পারি না যে, সূর্য্যকিরণ আমাদের অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু পৌষমাসে প্রচণ্ড শীতে কাঁপিতেছি—উন্মুক্ত প্রান্তরে অবারিত রৌদ্রে বসিলে, আমরা কিরণপথে সূর্য্যের সহিত সংস্পর্শে আসিলে, অতি শীঘ্র শীত নিবারিত হয় ও শরীর স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে। ইহা আমাদের প্রত্যেকের অনুভবসিদ্ধ।

সেইরূপ আমাদের উৎপত্তি ভগবান হইতে, স্থিতি তাঁহাতে, ক্রিয়াশীলতা তাঁহারই প্রেরণায়, প্রভৃতি হইলেও, আমরা ৺ভগবানের সহিত আমাদের দৈনিক ব্যবহারিক জীবনের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া পড়ি। কিন্তু পারমার্থিক আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা ও সেজন্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা নিতান্ত প্রয়োজন। উন্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রে বসিয়া সূর্য্যের সহিত সংস্পর্শ লাভের ন্যায়, নির্জ্জনে মনে প্রাণে নাম ও নামীর অভেদজ্ঞানে, নাম কীর্ত্তন বা নামজপ করিলে ৺ভগবানের সহিত সংস্পর্শ লাভে পারমার্থিক

আত্যন্তিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে, ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন উঠে, যখন শব্দ মাত্রই ব্রহ্মের বাচক, তখন কি নামে কীর্ত্তন করিলে ব্রহ্মোপাসনা হইবে? আমরা বুঝিয়াছি যে, নামের উচ্চারণ মাত্রই নামীর রূপ হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ব্যবহারিক নামীর পক্ষে ইহা প্রযোজ্য বটে। ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা পাইয়াছি, ব্রহ্ম "অরূপ হইলেও উরুরূপ", (ভাগবত, ৮।৩।৯)। যে নামে তাঁহার কোনও বিশেষ রূপ এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়, সেই নাম কীর্ত্তনই আবশ্যক। যে নামের সঙ্গে নামী ব্রহ্মের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনন্ত কাল হইতে অনন্তদেশে, অসংখ্য ব্যক্তি গণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং যে নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নামীর ভাব বা ব্রহ্মভাব, হৃদয়ে আপনিই ভাসিয়া উঠে, সেই নামই কীর্ত্তনীয়। "ওঁম্" তাঁহার এই প্রকার একটি নাম। রাম, হরি, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামও হিন্দুগণের মধ্যে অনন্ত কাল হইতে প্রচলিত। ইহাদের সহিত তত্তৎ নামীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, এবং তজ্জন্য (by association) এই এই নামের উচ্চারণের সহিত তত্তৎ নামীর ভাব হৃদয়ে প্রতীতি হয়। অতএব হিন্দুদিগের মধ্যে রুচি ও অধিকার অনুসারে এই সকল নামই কীর্ত্তনীয়। ইহা ছাড়া যে অন্য নাম কীর্ত্তনীয় নহে, বেদান্ত তাহা বলেন না। ভাবে ও বস্তুতে ঠিক থাকিলেই হইল। পরমহংস দেবের ভাষায়, "ভাবের ঘরে চুরি" না হইলে হইল। যদি অন্য নামকীর্ত্তনে ব্রহ্মভাব হৃদয়ে জাগরিত হয়, তাহা হইলে সে নাম পরিত্যাজ্য নহে। তবে একনিষ্ঠতার বিশেষ প্রয়োজন। ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ব্রহ্ম, দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদের বাহিরে। সুতরাং তাঁহাকে যেমন একদিকে অনন্ত বলা যায়, অন্যদিকে আবার তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলা যায়। তাঁহাতে অনন্ত ভাব বর্ত্তমান। অনন্তে অভিব্যক্ত রূপে এবং সূক্ষ্মে অনভিব্যক্ত রূপে। এই অনন্ত ভাবসমষ্টির সম্যক্ ধারণা অসম্ভব। শাস্ত্র বিশেষ বিশেষ ভাবের বিশেষ বিশেষ আকার প্রকটিত করিয়াছেন। যে নামে এই সকল বিশেষ ভাবের অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর উপলব্ধি হৃদয়ে জাগরূক হয়, সেই নামই সেই সাধকের গ্রহণীয়। সাধারণ মানব নিজচেষ্টায় সহজে এই নামটি চিহ্নিত করিয়া বাছিয়া লইতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্র বলেন যে, গুরু তাঁহার সাধনা-লব্ধ শক্তি বলে, শিষ্যের প্রকৃতি,

অধিকার অনুযায়ী, তাহার ইষ্টনাম ও ইষ্টমূর্ত্তি স্থির করিয়া শিষ্যকে প্রদান করতঃ তাহার মহদুপকার সাধন করেন। বর্ত্তমানে বহুস্থলে ইহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্র তাহার জন্য দায়ী নহেন। শাস্ত্র উপায় বিধান করিয়া দিয়াছেন, উপায় যথাযথ প্রতিপালিত না হইলে, তজ্জন্য শাস্ত্রকে দায়ী করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। রাজা আইন প্রণয়ন করিয়া, যদি তাহার পরিচালনা না করেন, তজ্জন্য আইনের দোষ দেওয়া যায় না। সেইরূপ শাস্ত্র প্রকৃষ্ট উপায় বিধান করিলেও, যদি সমাজ তাহা পরিচালনা না করেন, তজ্জন্য সমাজই দায়ী। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্যের অবান্তর, প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইল মাত্র।

[উপরে লিখিত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য—ও শ্রীমদ্ বলদেব সম্মত। মধ্বাচার্য্য এই সূত্রটি পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের পরিপোষক রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রটি জীবাত্মার জন্ম মৃত্যু ভাক্ত মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এজন্য তিনি ইহা অন্য একটি অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত অর্থ পরবর্ত্তী সূত্র হইতে লভ্য বলিয়া মনে হওয়ায়, এবং উপরে লিখিত ব্যাখ্যা অর্থগৌরবে গরীয়ান্ বলিয়া বোধ হওয়ায়, উহাই লিখিত হইল।]

৩। আত্মাধিকরণ।

ভিত্তি :—

(১) যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌বিস্ফুলিঙ্গাঃ, সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ, প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি॥
(মুণ্ড : ২।১।১)

—যেমন প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকের সমানরূপী সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ জন্মে, সেইরূপ অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অক্ষর সমান-রূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, এবং তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। (মুণ্ড : ২।১।১)

(২) যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী তোয়েন জীবান্‌ ব্যসসর্জ্জ ভূম্যাম্‌ '। (নারায়ণোপনিষৎ, ১)

—যাঁহা হইতে জগৎপ্রসূতি প্রসূত হইয়াছেন, এবং যিনি জলে বা পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। (নারায়ণোপনিষৎ, ১)

(৩) সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।
(ছান্দোগ্য : ৬।৮।৪)

—হে সোম্য! সৎ ব্রহ্মই এই সমস্ত জীবগণের মূল, সৎ ব্রহ্মই আশ্রয়, এবং সৎ ব্রহ্মই বিলয়স্থান। (ছাঃ ৬।৮।৪)

সংশয় :—২।৩।৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।৩ মন্ত্রে আকাশ এবং বায়ুকে "অমূর্ত্ত" এবং "অমৃত" বলিয়া উল্লেখ করা সত্ত্বেও, উহাদিগের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিলে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিসকলে জীবের বা আত্মার উৎপত্তি এবং লয় স্পষ্টই কথিত আছে। অতএব স্বীকার করিবে ত' যে, জীবাত্মা উৎপত্তি ও নাশশীল, নিত্য নহে? এবং নিত্যতা বোধক যে সকল শ্রুতি আছে, তাহাদের গৌণ অর্থেই গ্রহণ করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে? এই সন্দেহের উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।১৮।

নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ॥ ২।৩।১৮॥

ন + আত্মা + শ্রুতেঃ + নিত্যত্বাৎ + চ + তাভ্যঃ॥

নঃ—না। **আত্মা ঃ**—জীব। **শ্রুতেঃ ঃ**—শ্রুতি হেতু। **নিত্যত্বাৎ ঃ**—যেহেতু নিত্যত্ব। **চ ঃ**—পরন্তু। **তাভ্যঃ ঃ**—শ্রুতি সকল হইতে জানা যায়।

আত্মা বা জীবের উৎপত্তি নাই, এবং সে কারণ নাশও নাই, কারণ জীবের উৎপত্তি নিষেধক শ্রুতি আছে যথা ঃ—**"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"** (কঠঃ ১।২।১৮)।—আত্মা জন্মে না, মরে না, কোনও কিছু হইতে হয় নাই, এবং ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই। এই আত্মা অজ (জন্মরহিত), নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ (অনাদি), দেহ নিহত হইলে সে নিহত হয় না। (কঠঃ ১।২।১৮)। অন্যত্র ঃ—**"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজৌ"**। (শ্বেতাশ্বতর ১।৯)।—দুইটি অজ (জন্মরহিত)—ইহাদের মধ্যে একজন অজ —'জ্ঞ', অপরজন—'অজ্ঞ'। (শ্বেতাশ্বতর ১।৯)। এই অপর অজ্ঞ অজ যে জীব, তাহা বলাই বাহুল্য।

আচ্ছা, জীব যদি অজ, তবে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা কিরূপে অব্যাহত থাকে? ইহার উত্তর এই যে, জীব—ব্রহ্মশক্তি, শক্তি বিকাশে ইহার অভিব্যক্তি, এ কারণ ইহাকে ব্রহ্মকার্য্যও বলা যায়; শক্তি, শক্তিমান্ হইতে অভেদ বলিয়া, এবং কার্য্য কারণ হইতে অনন্য বলিয়া, উক্ত প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়। জীব অজ (জন্মরহিত) হইলে, ইহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক তত্ত্ব নহে। সুতরাং উক্ত প্রতিজ্ঞাহানি কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্পানুসারে ইহার পৃথকভাবে অভিব্যক্তি এবং এই অভিব্যক্তি, ব্রহ্ম হইতেই। তাঁহার তটস্থা শক্তি বা গীতার ভাষায় "পরাশক্তি" (গীতা ৭।৫) জীব বলিয়া পরিচিত। সুতরাং ইহা তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে।

ভাল, তুমি তো উপরে বলিলে, জীব ব্রহ্মকার্য্য। কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সুতরাং জীবের উৎপত্তি নিষেধ করিবে কিরূপে?

ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, কার্য্য অর্থ—কোনও একটি দ্রব্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তি; অবশ্য এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে। তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে প্রসূত প্রধান ও তদুৎপন্ন অচেতন বস্তুজাতের স্বরূপের অন্যথা ভাব হয়, জীবের স্বরূপের অন্যথা ভাব হয় না, মাত্র আচ্ছাদিত থাকে, এবং আবরণের স্বচ্ছতার ইতর বিশেষের উপর জ্ঞানের সংকোচ বিকাশ নির্ভর করে, এই মাত্র। ইহা ভগবানের সংকল্পানুসারেই জগদ্বৈচিত্র্য বিধানের নিমিত্ত এবং ভোগ্য সকলের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য,

হইয়া থাকে। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় ইহা আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। জীবের স্বরূপের অন্যথাভাবই নিষিদ্ধ হইতেছে।

প্রপঞ্চ বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। প্রপঞ্চের বস্তুজাত ভোগ্য, জীব ভোক্তা, এবং ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ নিয়ন্তা—ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহাই ব্রহ্মের বহিরঙ্গা, তটস্থা ও অন্তরঙ্গা শক্তির পরিচয়। ভোগ্য অচেতন, ভোক্তা চেতন বিধায়—ভোগ্যের সহিত সংযোগ বিয়োগ নিবন্ধন সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। নিয়ন্তার সে সকল কিছুই স্পর্শে না। তিনি উদাসীন, সাক্ষীভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, নিয়ন্তৃত্ব করেন। বিশ্বের স্থিতি কালে প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে ইহা ঘটিয়া থাকে। প্রলয়ে ভোগ্য ও ভোক্তা উভয়েই নিয়ন্তাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিভাবে, শক্তিমান্ হইতে বিভক্ত পৃথক্‌রূপে উল্লেখের অযোগ্যভাবে, এককথায় অবিনাভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। এই অবিনাভাবে সম্মিলিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য শ্রুতি **"একমেবা-দ্বিতীয়ম্"** (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১) বলিয়াছেন। আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে, বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায়, ভোগ্য ও ভোক্তা বিভক্তরূপে নিয়ন্তা হইতে পৃথক্-ভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। পৃথক্‌ভাবে প্রকটিত হইলেও, উভয়েই নিয়ন্তার সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্, নিয়ন্তার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া নিয়ন্তার আধারে অবস্থান করতঃ বহু হইবার সংকল্পের সার্থকতা সম্পাদন করে; আবার পুনরায়—প্রলয়ে, তাঁহাতেই শক্তিরূপে অপৃথক্ ভাবে থাকে। এই ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন:—**"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।"** (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১)।—এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত ব্রহ্মই, তাঁহা হইতে জাত, তাহাতে স্থিত, লয়ে, তাঁহাতেই অন্তর্নিবিষ্ট। (ছাঃ ৩।১৪।১)

জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। ভোগ্য বিষয়—অচেতন, জড়। চৈতন্যের সহিত জড়ের সংযোগ সাধনের জন্য, অন্য কথায় জীবকে ভোক্তা সাজিবার জন্য জীবের দেহরূপ উপাধি এবং তাহাতে অহং মম জ্ঞান বা আত্মাভিমান প্রয়োজন। উপাধিতে উপহিত জীব—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন আকারের কাচাবরণের মধ্যে আলোকের অবস্থানের ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। শ্বেতবর্ণের একই প্রকার আলোক, বিভিন্ন বর্ণের ও বিবিধ আকারের কাচের মধ্যে থাকিয়া, তত্তৎ বর্ণে ও তত্তৎ আকারে প্রতীয়মান হয়। বর্ণের গাঢ়তা, মলিনতা, স্বচ্ছতার ইতর

বিশেষে যেমন বিবিধ আকারের বিবিধ বর্ণের গাঢ়, মলিন ও স্বচ্ছ আলোক প্রতীত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের তটস্থা শক্ত্যংশ বিভিন্ন উপাধিতে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন আকারে এবং একই জ্ঞানের সংকোচ-বিকাশের তরতমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রত্যুত, উক্ত তটস্থা শক্ত্যংশের উৎপত্তি বিনাশ নাই। উহা ব্রহ্মস্বরূপের অতিনিকটস্থ। ব্রহ্মস্বরূপ যাহা, উহাও তাহাই। শুদ্ধ জীব স্বরূপতঃ কি, তাহা ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বড় সুন্দরভাবে বিবৃত করিতেছেন :—

নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৯

—আত্মার জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি ও ক্ষয় নাই। ব্যভিচারী, অর্থাৎ জন্মবিনাশাদিশীল বাল যুবাদি দেহ সকলের বা দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি দেহ সকলের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয় রহিত জ্ঞান স্বরূপ। যেমন একমাত্র নিত্যজ্ঞান ইন্দ্রিয় বলে বিকল্পিত হয়, কিন্তু জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বিকৃত হয় না; কেবল নীল, পীতাদি, মধুর, কর্কশ প্রভৃতি বৃত্তি হয় মাত্র, এবং তন্মধ্যে থাকিয়াও প্রাণ অবিকারী থাকেন, সেইরূপ আত্মাও নিত্য অবিকারী জানিবে। ভাগঃ ১১।৩।৩৯

—শুদ্ধ জীবস্বরূপ চিদ্রূপত্ব হেতু, ঈশ্বরস্বরূপ হইতে অণুমাত্র বিভিন্ন নহে।

ভাগঃ ১১।২২।১০

পুরুষেশ্বরয়োরত্র ন বৈলক্ষণ্যমণ্বপি। ভাগঃ ১১।২২।১০

তবে যে জন্ম মৃত্যু আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, তাহার সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—জন্ম বিনাশ শূন্য জীবাত্মার দেহবীজভূত কর্ম্ম দ্বারা যে জন্ম মৃত্যু সংঘটিত হয়, এমত নহে। যেমন মহাভূত অগ্নি, সৃষ্টির আদি হইতে কল্পান্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিয়াও কাষ্ঠসংযোগ ও বিয়োগ মাত্রে জন্ম ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা অজ ও অমর হইয়াও, ভ্রান্তি বশতঃ উপাধির সহিত সংযোগ বিয়োগ হেতু জাত ও মৃতের ন্যায় প্রতীত হয়েন। ভাগঃ ১১।২২।৪৫

মা স্বস্য কর্ম্মবীজেন জায়তে সোঽপ্যয়ং পুমান্।
ম্রিয়তে চামরো ভ্রান্ত্যা যথাগ্নির্দারুসংস্থিতঃ॥

ভাগ : ১১।২২।৪৫

মহাভূত অগ্নি যেমন সৃষ্টির আদি হইতে চিরবিদ্যমান হইলেও কাষ্ঠসংযোগে জন্ম বা অভিব্যক্তি এবং কাষ্ঠবিয়োগে মৃত্যু বা অনভিব্যক্তি, সেইরূপ উপাধি সংযোগে আত্মার প্রপঞ্চে অভিব্যক্তি বা জন্ম এবং উপাধি বিয়োগে প্রপঞ্চে অনভিব্যক্তি বা মৃত্যু। ফলতঃ মহাভূত অগ্নি যেমন কল্পাদি হইতে বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ আত্মা, অজ, অমরভাবে চিরবিদ্যমান। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেমন কাষ্ঠের সংযোগ বিয়োগে কোন বিশেষ স্থানে, অগ্নির জন্ম বা মৃত্যু হইলেও, তাহাতে মহাভূতাত্মক অগ্নির স্বরূপের কোন ব্যত্যয় হয় না, তদ্রূপ কোন বিশেষ বিশেষ উপাধির সংযোগ বিয়োগে—আত্মার জন্ম-মৃত্যু ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান হইলেও, তাহাতে আত্মার স্বরূপের কোন ব্যত্যয় হয় না।

—আত্মা স্বরূপতঃ এক, নিত্য, স্বয়ংজ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশ), নির্গুণ। স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও গুণ দ্বারা আত্মসৃষ্ট ভূত সকলে বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন। ভাগঃ ১০।৮৫।২২

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে॥ ভাগঃ ১০ ৮৫।২২

এই আত্মা দৃশ্যমান প্রপঞ্চের বস্তুজাত হইতে পৃথক।

নাত্মা বপুঃ পার্থিবমিন্দ্রিয়াণি দেবা হ্যসুর্বায়ুর্জলং হুতাশঃ।
মনোঽন্নমাত্রং ধিষণাচ সত্ত্বমহংকৃতিঃ খং ক্ষিতিরর্থসাম্যম্॥

ভাগঃ ১১।২৮।২৫

—পার্থিবত্ব প্রযুক্ত শরীর আত্মা নহে, অন্নবিকার প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে। ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, ইহারাও আত্মা নহে। বায়ু, জল, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী এবং অর্থসাম্য—প্রকৃতি ও জড়ত্ব হেতু, আত্মা নহে। ভাগঃ ১১।২৮।২৫

এই প্রসঙ্গে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৫।১১।১২ ও ৫।১১।১৩ শ্লোক (পৃঃ ৪৩৪) দ্রষ্টব্য।

—আত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন। অভিন্ন আত্মার ভেদ দর্শনই ভ্রম এবং আত্মা ভিন্ন এ ভ্রমের অন্য আশ্রয় নাই। স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আশ্রয়ে ভ্রমের অবস্থানই ভগবন্মায়া বা শ্রীভগবানের সংকল্প। ভাগঃ ১১।২৮।৩৭

এতাবানাত্মসম্মোহো যদ্বিকল্পস্তু কেবলে।
আত্মন্নৃতে স্বমাত্মানমবলম্বো ন যস্য হি॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩৭

আত্মা যদি তাঁহার অসঙ্গ, অনাসক্ত স্বরূপে অবস্থান করিয়া জগদ্‌ভোগে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে ভোগে সার্থকতা সম্পাদিত হয় না। বিবাহ-বাসরে যদি বর—বিবাহের পর, বাসর ঘরে গিয়া মোহমুদ্গরের বা বৈরাগ্য-শতকের শ্লোক আওড়াইয়া হাহুতাশ করিতে থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহার, কন্যার বা উভয় পক্ষের আত্মীয়গণ কাহারও আনন্দ হয় না, সেইরূপ জীব যদি নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের অসঙ্গ ও অনাসক্তভাব প্রকটিত করিয়া জগদ্‌ভোগে ব্যাপৃত হন, তাহা হইলে জগদ্‌বৈচিত্র্যের সার্থকতা রক্ষিত হয় না। একারণ ভগবানের সংকল্পানুসারেই স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ জীবে অজ্ঞানাবরণ। সূত্রকারও ইহা ৩।২।৫ সূত্রে প্রতিপাদন করিবেন।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই। আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। ত্বং-পদার্থ পরিলক্ষিত জীবাত্মার সহিত, তৎ-পদার্থ পরিলক্ষিত ব্রহ্মের বা পরমাত্মার তত্ত্বতঃ ভেদ নাই। শ্রুতি "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই ভেদ নাই বলিয়া, আত্মার উৎপত্তি-বিনাশ সম্ভব নহে। প্রপঞ্চে জীবে জীবে যে ভেদ দর্শন হয়, তাহা ভ্রম। এই ভ্রম আত্মার আশ্রয়ে থাকে—ইহাই ভগবন্মায়া। সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে আমরা অগ্রসর হইয়া পড়িলাম। তাহার কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকগুলি ঠিক সূত্রে প্রযোজ্যরূপে রচিত হয় নাই। তত্ত্বের সহিত উপাখ্যানের সংযোগ সাধন, অপূর্ব্ব উপায়ে এই পরম উপাদেয় পুরাণে সংঘটিত হইয়াছে।

৪। জ্ঞাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।৪-৫)

—ব্রহ্মলোকে যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, আত্মা মনের সাহায্যে সে সমুদায় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন। (ছাঃ ৮।১২।৪-৫)

(২) "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।৭।১)

(৩) "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" (বৃহঃ ৪।৫।১৫)

—অরে! যিনি বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৫।১৫)

(৪) "এষ হি দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ ॥ (প্রশ্নঃ ৪।৯)

—এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, আস্বাদন কর্ত্তা, মনন কর্ত্তা, বুদ্ধির দ্বারা বিচারকর্ত্তা এবং কর্ত্তা। (প্রশ্নঃ ৪।৯)

সংশয় :—জীবের অনুৎপত্তি ত সিদ্ধান্ত করিলে। এখন জীবের স্বরূপ কি, তাহা জানা প্রয়োজন। উহা কি সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্তমত নিত্য চৈতন্য স্বরূপ, অথবা বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মতের ন্যায় স্বরূপতঃ অচেতন, চৈতন্য আগন্তুক গুণ মাত্র? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।১৯।

জ্ঞোঽত এব ॥ ২।৩।১৯ ॥

জ্ঞঃ + অতএব ॥

জ্ঞঃ :—জ্ঞানবান্, জ্ঞাতা। **অতএব :**—এই কারণেই।

আত্মা কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞাতৃস্বরূপও বটে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকল তাহার প্রমাণ। চৈতন্য উহার আগন্তুক গুণ মাত্র নহে। উহা আত্মার স্বরূপ। প্রলয়ে জ্ঞেয়ের অনভিব্যক্তি বিধায়, জ্ঞাতৃত্বের অভাবহেতু, যিনি নিরপেক্ষ জ্ঞানস্বরূপ, সৃষ্টিতে জ্ঞেয়ের প্রকাশে যেমন তাঁহার

জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ আত্মা স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ হইলেও বিষয়গত জ্ঞেয়ের সংস্পর্শে তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। **অতএব যিনি অনুভূতি স্বরূপ তিনি অনুভব কর্ত্তাও বটে।**

—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয় বুদ্ধির বৃত্তি। জীব সে সকল হইতে পৃথক্, সর্ব্বদা সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকেন। ভাগঃ ১১।১৩।২৬

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৬

এই জীব কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহে, জ্ঞাতা, দ্রষ্টা ও ভোক্তাও বটে।

যো জাগরে বহিরনুক্ষণ-ধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্ক্তে সমস্ত করণৈর্হৃদি তৎ সদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥ ভাগঃ ১১।১৩।৩১

ইহার অর্থ ২।২।৩১ সূত্রের আলোচনায় পৃঃ—৯০৯ দেওয়া হইয়াছে পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৩৯ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ নহেন, জ্ঞাতাও বটে; এবং এই জন্য জীবের অ ন্য একটি নাম ক্ষেত্রজ্ঞ, বা ক্ষেত্রবিৎ।

১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৪৩৪) উদ্ধৃত ৫।১১।১২ শ্লোকে "ত্বং" পদার্থ পরিলক্ষিত "ক্ষেত্রজ্ঞ" জীবের বিষয় উক্ত আছে। ৪।২২।৩৫ শ্লোকে জীবকে 'ক্ষেত্রবিৎ' বলা হইয়াছে। যথা:—

যঃ ক্ষেত্রবিত্তপতয়া হৃদি বিশ্বগাবিঃ......। ভাগঃ ৪।২২।৩৫
"ক্ষেত্রবিদং জীবং তপতি নিয়মতীতি—ক্ষেত্রবিত্তপঃ
তস্য ভাবস্তত্তা তয়া অন্তর্য্যামীরূপেন।" শ্রীধর

—যিনি জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বত্র প্রকাশ পান। ভাগঃ ৪।২২।৩৫
এই প্রসঙ্গে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য, পৃঃ—৪৩৩-৩৯।

ভিত্তি :—

(১) "তেন প্রদ্যোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ" ॥ (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২)

—এই বিজ্ঞানাত্মা জীব সেই প্রকাশমান হৃদয়াগ্রপথে, অথবা চক্ষু হইতে, মস্তক হইতে, অথবা অন্য কোনও শরীরাবয়ব হইতে নির্গত হয়। (বৃহঃ ৪।৪।২)

(২) "অথ যত্রৈতদস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি"। (ছান্দোগ্যঃ ৮।৬।৫)

—অনন্তর যখন এইরূপে এই দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। (ছাঃ ৮।৬।৫)

(৩) "যে বৈ কেচাস্মাল্লোকাৎ প্রয়ন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি ॥" (কৌষীতকি ১।২)

—যে কেহ (কর্ম্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন। (কৌষীঃ ১।২)

(৪) "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।" (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।৬)

—সেই লোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার জন্য এই লোকাভিমুখে আগমন করেন। (বৃহঃ ৪।৪।৬)

সংশয় :—জীবের উৎপত্তি, এবং সে কারণ বিনাশ নাই, সিদ্ধান্ত হইল। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের জ্ঞাতৃত্ব যদি স্বভাব-সিদ্ধ, তবে সর্ব্বগত আত্মায় সকল সময়ে ও সকল স্থানে, জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধি গোচর হইতে পারে। কিন্তু তাহা ত প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না। অতএব, আত্মা সর্ব্বগত কি না? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।২০।

"উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥ ২।৩।২০ ॥

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ :—দেহ হইতে উৎক্রান্তি, গতি ও আগমনের কারণ জীবাত্মা সর্ব্বগত নহে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকলে আত্মার দেহ হইতে নিষ্ক্রামণ, চন্দ্রলোকে গমন, এবং পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাগমন কথিত হইয়াছে।

যদি জীবাত্মা সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি সঙ্গত হইত না। অতএব, আত্মা সর্ব্বগত নহে। জৈন মত বিচারে ২।২।৩৪ সূত্রে আত্মার মধ্যম পরিমাণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। **সুতরাং, জীব অণু-পরিমাণ।**

জীব যে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে :—

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ॥ ভাগঃ ১১।১৬।১১

—ভগবান বলিতেছেন :—গুণী অর্থাৎ গুণ-বিকারী বস্তুগণের মধ্যে আমি সূত্র বা প্রাণ, মহৎ পদার্থের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব, সূক্ষ্মবস্তুর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম জীব এবং দুর্জ্জয় বস্তুগণের মধ্যে মন। ভাগঃ ১১।১৬।১১
এই সূক্ষ্মত্ব বিধায়, জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি ঘটিয়া থাকে।

অতঃ পরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎপুনর্ভবঃ॥ ভাগঃ ১।৩।৩২

—জীবের স্থূল দেহ উপাধি বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন অব্যক্ত, অদৃষ্ট, অশ্রুত, অপরিণামী, গুণের দ্বারা রচিত অতি সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীর আছে। তাহাই উৎক্রান্তি, গতি ও আগতির কারণ। ভাগঃ ১।৩।৩২

এই লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া জীবের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। সূত্রকার পরে বলিবেন যে, জীবের কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ ভূতসূক্ষ্ম জীবের অনুগমন করিয়া থাকে (সূত্রঃ ৩।১।১)। এই ভূতসূক্ষ্মই লিঙ্গদেহও গঠন করে। শম্বুকের আবরণ যেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, লিঙ্গদেহও সেইরূপ মৃত্যুর পরও জীবের অনুগমন করেন। ইহাই প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ।

কর্ম্মীগণ চন্দ্রলোক হইতে পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে, ভাগবতও ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি॥ ভাগঃ ৩।৩২।৩

—দেব ও পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধায় যাহাদের মতি আক্রান্ত এবং সেইজন্য যাহারা দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধনের জন্য ব্রতাচরণ করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মী পুরুষগণ সেই ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া, তথায় সোমরস পানানন্তর—অর্থাৎ কর্ম্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিয়া পুনরায়, ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ভাগঃ ৩।৩২।৩

অতএব, উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি—জীবাত্মার পক্ষে শ্রুতিতে এবং ভাগবতে কথিত থাকায়, জীবাত্মা সর্ব্বগত বিভু নহেন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণু-পরিমাণ সিদ্ধ হইল।

সূত্র :—২।৩।২১।

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২।৩।২১ ॥

স্বাত্মনা + চ + উত্তরয়োঃ ॥

স্বাত্মনা :—নিজেই—আত্মাই। **চ :**—অবধারণে। **উত্তরয়োঃ :**—পরের দুইটির—অর্থাৎ গতির ও আগতির।

আত্মা সর্ব্বগত হইলে, ঘট ধ্বংসে ঘটাকাশের ন্যায়, স্থূলদেহ হইতে উৎক্রান্তি সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু গতি ও আগতি সর্ব্বগত বস্তুর পক্ষে কোনও রূপে উপপন্ন হইতে পারে না। গতি ও আগতি—উভয়ই গমন ক্রিয়ার বোধক, এবং উভয়ই একস্থান হইতে অন্যস্থানের সহিত সম্বন্ধ উপস্থাপিত করে। সুতরাং উহা কোন মতেই সর্ব্বগত বস্তুর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। শ্রুতিতে গতি ও আগতি স্পষ্টতঃ উল্লেখ থাকায়, এবং মধ্যম পরিমাণ পূর্ব্বে নিষিদ্ধ হওয়ায় জীব অণুই বটে।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।৩ শ্লোকে জীবাত্মার গতি ও আগতি স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গমন কথিত হইয়াছে।

মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রয়াত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৬

—মনুষ্যগণের ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনঃই ইহলোক হইতে লোকান্তরে

গমন করে। আত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়াও তাহার অনুবর্ত্তী হয়েন। ভাগঃ ১১।২২।৩৬

—যদি জীবসকল বস্তুতঃ অনন্ত, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সহিত সাদৃশ্য প্রযুক্ত তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব থাকে না। জীব যদি অণু হয়, তবে ঐ নিয়ম থাকিতে পারে। ভাগঃ ১০।৮৭।২৬

অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা। ভাগঃ ১০।৮৭।২৬

কিন্তু ব্রহ্ম জীবের নিয়ন্তা, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অতএব জীব অণু বটে।

ভিত্তি :—

(১) "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।"
(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৭)

—যিনি প্রাণমধ্যে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ পুরুষ।
(বৃহঃ ৪।৩।৭)

(২) "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু।"
(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২২)

—প্রাণের মধ্যে বিজ্ঞানময় এই মহান্ অজ আত্মা। (বৃহঃ ৪।৪।২২)

সংশয় :—জীবকে অণু বলিলে বটে, কিন্তু শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২২ মন্ত্রে বিজ্ঞানময় আত্মাকে 'মহান্' বলা হইয়াছে। আবার উক্ত শ্রুতির ৪।৩।৭ মন্ত্রে, এই বিজ্ঞানময় আত্মা যে জীবাত্মা, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সুতরাং জীব অণু কি প্রকারে হইবে? তাহাতে স্পষ্টতঃ শ্রুতি-বিরোধ সংঘটিত হয়। ইহার সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।২২।

নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাৎ॥ ২।৩।২২॥
ন + অণুঃ + অতচ্ছ্রুতেঃ + ইতি + চেৎ + ন + ইতর + অধিকারাৎ॥

ন :—না। **অণুঃ :—**অণু-পরিমাণ। **অতচ্ছ্রুতেঃ :—**তৎ অর্থাৎ অণু-পরিমাণ জ্ঞাপক শ্রুতির অভাব হেতু। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—**যদি বল। **ন :—**না। **ইতর :—**অন্যের, পরব্রহ্মের। **অধিকারাৎ :—**অধিকার বা প্রসঙ্গ বশতঃ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।৭ মন্ত্রে জীবাত্মা উপক্রমে অভিহিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ৪।৪।২২ মন্ত্রে পরমাত্মার প্রসঙ্গই উপস্থাপিত হইয়াছে, কেননা, মধ্যবর্ত্তী ৪।৪।১৩ মন্ত্রে **"যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা"**—"**প্রতিবুদ্ধ,**—নিত্যবোধ সম্পন্ন আত্মা যাহার বিজ্ঞাত হইয়াছে।" (বৃহঃ ৪।৪।১৩)—এই বাক্যে পরমাত্মাই প্রতিপাদিত হইতেছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ৪।৪।২২ মন্ত্রে যে "মহত্ত্ব" কথিত হইয়াছে, তাহা পরমাত্মা সম্বন্ধেই। সুতরাং তোমার আপত্তির বা সন্দেহের কোন কারণ নাই।

পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২৬ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জীবসর্ব্বগত নহে। অপিচ, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, ভগবানের অংশ বা অংশের অংশ, এবং এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার ক্রীড়া-ভাণ্ড, তিনিই ভূমা—মহত্তম পুরুষ। ভাগঃ ৪।৭।৪০

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমন্ তস্মৈ নিত্যং নাথ নামস্তে করবাম॥ ভাগঃ ৪।৭।৪০

তিনিই একমাত্র মহান্। ত্রিলোকের অধীশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও তাঁহার কাছে অতি ক্ষুদ্র। অন্য জীবের কথা কি? উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্রহ্মার স্তুতি দ্রষ্টব্য।

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥
ভাগঃ ১০।১৪।১১

ইহার অর্থ ১।২।৩ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে পৃঃ—৪৮৬।

এই প্রসঙ্গে ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।৩৭ শ্লোক ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা (পৃঃ ২৬৫) দ্রষ্টব্য।

ভিত্তি :—

(১) "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ।" (মুণ্ডঃ ৩।১।৯)

—প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই অণু-পরিমাণ আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে। (মুণ্ডঃ ৩।১।৯)

(২) "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৫।৯)

—একটি কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ডে বিভক্ত করিয়া—তাহার একখণ্ডকেও আবার শত খণ্ডে বিভক্ত করিলে, তাহার একভাগের যাহা পরিমাণ, জীবও ঠিক তত্তুল্য। (শ্বেতাঃ ৫।৯)।

(৩) "আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৫।৮)

—আরা—চর্ম্মবেধন সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। (শ্বেতাঃ ৫।৮)

সূত্র :—২।৩।২৩।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২।৩।২৩ ॥

স্বশব্দ + উন্মানাভ্যাং + চ ॥

স্বশব্দ :—অণু শব্দ প্রয়োগ হেতু। **উন্মানাভ্যাং :**—অল্প পরিমাণ হেতু। **চ :**—ও। উন্মান, অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণু সদৃশ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকলের মধ্যে মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৯ মন্ত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'অণু' শব্দ জীব সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৫।৮ ও ৫।৯ মন্ত্রে অণু সদৃশ অতি সূক্ষ্ম বস্তুর তুলনায় জীবের পরিমাণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। **অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীব অণু পরিমাণই বটে।**

২।৩।২০, ২।৩।২১, ২।৩।২২ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকে ইহা বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সংশয়ঃ—আত্মা যখন অণু-পরিমাণ, এবং সেজন্য দেহের এক অল্প স্থানে ইহার অবস্থান, তখন সমস্ত শরীরব্যাপী বেদনের অনুভূতি উপপন্ন হইবে কিরূপে? ইহার সমাধানে সূত্র:—

সূত্র:—২।৩।২৪।

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২।৩।২৪ ॥

অবিরোধঃ + চন্দনবৎ ॥

অবিরোধঃ:—বিরোধের অভাব। **চন্দনবৎ:**—চন্দনের ন্যায়।

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের এক ক্ষুদ্রাংশগত হইয়াও, সমস্ত শরীরগত আহ্লাদ উৎপাদন করে, ঠিক তেমনি অণু পরিমাণ জীবও দেহের এক অল্পাংশবর্ত্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

ভিত্তি :—

(১) "কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ।"

(বৃহঃ ৪।৩।৭)

২।৩।২২ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

(২) "হৃদি হ্যেষ আত্মা"। (প্রশ্ন ৩।৬)

—এই আত্মা হৃদয়মধ্যে অবস্থান করেন। (প্রশ্ন ৩।৬)

সংশয় :—চন্দন বা হরিচন্দনের অবস্থান শরীরের স্থান বিশেষে নির্দ্দিষ্ট থাকে, এবং তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু আত্মার, শরীরের অংশবিশেষে অবস্থান প্রত্যক্ষের বিষয়ভূত নহে। অন্যপক্ষে, আত্মার সমগ্র দেহোপলব্ধি মাত্র প্রত্যক্ষ, অতএব শরীরের একদেশে অবস্থান সিদ্ধান্ত কি প্রকারে হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে সূত্র :—

সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ ও শেষাংশে সমাধান।

সূত্র :—২।৩।২৫।

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি॥ ২।৩।২৫॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অভ্যুপগমাৎ + হৃদি + হি॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ :—অবস্থিতির বৈচিত্র্য বশতঃ। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—**যদি বল। **ন :—**না। **অভ্যুপগমাৎ :—**স্বীকৃত হওয়ায়। **হৃদি :—**হৃদ্‌পদ্ম মধ্যে। **হি :—**নিশ্চয়।

যদি আপত্তি কর যে, হরিচন্দনের শরীরে স্থান বিশেষে অবস্থান হেতু, সমুদায় শরীরে তৃপ্তি সাধন করে, আত্মার সেরূপ অবস্থান স্থান বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইল না, ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা নহে। কারণ, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রদ্বয় হইতে দৃষ্ট হইবে যে, আত্মার অবস্থান হৃদয়দেশে শ্রুতি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, দৃষ্টান্তে কোনও বৈলক্ষণ্য নাই।

১।৩।১৪ এবং ১।৩।২৫ সূত্রের আলোচনায় দহরাকাশে এবং হৃদয়ে পরমাত্মার অবস্থান সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রে হৃদয়ে জীবাত্মার অবস্থান প্রতিপাদিত হইল। ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। উভয়েই ক্ষেত্রজ্ঞ, উভয়ে সখা, উভয়ে দেহরূপ বৃক্ষে দুই পক্ষীরূপে অবস্থান করেন, ইহা আমরা ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি। সুতরাং উভয়ের অবস্থান হৃদয় দেশেই। শ্লোকগুলি বাহুল্যভয়ে এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে স্পষ্টই উক্ত আছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মার শরীর স্থানীয়:—"**যো বিজ্ঞানে (বা আত্মনি) তিষ্ঠন্‌ বিজ্ঞানাদ্‌ (আত্মনঃ) অন্তরো**......" ইত্যাদি। (বৃহঃ ৩।৭।২২)। সুতরাং উভয়ের হৃদ্দেশে অবস্থানে কোনও বিরোধ নাই।

ভিত্তি :—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ গীতা, ১৩।৩৩

—যেরূপ সূর্য্য এক হইয়াও সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে, সেইরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞ সমুদায় ক্ষেত্র প্রকাশিত করেন। (গীতা ১৩।৩৩)

সংশয় :—চন্দন সাবয়ব জড় দ্রব্য। একস্থানে লিপ্ত হইলেও, তাহার অবয়ব হইতে অংশভূত পরমাণু ক্ষরিত হইয়া সমুদায় শরীরের আনন্দোৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু আত্মা ত তোমার মতে নিরবয়ব, সুতরাং একদেশস্থিত আত্মা দ্বারা সমুদায় দেহে উপলব্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।২৬।

গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২।৩।২৬ ॥
গুণাৎ + বা + আলোকবৎ ॥

গুণাৎ :—গুণ হেতু। **বা :**—অথবা। **আলোকবৎ :**—আলোকের ন্যায়।

প্রদীপাদি আলোক যেমন একস্থানে থাকিয়াও, অনেক স্থান আলোকিত করে, তদ্রূপ আত্মা দেহৈকদেশে—হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় জ্ঞানগুণ দ্বারা সর্ব্বদেহব্যাপী হইবে, ইহাতে আপত্তির কি আছে?

—দীপে তৈল, তৈলের আধার, বর্ত্তি ও অগ্নি এই চারিটির সংযোগ হইলে, তবে আলোকের উৎপত্তি হইয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করে, সেইরূপ তৈল স্থানীয় কর্ম্ম, আধার স্থানীয় বাসনারূপী মনঃ, বর্ত্তিস্থানীয় দেহ, এবং অগ্নি স্থানীয় চৈতন্যাধ্যাস বা জীবাত্মা, ইহাদের সংযোগেই সমুদায় শরীরে উপলব্ধির সঞ্চার হইয়া থাকে। এবং ইহাই জন্ম বলিয়া কথিত হয়। ভাগঃ ১২।৫।৭

স্নেহাধিষ্ঠানবর্ত্ত্যগ্নিসংযোগো যাবদীয়তে।
তাবদ্দীপস্য দীপত্বমেবং দেহকৃতো ভবঃ ॥ ভাগঃ ১২।৫।৭

আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ। উহা আপনাকে ও অন্যান্য সমুদায়কে প্রকাশ করিয়া থাকে।

বিলক্ষণঃ স্থূল-সূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।৮

—দৃশ্য পদার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে, দ্রষ্টা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মা ভিন্ন। যেমন দাহক এবং প্রকাশক অগ্নি, দাহ্য এবং প্রকাশ্য দারু হইতে ভিন্ন। প্রকাশ স্বরূপ অগ্নি কাষ্ঠের একদেশে অবস্থিত হইয়া, আপনাকে, কাষ্ঠকে ও চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ উপলব্ধি স্বরূপ আত্মা দেহের একদেশে অবস্থিত হইয়া আপনাকে, দেহকে ও চতুঃপার্শ্বস্থ দৃশ্য প্রপঞ্চকে উপলব্ধি দ্বারা প্রকাশ করে। ভাগঃ ১১।১০।৮

অতএব বুঝা গেল যে, আত্মা দেহের মধ্যে একদেশে অর্থাৎ হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সমগ্র দেহের উপলব্ধি করিতে পারে এবং করিয়া থাকে।

ভিত্তি ঃ—

"জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ।"

(শ্রীভাষ্যে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যধৃত শ্রুতি)

—এই পুরুষ জ্ঞাতাও বটে—নিশ্চয়ই জানে অর্থাৎ জ্ঞানানুভব কর্ত্তা।

সংশয় ঃ—আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, "বিজ্ঞানময়" তাহা হইলে জ্ঞান তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন গুণ বলা হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—২।৩।২৭।

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥ ২।৩।২৭ ॥

ব্যতিরেকঃ + গন্ধবৎ + তথাচ + দর্শয়তি ॥

ব্যতিরেকঃ ঃ—পৃথকভাবে অবস্থান। **গন্ধবৎ ঃ**—গন্ধের ন্যায়। **তথাচ ঃ**—সেইরূপ। **দর্শয়তি ঃ**—প্রদর্শন করিতেছেন।

গন্ধের ঘনীভূত মূর্ত্তি পৃথিবী, অথচ গন্ধ পৃথিবী হইতে ব্যতিরেক বা ভিন্নভাবে গুণরূপে প্রতীয়মান হয়। সেইরূপ আত্মা বিজ্ঞানঘন—জ্ঞান স্বরূপ হইলেও, "আমি জানিতেছি বা জ্ঞানানুভব করিতেছি" এইভাবে জ্ঞাতা হইতে পৃথক জ্ঞানরূপ গুণও আত্মায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।১০।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ। তাহা হইলে, জ্ঞান তাঁহার গুণ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তর এই যে, প্রদীপ যেরূপ নিজে তেজোময়, প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম, উহা তেজঃপদার্থই বটে, বস্ত্রের শুক্লত্বাদির ন্যায় গুণ নহে। কারণ, প্রভা নিজ আশ্রয় প্রদীপ পরিত্যাগ করিয়াও দূরে অবস্থিতি করে, কিন্তু গুণ গুণীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব, শুক্লত্বাদি গুণের সহিত উহার ধর্ম্মগত পার্থক্য রহিয়াছে। উহা প্রকাশবান্। সেজন্য ইহা তেজোময় দ্রব্য, ভিন্ন পদার্থ নহে। প্রভা যখন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকে প্রকাশিত করে, তখন উহার প্রকাশবত্ত্বা আছে। তবে যে উহার গুণত্ব ব্যবহার হয়, তাহার কারণ এই যে, প্রভা সর্ব্বদাই তেজোদ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া এবং তাহারই অধীন হইয়া, অবস্থিতি করে। তেজোময় দ্রব্যের অবয়ব রাশি (পরমাণুগণ) ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রভা নামে অভিহিত হয়, ইহাও বলিতে পার না। বর্ত্তমান পদার্থ-বিজ্ঞান আলোক প্রভৃতির মূল, "কম্পন" বলিয়া স্থির করিয়াছে, এবং পরমাণুবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রদীপ যেমন নিজে তেজোময়, প্রভা তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম, সেইরূপ আত্মা চিন্ময়, এবং চৈতন্য তাহার আশ্রিত ধর্ম্ম। প্রভা যেমন প্রজ্বলিত দীপের নিত্য সহচর, চৈতন্য বা জ্ঞানও সেইরূপ আত্মার নিত্য সহচর। প্রভা যেমন নিজের স্বরূপ ও অপর পদার্থকে প্রকাশ করে, আত্মা সেইরূপ নিজেকে ও অপর পদার্থকে প্রকাশ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১০।৮ শ্লোক ইহাই প্রকাশ করিয়াছে, এবং আরও বুঝাইয়াছে যে, আত্মা "ঈক্ষিতা" বা জ্ঞাতা—দ্রষ্টাও বটে। চিন্ময় আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা উভয়ই। এই প্রসঙ্গে ২।৩।১৯ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত প্রশ্নোপনিষদের ৪।৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। আরও অনেক শ্রুতিমন্ত্র ইহার পোষকে উদ্ধার করা যাইতে পারে—প্রয়োজন নাই। উক্ত ২।৩।১৯ সূত্রই এ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছে। উক্ত সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১৩।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য সূত্রটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইটি পৃথক্ সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। বলদেব, রামানুজের ন্যায় একটি সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

ভিত্তি :—

"ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে।"

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৩০)

—বিশেষতঃ বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কখনও বিলুপ্ত হয় না।

(বৃহঃ ৪।৩।৩০)

সূত্র :—২।৩।২৮।

পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২।৩ ২৮ ॥

পৃথক্ + উপদেশাৎ ॥

পৃথক্-উপদেশাৎ :—যে হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞানের পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে।

কেবল যে "আমি জানিতেছি" এই অনুভব বশতঃ জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য হইতেছে, তাহা নয়। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞানের পার্থক্য উপদিষ্ট হইয়াছে।

২।৩।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উহাতে জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাকে দ্রষ্টা (জ্ঞাতা) বলা হইয়াছে। ২।৩।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৩।৩১ শ্লোকটিও দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকে আত্মাকে ভোক্তা, দ্রষ্টা এবং ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ; এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে উহার ভোগ, দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান, অব্যাহত থাকে, তাহাই বুঝান হইয়াছে। **অতএব, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও, জ্ঞাতা বটে, ইহা সিদ্ধ হইল।**

ভিত্তি :—

(১) "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্…" (বৃহঃ ৩।৭।২২)

—যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করিয়া……(বৃহঃ ৩।৭।২২)

(২) "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে"। (তৈত্তিঃ ২।৫)

—বিজ্ঞানই বা জীবই, যজ্ঞ সম্পাদন করেন। (তৈত্তিঃ ২।৫)

(৩) সর্ব্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রম্ …। (ভাগঃ ১১।৩।৩৯)

—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ক্ষয়োদয় রহিত জ্ঞানস্বরূপ …। (ভাগঃ ১১।৩।৩৯)

সংশয় :—জ্ঞাতা ও জ্ঞান পৃথক্ বলিতেছ, তবে আত্মাকে বিজ্ঞান শব্দে এবং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করা হয় কেন? শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি ইহার প্রমাণ। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।২৯।

তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২।৩।২৯ ॥

তদ্গুণসারত্বাৎ + তু + তদ্ব্যপদেশঃ + প্রাজ্ঞবৎ ॥

তদ্গুণসারত্বাৎ :– সেই গুণ বা জ্ঞানই তাহার সারভূত বলিয়া। **তু :—** কিন্তু (সংশয় নিরসনে)। **তদ্ব্যপদেশঃ :—** বিজ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া ব্যবহার। **প্রাজ্ঞবৎ :—**পরমাত্মার ন্যায়।

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেইজন্য বিজ্ঞান শব্দে এবং জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রুতিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আনন্দ পরমাত্মার সারভূত গুণ বলিয়া পরমাত্মা আনন্দ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যথা :—**"যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"**। (তৈত্তিঃ ২।৭)।—এই আকাশ যদি আনন্দ স্বরূপ না হইত। **"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।"** (তৈত্তিঃ ৩।৬)।—আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। **"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"** (তৈত্তিঃ ৩।৯)। —আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে জীব কিছু হইতে ভয় পায় না। আবার জ্ঞানবান্ (বিপশ্চিৎ) পরমাত্মাকেও জ্ঞান শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। যথা :— **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"**। (তৈত্তিঃ ২।১)—ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্ত স্বরূপ। **"সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"** (তৈত্তিঃ ২।১) —বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান্) ব্রহ্মের সহিত।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, তোমার সন্দেহের কোন কারণ নাই।

দেহস্ত্বচিৎ পুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ ··।(ভাগঃ ১১।২৩।৪০)

সুপর্ণঃ—শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপঃ। (শ্রীধর)

—দেহ অচিৎ, পুরুষ বা দেহী কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ। (১১।২৩।৪০)
শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৩।৩৯ শ্লোকও ইহাই প্রকাশ করিতেছে। উক্ত শ্লোক শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

সূত্র :—২।৩।৩০।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ২।৩।৩০ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ + চ + ন + দোষঃ + তদ্দর্শনাৎ ॥

যাবদাত্মভাবিত্বাৎ :—আত্মার সমকালবর্ত্তিত্ব হেতু। **চ :**—ও। **ন :**—না। **দোষঃ :**—দোষ হয়। **তদ্দর্শনাৎ :**—যেহেতু সেইরূপ দেখা যায়।

জ্ঞান আত্মার নিত্য সহচর। যতকাল আত্মা, ততকাল জ্ঞান তাহার সহিত বর্ত্তমান থাকে। কখনও উহার ব্যভিচার হয় না। একারণ "জ্ঞান" শব্দে আত্মার ব্যবহার দোষাবহ নহে। লৌকিক জগতে এইরূপ দেখা যায়। প্রকাশ গুণ সূর্য্যের সহিত চির বর্ত্তমান। তিনি প্রকাশ-স্বরূপ হইয়াও প্রকাশক বটে। সেইরূপ জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা বটে। প্রকাশ গুণ অগ্নির সহিত চিরসম্বন্ধ। এজন্য অগ্নিকে "প্রকাশ" শব্দে অভিহিত করিতে দেখা যায়। সূত্রে "চ" শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেরূপ স্বপ্রকাশ, আত্মাও সেইরূপ স্বপ্রকাশ।

২।৩।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৮৫।২২ শ্লোকে আত্মাকে এইজন্য "**স্বয়ং জ্যোতিঃ**" বলা হইয়াছে। ২।৩।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১০।৮ শ্লোকে এই কারণেই আত্মাকে '**ঈক্ষিতা**' ও '**স্বদৃক্**' বলা হইয়াছে।

ভিত্তি :—

"যদ্বৈতন্ন বিজানাতি, বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতু-র্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ।" (বৃহঃ ৪।৩।৩০)

—সুষুপ্তি সময়ে পুরুষ (আত্মা) যে বিশেষ জ্ঞানলাভ করে না, বা জানে না, বাস্তবিক পক্ষে তখনও সে বিজ্ঞাতা থাকিয়াই জানে না ; কারণ বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানের কখনও বিলোপ হয় না, যেহেতু উহা অবিনাশী। তবে সুষুপ্তি সময়ে তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় এমন কোনও বস্তু থাকে না, যাহা বিশেষরূপে জানিবার বিষয় হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয়াভাবেই তাহার বিজ্ঞানাভাব মনে হয় মাত্র। (বৃহঃ ৪।৩।৩০)

সংশয় :—সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞানের অদর্শন হেতু, জ্ঞান কখনই আত্মার স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র—২'৩'৩১।

পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ২।৩।৩১ ॥

পুংস্ত্বাদিবৎ + তু + অস্য + সতঃ + অভিব্যক্তিযোগাৎ ॥

পুংস্ত্বাদিবৎ :—পুরুষ ধর্ম্ম—শুক্রাদির ন্যায়। **তু :**—কিন্তু। **অস্য :**—ইহার, জ্ঞানের। **সতঃ :**—বিদ্যমানের। **অভিব্যক্তিযোগাৎ :**—অভিব্যক্তি সম্ভব হেতু।

বাল্য বয়সে বালকের পুংস্ত্ব—পুরুষত্ব (শুক্রাদির অস্তিত্ব) যেমন অনভিব্যক্ত-রূপে বিদ্যমান থাকে, এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সুষুপ্তি অবস্থায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় উহা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। সুষুপ্তির পর নিদ্রাভঙ্গে স্মৃতি থাকে—"আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই জানিতে পারি নাই"—যদি সুষুপ্তিতে জ্ঞানের বিদ্যমানতা অনভিব্যক্তভাবে না থাকে, তবে জানিতে পারি নাই এবং সুখনিদ্রার জ্ঞান কিরূপে থাকিবে ? সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও, তাহার অস্তিত্ব ব্যাহত হয় না। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে ইহা বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

২।৩।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৩।৩১ শ্লোকের অর্থ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায়, আত্মার জ্ঞান অব্যভিচারী

থাকে। **অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা অণু-পরিমাণ ও নিত্য জ্ঞানগুণ সমন্বিত।**

সূত্র—২।৩।৩২।

পূর্ব্বাভাষ:—কোনও কোনও মতে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিভু বা সর্ব্বগত বলিয়া কথিত হন। পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, আত্মা অণু-পরিমাণ। পুনরায় তাহাই দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে:—

নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা ॥ ২।৩।৩২ ॥

নিত্য + উপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ + অন্যতরনিয়মঃ + বা + অন্যথা ॥

নিত্য:—সর্ব্বদা। **উপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ:**—বিষয়ের উপলব্ধি বা তাহার অভাব হইবার সম্ভাবনা। **অন্যতরনিয়মঃ:**—কেবল উপলব্ধি বা কেবলই অনুপলব্ধির নিয়ম। **বা:**—অথবা। **অন্যথা:**—এরূপ না হইলে।

আত্মা যদি সর্ব্বগত ও জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে জগৎ প্রপঞ্চের কার্য্য-পরম্পরা সংঘটনের নিয়ম-শৃঙ্খলা, যাহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, তাহার ব্যভিচার উপস্থিত হয়। আত্মা যদি অণু-পরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে যাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মার সেই বিষয়টিরই উপলব্ধি হইতে পারে, অপর বিষয়ের উপলব্ধি এককালে হইতে পারে না। ইহাই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা যদি সর্ব্বগত হয়, তবে জগৎস্থ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সহিত সর্ব্বগত আত্মার এককালে সম্বন্ধ থাকায়, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধি-গোচর এককালে হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষতঃ হয় না। যদি বল যে, অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্ম এই বিভিন্নরূপ প্রত্যক্ষের কারণ; তাহা বলিতে পার না, কেননা, সমস্ত অদৃষ্ট সমস্ত সর্ব্বগত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই। সুতরাং অদৃষ্টকেও উপলব্ধির বা অনুপলব্ধির কারণ বলা যায় না।

প্রত্যক্ষে সকলেই অবগত আছেন যে, সময় বিশেষে কোনও কোনও বিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং কোনও কোনও বিষয়ের হয় না। কিন্তু জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা যদি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী হয়, তবে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, (১) আত্মা কি যুগপৎ উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি উভয়েরই হেতু? (২) বা, কেবল উপলব্ধির হেতু? (৩)

অথবা, কেবল অনুপলব্ধির হেতু ? যদি যুগপৎ উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে এক সময়েই উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি উভয়ই ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা অনুভব-বিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। যদি উপলব্ধিরই হেতু হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইতে পারে, অনুপলব্ধি হইতে পারে না। আর যদি অনুপলব্ধির হেতু হয়, তবে সর্ব্বদা অনুপলব্ধি হইতে পারে, উপলব্ধি কখনও হইতে পারে না।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা সর্ব্বগত নহে, অণু-পরিমাণ মাত্র।

এই প্রসঙ্গে ২।৩।২১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।২৬ শ্লোকার্দ্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯১১।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম মহান্ সর্ব্বব্যাপী, চৈতন্যময়। উহা বহ্নিরাশি স্বরূপ। জীব—অণু-চৈতন্য, বহ্নি-রাশি হইতে উত্থিত ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। চৈতন্যত্ব নিবন্ধন পরমার্থতঃ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য থাকিলেও, জীব ব্রহ্ম নহে। তত্ত্বতঃ জীবের সুখদুঃখাদি ভোগ নাই। উপাধিতে অভিমান নিবন্ধন উক্ত ভোগ ঔপচারিক মাত্র। ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি।

৫। কর্ত্রধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। **"এষ হি দ্রষ্টা…… কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ॥" (প্রশ্ন ৪।৯)**
—২।৩।১৯ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

২। **"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ …।" (কঠঃ ১।২।১৮)**
—জ্ঞানবান্ আত্মা জন্মে না, মরে না। (কঠঃ ১।২।১৮)

৩। **"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"
(কঠঃ ১।২।১৯)**

—হন্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি আপনাকে হত বলিয়া মনে করে, তাহারা উভয়ে বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, হতও হয় না। (কঠঃ ১।২।১৯)

৪। **"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥" (গীতা, ৩।২৭)**

—প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহকে অহঙ্কার-বিমূঢ়-চিত্ত লোক "আমি করিতেছি" বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। (গীঃ ৩।২৭)

৫। **কার্য্য-কারণকর্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে॥ (গীতা, ১৩।২০)
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"**

—কার্য্য কারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখদুঃখাদি ভোক্তৃত্বে পুরুষই হেতু বলিয়া কথিত হন। (গীঃ ১৩।২০)

সংশয় :—প্রশ্নোপনিষদে ৪।৯ মন্ত্রে জীবকে কর্ত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু কঠ শ্রুতির ১।২।১৮ মন্ত্রে আত্মার জন্ম-মরণাদি নিষেধ করিয়া ১।২।১৯ মন্ত্রে হিংসাদি কার্য্যেও আত্মার কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। গীতার ৩।২৭ ও ১৩।২০ শ্লোকেও গুণ বা প্রকৃতি কর্ত্তৃত্বের হেতু, এবং পুরুষ ভোক্তা মাত্র, বলা হইয়াছে। অতএব স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, জীবাত্মা কর্ত্তা কি না? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৩৩।

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥

কর্ত্তা + শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥

কর্ত্তা :—আত্মা কর্ত্তা বটে। **শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ :**—শাস্ত্রের উপদেশের সার্থকতা রক্ষার জন্য জীবাত্মা কর্ত্তাও বটে; নতুবা শাস্ত্রে উপদিষ্ট বিধি নিষেধ সমূহ নিরর্থক হইয়া পড়ে।

শ্রুতিতে উপদেশ আছে—**"স্বর্গকামো যজেত"**,—স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি যাগ করিবে। **"আত্মানমেব লোকমুপাসীত"** (বৃহঃ ১।৪।১৫),—আত্মা স্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে।

যদি জীব কর্ত্তা না হয়, এই উপদেশ সকলের কোনও সার্থকতা থাকে না। কঠশ্রুতিতে যে হনন ক্রিয়ার অকর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, আত্মা নিত্য, উহার নাশ নাই, নাশ স্থূল দেহের মাত্র—ইহা বুঝাইবার জন্য। আর গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক ব্যাপারে আত্মার কর্ত্তৃত্ব গুণ সংস্পর্শ বশতঃ হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ হয় না। এই কারণে গীতার ১৩।২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম এই গুণ-সঙ্গ বশতঃই হইয়া থাকে। সুতরাং স্বকীয় ও পরকীয় কর্ত্তৃত্বের বিবেক প্রদর্শনার্থ গুণের কর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে মাত্র। আত্মার কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করা গীতার উদ্দেশ্য নহে। কারণ গীতার ১৮।১৬ শ্লোকে আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পরমার্থতঃ আত্মা স্বস্বরূপে অকর্ত্তা হইলেও, যখন জীবাত্মা রূপে বর্ত্তমান, উপাধিতে অভিমানী গুণসঙ্গবশতঃ স্বরূপজ্ঞান আবরিত, তখন কর্ত্তা বটে। ইহাও আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। **এক কথায় ব্যবহারিক জীবই কর্ত্তা ও কর্ম্ম ও তজ্জনিত ভোগ তাহারই।**

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

কর্ম্মাণি কর্ম্মভিঃ কুর্ব্বন্ সনিমিত্তানি দেহভৃৎ।
তত্তৎ কর্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ সুখেতরম্ ॥ ভাগঃ ১১।৩।৬

ইত্থং কর্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহ্বভদ্রবহাঃ পুমান্।
আভূতসংপ্লবাৎ সর্গপ্রলয়াবশ্নুতেঽবশঃ ॥ ভাগঃ ১১।৩।৭

—সেই দেহী জীব কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বাসনা সহিত কর্মসকল সম্পন্ন করতঃ দুঃখাত্মক এই সকল কর্মফল ভোগ করিয়া এই সংসার পথে ভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে জীব বহু অমঙ্গলবাহী কর্মগতিতে ভ্রমণ করতঃ প্রলয় পর্য্যন্ত অবসন্ন হইয়া জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।৩।৬-৭

জীব কর্ত্তাও বটে, ভোক্তাও বটে, এবং ইহাতে জীবের স্বাতন্ত্র্য নাই।

> তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
> ভোক্তুশ্চ দুঃখসুখয়োঃ কোঽন্বর্থো বিবশং ভজেৎ ॥ ভাগঃ ১১।১০।১৬

—তন্মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখভোক্তা জীবের অস্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অস্বতন্ত্র ব্যক্তি কোনও পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে না।

ভাগ : ১১।১০।১৬

এই অস্বাতন্ত্র্য কেন হয়, তাহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় কর্ম্মবাদ প্রসঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছি।

—পুণ্য কর্ম্ম করিয়া জীব স্বর্গলাভ করে, এবং তথায় দেবতাগণের ন্যায় নিজের পুণ্যার্জ্জিত ভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১০।২২

> ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
> ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্ ॥

ভাগ ১১।১০।২২

যদি ইহলোকে অধর্ম্মাচরণ করে, তবে ভীষণ নরকে পতিত হয়।

> যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
> কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৬
> পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
> নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৭

—যদি অসৎ সংসর্গ বশতঃ অধর্ম্মে রত হইয়া, অজিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা, কৃপণ, লুব্ধ, স্ত্রৈণ ও ভূত-বিহিংসক হয়। যদি অবিধিপূর্ব্বক পশু হনন করিয়া ভূত প্রেতগণের পূজা করে, তবে সেই জীব অবশ হইয়া নরকে গমন পূর্ব্বক অবশেষে স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।১০-২৬।২৭।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, জীব কর্ত্তা বটে, এবং কর্ম্মের ফল জীব ভোগ করিয়া থাকে। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জীব

যদিও স্বরূপতঃ এবং তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির অংশ হেতু, ব্রহ্ম স্বভাব বিশিষ্ট, নিরীহ, অকর্ত্তা ও অভোক্তা, তথাপি যখন উপাধিতে উপহিত হইয়া, এবং তাহাতে অভিমান বশতঃ জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে কারণ গুণসঙ্গ লাভ হইয়াছে, তখন কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ফলভোক্তা বটে। ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১১।৬, ১১।১১।৭, ৫।১১।১২ ও ৫।১১।১৩ শ্লোক দৃষ্টে জীবের স্বরূপগত ও জীবভাবগত পার্থক্য প্রতীয়মান হইবে। (পৃঃ ৪৩৩-৪৩৪)।

কর্ম্মাচরণ এবং তাহার সিদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। কর্ম্ম কেবল মনুষ্যের প্রযত্ন দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা মনে করা বড় ভুল। যদি উক্ত প্রযত্ন—জগদ্ব্যাপারের অনুকূল হয়, তবে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, নতুবা হয় না। যদি অগ্নি ও জলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের সহকারিতা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানবের জীবনব্যাপী ঐকান্তিক স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় অন্ন-পাক সম্ভব হয় না। গো একটি প্রাকৃতিক জীব। গোধূম একজাতীয় প্রাকৃতিক শস্য। মানব নিজ প্রচেষ্টায় গোদুগ্ধ হইতে ঘৃত ও গোধূম হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া, উভয়ের সংযোগে শর্করার সহিত নানা প্রকার মিষ্টান্ন উৎপাদন করিয়া, রসনার তৃপ্তি সাধন করে। গোদুগ্ধ, গোধূম ও শর্করার সহকারিতা না লইলে, মানব শত প্রচেষ্টায় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারিত না। মানবের এই প্রচেষ্টার নাম পুরুষকার। এবং কর্ম্মসিদ্ধির এই জাগতিক সহকারিতা এক কথায় দৈব নামে অভিহিত। এই দৈব মানবের প্রাক্তন কর্ম্মফলে প্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। এই পুরুষকার প্রয়োগেই মানবের স্বাতন্ত্র্য আছে, এবং উহা দৈবের অনুকূল ভাবে হইলেই কর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রচেষ্টা দ্বারা সিদ্ধ কর্ম্মের ফল, কর্ত্তা (অর্থাৎ, যাহার প্রচেষ্টা) ভোগ করিয়া থাকে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, কর্ম্মসিদ্ধির পাঁচটি কারণ।

> অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
> বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ গীতা ১৮।১৪
>
> —অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, পৃথক্ পৃথক্ সাধন, কর্ত্তার বিভিন্ন প্রকার পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা এবং দৈব, এই পাঁচটি কারণের অনুকূল সমাবেশে কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। গীতাঃ ১৮।১৪

সুতরাং কেবলমাত্র আত্মাকেই কর্ম্মের কর্ত্তা এবং কর্ম্ম একা কর্ত্তা (জীবাত্মা) দ্বারা কৃত হয়, মনে করা অজ্ঞানের লক্ষণ। গীতা ১৮।১৬

তত্রৈব সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ গীতা ১৮।১৬

অতএব দেখা গেল যে, কর্ম্ম কেবল মাত্র কর্ত্তার প্রযত্নে সিদ্ধ হয় মনে করা ভুল; কর্ম্মসিদ্ধিতে কর্ত্তার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ। প্রথম সীমা অধিষ্ঠান বা দেহ—কর্ম্মাচরণের উপযুক্ত নীরোগ সবল দেহ প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয়—ইন্দ্রিয়গ্রাম এবং তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধির অনুকূল শক্তি। তৃতীয়—কর্ত্তার প্রচেষ্টা। চতুর্থ—দৈবানুকূলতা। বলা বাহুল্য যে, কর্ত্তা এবং তাঁহার প্রচেষ্টা বাদে সবগুলিই কর্ত্তার বা জীবাত্মার প্রাক্তন কর্ম্মজাত এবং উহারা সাকল্যে দৈব নামে পরিচিত। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

কর্ম্মকরণে জীবের স্বাতন্ত্র্য ও অস্বাতন্ত্র্য কতটুকু, তাহা আমরা একটি লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝিবার চেষ্টা করিব। একটি গরুকে একগাছি লম্বা দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া, যদি কোনও তৃণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ কীলকে বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে গরু রজ্জুর সীমার মধ্যে ইচ্ছামত বিচরণ পূর্ব্বক তৃণক্ষেত্রের ঘাস খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিতে পারে, অথবা ঘাস না খাইয়া তৃণক্ষেত্রে কীলকের নিকট শয়ন করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেও পারে। যদি ঘাস খায়, তবে তাহার উদর পূর্ত্তি ও সঙ্গে সঙ্গে তুষ্টি ও পুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি ঘাস না খাইয়া শয়ন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আহার অভাবে ক্রমশঃ দুর্ব্বল, শীর্ণ হইয়া পড়ে। দড়ি ছিঁড়িয়া বা কীলক ভাঙ্গিয়া বা উৎপাটন করিয়া চলিয়া যাইবার শক্তি গরুর নাই। তাহাকে কীলককে কেন্দ্র করিয়া রজ্জুর পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধবিশিষ্ট বৃত্তের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেই হইবে।

মানবরূপী জীবও সেইরূপ অনাদি কাল হইতে অনন্ত কোটি জন্মের কৃত কর্ম্মের নিমিত্ত উৎপন্ন সংস্কার, বাসনা, প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি রূপ বেষ্টনী বা উপাধির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে। কর্ম্মদেবতাগণ ঐ বেষ্টনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াই, উহাকে বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিকরের মধ্যে জন্মগ্রহণে বাধ্য করেন। উহাদিগের মধ্য হইতে মুক্তিলাভ সাধারণতঃ অসম্ভব। জীবকে বাধ্য হইয়াই ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিকরগণকে মানিয়া লইয়া, উহার মধ্যেই শাস্ত্রীয় উপদেশ মানা বা না মানা নিজ ইচ্ছামত করিতে পারেন, এবং যদি মানা সাব্যস্ত

করেন, তাহা হইলে সেই উপদেশ মত সাধন ভজন করিয়া পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। আর যদি না মানা সাব্যস্ত করেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ পুরুষার্থ হইতে দূরে যাইতে থাকেন। অতএব, জীবের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্কোচ জীবের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং উক্ত সঙ্কুচিত সীমার মধ্যেও তাহার নিজ কর্ত্তৃত্ব যথাসম্ভব বর্ত্তমান থাকে। যদি এই সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্বও স্বীকার না করা যায়, তবে শাস্ত্রে প্রদত্ত বিধিনিষেধের উপদেশ সমুদায় নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাস্ত্র বিধিনিষেধের উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মব্যবস্থা—এই সীমাবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত।

আরও এক কথা। জীব যখন শ্রীভগবানের তটস্থা শক্ত্যংশ, এবং ভগবান যখন সত্যসংকল্প এবং তাঁহার ইচ্ছা স্বতন্ত্র, অর্থাৎ তাঁহার অন্য কোনও নিয়ন্তা নাই, তখন তাঁহার তটস্থা শক্ত্যংশেরও উক্ত স্বাধীন ইচ্ছার কণা বর্ত্তমান থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব, জীব—অদৃষ্ট ও স্বাধীন ইচ্ছা, এই দুইয়ের সমবায়ে সংসারে কার্য্য করিয়া থাকে। ইংরাজীতে যাহাকে "Free will" বলে, তাহা "ইচ্ছা" শব্দের পর্য্যায় নহে। কারণ, "Free will" মনের ধর্ম্ম। এখানে "ইচ্ছা" শব্দ আত্মার "প্রেরণা" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোনও বায়বীয় পদার্থ যখন মুক্তাবস্থায় থাকে, তখন উহার অবাধ, স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ কোনও প্রকার বাধার বা প্রতিরোধের দ্বারা ব্যাহত হয় না। কিন্তু উক্ত বায়বীয় পদার্থ কোনও রবারের বা অন্য কোনও পদার্থের গোলকের মধ্যে রাখিয়া দিলে, উহা উক্ত গোলকের প্রাচীরে প্রতিরোধ শক্তির বা বাহির হইবার প্রেরণার পরিচয় দেয়। সেইরূপ নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, বিধায়, সর্ব্বত্র সম ও উদাসীন। কিন্তু উহার সমপ্রকৃতিক তটস্থা শক্ত্যংশ, উপাধির আবরণে আবৃত হইয়া জীবাত্মারূপে প্রকটিত হইলে, উক্ত উপাধি হইতে নিষ্কৃতির প্রেরণা স্বভাবতঃই উপলব্ধ হয়। ইহাই উপরে "স্বাধীন ইচ্ছা" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা মনের বৃত্তি নহে। ইহা উপাধিতে বদ্ধ জীবাত্মার উক্ত উপাধি হইতে মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা বা প্রেরণা। যদিও জীবাত্মা তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরমাত্মার ন্যায় অকর্ত্তা ও উদাসীন, তথাপি ব্যবহারিক দৃষ্টিতে যতদিন উপাধিতে বদ্ধ, ততদিন এই প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা, এবং ইহা আছে বলিয়াই মোক্ষোপদেশী শাস্ত্র সকলের সার্থকতা।

এই আত্মার প্রেরণা বা স্বাধীন ইচ্ছা অথবা উপাধি হইতে নিষ্কৃতির

স্বাভাবিক প্রচেষ্টা, ব্যবহারিক জগতের কর্ম্মস্তরে অবতরণ করিয়া উপাধির প্রধান "করণ" মনকে আশ্রয় করিয়া "ইচ্ছা" নামে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকেই ইংরাজীতে free will বলে। এই "ইচ্ছা" মনের ধর্ম্ম এবং ইহা মনের ব্যবহারিক কার্য্যসাধিকা শক্তি। যোগশাস্ত্রের সমুদায় উপদেশের পরিণতি—"মনোনাশে" —অন্য কথায় এই ইচ্ছাকে মনের আশ্রয় হইতে মুক্ত করিয়া আত্মার প্রেরণার সহিত একীভূত করা।

কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, স্বাধীন ইচ্ছা মাত্রই জীবের নাই। কারণ, শ্রীভগবান্ যখন নিয়ন্তা এবং জীব যখন নিয়ম্য, তখন স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের অবকাশ কোথায়? তত্ত্বতঃ ইহা ঠিক বটে। যখন ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত পদার্থ মাত্রই নাই, তখন ব্যতিরিক্ত ভাব কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু মায়া-মোহিত জীব যখন উপাধিতে অভিমানী হইয়া, "আমি, আমার" ইত্যাকার জ্ঞানে কর্ত্তা সাজিয়া বসেন, তখন তাঁহার এই অভিমান নষ্ট করিবার উপায়ও তাঁহার হাতে থাকা প্রয়োজন। মায়ার মোহে তিনি কর্ত্তা, এবং মায়ার মোহেই তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা—ইহাই শ্রীভগবানের নিয়ম বলিয়া শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন। মায়াবদ্ধ বহির্ম্মুখ জীব আমরা কর্ত্তা সাজিব, কণামাত্র স্বার্থহানি হইলে রাগে, দুঃখে অস্থির হইব, অথচ মুখে বলিব যে, হৃদিস্থিত শ্রীভগবানের নিয়োগেই আমি কার্য্য করিয়া যাই মাত্র, শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ পালনের অপ্রবৃত্তি তিনিই দিয়াছেন, অতএব উহা পালন না করিবার সমুদায় দোষ তাঁহারই— ইহা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। শ্রীভগবান্ এত বোকা নহেন যে তিনি ইহাতে ভুলিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন গল্প মনে পড়িল।

এক ব্যক্তির একটি সুন্দর বাগান ছিল। বাগানটি উহার বড়ই প্রিয়। তিনি নিজ হস্তে উহার বৃক্ষাদি রোপণ এবং নিজেই জলসেক দ্বারা উহাদের পালন ও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। পাছে বাহির হইতে কোনও গো বৃষাদি আসিয়া বাগানের ক্ষতি করে, এজন্য উহার চতুর্দ্দিক দৃঢ় বেষ্টনী দ্বারা রক্ষিত, এবং ঐ ব্যক্তি দিবারাত্র লগুড়হস্তে পাহারা দিয়া থাকেন। একদিন ঘটনাক্রমে উক্ত বাগানের প্রবেশদ্বার অনবধানতা বশতঃ খোলা থাকায়, একটি গাভী বাগানে প্রবেশ করিয়া দুই চারিটি গাছের পাতা ভক্ষণ করে। উহাতে ঐ ব্যক্তি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, গাভীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উহাকে লগুড়াঘাত করে; ঘটনাক্রমে ইহাতে গাভীর প্রাণবিয়োগ হয়। তাহাতে "গোহত্যা" পাপ উক্ত ব্যক্তিকে অভিভব করিতে আসিলে, তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, অন্তরস্থ হৃষীকেশই আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করেন, যদি কাহারও কোনও

পাপ হইয়া থাকে, তাহা হৃষীকেশেরই হইবে। তুমি তাঁহার কাছে গিয়া, এই কথা বল, এবং তাঁহাকেই আশ্রয় কর। ইহাতে "গো-হত্যা" পাপ অগত্যা হৃষীকেশের কাছে গিয়া সমুদায় নিবেদন করিল। তাহাতে হৃষীকেশ একজন অতি বৃদ্ধ, রুগ্ন ব্রাহ্মণের বেশে, দ্বিপ্রহর মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় বড় আর্ত্তবৎ হইয়া উক্ত বাগানের দ্বারদেশে আসিয়া মৃতের ন্যায় পড়েন, এবং আকুল কণ্ঠে বাগানে প্রবেশের প্রার্থনা করেন। উক্ত বাগানের মালিক বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাগানে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাগানে প্রবেশ করিয়া একটি ঘনপত্র সমন্বিত বৃক্ষের ছায়া-শীতল তলদেশে বসিয়া কিছুকাল বিশ্রামের এবং বাগানস্থ পুষ্করিণী হইতে অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, ঐ বাগানের এবং উহার অধিকারী ঐ ব্যক্তির প্রশংসা করিতে থাকেন। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাগানটির ভাল ভাল বৃক্ষাদি, তাহাদের সুন্দর সন্নিবেশ, পুষ্পবাটিকার সৌন্দর্য্যের এবং সৌগন্ধ্যের রমণীয় সমাবেশ, উদ্যানবাটিকার স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন, এবং তিনি নিজে কত যত্নে, কত কষ্টে, কত পরিশ্রমে, কত অর্থব্যয়ে ঐ সমুদায় সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং উক্ত বাগানের পরিকল্পনা হইতে উহার ক্রম-পরিণতি এবং বর্ত্তমান অতি সুন্দর অবস্থা যে, একমাত্র তাঁহা হইতে, এবং তিনি যে উহার একমাত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী, ইহা সহাস্যমুখে ব্যক্ত করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, বাপু হে! বাগান, গাছ, উহাদের সমাবেশ, পরিণতি সমুদায় তোমার নিজের আর গো-হত্যার বেলায় কেবল হৃষীকেশের ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? গোহত্যাও তোমার। তুমি ইহা গ্রহণ কর, এবং ইহার ফল ভোগ কর—ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

আমাদেরও তাই। ঘর, বাড়ী, পুত্র, কলত্র, দাস, দাসী সমুদায় আমার আর শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পালনের বেলা অপ্রবৃত্তি, হৃষীকেশের, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত? যদি অপ্রবৃত্তি হৃষীকেশেরই হয় তবে দাস, দাসী, পুত্র, কন্যা, ঘর, বাড়ী, ধন, দৌলত সমুদায়ই তাঁহারই। তাহা হইলে কেহ ধন লইলে আমার তাহাতে দুঃখ হওয়া উচিত নয়। সন্তান বা স্ত্রীবিয়োগে কাতর হইবার উপায় নাই। এমন কি কেহ আমার গায়ের কাপড়খানি খুলিয়া লইলে আমার দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই। আমার যদি মনে প্রাণে কোনও দুঃখকষ্ট বাস্তবিক না হয়, তাহা হইলে ত আমি মুক্ত জীব। আমার ত তাহা হইলে

সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন হইতেছে। তখন আমি মায়াবদ্ধ জীবকোটি হইতে পৃথক। শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ তখন আমার প্রতি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি চলিবে না। মনে, প্রাণে, হৃদয়ে, বাক্যে, কার্য্যে সর্ব্বত্রই এই ভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। শুধু মুখে বলিলে দারুণ আত্ম-বঞ্চনা মাত্র হইবে, এবং তাহার ফল অতি শোচনীয়। **অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ, উপাধিতে অভিমানী জীবের জন্য, উক্ত জীবের সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্ব আছে। এই সীমা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ শাস্ত্র-বিধি-নিষেধ যথাযথ পালন করিলে, কর্ম্মক্ষয়ে ঐ সীমা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইবে, দূর হইতে দূরতর চলিয়া যাইবে, এবং কর্ত্তৃত্বের প্রসার ও স্বাতন্ত্র্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, শেষ পরিণতিতে ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তিতে সমুদায় পুরুষার্থলাভ সংঘটিত হইবে।**

ইহা পরে আলোচিত হইবে।

ভিত্তিঃ—

"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ…" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।৩)
—সেই মুক্ত জীব সেখানে ভোজন, ক্রীড়া ও রমণাদি করিয়া বিহার করেন। (ছাঃ ৮।১২।৩)

সূত্র ঃ—২।৩।৩৪।

বিহারোপদেশাৎ ॥ ২।৩।৩৪ ॥

বিহারোপদেশাৎ ঃ—বিহার বা পরিভ্রমণের উপদেশ হেতু।

মুক্ত জীবের কর্তৃত্ব ও বিহার শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব মাত্রই যে দুঃখাবহ, তাহা নহে। গুণ সম্বন্ধেই দুঃখের উৎপত্তি, কারণ গুণ-সম্বন্ধই স্বরূপের গ্লানি উৎপাদন করিয়া থাকে। গুণ-সম্বন্ধ রহিত হইলে কর্ত্তৃত্ব পরিচালনে দুঃখ নাই।

বিহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১০।২২ শ্লোকের পর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি সন্নিবিষ্ট আছে।

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্ব্বিহরন্মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্ ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৩

স্ত্রীভিঃ কামগযানেন কিঙ্কিণীজালমালিনা।
ক্রীড়ন্ ন বেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ভাগ ঃ ১১।১০।২৪

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে। ভাগঃ ১১।১০।২৫

—হৃদয়ের আনন্দকর বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পুণ্যোপচিত সর্ব্বভোগ সম্পন্ন শুভ্র বিমানে দেবীগণমধ্যে বিহার করতঃ গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক স্তুত হয়েন। ক্ষুদ্র ঘণ্টা সমূহে শোভমান কামগামী বিমানদ্বারা নন্দনাদি বনে নির্বৃত চিত্তে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করতঃ আপনার পতনের বিষয় চিন্তাও করেন না। যাবৎকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, তাবৎকাল এইরূপে স্বর্গভোগ করেন। ভাগঃ ১১।১০।২৩-২৪-২৫

ভিত্তিঃ—

"এবমেবৈষ এতান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে"।

(বৃহদারণ্যকঃ ২।১।১৮)

—(মহারাজের ন্যায়) এই আত্মাও সেই সমস্ত প্রাণকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় শরীর মধ্যে যথেচ্ছভাবে বিচরণ করে। (বৃহদাঃ ২।১।১৮)

সূত্র—২।৩।৩৫।

উপাদানাৎ॥ ২।৩।৩৫॥

উপাদানাৎ :—প্রাণ সমূহের গ্রহণ হইতে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে প্রাণসমূহের গ্রহণে ও বিচরণে আত্মারই কর্ত্তৃত্ব উপদেশ করা হইয়াছে।

[২।৩।৩৪ ও ২।৩।৩৫ সূত্র দুইটি পৃথক্ ভাবে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের পদানুসরণে পৃথকভাবে গ্রহণ করিলাম। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য উভয়কে একত্র করিয়া **"উপাদানাদ্বিহারোপদেশাচ্চ"** রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

ভিত্তি :—

"বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে। কর্ম্মাণি তনুতেঽপি চ"। তৈত্তিঃ ২।৫

—জীবই যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে এবং কর্ম্মসকল নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। (তৈত্তিঃ ২।৫)

সংশয় :—"বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ ত বুদ্ধি হইতে পারে, 'জীব' এই অর্থ নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বা বুদ্ধিপূর্ব্বকই লোকে যজ্ঞ বা লৌকিক কর্ম্মাদি সম্পাদন করিয়া থাকে দেখা যায়। বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদন করে বা বুদ্ধি সম্পাদন করে—উভয়ে একই কথা। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৩৬।

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ২।৩।৩৬ ॥

ব্যপদেশাৎ + চ + ক্রিয়ায়াং + ন + চেৎ + নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ।

ব্যপদেশাৎ :—কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশ হইতে। **চ :—**ও। **ক্রিয়ায়াং :—**কার্য্যে। **ন চেৎ :—**যদি না হয়। **নির্দ্দেশ-বিপর্য্যয়ঃ :—**কর্ত্তৃত্ব নির্দ্দেশের ব্যতিক্রম ঘটে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে বিজ্ঞান শব্দবাচ্য আত্মাকে বৈদিক যজ্ঞ ও লৌকিক কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং এজন্য "বিজ্ঞান" শব্দে প্রথমা বিভক্তি দেওয়া হইয়াছে। যদি বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বুদ্ধি হইত, তাহা হইলে বুদ্ধি যখন ক্রিয়াসাধন করণমাত্র তখন, তাহাতে প্রথমা বিভক্তি না হইয়া করণ অর্থাৎ তৃতীয়া বিভক্তি দেওয়া সঙ্গত হইত। তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্ত্তা, বুদ্ধি কর্ত্তা নহে। যেখানে মুখ্য অর্থে বিবক্ষিত বিষয় বিশদভাবে প্রকাশিত হয়, সেখানে লক্ষণা ব্যবহার উচিত নহে। অতএব লক্ষণা দ্বারা বুদ্ধির কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

অতএব, জীবই কর্ত্তা বটে, তবে যে কোনও কোনও স্থলে জীবের অকর্ত্তৃত্ব উল্লেখ দেখা যায়, তাহা জীবের স্বাতন্ত্র্যের অভাব উপদেশ দিবার জন্য বুঝিতে হইবে।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, জীব যদি কর্ত্তাই হয়, এবং নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃজন যদি জীবের পক্ষে সম্ভব হয়, তবে সংসারে দুঃখময় অবস্থার মধ্যে অধিকাংশ জীবকে নিমগ্ন দেখা যায় কেন?

ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কৃত শুভাশুভ কর্ম্মই ইহার কারণ। জীব সে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা বটে, তাহাদের ফল ভোগ জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। এই সকল কর্ম্মই জীবের দুঃখময় অবস্থার কারণ। এবং এই দুঃখসকল হইতে আত্যন্তিক পরিত্রাণ লাভই জীবের পুরুষার্থ, জগতে জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য। এই সমুদায় কর্ম্মফল ভোগ এবং সে সকল হইতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা। ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। সুতরাং জীবের ঐকান্তিক স্বাতন্ত্র্য নাই। প্রথম অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান জীব কবে এবং কেন করিল এই প্রশ্নের অবকাশ নাই। কারণ সৃষ্টি অনাদি, জীব অনাদি একারণ জীবের কর্ম্মও অনাদি। যাহা অনাদি, তাহার আদি অনুসন্ধান সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিজ্ঞানমেতত্রিয়বস্থমঙ্গ গুণত্রয়ং কারণকার্য্যকর্ত্তৃ।
সমন্বয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্য্যেণ তদেব সত্যম্‌॥

ভাগঃ ১১।২৮।২১

[শ্রীধর স্বামী "বিজ্ঞান" শব্দের অর্থ "মনঃ", বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "বুদ্ধিতত্ত্ব" এবং জীব গোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে "জীবচৈতন্য" অর্থ করিয়াছেন। সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে "জীবচৈতন্য" অর্থ অধিকতর সমীচীন বোধ হয়। সেই অর্থ গ্রহণ করতঃ উদাহরণ স্বরূপে উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইল।]

—জীবচৈতন্য, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় এবং উক্ত অবস্থাত্রয়ের কারণভূত সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণত্রয়, এবং অধ্যাত্ম—কারণ, অধিভূত—কার্য, এবং অধিদৈব —কর্ত্তা এই সমুদায় যে তুরীয় চৈতন্য দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য পদার্থ। ভাগঃ ১১।২৮।২১

সেই তুরীয় চৈতন্য ব্রহ্ম, ইহা বলাই বাহুল্য। "বিজ্ঞান" জীব চৈতন্য, তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য যে উহার প্রেরয়িতা, তাহাও এই শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে।

সংশয় :—২।৩।৩৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে উপপন্ন হইতে পারে যে, প্রকৃতি ত কর্ত্তা হইতে পারে। যদি বলি যে প্রকৃতিই কর্ত্তা, ইহাতে দোষ কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৩৭।

উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ২।৩।৩৭ ॥

উপলব্ধিবৎ + অনিয়মঃ ॥

উপলব্ধিবৎ :—উপলব্ধির ন্যায়। **অনিয়মঃ :**— নিয়মের অভাব।

যদি প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলা যায়, তবে ২।৩।৩২ সূত্রে উক্ত নিত্য উপলব্ধি-অনুপলব্ধি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। কেননা, প্রকৃতি যখন সমুদায় পুরুষের পক্ষে সাধারণ, অর্থাৎ সমান ভাবে ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে, আবার না হইলে, কাহারও পক্ষে হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, বায়ু সর্ব্বব্যাপী, কোনও কারণে উহার কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হইলে, ঐ শব্দ সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রকৃতিও সর্ব্বব্যাপী, সেইজন্য প্রকৃতি কোনও কারণে কার্য্যশীলা হইলে, সেই কার্য্য এক কালে সমুদায় পুরুষের উপলব্ধ বা অনুভবগোচর হইবেই হইবে। আবার কোনও কারণে প্রকৃতির কার্য্যশীলত্বের অভাব হইলে, সমুদায় পুরুষের এককালে অনুপলব্ধি হইবেই হইবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের এককালে বিভিন্ন উপলব্ধি প্রত্যক্ষগোচর। অনুপলব্ধিও ঐরূপ।

আবার, আত্মাকে যদি বিভু ও সর্ব্বব্যাপী বল, তাহা হইলে প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার পক্ষে সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। অতএব, ভোগ বৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের ভোগবৈষম্য প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। **অতএব, প্রকৃতি কর্ত্রী নহে। জীবই কর্ত্তা।**

২।৩।৩৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্য কারণেও প্রকৃতি কর্ত্রী নহে।

সূত্র :—২।৩।৩৮।

শক্তি-বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২।৩।৩৮ ॥

শক্তি + বিপর্য্যয়াৎ ॥

শক্তি :—ভোক্তৃত্ব শক্তি। **বিপর্য্যয়াৎ :**—বৈপরীত্য হেতু।

যদি প্রকৃতি কর্ত্রী হন, তবে তিনিই ভোক্ত্রী হইবেন। একজন কর্ত্তা হইবে, আর অপর একজন সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিবে, ইহা অযুক্তি-যুক্ত, অসঙ্গত ও অসম্ভব। একজন আহার করিল, তজ্জন্য উদর পূর্ত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি অপর আর একজনের হইবে, ইহা সম্ভব কি? জীব ভোক্তা, ইহা প্রসিদ্ধিই আছে। সাংখ্যও স্বীকার করিয়াছেন :—**"পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ"** (সাংখ্য কারিকা, ২৭)— ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব। **অতএব প্রকৃতি কর্ত্রী নহে। জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা।**

এই প্রসঙ্গে ২।৩।৩৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৬-৭, ১১।১০।১৬, ১১।১০।২২ ও ১১।১০।২৬-২৭ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

ভাগবত আরও বলিতেছেন :—

স্বকৃতপুরেষমীষবহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্। ভাগঃ ১০।৮৭।২০

ইহার অর্থ ১।১।১৭ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে [পৃঃ ৪৩১]।

এই শ্লোকে স্পষ্টই কথিত হইল যে, জীবের নানা দেহ, তাহার স্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত। অতএব, জীবই কর্ত্তা, এবং ঐ সমুদায় দেহে জীবই ভোক্তা। যদিও তত্ত্বতঃ পরব্রহ্মের অংশ স্বরূপ শুদ্ধ আত্মার কর্ম্ম নাই, ভোগ নাই, উপাধির আবরণ নাই; অবিদ্যাপ্রভাবে ইহা সংঘটিত হয় মাত্র। ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি।

সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, স্বপ্রকাশ, অকর্ত্তা। কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম প্রকৃতির। আত্মাতে উহা আরোপিত হয় মাত্র। প্রকৃতি জড়া, এবং উহার বিপরিণামে উৎপন্ন ভূতজাত জড়, এবং উহা ভোগ্য বা ভোগের উপকরণ মাত্র। যদি ভোক্তা না থাকে, তবে ভোগ্যের সার্থকতা থাকে না। এজন্য সাংখ্য ভোক্তা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ দেখা যায়, কর্ত্তাই স্বকৃত কর্ম্মের ভোক্তা হইয়া থাকে। একজন কর্ত্তা এবং অন্যজন ভোক্তা হইলে জগতে নিয়মের বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহা বলাই বাহুল্য। পুরুষ ভোক্তা ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং সাংখ্যসম্মতও বটে। সুতরাং, পুরুষই কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। যদি প্রকৃতিই কর্ত্রী হয়, তবে ভোক্ত্রীও প্রকৃতিই হইবে। এবং তাহা হইলে ভোক্তৃত্বের জন্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার উপপন্ন হয় না। সুতরাং, পুরুষের অস্তিত্বও থাকে না।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবই কর্ত্তা এবং ভোক্তা।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৭।২০ শ্লোকার্দ্ধ ইহা বিশদরূপে প্রমাণিত করে।

সূত্র :—২।৩।৩৯।

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ২।৩।৩৯ ॥

সমাধ্যভাবাৎ + চ।

সমাধ্যভাবাৎ :—সমাধির অভাব হেতু। **চ :**—ও।

প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, প্রকৃতিকেই মোক্ষ-সাধক সমাধিরও কর্ত্তা বলিতে হইবে। অথচ, প্রকৃতি কখনই আপনাকে—"আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন" —এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না। এ কারণও প্রকৃতি কর্ত্রী নহে। আত্মাই কর্ত্তা।

শ্রীমদ্‌ভাগবত এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি অহর্নিশি দহ্যমান হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পুরুষ স্বীয় মহিমাতে অবস্থান করেন, এবং তাহাই পরম পুরুষার্থ।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্ ॥ ভাগঃ ৩।২৭।২০

প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানাত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৭।২১

ভুক্তভোগা পরিত্যক্তা দৃষ্টদোষা চ নিত্যশঃ।
নেশ্বরস্যাশুভং ধত্তে স্বে মহিম্নি স্থিতস্য চ ॥ ভাগঃ ৩।২৭।২২

—নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত সধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণ জনিত ও তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট আমাতে (ভগবানে) দৃঢ়া ভক্তি, তত্ত্বদর্শী জ্ঞান, তীব্র বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ, এবং তীব্র সমাধি দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি অহর্নিশি দহ্যমানা হইলে, ক্রমে ক্রমে, অগ্নি যেমন নিজ যোনি অরণিকে দগ্ধ করিয়া থাকে, তাহার ন্যায় তিরোহিত হইয়া থাকে। এইরূপ তিরোহিত হইলে আর তাহার পুনরুদ্ভব হয় না। কারণ, পুরুষ তখন তাহাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপভোগ করিয়া এবং তাহার দোষ দর্শন করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তখন সেই পরিত্যক্তা, দৃষ্টদোষা প্রকৃতি আর পুরুষের অশুভ জন্মাইতে পারে না। ফলতঃ, পুরুষ তখন স্বীয় মহিমাতে অবস্থান করতঃ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা বা "ব্রাহ্মীস্থিতি" লাভ করেন। ভাগঃ ৩।২৭।২০-২১-২২।

যদি প্রকৃতির কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ফলে প্রকৃতির অচেতনত্ব হেতু, ইচ্ছাশক্তির অভাব প্রযুক্ত, কখনই কর্তৃত্বের বিরাম হইতে পারে না। কিন্তু আত্মা চেতন, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন। সুতরাং আত্মা কর্ত্তা হইলে কোনও বিশেষ কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং তাহা হইতে নিবৃত্তি উপপন্ন হয়। এই সিদ্ধান্তের জন্য সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৩।৪০।

যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ২।৩ ৪০ ॥

যথা + চ + তক্ষা + উভয়থা ॥

যথা :—যেমন। **চ :**—ও। **তক্ষা :**—সূত্রধর। **উভয়থা :**—উভয় প্রকারে।

সূত্রধর যেমন কার্য্যের সাধনোপযোগী যন্ত্র সমূহ (বাস্, করাত, বাটালি, হাতুড়ি প্রভৃতি) বিদ্যমান থাকিলেও ইচ্ছানুসারে কখনও কার্য্য করে, আবার কখনও বা তাহা হইতে বিরত থাকে ; সেইরূপ আত্মার ইন্দ্রিয়াদি করণ সমূহ— কার্য্য সম্পাদনের সাধন স্বরূপ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও, ইচ্ছানুসারে কখনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আবার কখনও কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকেন। উভয় প্রকারই— চেতন, ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন আত্মার পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি যদি কর্ত্রী হন, তাহা হইলে, অচেতন বিধায়, ইচ্ছাশক্তির অভাব বশতঃ, ঐরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে না। কর্ম্মে কোনও কারণে প্রবৃত্ত হইলে, অচেতন ও ইচ্ছা-শক্তিহীন প্রকৃতির পক্ষে তাহা হইতে নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। আবার নিবৃত্ত হইলে, কোনও চেতন, ইচ্ছা শক্তিবিশিষ্ট পুরুষের সাহায্য ব্যতীত কর্ম্মে প্রবৃত্তিও সম্ভব হয় না। তক্ষার যন্ত্রসকল কি তক্ষা কর্তৃক প্রযুক্ত হওয়া ব্যতিরেকে, আপনাপনি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে? এজন্য শাস্ত্রে আত্মা সম্বন্ধেই কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির বা কর্ম্মে প্রবৃত্তির উপদেশ দৃষ্ট হয়।

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্ ॥

ভাগঃ ১১।১০।৪

—(১।১।১ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে [পৃঃ—৮৬])।

আত্মার ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান থাকায় কোনও বিশেষ প্রকার কর্ম্ম করা বা না করা আত্মার পক্ষে সম্ভব বলিয়া ঐ প্রকার উপদেশের সার্থকতা। প্রকৃতি কর্ত্রী হইলে উক্ত উপদেশের কোন সার্থকতা থাকে না।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।২৭।২০-২১-২২ শ্লোকগুলিতে প্রদত্ত উপদেশ, এমন কি সমুদায় শাস্ত্রের উপদেশ, আত্মার কর্তৃত্ব পক্ষেই সার্থক। অন্যথা শাস্ত্র নিরর্থক।

এই সূত্র হইতে আমরা আরও পাইলাম যে, তক্ষা যেমন তক্ষণ কার্য্যের সাধনোপযোগী যন্ত্রাদি গ্রহণে কর্ত্তা সাজিয়া কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে স্বস্থ ও নিবৃ্ত থাকে, আত্মাও সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি করণ সাহায্যে সংসার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, আবার সুষুপ্তি বা সমাধিতে স্বস্থ এবং নিবৃ্ত হইয়া থাকে। এই সমাধি লাভ চেতন আত্মার ইচ্ছাশক্তি বিকাশে সম্ভব। যোগশাস্ত্রের উপদেশ সেই জন্যই সার্থক।

আবার তক্ষা যেমন রাজার জন্য রথাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উহা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া, নিজগৃহে নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, সেইরূপ জীব যদি সমুদায় কর্ম্ম বিশ্বেশ্বরের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে তাহার পরমা নিবৃ্তি। এই উভয় প্রকারে অবস্থান যেমন তক্ষার পক্ষে সম্ভব, আত্মার পক্ষেও সেই প্রকার সম্ভব এবং সম্ভব বলিয়া সমুদায় উপদেশের সার্থকতা।

[উপরে উদ্ধৃত ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সরল এবং সূত্র হইতে সহজলভ্য বলিয়া, উহাই গ্রহণ করা হইল।]

৬। পরায়ত্তাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

(১) "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরম্,

য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ॥

(বৃহদারণ্যক : মাধ্যন্দিন, ৩।৭।২২)

—যিনি আত্মাতে অবস্থিত আছেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাঁহাকে জানে না, আত্মা যাঁহার শরীর, যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা। (বৃহদাঃ, মাধ্যন্দিন, ৩।৭।২২)

(২) "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি ·····।"

(কৌষীতকী : ৩।৯)

—ইনিই (পরমাত্মাই) ইহাকে (জীবকে) সাধু কর্ম্ম করান ·····।

(কৌষীঃ ৩।৯)

(৩) "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা।"

(তৈত্তিঃ আরণ্যক ৩।১১।১০)

—সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন। (তৈত্তিঃ আরণ্যক ৩।১১।১০)।

সংশয় ঃ—জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে ত? এই কর্তৃত্বে কি পরমেশ্বরের অপেক্ষা আছে, অথবা ঈশ্বরনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব? ইহার সমাধানে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—২।৩।৪১।

পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ২।৩।৪১ ॥

পরাৎ + তু + তচ্ছ্রুতেঃ ॥

পরাৎ ঃ—পরমাত্মা হইতে। **তু ঃ**—কিন্তু। **তচ্ছ্রুতেঃ ঃ**—তদ্বিষয়ক শ্রুতি হইতে।

জীবের এই কর্ত্তৃত্ব পরমাত্মা হইতে সিদ্ধ। স্বাভাবিক, নিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্মের বা পরমাত্মার সংকল্পানুসারেই, তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি প্রকৃতির জড়ত্ব,

ভোগ্যত্ব এবং তাঁহার তটস্থা শক্তি জীবের চেতনত্ব, ভোক্তৃত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগণই তাহার প্রমাণ।

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূল প্রকৃতয়ে নমঃ॥ ভাগঃ ৮।৩ ১৩
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণদ্রষ্ট্রে সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।১৪

—ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ক্ষেত্রজ্ঞ, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বসাক্ষী, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি ক্ষেত্রজ্ঞ সকলের মূল, এবং মূলেরও (প্রধানেরও) উদ্ভবের হেতু। আপনি পূর্ণ স্বরূপ। আপনি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা। সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিই আপনার জ্ঞাপক। অসৎ রূপ যে অহঙ্কার প্রপঞ্চ, তৎকর্ত্তৃক অসৎ রূপ ছায়ার দ্বারা, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দ্বারা, বিশ্বের ন্যায় আপনি পরিলক্ষিত হয়েন। বিষয়েতে আপনার সদ্রূপ আভাস বিদ্যমান থাকে। আপনাকে নমস্কার করি। ভাগঃ ৮।৩।১৩-১৪

……স্বমায়য়াত্মন্যবধীয়মানঃ॥ ভাগঃ ৫।১১।১৩

—আপনার অধীন মায়া দ্বারা আপনি জীবে নিয়ন্তা রূপে বর্ত্তমান আছেন।
ভাগঃ ৫।১১।১৩

(সম্পূর্ণ শ্লোকটি ১।১।২৫ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে [পৃঃ ৪৬১])।

তিনিই অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় করণকে জীবিত ও কার্য্যশীল করিয়া থাকেন। পরন্তু তিনিই নিয়ন্তা।

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং,
সংজীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্,
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্॥ ভাগঃ ৪।৯.৬

(১।২।১২ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে [পৃঃ ৫০৫-৫০৬])।

আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ॥
ভাগঃ ৮।৫।১৮

"উপসুপর্ণম্ঃ—জীবসমীপে তৎ নিয়ন্তৃত্বেন আসাঞ্চকার আস্তেস্ম।"
(শ্রীধরঃ)।

—যিনি জীব সমীপে তাহার নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান থাকেন, জীবগণ যোগরূপ উপায় দ্বারা তাঁহার ভজনা করেন। ভাগঃ ৮।৫।১৮

তিনি জীবাত্মার নিয়ন্তা বলিয়াই পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নমঃ আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে। ভাগঃ ৮।৩।১০

"পরমাত্মনে ঃ—জীবনিয়ন্ত্রে" (শ্রীধরঃ)।—তিনি স্বপ্রকাশ এবং সকলের প্রকাশক, এবং তিনি পরমাত্মা, অর্থাৎ জীবের নিয়ন্তা। ভাগঃ ৮।৩।১০

স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত প্রত্যগ্দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে॥

ভাগঃ ৮।৩।১৭

"স্বাংশেন—অন্তর্যামীরূপেণ সর্ব্বেষাং তনুভৃতাং মনসি প্রতীতা প্রখ্যাতা যা প্রত্যক্দৃক্ জ্ঞানং তস্মৈ। ভগবতে—সর্ব্বেষাং তনুভৃতাং নিয়মনে সমর্থায়, তেষাং মনসি স্থিতত্বেঽপি বৃহতেঽপরিচ্ছিন্নায়।" (শ্রীধরঃ)

—সমস্ত দেহীর অন্তরে প্রখ্যাত যে জ্ঞান, আপনি অংশ দ্বারা অন্তর্য্যামীরূপে তাহার স্বরূপ, এবং সকল দেহীর নিয়মনে সমর্থ। আর আপনি প্রতি দেহীর অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন। আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ৮।৩।১৭

—তিনি "নারায়ণ", অতএব অখিল দেহীর আত্মা, অধীশ্বর এবং অখিল লোক সাক্ষী। ভাগঃ ১০।১৪।১৩

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

ভাগঃ ১০।১৪।১৩

—চরাচরস্থ তির্য্যক্, মর্ত্ত্য, দেবতা, সমুদায় তাঁহার নিয়ম্য, এবং তিনি একমাত্র নিয়ামক। তাঁহার আবার কুশল অকুশল কি? ভাগঃ ১০।৩৩।৩৪

কিমুতাখিলসত্বানাং তির্য্যঙ্মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ভাগঃ ১০।৩৩।৩৪

—জগতে যে কিছু শক্তির ক্রিয়া দেখা যায়, সমুদায় পরমেশ্বরের শক্তি দ্বারা শক্তিমান্ ও ক্রিয়াশীল, সকলই ঈশ্বর পরতন্ত্র, বিশ্বস্রষ্টা সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভও ঈশ্বর পরতন্ত্র। অন্য জীবের কথা কি? ঈশ্বর চৈতন্যে সকলের চৈতন্য, এবং ঈশ্বরের সত্তাতেই সকলের কার্য্যব্যাপার সাধিত হয়। ভাগঃ ১০।৮৫।৬

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাৎ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৫।৬

এই জন্যই পরমেশ্বরকে ১০।৮৭।১০ শ্লোকে "**অখিল শক্ত্যববোধক**" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। তাঁহার শক্তিতেই অখিলস্থ প্রাণীগণ সত্তাবান, শক্তিমান্ ও ক্রিয়াবান্।

সংশয়ঃ—যদি পরমেশ্বরই জীবের নিয়ন্তা হন, তবে সংসারে নানা প্রকার বৈষম্য দৃষ্ট হওয়ায়, ঈশ্বরে—বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য (বিষমকারিতা ও নির্দ্দয়তা) দোষ আপতিত হয় এবং জীবেরও অকৃতাভ্যাগম—অর্থাৎ কার্য্য না করিয়াও ফল প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হয়। অপিচ বিধি-নিষেধ বোধক শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। এই আপত্তি নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র—২।৩।৪২।

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৩।৪২ ॥
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ + তু + বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ—জীবকৃত প্রযত্নানুযায়ী। **তু**—আশঙ্কানিরসনার্থক। **বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ**—বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্য। "আদি" শব্দের দ্বারা নিগ্রহানুগ্রহও করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে।

অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত প্রযত্ন বা চেষ্টা অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে, অনুমতি প্রদানে জীবকে সমস্ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। জীবের প্রবৃত্তি অহৈতুকী হয় না। জীবের জন্মগ্রহণ, শরীর ধারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিজন পরিকর সমুদায় নিজ কৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। জীবের সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ, রোগ-শোক প্রভৃতি সমুদায় তাহার নিজ হাতে গড়া। পরমেশ্বরের কার্য্য-মূর্ত্তি কর্ম্মদেবতাগণ সে সমুদায়ের বিধান জীবের কর্ম্মানুসারেই করিয়া থাকেন, ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি।

যেমন এক বস্তুতে দুই জনের তুল্য স্বত্ব থাকিলে, উহা দান বা হস্তান্তর করিতে উভয়ের সম্মতি আবশ্যক; তন্মধ্যে একজন উদ্যোক্তা হইয়া দানেচ্ছায় অপরের সম্মতি লইয়া দান করিলে, যেমন সেই ব্যক্তি দাতা ও প্রযোজক হইয়া দান কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়, সেই প্রকার, জীব নিজ চেষ্টায়, ঈশ্বরের অনুমতি লাভ করিয়া বিহিত কর্ম্ম করিলে, তাহার ফল

জীব সম্পূর্ণ ভোগ করে। পরমেশ্বরে কোনও ভোগ স্পর্শ করে না। তিনি চেষ্টার সাক্ষী মাত্র, এবং চেষ্টা সম্যক্ হইলে অনুমতি দান করেন মাত্র। **অতএব, পরমেশ্বরে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষ স্পর্শে না, এবং শাস্ত্রের বিধি নিষেধও অব্যাহত থাকে।**

আচ্ছা, তাহা হইলে কৌষীতকি উপনিষদের ২।৩।৪১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ৩।৯ মন্ত্রে যে উক্ত আছে, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, ইনিই (ঈশ্বর) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, এবং যাহাকে অধে (নীচে) লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহা কি বৈষম্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন নয়?

ইহার উত্তর এই যে, ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। যে লোক ভগবানে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া—তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্ম করিতে দৃঢ় নিশ্চয় থাকে, ভগবান তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহার অন্তরায় সমুদায় দূরীকরণ পূর্ব্বক, ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণকর কর্ম্মে, তাহার অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন। আর যে লোক শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসকল নিয়ত অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তিনি শাস্তির দ্বারা তাহার সংশোধনের জন্য ভগবৎ প্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত কর্ম্মসকলে, তাহার অনুরাগ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এ প্রকার কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কর্ম্মে নিয়োগ সাধারণ নিয়মানুসারে হয় না, ইহা বিশেষ বিধির ফল।

শ্রীমদ্ভাগবত এই তত্ত্ব অতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াম্
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে॥

ভাগঃ ২।৭।৪১

—সেই ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারা কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ, দুরন্ত মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং মায়ার বিভবও জানিতে পারেন, আর, কুকুর-শৃগালাদির ভক্ষ্য দেহে তাঁহাদের "আমি, আমার" জ্ঞান থাকে না।

ভাগঃ ২।৭।৪১

এখানে বুঝিতে হইবে যে, ভগবানের দয়া এবং অকপটে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পদাশ্রয়, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। দয়া হইলেই ঐ প্রকার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, আবার ঐ প্রকার প্রবৃত্তি হইলেই তাঁহার দয়ার উদ্রেক হয়। পরন্তু 'ভগবৎ প্রাপ্তি কর্ম্মলভ্য নহে। কারণ, কর্ম্মলভ্য ফল চারি প্রকার :— উৎপাদ্য, বিকার্য্য, সংস্কার্য্য ও আপ্য। উহারা সকলেই নশ্বর, ভগবৎপ্রাপ্তি উৎপাদ্য নহে, কেন না উহা নিত্য ; বিকার্য্য নহে—কেন না উহা অপরিণামী, পরম সত্য ; সংস্কার্য্য নহে—কেন না উহা চিরোজ্জ্বল, নির্ম্মল, দোষমাত্র উহাতে স্পর্শে না ; এবং উহা আপ্যও নহে, কেননা ভগবান্—অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, উঁহার পাওয়া হইয়াই আছে। ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়— ভগবানের দয়া। তবে, এই দয়া উদ্রেকের জন্য "সংরাধন" রূপ বিশেষ সাধন আবশ্যক, ইহা সাধন পাদে তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পদাশ্রয় ও দয়া—ইহারা যোগাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের ন্যায় কার্য্য করে। যেমন যোগাত্মক তড়িত ঋণাত্মক তড়িতের উৎপাদন করে, ঋণাত্মক তড়িতও তাহার পালাক্রমে যোগাত্মকের বৃদ্ধি সাধন করে, আবার এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যোগাত্মক তড়িতও ঋণাত্মক তড়িত বৃদ্ধির কারণ হয়, এই প্রকার চলিতে থাকে—যতদিন না উভয়ে মিলিত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ও ভগবানেও এই খেলা চলিতে থাকে, যতদিন না ভক্ত ভগবৎপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়।

—তাঁহার দয়া এত যে, তাঁহার পাদপদ্ম স্মরণ করিলে তিনি স্বয়ং আপনাকেও দান করেন। ভাগঃ ১০।৮০।৮

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। ভাগঃ ১০।৮০।৮

তিনি নিজেই বলিয়াছেন :—আমি ভক্ত পরাধীন, আমার স্বাতন্ত্র্য নাই। ভাগ ৯।৪।৪৬।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। ভাগঃ ৯।৪।৪৬

ইহা তাঁহার অপার করুণার পরিচয়, ইহাতে তাঁহার বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য নাই। তিনি কল্পতরু-স্বভাব। কল্পতরুর নিকট গমন করিয়া যে যাহা প্রার্থনা করে, কল্পতরু সমভাবে সকলের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে সমর্থ হয়, তিনি তাহার প্রার্থনা পরিপূরণ করেন। তবে জানাইবার শক্তি ও কৌশল জানাই প্রয়োজন।

এই শক্তি ও কৌশল লাভই জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য, এবং উহাতেই সমুদায় শাস্ত্রোপদেশের সার্থকতা।

নৈষা পরাবরমতির্ভবতো নম্নু স্যা-
জ্জন্তোর্যথাত্মসুহৃদো জগতস্তথাপি।
সংসেবয়া সুরতরোরিবতে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥ ভাগঃ ৭।৯।২৬

—প্রভো! আপনি জগতের আত্মা ও সুহৃৎ, এ কারণ প্রাকৃত জনের মত আপনার পর-অপর, উত্তম-অধম এ প্রকার বুদ্ধি নাই। সম্যক্ প্রকার সেবা দ্বারা প্রাপ্ত কল্পবৃক্ষের প্রসাদের ন্যায়, আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ যেমন সেবকের প্রার্থনানুসারে ফলদান করিয়া থাকে, কাহারও প্রতি বিষম হয় না, তেমনি সেবাই আপনার প্রসন্নতার কারণ। উত্তমত্ব বা অধমত্ব তাহার কারণ নহে। ভাগঃ ৭।৯।২৬

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, তাঁহাতে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য নাই, অপিচ শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও সার্থক হইল। এই প্রসঙ্গে ২।১।৩৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৪৬।২৮, ৮।২৩।৬, ১০।৩৮।২১ ও ১০।৭২।৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে, ভগবৎ প্রাপ্তি কর্ম্মলভ্য নহে। তবে কি কর্ম্মের কোনও সার্থকতা নাই?

ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন যে:—কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন নির্ম্মল চক্ষুর নিকট সূর্য্যের প্রকাশ সুন্দররূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভগবানের চরণ সেবা জনিত দৃঢ়া ভক্তি দ্বারা গুণ-কর্ম্ম জনিত চিত্তমল ক্ষালিত হইলে, বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভাগঃ ১১।৩।৪১

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্ গুণ-কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাৎ যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪১

অতএব, চিত্তমল ক্ষালনেই কর্ম্মের সার্থকতা। কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, নির্ম্মল চিত্তে ভগবদ্ভাব পরিস্ফুরিত হয়; ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে, ভগবানের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিলে ভগবানই তাহার অন্তরায় সমুদায় অপসারিত করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ভাগঃ ১০।২।২৭

—হে প্রভো! হে মাধব! যে সকল ব্যক্তি আপনার ভক্ত, আপনাতেই সৌহৃদ্য বন্ধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারীগণের অধিপতিদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্ন জয় করেন। ভাগঃ ১০।২।২৭

অন্য স্থানে যম বলিতেছেন :—

ভূতানি বিষ্ণোঃ সুরপূজিতানি
দুর্দ্দর্শলিঙ্গানি মহাদ্ভুতানি।
রক্ষন্তি তদ্ভক্তিমতঃ পরেভ্যো
মত্তশ্চ মর্ত্ত্যানথ সর্ব্বতশ্চ ॥ ভাগঃ ৬।৩।১৮

—ভগবান্ বিষ্ণুর ভৃত্যগণ সুরপূজিত। তাঁহাদের রূপ অতি দুর্দ্দর্শ ও অত্যাশ্চর্য্য। তাঁহারা বিষ্ণুভক্ত মানবদিগকে শত্রু হইতে, আমা হইতে, ও অন্য সকল ভয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।৩।১৮

এখন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য, যাহা ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূল, তাহা অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এই দুঃখভোগ শ্রীভগবানের কৃপাক্রোধর পরিচয়। এই দুঃখই উক্ত প্রতিকূল কার্য্য পরম্পরা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। এবং ইহার ফলে প্রতিকূলাচারীর যন্ত্রণা ভোগের দ্বারা পরিশেষে শুদ্ধিপ্রাপ্তি। ইহার প্রসঙ্গেই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ ॥ ভাগঃ ৩।৩০।৩৩

—নরক ভোগের পর পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুকুর, শূকরাদির যোনিতে যত যত যাতনা হইতে পারে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় প্রাপ্ত হইয়া, ভোগদ্বারা যখন ক্ষীণ-পাপ হইবে, তখন, শুচি হইয়া পুনরায়—ইহলোকে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইবে। ভাগঃ ৩।৩০।৩৩

ইহাই নিয়ম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। তবে ইহার সহজ উপায়ও ভগবান অপার করুণাবশে বিধান করিয়াছেন। সে সহজ উপায়—শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ। ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে :—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥ ভাগঃ ৬।২।১০

—বিষ্ণুর নাম গ্রহণই সর্ব্বপ্রকার পাপীগণের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সেই উচ্চারকদিগের প্রতি শ্রীভগবানের মতি হয়, অর্থাৎ ভগবান্ মনে করেন যে, এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমারই জন, ইহাকে রক্ষা করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভাগঃ ৬।২।১০

১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় নাম মহিমা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। সেখানে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। মৎপ্রণীত "নাম মহিমা" বা "স্তুতিষোড়শী" গ্রন্থে ইহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

জীব শত অপরাধে অপরাধী হইলেও, ভগবান্ কি তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন? তিনি যে পরম দয়াল। তিনি ত অপরাধ গ্রহণ করিতেই পারেন না। জীব যে তাহার বড় প্রিয়, জগৎ-ক্রীড়ায় সঙ্গী! জীব লইয়াই ত তাঁহার ভগবত্তা। সন্তান লইয়াই যেমন মায়ের মাতৃত্ব, সেইরূপ ভক্ত লইয়া ভগবানের ভগবত্তা। ভাগবত বলিতেছেন যে :—জননীর গর্ভস্থ সন্তানের পদ সঞ্চালন, এবং তদ্দ্বারা জননীর বেদনানুভূতি কি জননীর নিকট সন্তানের অপরাধরূপে গণ্য হয়? কখনই না। বরং অন্যপক্ষে আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ, অনন্ত ভগবানের কুক্ষির একদেশে, এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ জগৎ—(যাহার সম্বন্ধে এক পক্ষ বর্ত্তমান আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, এবং অপর পক্ষ নাই, মিথ্যা বলিয়া বিতণ্ডা করেন)—এবং তাহার অন্তর্গত যতকিছু বর্ত্তমান থাকায়, এই জগতের প্রাণীনিচয়ের অপরাধ তাঁহার নিকট গণনীয় নহে। ভাগঃ ১০।১৪।১২

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ভাগঃ ১০।১৪।১২

অতএব, যদি তিনি জীবের অপরাধ গ্রহণ করেন না; তাঁহার নাম উচ্চারণ সমুদায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তবে জগতে দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ প্রভৃতি কেন? এই 'কেন'র উত্তর আমরা ২।১।২৩ সূত্রে "কর্ম্মবাদ" আলোচনার প্রসঙ্গে পাইবার প্রয়াস করিয়াছি। যাহা "কর্ম্মবাদ" বলিয়া প্রসিদ্ধ—জগৎচক্র পরিচালনায় তাহাই নিয়ম। এই নিয়মের উপর জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত, এবং **এই নিয়মই ভগবানের কৃত এবং ইহা তিনিই।**

অন্যপক্ষে, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ তিনি কি যথেচ্ছাচার প্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকেন? সেবা করিলে কি তিনি তুষ্ট হইয়া ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? ইহার উত্তরও শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে দিয়াছেন:—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥
ভাগঃ ৭।৯।১০

—প্রভু (সর্ব্বসমর্থ) ভগবান্ সর্ব্বদা নিজলাভে পূর্ণ—আত্মারাম ও আপ্তকাম। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। তিনি কি অবিদ্বান্ ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পূজা নিজের জন্য গ্রহণ করেন? তাহা নয়, তাহা নয়। তিনি পরম কারুণিক। সেই করুণ স্বভাবের জন্য ঐ সকল ব্যক্তির হিতার্থেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন নিজের মুখ, শোভা-সম্পন্ন করিয়া—চিত্রিত করিলে, দর্পণে ঐ মুখের প্রতিবিম্বেও সেই শোভা পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ সাধক, অন্যকথায় প্রতিবিম্বভূত জীব, নিজ কল্যাণ সাধন প্রয়োজন মনে করিলে বিম্বভূত পরমতত্ত্বে কল্যাণোৎপাদনের কারণীভূত মনোবৃত্তি অর্পণ করিবে। ভাগঃ ৭।৯।১০

বর্ত্তমানে, আমাদের যে প্রকার মনোবৃত্তি, তাহাতে আমরা মনে করি যে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া বা বাটীতে ৺শালগ্রাম শিলার বা

পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজা করিয়া, আমরা ভগবানকেই কৃতার্থ করিয়া থাকি। তাহা যে কত ঘোর আত্মম্ভরিতার ও মূর্খতার পরিচায়ক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পূজা করা বা না করা, নাম গ্রহণ করা বা না করা, স্তবগান করা বা ভগবান্‌কে গালাগালি দেওয়া, সকলই শ্রীভগবানের পক্ষে সমান। তিনি সকলেতেই সমান উদাসীন। তবে, উহারা ব্যবহারিক জগতের অন্তর্গত থাকা অবস্থায় করা হয় বলিয়া, ব্যবহারিক জগতের নিয়মানুসারে উহাদের ফল সঞ্চিত থাকে, ভোগ করিতেই হইবে। যতদিন না ভোগ হয়, ততদিন পরিত্রাণ নাই। ইহাই নিয়ম। ইহার ব্যভিচার নাই।

তবে যে তিনি ভক্তকে অনুগ্রহ করেন, ইহা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? কিরূপ ভক্ত হইলে তাঁহার অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হয়, শ্রীমদ্ভাগবত তাহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন। এ অনুগ্রহ কি তিনি দয়া করিয়া করেন? তাহা নয়। ইহাও নিয়ম। এই নিয়মের কারণ তিনি অনুগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অনুগ্রহ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। তবে কি তাঁহার নিয়ন্তা আছে? তাহা নয়। তিনি ও তাঁহার নিয়মে ভেদ নাই। তিনিও যে, তাঁহার নিয়মও সে। তবে কি প্রকার ভক্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন :—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ভাগঃ ৩।২৯।১১

—সেই সকল ভক্ত, ভগবৎ সেবানন্দে এতই বিভোর, এবং এত আনন্দ উপলব্ধি করেন যে, সালোক্য, সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য, সারূপ্য (সমান রূপত্ব), অধিক কি একত্ব, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে দান করিলেও, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল ভগবদ্‌সেবাই প্রার্থনা করেন। ভাগঃ ৩।২৯।১১

—অধিক কি, সতী স্ত্রী যেমন পতিকে নিজবশে আনয়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে, সেইরূপ ভগবানে বদ্ধ-হৃদয়, সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ, ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে নিজবশে আনয়ন করতঃ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৯।৪।৪৮

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৮

এই জন্যই বলিয়াছি, তিনি যথেচ্ছাচারে কৃপা করিয়া অনুগ্রহ করেন না। অনুগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াই করেন।

শ্রীভগবানের কথায় ভক্তমহিমা জানা গেল। এখন ভক্তগণ নিজে ভগবানের নিকট কি চান, তাহার আভাস দিবার জন্য নীচে দুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

একজন ভক্ত বলিলেন :—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ভাগঃ ৬।১১।২৩

—হে সমঞ্জস—নিখিল সৌভাগ্যনিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপৃষ্ঠ বা ধ্রুবলোক, ব্রহ্মপদ, সার্ব্বভৌম পদ, রসাতলের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, বা পুনর্জ্জন্মরহিত মুক্তি কিছুই চাই না। ভাগঃ ৬।১১।২৩
[ইহার সহিত ভাগবতের ১০।:৬।৩৭ শ্লোকটিও তুলনীয়।]

আর একজন ভক্ত প্রার্থনা করিলেন :—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ ভাগ ৯।২১।৮

—আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত উৎকৃষ্ট গতি, অথবা পুনর্জ্জন্মরহিত কৈবল্য মুক্তি কামনা করি না। আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, যেন আমি ভোক্তৃস্বরূপে অন্তঃস্থিত হইয়া সমস্ত দেহীর সকল প্রকার আর্ত্তি-দুঃখ—ভোগ করিতে পাই, এবং তাহাতে যেন সকল প্রাণীর দুঃখ দূরীভূত হয়। ভাগঃ ৯।২১।৮

এই প্রকার ভক্ত হইতে পারিলে তবে ত ভগবানের অনুগ্রহ জোর করিয়া আদায় করিতে পারা যায়। শ্রীভগবানের একটি অপবাদ আছে যে, তিনি নিজ ভৃত্যের নিকট পরাজিত। "দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্"—(১০।৮।১।৩৭।)—তিনি অন্যত্র অজিত (অপরাজিত) হইলেও নিজের ভৃত্যের

নিকট পরাজিত। (১৩।২৯ সূত্রের আলোচনায় এই শ্লোকটি উদ্ধার করা হইয়াছে [পৃঃ ৬০৪])। ভৃত্যের নিকট পরাজিত হওয়া তাঁহার অপার করুণার নিদর্শন। মহাভারতে উক্ত আছে যে, ভীষ্ম জোর করিয়া তাঁহার যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিবার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে তাঁহাকে রথচক্র ধারণ করাইয়াছিলেন।

এই অনুগ্রহও যথেচ্ছ হয় না। ইহাও তাঁহার আত্মভূত নিয়মানুসারেই হইয়া থাকে। তবে সে নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাই শাস্ত্রে কথিত, উপযুক্ত অধিকারী হওয়া, এবং সেই অধিকারী হইবার উপায়ও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাংসারিক জীব কি করিয়া এইরূপ অধিকারী হইবার চেষ্টা করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত উপদেশ দিয়াছেন যে, সর্ব্বব্যাপারে, সর্ব্বকার্য্যে, সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানের অনুচিন্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়।

বাণী গুণাঽনুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎ প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥ ভাগঃ ১০।১০।৩৮

—আমাদের বাণী আপনার গুণানুকীর্ত্তনে, আমাদের শ্রবণ (কর্ণ) আপনার লীলা কথা শ্রবণে, আমাদের হস্ত দুটি আপনার কর্ম্মকরণে, আমাদের মনঃ আপনার পদচিন্তনে, আমাদের মস্তক আপনার নিবাসভূত জগৎস্থিত স্থাবর-জঙ্গমাদির প্রণামে, এবং আমাদের দৃষ্টি আপনার মূর্ত্তি স্বরূপ সাধুদিগের দর্শনে রত হইক। ভাগঃ ১০।১০।৩৮

এই প্রকার অভ্যাস করিতে পারিলে, কালে উক্ত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইবার অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। তারপর নিয়ম তাহার কার্য্য করিবেই। ভগবদনুগ্রহ বাধ্য হইয়া উপস্থিত হইবে। চাহিতে হইবে না। তখন চাহিবার কিছুই থাকিবে না।

অতএব যদিও ঈশ্বর জীবের নিয়ন্তা এবং যদিও জীবের একান্ত নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি জীবের কর্তৃত্ব আছে এবং জীব ইচ্ছা করিলে, সেই কর্তৃত্বের যথাযথ পরিচালনা করিয়া নিরাময় লাভ করিতে পারে।

জীবের এই প্রকার কর্তৃত্ব আছে বলিয়াই স্বর্গস্থ দেবতাগণও মর্ত্ত্যলোকে জীব (নর) দেহ প্রার্থনা করেন।

স্বর্গিণোঽপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িণস্তথা।
সাধকং জ্ঞান-ভক্তিভ্যামুভয়ং তদসাধকম্॥ ভাগঃ ১১।২০।১২

—নরকস্থ জীবগণের ন্যায় স্বর্গবাসী দেবতাগণও এই জ্ঞান-ভক্তি সাধক মর্ত্যলোক প্রার্থনা করেন, কারণ, স্বর্গী ও নারকী উভয়ের শরীরই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধক নহে। ভাগঃ ১১।২০।১২

অতএব, নৃদেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজ কর্তৃত্ব পরিচালনার দ্বারা ভব-পারের যত্ন করা সকলের কর্তব্য। ভগবান বলিতেছেন, যে না করে, সে আত্মঘাতী।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
মায়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ ভাগঃ ১১।২০।১৭

—সুদুর্লভ অর্থাৎ অনন্ত যত্নেও অপ্রাপ্য, এবং সুলভ অর্থাৎ যদৃচ্ছাক্রমে প্রাক্তন কর্মের বিধানে প্রাপ্ত, এই নৃদেহই সমুদায় ফললাভের মূল, এবং ভবসাগর পারের পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। আমি ভগবানই অনুকূল বায়ু হইয়া ইহার চালনা করি। এরূপ দুর্লভ মনুষ্যদেহরূপ উত্তম নৌকা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি ভবসাগর পার হইতে পারে না, সে ব্যক্তি আত্মঘাতী। ভাগঃ ১১।২০।১৭

এখানে আমরা পাইলাম যে, নরদেহ প্রাপ্ত হইলেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হইয়াছে মনে করিয়া, যাহাতে এই দেহ বর্তমান থাকিতে থাকিতে, ইহার সার্থকতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা সকলের কর্তব্য। ভগবান্ অনুকূল হইয়া এই চেষ্টার সার্থকতার বিধান করেন। চেষ্টার আন্তরিকতার উপর ভগবানের অনুকূলতা নির্ভর করে। অতএব সকলেরই আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করা উচিত। নরদেহ পরমপদ প্রাপ্তির বিশেষ সোপান। ইহার প্রাপ্তিতে বুঝিতে হইবে যে, অনন্ত যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে ভগবদ-নুগ্রহে এই বিশেষ সোপানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া গিয়াছে। যাহাতে ইহা হইতে পুনঃস্খলন না হয়, তাহার চেষ্টা বিশেষভাবে সকলের করা একান্ত কর্তব্য।

৭। অংশাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ ॥" (শ্বেতাঃ ১।৯)

—দুইটি আত্মাই অজ (জন্মরহিত)। একটি "জ্ঞ" (জ্ঞানী) ও ঈশ্বর—নিয়ন্তা, অপরটি অজ্ঞ ও অনীশ্বর (নিয়ম্য)। (শ্বেতাঃ ১।৯)।

(২) "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"
(মুণ্ডক ৩।১।১)

—সহচর ও সমানস্বভাব দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থিত আছেন। (মুণ্ডঃ ৩।১।১)

(৩) "তত্ত্বমসি"। (ছাঃ ৬।১০।৩)

—তুমিই সেই। (ছাঃ ৬।১০।৩)

(৪) "অয়মাত্মা ব্রহ্ম।" (বৃহঃ ৪।৪।৫)

—এই আত্মা জীবই ব্রহ্ম। (বৃহঃ ৪।৪।৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে দৃষ্ট হইবে, ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ-নির্দেশক এবং অভেদ-নির্দেশক উভয় প্রকার শ্রুতিই বর্ত্তমান আছে। সুতরাং মনে সংশয় স্বতঃ উদয় হয় যে, জীব স্বরূপতঃ কি? জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন? অথবা, ভ্রান্ত বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব? কিংবা, জীব—উপাধি পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? বা জীব ব্রহ্মেরই অংশ? ইহাদের মধ্যে কোনটি প্রকৃত তথ্য? এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।৪৩।

অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥
২।৩।৪৩ ॥

অংশঃ + নানাব্যপদেশাৎ + অন্যথা + চ + অপি + দাশকিতবাদিত্বম্ + অধীয়তে + একে ॥

অংশঃ :—ভাগ, বা অবয়ব। **নানাব্যপদেশাৎ** :—ভেদ নির্দ্দেশ হেতু। **অন্যথা** :—অন্য প্রকারে, অর্থাৎ অভেদ নির্দ্দেশ হেতু। **চ** :—ও। **অপি** :—এবং। **দাশকিতবাদিত্বম্** :—দাশ ও কিতবাদি ভাব। **অধীয়তে** :—পাঠ করেন। **একে** :—কোনও কোনও বেদ শাখাভুক্ত ব্যক্তিগণ।

যেহেতু শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-নির্দ্দেশ এবং অভেদ-নির্দ্দেশও আছে, সুতরাং জীব ব্রহ্মের অংশ বটে, কেননা, তাহা হইলে, অংশ—অংশী নয় বলিয়া ভেদ ত বটেই, আবার অংশ—অংশীর অবয়ব বিধায় এবং উহার সত্বা, ক্রিয়া সমুদায়ই অংশী হেতু হওয়ায় এবং স্বরূপতঃ অংশী হইতে অভিন্ন হওয়ায় অভেদও বটে। সূর্য্যের একটি কিরণ-কণা সূর্য্যমণ্ডল নহে, এ কারণ ভেদ, আবার কিরণ কণার সত্বা ও ক্রিয়া সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত বলিয়া এবং তত্ত্বতঃ কিরণ কণাও সূর্য্যে প্রকাশ, তাপ, আলোক প্রভৃতি শক্তির নিদর্শনে, ভেদ না থাকায়, উভয়ে অভেদও বটে। বিশেষতঃ অথর্ব্বশাখীগণ দাশ—দাস—কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্ব্বময়ত্ব সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করায়, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, ইহা উপপন্ন হয়। **অতএব, অংশী হইতে অংশ যখন ভিন্ন বটে এবং অভিন্নও বটে, তখন জীব পরমাত্মারই অংশ, ইহা সিদ্ধান্ত হইল।**

দেখ, উপরে উল্লিখিত সূর্য্য ও তাহার কিরণকণার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতঃ, যদি পরমাত্মাকে সূর্য্যস্থানীয় এবং জীবকে তাহার কিরণকণা স্থানীয় বলা যায়, তাহা হইলে কিরণকণা তেজোময় বলিয়া যেমন তেজোরাশি সূর্য্য হইতে অভেদ, আবার একটি কিরণকণাই সূর্য্য নহে বলিয়া ভেদ প্রত্যক্ষ বুঝা যায়; সেইরূপ ব্রহ্ম চৈতন্যময় এবং জীব চিদণু হওয়ায়, চিদংশে উভয়ে তত্ত্বতঃ অভেদ হইলেও অণু কখনও রাশির তুল্য হইতে পারে না, একারণ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। হিমালয়ের অবয়বভূত প্রস্তরখণ্ডই চূর্ণ হইয়া বালুকাকারে নদীস্রোতে দূরে নীত হইয়া থাকে এবং একটি বালুকাকণার উপাদানও উক্ত প্রস্তরখণ্ডের উপাদান হইতে অভেদ; কিন্তু তাই বলিয়া বালুকাকণা কি হিমালয় পর্ব্বত? তাহা যেমন কোনও প্রমাণে সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ চিদংশে ব্রহ্ম ও জীব অভেদ হইলেও, উভয়ে অভেদ নহে, জীব ব্রহ্ম নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল স্থলে জীব যে ব্রহ্মাংশ, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। এজন্য সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রের অবতারণা করিলেন।

অথর্ব্বশাখীগণ পাঠ করেন—**"ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেমে কিতবাঃ"**—"ব্রহ্মই দাশ সমূহ (জাতি বিশেষ), ব্রহ্মই দাস সমূহ (কৈবর্ত্ত), এবং ব্রহ্মই এই সকল ধূর্ত্তগণ।" ইহা দ্বারা জগতে যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহাই উক্ত হইয়াছে। অতএব জীবও ব্রহ্ম হইতে অভেদ। আবার ভেদ শ্রুতি সকল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ নয় বলিয়া, যে নিরর্থক হইবে, তাহা নহে। কেননা, জীবের—ব্রহ্মসৃজ্যত্ব, ব্রহ্মনিয়ম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মাশ্রিতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, (ব্রহ্ম সংহার্য্যত্ব), ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণগোচর নহে। শ্রুতি প্রমাণেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে ভেদ শ্রুতি প্রমাণসিদ্ধ। **যদি জীব—ব্রহ্মের অংশ হয়, তবে এই ভেদ ও অভেদ উভয় শ্রুতিই অব্যাহত থাকে, অতএব, জীব ব্রহ্মের অংশ।**

জীব যে ব্রহ্মাংশ তাহা গীতায় সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে :—

"মামৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন"। গীঃ ১৫।৭

—জীবলোকে সনাতন জীবভূত আমারই অংশ। গীঃ ১৫।৭

জীব যে ব্রহ্মাংশ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ। ভাগঃ ১১।১১।৪

—(২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৭৯৭) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

২।৩।৩৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগঃ ১০।৮৭।১৬ শ্লোকার্দ্ধও দ্রষ্টব্য, উহাতে জীব যে পরমাত্মার "অংশ", তাহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে।

২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১২।৪।৩১ শ্লোকও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৯৭। সেখানে জীবকে স্পষ্টই "ব্রহ্মাংশ" বলা হইয়াছে।

নিম্নোদ্ধৃত ৪।২৪।৬১ শ্লোকেও পুরুষকে "ব্রহ্মাংশ" বলা হইয়াছে।

সৃষ্টং স্বশক্ত্যেদমনুপ্রবিষ্টশ্চতুর্ব্বিধং পুরমাত্মাংশকেন।

ভাগঃ ৪।২৪।৬১

—যিনি আপনার শক্তি দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ রূপ চতুর্ব্বিধ পুর বা শরীর সৃষ্টি করিয়া আপনার অংশ দ্বারা ঐ সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৪।২৪।৬১

ব্রহ্মা বলিতেছেন,—আমি, গিরীশ, দেবতাগণ, দক্ষ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ—আমরা সকলে আপনার সম্বন্ধে, অগ্নি হইতে উত্থিত বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথকরূপে প্রকাশমান হইয়াছি। ভাগঃ ৮।৬।১৫

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে দক্ষদায়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে।
ভাগঃ ৮।৬।১৫

—ব্রহ্মা, শিবই যখন সামান্য বিস্ফুলিঙ্গ, তখন অন্য জীবের কথা কি ?

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীব ব্রহ্মের অংশ, এবং অংশ বলিয়া, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ শ্রুতি উভয়েই সমান অর্থকরী। ১।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় আমরা এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি।

• এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, জীব যদি তাঁহার অংশ, তবে জীবও সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইবে। তবে তাহার সংসারে প্রবেশ, দুঃখ কষ্ট ভোগ ইত্যাদি কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইহাই শ্রীভগবানের এক হইতে বহু হইবার ইচ্ছার কার্য্যে পরিণতি বা জগতে অভিব্যক্তি। ইহাই তাঁহার মায়া। ইহা কেন হয়, তাহার উত্তর নাই; হইয়া থাকে বলিয়াই হয়। ইহা মৎ প্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থের ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে, এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। বিদুরও এই প্রশ্ন তাঁহার গুরু মৈত্রেয় ঋষিকে করিয়াছিলেন, ঋষি ইহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, ইহাই শ্রীভগবানের মায়া। ইহা তর্ক দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ২।১।৩৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত, পৃঃ ৮২৮, শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৭।২, ৩।৭।৩ এবং ৩।৭।৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই সূত্রের আলোচনায় সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, ব্রহ্ম অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, চিরপূর্ণ, দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদ বিহীন। সুতরাং তাঁহার অংশ কি প্রকারে সম্ভব? জীব যদি তাঁহার অংশ হয়, তবে তাঁহার অনন্তত্বের, সর্ব্বব্যাপিত্বের, চিরপূর্ণতার বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্নতার হানি সংঘটিত হয়। ইহার সমাধান কি? ইহার উত্তরে, সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, তত্ত্বতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ ত বটেই। এই "তত্ত্বতঃ" পদটি গভীর অর্থবোধক। ইহা ধারণা করিতে হইলে, মায়ার বাহিরে ধারণা শক্তিকে প্রেরণ করিতে হইবে, যেখানে দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্নতা নাই। অর্থাৎ ব্রহ্মের বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত ভক্ত

জীবের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করিলে, জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, এবং চিরপূর্ণের বাস্তবিক অংশ নাই।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে নামিয়া, ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, জীবকে চিরপূর্ণ, নিরংশ, নিরবয়ব, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের অংশ বলা ভিন্ন উপায় নাই। ঘট যেমন অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত আকাশকে পরিচ্ছিন্ন করতঃ ঘটাকাশ সৃজন করিয়া—আমাদের দৈনিক ব্যবহারিক ঘটরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেইরূপ উপাধি—চিরপূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, নিরংশ, নিরবয়ব ব্রহ্মের ব্যবহারিক অংশ সৃজন করিয়া বিভিন্ন জীবাত্মার ব্যবহারিক ব্যাপার সম্পাদন করে। এই উপাধি গুণ হইতে উৎপন্ন—মায়াময়, ব্রহ্মের সংকল্পই ইহার উৎপত্তির কারণ, এবং উপাধির সহিত জীবের সম্বন্ধও ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। এই সংকল্পই, "একের বহু হইবার ইচ্ছা"—ইহাই মায়া,—ইহাতে উপাধি ও জীব উভয়েই সম্বন্ধ। তত্ত্বতঃ এই মায়াও, শক্তিরূপে শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইলেও,—মায়া ব্রহ্ম নহে। জীবও, শক্তিরূপে—শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইলেও, জীব ব্রহ্ম নহে। তাঁহার সংকল্পেই উভয়ের অভিব্যক্তি এবং উভয়ের সম্বন্ধ বিধান এবং সেই সম্বন্ধ হইতে জগদ্ব্যাপার পরিচালনা, অবিদ্যার আবরণ, সমুদায়ে ব্রহ্মদর্শনের পরিবর্ত্তে জগদ্দর্শন, বন্ধ-মোক্ষ প্রভৃতি তত্ত্বতঃ অবাস্তব পদার্থের ব্যবহারিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি সমুদায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করেন, আর দ্বৈতবাদী এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ জীবের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করেন। এই লক্ষ্যস্থানের পার্থক্য অনুসারেই বিচারের ও সিদ্ধান্তের পার্থক্য অনুভূত হয়। যাঁহারা উভয় বিচার নিরপেক্ষভাবে—আলোচনা করিবেন, তাঁহারা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবেন যে, তত্ত্বত উভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক, অপরিহার্য্য জাতি বা ধর্ম্মগত ভেদ নাই। যাহা ভেদ বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল বিচারের বাগাড়ম্বর বা ভাষার মারপ্যাঁচ মাত্র। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার তর্কশাস্ত্রানুমোদিত বিচারের অবতারণা করেন, কিন্তু প্রকৃত **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** তত্ত্বে, এবং তদুপলব্ধির বিভিন্ন প্রকার সাধন, যাহার বীজ বেদে নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতভেদ নাই। কেহ কর্ম্মযোগ মার্গ, কেহ কর্ম্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানমার্গ, কেহ ভক্তিমার্গ অনুসারে গন্তব্য লক্ষ্যে অগ্রসর হন, কিন্তু সকলের লক্ষ্যস্থান যে একই এবং ব্রহ্মের বা

ভগবানের স্বরূপে ধর্ম্ম বা জাতিভেদ নাই, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কেবল মার্গের পার্থক্য অনুসারে কেহ শুষ্ক, উষর ভূমির মধ্য দিয়া অতি কষ্টে লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হন, আর কেহ "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" প্রকৃতির বিহারভূমির মধ্য দিয়া, আনন্দানুভব করিতে করিতে, সেই একই স্থানে উপস্থিত হন। তাহাদের পথ-ক্লেশ বহুলাংশে ভোগ করিতে হয় না।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, জীবের ব্রহ্ম হইতে অভেদ ও ভেদ উভয়ই সত্য। ইহা প্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, পূজ্যপাদ সূত্রকার এই সূত্রটি যোজনা করিয়াছেন।

ভিত্তি :—

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"।

(পুরুষসূক্ত— ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩)

—সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইঁহার একপাদে, এবং অপর তিন পাদ অমৃতধামে প্রকাশময়ভাবে অবস্থান করিতেছে। (পুরুষ সূক্ত—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৩)

সূত্র :—২।৩।৪৪।

মন্ত্রবর্ণাৎ ॥ ২।৩।৪৪।

মন্ত্রবর্ণাৎ : মন্ত্রাক্ষর হইতে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, সমস্ত বিশ্বের ভূতগণ, অর্থাৎ, জীবগণ সহ সমগ্র প্রপঞ্চ বিশ্ব, তাঁহার একপাদে, অর্থাৎ, এক ক্ষুদ্র অংশে মাত্র বর্ত্তমান আছে। এখানে "পাদ" অর্থ একচতুর্থাংশ নহে; উপলক্ষণে অতি সামান্য অংশ মাত্র বুঝাইতে ব্যবহার হইয়াছে। এ কারণ, এই মন্ত্র হইতেই জীব যে ব্রহ্মের অংশ তাহা অবধারিত হইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন :—

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ। ভাগঃ ২।৬।১৮

—পণ্ডিতেরা বলেন যে, পদ যেমন মনুষ্যাদির অধিষ্ঠান স্বরূপ, সেইরূপ স্থিতি অর্থাৎ মর্ত্ত্যাদিও সেই পুরুষের পদ, অর্থাৎ, অধিষ্ঠান ভূত, এজন্য তাঁহাকে স্থিতিপদ বলে। তাঁহার পদে বা অংশে সমুদায়ভূত, সমুদায় জীব। ভাগঃ ২।৬।১৮

ভিত্তি :—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। (গীতা, ১৫।৭)
—জীবলোক সনাতন জীবভূতই আমার অংশ, নিত্য জীবভাবাপন্ন।
(গীঃ ১৫।৭)

সূত্র :—২।৩।৪৫।

অপি স্মর্য্যতে॥　২।৩।৪৫॥
অপি + স্মর্য্যতে॥

অপি :—ও। স্মর্য্যতে :—স্মৃতিতে উক্ত আছে।

স্মৃতিতেও ঐ প্রকার উক্ত আছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত গীতার শ্লোকার্দ্ধই ইহার প্রমাণ।

এই প্রসঙ্গে ২।৩।৪৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১১।৪, ১০।৮৭।১৬, এবং ১২।৪।৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

———

সংশয় :—

জীব যদি ব্রহ্মাংশ, তবে জীবের সংসারগত দুঃখভোগবশতঃ অংশী ঈশ্বরেরও ঐ প্রকার দুঃখ সম্ভাবিত হইবে। লৌকিক দেখা যায় যে, কোনও লোকের হস্ত বা পদাদিতে বেদনা হইলে, সেই অবয়বী ব্যক্তিও উক্ত বেদনা ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, তখন জীবের দুঃখ অংশী ব্রহ্মে সংক্রামিত হইবে না কেন? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।৪৬।

প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ ॥ ২।৩।৪৬ ॥

প্রকাশাদিবৎ + তু + ন + এবং + পরঃ ॥

প্রকাশাদিবৎ :—প্রভা প্রভৃতির ন্যায়। **তু :**—কিন্তু। **ন :**—না। **এবং :**—এ প্রকার। **পরঃ :**—পরমাত্মা।

যেমন প্রভাবান্ অগ্নি বা আদিত্যের প্রভা, উহাদের অংশ বটে, কিন্তু অগ্নির বা আদিত্যের স্বরূপ এবং স্বভাব উহাদের প্রভা হইতে ভিন্ন, সেইরূপ জীব ব্রহ্মের অংশ হইলেও, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব, জীবের স্বরূপ ও স্বভাব হইতে ভিন্ন। জীব যে প্রকার, পরমাত্মা সে প্রকার নহে।

ভাগবত বলিতেছেন :—

ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথক্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৮।৪১

(১।২।৩ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে
[পৃঃ ৪৮৫-৪৮৬])।

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ।
নামরূপবিভেদেন ফল্গ্ব্যা চ কলয়া কৃতাঃ ॥ ভাগঃ ৮।৩।২২
যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৩

—যাঁহার অত্যল্প অংশে সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাদিদেব ও চরাচর লোক ভিন্ন ভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট হইয়া বিরচিত হইয়াছে। যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণসমূহ উদ্গত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁহা হইতে এই গুণ-প্রবাহ, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়সকল, এবং শরীরসকল নির্গত ও যাঁহাতে বিলীন হইতেছে। ভাগঃ ৮।৩।২২-২৩।

……ত্বহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৯

—যেরূপ অগ্নি হইতে উত্থিত শিখা অগ্নির কোনও কার্য্যসাধক হয় না, সেইরূপ আমি আপনার কাছে কি কার্য্য সাধন করিতে অভিলাষ করিব?

ভাগঃ ১০।১৪।৯

সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ভাগঃ ৬।৯।৩৯

দেবগণ বলিতেছেন:—যিনি জগৎস্থ সকল প্রাণীর সকল প্রত্যয়ের অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও নির্লিপ্ত, সেই সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, পরমাত্মার নিকট আমাদের কি বলিবার বা জানাইবার আছে? অগ্নির অতি ক্ষুদ্র অংশ একটি স্ফুলিঙ্গ, অগ্নির কাছে কি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়? ভাগঃ ৬।৯।৩৯

দেবগণ তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, তখন অন্য জীবের কথা কি?

তবে "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিতে যে অভেদ উক্ত হয়, তাহার কারণ প্রভা, প্রভাবান্ হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহে। ঐরূপ শক্তি, শক্তিমান্ হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহে। সেই জন্য ভেদে ও অভেদ বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ জীব ব্রহ্মের শক্তি একারণ শক্তিমান ব্রহ্ম হইতে অভেদ বটে। উপরে যে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব জীবের স্বরূপ ও স্বভাব হইতে ভিন্ন"—উহা অবিশুদ্ধ, সংসারবদ্ধ, অবিদ্যা আবরণে আবৃত সাধারণ জীবের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ জীব সম্বন্ধে নহে।

ভিত্তি :—

১। একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৫৫)

—এক স্থানে অবস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও সেইরূপ এই নিখিল জগদ্রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। (বিঃ পুঃ ১।২২।৫৫)

২। যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।২২।৩৬)

—হে দ্বিজ! এই প্রাণিজাত হইতে যে কিছু পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও, তৎ সমস্তই শ্রীহরির তনুস্বরূপ। বিঃ পুঃ ১।২২।৩৬

৩। "যস্যাত্মা শরীরম্"॥ (বৃহদারণ্যক, মাধ্যন্দিন, ৩।৭।২২)

—আত্মা যাঁহার শরীর। (বৃহঃ, মাধ্যন্দিন, ৩।৭।২২)।

সূত্র :—২।৩।৪৭।

স্মরন্তি চ॥ ২।৩।৪৭॥

পরাশরাদি পুরাণকারগণও প্রভা ও প্রভাবানের ন্যায়, শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায়, জগৎ ও ব্রহ্মের শরীর ও শরীরী ভাবেই অংশাংশীভাব বলিয়াছেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকদ্বয় তাহার প্রমাণ। সূত্রে 'চ'কার থাকায়, শ্রুতিও তাহাই সমর্থন করেন বুঝিতে হইবে এবং উহার পোষক রূপে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৭।২২ মন্ত্রাংশ শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্য কি, তাহা ২।৩।৪৩ সূত্রের আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই সূত্রটি দ্বারা সূত্রকার অন্য স্মৃতিকর্ত্তাদিগের উল্লেখে নিজ মতের পোষকতা সাধন করিয়াছেন।

[শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্য্য এবং তৎপাদানুসারী শ্রীমদ্‌ বলদেব ২।৩।৪৬ ও ২।৩।৪৭ সূত্রের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে **"প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ"**—সূত্রের অর্থ এই যে, জীব যেমন ব্রহ্মের অংশ, মৎস্যাদি অবতারগণও ব্রহ্মের অংশ হইলেও, জীবের ন্যায় নহে। যেমন সূর্য্যও প্রকাশ এবং খদ্যোতও প্রকাশ—উভয়েতেই আলোক বর্ত্তমান, অথচ, খদ্যোতকে সূর্য্য বা সূর্য্যকে খদ্যোত বলা যায় না; সেইরূপ মৎস্যাদি অবতারও ব্রহ্মের অংশ, এবং জীবও ব্রহ্মের অংশ—তা' বলিয়া মৎস্যাদি অবতার জীব নহে। **"স্মরন্তি চ"** সূত্রের পোষকে মধ্বাচার্য্য ভাগবতের **"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ম্‌।"** ১।৩।২৮ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের ১০।১০।৩৪ শ্লোকও বিচারণীয়।

> যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
> তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ॥
>
> ভাগঃ ১০।১০।৩৪

—ভগবান্‌ নিজে অশরীরী, নিরবয়ব। শরীরধারীগণের মধ্যে তাঁহার অবতারগণের আবির্ভাব হয়, এবং সাধারণ দেহীদিগের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসঙ্গত অতুল্যাতিশয় বীর্য্য প্রভৃতির নিদর্শনে ঐ সকল অবতারগণকে জানা যায়। ভাগঃ ১০।১০।৩৪

অতএব, তাঁহারা জীব নহেন।

অনুসন্ধিৎসুগণের অবগতির জন্য এই অর্থটি প্রদত্ত হইল।]

সংশয় :—ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়ম্যত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম যদি সমগ্র জীবের সমান প্রকারই হইল, তবে জীবে জীবে বিধি-নিষেধের ঘটা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কেন? যেমন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির বেদাধ্যয়নে এবং বেদ বিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে অনুমতি, এবং শূদ্রাদির তাহার প্রতিষেধ, কাহারও কাহারও সম্বন্ধে দেব বিগ্রহ দর্শন, স্পর্শন পূজনাদির অনুমতি, এবং কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তাহার নিষেধ, শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় কেন? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যেমন ব্রহ্মাংশ, শূদ্রও ত সেই প্রকার ব্রহ্মাংশই। ইহা কি প্রকারে সমাধান করিবে? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র—২।৩।৪৮।

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ২।৩।৪৮ ॥

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ + দেহসম্বন্ধাৎ + জ্যোতিরাদিবৎ ॥

অনুজ্ঞা-পরিহারৌ :—অনুমতি ও নিষেধ। **দেহসম্বন্ধাৎ** :—দেহের সহিত সম্বন্ধ নিমিত্ত। **জ্যোতিরাদিবৎ** :—যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের।

যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও, অশুচি জ্ঞানে শ্মশানাগ্নির ত্যাগ, এবং ব্রাহ্মণ গৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে; সূর্য্যালোক এক হইলেও অপবিত্র দেশস্থ সূর্য্যালোকের পরিহার, এবং পবিত্র দেশস্থের গ্রহণ করা হইয়া থাকে; সমস্তই মৃত্তিকার হইলেও হীরকাদির গ্রহণ এবং মৃত দেহাদির পরিত্যাগ, পবিত্র জ্ঞানে গাভীর মূত্র পুরীষাদির গ্রহণ এবং অপরের পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে; সেইরূপ সমুদায় জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও দেহ সম্বন্ধবশতঃই লৌকিক ও বৈদিক অনুজ্ঞা পরিহার উভয়ই সঙ্গতার্থ হয়।

ভাগবত বলিতেছেন :—

দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্ ॥ ভাগঃ ১০।৫৪।৪৫

—আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক আদ্যন্তবিশিষ্ট এই দেহ, দেহীকে সংসারে প্রবৃত্ত করে, তাহাতেই সর্ব্বদেহে এক বিশুদ্ধ আত্মা প্রতীত হয়েন না।

ভাগঃ ১০।৫৪।৪৫

দেহ সম্বন্ধ কেন হয়, উহা মনোবিলাস মাত্র মিথ্যা কিনা, এ সম্বন্ধে সূত্রকার কোনও বিচার এখানে উত্থাপন করেন নাই। তর্কের খাতিরে ইহা মিথ্যা বলিয়া মানিয়া লইলেও সংসার নিবৃত্তি হয় না।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥　ভাগঃ ১১।২৮।১৪

—যেমন বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্নকালেও সর্প দংশনাদি নানা প্রকার অনর্থ উপস্থিত হয়, সেইরূপ বস্তু যথার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও, সংসার নিবৃত্তি হয় না। ভাগঃ ১১।২৮।১৪

একারণ, যতদিন দেহসম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন বিধি-নিষেধের সার্থকতাও বর্ত্তমান থাকিবে। দেহ সম্বন্ধ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না।

—যেমন ছায়া, প্রতিধ্বনি এবং আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহারা বস্তুতঃ অসৎ হইলেও, ভয় মোহাদি অনর্থের উৎপাদক হয়, সেইরূপ দেহাদি ভাবসকলও মৃত্যু হইতে ভয় উৎপাদন করে। ভাগঃ ১১।২৮।৫

ছায়া-প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণঃ।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যামৃত্যুতো ভয়ম্॥　ভাগঃ ১১।২৮।৫

অতএব, যতদিন দেহ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মৃত্যু হইতে ভয়ও বর্ত্তমান থাকিবে। এই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়ই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দেহ সম্বন্ধ নিবন্ধনই উহাদের সার্থকতা সিদ্ধ হইল।

সংশয় :—দেহ বিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকায় শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা ও পরিহার অনর্থক হয় না বটে, কিন্তু জীব যদি ব্রহ্মাংশই হয়, তবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের সাঙ্কর্য্য উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আমার দেহে যে ব্রহ্মাংশ আত্মা, তোমার দেহতেও সেই ব্রহ্মাংশ আত্মা। ব্রহ্মাংশ আত্মার ত জাতি, বর্ণ, বা বয়স ভেদ নাই। তুমি আমি ভাল মন্দ কাজ করিতেছি, দেহান্তে তাহার ফল-ভোক্তা একই আত্মা। আমি স্বর্গ প্রাপ্তিহেতু কোন পুণ্য কার্য্য না করিলেও, তোমার কৃত পুণ্য কার্য্যের জন্য আমার স্বর্গলাভ হইতে পারে, আর, আমি নরক প্রাপ্তির উপযোগী পাপ কার্য্য করিলে, এবং তুমি তাহা না করিলেও, আমার কৃত কার্য্যের জন্য তোমার নরক ভোগ হইতে পারে। এই সাঙ্কর্য্য নিবারণের উপায় কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।৪৯।

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ২।৩।৪৯ ॥

অসন্ততেঃ + চ + অব্যতিকরঃ ॥

অসন্ততেঃ :—অবিচ্ছিন্নভাবের অভাব হেতু। **চ :**—ও। **অব্যতিকরঃ :**—সাঙ্কর্য্যের অভাব।

ব্রহ্মাংশকত্বাদি কারণে—জীবগণের একরূপতা থাকিলেও, পরস্পর ভেদ থাকায়,—অর্থাৎ অণুপরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতি শরীরে অভিমান হেতু ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, ভোগের ব্যতিকর—সাঙ্কর্য্য—হইতে পারে না। মৃত্যুর পরও আত্মার সূক্ষ্ম শরীর বর্ত্তমান থাকে। ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। ভগবান সূত্রকারও ৩।১।১ সূত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন। এই "সূক্ষ্ম শরীর" আত্মার চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী সৃজন করে, যতদিন আত্মা এই বেষ্টনী হইতে মুক্ত হইতে না পারে, ততদিন সংসারে তাহার গতাগতির বিরাম নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। "আত্মা" স্বরূপতঃ সকলের এক হইলেও এই বেষ্টনী পরস্পরের পার্থক্য সৃজন করে। তড়িতা-লোক সর্ব্বত্র এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন গৃহস্থ ভিন্ন ভিন্ন আকারের, বর্ণের ও পরিমাণের কাচাবরণের মধ্যে উহাদিগের ভিন্ন ভাবের দর্শন ও ব্যবহার করিয়া থাকে। সেইরূপ "আত্মা" স্বরূপতঃ এক হইলেও এই ভিন্ন ভিন্ন বেষ্টনীর মধ্য দিয়া জগদ্ব্যবহার সম্পাদন করিয়া থাকে। এই বেষ্টনী সত্য বলিতে হয়

বল, মিথ্যা বলিতে হয় বল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না, যতদিন ইহা বর্ত্তমান থাকিবে, জগদ্ব্যবহারও ততদিন বর্ত্তমান থাকিবে। এই বেষ্টনী হইতে মুক্তিলাভই শাস্ত্রে "মুক্তি" আখ্যায় আখ্যায়িত। ইহা পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম, এই সূক্ষ্ম দেহের বেষ্টনী আত্মার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে বলিয়া, একজনের কৃত কর্ম্মের ভোগ অপরের পক্ষে সম্ভব হয় না।

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ প্রভৃতিতে অভিমানী, এবং উহাদিগের অন্তরস্থ গুণ কর্ম্মমূর্ত্তি জীব সূক্ষ্ম উপাধিসকলের দ্বারা সূত্র মহান্ ইত্যাদি বহু প্রকারে কথিত হইয়া কাল-মূর্ত্তি পরমেশ্বরের অধীনে সংসারের সর্ব্বত্র ধাবমান হয়। ভাগবত ১১।২৮।১৭

সম্পূর্ণ শ্লোকটি ১।৩।৫ সূত্রের আলোচনায় [পৃঃ ৫৬৮] উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

যতদিন এই উপাধিতে অভিমান বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন সংসারে গতাগতি।

এই কথাই ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন :—

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ।

ভাগঃ ১০।৮৭।৩৮

—(ইহার সরলার্থ ১।৪।৮ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। [পৃঃ ৬৮৮])।

অতএব, যতকাল উপাধিতে অভিমান, ততকাল সংসারে গতাগতি, ততকাল দেহ-সম্বন্ধ বিদ্যমান, এবং ততকাল শাস্ত্রের উপদিষ্ট বিধি-নিষেধ সমুদায়ের সার্থকতা আছে। মুক্ত হইলে, বা অবিদ্যাজাত প্রপঞ্চের বাহিরে যাইবার সামর্থ্য হইলে, আর বিধি-নিষেধের প্রয়োজনীয়তা নাই। তখন সে আত্মা বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থায় অবস্থিত।

ভিত্তি :—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥

(কঠঃ ২।২।৯)

—যেমন একই অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্য পদার্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ একই আত্মা, উপাধি অনুসারে সেই সেই উপাধির অনুরূপ, এবং তাহা হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হন।

(কঠঃ ২।২।৯)

সম্প্রতি প্রপঞ্চ জগৎ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বসূত্রের সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিতেছেন। প্রপঞ্চের দৃষ্টান্ত প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তুতে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রালোচনায় একাধিকবার বলা হইয়াছে। এখানেও তাহা মনে রাখা প্রয়োজন।

সূত্র :—২।৩।৫০।

আভাস এব চ ॥ ২।৩।৫০ ॥

আভাসঃ + এব + চ ॥

আভাসঃ :—প্রতিবিম্ব। **এব :—**সদৃশ। **চ :—** ও।

'এব' শব্দের দুইটি অর্থ প্রসিদ্ধ। 'এব' অবধারণে এবং সাদৃশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে নিশ্চয়ার্থক 'অবধারণ' অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া, দৃষ্টান্তের প্রতিপাদক 'সাদৃশ্য' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'চ' শব্দের অর্থও সুস্পষ্ট। পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত জীবের "অসন্ততি"র জন্য যেরূপ ভোগের সাঙ্কর্য্য হইতে পারে না, সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতিবিম্বের দৃষ্টান্তে 'ও' সেই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।

যেমন একই সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্র হইতে উৎপন্ন প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রগুলির মধ্যে কোনও একটি জলপাত্র কম্পিত করিলে, সেই কম্পন, তাহা হইতে উৎপন্ন প্রতিবিম্বে দৃষ্ট হয় মাত্র, অন্য কোনও প্রতিবিম্বে বা বিম্বে সঞ্চারিত হয় না, সেইরূপ জীবও ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির অংশ, কোনও বিশেষ উপাধি গত গুণ দোষ সেই উপাধিতে উপহিত

জীবে দৃষ্ট হইতে পারে, অন্য অন্য উপাধিতে উপহিত জীবে বা পরব্রহ্মে তাহারা সংক্রামিত হইতে পারে না। অতএব এ দৃষ্টান্তেও ভোগের সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, উপরে যে অর্থ দেওয়া হইল, ঐ অর্থেই দৃষ্টান্তটি প্রযোজ্য। প্রতিবিম্ব স্বরূপতঃ মিথ্যা বলিয়া জীবের মিথ্যাত্ব ইঙ্গিত করা সূত্রকারের উদ্দেশ্য নহে।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্য কি, দেখা যাউক।

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষদঃ সমীর বেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্ব-মায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি॥

ভাগঃ ১০।১।৪৩

—যেরূপ সূর্য্য বা চন্দ্রের জ্যোতিঃ, জলে বা তৈল ঘৃতাদি পার্থিব পদার্থে প্রতিবিম্বিত হইলে বায়ু বেগের অনুগত হইয়া কম্পাদিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ জীব অবিদ্যারচিত দেহে অনুরাগবশতঃ প্রবিষ্ট হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১০।১।৪৩

ইহা হইতেও বুঝা গেল যে, ভিন্ন ভিন্ন জীবের দেহ ভিন্ন ভিন্ন বিধায়, সেই সেই দেহস্থ জীবই সেই সেই দেহধর্ম্মে ধর্ম্মী হইয়া মোহপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ভোগ সাঙ্কর্য্যের সম্ভাবনা নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ কি প্রকার—এ প্রশ্ন মনে সহজেই উদয় হয়। বৈদান্তিকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। উঁহাদের মধ্যে একটি **অবচ্ছিন্ন বাদ** ও অপরটি **প্রতিবিম্ব বাদ**। প্রথম কোটির বৈদান্তিকগণ বলেন, যেমন নিরবয়ব, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন আকাশ ঘটাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ ঘটাকাশাদিরূপে পরিচিত হয়,—কিন্তু তদ্দ্বারা আকাশের স্বরূপত্বের হানি হয় না; সেইরূপ নিরবয়ব, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জীব রূপে পরিচিত হন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। ইহাদের ভিত্তি সূত্রকারের ২।৩।৪৩ সূত্র।

দ্বিতীয় কোটির বৈদান্তিকগণ ভগবান সূত্রকারের ২।৩।৫০ সূত্রের বলে আপনাদের প্রতিবিম্ববাদ সমর্থন করেন। ইঁহারা বলেন যে, যদিও সূত্রকার দ্বৈতবোধক বলবান শ্রুতিসকলের মূলে ২।৩।৪৩ সূত্র প্রণয়ন করিতে বাধ্য

হইয়াছেন, তথাপি অবচ্ছিন্নবাদ তাঁহার নিজের অভিপ্রেত নহে। ২।৩।৫০ সূত্রে নিশ্চয়াত্মক "এব" শব্দের প্রয়োগ তাহার প্রমাণ। বিশেষতঃ শুদ্ধ অদ্বৈতবাদে জীব ব্রহ্মের ঈষদপি পার্থক্য সম্ভব নহে। জীব অন্তঃকরণ বা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস মাত্র, এবং আভাসের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই,—মিথ্যামাত্র, সেইরূপ জীবত্বের বাস্তবিক সত্তা নাই, উহা অজ্ঞান-প্রসূত, সুতরাং মিথ্যামাত্র।

কিন্তু ভগবান সূত্রকারের ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য সর্ব্ববিধ সংশয় নাশ এবং সেজন্য মীমাংসা দর্শনের অবতারণা। তিনি যে উভয় পক্ষের বিবাদ চিরস্থায়ী করিবার জন্য, বিভিন্ন ভাবে প্রণোদিত হইয়া, উক্ত উভয় সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভব নহে। উক্ত উভয়বাদের মধ্যে যদি একটি তাঁহার প্রিয়তর হইত, তাহা হইলে তাহা তিনি স্পষ্টই বলিতে পারিতেন, এবং তাহার সাপক্ষে বিচার ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করিতেন। আমরা উহা মনে করি না। একারণ যাহাতে উভয় সূত্রার্থের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়া, তাহারই প্রয়াস পাইয়াছি।

পূজ্যপাদ সূত্রকার ২।৩।৪৩ ও ২।৩।৫০ সূত্র প্রণয়ন করিয়া উভয় কোটির বৈদান্তিকগণের বিতণ্ডা চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহা সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় না। বিচার বুদ্ধিতে উক্ত দুইটি সূত্র আলোচনা করিলে মনে হয় যে, ৺পরমহংসদেবের উপদেশে **"পাকা আমি"** ও **"কাঁচা আমি"র** দৃষ্টান্তের ভিত্তি উক্তদুটি সূত্রে। অবচ্ছিন্নবাদে কথিত আত্মা পরমাত্মার অংশ বলিয়া পরমাত্মার ধর্ম্মে ধর্ম্মী, অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় "অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ পুরুষ" উপাধির সহিত সংস্পর্শশূন্য—ইহাই পরমহংসদেবের **"পাকা আমি"—ইহা পারমার্থিক আমি**। উহা বিম্বভূত আত্মচৈতন্য। বুদ্ধিতে উহার প্রতিবিম্বিত চৈতন্য **ব্যবহারিক আমি** বা **"কাঁচা আমি"—ইহার অপর নাম অহংকার। ইহারই সংসার।** ইহার আলোচনা ২।১।২৩ সূত্রে করা হইয়াছে। স্থূল আমি, কৃশ আমি, সুস্থ আমি, রুগ্ন আমি, সুখী আমি, দুঃখী আমি, ইত্যাদি বিভিন্নরূপ অধ্যারোপ পারমার্থিক আমিতে নহে। ব্যবহারিক কাঁচা আমিতে বা অহঙ্কারেই উহা সংসারে ব্যবহার সম্পাদনের কারণ হয়। সম্ভবতঃ ইহা প্রকাশের জন্য উক্ত উভয় সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

সূত্রস্থ "এব" পদের অবধারণ অর্থ করিলে, উপরের লিখিত অর্থই সঙ্গত মনে হয়। মনে হয় যে, সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, ২।৩।৪৩ সূত্রে জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ বলা হইয়াছে। উহা জীবের স্বরূপ নির্দ্দেশক। অংশ

অংশী হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং পরমাত্মা যেমন অসঙ্গ, উদাসীন, সাক্ষী, জীব স্বরূপে তাঁহার অংশ হওয়ায় ও সেইরূপ অসঙ্গ প্রভৃতি হইবে। সুতরাং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব জীব স্বরূপে নাই। উহা "আভাসেরই" অর্থাৎ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের—অন্য কথায় ব্যবহারিক জীবের বা অহঙ্কারের যাহা "কাঁচা আমি" বলিয়া পরমহংসদেব বলিয়াছেন। অতএব সংসার, বন্ধ, মোক্ষ ইত্যাদি বুদ্ধির ব্যাপার। জীব-চৈতন্য কর্তৃক অনুপ্রেরিত বুদ্ধিই উহাদের মূলে।

৩।২।৫ সূত্র ২।৩।৪৩ ও ২।৩।৫০ সূত্রের সহিত পাঠ ও বিচার করিলে, পরবর্ত্তী দুই সূত্রে পারমার্থিক জীব ও ব্যবহারিক জীব যে সূত্রকারের অভিপ্রেত তাহা প্রতীত হয়।

এ প্রসঙ্গে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত আলোচনায় সংসারে ব্যবহার নিষ্পাদনকারী "জ্ঞাতা" আমির অপরিহার্য্য পশ্চাতে একজন "জ্ঞেয়" আমির অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। আমার মনে হয় যে, উহাদের উভয়ের পরিচয় ২।৩।৫০ ও ২।৩।৪৩ সূত্রে যথাক্রমে দিয়াছেন। উহাদের একটি তাঁহার বিশেষ অভিপ্রেত, অপরটি সেরূপ নহে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সাম্প্রদায়িক আচার্য্য ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সূত্রকারের প্রকৃত অভিপ্রায় না বুঝিয়া, নিজেদের কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'আভাস' অর্থে "হেত্বাভাস" মাত্র বলিয়াছেন। তাঁহার মতে অখণ্ডৈকরস স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্য যে অবিদ্যা উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে, তাহার যে "হেতু" প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা, তথ্য প্রতিপাদক "হেত্বাভাসমাত্র" কারণ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের প্রকাশ নাশে ব্রহ্মেরও নাশ সম্ভাবনা আপতিত হইতে পারে। উক্ত ব্যাখ্যা প্রকৃত হেতু নহে কষ্টকল্পনা মনে করিয়া, সূত্রের যে সহজ অর্থ প্রতীয়মান হয়, তাহাই দেওয়া হইল। আমাদের ব্যাখ্যা শঙ্কর-সম্মত।]

জীবের বৈচিত্র্য কেন হয়, সম্প্রতি তাহার কারণ দর্শাইতেছেন।

সূত্র :—২।৩।৫১।

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ২।৩।৫১ ॥

অদৃষ্ট + অনিয়মাৎ ॥

অদৃষ্ট :—জীবের প্রাক্তন কর্ম্মজাত অদৃষ্টের। **অনিয়মাৎ :**—নিয়ম না থাকায়।

জীবের প্রাগ্‌জন্ম পরম্পরায় কৃতকর্ম বিভিন্ন হওয়ায়, সে সমুদায় হইতে উৎপন্ন অদৃষ্ট বিভিন্ন হওয়াই সঙ্গত, স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। সুতরাং সকলের অদৃষ্ট যে একরূপ হইবে, এরূপ কোন নিয়ম না থাকায় জীব-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। অদৃষ্ট অর্থ ই প্রাক্তন কর্ম্মফল। বীজাঙ্কুর ন্যায়ে, সৃষ্টি এবং সেজন্য জীবের কর্ম্ম অনাদি হওয়ায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবের কর্ম্ম এক প্রকার না হওয়ায়, জীব-বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। এ প্রশ্ন আমরা ২।১।২৩ সূত্র প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সংসারে জীব-বৈচিত্র্যের কারণ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকৃতিস্থোঽপি পুরুষো নাজ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
অবিকারাদকর্তৃত্বান্নির্গুণত্বাজ্জলার্কবৎ ॥
স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষভিবিষজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ভাগঃ ৩।২৭।১
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্যনির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥ ভাগঃ ৩।২৭।২

—পুরুষ স্বরূপতঃ অবিকারী, অকর্ত্তা, নির্গুণ। জলে সূর্য্যবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইলে, সে যেমন জলগত ধর্ম্মে স্পৃষ্ট হয় না, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইলেও প্রকৃতির গুণে স্পৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন ঐ পুরুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করেন, তখনই তিনি প্রকৃতির গুণদোষে আসক্ত হন। এবং তজ্জন্য অবশ হইয়া প্রাসঙ্গিক কর্ম্মদোষে সৎ, অসৎ এবং মিশ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পদবী প্রাপ্ত হন। তখন আর কোনও প্রকারে নির্বৃতি লাভ করিতে পারেন না। ভাগঃ ৩।২৭।১-২।

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥

ভাগঃ ৩.২৮।৪৩

—যেমন একই অগ্নি, আপনার উৎপত্তি বা প্রকাশস্থান কাষ্ঠাদি বৈষম্যে দীর্ঘ হ্রস্বাদি ভেদ বশতঃ নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিতআত্মাও দেহের গুণ-বৈষম্য বশতঃ নানারূপ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ভাগঃ ৩।২৮।৪৩।

প্রকৃতি সর্ব্বত্র সম হইলেও ভগবানের পরিচারক কর্ম্মদেবতাগণ ভগবানের নিয়মানুসারে—জীবের কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগের জন্য প্রকৃতি হইতে উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে ও পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া জীবের উপাধি বা দেহ গঠিত করেন, ইহা ২।১।২৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। উপাধির বৈষম্য হেতু জীববৈষম্য।

[এই সূত্রটির অর্থ শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে করা হইল। ইহাই সূত্রের সহজ অর্থ। ইহাতে সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদের সহিত বিতণ্ডার অবসর নাই। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ এই প্রকার বিতণ্ডার অবকাশ দিয়াছেন।]

সূত্র—২।৩।৫২।

অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্‌॥ ২।৩।৫২॥

অভিসন্ধি + আদিষু + অপি + চ + এবম্‌॥

অভিসন্ধি + আদিষু :—অভিপ্রায়, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিতে। **অপি :**—ও। **চ :**—এবং। **এবম্‌ :**—এইরূপ।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বৈচিত্র্য যাহা জীবে দেখা যায়, তাহাও অদৃষ্ট হইতে সংঘটিত হয়।

ভাগবত বলিতেছেন :—

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ কেনাপ্যসৌ চোদিত আ নিপাতাৎ।

ভাগঃ ১১।২৮।৩১

—জীবসকল মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন, সংস্কার প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে, এবং তদ্দ্বারা বিকৃত হয়। ভাগঃ ১১।২৮।৩১

এই সংস্কারই প্রাক্তন কর্ম্ম বা অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহা আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। এ সংস্কার সহজে নাশ প্রাপ্ত হয় না। ভাগবত এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

যথা হ্যনুবৎসরং কৃষ্যমাণমপ্যদগ্ধবীজং ক্ষেত্রং পুনরেবাবপনকালে
গুল্মতৃণবীরুদ্ভির্গহ্বরমিব ভবতি এবমেব গৃহাশ্রমঃ কর্ম্মক্ষেত্রং
যস্মিন্ন হি কর্ম্মাণ্যুৎসিদন্তি যদয়ং কামকরণ্ড এষ আবসথঃ॥

ভাগঃ ৫।১৪।৫

—প্রতি বৎসর ক্ষেত্র কর্ষণ করিলেও, তত্রস্থ তৃণ গুল্মাদির বীজ সকল দগ্ধ না হওয়াতে, পুনরায় বপন সময়ে তৃণ-গুল্ম-লতা ইত্যাদির উৎপত্তি হেতু দুর্গম গহ্বর তুল্য হয়, সেইরূপ এই গৃহাশ্রম কর্ম্মসকলের ক্ষেত্র স্বরূপ—ইহাতেও কর্ম্মসকল একেবারে উৎসন্ন হয় না। কারণ, এই গৃহ কাম কর্ম্ম সকলের করণ্ড বা পেঁটারি—ফলতঃ যেমন কর্পূরপাত্রের কর্পূর ক্ষয় হইয়া গেলেও তাহার পরিমল ক্ষয় হয় না, তাহার ন্যায় কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইলেও, বাসনা বিনষ্ট না হওয়াতে, একেবারে উৎসন্ন হয় না। ভাগঃ ৫।১৪।৫

প্রারব্ধ কর্ম্ম হইতেই দেহের উৎপত্তি হয়, ইহা ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতি সমীক্ষত এব সাসুঃ। ভাগঃ ১১।১৩।৩৬

—যতদিন প্রারব্ধ কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেহ দৈব-বশতাপন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন প্রাণধারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিবে। ভাগঃ ১১।১৩।৩৬

—পুনঃ পুনঃ বিষয় সেবা করিলে সংস্কার উৎপন্ন হয়, এবং সংস্কারবশে চিত্ত গুণে আসক্ত হওতঃ, বাসনা রূপে গুণসকলই চিত্তে দৃঢ়রূপে সংসক্ত হয়। ভাগঃ ১১।১৩।২৫

গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৫

অতএব বুঝা গেল যে, অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কর্ম্ম হইতেই দেহের বা সংস্কারের উৎপত্তি; তাহা হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে বাসনা, আবার তাহা হইতে পুনরায় জন্ম, ইত্যাদি চক্রভ্রমিরূপে চলিতে থাকে। সুতরাং অদৃষ্টই বৈচিত্র্যের মূল।

প্রাক্তন কর্ম্ম হইতে পরজন্মের দেহোৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহাও ভাগবত বলিয়াছেন :—

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষ-শোক-ভয়ার্ত্তিদাম্॥ ভাগঃ ৬।১।৪৭
দেহহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্বর্গো নেচ্ছন্ কর্ম্মাণি কার্য্যতে।
কোশকার ইবাত্মানং কর্ম্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি॥ ভাগঃ ৬।১।৪৮

—পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনঃ এই ষোড়শ কলা-বিশিষ্ট লিঙ্গশরীর, এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ত্রিবিধ শক্তি, জীবে অনাদি হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদা, সংসারের কারণভূতা বাসনা জন্মাইয়া দেয়, জীব অজ্ঞ এবং কামাদি রিপু ষড়্বর্গ জয় করিতে অক্ষম বিধায়, ইচ্ছা না থাকিলেও, ঐ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, কর্ম্ম করিয়া থাকে। সুতরাং কোশকার কীটের ন্যায়—সে আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া, নির্গমনোপায় জানিতে পারে না। ভাগঃ ৬।১।৪৭-৪৮

অতএব বুঝা গেল যে, মূলে অহংকারে বিমূঢ় হইয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসা। কর্ত্তা হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠান, তজ্জনিত ফল ভোগ, কর্ত্তাকেই করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

সংশয় :—অদৃষ্টই জীববৈচিত্র্যের কারণ বলিতেছ কেন ?

স্বর্গ, পৃথিবী ও নরক, এই তিন প্রদেশে জন্ম হেতুও ত বৈচিত্র্য সংঘটিত হইতে পারে ? স্বর্গ সুখভোগের স্থান, পৃথিবী সুখ এবং দুঃখ উভয় ভোগের স্থান, এবং নরক দুঃখভোগের স্থান। সুতরাং উক্ত যে কোনও স্থানে অবস্থিত হইলে, জীব সেই সেই স্থানের ভোগ্য সুখ, দুঃখ অথবা উভয় ভোগ করিবে, এ প্রকারও ত হইতে পারে ? ইহার সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৩।৫৩।

প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ভাগঃ ২।৩।৫৩ ॥

প্রদেশাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অন্তর্ভাবাৎ ॥

প্রদেশাৎ :—প্রদেশ হেতু। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**— না। **অন্তর্ভাবাৎ :**—অন্তর্ভুক্ত হওয়া হেতু, উক্ত প্রদেশে অবস্থান অদৃষ্ট সাপেক্ষ হেতু।

যদি আপত্তি কর যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য বা নরকে অবস্থান হেতু, জীব সুখ, দুঃখ বা তদুভয় ভোগ করিবে, ইহাতে জীবের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহাতে সূত্রকার বলিলেন, না, তাহা নহে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা নরকে জন্মলাভও অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কর্ম্মসাপেক্ষ। উহা অহৈতুক বা আকস্মিক সংঘটিত হয় না।

২।৩।৫১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।২৭।২ শ্লোকে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মানুসারেই পুরুষের সৎ, অসৎ বা মিশ্র যোনিতে জন্ম হয়, অর্থাৎ সৎ যোনিতে—দেবতারূপে স্বর্গে, অসৎ যোনিতে—কৃমি কীটাদিরূপে নরকে, এবং মিশ্র যোনিতে—মানবাদি রূপে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম হয়। অতএব কর্ম্মই এরূপ জন্মবিধানের কারণ।

অন্যত্র আছে :—

যেন যাবান্ যথাঽধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ।

স এব তৎফলং ভুঙ্‌ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥ ভাগঃ ৬।১।৪১

—যে ব্যক্তি ইহলোকে যে প্রকার যত ধর্ম্ম অথবা অধর্ম্ম আচরণ করে, সে পরলোকে তাবৎ পরিমিত ফল অবশ্যই ভোগ করিয়া থাকে। ধর্ম্মানুসারে সুখ ভোগ ও অধর্ম্মানুসারে দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

ভাগঃ ৬।১।৪১

জীব' বলিতেছেন :—এই বিশেষ পুরুষ ও নারী কোন্ জন্মে আমার পিতা-মাতা হইয়াছিলেন? আমি ত আমার কৃত কর্ম্মপুঞ্জের দ্বারা দেব, মনুষ্য ও পশু যোনিতে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিয়াছি।

ভাগঃ ৬।১৬।৩

কস্মিন্ জন্মন্যমী মহ্যং পিতরো মাতরোঽভবন্।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণস্য দেবতির্য্যঙ্‌নৃযোনিষু॥ ভাগঃ ৬।১৬।৩

অন্যত্রও ঐ এক কথাই আছে :—

গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথা কর্ম্মাভিজায়তে॥

ভাগঃ ৪।২৯।২৪

শুক্লাৎ প্রকাশভূয়িষ্ঠাল্লোকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাংস্তমঃশোকোৎকটান্ ক্বচিৎ॥

ভাগঃ ৪।২৯।২৫

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্দধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথা কর্ম্ম গুণং ভবঃ॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৬

—তখন গুণাভিমান হেতু সেই পুরুষ অবশ হইয়া কার্য্য করে, এবং সেই কর্ম্ম যেরূপ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস হয়, তদনুসারে কর্ম্মফল ভোগোপযোগী দেহ লইয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। যদি তাহার কর্ম্ম সাত্ত্বিক হয়, তাহা হইলে যে সকল লোক প্রকাশবহুল, সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়। যদি রাজস হয়, তবে যে সকল লোকে বিস্তর আয়াস প্রয়োজন, অতএব যাহাতে দুঃখ প্রচুর—সেই সকল লোক প্রাপ্ত হয়। আর যদি তাহার কার্য্য তামস হয়, তাহা হইলে উৎকট শোক মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বিভিন্ন কর্ম্ম নিবন্ধন, কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও ক্লীব, কখনও দেব, কখনও মনুষ্য এবং কখনও তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ফলতঃ যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ তাহার তদনুরূপ জন্মলাভ হয়। ভাগঃ ৪।২৯।২৪-২৫-২৬।

কর্ম্ম যে কি প্রকারে অপরিহার্য্যভাবে তাহার অব্যভিচারী ফল উৎপাদন করে, তাহা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভরতের উপাখ্যানে বুঝিতে পারি। রাজা ভরত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক একান্তচিত্তে ভগবদারাধনা করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে একটি গর্ভবতী হরিণী ব্যাঘ্রের আক্রমণে নদী উল্লম্ফন করিয়া পর্ব্বতগুহায় পতিত হওয়ায়, হরিণীর গর্ভপাত এবং মৃত্যু হইল। গর্ভপাত হওয়ায় একটি হরিণ শিশু গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পতিত হইল। শাবকটি অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় পরিত্যক্ত দেখিয়া তিনি করুণা পরবশ হইয়া উহার লালন পালন করিলেন। ক্রমে তাহাতে তাঁহার অপত্যস্নেহ সঞ্চারিত হইল, এবং নিজের মৃত্যুকালে সেই হরিণ শাবকের বিষয় চিন্তা করায়, তিনিও পরজন্মে হরিণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৫।৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সুতরাং কর্ম্ম ভাল হউক, আর মন্দ হউক, নিজ ফল দিবেই দিবে। ভাল মন্দ কর্ম্মফল যোগ বিয়োগ হইয়া, সমষ্টিতে যে একটি যোগাত্মক পুণ্যফল বা বিয়োগাত্মক পাপ ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা নহে। পুণ্যের ফল সুখ, তাহাও ভোগ করিতে হইবে, এবং পাপের ফল দুঃখ, তাহাও ভোগ করিতে হইবে। উভয় ভোগ সমাপ্তি হইলে তবে অব্যাহতি—মুক্তি।

এই জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন :—

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ ভাগঃ॥ ১০।২৯।৯

—প্রিয়তমের বিরহ জন্য দুঃসহ তাপে সমুদায় অশুভ কর্ম্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, এবং ধ্যানপ্রাপ্ত পরমপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন উপভোগ হেতু পরমানন্দ লাভে সমুদায় পুণ্যকর্ম্মও ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। সুতরাং তাঁহারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ভাগঃ ১০।২৯।৯

অতএব, পুণ্য দ্বারা যে পাপ ধ্বংস হইবে, তাহা নহে। উভয়ের ভোগ হইবেই হইবে, এবং অভুক্ত কর্ম্ম পরজন্মের অদৃষ্ট সৃজন করে। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা নরকে, যে ভোগ—তাহা নিজ কর্ম্ম কৃত।

[এই সূত্রটি শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য—"প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ" এইরূপ পাঠ করিয়া অর্থ করিয়াছেন—অর্থে বৈলক্ষণ্য নাই। আমাদের পাঠ আচার্য্য শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ ও বলদেব সম্মত।

এই সূত্র এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রের অর্থ আমরা মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যানুসারে করিয়াছি। উহাই সূত্রদ্বয়ের সহজলভ্য অর্থ মনে হওয়ায়, উহাই অবলম্বন করিয়াছি। এখানে ইহা বলিয়া রাখি যে, আমরা কোনও মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এ আলোচনা করিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, সূত্রগুলির সহজ অর্থ অনুশীলন করিয়া, কি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাই দেখা প্রয়োজন। এবং শ্রীমদ্ভাগবত তাহার সমর্থন করেন কিনা। আগে হইতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া, তদনুসারে সূত্রের অর্থ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। ইহা আগেও বলা হইয়াছে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়　　　　চতুর্থপাদ

জীবের লিঙ্গশরীর সংক্রান্ত বাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার।

পূর্ব্বপাদে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চের কার্য্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এবং জীবেরও কার্য্যত্ব বা জন্যত্ব থাকিলেও স্বরূপ পরিবর্ত্তনাত্মক বিকারশীল উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, এবং তদুপলক্ষে জীবের স্বরূপও বিচারিত হইয়াছে। সম্প্রতি চতুর্থ পাদে জীবের ভোগ সাধন ইন্দ্রিয় সমূহের এবং প্রাণের উৎপত্তি বিচারিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের লিঙ্গ শরীর সংক্রান্ত বাক্যসমূহের পরস্পর বিরোধ পরিহার করা হইতেছে।

প্রথম সূত্রেই প্রাণের বিষয় কথিত হইয়াছে। বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম জন্য প্রাণতত্ত্বের সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। এই প্রাণতত্ত্বকে শ্রীমদ্‌-ভাগবত সূত্রতত্ত্ব বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। সূত্রে মণিগণের ন্যায়, জগৎ সংসার ইহাতে গ্রথিত বলিয়া ইহার নাম "সূত্র"। এই কারণেই প্রাণ ব্রহ্ম বলিয়া শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে। গীতায় ৭।৭ শ্লোকে এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, "সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায়, এই জগৎ আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে।" **"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥"** ফলতঃ, প্রাণ ব্রহ্মেরই কার্য্যমূর্ত্তি।

আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৬।৮ মন্ত্রে পাই, **"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।"**—এই ব্রহ্মের পরা শক্তি বহুপ্রকার শুনিতে পাওয়া যায়, প্রপঞ্চ সম্বন্ধে প্রধানতঃ তিনটি শক্তির উপলব্ধি হইয়া থাকে —জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং বলশক্তি। এই তিন শক্তি প্রপঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এই তিনের উপর প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, পরমাত্মার ঈক্ষণে প্রকৃতি কার্যশীলা হন, এবং তাহা হইতে জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়া থাকে। "ঈক্ষণ" অর্থ সংকল্প, তাহাও আমরা বুঝিয়াছি। পরমাত্মার সংকল্পানুসারেই তাঁহার বহিরঙ্গাশক্তিরূপিণী প্রকৃতি জড়া ও ভোগ্য স্বরূপা, বিষয়রূপে প্রকটিতা এবং সেই সংকল্প অনুসারেই, তাঁহার তটস্থা জীব শক্তি, চেতন, জ্ঞাতা এবং ভোক্তা রূপে প্রকটিতা এবং তাঁহারই সংকল্পানুসারে উভয়ের সংযোগে—প্রপঞ্চ জগতের অভিব্যক্তি এবং জাগতিক ব্যাপার পরম্পরার অভিনয়। ইহার সম্বন্ধে আলোচনা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য' পুস্তকের গায়ত্রী-তত্ত্বালোচনায় ৪৭ ও ৪৮ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।

যাহা হউক—**এই কার্য্যশীলা প্রকৃতিই, অথবা প্রকৃতিতে উপহিত চৈতন্যই জগদেককারণ—পরমেশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা। ইঁহারই কার্য্যমূর্ত্তি—মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব হইতে জগৎ-প্রপঞ্চ সাক্ষাৎভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।** ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় সৃষ্টি প্রক্রিয়ার যে চিত্র [পৃঃ ১৭০-১৭১] দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে। এই মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ বর্ত্তমান। ভগবদিচ্ছায়—ইহাদের বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়া সত্ত্ব প্রধান অংশে অধ্যাত্মচিত্ত, রজঃ প্রধান অংশে অধ্যাত্ম সূত্রতত্ত্ব বা প্রাণ এবং তমঃ প্রধান অংশে অধ্যাত্ম অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। বাসুদেব বা ক্ষেত্রজ্ঞ, হিরণ্যগর্ভ ও রুদ্র যথাক্রমে উহাদের অধিষ্ঠাতা বলিয়া অধিদৈব বলিয়া প্রখ্যাত। অর্থাৎ, বাসুদেব বা সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ—প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ব্রহ্মের বা ভগবানের জ্ঞানঘন, জ্ঞাতৃমূর্ত্তি; ইঁহারই পরিচালনায় বা নিয়ন্তৃত্বে ব্যষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবগণের উপলব্ধি বা অনুভব হইয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি প্রাণ—প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ব্রহ্মের বা ভগবানের ক্রিয়াঘন কর্ত্তৃমূর্ত্তি। ইঁহারই পরিচালনে বা নিয়ন্তৃত্বে ব্যষ্টি জীবগণের প্রাণন ও ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এবং রুদ্র বা সমষ্টি বলশক্তি—প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ব্রহ্মের বা ভগবানের বলঘন—অহঙ্কার বা ভোক্তৃমূর্ত্তি। ইঁহারই নিয়ন্তৃত্বে ব্যষ্টি জীবের "আমি, আমার" এই জ্ঞান এবং তজ্জনিত ভোক্তৃত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রপঞ্চের বাহিরে ব্রহ্মের যে স্বরূপ শক্তি আছে, তাহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় নহে। অতএব আমরা পাইলাম যে, **ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্বই—সূত্রতত্ত্ব বা প্রাণ।**

প্রাণ যে হিরণ্যগর্ভ, ইহার মূল আমরা অথর্ব্ব বেদের ১১ কাণ্ডের ২ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১১ মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যে দেখিতে পাই। মন্ত্রটির একাংশ এই :—

"......**প্রাণং দেবা উপাসতে**"। সায়ন ইহার অর্থ করিয়াছেন :—"**প্রাণং হিরণ্যগর্ভং সমষ্ট্যাত্মকং অগ্ন্যাদয়ো দেবা উপাসতে**"—অর্থাৎ সমষ্টিপ্রাণ হিরণ্য-গর্ভকে অগ্নি আদি দেবতাগণ উপাসনা করেন।

আবার প্রাণ যে সূত্রাত্মা, তাহাও অথর্ব্ব বেদের ১১ কাণ্ডের ২ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ সূক্তের ১৫ মন্ত্রের সায়ন ভাষ্যে দেখিতে পাই। মন্ত্রার্দ্ধ এই :—

"**প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্**"—সায়নাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন :—"**তস্মিন্ প্রাণে জগদাধারভূতে সূত্রাত্মনি ভূতং ভূত**

কালাবচ্ছিন্নং উৎপন্নং জগৎ, তথ্যং ভবিষ্যৎ কালাবচ্ছিন্নং উৎপৎস্য-মানং জগৎ, তদুভয়ং আশ্রিত্য বর্ত্ততে। তস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বমিদং জগৎ প্রতিষ্ঠিতম্ আশ্রিতম্।"—অর্থাৎ, সেই জগদাধারভূত সূত্রাত্মা প্রাণে অতীতকালে উৎপন্ন জগৎ, ভবিষ্যৎকালে যাহারা উৎপন্ন হইবে, সেই সমুদায় জগৎ—উভয়ই আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অধিক কি, এই প্রাণে এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্‌ভাগবতে পাই :—

কেবলাত্মানুভাবেন স্বমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্।
সংক্ষোভয়ন্ সৃজত্যাদৌ তয়া সূত্রমরিন্দম॥ ভাগঃ ১১।৯।১৯

ইহার টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিতেছেন :—**"সূত্রং—ক্রিয়াশক্তি প্রধানং মহত্তত্ত্বং"** অর্থাৎ "সূত্র" অর্থ—ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্ব—জীবের সংসার হেতুভূত বলিয়া "সূত্র" শব্দে অভিহিত। এবং ইহাতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব গ্রথিত, এজন্যও ইহা সূত্র।

যস্মিন্ প্রোতমিদং বিশ্বং যেন সংসরতে পুমান্॥ ভাগঃ ১১।৯।২০

—হে অরিন্দম! কেবল আত্মানুভবরূপ কাল দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা স্বীয় মায়াকে ক্ষুব্ধ করিয়া সেই মায়া দ্বারা সূত্রতত্ত্ব বা ক্রিয়াশক্তি প্রধান মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি করিলেন, এই সূত্রেই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয়। ভাগঃ ১১।৯।১৯-২০।

এখন মনে স্বতঃই সন্দেহ উদিত হয় যে, ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত চিত্রে মহত্তত্ত্বের তমঃ প্রধান অংশ অহংকার হইতেই জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। রজঃ প্রধান অংশ সূত্রতত্ত্ব হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জগদুৎপত্তি দেখান হয় নাই। অতএব, সূত্রতত্ত্বে যে জগৎ প্রপঞ্চ গ্রথিত, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়?

ইহার উত্তর আমরা একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

একটি সুন্দর প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলে, সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ্য, সুকোমলত্ব প্রভৃতি বর্তমান আছে। উহাদের সকলের একত্র সমাবেশেই গোলাপের গোলাপত্ব। কিন্তু আমরা যখন কেবল উহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন সৌগন্ধ্য ও সুকোমলত্ব হইতে সৌন্দর্য্য পৃথক করিয়া—উহাকে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়া থাকি, কিন্তু উহা গোলাপ হইতে বাস্তবিক পৃথক করিলে

গোলাপের গোলাপত্ব থাকে না। আবার সৌগন্ধ্য যখন আলোচনা করি, তখন উহা সৌন্দর্য্য ও সুকোমলত্ব হইতে পৃথক ভাবেই আলোচনা করি। যদি উহা বাস্তবিক পৃথক করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলেও গোলাপের গোলাপত্ব থাকে না। গোলাপ হইতে আতর প্রস্তুত করিতে হইলে গোলাপের সৌগন্ধ্য গোলাপ হইতে পৃথক করিতে হয়, কিন্তু তাহা হইলে গোলাপটির গোলাপত্ব নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ মহত্তত্ত্বে সত্ত্বাংশ, রজঃ অংশ এবং তমঃ অংশ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান আছে। আলোচনার সৌকর্য্যের জন্য উহা পৃথক্‌ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। গোলাপের আতর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গোলাপের সৌগন্ধ্য হইতে হইলেও, যেমন গোলাপ হইতেই—সেইরূপ প্রপঞ্চের উপাদান সৃষ্টি, মহত্তত্ত্বের তমঃ অংশ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হইলেও—উহা মহত্তত্ত্ব হইতেই, এবং কার্য্যশীল মহত্তত্ত্ব হইতে, কেননা মহত্তত্ত্ব কার্যশীল না হইলে পরিণাম সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ যে সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাপার, মানসিক চিন্তা প্রভৃতি—সকলই প্রাণের অভিব্যক্তি ভিন্ন কিছুই নহে। অতএব ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সূত্রতত্ত্ব হইতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত না হইলেও, কার্য্যশীল মহত্তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা বুঝা গেল। **সুতরাং সূত্রতত্ত্বে জগৎ প্রপঞ্চ গ্রথিত, বুঝা গেল।**

সূত্রতত্ত্ব যে মুখ্য প্রাণ, তাহা আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই জানিতে পারি। যথা :—

> ত্বমীশিষে জগতস্তস্থুষশ্চ
> প্রাণেন মুখ্যেন পতিঃ প্রজানাম্।
> চিত্তস্য চিত্তের্মনইন্দ্রিয়াণাং
> পতির্মহান্ ভূতগণাশয়েশঃ॥ ভাগঃ ৭।৩।২৫

—মুখ্যেন প্রাণেন—"সূত্রাত্মারূপেণ" (শ্রীধর)।

শ্লোকটির সরলার্থ এই :—

—আপনি মুখ্য প্রাণরূপে অর্থাৎ সূত্রাত্মারূপে এই স্থাবর জঙ্গমের নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন, আপনি প্রজাদের পতি, এবং তাহাদের চিত্তের, তৎ পরিণাম স্বরূপ চেতনার, মনের এবং মনের নিয়ম্য ইন্দ্রিয় সকলের পতি। সুতরাং আপনি মহৎ, ভূত, শব্দাদি বিষয় ও তদ্বাসনা সকলের ঈশ্বর।

ভাগ : ৭।৩।২৫

এই শ্লোক হইতে আমরা পাইলাম যে, সূত্রতত্ত্বই মুখ্যপ্রাণ; এবং ব্রহ্মই সকলের কারণ এবং নিয়ন্তা বলিয়া প্রাণকে ব্রহ্ম বলাও হইয়া থাকে। তত্ত্বতঃ কিছুই ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত নহে। প্রাণ শব্দ ইন্দ্রিয় অর্থেও ব্যবহার হয় বলিয়া সূত্র শব্দের লক্ষ্য বস্তুকে "মুখ্য প্রাণ" বলিয়া বিশেষিত করা হয়। জীবের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ তাহা সহজেই উপলব্ধিগম্য। জীব শব্দ জীব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। জীব্ ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ করা। জীব নামধেয় ব্রহ্মের তটস্থা শক্তিই দেহে প্রাণকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া জীব নামের সার্থকতা। সুতরাং জীবতত্ত্বের স্বরূপ নির্দ্দেশের সহিত প্রাণতত্ত্বেরও স্বরূপ নির্দ্দেশ প্রয়োজনীয়। জীব যখন দেহ হইতে উৎক্রমণ করে, প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে, ইহা সূত্রকার ৩।১।৩ সূত্রে প্রতিপাদন করিলেন। **সুতরাং জীবের সহিত প্রাণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত এমন কি জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ।**

১। প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাহুঃ কিম্ তদাসীদিতিঃ ঋষয়ো বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহুঃ কে তে ঋষয় ইতি, প্রাণা বাব ঋষয়ঃ ॥" (শতপথ, ৬।১।১)

—অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই জগৎ অসৎ (নামরূপ বিহীন) ছিল। (তাহাতে প্রশ্ন হইল,) তখন তবে কি ছিল ? (উত্তর), অগ্রে এই সমস্ত ঋষি ছিলেন। (প্রশ্ন), সেই ঋষি কাহারা ? (উত্তর), এই প্রাণ সমূহই সেই ঋষি। (শতপথ, ৬।১।১)

(২) "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।"

(মুণ্ডক, ২।১।৩)

—ইহা (এই ব্রহ্ম) হইতে প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। (মুণ্ডক, ২।১।৩)

(৩) "স প্রাণমসৃজত, প্রাণাচ্ছ্রদ্ধাং, খং, বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ং, মনোঽন্নম্।" (প্রশ্ন, ৬ ৪।)

—তিনি প্রাণ সৃজন করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন (বিষয়) জন্মিল। (প্রশ্ন, ৬।৪)।

(৪) "অস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক ২।১।২০)।

—এই আত্মা হইতে সমুদায় প্রাণ, সমুদায় লোক, সমুদায় দেবতা ও সমুদায় ভূতজাত প্রাদুর্ভূত হয়। (বৃহঃ ২।১।২০)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র সকলে দৃষ্ট হইবে যে, কোথাও প্রাণ প্রভৃতির সৃষ্টি কথিত আছে, আবার কোথাও সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে প্রাণ বর্ত্তমান, বলা হইয়াছে। প্রাণ শব্দের বহুবচনে ইন্দ্রিয়গণই বুঝায়।

সুতরাং ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ আছে। অতএব, প্রাণ উৎপন্ন বা অনুৎপন্ন, অথবা, উৎপত্তি-বোধক শ্রুতিগুলির গৌণার্থে গ্রহণ, এবং অনুৎপত্তি-বোধক শ্রুতিগুলির মুখ্যার্থে তাৎপর্য্য, ইহার সম্বন্ধে সংশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৪।১।

তথা প্রাণাঃ ॥ ২।৪।১ ॥

তথা + প্রাণাঃ ॥

তথা :—সেই প্রকার। **প্রাণাঃ :**—প্রাণ সমূহ।

প্রাণ সমূহও সেই প্রকার, অর্থাৎ, আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তিমান্। প্রাণোৎপত্তির পোষক শ্রুতি শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক ২।১।৩ ও প্রশ্ন ৬।৪ মন্ত্র। বিশেষতঃ ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।২।১ মন্ত্রেও স্পষ্ট কথিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চ বিশ্ব এক অদ্বিতীয় সৎ স্বরূপে ছিল। ঐতরেয় ১।১ মন্ত্রে—**"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"**—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।১৭ মন্ত্রেও **"আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব"—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাণ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উৎপত্তিমান্।**

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত সৃষ্টি চিত্রে (পৃঃ ১৭০-১৭১) প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত চিত্র শ্রীমদ্ভাগবতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩১

—তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কারের পরিণামে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং প্রাণ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।৫।৩১

অহঙ্কারই যে ইন্দ্রিয়গণের উৎপাদক কারণ, তাহা অনেক স্থানে কথিত আছে।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবিৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৭

—অহঙ্কার—বৈকারিক, তৈজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার। এই অহঙ্কারই পঞ্চ তন্মাত্রের ইন্দ্রিয়গণের ও মনের কারণ, এবং ইহা চিদচিন্ময়॥
ভাগঃ ১১।২৪।৭

অতএব প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণ যে "জন্য" বা উৎপত্তিমান তাহা সিদ্ধান্ত হইল। তবে শতপথ শ্রুতির ৬।১।১ মন্ত্রের তাৎপর্য্য কি? উক্ত শ্রুতির "**প্রাণ**" ও "**ঋষি**" শব্দে পরমাত্মাই লক্ষ্য। ছান্দোগ্য শ্রুতির ১।১১।৫ মন্ত্র হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, প্রাণ শব্দের লক্ষ্য পরমাত্মা। উক্ত মন্ত্র ১।১।২৪ সূত্রের শিরোদেশে (পৃঃ ৪৫৮) উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত ১।১১।৫ (ছাঃ) মন্ত্রাংশ বলিতেছেন :—"**প্রাণ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে**"—এই সমুদায় ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, প্রাণ হইতে উৎপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে নবম ব্রাহ্মণে দেবতা তত্ত্ব কথিত আছে। উহার ৯ মন্ত্রে শ্রুতি বলিতেছেন, "**কতম একোদেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে**।" "শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই একটি দেবতা কে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, তাহা প্রাণ, সেই প্রাণই ব্রহ্মস্বরূপ, পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্তুবোধক "ত্যৎ" শব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।" (দেখ মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য"—দেবতা তত্ত্ব—২৭ অনুচ্ছেদ)।

আবার "**ঋষি**" শব্দের অর্থ সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং "**প্রাণা বাব ঋষয়ঃ**" পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং গৌরব প্রযুক্ত বহু-বচনে ব্যবহার করা হইয়াছে। পরমাত্মা এক হইয়াও বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন, বলিয়া বহুবচন ব্যবহার অসঙ্গত নহে। স্বরূপের যে বহুত্ব নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রাণ যে পরমাত্মার বোধক, তাহা ১।১।২৪ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে, এবং ভাগবতের শ্লোক সেখানে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর প্রয়োজন নাই।

"**প্রাণ**" শব্দ বহুবচনে "**ইন্দ্রিয়**" অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি।

অনু প্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ॥ ভাগঃ ২।১০।১৫

"প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি" (শ্রীধর)।

—ভৃত্য সকল যেমন রাজার অনুবর্ত্তী হয়, তাহার ন্যায় প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টান্বিত হয়, এবং প্রাণ চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে ইন্দ্রিয় সকলেরও চেষ্টা ত্যাগ হয়। ভাগঃ ২।১০।১৫

"মুখ্য প্রাণ" এই নিয়ন্তা প্রাণকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়। এবং "প্রাণাঃ" শব্দ ইন্দ্রিয়গণকেই বুঝায়।

ভিত্তি :—

"কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥"

(মুণ্ডক ১।১।৩)

—হে ভগবন্! কি বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়?

(মুণ্ড ১।১।৩)

সংশয় :—পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় যে সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে, যে প্রাণাদির উৎপত্তি বোধক শ্রুতি গৌণী হইতে পারে, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন :—

সূত্র :—২।৪।২।

গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ২।৪।২ ॥

গৌণী + অসম্ভবাৎ ॥

গৌণী :—গৌণার্থবোধক। **অসম্ভবাৎ :—** অসম্ভব হেতু।

গৌণ্যাঃ অসম্ভবো—গৌণ্যসম্ভবো—তস্মাৎ—গৌণ্যসম্ভবাৎ—গৌণীর অসম্ভবত্ব হেতু।

উক্ত উৎপত্তিবোধক শ্রুতিগণের গৌণী অর্থে তাৎপর্য্য নহে। কারণ, পূর্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে; আবার উক্ত শ্রুতির প্রারম্ভে বর্ত্তমান সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ১।১।৩ মন্ত্রে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। যদি উৎপত্তি শ্রুতি গৌণী অর্থে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম হইতে, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বাস্তবিক না হয়, তবে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইয়া পড়ে। সুতরাং উৎপত্তি বোধক শ্রুতি গৌণী নহে। মুখ্যার্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

বিশেষতঃ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব বোধক শতপথ শ্রুতির অর্থ মুণ্ডক শ্রুতির উৎপত্তি বোধক ২।১।৩ মন্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ২।১।২ মন্ত্রে স্পষ্টতঃ "**অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥**" কথিত আছে। "অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র, পর ও অক্ষর হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ"—ইহার সহিত ২।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে শতপথ শ্রুতির ৬।১।১ মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে পরম কারণ বর্ত্তমান থাকেন, তাহা "অপ্রাণ, অমনাঃ" ইত্যাদি এবং

তাঁহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয় (মুণ্ডক ২।১।৩)। **অতএব ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা গেল যে, শতপথ শ্রুতিতে উল্লিখিত "প্রাণ" ও "ঋষি" শব্দ দ্বয়ের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে।**

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

প্রাণাদভূদ্‌যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহোবলমোজশ্চ বায়ুঃ। ভাগঃ ৮।৫।২৬

—যাঁহার প্রাণ হইতে চরাচর নিখিল ভূতের প্রাণ, তেজঃ, বল, সামর্থ্যাদি এবং বায়ু উৎপন্ন হয়। ভাগঃ ৮।৫।২৬

এখানে ভাগবত "যাঁহার প্রাণ" এই সমানাধিকরণ ব্যবহার করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি প্রাণ, তাঁহারই প্রাণ—এইরূপ বুঝিতে হইবে। এখানে ষষ্ঠী বিভক্তি ঔপচারিক মাত্র। যেমন "রাহুর শিরঃ" এর ন্যায়। রাহু যেমন শিরঃ ভিন্ন অন্য কিছু নহে—যে শিরঃ সেই রাহু এবং যে রাহু সেই শিরঃ।

সেইরূপ প্রাণ যাঁহার তিনিও তাই এবং তিনি যাহা প্রাণও তাই। প্রাণ ব্রহ্ম (বৃহঃ ৩।৯।৯)—সেই প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বা ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাণ হইতে চরাচর নিখিল ভূতের প্রাণ উৎপন্ন হয়। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, উৎপত্তিবোধক শ্রুতি মন্ত্র সকলের মুখ্যার্থেই তাৎপর্য্য।

ভিত্তি :—

২।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ ও প্রশ্ন ৬।৪ মন্ত্র গৌণী অর্থ যে হইবে না, তাহার অন্য কারণ আছে।

সূত্র—২।৪।৩।

তৎ প্রাক্শ্রুতেশ্চ ॥ ২।৪।৩ ॥

তৎ + প্রাক্ + শ্রুতেঃ + চ ॥

তৎ :—তাহার ("জায়তে" এই পদের বা উৎপত্তির)। **প্রাক্** :—পূর্ব্বে। **শ্রুতেঃ** :—শ্রবণ হেতু। **চ** :—ও।

মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে "**এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী**॥" (মুণ্ড ২।১।৩)—স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, "জায়তে" পদের সহিত প্রাণ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী সকলের সম্বন্ধ রহিয়াছে। উক্ত সম্বন্ধ শুধু প্রাণের সহিত "গৌণ" অর্থে, এবং আকাশাদির সহিত "মুখ্য" অর্থে হইবে, ইহা অসম্ভব। সকলের সহিত মুখ্য অর্থে সম্বন্ধ হইবে, ইহাই সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ প্রশ্নোপনিষদের ৬।৪ মন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। অতএব প্রাণের উৎপত্তি মুখ্যার্থেই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্ব দুই সূত্রে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। আর প্রয়োজন নাই।

[রামানুজাচার্য্য—২।৪।২ ও ২।৪।৩ সূত্র দুইটি একসঙ্গে একটি সূত্ররূপে পাঠ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ দুইটিকে পৃথকভাবে গ্রহণ করায় আমরাও দুইটিকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিলাম।]

ভিত্তি :—

"তত্তেজোঽসৃজত" (ছান্দোগ্য ৬।২।৩)।

—সেই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। (ছাঃ ৬।২।৩)

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রকরণে তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা আছে। প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টির কথা নাই। যদি উহাদের উৎপত্তি থাকিবে, তবে ছান্দোগ্যে তাহার উল্লেখ না থাকার কারণ কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র—২।৪।৪।

তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ২।৪।৪ ॥

তৎপূর্ব্বকত্বাৎ + বাচঃ ॥

তৎ পূর্ব্বকত্বাৎ :—মহাভূত সৃষ্টির পূর্ব্বকত্ব হেতু। **বাচঃ :**—বাক্যের।

এখানে বাক্ শব্দ প্রাণ ও মনের ক্রোড়ীকরণে গৃহীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে মহাভূতগণের সৃষ্টি উল্লেখের পর, সেই প্রকরণেই উক্ত হইয়াছে :—**"অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্"** (ছান্দোগ্য ৬।৫।৪) —হে সোম্য! মনঃ অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্ তেজোময়ী (ছাঃ ৬।৫।৪)। সুতরাং সৃষ্টি কথনে যখন তেজঃ, অপ্ এবং অন্ন বা পৃথিবীর উৎপত্তি বলা হইল, তখন তাহাদের বিকারস্বরূপ মনঃ, প্রাণ ও বাক্ যে উৎপত্তি-মান্, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? **সুতরাং উহারা যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাহা সিদ্ধ হইল।**

বিশেষতঃ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত প্রকরণেই উক্ত আছে :—**"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥"** (ছান্দোগ্য ৬।৩।২)।—"সেই সৎরূপা দেবতা বা ব্রহ্ম আলোচনা করিয়াছিলেন, আমি এই জীবাত্মারূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব।" (ছাঃ ৬।৩।২)।—ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, ভূতসৃষ্টির পর নাম ও রূপ সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি উক্ত নাম ও রূপ সৃষ্টির পর হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। এজন্য ভূত সৃষ্টির সহিত উহার উল্লেখ নাই। ইহা হইতে এরূপ বুঝায় না যে, ইন্দ্রিয়াদি উৎপত্তিমান্ নহে।

আরও দেখ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে। ব্রহ্ম—**"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**—তিনি সর্ব্বাত্মক, তদ্ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছুই নাই, এই তত্ত্ব সহজে শিষ্যের হৃদয়ে পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে নামরূপ সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে মাত্র। উহা সৃষ্টিপ্রকরণ নহে, সুতরাং মুখ্যভাবে সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা উহার উদ্দেশ্য নহে; একারণ প্রত্যেক তত্ত্বসৃষ্টি, ইন্দ্রিয় সৃষ্টি প্রভৃতি বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহাতে উল্লিখিত হয় নাই, হইবার কথাও নহে। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির সৃষ্টি স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া, উহারা যে উৎপত্তিমান নহে, তাহা নহে।

ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

(১) তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিপ্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বা বাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ॥

ভাগঃ ২।৫।৩১

—জ্ঞানশক্তি বুদ্ধি ও ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এই দুইটি রাজস অহঙ্কার তত্ত্বের কার্য্য, এই নিমিত্ত রাজস অহঙ্কার তত্ত্ব বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জ্ঞান এবং ক্রিয়ার বিশেষ স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়ও উৎপন্ন হয়। সেই দশ ইন্দ্রিয় এই যথা—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, ঘ্রাণ এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। ভাগঃ ২।৫।৩১।

(২) বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিবিৎ।
তন্মাত্রেন্দ্রিয়মনসাং কারণং চিদচিন্ময়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৪।৭

—সেই অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও তামস, তাহা পঞ্চ তন্মাত্রের, ইন্দ্রিয়ের ও মনের কারণ এবং চিদচিন্ময় অর্থাৎ চিদাভাস ব্যাপ্তত্ব নিমিত্ত উভয় গ্রন্থিরূপ। ভাগঃ ১১।২৪।৭

(৩) স বৈ বিশ্বসৃজাং গর্ভো দৈবকর্ম্মাত্মশক্তিমান্।
বিবভাজাত্মনাত্মানমেকধা দশধা ত্রিধা॥ ভাগঃ ৩।৬।৭

—ঐ মহদাদি তত্ত্ব সকলের গর্ভ অর্থাৎ কার্য্যরূপ বিরাট্ নিজের জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং আত্মশক্তি বা ভোক্তৃশক্তি দ্বারা আপনাকে

একধা, দশধা ও ত্রিধা বিভক্ত করিলেন, অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি দ্বারা হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে একধা. ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশপ্রকার অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ, এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর,দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ বৃত্তি ভেদে এই দশ প্রকার এবং ভোক্তৃ শক্তি দ্বারা—অধ্যাত্ম-ইন্দ্রিয়গণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়), অধিদৈব (তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দিক্ বাতাদি দেবতা), এবং অধিভূত (রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ এবং কথন, বল, গতি, বিসর্গ ও আনন্দ) এই প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন।

ভাগঃ ৩।৬।৭

তৎপরে উক্ত তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহার বিশেষ বিবরণ কথিত আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। উক্ত তৃতীয় স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়েও ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিলে দেখিয়া লইতে পারিবেন।

অতএব ইন্দ্রিয়গণ যে উৎপত্তিমান্, ব্রহ্ম হইতেই তাহাদের উৎপত্তি, ইহা সিদ্ধ হইল। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত চিত্রেও (পৃঃ ১৭০-১৭১) তাহাই দেখান হইয়াছে। যিনি নামরূপের অতীত, তিনিই যে নিজে নামরূপে অভিব্যক্ত হন, ইহা আমরা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি। উক্ত আলোচনায় উদ্ধৃত শ্লোকগুলির মধ্যে একটি শ্লোক বোধ সৌকর্য্যার্থে এখানে উদ্ধৃত হইল। ইহার অর্থ সেখানেই (পৃঃ ২৬৩) দেওয়া হইয়াছে।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥

ভাগঃ ৬।৪।২৮

অন্যত্রও উক্ত আছে :—

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ॥　ভাগঃ ২।১০।৩৫

—সেই ভগবান্ ব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া বাচকস্বরূপে নাম ও বাচ্যস্বরূপে রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। যদিও বস্তুতঃ তিনি অকর্ম্মক, তথাচ তিনি সকর্ম্মা, অর্থাৎ ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া জগতে অভিব্যক্ত হন। ভাগঃ ২।১০।৩৫

অতএব সিদ্ধ হইল যে, নামরূপ সমুদায় ব্রহ্ম হইতেই। ক্রিয়াও তাঁহা হইতেই। ক্রিয়া করণ ব্যাপার সম্পাদিত। সুতরাং, নামরূপের করণ ব্যাপাররূপ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণও তাঁহা হইতে। সেই হেতু উহারা উৎপত্তিমান্।

২। সপ্তগত্যধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। "সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ
সপ্তার্চ্চিষঃ সমিধঃ সপ্তহোমাঃ।
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা
গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত॥"

(মুণ্ডক ২।১।৮, নারায়ণোপনিষৎ ১২।১)

—সপ্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের সপ্তপ্রকার দীপ্তি (প্রকাশ), সপ্ত প্রকার বিষয় এবং সপ্তপ্রকার হোম বা বিষয়জ্ঞান, সাতটি ইন্দ্রিয়স্থান— যে সকল স্থানে ইন্দ্রিয়গণ সঞ্চরণ করে—বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতিদেহে স্থাপিত শরীরস্থ এই সাত সাতটি পদার্থ সেই পুরুষ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। (মুণ্ড ২।১।৮, নারাঃ ১২।১)

২। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥" (কঠঃ ২।৩।১০)

—যখন বুদ্ধি ও মনের সহিত পাঁচটি পড়িয়া থাকে, কোনও প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া থাকেন।

(কঠঃ ২।৩।১০)

৩। "প্রাণো বৈ গ্রহঃ, বাগ্বৈগ্রহঃ, জিহ্বা বৈ গ্রহঃ, চক্ষুর্বৈগ্রহঃ, শ্রোত্রং বৈ গ্রহঃ, মনো বৈ গ্রহঃ, হস্তৌ বৈ গ্রহঃ, ত্বগ্বৈগ্রহ……… ইত্যেতেঽষ্টৌ গ্রহাঃ॥" (বৃহঃ ৩।২-৯)

—প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, হস্ত, ত্বক্ এই আটটি গ্রহ বা ইন্দ্রিয়। (বৃহঃ ৩।২-৯)

৪। "সপ্ত বৈ শীর্ষণ্যাঃ প্রাণাঃ দ্বাববাঞ্চৌ।"

(শ্রীভাষ্যোধৃত শ্রুতিমন্ত্র)

—প্রাণ সমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত এবং দুইটি অধোদেশস্থ।

(শ্রীভাষ্য ধৃত শ্রুতিমন্ত্র)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র সমূহ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, মুণ্ডক ও কঠ শ্রুতিতে সাতটি ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ আছে, বৃহদারণ্যকে ৮টি, শ্রুত্যন্তরে ৯টি। এই প্রকার বিরোধ থাকায়, ৭টি ইন্দ্রিয় সর্ব্বশ্রুতিসম্মত হওয়ায়, ইন্দ্রিয় ৭টি হওয়াই সঙ্গত। এই সংশয়টি উপস্থাপনের জন্য পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিলেন :—

সূত্র—২।৪।৫।

সপ্ত গতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ২।৪।৫

সপ্ত + গতেঃ + বিশেষিতত্বাৎ + চ।

সপ্ত :—সাত। **গতেঃ :**—অবগতি হেতু। **বিশেষিতত্বাৎ :**—বিশেষরূপে কথিত হওয়ায়। **চ :**—ও।

যেহেতু সাতটি ইন্দ্রিয়েরই উৎপত্তি মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৮ মন্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় এবং যেহেতু এই সাতটিই বিশেষভাবে কঠশ্রুতির ২।৩।১০ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, এ কারণ ইন্দ্রিয় সাতটিই, ন্যূন বা অধিক নহে।

"**গতেঃ**" পদে-আচার্য্য রামানুজ জায়মান ও ম্রিয়মাণ জীবের সহিত গমন বা সঞ্চরণ করে, এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৮ মন্ত্র ইহার পোষক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য "**গতেঃ**" পদের অবগতি অর্থ করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই।

এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। ইহার পোষক ভাগবত শ্লোক অন্বেষণ বৃথা। তবে সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের ইতর বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করেন। ইহার উল্লেখ একাদশ স্কন্ধের ২২ অধ্যায়ে আছে, যথা :—

কেচিৎ ষড়্‌বিংশতিং প্রাহুরপরে পঞ্চবিংশতিম্।
সপ্তৈকে নব ষট্ কেচিচ্চত্বার্য্যেকাদশাপরে ॥ ভাগঃ ১১।২২।২

—কেহ কেহ তত্ত্বসংখ্যা ষড়্‌বিংশতি, কেহ কেহ পঞ্চবিংশতি, কেহ কেহ সপ্ত, কেহ কেহ নয়, কেহ ছয়, কেহ চারি এবং কেহ একাদশ কহেন। ভাগঃ ১১।২২।২

বলা বাহুল্য যে, ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যার ইতর বিশেষের উপরে ইহাদের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে।

উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের উত্তরে সিদ্ধান্ত সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।৬।

হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্॥ ২।৪।৬॥

হস্তাদয়ঃ + তু + স্থিতে + অতঃ + ন + এবম্॥

হস্তাদয়ঃ :—হস্ত প্রভৃতি। **তু :**—আপত্তি নিরসনে। **স্থিতে :**—বর্ত্তমানে। **অতঃ :**—এই কারণে। **ন :**—না। **এবম্ :**—এ প্রকার।

পূর্ব্ব সূত্রের উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।২।৮ মন্ত্রে **"হস্তৌ বৈ গ্রহঃ"**—হস্ত ও ইন্দ্রিয় উল্লেখ আছে। আবার উক্ত শ্রুতির ৩।৯।৪ মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—**"দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশ"**—এখানে "আত্ম" শব্দ মনঃ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের অর্থ হইতেছে :—পুরুষে দশটি ইন্দ্রিয়—পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মনঃ একাদশ। **অতএব ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশই বটে, সাত নহে, ইহা সিদ্ধ হইল।**

শ্রীমদ্‌ভাগবতেও স্পষ্টই ইন্দ্রিয়গণের সংখ্যা ও কার্য্য উল্লেখ আছে। যথা :—

শ্রোত্রং ত্বগ্দর্শনং ঘ্রাণং জিহ্বেতি জ্ঞানশক্তয়ঃ।

বাক্-পাণ্যুপস্থ-পায্বঙ্ঘ্রিঃ কর্ম্মাণ্যঙ্গোভয়ং মনঃ॥ ভাগঃ ১১।২২।১৪

শব্দঃ স্পর্শোরসোগন্ধোরূপঞ্চেত্যর্থজাতয়ঃ।

গত্যুক্ত্যুৎসর্গশিল্পানি কর্ম্মায়তনসিদ্ধয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২২।১৫

—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, পাণি, উপস্থ, পায়ু ও পাদ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, আর মনঃ উভয়াত্মক—এই সমুদায়ে ইন্দ্রিয় একাদশ। ভাগঃ ১১।২২।১৪

—শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ এই পাঁচ বিষয়রূপে পরিণত পঞ্চ মহাভূত; আর গতি, উক্তি, উৎসর্গ (মল ও মূত্র ত্যাগ) ও শিল্প, ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। ভাগঃ ১১।২২।১৫

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে······ভাগঃ ২।৫।৩০

—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ উৎপন্ন হইল······। ভাগঃ ২।৫।৩০

তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্॥ ভাগঃ ২।৫।৩১

—তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কারের বিকারে পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয়, উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।৫।৩১

অতএব, ইন্দ্রিয় সংখ্যা একাদশ, এই সিদ্ধান্ত হইল।

৩। প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "স ত এতে সর্ব্ব এব সমাঃ সর্ব্বেঽনন্তাঃ, স যো হৈতানন্তবত উপাস্তে ......"(বৃহদাঃ ১।৫।১৩)

—সেই এই ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বে সমান ও সকলেই অনন্ত, যিনি এই অনন্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচ্ছিন্নরূপে উপাসনা করেন। (বৃহদাঃ ১।৫।১৩)

২। "প্রাণমনূৎক্রামন্তং সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি"। (বৃহদাঃ ৪।৪।২)

—মুখ্য প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই (ইন্দ্রিয়গণ) তাহার অনুগমন করে। (বৃহদাঃ ৪।৪।২)

সংশয় :—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৫।১৩ মন্ত্রের প্রথম ভাগে "ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বে সমান ও সকলেই অনন্ত"—উল্লেখ আছে। অতএব ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বব্যাপী। বিশেষতঃ লৌকিক দৃষ্টান্তে দূর হইতে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতির উপলব্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতেও অনুমিত হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বব্যাপী। এই প্রকার আপত্তি বা সন্দেহের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।৭।

অণবশ্চ ॥ ২।৪।৭ ॥

অণবঃ + চ ॥

অণবঃ :—অণু পরিমাণ। **চ :**—ও।

ইন্দ্রিয়গণ অণু পরিমাণ বটে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২ মন্ত্রে প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকলের জীবের উৎক্রান্তির সহিত উৎক্রমণ উল্লিখিত হইয়াছে। যদি উহারা সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে উৎক্রান্তি অসম্ভব হইত। অতএব প্রাণগণ বা ইন্দ্রিয় সকল অণু পরিমাণ। এখানে অণু পরিমাণ অর্থ সূক্ষ্মতা এবং পরিচ্ছিন্নতা বুঝিতে হইবে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৫।১৩ মন্ত্রের

শেষ ভাগেই যে অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি বহুবিধ বিধায়, এই বাহুল্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। এবং ঐ রূপেই শ্রুতিতে প্রাণোপসনার বিধান উপদিষ্ট আছে। উহা হইতে বুঝাইতে পারে না, যে প্রাণগণ সর্ব্বগত।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাণের জীবানুগমন স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে :—

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণোহি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।

ভাগঃ ১১।৩।৪০

—অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ এবং অবিনিশ্চিত অর্থাৎ স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ জীবশরীরে প্রাণ অনুগমন করেন। ভাগঃ ১১।৩।৪০

যদি সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে অনুগমন সম্ভব হইত না। প্রাণ যদি মধ্যম পরিমাণ হইত, তাহা হইলে মৃত্যু সময়ে, প্রাণ যখন জীবশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইত, তখন পার্শ্বস্থ লোকগণের দৃষ্টিগোচর হইত। কিন্তু তাহা কখনও হয় না। সুতরাং প্রাণ মধ্যম পরিমাণ নহে। **অতএব প্রাণ সূক্ষ্ম ও সেকারণ প্রতিদেহে পরিচ্ছিন্ন। ইন্দ্রিয়গণ জীবের উৎক্রমণ কালে প্রাণের অনুগমন করে (বৃহঃ ৪।৪।২), সুতরাং প্রাণ যখন অণুপরিমাণ ইন্দ্রিয়গণও তৎ পরিমাণ বটে।**

ভিত্তি :—

"ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধ্যন্যন্ন পরং কিঞ্চ নাস ॥"

(ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭)

—প্রলয়কালে মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না, (ব্রহ্ম মায়ার সহিত ছিলেন না)। কেবল সেই একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে, আত্মা মাত্র অবলম্বনে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

(ঋগ্বেদ, ৮।৭।১৭)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত নাসদীয় সূক্তে ঋক্‌মন্ত্রে "আনীৎ" পদ আছে, উহার অর্থ প্রাণন বা প্রাণ চেষ্টা। সুতরাং তৎকালে প্রাণ ছিল, এই প্রকার সংশয় সহজেই হইতে পারে। যদিও উহার পরেই "অবাত" পদ থাকায় বায়ু-রাহিত্য বুঝাইতেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে প্রাণ বায়ু ক্রিয়ামাত্র—বায়ু ভিন্ন কিছুই নহে, সুতরাং "অবাত" পদ প্রাণ বোধক "আনীৎ" পদের বিশেষণ সঙ্গত হয় না, অতএব প্রলয়ে যিনি জীবিত ছিলেন তিনি পরব্রহ্মই—পরব্রহ্মকেই লক্ষ্য করিয়াই শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে কথিত হইতেছে বটে, তথাপি স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পাছে সন্দেহ হয় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে মুখ্যপ্রাণ বিদ্যমান ছিল, এই সংশয় নিবৃত্তির জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।৮।

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ২।৪।৮ ॥

শ্রেষ্ঠঃ + চ ॥

শ্রেষ্ঠঃ :—মুখ্যপ্রাণ। **চ :**—ও।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রাণাদির উৎপত্তি সিদ্ধান্তে মুখ্যপ্রাণ সম্বন্ধেও উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে বটে, তাহা হইলেও প্রাগুক্ত সংশয়ে কথিত কারণে মুখ্যপ্রাণ সম্বন্ধে একটি অতিদেশ সূত্র করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মুখ্য প্রাণও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। তাহার শ্রুতি প্রমাণ প্রশ্নোপনিষদে ৩।৩ মন্ত্রে পাই—**"আত্মন এষ প্রাণো জায়তে"**. পরমাত্মা হইতে এই মুখ্যপ্রাণ জন্মগ্রহণ করে, এবং

ইহাকে মুখ্য বলে কেন, তাহা উক্ত শ্রুতির ৩।৪ মন্ত্রে দেখিতে পাই। মন্ত্রটি এই:—**"যথা সম্রাডেবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি, এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সংনিধত্তে॥"**

(প্রশ্নঃ ৩।৪)

—যেমন রাজা নিজের অধিকৃত রাজপুরুষ নিযুক্ত করিয়া এই সকল গ্রাম শাসন কর বলিয়া স্থাপন করেন, সেইরূপ এই প্রাণও ইতর প্রাণ সকলকে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে নিয়োগ করে। (প্রশ্নঃ ৩।৪)

প্রাণ ব্রহ্ম-শক্তি, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। এজন্য উহা ব্রহ্মরূপেও ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে:—

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনি বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ। ভাগঃ ৭।৯।৪৭

—ইহার অর্থ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ—৬১)।

জানে ত্বাং সর্ব্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্। ভাগঃ ১০।৫৬।১৯

—আমি জানি যে তুমি প্রাণীগণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়-মন ও দেহ-বল। ভাগঃ ১০।৫৬।১৯

প্রাণ যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন, তাহাও কথিত আছে।

অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ॥ ভাগঃ ২।১০।১৪

—সেই পুরুষ ক্রিয়া শক্তি দ্বারা চেষ্টা আরম্ভ করিলে, তাঁহার শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ হইতে ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তি), সহ (মনঃ শক্তি), বল (দেহশক্তি) এবং সূত্র নামক মুখ্য প্রাণ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ২।১০।১৪

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, মুখ্য প্রাণও ব্রহ্ম প্রভব। ২।৪।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রেও মুখ্য প্রাণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি উক্ত আছে।

ইহাকে মুখ্য প্রাণ বলে কেন, তাহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।১০।১৫ শ্লোকে কথিত আছে। এই শ্লোকটি ২।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইখানে দ্রষ্টব্য। অন্য ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তৃত্ব কারণ ইহার মুখ্যত্ব।

৪। বায়ুক্রিয়াধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "যোঽয়ং প্রাণঃ স বায়ুঃ" (বৃহঃ, ৩।১।৪)।

—এই যে প্রাণ, ইহা বায়ু। (বৃহঃ ৩।১।৪)।

২। "প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাতোঽপ্রাণ উচ্যতে ॥"

(অথর্ব্ব বেদ, ১১ কাঃ ২ অঃ ৬ সূঃ ১৫ মন্ত্র)

—প্রাণকে মাতরিশ্বা (বায়ু) বলে। বায়ুই প্রাণ নামে কথিত।

(অথর্ব্ববেদ, ১১।২।৬।১৫)

৩। "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ" ॥

(সাংখ্যকারিকা, ২৯)

—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই করণত্রয়ের একটি সাধারণ ক্রিয়া আছে, যাহা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ুরূপে দেহ মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে। (সাংখ্যকারিকা, ২৯)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক এবং অথর্ব্বশ্রুতি মন্ত্রে প্রাণকে বায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আবার সাংখ্য বলেন যে, পঞ্চপ্রাণ অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র। অতএব সন্দেহ হয় যে, প্রাণ বায়ু মাত্র, বা অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মাত্র অথবা উভয় হইতে পৃথক তৃতীয় তত্ত্ব? এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।৯।

ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২।৪।৯॥

ন + বায়ু-ক্রিয়ে + পৃথগুপদেশাৎ ॥

ন :—না। **বায়ু-ক্রিয়ে :—**বায়ু এবং ইন্দ্রিয় ক্রিয়া। **পৃথগুপদেশাৎ :—** পৃথক নির্দ্দেশ হেতু।

প্রাণ, বায়ু বা অন্তঃকরণ—ব্যাপার নহে। কারণ ২।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্রে প্রাণ, বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথকভাবে উল্লিখিত

হইয়াছে। যদি প্রাণ বায়ু মাত্র হইত, তবে প্রাণ উল্লেখের পর আবার বায়ুর উল্লেখ হইবে কেন? আবার, প্রাণ যদি করণ ব্যাপার মাত্র হইত, তাহা হইলে বা প্রাণ উল্লেখের পর মন ও অন্য ইন্দ্রিয় সকলের পৃথক উল্লেখ হইবে কেন? ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির অভেদত্ব প্রসিদ্ধিই আছে। সুতরাং যখন প্রাণের পৃথক উল্লেখ রহিয়াছে, তখন প্রাণ—বায়ু বা ইন্দ্রিয়ব্যাপার নহে। মন্ত্রটি এই:—**"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী……॥"**—এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী উৎপন্ন হইল।

তবে যে শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।১।৪ মন্ত্রে "যাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু" বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায় এই যে, অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত ব্রহ্মপ্রভব বায়ু অধ্যাত্ম ভাবে পঞ্চব্যূহ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান) গত হইয়া ও আত্মার দ্বারা অবতিষ্ঠিত হইয়া প্রাণ নামে কথিত হয়, উহা ভৌতিক বাহ্য বায়ু বা তাহার স্পন্দন মাত্র নহে, এবং বায়ু হইতে তত্ত্বতঃ আত্যন্তিক পৃথক্ পদার্থ নহে। এ কারণ ভেদাভেদ উভয় শ্রুতিই ইহাতে প্রযোজ্য।

২।৪।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৮।৫।২৬ শ্লোকে প্রাণ এবং বায়ু উভয়েরই উৎপত্তি পৃথক উল্লেখ আছে। আবার ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৯৬-৯৭) উদ্ধৃত ৭।৯।৪৭ শ্লোকে প্রাণ, মনঃ (হৃদয়) চিত্ত (চিৎ), অহঙ্কার (অনুগ্রহ), ইন্দ্রিয় সকল, বায়ু প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া, সকলই ব্রহ্ম, ইহা কথিত হইয়াছে। যদি প্রাণ, কেবল মাত্র বায়ু বা তৎক্রিয়া অথবা ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইত, তাহা হইলে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ সঙ্গত হইত না।

প্রত্যক্ষতঃ শ্বাসপ্রশ্বাসাদিতে আমরা প্রাণ স্পন্দন দেখিতে পাই এবং উহা বায়ু ক্রিয়া আমরা সাধারণতঃ অনুভব করিয়া থাকি। অথচ উপরে বলা হইল যে, উহা বায়ু ব্যাপার মাত্র নহে। ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ছান্দোগ্য শ্রুতি হইতে আমরা জানি যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৎ স্বরূপই ছিল। **"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"**—সেই সৎ সংকল্প করিলেন বহু হইব, জন্মিব। (ছাঃ ৬।২।৩)। এই যে শ্রুতি কথিত সৎ—ইনি ব্রহ্ম। শ্রুতিতে শুধু অস্তিত্বের নির্দ্দেশনে

"**সৎ**" বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, ইনি "**সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**" (তৈত্তি ২।১) বা "**সচ্চিদানন্দ" ব্রহ্ম** (গোপাল পূর্ব্ব তাপনী)। **এই সৎ, চিৎ বা আনন্দ পরস্পর পৃথক নহে। যিনি যে কালে "সৎ"—তিনি সেই এককালেই "চিৎ" এবং সেই কালেই "আনন্দ"—তিনি নিত্য বলিয়া "সৎ"—তিনি আপনাকে নিত্য বলিয়া জানেন বলিয়া "চিৎ" এবং এই জানাই "আনন্দ"—তিনে এক একে তিন।** ইহার বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইবে। যাহা হউক আমরা জানিলাম, **তিনি এক কালে একাধারে সৎ, চিৎ ও আনন্দ। অর্থাৎ তিনি নিত্য, তিনি চৈতন্যময়, ও তিনি আনন্দময়।**

সংকল্প—চৈতন্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অচেতনের সংকল্প হয় না। তিনি "চিৎ" বলিয়াই, তাঁহার বহু হইবার সংকল্প স্বভাবতঃই হইয়াছিল। আমরা প্রত্যক্ষ জানি যে সংকল্প স্পন্দনাত্মক। মনের বা চিত্তের স্পন্দনই সংকল্প। এই স্পন্দনই সৃষ্টির মূলে। ইহা মৎ প্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে সৃষ্টি তত্ত্বে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা—এই স্পন্দন জগতের প্রত্যেক বস্তুর অণু পরমাণুতে অনুস্যূত।

আবার দেখ শুধু চৈতন্য হইতে বহুত্বে পরিণতি হইতে পারে না। চৈতন্য সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এক। সুতরাং বহুত্বের প্রকটনের জন্য চৈতন্য হইতেই বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে জড়াভিব্যক্তি। এবং জড় চৈতন্যের সমাবেশই বহুত্ব সংঘটনের মূলে। এই জড় চৈতন্যের মিলনেই জগৎ। জড়ের সহিত চৈতন্য মিলিত হইয়া বিভিন্ন পরিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ জীব ও স্থাবরাদিরূপে উৎপন্ন হইয়া জগৎ ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া—বহু হইবার সংকল্পের সার্থকতা সম্পাদন করে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সংকল্পরূপ স্পন্দন, এই চৈতন্যাংশ দ্বারা জড়ে সংক্রামিত হইয়া—প্রাণশক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং জঙ্গম জীবে উহার বাহ্য অভিব্যক্তি আমরা "বায়ুক্রিয়া"তে দেখিতে পাই। কিন্তু স্থাবর জীবে যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃক্ষাদিতে প্রাণশক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও বায়ুক্রিয়াতে তাহার বাহ্য অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাই না। প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি অচেতন ভূতবর্গে—প্রাণ শক্তির বর্ত্তমানতা থাকিলেও উহার অভিব্যক্তি নাই—সুতরাং উহাতে বায়ুক্রিয়ার কোনও নিদর্শন আমরা পাই না। (দেখ সূত্র ১।৩।৪১; পৃঃ ৬৫০)। **অতএব প্রাণ প্রকৃতপক্ষে "বায়ুক্রিয়া" নহে। জঙ্গম**

জীবে প্রাণের বাহ্য অভিব্যক্তি "বায়ুক্রিয়াতে" ইহা বুঝা গেল। প্রাণ প্রকৃতপক্ষে জড় ও চৈতন্যের সংযোগ সেতু।

প্রারম্ভে ভূমিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, ভগবানের বা ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্পরূপ স্পন্দনই মহত্তত্ত্বের রজঃ প্রধান অংশে ক্রিয়াশীল হইয়া প্রাণতত্ত্বের অভিব্যক্তি করে। জগতে যত কিছু ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সমুদায়ের মূলে এই প্রাণতত্ত্ব। সমষ্টিতে ইনি হিরণ্যগর্ভ, ব্যাষ্টিতে ইনি প্রাণ বা লিঙ্গদেহের পরিচালক। অতএব বুঝা গেল যে, প্রাণ—জঙ্গম শরীরে প্রত্যক্ষতঃ বায়ুক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, উহা "বায়ুক্রিয়া" নহে।

ভিত্তি :—

১। "যা তে তনূর্ব্বাচি প্রতিষ্ঠিতা, যা শ্রোত্রে, যা চ চক্ষুষি।
যা চ মনসি সন্ততা, শিবাং তাং কুরু মোৎক্রমীঃ ॥"

(প্রশ্নঃ ২।১২)

—হে প্রাণ! তোমার যে তনু বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে, যাহা শ্রোত্রে ও চক্ষুতেও প্রতিষ্ঠিত আছে, আর মনেতে সন্তত বা নিয়তভাবে রহিয়াছে, সেই তনুকে কল্যাণ কর; উৎক্রমণ করিও না। (প্রশ্ন ২।১২)।

২। "মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাঞ্চ বিধেহি নঃ ॥"

(প্রশ্নঃ ২।১৩)

—মাতা যেরূপ পুত্রগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে (ইতর ইন্দ্রিয়গণকে) রক্ষা কর, এবং আমাদের সম্পৎ ও হিতবুদ্ধি প্রদান কর। (প্রশ্নঃ ২।১৩)।

৩। "এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥"

(প্রশ্নঃ ৩।৪)

—রাজা যেমন কর্ম্মচারী নিয়োগ করেন, সেইরূপ এই মুখ্য প্রাণ অপর প্রাণ সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করিয়া থাকে। (প্রশ্নঃ ৩।৪)

৪। "প্রাণো বাব সংবর্গঃ, স যদা স্বপিতি প্রাণমেব বাগপ্যেতি,
প্রাণং চক্ষুঃ, প্রাণং শ্রোত্রং, প্রাণং মনঃ, প্রাণঃ হ্যেবৈতান্
সর্ব্বান্ সংবৃঙ্‌ক্ত ইতি ॥" (ছান্দোগ্যঃ ৪।৩।৩)

—প্রাণই সংবর্গ (অর্থাৎ, সমস্ত পদার্থকে সমবেত করে অথবা বিলয় করে), কেননা, পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র, এবং মনও প্রাণে বিলয়প্রাপ্ত হয়। কারণ, প্রাণই এই সমস্তকে সংবরণ করিয়া থাকে।

(ছান্দোগ্যঃ ৪।৩।৩)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র সমূহে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের প্রাণবশ্যতা ও প্রাণের মহিমা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব,

সংশয় হয় যে, জীব যেমন শরীরে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, প্রাণও কি সেইরূপ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, অথবা, ইহাও চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের করণ স্থানীয়? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৪।১০।

চক্ষুরাদিবত্তু, তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ২।৪।১০ ॥

চক্ষুরাদিবৎ + তু + তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥

চক্ষুরাদিবৎ :—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায়। **তু** :—সংশয় নিরসনের জন্য। **তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ** :—সেই সেই ইন্দ্রিয়ের সহিত উপদেশের কারণে।

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় মুখ্য প্রাণও জীবের এক প্রকার করণ বা ভোগ সাধনই বটে। প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়াদির সহিত এক পর্য্যায়ে, এক প্রকরণে মুখ্য প্রাণেরও উপদেশ থাকায়, এই প্রকার বুঝিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১।১ হইতে ৫।১।১৫ এবং বৃহদারণ্যকের ৬।১।১ হইতে ৬।১।১৪ মন্ত্রগুলি দ্রষ্টব্য। বাহুল্য ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হইল না। উহাদের সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—এক সময়ে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইল, উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কে? সকলেই নিজ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা সকলেই প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" তিনি উত্তর করিলেন যে, যাহার উৎক্রান্তিতে শরীর নিতান্ত পাপিষ্ঠের ন্যায় হইবে, অর্থাৎ অত্যন্ত অস্পৃশ্য হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। ইহা শুনিয়া প্রথমে বাক্ উৎক্রান্ত হইল, তাহাতে দর্শন, শ্রবণ, মনন, প্রাণন প্রভৃতি ক্রিয়া চলিতে থাকায়, শরীরের অস্পৃশ্যতা হইল না। তখন বৎসরান্তে—বাক্ পুনরাগমন করিল। এই প্রকারে ক্রমশঃ চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃও একে একে উৎক্রান্ত হইয়া বৎসরান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, শরীর পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান আছে। তারপর প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হইতে চেষ্টা করিল, তখন বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ প্রভৃতিরও উৎক্রমণ সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। তখন তাহারা সকলে আসিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব অঙ্গীকার করিল। ইহা ছান্দোগ্যের আখ্যান; বৃহদারণ্যকেও ইহাই আছে। এই আখ্যায়িকাতে প্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সহিত এক সঙ্গে

সমভাবে উপদিষ্ট হওয়ায়, প্রাণও ঐ সকল ইন্দ্রিয়গণের অন্যতম না হইলেও, তাহাদের ন্যায় জীবের ভোগ সাধন বুঝিতে হইবে।

২।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ২।১০।১৫ শ্লোক উপরোক্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, মুখ্য প্রাণই সমুদায় ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা, এবং এই জন্যই ইহার মুখ্যত্ব। "প্রাণ", অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ন্যায়, জীবের ভোগোপকরণ বলিয়াই উহার বহুবচনে "ইন্দ্রিয়গণ" অর্থই প্রকাশ করে। উক্ত ২।১০।১৫ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী "**প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি**" এই অর্থই করিয়াছেন।

সুতরাং প্রাণ যে ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় জীবের ভোগসাধন তাহা সিদ্ধ হইল।

আরও এক কারণ এই যে, যোগমার্গে ইন্দ্রিয়জয়ের সহিত প্রাণজয়ও উক্ত হইয়াছে, যথা :—

প্রাণস্য শোধয়েন্মার্গং পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ।
বিপর্য্যয়েণাপি শনৈরভ্যসেন্নির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

ভাগঃ ১১।১৪।৩২

—জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনুলোম প্রাণায়ামে পূরক-কুম্ভক-রেচক দ্বারা এবং বিপর্য্যয় বা প্রতিলোম প্রাণায়মে রেচক-পূরক-কুম্ভক দ্বারা ক্রমশঃ প্রাণ নিরোধ অভ্যাস করিবে। ভাগঃ ১১।১৪।৩২

অন্যত্রও আছে :—

মৌনং সদাসনজয়স্থৈর্য্যং প্রাণজয়ঃ শনৈঃ।
প্রত্যাহারশ্চেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ান্মনসা হৃদি॥ ভাগঃ ৩।২৮।৫

স্বধিষ্ণ্যানামেকদেশে মনসা প্রাণধারণা।
বৈকুণ্ঠ লীলাভিধ্যানং সমাধানং তথাত্মনঃ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৬

—আসন জয়পূর্ব্বক মৌন ও স্থির হইয়া থাকা, ক্রমশঃ প্রাণজয়, ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া হৃদয়ে

আনয়ন, প্রাণের স্থান যে মূলাধারাদি, তাহাদের মধ্যে একদেশে মনের সহিত প্রাণের ধারণা, ভগবানের লীলা চিন্তন এবং মনের সমাধান, এই সকল উপায় দ্বারা দুষ্ট মনকে বুদ্ধি দ্বারা অসৎপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যোগে নিয়োগ করিবে।

ভাগঃ ৩।২৮।৫-৬-৭

অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণ নিরোধ একসঙ্গে উপদিষ্ট হওয়ায়, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভিত্তি :—

"যস্মিন্নুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠঃ।"
(ছান্দোগ্যঃ ৫।১।৭)

—(প্রজাপতি উত্তর করিলেন) যাহার উৎক্রান্তিতে এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের ন্যায় (অস্পৃশ্য) হইয়া থাকে, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
(ছাঃ ৫।১।৭)

সংশয় :—পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন। প্রাণকেও চক্ষুরাদির ন্যায় জীবের ভোগাপকরণ বলিতেছ, কিন্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি বিষয় এবং দর্শনাদি জীবোপকারক ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে। প্রাণেরও ত সে প্রকার স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রাণের সে প্রকার বিষয় বা ক্রিয়ার কি পরিচয় পাওয়া যায়? আরও দেখ, একাদশ সংখ্যক ইন্দ্রিয় বলিয়া ২।৪।৬ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ। তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ও কার্য্য আছে, তাহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু এখন আবার প্রাণকে দ্বাদশ ইন্দ্রিয়ভুক্ত করিলে, তোমার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তহানি হইতেছে না কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১১।

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ২।৪।১১ ॥
অকরণত্বাৎ + চ + ন + দোষঃ + তথাহি + দর্শয়তি ॥

অকরণত্বাৎ :—যে হেতু জীবের উপকার সাধককরণ স্থানীয় নহে। **চ :**—ও। **ন :**—না। **দোষঃ :**—দোষ। **তথাহি :**—সেইরূপই। **দর্শয়তি :**—দেখাইতেছেন।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি বিষয়ের আলোচনা করে, তাই তাহারা "করণ"। প্রাণ তাহা বা তদনুরূপ কিছু করে না বলিয়া, উহা 'অকরণ'। কিন্তু উহার যে বিশেষ কার্য্য বা প্রয়োজন নাই, তাহা নহে। উহারও অসাধারণ এবং বিশেষ কার্য্যও আছে। সেই কার্য্য—অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও শরীরকে ধারণ। তাহার দ্বারা 'প্রাণ' জীবের মহদুপকার করিয়া থাকে। ২।৪।৯ সূত্রের আলোচনায় এই জন্য প্রাণকে "জড় ও চৈতন্যের সংযোগ সেতু" বলা হইয়াছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র এবং পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উল্লিখিত আখ্যায়িকাই

তাহার প্রমাণ। যেমন কোনও রাজ্যের রাজা এবং রাজার উপদেশক মন্ত্রী, ও কার্য্যনির্ব্বাহক রাজপুরুষাদি কর্ম্মচারী থাকে, সেইরূপ জীব—দেহ রাজ্যের রাজা, প্রাণ তাহার উপদেশক মন্ত্রী এবং ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী। সুতরাং প্রাণের দ্বারা জীবের মহদুপকার সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব তোমার আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাণের ক্রিয়াশক্তি স্পষ্টই উল্লিখিত আছে :—

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব ক্রিয়াজ্ঞানবিভাগসঃ।
প্রাণস্য হি ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা॥ ভাগঃ ৩।২৬।৩০

—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ইহারা তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি এবং বুদ্ধির বিজ্ঞানশক্তি প্রধান। কিন্তু প্রাণ এবং বুদ্ধি উভয়ই তৈজস হওয়ায়, ইন্দ্রিয়গণও তৈজস।

ভাগঃ ৩।২৬।৩০

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, মুখ্য প্রাণ কর্ত্তা বা ভোক্তা নহে। জীবই কর্ত্তা ও ভোক্তা। মুখ্যপ্রাণ চক্ষুরাদির ন্যায় জীবোপকরণ। ইহা যে ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা, তাহা ২।৪।১ সূত্রে ভাগবতের ২।১০।১৫ শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রুতি :—

"কামঃ সঙ্কল্পো বিচিৎকিসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা, ধৃতরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরীত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্ব্বং প্রাণ এব ···॥" (বৃহদারণ্যকঃ ১।৫।৩)

—যেমন কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান, ভয় এ সমস্ত যদিও বৃত্তিভেদে বিভিন্ন তথাপি মনই, অর্থাৎ মন হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান বৃত্তিভেদে বিভিন্ন হইলেও, এক প্রাণই। (বৃহঃ ১।৫।৩)।

সংশয় :—বৃত্তিভেদে, কার্য্যভেদে এবং নাম ভেদে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, ইহারা পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বা পাঁচই এক পদার্থ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১২।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ॥ ২।৪।১২॥
পঞ্চবৃত্তিঃ + মনোবৎ + ব্যপদিশ্যতে ॥

পঞ্চবৃত্তিঃ :—পাঁচ প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট। **মনোবৎ :**—মনের ন্যায়। **ব্যপদিশ্যতে :**—ব্যবহৃত হয়।

কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা ইত্যাদি বৃত্তি, কার্য্যে ও নামে বিভিন্ন হইলেও, উহারা যেমন মনঃ হইতে পৃথক বস্তু নহে, তেমনি প্রাণ অপান প্রভৃতি বৃত্তি, কার্য্য ও নাম ভেদে বিভিন্ন হইলেও, উহারা প্রাণই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রই ইহার প্রমাণ। **এই অর্থ শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত।**

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা নিম্নমত করেন। মনঃ অর্থাৎ অন্তঃকরণ, একই মনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ গ্রহণ বিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ, অথবা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ বৃত্তিভেদ, মনঃ হইতে বস্তন্তর নহে, সেইরূপ প্রাণ একই বটে। কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণ, অপান প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র। উভয় অর্থে ভেদ নাই।

২।৪।৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৬।৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহার ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী লিখিতেছেন :—**কর্ম্মশক্তি, ক্রিয়াশক্তিস্তয়া দশধা—প্রাণ রূপেণ প্রাণাপানোদান সমানব্যানা পঞ্চ, নাগঃ, কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয় ইত্যেতে পঞ্চ, ইত্যেবং 'বৃত্তিভেদেন দশবিধঃ প্রাণঃ"**—ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, অর্থাৎ প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান এই পঞ্চ এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পঞ্চ—বৃত্তিভেদে এই দশ প্রকারে।

সুতরাং সিদ্ধ হইল যে, প্রাণ, অপান প্রভৃতি বৃত্তিভেদ হইলেও, উহারা পৃথক্ বস্তু নহে, উহারা একই বস্তু 'প্রাণ'—বৃত্তিভেদে এবং কার্য্যভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র।

ভাগবতের ৩।৭।২৩ শ্লোকেও উক্ত আছে :—**"যস্মিন্ দশবিধঃ প্রাণঃ…"**

—যে বিরাট পুরুষের প্রাণাদি পাঁচ ও নাগাদি পাঁচ, এই দশ প্রকার প্রাণ আছে। ভাগঃ ৩।৭।২৩

ইহাও বৃত্তিভেদে দশ প্রকার, বস্তুভেদে নহে।

৫। শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি"। (বৃহদাঃ ৪।৪।২)

—জীব উৎক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর, প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। (বৃহঃ ৪।৪।২)।

২। "সমঃ প্লুষিণা, সমো মশকেন, সমো নাগেন, সম এভিস্ত্রিভি-র্লোকৈঃসমোঽনেন সর্ব্বেণ।" (বৃহদাঃ ১।৩।২২)।

—এই প্রাণ মশক অপেক্ষাও ক্ষুদ্র পুত্তিকার সমান, মশকের সমান, সর্পের সমান, এই তিন লোকের সমান, অধিক কি, সমস্ত জগতের সমান। (বৃহদাঃ ১।৩।২২)

৩। "প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্"। (প্রশ্ন ২।৬)।

—প্রাণে সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত। (প্রশ্ন ২।৬)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদাঃ ৪।৪।২ মন্ত্র আলোচনা করিলে, জীবের সহিত প্রাণের উৎক্রান্তি কথিত হওয়ায়, তোমাদের ২।৩।২০ সূত্রের এবং ২।৪।৭ সূত্রের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণ হওয়া উচিত। আবার বৃহদারণ্যক ১।৩।২২ মন্ত্রে প্রাণকে দেহ পরিমাণ বলা হইয়াছে, আবার সর্ব্বব্যাপীও বলা হইয়াছে। প্রশ্নশ্রুতির ২।৬ মন্ত্রে প্রাণ সমুদায়ের আশ্রয় হওয়ায় সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত—প্রাণ কি অণু, অথবা দেহ পরিমাণ সম, কিম্বা সর্ব্বব্যাপী ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১৩।

অণুশ্চ ॥ ২।৪।১৩ ॥

অণুঃ+চ ॥

অণুঃ :—সূক্ষ্ম। **চ :**—ও।

মুখ্য প্রাণ—অণু, সূক্ষ্ম বটে। পরমাণুর সমান বলিয়া যে অণু, তাহা নহে। সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায় অণু। ইতর প্রাণ সকল (ইন্দ্রিয়গণ) যেরূপ সূক্ষ্ম বলিয়া অণু, মুখ্য প্রাণও সেই প্রকার। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২

মন্ত্র ইহার প্রমাণ। **মুখ্য প্রাণ যদি সর্ব্বব্যাপী হইত, তাহা হইলে, উহার উৎক্রান্তি সম্ভব হইত না। অতএব, প্রাণ অণু বটে।**

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৩।২২ মন্ত্রে যে বলা হইয়াছে, প্রাণ মশকের সমান, মশক হইতেও ক্ষুদ্র পুত্তিকার সমান, সর্পের সমান ইত্যাদি উহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রাণ ঐ সকল জীবের শরীরের সম-পরিমাণ। উহার অর্থ এই যে, "গোত্ব" ধর্ম্ম যেমন নিখিল গো শরীরে ব্যাপ্ত, তদ্রূপ প্রাণও যাবতীয় পুত্তিকা প্রভৃতির শরীরে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, এজন্য প্রাণের সর্ব্বসমত্ব—ঐ সমস্ত শরীরের সম-পরিমাণ বলিয়া নহে।

তবে যে প্রাণের বিভুত্ব প্রশ্ন উপনিষদের ২।৬ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, উহার কারণ এই যে, প্রাণীমাত্রেরই অবস্থিতি যখন প্রাণাধীন, তখন প্রাণীর বহুত্ব ও ব্যপকত্ব লইয়াই প্রাণের বিভুত্ববাদের উৎপত্তি হইতে পারে। অথবা, প্রাণের এই ব্যাপিত্ব কখনও আধিদৈবিক অভিপ্রায়ে, এবং অধ্যাপিত্ব কখন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে, হইতে পারে। আধিদৈবিক প্রাণ—সমষ্টিরূপ—ইঁহারই নাম হিরণ্যগর্ভ। ইঁহাতে সমুদায় জগৎ প্রতিষ্ঠিত। তাহা আমরা এই পাদের ভূমিকায় পাইয়াছি। আর আধ্যাত্মিক প্রাণ—ব্যষ্টিরূপ—ইঁহারই নাম প্রাণ—ইনি অণু এবং পরিচ্ছিন্ন। এইরূপে উভয় উক্তির সামঞ্জস্য বিধান হইবে।

২।৪।৯ সূত্রের আলোচনা হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে প্রাণ—জড় চৈতন্যের সংযোগ সেতু। ব্রহ্ম বা ভগবানের বহু হইবার মূল সংকল্প সিদ্ধির জন্য সেই সংকল্পাত্মক স্পন্দনের জড় সংক্রমণই প্রাণরূপে অভিব্যক্ত। উহা কি স্থাবর কি জঙ্গম, সমুদায়ের অণু-পরমাণুতে অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। এজন্য ইহাকে যেমন এক পক্ষে সর্ব্বব্যাপী বলা যায়, অন্য পক্ষে জীব সম্বন্ধে ২।৩।২০ সূত্রের সিদ্ধান্তানুসারে যেমন অণুত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, জীবের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ প্রাণেরও অণুত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

২।৪।৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৪০ শ্লোকে প্রাণের জীবাণুগমন উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে আর উদ্ধৃত হইল না। উহা হইতে প্রতিপন্ন হইল যে, প্রাণ অণু বটে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম।

অন্যত্র, যোগীদিগের প্রাণত্যাগ প্রসঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্রপথে প্রাণ প্রয়াণ কথিত আছে, ব্রহ্মরন্ধ্র পথ অতি সূক্ষ্ম, যে বস্তু তাঁহার মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিয়া থাকে, তাহা যে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম হইবে তাহার কথা কি?

তস্মাদ্ ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত
নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টি-
র্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ॥

ভাগঃ ২।২।২১

—তদনন্তর প্রাণের সপ্ত মার্গ (শ্রোত্রদ্বয়, নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ) নিরোধ পূর্ব্বক পূর্ব্বশ্লোকে কথিত বিশুদ্ধিচক্রের অগ্রভাগ হইতে প্রাণকে লইয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করেন। তৎপরে যদি একেবারে অনপেক্ষ হন, অর্থাৎ কোনও প্রকার ভোগবাসনা না থাকে, তাহা হইলে, ঐ স্থানে অর্দ্ধমুহূর্ত্ত অবস্থান করিয়া পরব্রহ্মগত হওতঃ ঐ প্রাণকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নীত করিবেন। তাহার পরেই ব্রহ্মরন্ধ্র নির্ভেদ করিয়া প্রয়াণ সময়ে দেহ এবং ইন্দ্রিয় সকল পরিত্যাগ করিবেন। ভাগঃ ২।২।২১

এই শ্লোক হইতে এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগবতের শ্লোকদ্বয় হইতে আমরা পাইতেছি যে, যোগীগণ প্রাণকে গুহ্যদেশে স্থিত মূলাধার চক্র হইতে যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমশঃ নাভিদেশেস্থিত মণিপুর চক্রে তথা হইতে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে, তথা হইতে কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে, ক্রমশঃ সেখান হইতে ভ্রূদ্বয় মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে এবং তথা হইতে মস্তকস্থিত সহস্রার চক্রে উন্নমিত করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রয়াণ করেন। সুতরাং প্রাণকে যখন স্থান হইতে স্থানান্তরে আনয়ন কার্য্য কথিত হইয়াছে, তখন প্রাণ সর্ব্বব্যাপী নহে, প্রাণ অণু বটে।

তবে যে উপরে বলা হইয়াছে যে, গোত্ব যেমন গোশরীরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, সেইরূপ প্রাণ সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে। জীবিতকালে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও আমরা পাইয়া থাকি। যখন আমরা জীবিত, তখন আমাদের শরীরের পায়ের নখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদায় শরীর জীবিত, কোনও অংশ যদি কোনও কারণে মৃত হয়, তাহা হইলে উহা শরীর হইতে পরিত্যক্ত হয়। প্রাণ যদি অণু হয় এবং মূলাধার চক্রই যদি উহার সাধারণ অবস্থান স্থান হয়, তবে উক্ত উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা কি প্রকারে হইল?

ইহার উত্তর এই, সূর্য্য যেমন আকাশের একদেশে অবস্থান করিয়া কিরণ, আলোক, তাপ বিকীরণে—সৌর জগতের ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র স্থাবর-জঙ্গম

সকলের জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণাম প্রভৃতি সংঘটিত করেন, দীপ যেমন কোনও অন্ধকারময় গৃহের একাংশে থাকিয়া, আলোক দানে গৃহের সর্ব্বত্র অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাণ অণুরূপে দেহের একাংশে অবস্থান করিয়া, প্রাণন শক্তি বিকাশে, সমগ্র দেহকে এবং দেহের সমুদায় অবয়বকে পায়ের নখ হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত—সঞ্জীবিত করিয়া রাখে। সমুদায় অবয়ব প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া জীবনী শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং অসামঞ্জস্য মাত্র নাই।

৬। জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"অগ্নির্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্‌........." ইত্যাদি। (ঐতরেয়ঃ ১।২।৪)

—অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে, বায়ু প্রাণ হইয়া দুই নাসিকায়, আদিত্য চক্ষু হইয়া দুই অক্ষিগোলকে, দিক্ শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া দুই কর্ণে..... প্রবেশ করিলেন। (ঐতরেয়ঃ ১।২।৪)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতাগণ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন। তবে জিজ্ঞাসা করি যে, প্রস্তাবিত প্রাণ সকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কি নিজে নিজে স্বাধীনভাবে আপন আপন কার্য্য করেন, অথবা, দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়ায় ঐ সকল দেবতার শক্তিতে কার্য্যশীল হইয়া থাকে? যদি বল যে, দেবতাগণের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যশীল হইয়া থাকে, তাহা হইলে অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণের নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ের বিষয় পরস্পরায় ভোক্তৃত্বের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং তাহা হইলে, জীবের ভোক্তৃত্ব যাহা প্রসিদ্ধ, এবং যাহা সম্ভবতঃ তোমরাও অস্বীকার করিবে না, তাহার লোপাপত্তির সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। অতএব, ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীনভাবে আপন আপন কার্য্য করে, ইহাই সম্ভব। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—২।৪।১৪।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদামননাৎ ॥ ২।৪।১৪ ॥
জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং + তু + তৎ + আমননাৎ ॥

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং :—অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্তৃক পরিচালনা। **তু :**—কিন্তু (আপত্তি নিরসনসূচক)। **তৎ :**—তাহা। **আমননাৎ :**—শ্রুতিতে কথন হেতু (শঙ্কর)—পরব্রহ্মের সংকল্প হেতু (রামানুজ)।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণে প্রবেশ করিলেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠান করিলেন। সুতরাং ইহা হইতে

সিদ্ধান্ত হইবে যে, দেবতাগণের শক্তিতেই ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে (শঙ্কর)।

আবার ঐ দেবতাগণ পরব্রহ্মের সংকল্প হেতুই ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের পরিচালনা করেন (রামানুজ)।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের বক্তব্য নিম্নে লিখিত হইল :—

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ॥ ভাগঃ ২।৫।৩০

—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ, তাহার অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, এবং দিক্‌, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং 'ক' বা প্রজাপতি, এই দশ দেবতা উৎপন্ন হইলেন। ভাগঃ ২।৫।৩০

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে আমরা পাইতেছি, এই দেবতা সকল বিরাটের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন। অর্থাৎ অগ্নি বিরাটের মুখে (৩।৬।১২), বরুণ (প্রচেতাঃ) তালুতে (৩।৬।১৩), অশ্বিনীকুমারদ্বয় দুই নাসিকায় (৩।৬।১৩), আদিত্য দুই চক্ষুতে (৩।৬।১৪), বায়ু ত্বকে (৩।৬।১৫), দিক্‌ দেবতাগণ দুই কর্ণে (৩।৬।১৬), প্রজাপতি উপস্থে (৩।৬।১৭), মিত্র দেবতা পায়ুতে (৩।৬।১৮), ইন্দ্র হস্তদ্বয়ে (৩।৬।১৯), বিষ্ণু বা উপেন্দ্র দুই পদে (৩।৬।১৯) প্রবেশ করিলেন। ৩।২৬।৫৭ শ্লোকেও এই কথাই আছে। বলা বাহুল্য, বিরাট সমষ্টি জীবের স্থূল শরীর। সুতরাং সমষ্টি জীবের স্থূল শরীর সম্বন্ধে যাহা, ব্যষ্টি জীবের স্থূল শরীর সম্বন্ধেও তাই।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের পরিচালনায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। আবার, পরব্রহ্মের সংকল্প অনুসারেই দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদিগকে পরিচালনা করেন। ইহার ভাগবত প্রমাণ পর সূত্রে উদ্ধৃত হইবে।

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৭০-১৭১) যে সৃষ্টিচিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, একের বহু হইবার সংকল্পরূপ স্পন্দন কেমন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতম হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্ম, স্থূল, স্থূলতর প্রভৃতির মধ্যদিয়া স্থূলতমে পরিণত হয়। স্পন্দনাত্মক শব্দ কি করিয়া "রূপে" পরিণত হয়—অন্য কথায় কি করিয়া নাম—রূপে পরিণত হয়—তাহা মৎ প্রণীত "গায়ত্রী-রহস্য" পুস্তকের ব্যাহৃতি তত্ত্বালোচনায়—বিস্তারিত-

ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই; অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইচ্ছা করিলে যথাস্থানে দেখিয়া লইতে পারিবেন। এখানে এইটুকু সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন যে, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত—অন্যকথায়—ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা ও পরিচালক দেবতাগণ, ইন্দ্রিয়গণ ও রূপ-রস প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বিষয়—কি প্রকার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে-সম্বদ্ধ। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। উক্ত চিত্র হইতে দেখা যাইবে যে, তমঃ প্রধান অহংকার হইতে, ঐ তিনেরই উৎপত্তি। অহংকার তমঃ প্রধান হইলেও উহাতে সত্ত্ব ও রজঃ মিশ্রিত আছে। উহার সত্ত্ববহুল অংশ হইতে—ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের, রজোবহুল অংশ হইতে—ইন্দ্রিয়গণের এবং তমোবহুল অংশ হইতে—রূপ রসাদি বিষয় সকলের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ইহারা যথাক্রমে অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আত্যন্তিক অপেক্ষা করে। পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সার্থকতা লাভ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদি আদিত্য না থাকিত, তাহা হইলে রূপ ও চক্ষুর সার্থকতা সিদ্ধ হইত না, আবার চক্ষুঃ না থাকিলে আদিত্য ও রূপের সার্থকতা কোথায়? অন্ধের কাছে, উহাদের থাকা না থাকা সমান। ঐ প্রকার রূপ না থাকিলে—আদিত্য ও চক্ষুর কোনও প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। ইহা ১।১।২১ সূত্রের আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। এই অধিদৈব, অধ্যাত্ম, অধিভূত সকলের অভিব্যক্তি, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পরস্পরের আত্যন্তিক অপেক্ষা, পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের সার্থকতা—সমুদায়ের মূলে ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বা ভগবানের বহু হইবার সংকল্প। সেই সংকল্প বলেই অধিদৈবগণের পরিচালনায়—অধ্যাত্মগণ ক্রিয়াশীল হইয়া অধিভূতগণকে উপভোগ করিয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান অন্তর্য্যামী রূপে প্রত্যেকের অন্তরে অবস্থান করিয়া—প্রাণশক্তি বিকাশে উহাদের কার্য্যশীলতা নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহা ১।২।১৯ সূত্রে প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইয়াছে। **জীব এই পরমাত্মারই তটস্থা শক্তি। তাঁহারই সংকল্প বলে জীব কর্ত্তা ও ভোক্তা রূপে প্রতিদেহে অবস্থান করিয়া—প্রাণশক্তি সাহায্যে—জড়-চৈতন্যের সংযোগ সাধন করিয়া—সৃষ্টির সার্থকতা ও জগদ্বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।** পর সূত্রে সূত্রকার জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

ভিত্তি :—

"স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা স্বে জনপদে যথাকামং পরিবর্ত্তেতৈবমেবৈষ এতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে ॥" (বৃহদারণ্যকঃ ২।১।১৮)।

—মহারাজা যেমন জনপদস্থ প্রজাগণের সঙ্গে নিজ জনপদে ইচ্ছামত বর্ত্তমান থাকেন, সেইরূপ এই জীবও এই সমুদায় ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া নিজ শরীরে ইচ্ছামত বর্ত্তমান থকেন। (বৃহদাঃ ২।১।১৮)।

পূর্ব্বসূত্রে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, যে ইন্দ্রিয়গণ আধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের শক্তিতে কার্য্যশীল হইলে জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে, ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১৫।

প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ২।৪।১৫ ॥

প্রাণবতা + শব্দাৎ ॥

প্রাণবতা :—জীবগণের সহিত (ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ,)। **শব্দাৎ :—** শ্রুতি হইতে জানা যায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রহইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, জীবের দেহ তাহার স্বোপার্জ্জিত—অর্থাৎ প্রাক্তন কর্ম্মলভ্য; এবং জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ, মহারাজার সহিত প্রজাগণের সম্বন্ধের ন্যায় বর্ত্তমান। সুতরাং জীবের ভোক্তৃত্ব লোপাপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? জীব ভোগের জন্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে অধিষ্ঠান করেন, অধিষ্ঠাতৃদেবতাগণ রাজপুরুষগণের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ ও পরিচালনা করেন মাত্র, ভোগ করেন না।

যেমন কোনও ব্যক্তি নিজ কৃত কর্ম্মের ফলে, কোনও রাজা বা রাজতুল্য ধনী ব্যক্তি হইতে একটি সুসজ্জিত বাগান বাড়ী জীবিতকাল যাবৎ উপভোগের জন্য প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সুখ, সম্পদ্ প্রভৃতি ভোগ করেন মাত্র, উক্ত বাগানে যে সমস্ত ফুলগাছ বা ফলের বৃক্ষ আছে, তাহাদের জনন, সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্য উক্ত রাজা বা ধনী ব্যক্তির নিযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পরিচারক এবং তাহাদের কার্য্য পরিদর্শন জন্য পরিদর্শক আছেন। তাঁহারা উক্ত ভোগকারী ব্যক্তির অধীন নহে, অথচ রাজার বা ধনী ব্যক্তির অনুমতিক্রমে উহার

(উক্ত ভোগকারীর) সমুদায় অভাব, অভিযোগের তত্ত্বাবধান এবং ভোগ সাধন দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করেন, গৃহটিরও আসবাব, উপকরণ সমুদায়ই রাজার অথবা উক্ত ধনী ব্যক্তির; উহাদের তত্ত্বাবধান, যথাযথ ভাবে বিন্যাস, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ব্যবস্থাদি সকলই, ঐ সকল নিযুক্ত পরিচারক ও পরিদর্শক দ্বারা সংঘটিত হয়, ভোগকারী ব্যক্তি কেবল ভোগ করিতে থাকেন মাত্র, এবং সে জন্য উহা হইতে উৎপন্ন সুখ, পরিতৃপ্তি বা দুঃখ, অতৃপ্তি প্রভৃতিও ভোগ সঙ্গে সঙ্গে করেন। সেইরূপ বিশ্বরাজের নিয়মে, প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে প্রাপ্ত এই দেহ, জীব ভোগ করেন, এবং ইহা হইতে উৎপন্ন সুখ, দুঃখাদিও জীবের ভাগ্যে পড়ে। ইহার জনন, বর্দ্ধন, পালন, সংরক্ষণ প্রভৃতি বিশ্বরাজের নিযুক্ত পরিচারক ও পরিদর্শকগণ দ্বারা সংসাধিত হয়। অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণই পরিদর্শক, ইন্দ্রিয়গণই পরিচারক। কিন্তু ইহাদের দ্বারা জীবের ভোগের কোনও প্রকার প্রতিবন্ধকতাচরণ হয় না। বিশ্বরাজ, উক্ত জীবের প্রাক্তন কর্ম্মের ফলে, উহার যে প্রকার ভোগ ব্যবস্থা করিয়াছেন, পরিচারক ও পরিদর্শকগণের কর্ত্তব্য যে, সেই প্রকার ভোগ জীব পাইতেছেন কি না, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা। ভোগ শেষ হইলেই, পরিচারক ও পরিদর্শকগণেরও কর্ত্তব্য শেষ হইল। তখন জীব উক্ত উদ্যানবাটিকা রূপ দেহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাই নিয়ম, ইহাই ব্যবস্থা, ইহার ব্যভিচার নাই।

উপরে লিখিত লৌকিক দৃষ্টান্তে রাজা বা ধনী, পরিচারক, পরিদর্শক, উদ্যান তরুগুল্মাদি, গৃহ ও তাহার উপভোগ্য উপকরণাদি, নিয়ম পরম্পরা সমুদায়ই পৃথক্ বস্তু, কিন্তু বিশ্বরাজের সভায়, বিশ্বরাজ (অন্তর্য্যামী), জীব, ইন্দ্রিয়, উহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, দেহ, নিয়ম প্রভৃতি সমুদায়ই তত্ত্বত অভিন্ন, সবই ব্রহ্ম। কেবল, একের বহু হইবার সংকল্পে এক হইতেই উহাদের অভিব্যক্তি এবং পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মানতা। ১।২।১৯ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, তিনিই অধিদৈব, অধিভূত, অধ্যাত্ম; তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শরীরধারী জীবের ভিন্ন ভিন্ন হৃদয়ে অবস্থিত ভোক্তা; তিনিই অন্তর্য্যামীরূপে সকলের নিয়ন্তা ও পরিচালক, এবং তিনিই নিয়ম এবং তিনিই ভোগের বিষয়। এই প্রসঙ্গে উক্ত ১।২।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৫২৩-২৫) ভাগবতের ১।৯।৩৯, ২।৯।২৫, ২।১০।৮, ২।১০।১৩, ৩।৬।২, ৩।৬।৯, ১০।৪০।৪ শ্লোকগুলি এবং ১।১।২ সূত্রে উদ্ধৃত (পৃঃ ১০৬) ভাগবতের ১১।৩।৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে উহাদের পুনরুদ্ধার করা হইল না।

ভাগবতের ১০।১৬।৪০ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌কে '**প্রমাণমূলায়**' বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন "**চক্ষুরাদীনাং চক্ষুরাদিরূপায়।**" ইহা, "তিনি চক্ষুঃর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র ··ইত্যাদি" কেনোপনিষদের ১।২ মন্ত্রের প্রতিধ্বনি।

ভাগবতের আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনুবাঙ্মন ইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দতি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপিভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ ভাগঃ ১২।৮।৩৪

—হে বিভো! আমি ক্ষুদ্র, আপনার কি স্তব করিব? সমুদায় জীবের এমন কি ব্রহ্মার এবং শিবেরও প্রাণ স্পন্দন আপনারই প্রেরণায় হইয়া থাকে, আপনারই প্রেরণায় বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণের স্পন্দন অনুসারে স্পন্দিত হয়, এবং জীবাত্মাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। যদিও সকলেই আপনার অধীন, আপনার নিয়ম্য, আপনি কিন্তু আপনার ভক্তগণের "ভাববন্ধু" অর্থাৎ, ভক্তগণ যে যে ভাবে আপনাকে আরাধনা করে, আপনি সেই সেই ভাবে বিভাবিত হইয়া তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন। অতএব, আপনি যদিও সকলের নিয়ামক, আপনার ভক্তগণ আপনারও নিয়ামক, আপনি তাহাদের নিয়ম্য। অহো! কৃপালুতা, অহো ভক্তবৎসলতা!!! ভাগঃ ১২।৮।৩৪

অতএব, বুঝা গেল যে, জীবের জীবত্ব, ইন্দ্রিয়গণের ইন্দ্রিয়ত্ব, বিষয়ের বিষয়ত্ব, কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তার ভোক্তৃত্ব, এবং ভোগ্যের ভোগ্যত্ব সমুদায়, তাঁহা হইতেই। ইহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় পাইয়াছি। তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে জীব ভোক্তা, এবং দেবতাগণ পরিচালক মাত্র। ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করাই দেবতাগণের কার্য্য। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবের ভোক্তৃত্বের লোপাপত্তির আশঙ্কার ভিত্তি নাই।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ২।৪।১৪ এবং ২।৪।১৫ সূত্র দুইটি একত্রে একটি সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করায়, আমরাও পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিলাম।]

শ্রুতি :—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥"

(তৈত্তি : ২।৬)

—তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন, এবং প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী হইলেন। (তৈত্তি: ২।৬)।

সংশয় :—ভাল, প্রকরণ ত চলিতেছিল, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, উহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ, এবং জীব সম্বন্ধে। ইহার সঙ্গে আবার পরমাত্মার প্রসঙ্গ তুলিলে কেন? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১৬।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ॥ ২।৪।১৬॥

তস্য+চ+নিত্যত্বাৎ॥

তস্য :—তাহার (পরমাত্মার)। **চ :**—ও। **নিত্যত্বাৎ :**—নিত্যত্ব হেতু।

প্রপঞ্চ জগতে পরমাত্মাই ত একমাত্র নিত্য, তাহা ভুলিতেছ কেন? তিনি নিত্য বলিয়া এবং শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রানুসারে তিনি সমুদায় সৃষ্ট প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপী হওয়ার কারণ, জীবের সহিত ইন্দ্রিয়ের এবং তদ্দ্বারে বিষয়ের, অর্থাৎ ভোক্তার সহিত করণের এবং ভোগ্যের সম্বন্ধ, **অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের সহিত তৎপরিচালিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ প্রভৃতির কোনও প্রকার ব্যভিচার ঘটিবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই। যতদিন ভগবানের বহু হইবার সংকল্প বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ, অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। ইহাই পরমাত্মার প্রসঙ্গের কারণ। জীবের সহিত দেহ-সম্বন্ধ কর্ম্ম জন্য, এবং জন্য বলিয়া উহা নিত্য নহে। কিন্তু যে নিয়ম-পরম্পরা অনুবর্ত্তনে এই সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহাও অপরিবর্ত্তনীয়। কারণ ঐ নিয়ম-পরম্পরা পরব্রহ্মকৃত, এবং তিনি ঐ নিয়মই। সুতরাং পরব্রহ্মকে ছাড়িয়া প্রপঞ্চের কি বা থাকে?** আর তাঁহাকে বাদ দিয়া তোমার পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তি বা দাঁড়াইবে কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবত একটি শ্লোকে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটি ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য পুনরায় উদ্ধৃত করিলাম।

যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্ট্বেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ।
যং সংপদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৪২

—(ইহার সরলার্থ ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় [পৃঃ ৩৮৬] দেওয়া হইয়াছে।)

৭। **ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥**

ভিত্তি :—

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ ॥" (মুণ্ডক ২।১।৩)

—এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ জন্মিল। (মুণ্ডক ২।১।৩)

সংশয় :—প্রধান বা মুখ্য প্রাণ এক, এবং অন্যান্য অপ্রধান প্রাণ বা ইন্দ্রিয়গণ মনঃকে লইয়া একাদশ, ইহা ২।৪।৬ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এই একাদশ ইন্দ্রিয় কি মুখ্য প্রাণের বৃত্তি, অথবা পৃথক বস্তু ? (শঙ্কর)। অথবা, প্রাণ শব্দ নির্দ্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয়, অথবা, শ্রেষ্ঠ (মুখ্য) প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে ইন্দ্রিয় ? (রামানুজ)। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—২।৪।১৭।

ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ। ২।৪।১৭ ॥

তে + ইন্দ্রিয়াণি + তদ্ব্যপদেশাৎ + অন্যত্র + শ্রেষ্ঠাৎ ॥

তে :—তাঁহারা। **ইন্দ্রিয়াণি :**—ইন্দ্রিয়পদ বাচ্য। **তদ্ব্যপদেশাৎ :**—ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ হেতু। **অন্যত্র :**—অন্য স্থানে। **শ্রেষ্ঠাৎ :**—শ্রেষ্ঠ বা মুখ্য প্রাণ হইতে।

মুখ্য প্রাণ হইতে অন্যত্র চক্ষুরাদির ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ হেতু, মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং, জ্ঞান কর্ম্ম উভয়াত্মক মনঃ, এই সাকল্যে একাদশ ইন্দ্রিয (দেখ সূত্র ২।৪।৬)। ইহার প্রমাণ শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ২।১।৩ মন্ত্র। উহাতে প্রাণ, মনঃ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়, মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এবং এই কারণেই উক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় মুখ্য প্রাণের বৃত্তি নহে। যদি বৃত্তি হইত, তাহা হইলে পৃথক্ উল্লেখের প্রয়োজন হইত না।

আচ্ছা, তাহা হইলে ত উক্ত মন্ত্রে মনঃ ও পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তবে মনঃই বা ইন্দ্রিয় হইবে কেন ?

ইহার উত্তর এই যে, মনঃ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়াত্মক বলিয়া পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মনঃ যে ইন্দ্রিয় ইহা প্রমাণের দ্বারা ২।৪।৬ সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। স্মৃতিতেও মনঃকে ইন্দ্রিয়ই বলা হইয়াছে,

যথা :—গীতায়—"**ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ**……"।১৩।৫।—ইন্দ্রিয়গণ দশ এবং এক অর্থাৎ, একাদশ। **কিন্তু "প্রাণ" ইন্দ্রিয় বলিয়া শ্রুতিতে বা স্মৃতিতে কোথাও উল্লেখ নাই। অতএব, মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় নহে। একাদশ ইন্দ্রিয় মুখ্যপ্রাণের বৃত্তিও নহে ; উহারা পৃথক্ পদার্থ।**

২।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ২।১০।১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা। উক্ত সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ২।৫।৩১ শ্লোকেও দশ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি (মনের পরিবর্ত্তে) এবং প্রাণের উৎপত্তি পৃথক্ পৃথক্ বর্ণিত আছে। মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ২।১।৩ মন্ত্রের ন্যায় এই শ্লোকেও 'প্রাণ' পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত ৩।৬।৯ শ্লোকেও দশবিধ প্রাণের পৃথক্ উৎপত্তি এবং তৎপরে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি কথিত আছে। শ্লোকটি এই :—

> সাধ্যাত্মঃ সাধিদৈবশ্চ সাধিভূত ইতি ত্রিধা।
> বিরাট্ প্রাণো দশবিধ একধা হৃদয়েন চ ॥ ভাগঃ ৩।৬।৯
>
> —বিরাট্ আপনাকে সাধ্যাত্ম, সাধিদৈব এবং সাধিভূত রূপে তিনভাগে, দশবিধ প্রাণরূপে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়—বৃত্তিভেদে এই দশ প্রকার), এবং হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপে একভাগে বিভক্ত করিলেন।
>
> ভাগঃ ৩।৬।৯

ইহাদের মধ্যে অধ্যাত্মরূপী ইন্দ্রিয়গণ। প্রাণ, অপান প্রভৃতি দশ প্রকারই প্রাণের বৃত্তি। ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের বৃত্তি নয়। যদি বৃত্তি হইত, তবে তাহাদের পৃথক্ উল্লেখ সঙ্গত হইত না।

ভিত্তি ঃ—

(১) **"তে হ বাচমুচুঃ"। (বৃহদারণ্যকঃ ১৷৩৷২)**

—তাহারা বাক্যকে বলিল। (বৃহঃ ১৷৩৷২)

(২) **"অথ হেমমাসন্যং প্রাণমুচুঃ"। (বৃহঃ ১৷৩৷৭)**

—অনন্তর তাহারা মুখ্য প্রাণকে বলিল। (বৃহঃ ১৷৩৷৭)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এক উপাখ্যান আছে যে, প্রজাপতির জ্যেষ্ঠ সন্তানগণ অসুর এবং কনিষ্ঠ সন্তানগণ দেবতা। উহারা ভোগ-রাজ্যে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবতারা স্থির করিলেন যে, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে উদ্‌গীথানুষ্ঠান দ্বারা অসুরগণকে পরাস্ত করিবেন। এজন্য প্রথমে দেবতাগণ বাক্‌কে উদ্‌গীথ গান করিতে বলিলেন। বাক্‌ স্বীকার করিয়া তিনটি মাত্র পবমান স্তোত্র যজমান দেবতাগণের কল্যাণে গান করিলেন। আর, বাকি নয়টি স্তোত্র উদ্‌গাতার কল্যাণের জন্য গান করিলেন। এই স্বার্থপরতার জন্য অসুরগণ সুবিধা পাইয়া বাক্‌কে পাপবিদ্ধ করিল। এইরূপে ঘ্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ সকলেই স্বার্থপর বলিয়া প্রকাশিত হওয়ায়, অসুরগণ কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধ হইল। অবশেষে দেবতাগণ মুখ্য প্রাণকে অনুরোধ করিলেন। মুখ্য প্রাণ নিঃস্বার্থভাবে দেব-গণের কার্য্য করায়, অসুরগণের আক্রমণ তাঁহার প্রতি ব্যর্থই হইয়াছিল এবং দেবতাগণ কৃতকার্য্য হইয়া অসুরগণের পরাভব করিয়া নিজ দেবভাব লাভ করিয়াছিলেন। (বৃহদাঃ ১৷৩৷২—৭)

(৩) **"হন্তাস্যৈব সর্ব্বে রূপমসামেতি ত এতস্যৈব সর্ব্বে রূপমভবম্‌-স্তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে প্রাণা ইতি।" (বৃহঃ ১৷৫৷২১)**

—অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ স্থির করিল, আমরা সকলে ইহারই রূপ ভজনা করি। তাহারা সকলে এতৎ স্বরূপই হইল, অর্থাৎ প্রাণকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিল। সেই হেতু এই বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। (বৃহঃ ১৷৫৷২১)

সংশয় ঃ—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১৷৫৷২১ মন্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, ইতর ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণের রূপ ভজনা করিয়া তৎস্বরূপই হইল। অতএব, তাহারা বস্তুন্তর হইবে কেন? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—২।৪।১৮।

ভেদশ্রুতেঃ ॥ ২।৪।১৮ ॥

ভেদ ঃ—ভেদ। **শ্রুতেঃ ঃ**—শ্রুতি হেতু ॥

শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৩।২—৭ মন্ত্রে কথিত উপাখ্যান হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুখ্য প্রাণ ও ইতর ইন্দ্রিয়গণের ভেদ বর্ণনা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ১।২।২—৭ পর্য্যন্ত মন্ত্রেও এই একই উপাখ্যান বর্ণিত আছে। এই স্পষ্ট ভেদ উল্লেখ হেতু মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়গণ হইতে অতিরিক্ত। বিশেষতঃ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৫।২১ মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে, এবং উহার পূর্ব্বভাগের সহিত অর্থাৎ পরসূত্রে বর্ণিত আখ্যায়িকার সহিত একসঙ্গে পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, মুখ্য প্রাণ মৃত্যু দ্বারা পরিশ্রান্ত না হওয়ার কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে লক্ষিত হওয়ায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ তাহার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। উহাতে মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতার এবং ইতর ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথকত্বের হানি হয় না।

স্থিতি :—

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৫।২১ মন্ত্রে এক আখ্যায়িকা উল্লিখিত আছে। পুরাকালে প্রজাপতি কার্য্য নির্ব্বাহক ইন্দ্রিয়গণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পরের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। বাগিন্দ্রিয় স্থির করিল, সর্ব্বদা কথা বলিবে, চক্ষুঃ স্থির করিল সর্ব্বদা দর্শন করিবে, শ্রবণেন্দ্রিয় স্থির করিল, সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে, এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও যথাযোগ্য নিজ নিজ কর্ম্ম সম্বন্ধে ঐ প্রকার নিয়ম করিল, কিন্তু মৃত্যু শ্রমরূপী হইয়া উহাদিগকে আয়ত্ত করিল, এবং তাহাদের অবিশ্রান্তভাবে কর্ম্ম করিতে বাধা জন্মাইল, অর্থাৎ তাহারা পরিশ্রান্ত হইতে লাগিল, এবং তজ্জন্য অবসাদগ্রস্থ হইয়া নিজ নিজ ব্যাপার হইতে বিরত হইতে লাগিল। কিন্তু শ্রমরূপী মৃত্যু কেবল মুখ্য প্রাণকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রত অবস্থায় পরিশ্রান্ত হইয়া নিজ নিজ কার্য্য হইতে বিরত হইতে বাধ্য হয়। এবং সুষুপ্তি অবস্থায় নির্ব্যাপার হইয়া পুনরায় শক্তিলাভ করিয়া থাকে। **কিন্তু মুখ্য প্রাণ সুষুপ্তি অবস্থায়ও নির্ব্যাপার থাকে না। উহা তখনও জাগ্রত থাকিয়া নিজের কার্য্য অবিশ্রান্ত ভাবে করিয়া যায়, এবং শ্রমরূপী মৃত্যু উহাকে অভিভব করিতে পারে নাই। এই বৈলক্ষণ্য হেতু ও মুখ্যপ্রাণ অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বস্তু।** ইহাই সূত্রে প্রতিপাদ্য।

সূত্র :—২।৪।১৯ ॥

বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ২।৪।১৯ ॥

বৈলক্ষণ্যাৎ + চ ॥

বৈলক্ষণ্যাৎ :—বৈলক্ষণ্য হইতে। **চ :**—ও। বৈলক্ষণ্য হইতেও।

উপরে উদ্ধৃত উপাখ্যানে বৈলক্ষণ্য স্পষ্টতঃ দেখান হইয়াছে। এই বৈলক্ষণ্যের জন্য মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক্ বস্তু।

২।৪।১ সূত্রে উদ্ধৃত ২।১০।১৫ শ্লোকে এবং অন্যান্য অনেক শ্লোকে মুখ্য প্রাণ যে ইন্দ্রিয়গণ হইতে পৃথক্, তাহা ভাগবত সাহায্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

[২।৪।১৮ এবং ২।৪।১৯ সূত্র শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য একত্রে পাঠ করিয়া অর্থ করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করায়, আমরাও পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিলাম।]

৮। সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-কৢপ্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন
জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি ॥"২
"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি, সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো
দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥৩
"তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোদ্ যথা নু খলু
সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাস্ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে
বিজানীহীতি ॥৪ (ছান্দোগ্যঃ ৬।৩।২-৩-৪)

—সেই এই সৎ স্বরূপ দেবতা (ব্রহ্ম) আলোচনা বা সংকল্প করিয়াছিলেন, যে, বেশ, আমি এই জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব ॥ ২ ॥

—সেই ভূতযোনি দেবতা (ব্রহ্ম), 'সেই তেজঃ, জল, পৃথিব্যাত্মক দেবতাগণের প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব', এইরূপ সংকল্প করিয়া, পূর্ব্বোক্ত জীবরূপে এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপ দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন ॥ ৩ ॥

—ঐ রূপ সংকল্পের পর ব্রহ্ম তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন। হে সোম্য, সেই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী), ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া যে প্রকারে এক একটি হইয়া থাকে, অর্থাৎ, ত্র্যাত্মক হইয়াও, যে প্রকারে এক একটি নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে বিশেষরূপে অবগত হও ॥ ৪ ॥ (ছাঃ ৬।৩।২-৩-৪)।

সংশয় ঃ— ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের সমষ্টি-সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্ত্তৃত্ব যে পরব্রহ্মের অধীন, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তারপর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে পরমেশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে সংঘটিত, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, জগতে নামরূপে অভিব্যক্তি করণরূপ যে ব্যষ্টি সৃষ্টি, ইহা কি জীব-সমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভ বা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কার্য্য, অথবা, ইহাও তেজঃ প্রভৃতি মহাভূত সৃষ্টির ন্যায়, পরব্রহ্মের কার্য্য? কোনটি যুক্তিযুক্ত? জীব-সমষ্টি-রূপ হিরণ্যগর্ভই নামরূপ অভিব্যক্তির কারণ

বলিয়া মনে হয়, কেননা, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, "এই জীবাত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব"। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের স্ব-স্বরূপে নামরূপ সৃষ্টি অভিপ্রেত ছিল না, যদি তাহা থাকিত, তবে "জীবাত্মরূপে" বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? উহা বলায়, জীবেরই নামরূপ সৃষ্টি কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে; অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ সৃষ্টি কর্ত্তা; তিনি সমষ্টি জীব, ইহা প্রসিদ্ধিই আছে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র—২।৪।২০।

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি-কৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎকুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২।৪।২০ ॥

সংজ্ঞা + মূর্ত্তি + কৢপ্তিঃ + তু + ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ + উপদেশাৎ ॥

সংজ্ঞা :—নাম। **মূর্ত্তি :**—রূপ। **কৢপ্তিঃ :**—কল্পনা। **তু :**—সন্দেহ নিরসনের জন্য। **ত্রিবৃৎকুর্ব্বতঃ :**—ত্রিবৃৎকর্ত্তার। **উপদেশাৎ :**—কর্তৃত্ব উপদেশ হেতু।

ব্যষ্টি নাম-রূপ সৃষ্টিও পরমাত্মারই কার্য্য, কেননা, শ্রুতিতে ঐরূপ উপদেশ আছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য মন্ত্রই তাঁহার প্রমাণ। উক্ত শ্রুতির ৬।৩।২ মন্ত্রে যে **"জীবেন আত্মনা"** প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ, জীবের দ্বারা ব্যষ্টি সৃষ্টির কর্তৃত্ব নহে। উহার অর্থ, "জীব শক্তি বিকাশ দ্বারা"। শক্তিমান পরমাত্মার শক্তি যে প্রধানতঃ ত্রিবিধ—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা ইহা পূর্ব্বে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত সৃষ্টি চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এবং **"অন্তরঙ্গা শক্তি"** দ্বারা প্রপঞ্চের বাহিরে স্বরূপে অবস্থান, এবং **"বহিরঙ্গা শক্তি"** দ্বারা প্রপঞ্চের ভোগ্যরূপে এবং **"তটস্থা শক্তি"** দ্বারা ভোক্তারূপে প্রকটন, ইহারও সংক্ষেপ আলোচনা আমরা ১।১।২ সূত্রের প্রসঙ্গে করিয়াছি। ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে প্রপঞ্চ সম্বন্ধে কার্য্যশীলা **"বহিরঙ্গা ও তটস্থা"** শক্তিদ্বয়ের সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে তেজঃ, জল ও পৃথিবী সৃষ্টির কথা উক্ত শ্রুতির ৬।২।৩-৪ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ৬।৩।২-৩-৪ মন্ত্রে তটস্থা জীব শক্তির বিকাশে, উক্ত বহিরঙ্গাশক্তির কার্য্য-সমষ্টিভোগ্যাত্মক—তেজঃ, জল ও পৃথিবীতে ভোগ বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অনুপ্রবেশ বর্ণিত আছে। ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ে, পরস্পর পরস্পরের সার্থকতা সম্পাদন করে। যদি ভোক্তা না থাকে, তবে ভোগ্যের কোনও সার্থকতা নাই, আবার ভোগ্য না থাকিলে, ভোক্তাও

হইতে পারে না। **সুতরাং, সমষ্টি ভোগ্য সৃষ্টির পর, ভগবান্ বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, আলোচনা করিলেন যে, ইহাদের সার্থকতার জন্য ভোক্তা সৃষ্টির প্রয়োজন; এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, তাঁহারই তটস্থাশক্তি ভোক্তারূপে উহাদের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করাইলেন।**

এই অনুপ্রবেশের পূর্ব্বে ভোগোপকরণ দেহাদির প্রয়োজন। কিন্তু, উহা ঐ সকল মহাভূতের একত্র মিলন ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারে না। যেমন লৌকিক আমরা দেখিতে পাই যে, বিশুদ্ধ স্বর্ণ হইতে কোনও অলঙ্কার প্রস্তুত হইতে পারে না। উহার সহিত অন্য কিছু ধাতু, রূপা বা তামা, অগ্নি সংযোগে মিশ্রিত করিয়া, উহাকে গঠনের উপযোগী করিলে, তবে উহা হইতে অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, এবং প্রস্তুতের সময়ও উহাকে অগ্নিতে সংস্কার করিতে হয়। অথবা, যেমন শুষ্ক মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হয় না, উহার সহিত জল মিশাইয়া উহাকে নমনীয় করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করতঃ, তেজঃ (অগ্নি বা সূর্য্য কিরণ) দ্বারা উহা শুষ্ক করিয়া লইলে, তবে ঘট ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। কিংবা শুধু বীজ দ্বারা অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না; বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকা, জল ও তাপের প্রয়োজন, ইহা আমরা সকলেই জানি। অতএব, লৌকিক দৃষ্টান্তে বুঝিলাম যে, কোনও কিছু উৎপাদন করিতে হইলে, যে বস্তু হইতে উৎপাদন করিতে হইবে, সেবস্তু অন্য বস্তুর সাহায্য অপেক্ষা করে। সেইরূপ যতক্ষণ পৃথিবী, জল ও তেজঃ পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব ছিল, তখন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছু উৎপাদন করিতে অসমর্থ হইল। সেই জন্য পরমাত্মা বা ভগবান্ বা ব্রহ্ম তাঁহার নিজ সংহননকারিণী শক্তির দ্বারা উহাদের মিলন কার্য্য, অর্থাৎ ছান্দোগ্য মতে ত্রিবৃৎ কার্য্য, সম্পাদন করিলেন। উহা এইরূপ:—পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ, জলের এক চতুর্থাংশ ও তেজের এক-চতুর্থাংশ মিশাইয়া যে পদার্থ উৎপন্ন হইল, তাহাই ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদান "পৃথিবী"—পৃথিবীর অংশ অধিক থাকায় ঐ নামে সংজ্ঞিত হইল। ঐরূপ, জলের অর্দ্ধাংশ, পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ ও তেজের এক-চতুর্থাংশ মিশাইয়া ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদান "জল", এবং তেজের অর্দ্ধাংশের সহিত পৃথিবী এবং জলের প্রত্যেকের এক-চতুর্থাংশ মিশাইয়া ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদন "তেজঃ" উৎপন্ন হইল। এবং পৃথিবীর দৃষ্টান্তে উহাদের মধ্যে যথাক্রমে জল এবং তেজের অংশ অধিক থাকায়, যথাক্রমে উহাদের নাম জল ও তেজঃ হইল। **ইহাই ত্রিবৃৎ করণ। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদানীভূত প্রত্যেক পদার্থে উক্ত তিন মহাভূতের**

অংশ বিদ্যমান আছে। এবং ইহাও বুঝা গেল যে, ত্রিবৃৎ করণের পূর্ব্বে ব্যষ্টি সৃষ্টি অসম্ভব হওয়ায়, নামরূপের অভিব্যক্তি ত্রিবৃৎ করণের পরেই হইয়াছিল।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সৃষ্টি প্রসঙ্গে আকাশ ও বায়ুর কোনও উল্লেখ না থাকায়, উক্ত শ্রুতিতে তিনটি মাত্র মহাভূতের উল্লেখ করায়, উহাতে ত্রিবৃৎকরণের উপদেশ রহিয়াছে। আকাশ ও বায়ু ব্রহ্ম বা ভগবান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে, বিবিধ বিচারের দ্বারা, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের লইয়া মহাভূত পাঁচটি হইতেছে। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে ত্রিবৃৎকরণের স্থানে পঞ্চীকরণই উপপন্ন হয়। এই পঞ্চীকরণের দ্বারা কিরূপে ব্যষ্টি প্রপঞ্চের উপাদান উদ্ভূত হয়, তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

ক্ষিতি—ক্ষিতি $\frac{1}{2}$ + জল $\frac{1}{8}$ + তেজঃ $\frac{1}{8}$ + বায়ু $\frac{1}{8}$ + আকাশ $\frac{1}{8}$ = ক্ষিতি ১

জল—ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ + জল $\frac{1}{2}$ + তেজঃ $\frac{1}{8}$ + বায়ু $\frac{1}{8}$ + আকাশ $\frac{1}{8}$ = জল ১

তেজঃ—ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ + জল $\frac{1}{8}$ + তেজঃ $\frac{1}{2}$ + বায়ু $\frac{1}{8}$ + আকাশ $\frac{1}{8}$ = তেজঃ ১

বায়ু—ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ + জল $\frac{1}{8}$ + তেজঃ $\frac{1}{8}$ + বায়ু $\frac{1}{2}$ + আকাশ $\frac{1}{8}$ = বায়ু ১

আকাশ—ক্ষিতি $\frac{1}{8}$ + জল $\frac{1}{8}$ + তেজঃ $\frac{1}{8}$ + বায়ু $\frac{1}{8}$ + আকাশ $\frac{1}{2}$ = আকাশ ১

আমরা প্রত্যক্ষ যে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ দেখিতে পাই, তাহা এই পঞ্চীকৃত ক্ষিতি ইত্যাদি। অপঞ্চীকৃত ক্ষিত্যাদিভূত এত সূক্ষ্ম যে, তাহারা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহে। যে মহাভূতের অংশ যে পঞ্চীকৃত মিলিত ভূতে বেশী, তাহা সেই নামে অভিহিত। ইহা উপরে প্রদর্শিত চিত্র হইতে উপলব্ধ হইবে।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, শ্রীভগবান্‌ই ত্রিবৃৎ কর্ত্তা বা পঞ্চীকরণ কর্ত্তা। তিনিই বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে জগদ্রূপে প্রতিভাসমান, এবং তিনিই তটস্থা শক্তি বিকাশে ভোক্তা বা জীবরূপে প্রপঞ্চে অনুপ্রবিষ্ট, এবং তিনিই নামরূপ সৃষ্টির কর্ত্তা।

এখন দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন :—

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ভাগঃ ২।৫।৩২

তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।৩৩

—(১।১।২ সূত্রের আলোচনায় এই দুই শ্লোকের সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে। [পৃঃ-১৮০])

—২।৫।৩৩ শ্লোকে **"অন্যোন্যং সংহত্য"** এই বাক্যাংশের দ্বারাই পঞ্চীকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে।

—শ্রীমদ্ভাগবতের ২।১০।৩ শ্লোকে সর্গ ও বিসর্গ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, যে, পরমেশ্বর হইতে, গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, এ সকলের বিরাড়্ রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম **"সর্গ"** ; এবং ব্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম **"বিসর্গ"**। ভাগঃ ২।১০।৩

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥ ভাগ : ২।১০।৩
"পুরুষঃ বৈরাজঃ ব্রহ্মা তৎকৃতঃ পৌরুষঃ চরাচরে সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ।" (শ্রীধর)

কাজে কাজেই সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, শ্রুতিতে ও আলোচ্য সূত্রে নামরূপ অভিব্যক্তি পরমাত্মা হইতেই হইয়া থাকে, তবে ভাগবতে ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর সৃষ্টি বলা হইল কেন ?

ইহার উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতই দিয়াছেন। ২।৬।৩০ শ্লোকে ব্রহ্মাই বলিতেছেন :—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্॥ ভাগঃ ২।৬।৩০

—তাঁহারই নিয়োগে আমি (ব্রহ্মা) এই বিশ্বের সৃজন করি। রুদ্রও তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার করেন। সেই ত্রিগুণ মায়াশক্তিধর পুরুষ (বিষ্ণু) রূপে এই জগৎ পরিপালন করেন। ভাগঃ ২।৬।৩০

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্। ভাগঃ ২।৫।১১

ব্রহ্মা বলিতেছেন :—স্বপ্রকাশ সেই পরমেশ্বরের প্রকাশিত বিশ্বকেই আমি প্রকটিত করি। ভাগঃ ২।৫।১১

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥ ভাগঃ ২।৫।২১

—সেই মায়াধীশ ভগবান্ বিবিধ প্রকার হইতে ইচ্ছা করিয়া, স্বীয় মায়া দ্বারা আপনাতে যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত কর্ম্ম (জীবাদৃষ্ট) কাল ও স্বভাব গ্রহণ করেন। ভাগঃ ২।৫।২১

আবার, দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব—ইহারা কেহই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। ভাগঃ ২।৫।১৪

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ভাগঃ ২।৫।১৪

এবং উপসংহারে বলিতেছেন :—

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ভাগঃ ২।৬।১৫

—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যে কোনও পদার্থ সেই পুরুষই। তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র আবরণ করিয়া বাহিরে বিতস্তি পরিমাণ অবস্থিতি করিতেছেন। ভাগঃ ২।৬।১৫

অর্থাৎ, প্রপঞ্চের অন্তরে ও বাহিরে, যেখানে যাহা কিছু ছিল, আছে ও থাকিবে, সে সমুদায়ই পুরুষ।

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ ॥ ভাগঃ ২।১০।৩৫

—ব্রহ্মরূপধারী ভগবান্ বাচকস্বরূপে নাম ও বাচ্যস্বরূপে রূপ ও ক্রিয়া সৃষ্টি করেন। যদিও তিনি বস্তুতঃ অকর্ম্মক, তথাচ সকর্ম্মার ন্যায় প্রতীত হয়েন। ভাগঃ ২।১০।৩৫

পরন্তু, তথাকথিত বিশ্বস্রষ্টাগণের শক্তি পরমেশ্বরেরই।

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ। ভাগ ১০।৮৫।৬

—সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভাদি বিশ্বস্রষ্টার যে সমুদায় শক্তি আছে, সে সমুদায় ঈশ্বরশক্তিই। ভাগঃ ১০।৮৫।৬

—প্রত্যুত, অজ্ঞব্যক্তিগণ, এক, অদ্বিতীয়, কেবল, পরমাত্মা ব্রহ্মে ব্রহ্মা রুদ্রাদি ও মহাভূত ইত্যাদি ভেদ দর্শন করিয়া থাকে। **বস্তুতঃ এক অদ্বয় তত্ত্ব** ভিন্ন বস্তন্তর নাই। ভাগঃ ৪।৭।৪৯

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মারুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ভাগঃ ৪।৭।৪৯

তিনি নিজে নামরূপ রহিত, কিন্তু তিনিই নিজ মায়া দ্বারা নামরূপ বিধান করিয়া থাকেন।

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনাম রূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ ॥ ভাগঃ ১।১০।২২

—(ইহার সরলার্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। [পৃঃ—২১৬])

এই নাম রূপ প্রকটনের উদ্দেশ্য, জীবের পরম কল্যাণ বিধান।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূলমনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপানি চ জন্মকর্ম্মভির্ভেজে স মহ্যং পরম প্রসীদতু ॥
ভাগ : ৬।৪.২৮

—(ইহারও সরলার্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। [পৃঃ—২৬২-২৬৩])

সমুদায়ের উপসংহার শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৮৭।৪২ শ্লোকে করা হইয়াছে। ইহা ২।৪।১৬ সূত্রের আলোচনায় এবং ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং সরলার্থ ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইযাছে (পৃঃ ২৮৬)। এখানে উল্লেখ মাত্র করা গেল।

অতএব, শ্রীমদ্‌ভাগবত আলোচনায় আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, ভগবান্‌ই নিজ সংহননী শক্তি দ্বারা পঞ্চীকরণ করিয়া মহাভূতগণকে পরস্পর সম্মিলিত করতঃ ব্যষ্টিসৃষ্টির উপযোগী করিলেন, এবং উহাদের সহিত ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। তিনি এজন্য ব্যষ্টি সৃষ্টির সাক্ষাৎ কর্ত্তা। ব্রহ্মা যদিও বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলিয়া কথিত আছেন, তিনি শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া এবং তাঁহার অনুপ্রেরণায় চালিত হইয়া, শ্রীভগবানের দ্বারা প্রকাশিত বিশ্বকে প্রপঞ্চে প্রকটিত করেন।

প্রপঞ্চের দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থুল, সূক্ষ্ম যাহা কিছু ছিল, আছে বা হইবে, তাহা শ্রীভগবানেরই বিভুতি। তিনি ভিন্ন বস্ত্বন্তর নাই। তিনিই নাম ও রূপ গ্রহণ করিয়া বাচক ও বাচ্য রূপে প্রতীয়মান হন। ইহার কারণ, তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা। এ ইচ্ছার কোনও নিয়ন্তা নাই। সঙ্গে সঙ্গে অবান্তর কারণ—প্রপঞ্চগত অনাদি কর্ম্মবশে জীবভাব প্রাপ্ত এবং সংসার স্রোতে ভাসমান, জীবের কল্যাণ সাধন। এই কল্যাণ সাধন কি প্রকারে হইতে পারে, এবং তাহার ফল কি প্রকার, তাহা ক্রমশঃ তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, শ্রুতির উপদেশের সহিত শ্রীমদ্‌ ভাগবতের উপদেশের কোথাও অত্যল্প বিরোধ নাই।

বিষয়:—

১। "যথা নু খলু সোম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানীহীতি ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৬।৪।৭)

—হে সোম্য! এই তিন দেবতা (তেজঃ, জল, পৃথিবী) পুরুষকে (প্রাণিদেহকে) প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যেকেই যেরূপ ত্রিবৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট হইতে অবগত হও। (ছাঃ ৬।৪।৭)

২। "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ ॥"

(ছান্দোগ্য ৬।৫।১)

—অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। উহার স্থূলতম ভাগ বিষ্ঠা, মধ্যম ভাগ মাংস, এবং সূক্ষ্মতম ভাগ মনঃ হয়, অর্থাৎ, মনঃ শক্তিরূপে পরিণত হইয়া মনের উপকার সাধন করে। (ছাঃ ৬।৫।১) —ইহার পর জল পীত হইয়া তিন ভাগ হয়; স্থূলতম ভাগ মূত্র, মধ্যম ভাগ রক্ত, এবং সূক্ষ্ম অংশ প্রাণ রূপে পরিণত হয়। ভুক্ত তেজঃও তিন প্রকার হয়; স্থূলতম অংশ অস্থি, মধ্যম মজ্জা, এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্ হয়। অতএব, মনঃ অন্নময়, প্রাণ আপোময়, এবং বাক্ তেজোময়ী। (ছান্দোগ্যঃ ৬।৫।২-৪)

সংশয়:—পূর্ব্বসূত্রে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।৩-৪ মন্ত্রে যে ত্রিবৃৎ করণের উপদেশ আছে, তাহা না হয় পরমাত্মা দ্বারাই সম্পাদিত হয়, স্বীকার করিলাম। কিন্তু উক্ত শ্রুতির ৬।৪।৭ মন্ত্রে পুরুষদেহে যে ত্রিবৃতের বিষয় কথিত আছে, তাহার কর্ত্তৃত্ব ত জীবের হইতে পারে? কারণ, এই ত্রিবৃৎকরণ ত নাম রূপ প্রকটনের পরবর্ত্তী, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—২।৪।২১।

মাংসাদি ভৌমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২।৪।২১ ॥

মাংসাদি + ভৌমং + যথাশব্দং + ইতরয়োঃ + চ ॥

মাংসাদি :—মাংস, পুরীষ ও মনঃ। **ভৌমং :**—ভূমির বা পৃথিবীর পরিণাম। **যথাশব্দং :**—শ্রুতি অনুসারে। **ইতরয়োঃ :**—তেজঃ ও জলের। **চ :**—ও।

৬।৪।৭ শ্রুতি মন্ত্রে "ত্রিবৃৎ" শব্দ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণহেতু ত্রিবৃৎ করণের সমানার্থ বোধক নহে। **এখানে "ত্রিবৃৎ" অর্থ—তিন প্রকার। ত্রিবৃৎকরণ ও পঞ্চীকরণ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, ইহার অর্থ তাহা নহে।** কারণ—মাংস, পুরীষ ও মনঃ ইহারা ভৌম বা পার্থিব ; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ ইহারা জলীয় ; এবং অস্থি, মজ্জা ও বাক্ ইহারা তৈজস ; এই মাত্র বলাই অভিপ্রেত। উহারা পুরুষভুক্ত অন্ন, জলাদির পরিণাম বোধক মাত্র। সুতরাং, উক্ত শ্রুতি মন্ত্রে ত্রিবিৎ করণ উপদিষ্ট হয় নাই, এবং সে কারণ, উহা জীব কর্ত্তৃক কিনা, এ প্রকার সংশয়েরও অবকাশ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার ঠিক উপযোগী শ্লোক অনুসন্ধানে প্রাপ্তি বড়ই দুরূহ। তবে মনুষ্য শরীরের সর্ব্বাংশেই যে পৃথ্বীবিকার, তাহাই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অয়ং জনো নাম চলন্ পৃথিব্যাং
যঃ পার্থিবঃ পার্থিব কস্য হেতোঃ।
তস্যাপি চাঙ্ঘ্র্যোরধিগুল্ফজঙ্ঘা-
জানূরুমধ্যোরশিরোঽধরাংসাঃ॥ ভাগঃ ৫।১২।৫

—হে রাজন! যাহা পৃথ্বীর বিকার মাত্র, তাহাই কোনও কারণে পৃথিবীতে চলিতে থাকিলে, এইরূপ কোনও বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সেই পার্থিব বিকারের উপরেও কেহ অবয়বী নাই। তাহার চরণদ্বয়ের উপরে ক্রমশঃ উপর্য্যুপরি ভাবে গুল্ফ, জঙ্ঘা, জানু, উরু, মধ্যদেশ, বক্ষঃস্থল, গলদেশ ও স্কন্ধ এই সকলই রহিয়াছে। সকলই পৃথ্বীর বিকার ; সুতরাং শ্রম কাহার হইবে? ভাগঃ ৫।১২।৫

সংশয় :—আচ্ছা, যদি শ্রুতি মন্ত্রবলে ভূত ভৌতিক সমুদায় পদার্থকে ত্রিবৃৎকৃত বা ত্র্যাত্মক বল, অথবা পঞ্চীকৃত বা পঞ্চীকরণাত্মক বল, তবে, ইহা জল, ইহা ক্ষিতি, ইহা তেজঃ, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নাম হইবার কারণ কি? আবার, অধ্যাত্ম পক্ষেও জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মাংসাদি ভক্ষিত অন্নের কার্য্য; রক্তাদি পীত জলের কার্য্য; অস্থ্যাদি ভক্ষিত তেজের কার্য্য; এ প্রকার বিশেষ উল্লেখ কেন হয়? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র —২।৪।২২।

বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥ ২।৪।২২ ॥

বৈশেষ্যাৎ + তু + তদ্বাদঃ + তদ্বাদঃ ॥

বৈশেষ্যাৎ :—আধিক্যহেতু। **তু** :—কিন্তু, (সংশয় নিরসনে)। **তদ্বাদঃ** :—তাহার বাদ বা নাম। (দ্বিতীয় 'তদ্বাদঃ' অধ্যায় সমাপ্তি সূচক)।

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃৎকৃত বা ত্র্যাত্মক অথবা পঞ্চীকৃত, তথাপি যে যে ভূতে যে যে ভূতের আধিক্য বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে সেই সেই নামে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। ইহা আমরা ২।৪।২০ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাদ	অধিকরণ	সূত্র সংখ্যা
প্রথম পাদ	১৪	৩৮
দ্বিতীয় পাদ	৮	৪৫
তৃতীয় পাদ	৭	৫৩
চতুর্থ পাদ	৮	২২
	৩৭	১৫৮
প্রথম অধ্যায়	৩৫	১৩৯
১ম ও ২য় অধ্যায়	৭২	২৯৭

বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন, এই নব-লক্ষণা ভক্তি ভগবান্ বিষয়ে যদি সমর্পিত হয়, তাহাই সকল অধ্যয়নের সার্থকতা।

(ভাগঃ ৭।৫।১৮-১৯)

[illegible]

[illegible] একটি যথাযথ [illegible]

ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবত

বা

শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়

আলোচক :—শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্ত-বিদ্যার্ণব।

[illegible] ॥

তৃতীয় অধ্যায়—সাধন

ভগবান সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় শাস্ত্রের সমন্বয় ব্রহ্মে ও তাঁহাতে সমুদায় অবিরোধ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণে ও বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অধুনা জীবের পরমার্থ প্রাপ্তির বা ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন নির্দ্দেশে অগ্রসর হইতেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সংসার উত্তরণের প্রকৃষ্ট উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥ ভাগঃ ১১।২৩।৫৩

—পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই মূর্খ পাষণ্ড আমি, মুক্তি দাতা ভগবানের চরণ সেবা দ্বারা এই দুষ্পার সংসার-তমঃ হইতে উত্তীর্ণ হইব। ভাগঃ ১১।২৩।৫৩

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, শ্রীভগবানের চরণ সেবাই ভব-সাগর উত্তরণের প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত সেবা কি প্রকারে করা যায়, তাহার সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ভাগঃ ৭।৫।১৮
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ভাগঃ ৭।৫।১৯

—(প্রহ্লাদ তাঁহার পিতাকে বলিতেছেন, পিতঃ! আপনি আমার অধ্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?) বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন,

ইহা হইতে প্রশ্ন উঠে যে, এই নব-লক্ষণা ভক্তির কি সকলগুলিরই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন? ইহার উত্তর—না; কোনও একটি যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত সহ তাহার উল্লেখ করিতেছেন :—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্‌॥

(প্রাচীন শ্লোক—দেখ ভাগবতের ৭।৫।১৮ শ্লোকে ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা।)
—শ্রীভগবান বিষ্ণুর নাম ও লীলা শ্রবণে পরীক্ষিতের, কীর্ত্তনে শুকদেবের, স্মরণে প্রহ্লাদের, পাদসেবনে লক্ষ্মীর, অর্চ্চনায় বা পূজায় পৃথুর, সম্যক্‌ বন্দনে অক্রূরের, কপিপতি হনুমানের দাস্যে, সখ্যে বা বিশ্বাসে অর্জ্জুনের, এবং আপনার সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণে বলির, ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়াছিল। (প্রাচীন শ্লোক —ক্রমসন্দর্ভে উদ্ধৃত।)।

অতএব বুঝা গেল যে, উক্ত নবলক্ষণা ভক্তির সকলগুলির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই—কোনও একটি সম্যকভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই হইল।

উপরে অনুকূল ভাবনার কথা বলা হইল। এমন কি, প্রতিকূল ভাবনা করিলেও, ভগবান, নিজগতি প্রদান করিয়া থাকেন। অনুকূল, প্রতিকূল, সখ্য, দ্বেষ ইত্যাদি মায়া প্রপঞ্চের অন্তর্গত। ভগবান প্রপঞ্চের বাহিরে, তাঁহার কাছে উহাদের বিভিন্নতা নাই। তাঁহার পরম পবিত্র নামে, প্রপঞ্চের মল হইতে উৎপন্ন উক্তভাব সকল পরম পবিত্র হইয়া যায়। এইভাবে ভাবিত হইয়া কবি গাহিয়াছেন :—"**দ্বেষহিংসা দুটি, আসি পড়ে লুটি, ধুলিমাখা দুটি রাঙা পায়।**"

তিনি তাঁহার প্রিয় জীবগণের আলিঙ্গন প্রদানের জন্য বক্ষঃ বিস্তার করিয়াই আছেন। তিনি জীবকে কত ভালবাসেন, তাহা দেখাইবার জন্য, জীবচৈতন্যকে কৌস্তভব্যপদেশে গলদেশে অলঙ্কাররূপে ধারণ করিয়া আছেন

—(নারদ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন)—হে রাজন্! গোপীগণ কামহেতু, কংস ভয়হেতু, শিশুপালাদি রাজগণ দ্বেষহেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ বশতঃ, তোমরা স্নেহ প্রযুক্ত, এবং আমরা ভক্তি দ্বারা তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভাগঃ ৭।১।২৯

শ্রীভগবানে নিন্দা স্তুত্যাদি বৈষম্য বিচার নাই। শত্রু মিত্র প্রভৃতি ভেদ নাই। সে জন্য, যে কোনও উপায়ে তাঁহার ভজনা করিলে পরম পুরুষার্থ লাভরূপ তাঁহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তিনি কল্পতরু স্বভাব। কল্পতরুর নিকট গিয়া যে কিছু প্রার্থনা করা যায়, শত্রু মিত্র বিচার না করিয়া কল্পতরু তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। সেইরূপ ভগবানের নিকট প্রাণের আবেদন জানান চাই, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে এই অধ্যায়ে তাহারই বিচার করা হইয়াছে। এই কল্পতরু স্বভাব খ্যাপনের জন্য ভাগবত বলিতেছেন :—

তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্।। ভাগঃ ৭।১।২৫

—সেইজন্য শত্রুতা, বা নির্বৈর অর্থাৎ ভক্তিযোগ কিম্বা ভয় অথবা স্নেহ, কি কাম ইত্যাদি যে কোনও উপায়ে হউক, ভগবানের প্রতি মনঃ সংযোগ করা কর্ত্তব্য, এবং এই মনঃ সংযোগ দ্বারা তাঁহাতে এরূপ আবিষ্ট থাকা উচিত, যাহাতে অন্য কিছুরই দর্শন না হয়। ভাগঃ ৭।১।২৫

ভাগবতের উদ্ধৃত ৭।১।২৫ শ্লোকে ব্যবহৃত "যুঞ্জ্যাৎ" পদে সমুদায় সাধন তত্ত্ব নিহিত। ইহাই অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রত্যয় প্রবাহ, ইহাই একতানতা।

অতএব, যে কোনও উপায়ে হউক, শ্রী ভগবানে মনঃ-সংযোগ একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবের পক্ষে অনুকূল

বিভাগ নিম্ন প্রকার :—

প্রথম পাদ :—জীবের কর্ম্মজনিত পরলোক গমনাগমন বিচার দ্বারা ব্রহ্মেতর পদার্থ মাত্রেই বৈরাগ্যনিরূপণ।

দ্বিতীয় পাদ :—পূর্ব্বভাগে—ত্বং পদার্থের শোধন।
উত্তরভাগে—তৎ পদার্থের শোধন।

তৃতীয় পাদ :—সগুণ বিদ্যা সমূহের গুণোপসংহার, এবং নির্গুণ ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদের উপসংহার।

চতুর্থ পাদ :—নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন নির্ণয়।

বৈয়াসিক ন্যায়মালা ৭।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৈয়সিক ন্যায় মালা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের পন্থানুগামী। ভগবান শঙ্কর নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মের ভেদ অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের সাধন এবং তাহা হইতে প্রাপ্য সিদ্ধির পৃথকত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা উক্ত ভেদ স্বীকার প্রয়োজন মনে করি না। একই অদ্বিতীয় বস্তুর দ্বিবিধ লক্ষ্যস্থান হইতে দ্বিবিধ দর্শন মাত্র মনে করি। জীবকোটি হইতে যিনি সগুণ, স্বরূপকোটি হইতে তিনিই নির্গুণ। ইহা আমরা প্রতিপাদন করিয়াছি। এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সার্ব্বজনীন সুখসাধ্য সাধন-শাস্ত্ররূপে

শ্রীমদ্‌ভাগবত সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়। প্রথম পাদ।

এই পাদে জীবের কর্ম্মজনিত পরলোক গমনাগমন বিচার দ্বারা ব্রহ্মেতর পদার্থমাত্রেই বৈরাগ্য নিরূপণ।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, তাঁহার বহু হইবার সংকল্পেই জগৎ সৃষ্টি, সমুদায় বেদ এবং বেদানুসারী সমুদায় শাস্ত্র একমাত্র তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে, ইহা বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্ক সমুহের সহিত বেদান্ত সিদ্ধান্তের বিরোধ পরিহার, সাংখ্যাদি মতের দুষ্টতা প্রদর্শন, মহাভূত ও জীববোধক শ্রুতি বাক্য সমূহের এবং লিঙ্গশরীর সংক্রান্ত আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধ সমূহের পরিহার করা হইয়াছে, এবং প্রসঙ্গতঃ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি বৈচিত্র্য অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং উহার কারণ জীবের কর্ম্মও অনাদি; জীব, জগৎ, কর্ম্ম সমুদায়ই অনাদি; জগতের শোক-তাপ-ক্লেশ-দৈন্য প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন; জীবের কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিই এই সমুদায়ের মূলে, একারণ উহারা জীবের ক্লেশের ও বন্ধনের কারণ; জগৎ কারণ ব্রহ্মের সহিত উহাদের সম্পর্ক নাই—সেকারণে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষ তাঁহাতে

স্পর্শে না, ইহা ২।১।৩৬, ২।১।৩৫ সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং জীবের কৃত কর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ইহাও সাক্ষাৎভাবে ২।৩।৪২ সূত্রে বিচারিত হইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে। তৎপরে, জীব স্বরূপতঃ যে ব্রহ্মের শক্ত্যংশ, তাহাও ২।৩।৪৩ সূত্রে স্থাপিত হইয়াছে। কি উপায়ে সংসারের দুঃখ, তাপ, ক্লেশাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, তাহারই বিচার তৃতীয় অধ্যায়ে করা হইবে। এই অধ্যায়ের নাম সাধন পাদ—অর্থাৎ জীব-স্বরূপ লাভের উপায় নির্দ্দেশে ইহার উপযোগিতা ও সার্থকতা।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের লোক হইতে লোকান্তর গতাগতি বিচার দ্বারা সাধনের প্রধান ও প্রথম অঙ্গ বৈরাগ্য উৎপাদনের সহায়তা করা হইয়াছে। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, লোক হইতে লোকান্তর গমনাগমনকারী জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের তটস্থা শক্ত্যংশ হইলেও—বাস্তবিক উহা উপাধিতে উপহিত উক্ত শক্ত্যংশ। এই উপাধি—জীবের কর্ম্মপ্রসূত এবং উহা জীবাতিরিক্ত তত্ত্বান্তর। যদিও জীব এবং তাহার উপাধির উপাদান সমূহ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন—তাহা হইলেও ব্রহ্মের সংকল্প বশতঃ—জীব চৈতন্যময়, উপাধি জড়। এই জড়—চৈতন্য সমাবেশই জগৎ বৈচিত্র্যের মূলে। এখন এই ভোগোপকরণ সমন্বিত জীবের সংসার গতির প্রণালী কথিত হইতেছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তৃতীয় অধ্যায়ের বিচার, জীব-কোটি হইতে। সংসার বাস্তবিক আছে কি না, উহা সত্য, নশ্বর বা মিথ্যা, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। জীব যখন, যে কারণেই হউক, সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় আছে কি না, ইহা নির্দ্ধারণ করাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। এবং সে কারণ ইহা সংসারবদ্ধ জীবের পক্ষে মহোপকারী। এই জন্যই বলিয়াছি যে, সংসারবদ্ধ জীবের লক্ষ্যস্থান হইতে ইহার বিচার বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে বেদ, উপনিষদ্ এবং বেদানুসারী সমুদায় শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ—সমুদায়ই আমাদের ন্যায় সংসারবদ্ধ জীবের জন্য। যাঁহারা জীবন্মুক্ত—তাঁহারা বিধি-নিষেধের পারে, ইহা আমরা একাধিকবার বলিয়াছি—সূত্রকারও এই অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে ইহাই প্রতিপাদন করিবেন। আমরা বিচারের সময় প্রায়ই লক্ষ্য-স্থান হারাইয়া ফেলি, এ কারণ, মনে দৃঢ়তর ভাবে ধারণার জন্য ইহার পুনরুল্লেখ এখানে করিয়া রাখিলাম।

১। তদন্তর-প্রতিপত্ত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

১। "বেত্থ যদিতোঽধি প্রজাঃ প্রযন্তীতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্তা ইতি। ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযাণস্য চ ব্যাবর্ত্তনা ইতি? ন ভগব ইতি।"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।৩।২)

২। "বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যত ইতি? ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি? নৈব ভগব ইতি।" (ছান্দোগ্যঃ ৫।৩।৩)

—আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চাল রাজের সভায় গমন করিয়াছিলেন। সেখানে পাঞ্চাল রাজ জীবলনন্দন প্রবাহণ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি জান কি, প্রাণিগণ মৃত্যুর পর এতদপেক্ষা ঊর্দ্ধে যেখানে গমন করে? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন—না, মহাশয়। রাজা পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি জান কি, প্রাণিগণ যে প্রকারে ইহলোকে ফিরিয়া আসে? উত্তর হইল, না, মহাশয়। তৃতীয় প্রশ্ন হইল, দেবযান, পিতৃযান, ঐ পথদ্বয়ের পরস্পর বিচ্ছেদ স্থান তুমি জান কি? উত্তর হইল, না, মহাশয়। (ছাঃ ৫।৩।২)

—পুনরায় প্রশ্ন হইল, তুমি জান কি, এই পিতৃযানগামী জীব দ্বারা ওই চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না? উত্তর হইল, না, মহাশয়। পুনরায় প্রশ্ন হইল, তুমি জান কি, পঞ্চমী আহুতিতে আহুত আপ, (জল) যেরূপে পুরুষপদ বাচ্য হয়—অর্থাৎ, প্রাণিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? উত্তর হইল, না, মহাশয়। (ছাঃ ৫।৩।৩)।

সংশয় ঃ—জীবের দেহ হইতে দেহান্তর গমন শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।৩।২ মন্ত্রে উক্ত আছে। জীব কি দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের সময় দেহান্তরারম্ভের হেতুভূত সূক্ষ্মভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, কি নিজ স্বরূপেই গমন করে? দেখা যায় যে, জীব যেখানে যেখানে গমন করে, সেই সকল স্থানে সূক্ষ্ম ভূত সকল সহজেই প্রাপ্য, সূক্ষ্ম ভূতের অনন্ত ভাণ্ডার সর্ব্বত্র বিদ্যমান অতএব জীব সূক্ষ্ম ভূতে পরিবেষ্টিত না হইয়াই

গমন করে, ইহাই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। শরীর ধারণের প্রয়োজন মত ভূত-সূক্ষ্ম, জীব, সকল স্থান হইতেই পাইতে পারে। এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র—৩।১।১।

তদন্তর-প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্‌॥ ৩।১।১ ॥

তদন্তর + প্রতিপত্তৌ + রংহতি + সম্পরিষ্বক্তঃ + প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্‌॥

তদন্তর :—দেহান্তর। **প্রতিপত্তৌ** :—প্রাপ্তিতে। **রংহতি** :—গমন করে। **সম্পরিষ্বক্তঃ** :—আলিঙ্গিত বা মিলিত হইয়া। **প্রশ্ন-নিরূপণাভ্যাম্‌**:—প্রশ্ন ও উত্তর হইতে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের ২।৪।২০ সূত্রে "মূর্ত্তি" পদে দেহ বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান সূত্রে "তৎ" পদ সেই দেহের অনুবৃত্তিতেই ব্যবহৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।৩ প্রকরণে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় প্রশ্নে ও তাহার উত্তরে যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হইবে যে, জীব দেহান্তর গমনের সময়ে ভূত সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে। আখ্যায়িকাটি এই :—

শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে আরুণেয় শ্বেতকেতু এবং পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের যে প্রশ্নোত্তর লিখিত হইয়াছে, উহাতে দৃষ্ট হইবে যে, শ্বেতকেতু কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। ইহাতে তিনি অপ্রস্তুত হইয়া পিতার সমীপে গমন করতঃ অভিমান বশে বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে কি শিক্ষা দিয়াছেন? পাঞ্চাল রাজের কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। ইহাতে তাঁহার পিতা গৌতম গোত্রজ আরুণি ঐ সকল প্রশ্নের বিষয় অবগত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি নিজেই উহাদের উত্তর জানেন না। সেজন্য তিনি পাঞ্চাল রাজের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কৃত প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করেন। তাহাতে পাঞ্চাল রাজ উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে বলিলেন :—হে গৌতম! এই সংসারে অগ্নি পাঁচটি—দ্যো, পর্জ্জন্য, পৃথ্বী, পুরুষ ও স্ত্রী। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ—এই পাঁচটিকে ঐ পাঁচ অগ্নির আহুতি জানিবে। দেবতাগণ, অর্থাৎ, দেবতাসংজ্ঞক জীবের প্রাণ সমূহ অগ্নিরূপে পরিকল্পিত দ্যুলোকে শ্রদ্ধানামক বস্তু অর্পণ করেন—সেই শ্রদ্ধাই,

সোমরাজ নামক অমৃতময় দেহরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সেই প্রাণ সমূহ আবার অগ্নিরূপে পরিকল্পিত পর্জ্জন্যে (মেঘে), সেই সোমাত্মক অমৃতময় দেহটিকে নিক্ষেপ করে। উহাই বারিধারারূপে পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্নের উৎপত্তি করে। পুরুষ ঐ অন্নের আহারে বীর্যবান্ হইয়া স্ত্রীতে ঐ বীর্য্য আধানরূপ আহুতি দান করে। তাহাতেই পুরুষ বাচক জীবের জন্ম হয়। সুতরাং স্ত্রী রূপ পঞ্চমী অগ্নিতে আহূত জল সমূহই দেব মনুষ্যাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব আহূতি রূপে অনুবর্ত্তমান সূক্ষ্মরূপ জলই পুরুষাকার ধারণ করে। **তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, জীব, ভূত-সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে।** আপ্, বা জল ভূতসূক্ষ্মের উপলক্ষণে গৃহীত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। পরসূত্রে ইহার সিদ্ধান্ত আছে।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক।

> মনঃ কর্ম্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
> লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ত্ততে ॥ ভাগঃ ১১।২২।৩৬
>
> —ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মময় মনঃ ইহলোক হইতে লোকান্তরে গমন করে। আত্মা তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়াও আশ্রয়রূপে তাহার অনুবর্ত্তী হয়েন। ভাগঃ ১১।২২।৩৬

অতএব, বুঝা গেল যে, আত্মা, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে।

মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণ ভূতসূক্ষ্ম ভিন্ন কিছুই নহে, ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃ ১৭০—১৭১) প্রদত্ত চিত্র হইতে বুঝা যাইবে।

অন্যত্রও আছে :—

> দেহেন জীবভূতেন লোকাল্লোকমনুব্রজন্।
> ভুঞ্জান এব কর্ম্মাণি করোত্যবিরতং পুমান্ ॥ ভাগঃ ৩।৩১।৪৩
> জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
> তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥ ভাগঃ ৩।৩১।৪৪
>
> —জীবের উপাধিরূপ লিঙ্গ দেহের সহিত, কর্ম্মবশতঃ জীব এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে, এবং ফল ভোগ করিতে থাকিয়াও অবিরত কর্ম্ম করিতে থাকে। জীবের লিঙ্গদেহ, এবং

তাহার অনুগ ভূতাদির বিকাররূপ ভোগায়তন এই স্থূল দেহ—এই উভয়ের যে নিরোধ, অর্থাৎ ব্যবহারিক কার্য্যে যে অযোগ্যতা, তাহাই মরণ এবং এই দুইএর যে আবির্ভাব, তাহাই জীবের জন্ম। ভাগঃ ৩।৩১।৪৩-৪৪

এই লিঙ্গ শরীর ষোড়শ কল—(পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মনঃ সংযুক্ত)—ইহা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ; এবং কর্ম্ম, জীবের সংসার বন্ধনের কারণ। ইহারা জীবের অনুগমন করিয়া পুনর্জ্জন্মের কারণ হইয়া থাকে।

তদেতৎ ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ং মহৎ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষ-শোক-ভয়ার্ত্তিদাম্। ভাগঃ ৬।১।৪৭

(—ইহার সরলার্থ ২।৩।৫২ সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। [পৃঃ ১০৭১])
উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।২২।৩৬ এবং ৬।১।৪৭ শ্লোকে দৃষ্ট হইবে যে, লিঙ্গ দেহই জীবের সংসার গতাগতির কারণ, এবং জীবের উপাধি স্বরূপ হইয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে।

লিঙ্গশরীর যে জীবত্বের হেতু তাহা অন্যত্রও আছে। যথা :—

সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।
সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্॥
ভাগঃ ১১।২৫।৩৪

জীবো জীবেন নির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরং চরেৎ॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩৫

"জীবং—জীবত্ব কারণং লিঙ্গ শরীরং।" (শ্রীধর)

—সেই শান্তধী জীব যোগযুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ সত্ত্ব দ্বারা সত্ত্বকে জয় করিয়া, ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হওতঃ, জীবত্ব কারণ লিঙ্গ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমাতে সম্পন্ন হইবে। লিঙ্গশরীর হইতে, এবং অন্তঃকরণের বাসনাদি সম্ভূত গুণ হইতে বিনির্ম্মুক্ত জীব, ব্রহ্ম ভাবে পূর্ণ হইয়া, আর বহির্বিষয় ভোগে ও আন্তরিক তৎস্মরণে বিচরণ করিবে না। ভাগঃ ১১।২৫।৩৪-৩৫।

ভাগবতে ২।২।২৩ শ্লোকে যোগেশ্বরদিগের গতি উপদিষ্ট হইয়াছে। উক্ত শ্লোকটি এই :—

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্ত-
বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি
বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্॥ ভাগঃ ২।২।২৩

'পবনান্তরাত্মনাং' পদের অর্থ শ্রীধর স্বামী লিখিতেছেন; **"পবনস্যান্তঃ আত্মা লিঙ্গশরীরং যেষাম্"**—অর্থাৎ, বায়ুর মধ্যে যাহাদিগের লিঙ্গশরীর থাকে। যোগেশ্বরগণ সদ্যোমুক্তি গ্রহণ না করিয়া জগতের উপকারের জন্য লিঙ্গশরীর ধ্বংস হইতে না দিয়া, বায়ুতে রাখিয়া, মুক্তি ভোগ করেন। প্রয়োজন হইলে উক্ত শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক, জগতের উপকার সাধন করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা সদ্যোমুক্তির অভিলাষ করেন না।

শ্লোকটির অর্থ এই :—

উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ, এবং সমাধি দ্বারা যোগেশ্বরগণ যে গতি প্রাপ্ত হন, কর্ম্মীগণের দ্বারা তাহা লভ্য নহে। বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরগণ তাঁহাদের লিঙ্গ শরীর রাখেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা ত্রিলোকীর অন্তরে ও বহির্ভাগে গমনাগমন করিতে পারেন।

ভাগঃ ২।২।২৩

এই লিঙ্গ শরীর যে সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা গঠিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কেন না, উহার উপাদানীভূত মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার—তাহা হইতে উৎপন্ন, এবং তাহাদের বৃত্তি, বাসনা, প্রবৃত্তি, সংস্কার সকলেই ভূতবিকার ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র—সমুদায় ভূত সূক্ষ্ম ইহাতে সন্দেহ নাই। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদর্শিত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চিত্র দৃষ্টে বুঝা যাইবে (পৃঃ ১১০-১১১)।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিরচিত **'তত্ত্ববোধ'** গ্রন্থে **'স্থূল-শরীর', 'সূক্ষ্ম-শরীর'** এবং **'কারণ-শরীর'** এর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং আত্মার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পঞ্চ কোশের নাম ও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চকোশের পরিচয় আমরা তৈত্তিরীয় শ্রুতির আনন্দবল্লীতে দেখিতে পাই। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের সংজ্ঞা অনুসারে

অন্নময় কোশই স্থূল শরীর, প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময় এই তিন কোশের সমবায়ে সূক্ষ্ম শরীর, এবং আনন্দময় কোশ কারণ-শরীর। তাঁহার মতে সূক্ষ্ম শরীর—অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে গঠিত—সুখ-দুঃখাদি ভোগ সাধন—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ কলাবিশিষ্ট দেহ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৬।১।৪৭ শ্লোকে উল্লিখিত লিঙ্গ শরীরের সংজ্ঞায় ইহার পার্থক্য বড়ই অল্প; কেবল ভাগবতের পঞ্চতন্মাত্রের স্থলে পঞ্চ বায়ু, এবং ভাগবতে একমাত্র 'মনঃ' এর স্থানে, আচার্য্য শঙ্কর 'মনঃ ও বুদ্ধি' ব্যবহার করিয়াছেন। **সুতরাং আচার্য্যের "সূক্ষ্ম শরীর"ই ভাগবতের "লিঙ্গ শরীর"।**

ভাগবত উপরে উদ্ধৃত ৩।৩১।৪৩-৪৪ শ্লোকে এই লিঙ্গ শরীরই লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে বলিয়াছেন।

বিজ্ঞানময় পুরুষ, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশে পরিচ্ছিন্ন আত্মা লোক হইতে লোকান্তরে গমন করেন, ইহা আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৩।৭ মন্ত্রে পাই। মন্ত্রটি এই—

"কতম আত্মেতি, যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি•••।।" (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৭)

—(জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য!) তোমার কথিত আত্মা কোন্‌টি? (ইহার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন)—দেহাদি প্রাণবর্গের মধ্যে, এই যে হৃদয়ের (বুদ্ধির) অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ-স্বরূপ বিজ্ঞানময় পুরুষ—সমান হইয়া অর্থাৎ বুদ্ধির সদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া অন্য কথায় বুদ্ধিতে আত্মাভিমান করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন, তিনিই আত্মা।

(বৃহদাঃ ৪।৩।৭)

এই বিজ্ঞানময় কোশও লিঙ্গ শরীরের অন্তর্গত। এই কোশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আত্মাই ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিন লোকের মধ্যে গতায়াত করিয়া থাকেন। এই কোশ যে সূক্ষ্মভূত হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, সিদ্ধ হইল যে, জীব ভূতসূক্ষ্ম পরিবেষ্টিত হইয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া থাকে।

ভিত্তি :-

"পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি।"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।৯।১)

—পঞ্চমী অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আপ্ (জল) পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। (ছাঃ ৫।৯।১)

সংশয় :—শ্রুতিতে পঞ্চমী অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি জল বলা হইয়াছে। তাহাতে জলই না হয় পুরুষাকারে পরিণত হয়—ইহা শ্রুতির সম্মানের জন্য স্বীকার করিলাম। তাহাতে পরলোকগামী জীবের সহিত একমাত্র জলেরই সম্বন্ধ না হয় হইতে পারে। সমস্ত ভূত সূক্ষ্মের পরিষঙ্গ বলিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।২।

ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ৩।১।২ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাৎ + তু + ভূয়স্ত্বাৎ ॥

ত্র্যাত্মকত্বাৎ :—ত্রিবৃৎকৃতত্ব হেতু। **তু :**—(আশঙ্কা নিরসনার্থ)। **ভূয়স্ত্বাৎ :**—বাহুল্যবশতঃ।

সমস্ত ভূতই যখন ত্র্যাত্মক,—ত্রিবৃৎকৃত (পরবর্তী বৈদান্তিকগণের মতে পঞ্চীকৃত), তখন আপের উল্লেখ দ্বারাই অপরাপর ভূত-সূক্ষ্মের অনুগমন বুঝিতে হইবে। জীবের শরীরে জলের পরিমাণের আধিক্য, জীবের জন্ম পিতার যে বীর্য্য হইতে, তাহা জলময়; অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়—সোম, আজ্য, ঘৃত ইত্যাদি সকলই তরল পদার্থ—জলীয়। এই সব কারণে শ্রুতি আপের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আপের সহিত ত্রিবৃৎকরণ বা পঞ্চীকরণের নিমিত্ত, অন্যান্য ভূতের সংমিশ্রণ থাকায়, সমুদায় ভূত-সূক্ষ্মই জীবের অনুগমন করে, বুঝিতে হইবে।

রেতস্তস্মাদাপ আসন্‌······(ভাগবত ৩।২৬।৫৩)

—বিরাট পুরুষের রেতঃ হইতে আপ্ উৎপন্ন হইল। ভাগঃ ৩।২৬।৫৩

জীবের উৎপত্তি পিতার রেতঃ হইতে; তাহা জলীয় হওয়ায় শ্রুতিমন্ত্রে "আপ্‌" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বুঝা গেল। শ্রীমদ্‌ভাগবত আরও বলেন যে, 'প্রাণন' আপের একটি বৃত্তি। এবং কূপাদি হইতে জল উদ্ধৃত হইলেও, পুনঃ পুনঃ জলের উদ্গম হইয়া থাকে। এ কারণেও জলের আধিক্য হেতু আপের উল্লেখ হইয়াছে।

ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোদনম্‌।
তাপাপনোদোভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ ॥

ভাগঃ ৩।২৬।৪১

—ক্লেদন (আর্দ্রীকরণ), পিণ্ডন (মৃত্তিকাদির পিণ্ডীকরণ), তৃপ্তিদান, প্রাণন, আপ্যায়ন, উদন (মৃদুকরণ), তাপ নিবারণ এবং ভূয়স্ত্ব (কূপাদি হইতে উদ্ধৃত হইলেও পুনঃ পুনঃ উদ্গম হওয়া) জলের বৃত্তি। ভাগঃ ৩।২৬।৪১

পৃথিবীতে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ মাত্র স্থল। মনুষ্য শরীরেরও অধিকাংশ জলীয়। এ কারণ আপের উল্লেখ শ্রুতিতে আছে। কিন্তু বাহুল্য হেতু আপের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিলেও, পঞ্চীকরণ জন্য, উহাতে সমুদায় ভূতের সংমিশ্রণ থাকায়, জীবের সহিত সমুদায় ভূত-সূক্ষ্মের অনুগমন বুঝিতে হইবে।

ভিত্তি :—

"তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রামন্তং
সর্ব্বে প্রাণা অনূৎক্রামন্তি····।।" (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২)

—জীব দেহ হইতে উৎক্রমণ করিবার সময় প্রাণ তাহার অনুগমন করে। প্রাণ উৎক্রমণ করিবার সময় ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুগমন করে। (বৃহঃ ৪।৪।২)

সূত্র :—৩।১।৩।

প্রাণগতেশ্চ ॥৩।১।৩ ॥

প্রাণগতেঃ + চ ॥

প্রাণগতেঃ :—প্রাণের অনুগমন হইতে। **চ :**—ও।

জীবের উৎক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎক্রমণ, এবং প্রাণের উৎক্রান্তির সহিত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রান্তি শ্রুতিতে কথিত আছে। নিরাশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর নিরপেক্ষ ভাবে গমন সম্ভব হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়রূপে ভূতসূক্ষ্মাত্মক লিঙ্গ দেহেরও গমন সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হয়।

প্রাণ যে অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—এই চারি প্রকার জীবের অনুগমন করে, তাহা ২।৪।৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।৩।৪০ শ্লোকার্দ্ধে দৃষ্ট হইবে। লিঙ্গশরীর যে জীবের সহিত লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে, তাহাও ৩।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২২।৩৬, ৩।৩১।৪৩ ও ৬।১।৪৭ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে। লিঙ্গদেহ যে ভূতসূক্ষ্মে গঠিত, তাহাও উক্ত ৩।১।১ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।• কারণ, উহা ষোড়শ কলা বিশিষ্ট, অর্থাৎ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও মনঃ এই ষোল তত্ত্ব লইয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠিত। ইঁহারা যে ভূতসূক্ষ্মের পরিণতি, তাহা ১।১।২ সূত্রে প্রদর্শিত চিত্রে দৃষ্ট হইবে।

অতএব, জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন কালে, ভূত সূক্ষ্মে পরিবেষ্টিত হইয়া যায়, ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতি শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র হইতেও সিদ্ধ হইল।

ভিত্তি :—

"যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্যাগ্নিং বাগপ্যেতি, বাতং প্রাণশ্চক্ষু-
রাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশ-
মাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা...ইত্যাদি"

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।২।১৩)

—মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিকে, প্রাণ বায়ুকে, চক্ষুঃ আদিত্যকে, মনঃ চন্দ্রকে, শ্রোত্র দিকসকলকে, শরীর পৃথিবীকে, আত্মা আকাশকে, লোম সকল ওষধিকে, কেশ সকল বনস্পতিগণকে প্রাপ্ত হয়।

(বৃহঃ ৩।২।১৩)

সংশয় :—জীবের সহিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের অনুগমনের কথা পূর্ব্ব সূত্রে সিদ্ধান্ত করিলে বটে, কিন্তু শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত রহিয়াছে যে, জীবের বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষুঃ আদিত্যে, মনঃ চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্ সকলে লয় প্রাপ্ত হয়। যদি তাহারা ঐ প্রকারে লয় প্রাপ্তই হইল, তবে আবার জীবের অনুগমন করিবে কি প্রকারে ?

এই সংশয়ের উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন। সূত্রটির প্রথম ভাগে উক্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষভাগে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—৩।১।৪।

অগ্ন্যাদি-গতিশ্রুতেরিতি চেৎ, ন, ভাক্তত্বাৎ ॥ ৩।১।৪ ॥

অগ্নি + আদি + গতিশ্রুতেঃ + ইতি + চেৎ + ন + ভাক্তত্বাৎ ॥

অগ্নি + আদি :—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র, দিক্ ইত্যাদিতে। **গতি-শ্রুতেঃ :—**গমন শ্রবণ হেতু। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—**যদি বল। **ন :—**না (উত্তরে বলিব না)। **ভাক্তত্বাৎ :**—যে হেতু গৌণার্থবোধক।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে বাক্যাদির অগ্নি প্রভৃতিতে লয় শ্রবণ হেতু, যদি আপত্তি কর যে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণ কি করিয়া জীবের অনুগমন করিবে, তাহার উত্তরে বলিব, ও প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। কেননা; উক্ত গমনশ্রুতি গৌণার্থবোধক, মুখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, উক্ত শ্রুতিতে ঐ মন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, লোম সকল

ওষধিকে, কেশ সকল বনস্পতিকে প্রাপ্ত হয়। ইহার কি অর্থ করিবে, যে, লোম ও কেশ সকল শরীর হইতে চলিয়া গিয়া ওষধি ও বনস্পতিকে প্রাপ্ত হইবে বা মিলিত হইয়া যাইবে? তাহাও সম্ভব নয়। তাহা যখন গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে, তখন বাক্ প্রভৃতি সম্বন্ধেও গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতেই হইবে। এক মন্ত্রের কতক অংশ গৌণার্থে গ্রহণ, এবং কতক মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য ভাবে করিতে হয় যে, বাক্ প্রভৃতি সম্বন্ধেও গৌণ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, জীবদ্দশায় অগ্ন্যাদি দেবতাগণ, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণে অধিষ্ঠিত হইয়া, উহাদের উপকার সাধন করিয়া থাকেন—তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদনে সহায়তা করেন। মরণ কালে, সে সহায়তা বা সে উপকার নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি এই নিবৃত্তি ভাবকেই "**অগ্নিং বাগপ্যেত্তি**..." ইত্যাদি ঔপচারিক প্রয়োগে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি।
পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ॥ ভাগঃ ৭।১২।২৪
মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গঞ্চ যথাস্থানং বিনির্দ্দিশেৎ।
দিক্ষু শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্॥ ভাগঃ ৭।১২।২৫
রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ।
অপ্সু প্রচেতসা জিহ্বাং ঘ্রেয়ৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ॥

ভাগঃ ৭।১২।২৬

—বাক্যের সহিত বাগিন্দ্রিয়কে অগ্নিতে, শিল্প সহিত করদ্বয়কে ইন্দ্রে, গতির সহিত পদদ্বয়কে বিষ্ণুতে, রতির সহিত উপস্থকে প্রজাপতিতে, বিসর্গ সহিত পায়ুকে মৃত্যুতে, শব্দ সহিত শ্রোত্রকে দিক্ সকলে, স্পর্শ সহিত ত্বগিন্দ্রিয়কে বায়ুতে, চক্ষুর সহিত রূপকে তেজে, বরুণের সহিত জিহ্বাকে জলে, অশ্বিনীকুমারের সহিত ঘ্রাণকে ভূমিতে লয় করাইবে।

ভাগঃ ৭।১২।২৪-২৫-২৬

ইহা যোগীর স্বেচ্ছা ক্রিয়া। মৃত্যুর সময় ইহা ভগবদ্ বিধানে ইচ্ছা ব্যতিরেকেও ঘটিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক কয়টিতে বাগাদির কার্য্য নিবৃত্তিই লক্ষ্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১১০-১১১) যে সৃষ্টি চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে

বুঝিতে পারা যাইবে যে, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত পরস্পর আত্যন্তিক পৃথক নহে। একই বস্তুর সত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে পৃথক অভিব্যক্তি। এই তিন পরস্পর সার্থকতার জন্য পরস্পরকে অপেক্ষা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চক্ষুঃ না থাকিলে যেমন আলোক ও রূপের সার্থকতা নাই, সেই রূপ আলোক না থাকিলে চক্ষুঃ ও রূপের সার্থকতা নাই, আবার রূপ না থাকিলে, আলোক ও চক্ষুর সার্থকতা নাই। পরস্পরের সার্থকতা পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। ইহার কারণ—উহারা একই বস্তুর ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। **সুতরাং যখন অভিব্যক্তির বিলোপ সংসাধিত হয়, তখন ক্রিয়াও লোপ পায়, উপকারী, উপকার্য্য, উপকার এই ত্রিতয়াত্মক ব্যবহার লোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাই শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রের এবং ভাগবতের শ্লোকত্রয়ের অভিপ্রায়।**

ভিত্তি :—

"তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি···॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।৪।২)

—দেবতাগণ (প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহ) এই দ্যুলোক রূপ অগ্নিতে শ্রদ্ধারূপ আহুতি অর্পণ করেন। (ছাঃ ৫।৪।২)

সংশয় :—আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম যে, বাক্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়—ইত্যাদি প্রয়োগ মুখ্য নহে, গৌণ মাত্র। কিন্তু ভূতান্তর পরিষক্ত জলই যে পঞ্চমী আহুতির পর পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, ইহা ত তুমি সিদ্ধান্ত করিতে পার না। কারণ, যদি প্রথম আহুতির উল্লেখ হইতেই, জলের কথা থাকিত, তাহা হইলে না হয়, তোমার বিচার বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধার কথা আছে, জলের নাম মাত্রও নাই। দ্বিতীয় আহুতিতে সোম, তৃতীয়ে বৃষ্টি, চতুর্থে অন্ন এবং পঞ্চমে রেতঃ, এর উল্লেখ আছে। শেষের চারিটি আহুতিতে যদিও জলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই, তথাপি উহাদিগেতে জলের আধিক্য কল্পনা না হয় করিলাম, এবং উহাদের সম্বন্ধে তোমার বিচার না হয় উক্ত কল্পনার বলে গ্রহণ করিলাম; কিন্তু প্রথম আহুতি—শ্রদ্ধা—উহা জীবের একপ্রকার মনোবৃত্তি মাত্র। উহা কি তোমার গায়ের জোরে এবং মুখের জোরে জল বলিয়া বুঝাইতে চাও?

ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন। প্রথম অংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষাংশে খণ্ডন করিলেন :—

সূত্র :—৩।১।৫।

প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেৎ, ন, তা এব হ্যুপপত্তেঃ॥ ২।৩।৫॥

প্রথমে + অশ্রবণাৎ + ইতি + চেৎ + ন + তাঃ + এব + হি + উপপত্তেঃ॥

প্রথমে :—প্রথম আহুতিতে। **অশ্রবণাৎ :**—জলের বিষয় শ্রবণ না থাকায়। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না (উত্তরে বলিব না)। **তাঃ :**—সেই সমস্ত জল। **এব :**—নিশ্চয়ই। **হি :**—যেহেতু। **উপপত্তেঃ :**—যুক্তিসম্মত।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে প্রথম আহুতি সম্বন্ধে জলের উল্লেখ না থাকায়, অধিকন্তু "শ্রদ্ধা" শব্দের উল্লেখ থাকায়, যদি বল, জীবের সঙ্গে জল (ভূত-সূক্ষ্ম) গমন করে না, তাহার উত্তরে বলিব, যে না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, প্রশ্ন ও উত্তরের সঙ্গতি রক্ষার অনুরোধে বুঝিতে হয় যে, এই 'শ্রদ্ধা' শব্দেও সেই জলেরই প্রতীতি শ্রুতির অভিপ্রেত ; নতুবা, জল-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে "শ্রদ্ধা" শব্দের উল্লেখ কোনও রূপে যুক্তি সঙ্গত হইত না। বিশেষতঃ, যদি 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ "অপ্‌" বলা যায়, তাহা হইলেই প্রস্তাবিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদেশের, উপক্রম, মধ্য ও উপসংহার সমুদায় মিলিয়া একার্থ প্রতিপাদক হইতে পারে। নচেৎ, প্রশ্ন এক প্রকার এবং তাহার উত্তর অন্য প্রকার হইলে প্রলাপোক্তি মত হইবে। শ্রুতিতে তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

আরও দেখ, "শ্রদ্ধা" যদি মনের বৃত্তি বিশেষ হয়, তাহা দ্বারা হোম করা সম্ভব নহে। অন্য পক্ষে, বৈদিক প্রয়োগে 'শ্রদ্ধা' শব্দ অপ্‌ অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়, যথা:—**"অপঃ প্রণয়তি, শ্রদ্ধা বা আপঃ"**—(কৃষ্ণ যজুঃ ১।১।৬।৮)—অপ্‌ প্রণযন করিবে, শ্রদ্ধাই অপ্‌। এই প্রযোগের সহিত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।৪।২ মন্ত্র মিলাইলে, 'শ্রদ্ধা' যে জলরূপী, তাহা বুঝা যায়। আবার, ঐ প্রথম আহুতির ফলে 'সোমরাজা' উৎপন্ন হয। ঐ উৎপত্তি জল হইতেই সম্ভব। সুতরাং শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে 'শ্রদ্ধা' যে জলরূপী, ইহা যুক্তিতে ও শ্রুতি প্রমাণে স্পষ্ট বুঝা গেল। এ কারণ, **জীব যে মৃত্যু সময় অপরাপর ভূত সমূহসহ জলে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করে, ইহা সিদ্ধ হইল।**

ভিত্তি ঃ—

১। "অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসংভবন্তি......।" (ছান্দোগ্য ঃ ৫।১০।৩)

—এই যাহারা (গৃহস্থেরা) ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্ত এই তিনটি কর্ম্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা ধূম অর্থাৎ ধূমাদি চিহ্নিত দক্ষিণায়ন পথ প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ৫।১০।৩)।

২। "......পিতৃলোকাদাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রমসং এষ সোমো রাজা তদ্দেবানামন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ।।"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৪)

—পিতৃলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। ইহাই দেবগণের প্রসিদ্ধ অন্ন সোমরাজা, দেবগণ তাহাকে ভক্ষণ করেন। (ছাঃ ৫।১০।৪)

৩। "তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বাঽথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে...॥" (ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৫)

— যতকাল পুণ্যক্ষয় না হয়, ততকাল সেই চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া অনন্তর সেই পথেই আবার ফিরিয়া আইসে। (ছাঃ ৫।১০।৫)

৪। "যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥" (ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৬)

—যে যে প্রাণী অন্ন ভোজন করে, এবং যে যে প্রাণী রেতঃ সেক করে, বাহুলাংশে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে। (ছাঃ ৫।১০।৬)

সংশয় ঃ—ভাল, অপ্ শ্রদ্ধাদি ক্রমে পঞ্চমী আহুতিতে পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু উক্ত শ্রুতিতে কোথাও জীববোধক কোনও পদ নাই। যেমন "অপ্" বোধক পদ আছে, সেইরূপ যদি জীববোধক কোনও পদ থাকিত, তাহা হইলে, অবশ্যই জীবের অপের সহিত গতি বুঝাইত। কিন্তু জীববোধক কোনও পদ না থাকায়, জীব যে অপ্ পরিষক্ত হইয়া গমন করে, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ সূত্র। এই সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উত্থাপন ও শেষাংশে তাহার খণ্ডন করা হইয়াছে।

সূত্র :—৩।১।৬।

অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৩।১।৬ ॥

অশ্রুতত্বাৎ + ইতি + চেৎ + ন + ইষ্টাদিকারিণাং + প্রতীতেঃ ॥

অশ্রুতত্বাৎ :—জীববোধক শব্দের উল্লেখ না থাকা হেতু। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **ইষ্টাদিকারিণাং :**—যজ্ঞাদিকর্ত্তা-দিগের। **প্রতীতেঃ :**—প্রতীতি হেতু।

যদি বল যে, পঞ্চাগ্নি বিদ্যার প্রকরণে প্রশ্ন ও প্রতিবচনে কোথাও জীব-বোধক পদের উল্লেখ না থাকায়, জীব সূক্ষ্মভূত সংযুক্ত অপের সহিত গমন করে, এ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, উহার উত্তরে বলি, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, উক্ত প্রকরণেই ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র সকলে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ত্তাদিগের গতি কথিত আছে। ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ত্তাগণ যে জীব, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? উহারা প্রথমে ধূম, পরে ক্রমশঃ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ষড়্‌মাস, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্রলোকে গমন করে। যাবৎ কাল পুণ্য স্থায়ী, তাবৎ কাল উক্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া, পরে চন্দ্রলোক হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে জলের সহিত পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষকলাই প্রভৃতি কোনও পদার্থে প্রবেশ করিয়া, জীবের অন্নরূপ প্রাপ্ত হয়। যে জীব উক্ত অন্ন ভক্ষণ করতঃ বীর্য্যবান হইয়া রেতঃ সেক করে, সেই রেতঃ হইতে পুরুষাকারে জন্মগ্রহণ করে। ইহা পুনর্জ্জন্ম ক্রম। এই মন্ত্র সকলের সহিত পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপদিষ্ট মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রদ্ধা আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ছাঃ ৫।৪।২। এই মন্ত্রে উপদিষ্ট শ্রদ্ধাবস্থাপন্ন দেহবিশিষ্টকেই সোমরাজরূপ দেহবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। এই দেহ জীবেরই বিশেষণীভূতা সুতরাং, দেহবাচক শব্দও প্রকৃতপক্ষে তদ্বিশেষ্যভূত জীবেই পর্য্যবসিত হইতেছে। অতএব, জীব যে ভূতসূক্ষ্মে বেষ্টিত হইয়া গমন করে, এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধর্ম্মানেবাবসন্ গৃহে।
কামমর্থঞ্চ ধর্ম্মান্ স্বান্ দোগ্ধি ভূয়ঃ পিপর্ত্তি তান্ ॥ ভাগঃ ৩।৩২।১

সচাপি ভগবদ্ধর্ম্মাৎ কামমূঢ়ঃ পরাঙ্মুখঃ।
যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৄংশ্চ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ভাগঃ ৩।৩২।২

তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্।
গত্বা চান্দ্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি॥ ভাগঃ ২।৩২।৩

যদাচাহীন্দ্রশয্যায়াং শেতেঽনন্তাসনো হরিঃ।
তদা লোকা লয়ং যান্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্॥ ভাগঃ ৩।৩২।৪

—এখন কাম্য কর্ম্মকর্ত্তাদিগের গতি বলিতেছেন:—যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে বাস করিয়া কাম এবং অর্থ হইতে স্বীয় ধর্ম্ম দোহন করতঃ পুনরায় অর্থাদির পরিপূরণ করতঃ ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে, সে ব্যক্তি কাম-বিমূঢ়, ভগবানের নিষ্কাম আরাধনা রূপ ধর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ, সে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা দেবতাগণের ও পিতৃগণের অর্চ্চনায় রত হয়। ঐ সকল দেব ও পিতৃগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা তাহার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তাহাতে সে তাঁহাদের নিমিত্তই ব্রতাচারণ করে, এবং তজ্জন্য ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া, তথায় সোমপান করিবার পর, অর্থাৎ যাবৎ কাল পুণ্য বর্ত্তমান থাকে, তাবৎ কাল ভোগের পর, পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই প্রকার গতাগতি, যতদিন পর্য্যন্ত সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে, ততদিন চলিতে থাকে। তারপর, প্রলয়ে যখন ভগবান্ শ্রীহরি, অনন্ত শয্যায় শয়ন থাকেন, তখন কর্ম্ম-জন্য সমুদায় লোক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। গৃহমেধীগণের উপভোগের লোকসকলও বর্ত্তমান থাকে না। ভাগঃ ৩।৩২।১-২-৩-৪

তখন তাহারা তাহাদের অভুক্ত কর্ম্মসকল বীজরূপে গ্রহণ করতঃ অতি সূক্ষ্মভাবে শ্রীভগবানে লীন থাকে। আবার সৃষ্টির সময়ে, ঐ সকল কর্ম্মের মধ্যে যেগুলি ফলদানে উন্মুখ হয়, সেগুলি প্রারব্ধ রূপে গ্রহণপূর্ব্বক দেহাদি ধারণ করতঃ পূর্ব্বকল্পের ন্যায়, আবার গতাগতি করিতে থাকে। ইহাই ঐ কয়টি শ্লোকের ভাবার্থ। সুতরাং ইহা আলোচ্য সূত্রের ও বিচারের অর্থ সুন্দর ভাবে বিবৃত করে।

পিতৃযান পথে গমনাগমন কি প্রকারে হয়, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন:—

দ্রব্য সূক্ষ্ম বিপাকশ্চ ধূমো রাত্রিরপক্ষয়ঃ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধি বীরুধঃ।
অন্নং রেত ইতি ক্ষ্মেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ॥ ভাগঃ ৭।১৫।৪০

(হে রাজন্‌! ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম দ্বারা কি প্রকারে আরোহণ ও অবরোহণ হয়, শ্রবণ কর) :—দ্রব্যের অর্থাৎ যজ্ঞীয় চরু-পুরোডাসাদির সূক্ষ্মবিপাক বা পরিণাম, জীবের দেহান্তর আরম্ভক হয়, এবং জীব উহাতে সম্পরিষক্ত হইয়া, প্রথমে ধূমাভিমানী দেবতা, পরে রাত্র্যভিমানী দেবতা, ক্রমশঃ কৃষ্ণপক্ষাভিমানী দেবতা, দক্ষিণায়নাভিমানী দেবতা কর্তৃক চন্দ্রলোকে নীত হয়। সেখানে কর্ম্মানুসারে ভোগ হইয়া থাকে। চন্দ্রলোকে ভোগের অবসান হইলে, জীবের ঐ ভোগদেহ ক্ষয় হইয়া অদর্শন প্রাপ্ত হয়। পরে বৃষ্টি দ্বারা যথাক্রমে ওষধি, লতা, শস্য, শুক্র হইয়া মাতার জঠরে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। এই রূপে প্রবৃত্তি কর্ম্মমার্গ পুনর্ভবের হেতু। ভাগঃ ৭।১৫।৪০

তবে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মসকল কি প্রকারে নিঃশ্রেয়স সাধন করিতে পারে, শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহাও বলিয়াছেন; যদিও উহার সহিত আলোচ্য সূত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ ক্ষমার্হ।

ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং··· ··॥ ভাগঃ ১১।১১।৪৬

—যে ব্যক্তি ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম দ্বারা, সমাহিত হইয়া আমার অর্চ্চনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন। অর্থাৎ, নিষ্কাম ভাবে ভগবৎ প্রীতির জন্য ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করিলে, তাহারা পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১১।৪৬

[শ্রুত্যুক্ত "ইষ্টাপূর্ত্তা" ও 'দত্ত' শব্দের অর্থ কি, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং ভূতানাঞ্চানুপালনম্‌।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ "ইষ্ট" মিত্যভিধীয়তে॥

বাপী কূপ তড়াগাদি দেবতায়তনানি চ।
অন্ন প্রদানমারামঃ "পূর্ত্ত" মিত্যভিধীয়তে॥

শরণাগত সংত্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্।
বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং "দত্ত" মিত্যভিধীয়তে ॥

ইষ্ট ও পূর্ত্ত সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

এতদিষ্টং প্রবৃত্ত্যাখ্যং হুতং প্রহুতমেবচ।
পূর্ত্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্ ॥ ভাগঃ ৭।১৫।৩৯

—হুতং বা বৈশ্বদেব, এবং প্রহুতং অর্থাৎ বলিহরণ, ইহারা "ইষ্ট" এবং প্রবৃত্ত্যাখ্য। দেবালয়, উপবন, কূপ, পানীয়শালা—ইহারা "পূর্ত্ত" বলিয়া কথিত। ভাগঃ ৭।১৫।৩৯]

ভিত্তি :—

১। পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৪ মন্ত্র।

২। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।" (বৃহদারণ্যকঃ ১।৪।১০)

—যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, এবং উপাস্য দেবতাকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবে দেখে, সে উপাস্য দেবতার পশু স্বরূপ। (বৃহঃ ১।৪।১০)

৩। "ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" ছান্দোগ্যঃ ৩।৬।১

—দেবগণ নিশ্চয়ই ভক্ষণ বা পান করেন না, পরন্তু এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন। (ছাঃ ৩।৬।১)

সংশয় :—পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৪ মন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, **"তং দেবা ভক্ষয়ন্তি"**—তাহাকে দেবগণ ভক্ষণ করেন। এই শ্রুতিতে সোমরাজাকে দেবভোগ্য বলায়, উক্ত "সোমরাজা" জীববাচী হইতে পারে না। জীব ত দেবতার ভক্ষণ-যোগ্য নহে। এ কারণ, তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইল কৈ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।৭।

ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাৎ, তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩।১।৭ ॥

ভাক্তং + বা + অনাত্মবিত্ত্বাৎ + তথা + হি + দর্শয়তি ॥

ভাক্তং :—ঔপচারিক বা গৌণার্থক। **বা** :—অথবা। **অনাত্মবিত্ত্বাৎ** :—আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু। **তথা** :—সেইরূপ। **হি** :—নিশ্চয়ই। **দর্শয়তি** :—শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন।

তোমার উক্ত আপত্তির কোনও কারণ নাই। কেন না, দেব-ভক্ষ্য যে বলা হইয়াছে, উহা' ঔপচারিক মাত্র। অথবা, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।১০ মন্ত্রানুসারে কাম্য কর্ম্মীগণের আত্মজ্ঞানের অভাব হেতু, তাহারা উপাস্য

দেবতাকে আপনা হইতে পৃথক্ দর্শন করে বলিয়া, শ্রুতি উক্ত কর্ম্মী-উপাসককে উপাস্য দেবতার "পশু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনুষ্যের পক্ষে যেমন গো, অশ্বাদি পশু, ভোগ সাধন মাত্র, অর্থাৎ গোর দ্বারা ভোগোপকরণ দুগ্ধ লাভ হয়, বলীবর্দ্দ দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়া থাকে, অশ্ব দ্বারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন সুকর হয়, সেইরূপ কর্ম্মী উপাসকগণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা দেবগণের ভোগ সাধনের উপায় স্বরূপ হইয়া থাকেন। মনুষ্য যেমন নিজের উপকারার্থ গো অশ্বাদি পশুর পালন, রক্ষণ, সংবর্দ্ধন করিয়া থাকে, দেবতাগণও সেইরূপ নিজেদের ভোগ সাধনরূপ উপাসনা সাধনার্থ কর্ম্মী উপাসকগণের স্বর্গাদি লোকে সুখভোগাদি প্রদান দ্বারা উহাদের সংবর্দ্ধন করতঃ কাম্য কর্ম্মকরণের স্পৃহা বর্দ্ধিত করেন।

বিশেষতঃ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।৬।১ মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, "দেবতাগণ ভক্ষণ বা পান করেন না, তাঁহারা দৃষ্টি দ্বারা তৃপ্ত হন।" সুতরাং উক্ত শ্রুতির ৫।১০।৪ মন্ত্রে যে ভক্ষণের উল্লেখ আছে, তাহা গৌণার্থবোধক মাত্র, স্পষ্ট বুঝা গেল।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।৩২।৩ শ্লোকে যে **"তচ্ছ্রদ্ধয়াক্রান্তমতিঃ"** পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার অর্থই উপরে লিখিত বিচার প্রতিপন্ন করে। দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা আক্রান্ত বা অভিভূত-মতি কর্ম্মীগণই উক্ত পদের লক্ষ্য। উহারা বাধ্য হইয়া উক্ত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। মানুষ যেমন গৃহপালিত পশুগণকে ভার বহন, ক্ষেত্রকর্ষণ, শকট চালন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য করে, দেবতাগণও সেইরূপ কর্ম্মীগণকে কাম্য কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন। আবার মানুষ যেমন গৃহপালিত পশুগণ তাহাদের বিহিত কার্য্য সুষ্ঠু সম্পাদন করিলে, তাহাদিগকে আদর, আপ্যায়ন, যথেষ্ট আহারাদি প্রদান প্রভৃতি করিয়া থাকে, কিন্তু যদি উহারা কার্য্য সুচারু ভাবে সম্পাদন না করে, বা উৎপথ-গামী হয় —অর্থাৎ গাড়ী টানিতে টানিতে অশ্ব বা বলীবর্দ্দ যদি উন্মার্গগামী হইয়া শকট উল্টাইয়া আরোহীর ক্লেশের কারণ হয়, তাহা হইলে কশাঘাতে যেমন উহাদের দণ্ড বিধান করিয়া থাকে—সেইরূপ দেবতাগণও শাস্ত্রবিধান অনুসারে বিহিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানকারীদিগকে স্বর্গ প্রভৃতি সুখ-ভোগের স্থান প্রদান করিয়া, উহাদের আদর আপ্যায়ন করিয়া থাকেন। যদি ঐ কর্ম্মীগণ উন্মার্গগামী হইয়া অবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে উহাদিগকে রোগ, দৈন্য, দারিদ্র্য প্রভৃতি প্রদান করতঃ নরকাদি দুঃখময় স্থানেও প্রেরণ করেন।

ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্॥ ভাগঃ ১১।১০।২২
—যাজ্ঞিক ব্যক্তিরা ইহলোকে যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যাজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন। এবং তথায় নিজোপার্জ্জিত দিব্য ভোগ-সকল দেবতাগণের ন্যায় উপভোগ করেন। ভাগঃ ১১।১০।২২

তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥ ১১।১০।২৫
—যতদিন পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন ঐরূপে স্বর্গভোগ করেন, পরে কালক্রমে পুণ্যক্ষয় হইলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধঃপতিত হন।
ভাগঃ ১১।১০।২৫

যদ্যধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণোভূতবিহিংসকঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৬
পশূনবিধিনালভ্য প্রেত-ভূত-গণান্ যজন্।
নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৭
—যদি অসৎ সংসর্গ বশতঃ অধর্ম্মে রত হইয়া অজিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা, কৃপণ, ভোগতৃষ্ণাকুল, স্ত্রৈণ ও ভূত-বিহিংসক হয়, এবং অবিধিপূর্ব্বক পশুহিংসা করিয়া ভূতপ্রেতগণের পূজা করে, তবে অবশ হইয়া নরকে গমন পূর্ব্বক তদন্তে স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।১০।২৬-২৭।

কর্ম্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্ব্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৮
—মানব দেহদ্বারা দুঃখময় কর্ম্মসকল সম্পাদন করতঃ সেই কর্ম্মসকলের ফলে পুনরায় অন্যান্য দেহলাভ করে। অতএব মর্ত্তধর্ম্মীদিগের কি সুখভোগ হয়, বিবেচনা কর। ভাগঃ ১১।১০।২৮

বিধি অনুসারে কাম্য কর্ম্মের গতি ১১।১০।২২ ও ১১।১০।২৫ শ্লোকে উল্লেখ করিয়া অবিধি অনুসারে কৃত কর্ম্মের দারুণ গতি ১১।১০।২৬ ও ১১।১০।২৭ শ্লোকে বর্ণনা করতঃ—কাম্য কর্ম্মমাত্রই দুঃখদায়ক ইহা ১১।১০।২৮ শ্লোকে বলিয়া উপসংহার করিলেন।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে কর্ত্তা ও কর্ম্ম তিন প্রকার। কিন্তু সকলেরই ফল সংসারে গতাগতি। সাত্ত্বিক কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি উর্দ্ধলোকে সুখ ভোগ স্থানে, রাজসিক কর্ম্মদ্বারা মর্ত্ত্যাদি লোকে দুঃখ সুখ মিশ্র ভোগ স্থানে, এবং তামসিক কর্ম্মদ্বারা নরকাদি দুঃখ ভোগ স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ঐ

সমুদায় কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়, এবং ফল ভোগ হইবার পর পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন। ফলতঃ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণ্যমান; কাহারও অব্যাহতি নাই। ইহাই ভগবান বিষ্ণুর হাতে সুদর্শন চক্র। পালনকারী বিষ্ণু এই চক্র দ্বারা জগতের স্থিতিরক্ষা করিতেছেন।

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ।
তমসাঽধোধ আমুখ্যাদ্রজসান্তরচারিণঃ॥ ভাগঃ ১১।২৫।২০
সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ॥ ভাগঃ ১১।২৫।২১
লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।২৯

—ব্রাহ্মণেরা সত্বগুণ দ্বারা উপর্য্যুপরি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন। অন্যান্য লোকেরা রজোগুণ দ্বারা মনুষ্য লোকে গমন করে। তমোগুণ দ্বারা ক্রমশঃ অধঃ হইতে অধোলোকে গমন করে। ভাগঃ ১১।২৫।২০

—সত্বগুণ যখন প্রবল থাকে, তখন মৃত্যু হইলে স্বর্গলোকে গমন করে; রজঃ প্রধান সময়ে মৃত্যু হইলে নরলোকে, এবং তমঃ প্রধান অবস্থায় মৃত্যু হইলে, নরকে গমন করে। আর নির্গুণ বা গুণাতীত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, আমাতে গমন করে, অর্থাৎ কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। ভাগঃ ১১।২৫।২১

—অতএব, লোকসকল ও কল্পজীবি লোকপাল সকলেরও আমা হইতে ভয় এবং দ্বিপরার্দ্ধকাল পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১০।২৯

—ফলতঃ, যতদিন গুণ-বৈষম্য থাকে, ততদিন আত্মার নানাত্ব হয়। যতদিন আত্মার নানাত্ব থাকে, ততদিন তাহার পরাধীনত্ব হয়। যতদিন পরাধীনত্ব থাকে, ততদিন ঈশ্বর হইতে ভয় হয়। যাঁহারা এইরূপ গুণ-বৈষম্য এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা শোক ও মোহের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হয়েন—অর্থাৎ, ততদিন বাধ্য হইয়া তাঁহাদের সংসারে গতাগতি করিতে হয়। ভাগঃ ১১।১০।৩১-৩২

যাবৎ স্যাৎ গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্॥ ভাগঃ ১১।১০।৩১
য এতৎ সমুপাসীরংস্তে মুহ্যন্তি শুচার্পিতাঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।৩২

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, যতদিন জীবের সংসারে গতাগতি বর্ত্তমান, দেহ হইতে দেহান্তর গমনের সময়, কৃতকর্ম্মসকলের বীজ ভূতসূক্ষ্ম-রূপে জীবকে পরিবেষ্টন করিয়া, তাহার সহিত দেহ হইতে দেহান্তরে গমনাগমন করে।

২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, সৃষ্টি অনাদি, জীব অনাদি, জীবের কর্ম্ম অনাদি। সুতরাং সংসারে গতাগতিও জীবের অনাদি কাল হইতে চলিতেছে। অনাদি কাল হইতে জীব নিজ কর্ম্ম সম্ভূত বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমনাগমন করিতেছে। কর্ম্মের বীজাত্মক এই বেষ্টনী গুণ-বৈষম্য হইতে উৎপন্ন এ কারণ ইহা ভূত-সূক্ষ্ম দ্বারা গঠিত। বলা বাহুল্য যে, ভূতসূক্ষ্মও গুণবৈষম্যে উৎপাদিত। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১০।৩০ শ্লোক (পৃঃ-৮০৬) হইতে আমরা বুঝিয়াছি যে, গুণসকলই তাহাদের বিকারভূত ইন্দ্রিয় দ্বারে কর্ম্ম সৃষ্টি করে—সুতরাং কর্ম্মসকলও গুণময় বা গুণ-বিকার। ভূতসূক্ষ্ম সকলও গুণ-বিকারে উৎপন্ন, ইহা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে (পৃঃ ১৭০-১৭১) স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অভুক্ত কর্ম্মসকল সূক্ষ্মভূতরূপে জীবের বেষ্টনী প্রস্তুত করে এবং অনাদি কাল হইতে জীব এই বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতেছে। এই বেষ্টনী—আপূরণ ও বিসর্জ্জনের দ্বারা প্রবাহরূপে নিত্য। এই আপূরণ—বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ কালে নূতন নূতন কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং বিসর্জ্জন, তত্র তত্র অবস্থান সময়ে প্রারব্ধ ক্ষয়ে সংঘটিত। সুতরাং দৃশ্যতঃ ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় অতি দুরূহ। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কালে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া থাকিবার উপায় নাই। সুতরাং আপূরণ ত সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ইহা হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ—ইহাও ২।১।২৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১১।১১।৪৬ শ্লোকে ভগবৎ প্রীতির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ।

২। কৃতাত্যয়াধিকরণ॥

ভিত্তি:—

১। ৩।১।৬ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৫ মন্ত্র।

২। "তৎ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাঅথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্—শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৭)।

—ইহলোকে যাহারা রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠাতা, তাহারা রমণীয় যোনি—ব্রাহ্মণ যোনি, ক্ষত্রিয়যোনি অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, তাহারা কুৎসিত যোনি—কুকুর যোনি, শূকর যোনি বা চণ্ডাল যোনি—প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ছাঃ ৫।১০।৭)

৩। "প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।
তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে॥"

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।৬)

—এই জীব ইহলোকে যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে, সেই কর্ম্মলব্ধলোক হইতে পুনশ্চ কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত ইহলোকে আগমন করে। (বৃহঃ ৪।৪।৬)

সংশয়:—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৫ মন্ত্রে এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।৬ মন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কর্ম্মের ফল ভোগ শেষ হইলে তবে কর্ম্মলব্ধ লোক (চন্দ্রলোক) হইতে জীব পুনরায় কর্ম্ম করিবার জন্য ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহলোকে ইষ্টাপূর্ত্তাদি যে সকল কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল, তাহাদের ফলভোগ নিঃশেষে পরিসমাপ্তি হইলে পর, জীব আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুণর্জন্ম লাভ করে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে, তাহার ভুক্তাবশিষ্ট কোনও কর্ম্ম থাকিতে পারে না। সুতরাং ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্রে যে কথিত হইয়াছে, রমণীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা রমণীয়

যোনি এবং কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তবে কি সমুদায় কর্ম্ম নিঃশেষে ভোগ হইবার পূর্ব্বেই জীব ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে? যদি তহাই হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৫ মন্ত্রে **"যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা"**, এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।৬ মন্ত্রে **"প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্"**—বলিবার সার্থকতা কি? এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।৮।

কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং যথেতমনেবং চ ॥ ৩।১।৮ ॥

কৃত + অত্যয়ে + অনুশয়বান্ + দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং + যথেতং + অনেবং + চ ॥

কৃত :—অনুষ্ঠিত কর্ম্মের। **অত্যয়ে :**—শেষে। **অনুশয়বান্ :**—ভুক্তফল কর্ম্মের অবশেষের সহিত জীব। **দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাং :**—দৃষ্ট (শ্রুতি) এবং স্মৃতি উভয় হইতে। **যথেতং :**—যেরূপে গমন। **অনেবং :**—সেরূপে নহে। **চ :**—ও।

জীব যে সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে যে গুলির ফলভোগ উন্মুখ হইয়াছিল, পরলোকে সেইগুলি ভোগের পর, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মসকল সঙ্গে লইয়া, পুনরায় ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। স্মৃতিতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যথা, ভাগবতে :—

"...যং সংম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা ॥"

ভাগঃ ১০।৮৭।৫০

আলোচ্য সূত্রে **"অনুশয়বান্"** পদ আছে, ভাগবতে **"অনুশয়ী"** পদ ব্যবহার করিয়াছেন। উভয়ের একই অর্থ। বৈষ্ণব তোষণীকার **'অনুশয়ী'** পদের অর্থ **"সোপাধি জীব"**, এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় **"অবিদ্যাশ্লিষ্টো জীবঃ"** অর্থ করিয়াছেন। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, অবিদ্যা হইতে দ্বৈতজ্ঞান, তাহা হইতেই কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম হইতে জীবের উপাধি উৎপন্ন হইয়া জীবকে বেষ্টন করে। সুতরাং, বুঝা গেল যে, উভয় টীকাকার একই অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী

"অনু দণ্ডবৎ প্রণামৈশ্চরণমূলে শেতে ইতি তথা স জীবঃ"—অর্থাৎ "দণ্ডবৎ চরণমূলে প্রণামকারী সেই জীব", এই অর্থ করিয়াছেন। অবিদ্যাশ্লিষ্ট জীবের অবিদ্যা হইতে মুক্তি লাভের উপায় স্বামীজী এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **'অনুশয়ী'** ও সূত্রের **'অনুশয়বান'** যে একই অর্থের বোধক, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, অনুলোমক্রমে ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের যে পথ, প্রত্যাবর্ত্তনেরও কি প্রতিলোম ক্রমে সেই একই পথ? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, সেরূপ বটে, আবার সেরূপ নয়ও বটে। কারণ, ৩।১।৬ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি যে, মৃত্যুর পর কাম্য কর্ম্মকারী জীবের গমন, প্রথমে ধূম, পরে ক্রমশঃ রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস, পিতৃলোক, আকাশ এবং চন্দ্রলোক (ছাঃ ৫।১০।৩-৪); এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চন্দ্রলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ, মেঘ হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল বা মাষাদিতে অন্নরূপে, তৎপরে অন্ন হইতে রেতঃরূপে. পরে তাহা হইতে পুরুষাকারে জন্মগ্রহণ কথিত আছে, (ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৫-৬)। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যাবর্ত্তনের ক্রমের, গমনের ক্রমের সহিত কতক মিল আছে বটে, আবার কতক মিল নাই। সূত্রকার তাহাই বলিয়াছেন।

জীব যে ভুক্তফল কর্ম্মের অবশেষের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্র হইতে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। গৌতম-স্মৃতির একাদশ অধ্যায়ে আছেঃ—"**বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশ-জাতি-কুল-রূপ-আয়ু-শ্রুত-বিত্ত-বৃত্ত-সুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে, বিষঞ্চো বিপরীতা নশ্যন্তি**।"—নিজ নিজ কর্ত্তব্যকর্ম্মনিষ্ঠ বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমী পুরুষেরা মৃত্যুর পর, কর্ম্মফল ভোগান্তে পশ্চাৎ সেই ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম দ্বারা বিশিষ্ট দেশ, জাতি, বংশ, রূপ, আয়ু, বিদ্যা ধন, চরিত্র, সুখ ও মেধা সম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু যাহারা বিষক্ অর্থাৎ বিপরীতগামী, তাহারা বিনষ্ট হয়। আর অধিক স্মৃতি প্রমাণ উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। ঐ এক কথাই আপস্তম্ব স্মৃতিতেও আছে। গীতায় ৬।৪১ শ্লোকে যোগভ্রষ্টদিগের শুচি ও শ্রীমান্‌দিগের গৃহে জন্মরূপ ভগবানের উক্তি ইহাই প্রমাণ করে।

যদি একবার মৃত্যুর পর, পরলোকে সমুদায় কর্ম্মফল নিঃশেষে ভোগ হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে, কর্ম্ম না থাকায় আর পুনর্জ্জন্মের কারণ থাকিত না। এক জন্মেই সমুদায় শেষ হইয়া যাইত, তারপর হয় শাশ্বত সুখ প্রাপ্তি বা শাশ্বত নিরয় ভোগ এবং সৃষ্টিকর্ত্তার নূতন সৃষ্টির অভিনয় করিতে হইত। হয় জগদ্ বৈচিত্র্য লোপ করিতে হইত, নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তাকে "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য" দোষ স্বীকার করিতে হইত। **অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, যেমন কতকগুলি ফলোন্মুখী পরিপক কর্ম্ম প্রারব্ধরূপে ইহলোকে জন্মের কারণ হয়, সেইরূপ কতকগুলি ফলোন্মুখী পরিপককর্ম্ম পরলোকেও জন্মের কারণ হইয়া থাকে।**

৩।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১৫।৪০ এবং ৩।১।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১০।২২, ১১।১০।২৫, ১১।১০।২৬-২৭-২৮, ১১।১০।৩১-৩২ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। গুণ-বৈষম্য বশতঃ জীবের গতাগতি, এবং বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ, ইহা ঐ সকল শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে। তন্মধ্যে যাঁহাদের সত্ত্ব গুণ প্রবল, তাঁহারা উৎকৃষ্টতর যোনিতে (ব্রাহ্মণাদি বর্ণে এবং যোগীদিগের পরিবারে), যাঁহাদের রজোগুণ প্রবল তাঁহারা তদপেক্ষা নিম্নতর ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণে, এবং যাঁহাদের তমোগুণ প্রবল তাহারা নিম্নতম মনুষ্য যোনিতে বা কুকুরাদি নিকৃষ্ট প্রাণিগণের যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত তিনটি শ্লোকে এই তত্ত্ব সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন :—

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ
শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ভাগঃ ১১।২৫।২৯
সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩০
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। ভাগঃ ১১।২৫।৩১

—দ্রব্য, দেশ, কাল, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, আকৃতি, নিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদায় ত্রিগুণাত্মক। এতদ্ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত ও বুদ্ধি বিবেচিত এবং প্রকৃতি পুরুষাধিষ্ঠিত সমুদায় পদার্থ ত্রিগুণময় জানিবে। লোকদিগের সম্বন্ধে গুণকর্ম্ম-নিবন্ধন সংসারের কারণ পথসকল কথিত হইল।

ভাগঃ ১১।২৫।২৯-৩০-৩১

প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ বশতঃ সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণের বিশ্লেষ এবং তাহাদের অনন্ত প্রকার তারতম্যানুসারে সংমিশ্রণ সংঘটিত হইয়া থাকে। কোনও দুই ব্যক্তিতে উক্ত গুণত্রয়ের সমপরিমাণ পাওয়া সম্ভব নহে। এই প্রকার বৈচিত্রের কারণ, জীবের অনাদি কর্ম্ম। আমরা পূর্ব্বের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, কর্মও গুণ সম্ভূত। সুতরাং, চক্রভ্রমির ন্যায় এই বৈচিত্র্য অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংসারে দুঃখ, ক্লেশ, দারিদ্র একদিকে, আবার বিত্ত, শ্রুত, আনন্দ অন্য দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ গুণ বৈষম্য—এই গুণ বৈষম্য অহৈতুকী আকস্মিকী নহে। ইহাও নিয়মানুবর্ত্তনে হইয়া থাকে—ঐ নিয়মের ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নাই। ইহাই আমাদের পরিচিত কর্ম্মবাদ। শ্রুতিতে ইহা "তৎক্রতু" ন্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহার আলোচনা ৪র্থ পাদে করা হইবে।

এখন ইষ্টাপূর্ত্তাদি কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী জীব, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ভুক্তাবশেষ কর্ম্ম সঙ্গে লইয়া আসে, ইহা বুঝিবার জন্য একটু সংক্ষেপ আলোচনা অবান্তর হইবে না মনে করি। এই আলোচনা, ২।১।২৩ সূত্রের প্রসঙ্গে কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহারই পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত পূর্ব্বালোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, অনাদি কাল হইতে অসংখ্য যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জীব যে সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ক্রিয়মাণ। ইহার মধ্যে সঞ্চিত কর্ম্মসকল—অভুক্ত। উহারা ফলোন্মুখ না হওয়ায় ভোগের দ্বারা ধ্বংস হয় নাই—উহারা ভবিষ্যৎ ভোগের জন্য জীবের কর্ম্মস্তূপে সঞ্চিত রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে যেগুলি পরিপক্ক, অর্থাৎ ফল প্রদানে উন্মুখ, সেগুলিকে পৃথক্ করতঃ প্রারব্ধ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া কর্ম্মদেবতাগণ ইহ জন্মের শরীর, মনঃ, ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিকর, পরিজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া উহাদের ফলভোগের জন্য, বর্ত্তমান জন্ম ধারণে বাধ্য করিয়াছেন। এ জন্মে প্রতিদিন যে সমুদায় কর্ম্ম আচরিত হইতেছে, তাহারা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম। উহাদের মধ্যে যেগুলির ফল সঙ্গে সঙ্গে ভোগ হইয়া যাওয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, সেগুলি বাদে অন্যগুলি সঞ্চিত কর্ম্ম স্তূপে রক্ষিত রহিল। ইহারা এবং সঞ্চিত কর্ম্মস্তূপে রক্ষিত কর্ম্মগুলির মধ্যে যেগুলি পরিপক্ক হইয়া ফলোন্মুখ হইবে, তাহারা প্রারব্ধ পর্য্যায়ে পড়িয়া, অন্য

প্রকার জন্মে, অন্য প্রকার ভোগের কারণ হইবে। ভগবান সূত্রকার উক্ত তিন প্রকার বিভাগের পরিবর্ত্তে সমুদায় কর্ম্ম—আরব্ধ ও অনারব্ধ এই দুই প্রকার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে বিচার করিয়াছেন।

"সঞ্চিত কর্ম্মস্তূপ" বলায়, কেহ যেন মনে করিবেন না যে, বাস্তবিক এক এক জন জীবের জন্য এক একটি স্তূপ বিশ্বের কোন কর্ম্মভাণ্ডারে সজ্জিত আছে। এই সঞ্চিত কর্ম্মসকলই, সংস্কার, বাসনা, প্রবৃত্তি, বৃত্তি, মেধা প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মরূপে জীবের বেষ্টনী প্রস্তুত করে। জীব এই বেষ্টনী সঙ্গে লইয়া, "ভূর্ভুব স্বঃ" এই ত্রিলোকের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই বেষ্টনীই জীবের বিজ্ঞানময় কোশ। ইহা "ভূত-সূক্ষ্মে" গঠিত। এই "ভূত-সূক্ষ্মের" কথাই সূত্রকার ৩।১।১ সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, বুঝা গেল যে, কূর্ম্ম বা শম্বুক যেমন তাহার গৃহ বা আবরণ সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করে, জীবও সেইরূপ, এই উপাধি, বা আবরণ বা বেষ্টনী সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ত্রিলোকের মধ্যে বিচরণ করে। যত দিন বিদ্যা লাভে বা ভগবানে সমর্পণে, এই উপাধি বা আবরণের বা বেষ্টনীর নিঃশেষ ধ্বংস না হয়, ততদিন এই গতাগতির বিরাম নাই, ত্রিলোকের বাহিরের লোকে গমনের অধিকার নাই। যদি ইতিমধ্যে বর্ত্তমান কল্প শেষ হইয়া প্রলয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে জীব, সেই উপাধির বীজ, কারণ-শরীর রূপে সঙ্গে লইয়া, শ্রীভগবানে লীন থাকিবে এবং প্রলয় অন্তে, ভবিষ্যৎ কল্পে, পুনরায় সৃষ্টিকালে, বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গমনের ন্যায়, আবার জন্ম গ্রহণ করিবে। এই জন্ম গ্রহণের সময়, ঐ উপাধি হইতে কতকগুলি পরিপক্ক কর্ম্ম প্রারব্ধরূপে গ্রহণ করিয়া, উক্ত জীবের পারি-পার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি নির্ণীত হইবে, বাকীগুলি বেষ্টনীতে সঞ্চিত থাকিবে। ইহা ভগবানের জগচ্চক্র পরিচালনের নিয়ম। সাধারণতঃ ইহার ব্যভিচার নাই। এই নিয়ম, যেমন ইহলোকে প্রযোজ্য, পরলোকেও সেই প্রকার। একই নিয়ম উভয়তঃ কার্য্যকারী।

আমরা জীবের ইহলোকে আবির্ভাবকে জন্ম বলিয়া থাকি এবং পরলোকে গমনকে মৃত্যু বলিয়া থাকি। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু আপেক্ষিক মাত্র। ইহলোকে যাহা জন্ম, পরলোকের পক্ষে তাহা মৃত্যু। আবার

পরলোকে যাহা জন্ম, ইহলোকের তাহা মৃত্যু। অতএব, যেমন সঞ্চিত কর্ম্মরাশির স্তূপ হইতে কর্ম্মদেবতাগণ কতকগুলি কর্ম্ম বাছিয়া, তাহাদের ভোগের জন্য, ইহলোকে জন্মধারণ করিতে বাধ্য করেন, সেইরূপ উক্ত কর্ম্মস্তূপ হইতে ফলোন্মুখ কতকগুলিকে বাছিয়া উহাদের ভোগের জন্য, জীবকে পরলোকে প্রেরণ করেন। উহাদের ভোগ শেষ হইলেই, পরলোকের অবস্থান শেষ হইল। তখন, আবার অন্য কর্ম্মপুঞ্জ ভোগের জন্য ইহলোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, পরলোকে সমুদায় কর্ম্ম নিঃশেষে উপভুক্ত হয় না। যেগুলি ফলোন্মুখ হইয়াছিল, সেইগুলিই মাত্র উপভুক্ত হয়, অন্য কর্ম্মরাশি অবশিষ্ট থাকে; জীব উহাদিগকে লইয়া পুনরায় ইহলোকে আগমন করে।

যদি এক জন্মের পর পরলোকে ভোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংস হইত, তাহা হইলে, আর পুনর্জ্জন্মের কারণ কর্ম্মপ্রবাহ বর্ত্তমান থাকিত না, এবং সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লোপ হইবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত। এবং তাহা হইলে, একের বহু হইবার সংকল্প অসিদ্ধই থাকিয়া যাইত। অতএব, সমুদায় কর্ম্ম নিঃশেষে ধ্বংস হয় না। ফলোন্মুখ কর্ম্ম মাত্রই ভোগের দ্বারা ধ্বংস হইলে, জীব অন্য কর্ম্মপুঞ্জ লইয়া পুনরাবৃত্ত হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যদি বিভিন্ন কর্ম্মপুঞ্জ ভোগের জন্য পুনরাবৃত্তি, তবে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্রের সার্থকতা কি প্রকারে রক্ষিত হয়? অর্থাৎ, তাহা হইলে রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠাতার রমণীয় যোনিতে এবং কুৎসিত কর্ম্মানুষ্ঠাতার কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহার উত্তর এই যে, রমণীয় কর্ম্মানুষ্ঠাতাগণ আকস্মিক ঐরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না। পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইতে উদ্ভূত অভ্যাসের দ্বারা, তাঁহাদের মনোবৃত্তি, এ প্রকারে গঠিত হইয়াছে যে, তাঁহারা ওরূপ না করিয়া পারেন না। ভগবানের মঙ্গল বিধানে, যে যোনিতে, যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাঁহাদের মনোবৃত্তি সম্যক্ বিকাশলাভ এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথ লাভ করিতে পারে, তাঁহারা সেই যোনিতে, সেই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই যে কুৎসিত কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন, তাহা সম্ভব নহে। নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক

আপনিই আসিয়া বাধা দেয়। তবে, আজন্ম সাধু প্রকৃতিক কাহাকে কাহাকেও হঠাৎ কুকর্ম করিতে দেখা যায়, তাহা, কোনও বিশেষ কর্ম ধ্বংসের জন্য—তাহার কারণ অন্য। রমণীয় যোনিতে জন্মগ্রহণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, কুৎসিৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ফলতঃ, ভোগের দ্বারা কর্মধ্বংসই জন্ম পরিগ্রহণের মূলে। ইহার পরিণাম—ক্রমোন্নতি লাভ—ক্রমশঃ নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসরণ।

ইহা হইতে আমরা আরও পাইলাম যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি যদি কোনও কারণ বশতঃ একটি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলেন, তখনই তাহা ক্ষালনের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা কর্ত্তব্য। নতুবা, উহা বীজাকারে উপাধির বেষ্টনীতে সঞ্চিত রহিল। আবার বহুদিন পরে, অথবা জন্মান্তরেও যদি আবার কোনও কুৎসিত কার্য্য করিয়া ফেলেন, এবং অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উহার ধ্বংস সাধন না করেন, তবে তাহাও পূর্ব্বোক্ত অন্যায় কর্ম্মের বীজের সহিত, সঞ্চিত কর্ম্মস্তূপে, মিলিত হইয়া, উহার পরিমাণ ও শক্তি বৃদ্ধি করিবে। মনোবৃত্তি, এইরূপে ক্রমশঃ অন্যায় বা কুৎসিত কর্ম্মের পথে আকৃষ্ট হয়। অতএব, একটি সামান্য অন্যায় করিলেই তাহার জন্য অনুতাপ বা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই দিনেই উহার ক্ষালন প্রয়োজন। এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ঃ—

যদহ্নাৎ কুরুতে পাপং তদহ্নাৎ প্রতিমুচ্যতে।
যদ্রাত্র্যাৎ কুরুতে পাপং তদ্রাত্র্যাৎ প্রতিমুচ্যতে ॥

নারায়ণোপনিষৎ ।৩৪।

—যে দিনে যে পাপ করিয়া ফেলিবে, সেই দিনেই সেই পাপের প্রতিমোচন (ক্ষালন) করিবে। যে রাত্রে যে পাপ করিয়া ফেলিবে, সেই রাত্রেই সেই পাপের প্রতিমোচন করিবে।

শ্রুতির এই উপদেশ যে পরম হিতকারী, তাহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণের অবশ্য করণীয় সন্ধ্যা মন্ত্রেও এই কথাই আছে। যথা ঃ—

প্রাতঃ সন্ধ্যায় ঃ—যদ্ রাত্র্যা পাপমকার্ষং······রাত্রিস্তদবলুম্পতু।
সায়ং সন্ধ্যায় ঃ—যদহ্না পাপমকার্ষং······অহস্তদবলুম্পতু।

অর্থাৎ : -রাত্রিতে আমি যে পাপ করি, রাত্রি তাহা অবলোপ করুন।
দিবায় আমি যে পাপ করি, দিবা তাহা অবলোপ করুন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের যোগবিয়োগের দ্বারা মোট কর্ম্মের পরিমাণ ও প্রকার নির্দ্দেশ অঙ্কশাস্ত্রানুসারে হয় না। উভয়কেই ভোগের দ্বারা, বিদ্যা লাভের দ্বারা বা ভগবদর্পণের দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। তবেই উহা হইতে নির্ম্মুক্তি। পাপ কর্ম্মের ন্যায়, পুণ্য কর্ম্মেরও বন্ধন শক্তি আছে। তত্ত্বজ্ঞানার্থীর পক্ষে উভয়ের ধ্বংস প্রয়োজনীয়। ইহা চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। যতদিন উক্ত উভয় প্রকার কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সংসারে গতাগতির নিস্তার নাই। অতএব বুঝা গেল যে, **জীব প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করে।**

ভিত্তি :—

পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্র।

সংশয় :—ভাল, ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম সম্বন্ধে এত কথা ত বলিলে। কিন্তু ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের কথা বা তোমার ভাষায় **"অনুশয়ের"** কথা ত কোথাও নাই। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্রে **'রমণীয়চরণা', 'কপূয়চরণা'** পদে **'চরণ'** শব্দেরই প্রয়োগ আছে। উহা আচরণ, আচার, শীল, বৃত্ত, চরিত্র প্রভৃতির সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং, শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতেছে যে, **'চরণ'** হইতেই, অর্থাৎ আচার বা শীল বা চরিত্র হইতেই জন্মবিশেষ লাভ হইয়া থাকে। **'অনুশয়'** বা ভুক্তাবশেষ কর্ম্ম হইতে নহে।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় বলিয়াছি যে, "পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান হইতে উদ্ভূত অভ্যাসের দ্বারা তাঁহাদের মনোবৃত্তি এক প্রকারে গঠিত হইয়াছে...ইত্যাদি"। তুমি শ্রুত্যুক্ত **'চরণ'** শব্দের পর্য্যায়-ভুক্ত, আচরণ, আচার, শীল, বৃত্ত, চরিত্র প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছ—"পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান" কি উহাদের বাহ্য ক্রিয়া নহে? আরও দেখ, আচরণ, আচার প্রভৃতি কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? উহারা ত নিরপেক্ষ ভাবে আপনাপনি থাকিতে পারে না। জীবের আশ্রয়ে ত থাকিতে হইবে। সুতরাং আমার সিদ্ধান্তে দোষ কোথায়? যদি অন্য অন্য বেদান্তাচার্য্য-গণের সিদ্ধান্ত জানিতে চাও, ত শোন।

পরবর্ত্তী সূত্র আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনির অভিমত। এই সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান উক্ত হইয়াছে।

সূত্র :—৩।১।৯।

চরণাদিতি চেৎ, ন, তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ॥ ৩।১।৯॥

চরণাৎ + ইতি + চেৎ + ন + তদুপলক্ষণার্থা + ইতি + কার্ষ্ণাজিনিঃ॥

চরণাৎ :—আচরণ বা আচার বোধক শব্দ হেতু। **ইতি :—**ইহা। **চেৎ :—**যদি বল। **ন :—**না। **তদুপলক্ষণার্থা :—**তৎ, তাহারই, কর্ম্মেরই বোধক। **ইতি :—**ইহা। **কার্ষ্ণাজিনিঃ :—**তন্নাম প্রসিদ্ধ আচার্য্যের অভিমত।

যদি বল যে, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে রমণীয় এবং কুৎসিত আচারের মাত্র উল্লেখ আছে, অতএব প্রত্যাবরোহণের সময়, কর্ম্মসম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে

পারে না। ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখ, কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের অভিমত এই যে, শ্রুত্যুক্ত 'চরণ' শব্দই আচার সমন্বিত কর্ম্মেরই বোধক।

কেবলেন হ্যধর্ম্মেণ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ।
যাতি জীবোঽন্ধতামিস্রং চরমং তমসঃ পদম্॥ ভাগঃ ৩।৩০।৩২
অধস্তান্নরলোকস্য যাবতীর্যাতনাস্তু তাঃ।
ক্রমশঃ সমনুক্রম্য পুনরত্রাব্রজেচ্ছুচিঃ॥ ভাগঃ ৩।৩০।৩৩

—কুটুম্ব পোষণ বিহিত বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্ম দ্বারা তাহাদের ভরণার্থ উৎসুক হয়, তাহাকে নরকের চরম অন্ধ তামিস্রে গমন করিতে হইবে। সেই নরক ভোগের পর পুনর্ব্বার মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কুকুর শূকরাদি নিকৃষ্ট যোনিতে যত যত যাতনাদি হইতে পারে, সমুদায় ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া ভোগের দ্বারা ক্ষীণ-পাপ হইবে। তখন শুচি হইয়া পুনর্ব্বার এ স্থানে আগমন পূর্ব্বক নরত্ব প্রাপ্ত হইবে। ভাগঃ ৩।৩০।৩২-৩৩

ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয় হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যদি অন্ধ-তামিস্র নরক ভোগের পর সমুদায় কর্ম্ম নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে জীবের পুনরায় কুকুরাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাতনা ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় করতঃ শুচি হইবার প্রয়োজনীয়তা কি ছিল? একেবারেই ত শুচি হইয়া নরযোনি প্রাপ্ত হইতে পারিত। **অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ভুক্ত কর্ম্মের অবশেষের সহিত জীব প্রত্যাবর্ত্তন করে।**

ভিত্তি ঃ—

১। "সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।"

(শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত বচন)

—সন্ধ্যাবিহীন, অশুচি (সদাচার হীন) ব্যক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বকর্ম্মে অনর্হ—অনধিকারী।

২। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ।" (শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত বচন)

—বেদগণ আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করেন না।

সূত্র ঃ—৩।১।১০।

আনর্থক্যমিতি চেৎ, ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥ ৩।১।১০ ॥

আনর্থক্যম্ + ইতি + চেৎ + ন + তদপেক্ষত্বাৎ ॥

আনর্থক্যম্ ঃ—নিরর্থক। **ইতি ঃ**—ইহা। **চেৎ ঃ**—যদি বল। **ন ঃ**—না। **তদপেক্ষত্বাৎ ঃ**—যেহেতু তাহার অর্থাৎ সদাচারের অপেক্ষা আছে।

যদি বল, শ্রুত্যুক্ত 'চরণ' শব্দের অর্থ 'আচার' নহে, অতএব স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সদাচার সমূহ নিরর্থক। ইহার উত্তরে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, শিরোদেশে যে স্মৃতি উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সন্ধ্যাবিহীন ও সদাচারহীন ব্যক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে অনধিকারী, এবং বেদগণও আচারহীন ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে পারেন না। অতএব, সদাচারের অপেক্ষা রহিয়াছে। সুতরাং এ আপত্তি কার্য্যকরী নহে। নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হইলে, বিদ্যাপ্রাপ্তি বা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন সকলের কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সদাচার সম্পন্ন হইতে হইবে, ইহা ভাগবতে বাহুল্য ভাবে উল্লিখিত আছে। কোন্ আশ্রমের কি আচার, তাহাও বর্ণিত আছে। বিস্তারের ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্॥ ভাগঃ ১১।১৮।৪২

ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৩

ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তঃ সত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো বিরক্তঃ সমুপৈতি মাম্ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৫

—ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, সর্ব্বভূতসৌহার্দ্য, ঋতুকালাভিগমন, এ সকলও গৃহস্থের ধর্ম্ম এবং মদীয় উপাসনা সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্ম।

ভাগঃ ১১।১৮।৪২

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সদাচার গৃহস্থের ধর্ম্ম।

—এই প্রকারে যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা, নিত্য আমাকে ভজনা করেন, এবং মদ্ভাবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, সে ব্যক্তি আমাতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করেন। ভাগঃ ১১।১৮।৪৩

—এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন, সংসারে বিরক্ত ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন।

ভাগঃ ১১।১৮।৪৫

অতএব, বুঝা গেল যে, সদাচার নিরর্থক নহে। বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হইবার জন্য ইহার অপেক্ষা আছে।

এই প্রসঙ্গে ৩।১।৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।১০।২৬ ও ১১।১০।২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যাবজ্জীবন সদাচার পালন অভ্যাস গঠনের মূলে। এই প্রসঙ্গে মৎপ্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থের কর্ম্মতত্ত্বালোচনায় (৮১-৮২ পৃঃ) আলোচিত, স্বভাব গঠন, স্বভাবের বল প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। রমণীয় যোনি ও কুৎসিত যোনিপ্রাপ্তি মূলে এই স্বভাব গঠন। স্বভাবই উপযুক্ত মনোবৃত্তি গঠন করে, অথবা উপযুক্ত মনোবৃত্তিই স্বভাব গঠন করে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের আত্যন্তিক অপেক্ষা রাখে। অতএব শ্রুতিমন্ত্রে কথিত "রমণীয় চরণ" এর সহিত "রমণীয় যোনির" এবং "কপূয় চরণের" সহিত "কপূয় যোনির" সম্বন্ধ—সঙ্গতই বটে।

সূত্র :—৩।১।১১।

সুকৃত-দুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ৩।১।১১ ॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে + এব + ইতি + তু + বাদরিঃ ॥

সুকৃত-দুষ্কৃতে :—পুণ্য ও পাপকর্ম্মে। **এব :**—নিশ্চয়। **ইতি :**—ইহা। **তু :**—কিন্তু। **বাদরিঃ :**—বাদরি আচার্য্যের অভিমত।

শুধু কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্যের কেন, বাদরি আচার্য্যের অভিমত ঐ একই প্রকার। কার্ষ্ণাজিনি আচার্য্য লক্ষণা দ্বারা 'চরণ' শব্দের কর্ম্ম অর্থ করিয়াছেন। বাদরি আচার্য্য বলেন, লক্ষণা করিবার প্রয়োজন কি? লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয় যে, লোকে বলে, "পুণ্য কর্ম্ম আচরণ করিতেছে, পাপাচরণ করিতেছে, ইত্যাদি"। এই সকল স্থলে 'কর্ম্ম' শব্দের পর 'করা' অর্থে 'চর্' ধাতুর প্রয়োগ থাকায়, গো বলীবর্দ্দ ন্যায়ে (অর্থাৎ, বলীবর্দ্দ গো হইলেও, লোকে গো-উল্লেখ করিয়া, আবার তাহার সহিত বলীবর্দ্দ উল্লেখ করিয়া থাকে)—কর্ম্মই আচরণের মুখ্যার্থ। অতএব, মুখ্যার্থ সম্ভব হইলে, লক্ষণা করিবার প্রয়োজন না থাকায়, **শ্রুত্যুক্ত 'চরণ' অর্থে "সুকৃত-দুষ্কৃত" কর্ম্ম। ইহা বাদরি আচার্য্যের মত। সূত্রকার বাদরায়ণেরও ইহাই অভিমত। সূত্রোক্ত 'এব' শব্দ দ্বারাই ইহা প্রতীত হইতেছে।**

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, 'সানুশয়' জীবই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

দুষ্কৃতকারীগণ যে যাতনা ভোগ করে, এবং কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহা ৩।১।৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩০।৩২-৩৩ শ্লোক হইতে প্রতি-পাদিত হইবে।

সুকৃতকারীগণ যে স্বর্গাদি লোকে সুখভোগ করে, তাহা ৩।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১০।২২ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে। আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

৩। অ-নিষ্টাদিকার্য্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥"

(ঈশঃ ৩)

—যাহারা আত্মহন্তা, তাহারা মৃত্যুর পর ঘোর তমসাচ্ছন্ন সূর্য্যবিহীন লোকে গমন করিয়া থাকে। (ঈশঃ ৩)

২। "যে বৈ কে চাস্মাৎ লোকাৎ প্রয়ান্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্ব্বে গচ্ছন্তি।" (কৈষীতকী ১।২)

—যে কোনও লোক এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে গমন করে। (কৌষীঃ ১।২)

সংশয় :—ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারীগণ চন্দ্রলোকে গমন করে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহা ত বুঝা গেল। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি করে না, তাহাদের গতি কি? ঈশোপনিষদের ৩ মন্ত্রে তাহাদের অন্ধতমসাচ্ছন্ন যমলোকে গমনের উক্তি রহিয়াছে; আবার, কৌষীতকি উপনিষদে সকলেরই চন্দ্রলোকে গমনের উক্তি রহিয়াছে। অতএব, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি সঙ্গত? ইহার উত্তরে সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ রূপে সূত্র করিতেছেন :—

সূত্র :—৩।১।১২।

অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্‌॥ ৩।১।১২॥
অ-নিষ্টাদিকারিণাম্‌ + অপি + চ + শ্রুতম্‌॥

অ-নিষ্টাদিকারিণাম্‌ :—যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি করে না, তাহদিগের। **অপি :—**ও, **চ :—**এবং। **শ্রুতম্‌ :—**শ্রুতিতে কথিত আছে।

কৌষিতকী শ্রুতির ১।২ মন্ত্রে সর্ব্ব জীবের চন্দ্রলোক গমনের উক্তি রহিয়াছে। অতএব, যে সকল জীব ইষ্টাপূর্ত্তাদি করে না, তাহারও চন্দ্রলোকে গমন করে, এরূপ সাধারণ ভাবে সকলের চন্দ্রলোকে গমন বুঝিতে হইবে। এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

ভিত্তি :—

১। ঈশোপনিষদের ৩ মন্ত্র।

—ইহা পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। "অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥" (কঠঃ ১।২।৬)।

—যে ব্যক্তি মনে করে যে, পরিদৃশ্যমান ইহলোকই আছে, পরলোক নাই, সে ব্যক্তি বারংবার আমার (যমের) অধীনতা প্রাপ্ত হয়। (কঠঃ ১।২।৬)

সংশয় :—যদি ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারী যে গতি প্রাপ্ত হয়, যাহারা উহা না করে, তাহারও সেই গতি প্রাপ্ত হয়, তবে লোকে ইষ্টাপূর্ত্তাদি করিবে কেন? এ তোমার কি প্রকার সিদ্ধান্ত হইল? তাহা হইলে ত সুকৃত-দুষ্কৃতকারীগণের তুল্য গতিই তোমার সিদ্ধান্তানুসারে হইতেছে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।১৩।

সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ৩।১।১৩ ॥
সংযমনে + তু + অনুভূয় + ইতরেষাম্ + অরোহাবরোহৌ +
তদ্গতিদর্শনাৎ ॥

সংযমনে :—যমালয়ে। **তু :**—আপত্তি নিরসনার্থ। **অনুভূয় :**—অনুভব করিয়া। **ইতরেষাং :**—অপর সকলের; যাহারা ইষ্টাপূর্ব্বাদি কর্ম্ম করে না, তাহাদের। **আরোহাবরোহৌ :**—চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। **তদ্গতিদর্শনাৎ :**—যে হেতু, শ্রুতিতে সেখানে (চন্দ্রলোকে) গতির উল্লেখ দেখা যায়।

পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত কৌষীতকী শ্রুতির ১।২ মন্ত্র, ঈশাবাস্য শ্রুতির ৩ মন্ত্র, এবং কঠ শ্রুতির ১।২।৬ মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে, প্রতিপন্ন হইবে যে, দুষ্কৃতকারীগণ (যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি আচরণ করে না), প্রথমতঃ যমালয়ে গমন করিয়া, তথায় যাতনাদি ভোগ করতঃ, পরে চন্দ্রলোকে গমন করে, এবং

তথায় কোনও প্রকার সুখভোগ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। পুনরাবর্ত্তনের জন্যই সেখানে উহাদের গমন করিতে হয়, এবং সেখান হইতে আকাশ, বায়ু, ধুম, মেঘ, বৃষ্টিপথে পৃথিবীপৃষ্ঠে অন্নরূপে উৎপন্ন হইয়া কোনও জীব কর্ত্তৃক ভক্ষিত হওতঃ, তৎপরে উক্ত জীব পুরুষ হইলে, তাহার বীর্য্যে সেই জীবের স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। ইহাই বুঝিতে হইবে।

এ প্রসঙ্গে ৩।১।৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩০।৩২-৩৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এটিও পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্র। পূর্ব্বপক্ষের পূর্ব্বসূত্রে কৃত সিদ্ধান্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার অবতারণা।

সূত্র :—৩।১।১৪।

স্মরন্তি চ ॥ ৩।১।১৪ ॥

স্মরন্তি + চ ॥

স্মরন্তি :—স্মৃতিতে কথিত আছে। **চ :**—ও।

স্মৃতিতেও যমলোকে গমন কথিত আছে। এটিও পূর্ব্বপক্ষের পোষক সূত্র।

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি ॥ ভাগঃ ৩।৩০।১৯
যাতনা দেহ আবৃত্য পাশৈর্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভটা যথা ॥ ভাগঃ ৩।৩০।২০
তয়োর্নির্ভিন্নহৃদয়স্তর্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি শ্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোঘং স্বমনুস্মরন্ ॥ ভাগঃ ৩।৩০।২১

—সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইবামাত্র সক্রোধ নয়ন দুইজন যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে দেখিয়া, সে কম্পিত হৃদয় হইয়া ভয়ে মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ করে। পরে ঐ যমদূতেরা তাহাকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা দেহে নিরুদ্ধ করতঃ, যেমন রাজপুরুষেরা দণ্ডার্হ লোককে বন্ধন করে, সেইরূপ গলদেশে পাশ বন্ধন পূর্ব্বক সুদীর্ঘ পথে লইয়া যায়। তাঁহাদের দুইজনের তর্জ্জনে উক্ত জীবের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, এবং সাতিশয় কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে তাহাকে কুকুরে ভক্ষণ করিতে আসে, তখন সে আপনার পাপ স্মরণ করতঃ অতিশয় ব্যাকুল হয়। ভাগঃ ৩।৩০।১৯-২০-২১।

ভিত্তি :—

রৌরবোঽথ মহাংশ্চৈব বহ্নি বৈতরণী তথা।
কুম্ভীপাকে ইতি প্রোক্তান্যনিত্যনরকানি তু।
তামিস্রান্ধতামিস্রৌ দ্বৌ নিত্যৌ পরিকীর্ত্তিতৌ ॥ (মহাভারত)।

—মহাভারতে ৭টি প্রধান নরকের নাম আছে। তাহাদের মধ্যে রৌরব, মহান্ অর্থাৎ মহারৌরব, বহ্নি, বৈতরণী, এবং কুম্ভীপাক, এই ৫টি অনিত্য। এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই দুইটি নিত্য। (মহাভারত)।

সূত্র :—৩।১।১৫।

অপি সপ্ত ॥ ৩।১।১৫ ॥
অপি + সপ্ত ॥

অপি :—ও। **সপ্ত :**—সপ্তসংখ্যক।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোক হইতে জানা যায়, যে সাতটি প্রধান নরক আছে। উহাদের নামও উক্ত শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। এটিও পূর্ব্ব-পক্ষের সিদ্ধান্তের পোষক সূত্র।

সূত্রে যে **'অপি'** শব্দ আছে, তদ্দ্বারা বুঝাইতেছে যে, উক্ত সপ্ত সংখ্যক ব্যতীত আরও বিভিন্ন নরকাদির বর্ণনা বিভিন্ন পুরাণে আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।২৬।৬-৭ গদ্যাংশে অষ্টবিংশতি প্রকার নরকের নাম লিখিত আছে। যথা :—(১) তামিস্র, (২) অন্ধতামিস্র, (৩) রৌরব, (৪) মহারৌরব, (৫) কুম্ভীপাক, (৬) কালসূত্র, (৭) অসিপত্রবন, (৮) শূকরমুখ, (৯) অন্ধকূপ, (১০) কৃমিভোজন, (১১) সংদংশ, (১২) তপ্তসূর্ম্মি (১৩) বজ্রকণ্টক শাল্মলী, (১৪) বৈতরণী, (১৫) পূয়োদ, (১৬) প্রাণরোধ (১৭) বিশসন, (১৮) লালাভক্ষ, (১৯) সারমেয়াদন, (২০) অবীচি, (২১) অয়ঃপান, (২২) ক্ষারকর্দ্দম, (২৩) রক্ষোগণ ভোজন, (২৪) শূলপ্রোত, (২৫) দন্দশূক, (২৬) অবটনিরোধন, (২৭) পর্য্যাবর্ত্তন, এবং (২৮) সূচীমুখ। ইহার মধ্যে (১), (২), (৩), (৪) (৫) এবং (১৫) সংখ্যার সহিত মহাভারতোক্ত ছয়টি নামের ঐক্য আছে। মহাভারতে যাহাকে "বহ্নি" বলা হইয়াছে, তাহা ভাগবতে (৬) "কালসূত্র" নামে কথিত

হইয়াছে, কারণ ভাগবতের ১৭ গদ্যাংশে উহার যে প্রকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে উহা মহাভারতে উল্লিখিত বহ্নিনামা নরক, তাহা বুঝা যায়। এই সমুদায় নরকই যাতনা ভোগের স্থান।

—:•:—

সংশয়ঃ—পূর্ব্বপক্ষ বলিতেছেন যে, যদি এ প্রকার আপত্তি কর যে, পাপীগণ যদি উক্ত প্রকার নরকে গমন করে, তবে ৩।১।১৩ সূত্রে যে উল্লেখ করিযাছ যমপুরীতে যাতনা ভোগের পর, তাহাদিগের আরোহ-অবরোহ হইয়া থাকে, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তাহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র রচনা করিয়া বলিতেছেন ঃ—

সূত্র ঃ—৩।১।১৬।

তত্রাপি তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ৩।১।১৬ ॥

তত্র + অপি + তদ্ব্যাপারাৎ + অবিরোধঃ ॥

তত্র ঃ—সেখানে, সেই সেই নরকে। **অপি** ঃ—ও। **তদ্ব্যাপারাৎ** ঃ—যমরাজের আজ্ঞারূপ কার্য্যবশতঃ। **অবিরোধঃ** ঃ—বিরোধের অভাব।

মহাভারতোক্ত রৌরবাদি সপ্ত প্রকার, অথবা ভাগবতোক্ত অষ্টাবিংশতি প্রকার নরকে পাপীগণ যমরাজের আজ্ঞানুসারেই স্বকৃত কর্ম্মের যাতনারূপ ফল-ভোগের জন্য গমন করিয়া থাকে। সুতরাং যমালয়ে গমন সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলে, সে আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই।

এটিও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, যে যমরাজ স্বগণ সহ, স্বীয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক আপনার সংযমনী পুরীতে আনীত প্রাণিগণের কর্ম্মানুসারে বিচার পূর্ব্বক দণ্ডদান করিতেছেন, এবং ঐ বিষয়ে কোনও অংশে তিনি শ্রীভগবানের শাসন উল্লঙ্ঘন করেন না।

যত্র হ বাব ভগবান্ পিতৃরাজো বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু সংপরেতেষু যথাকর্ম্মাবদ্যং দোষমেবানুল্লঙ্ঘিত ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারয়তি। ভাগঃ ৫।২৬।৬

উহার পরেই পূর্ব্ব সূত্রোল্লিখিত নরকগুলির বর্ণনা আছে। তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যমরাজ চিত্রগুপ্তাদি নিজগণের সাহায্যে পাপী-

গণের দণ্ডবিধান করিয়া যথাযোগ্য নরকে দণ্ড ভোগের জন্য প্রেরণ করেন। এই দণ্ডদান বিষয়ে তিনি শ্রীভগবানের বিহিত নিয়মেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩।১।১২ হইতে ৩।১।১৬ পর্য্যন্ত পাঁচটি সূত্র—পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। এই সূত্রগুলি দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন যে, শ্রুতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুণ্যবান্ ও পাপী প্রাণী মাত্রেই চন্দ্রলোকে গমন করে। পাপীগণ যমরাজার অনুমতি ক্রমে যমলোকের অধীনস্থ নরকাদিতে যাতনাদি ভোগের পর চন্দ্রলোকে আরোহণ মাত্র করিয়াই, তথায় কোনও প্রকার ভোগ না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করে; এই মাত্র বিশেষ। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সূত্রকার ৩।১।১৭ হইতে ৩।১।২১ পর্য্যন্ত পাঁচটি সূত্রের দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন।

উক্ত সূত্রগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক, সূত্রে যে যমালয়, নরকাদির উল্লেখ আছে, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, অথবা উহারা কেবলমাত্র কবি ও পৌরাণিকগণের কল্পনাপ্রসূত। পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিভীষিকারূপে পুরাণাদিতে উহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অথবা পাপীগণ বাস্তবিক ঐ সকল যাতনাময় স্থানে যাতনাদি ভোগ করে? যুক্তি ও বিচারে আমরা কি পাই? শাস্ত্রোক্ত কোনও উপদেশ নির্ব্বিচারে, অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, গ্রহণ না করিয়া, বিচার ও যুক্তি দ্বারা উহাদের বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার পর যদি দেখিতে পাই যে, উহারা বিচার-সহ এবং যুক্তি-যুক্ত, তখন উহা সম্পূর্ণ আত্ম-প্রসাদের সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং তাহাই বিচার শক্তি সম্পন্ন মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। এখন দেখা যাউক, যে শাস্ত্রোপদেশ, মহাভারতের ও ভাগবতের উক্তি সম্মানের সহিত পৃথক্‌ভাবে এক-ধারে রাখিয়া দিয়া, উহার সাহায্য না লইয়া, কেবলমাত্র যুক্তি ও বিচারে আমরা কি তত্ত্বে উপনীত হই। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, সূত্রকার ৩।১।১৭—৩।১।২১ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি সূত্রে আপন সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোনটির দ্বারা যমলোক বা নরকাদির অস্তিত্বের অপলাপ করিবার প্রয়াস পান নাই।

আমরা জানি যে, জীবদেহ অসংখ্য ব্যষ্টি জীব কোষের (cells) একত্র সমবায়ে উৎপন্ন। প্রত্যেক জীবকোষ বিভিন্ন এবং সজীব। উহাদের ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। জীবদেহ পালন, রক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের জন্য উহাদের সকলের সমবেত কর্ম্ম প্রয়োজন, এবং সেই সমবেত কর্ম্ম, যদি সকলেই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যথাযথ

ভাবে সম্পাদন করে, তবেই জীবদেহ সুস্থ ও নিরাময় থাকে। যদি উহাদের মধ্যে কোনও জীবকোষ অসৎ সংসর্গে অর্থাৎ দুষ্ট জীবাণু বা রোগবীজ সংস্পর্শে দূষিত হইয়া দুষ্ট ক্ষত বা দুষ্ট ব্রণ উৎপন্ন করে, তাহা হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া তাঁহার দ্বারা অস্ত্রোপচার করতঃ, উক্ত দুষ্ট জীবকোষ সমষ্টি দেহ হইতে অপসারিত করিতে পারিলেই জীবদেহ পূর্ব্বের ন্যায় নিরাময় ও সুস্থ থাকিতে পারে। নতুবা, ঐ দুষ্ট ক্ষত বা ব্রণ উহার চতুঃপার্শ্বস্থ জীবকোষ সকলকে দোষ সম্পৃক্ত করিয়া, উহাদের সমষ্টিগত জীবদেহের দুঃখ, যাতনা, ক্লেশ, এবং পরিণতিতে হয়ত উহার ধ্বংস সম্পাদন করিতে পারে। অতএব, লৌকিক দৃষ্টান্তে উক্ত দূষিত জীবকোষকে সমষ্টি জীবদেহ হইতে অপসারণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিলাম।

লৌকিক দৃষ্টান্তে আরও দেখিতে পাই যে, মানবগণ সমবায়ী জীব—অর্থাৎ, উহারা একসঙ্গে সমাজবদ্ধ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকা উহাদের পক্ষে অসম্ভব। জীবদেহ যেমন বহু জীবকোষের সমষ্টি, সমাজ ও তেমনই বহু ব্যষ্টি মানবের সমষ্টি। এই সমাজদেহ পালন, রক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের জন্য সমাজপতি বা রাজা কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। এই নিয়মগুলি যথাযত প্রতিপালন করিয়া চলিলে সমাজের প্রগতি অব্যাহত থাকে। সমাজপতি বা রাজা নিজে বা পরিদর্শকগণের দ্বারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন যে, নিয়ম যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না। যাঁহারা কেবল মাত্র নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকেন, সমাজপতি বা রাজা তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন থাকেন। পক্ষান্তরে, যাঁহারা নিয়মের যথাযথ অনুবর্ত্তন করিয়া, তাহার সহিত অধিকন্তু, সমাজের সাধারণ হিতকর কোনও অনুষ্ঠান করতঃ সমাজ রক্ষণের এবং সংবর্দ্ধনের সহায়তা করেন, সমাজপতি বা রাজা তাঁহাদিগকে উপাধি, বিত্ত, জায়গীর, শাসন কার্য্য বিশেষের ভারার্পণ প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত, সংবর্দ্ধিত এবং সুখী করিয়া থাকেন। আবার অন্যপক্ষে যদি কোনও ব্যক্তি সমাজের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করেন, সমাজপতি বা রাজা দণ্ডবিধান দ্বারা তাহার শাসন ও সংশোধন ব্যবস্থা করেন। যদি শুধু মাত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া, কোনও ব্যক্তি সমাজের নিয়মের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া সমাজদেহ পালনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয়, তবে সাধারণ দণ্ড অপেক্ষা তাহাকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হয়, এবং হয়ত, তাহাকে সমাজ হইতে অপসারিত করিয়া কোনও পৃথক্ স্থানে (কারাগারে) আবদ্ধ রাখিতে হয়। পাছে তাহার প্রতিবন্ধকতায় সমাজে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়, এবং তাহার দৃষ্টান্তে অপর কেহ ঐরূপ

প্রতিকূলতাচরণ করিতে অগ্রসর হয়, এই আশঙ্কায়, ইহা নিবারণের উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে পৃথক্ রাখা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপরাধের গুরুত্বের তারতম্যানুসারে বিনাশ্রম, সশ্রম, নির্জ্জন কারাবাসাদি ভোগ করিতে হয়। নতুবা, সমাজ রক্ষা হয় না।

মানবের এই যে বিধান, ইহা বিশ্বরাজের বিশ্ববিধানের প্রতিচ্ছবি মাত্র। নতুবা, মানব ইহা কোথা হইতে পাইবে? যাহা বিশ্বে বর্ত্তমান আছে, মানব তাহারই নামান্তর ও রূপান্তর সংঘটন করিয়াই নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। জগতে আমরা প্রত্যেকেই এক একটি ব্যষ্টি জীব। যেমন আমাদের জীবদেহস্থ রক্ত বিন্দুতে অসংখ্য জীবাণু রক্ত-কণিকা রূপে বর্ত্তমান আছে, প্রত্যেকের জন্ম, জীব-ক্রিয়া, জীবন ধারণ, সন্তানোৎপাদন, মরণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্, উহাদের আয়ু অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলেও, প্রবাহক্রমে উহারা জীবদেহের সংরক্ষণ করিয়া থাকে; সেইরূপ আমরা প্রত্যেকেই সমষ্টিজীবরূপী হিরণ্যগর্ভের দেহের এক একটি কণিকা। আমাদের প্রত্যেকের জনন, বর্দ্ধন, সন্তানোৎপাদন, মরণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্, এবং আমাদের আয়ুষ্কাল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শেষ হইলেও, প্রবাহরূপে হিরণ্য-গর্ভের দেহ কল্পের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, যদি আমরা সকলে যথাযথভাবে বিশ্বরাজের বিশ্বপালনের বা হিরণ্যগর্ভের শরীর-সংরক্ষণের নিয়মের অনুগমন করি, তবেই উক্ত সমষ্টি শরীর বা হিরণ্যগর্ভ নিরাময় থাকেন। যদি আমাদের মধ্যে কেহ—যতই ক্ষুদ্র বা নগণ্য হই না কেন, নিয়ম উল্লঙ্ঘন করি, তাহা হইলে মানব দেহে ব্রণ জনিত ক্লেশের ন্যায়, সমষ্টি দেহেও ক্লেশ উৎপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত ক্লেশ নিবারণের জন্য মানবদেহে অস্ত্রোপাচারের ন্যায়, উল্লঙ্ঘনকারীর দণ্ড প্রয়োজনীয়। যদি কেহ উল্লঙ্ঘন মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া, প্রতিকূলতাচরণ করেন, তবে, তাঁহাকে পৃথক্ ভাবে কঠিনতর দণ্ডভোগ্য স্থানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? **অতএব নরক, কবি বা পৌরাণিক-গণের কল্পনামাত্র নহে; পাপকর্ম্মকারীগণের যাতনা বা শাস্তি-ভোগের স্থান।**

আবার অন্য পক্ষে, যদি কেহ নিয়মের অনুবর্ত্তন মাত্র করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বরাজ তাঁহার নিয়মানুসারে উদাসীন থাকিতে বাধ্য। তিনি সাধারণ জন্ম মৃত্যু প্রবাহে উত্থিত ও পতিত হইতে থাকেন। আবার, কেহ যদি নিয়ম যথাযথ পালন করিয়াও সমষ্টি দেহের হিতকর ইষ্টাপূর্ত্তাদির অনুষ্ঠান করেন, বিশ্বরাজ তাঁহার নিজ নিয়মানুসারেই তাঁহাকে

পারিতোষিক দিয়া থাকেন—অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখ ভোগের স্থানে তাঁহার সুখভোগের ব্যবস্থা করেন। ইহাই চন্দ্রলোকে গমন ও তথায় সুখ ভোগ। সুতরাং, বিচারে, যুক্তিতে এবং লৌকিক দৃষ্টান্তে আমরা পাইলাম যে, স্বর্গ ও নরক বর্ত্তমান আছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শাস্ত্রে যাহা সমষ্টি জীব দেহ বা হিরণ্যগর্ভের দেহ বলিয়া উল্লিখিত, তাহাই আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদগণের কথিত প্রবহমান সমাজ দেহ। তাঁহারা উক্ত সমাজ দেহকে living organism এর সহিত তুলনা করেন। সুতরাং ফলে উহাকে হিরণ্যগর্ভের দেহ বলিলে সেই এক ভাবই প্রকাশ করা হইল।

অন্য প্রকারেও আমরা এ তত্ত্ব বুঝিতে পারি। জগৎ ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে অতি স্থূল-দৃষ্টি মানবেরও চক্ষে পড়ে যে, আদান ও প্রদান বা গ্রহণ ও ত্যাগ, ইহার উপর জগদ্ ব্যাপার প্রতিষ্ঠিত—ইহা সংসারের প্রত্যক্ষ অব্যভিচারী নিয়ম। বিশ্বচক্র এই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রকৃতিযজ্ঞ নামে পরিচিত। মৎ-প্রণীত "বেদান্ত প্রবেশে" ও 'গায়ত্রী রহস্যে" এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যকিরণে নদী, তড়াগ, হ্রদ, পুষ্করিণ্যাদির জল শুষ্ক হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে সঞ্চিত হয়, আবার বর্ষায় সেই জলই বৃষ্টিরূপে নিঃশেষে বর্ষিত হইয়া, জীবের ভোগোপকরণ উৎপাদনের সহায়ক হয়। গ্রীষ্মে যে পরিমাণ জল সূর্য্যদেব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃশেষে প্রদান করিয়া তিনি আনৃণ্য লাভ করেন। একটি বৃক্ষ সূর্য্যকিরণ হইতে তেজঃকণা লইয়া নিজের অন্তরে সঞ্চিত রাখে, সেই তেজঃই আবার সেই বৃক্ষ, হয় নিজে দগ্ধ হইয়া, অথবা তাহার বিকার হইতে উৎপন্ন অঙ্গারাকারে নিঃশেষে প্রদান করিয়া সার্থকতা লাভ করে। একটি পাত্রে জল গরম করিয়া বাষ্পাকারে পরিণত করতঃ অন্য একটি পাত্রে আবদ্ধ করিলাম। ঐ বাষ্পকে আবার যখন জলে পরিণত করিব, তখন জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিবার সময় যত পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সম-পরিমাণ তাপ উদ্ভূত হইয়া আদান-প্রদানের সমতার সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব দেহেও দৈনিক আহারাদি গ্রহণে এবং মূত্র পুরীষাদির বিসর্গে, অঙ্গ চালনাদি কার্য্যে এই আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন এই আদান-প্রদান সুচারুরূপে চলিতে থাকে, ততদিন মানবদেহও সুস্থ ও নিরাময় থাকে। ব্যষ্টিদেহে যে নিয়ম, সমষ্টি দেহেও তাই। সমষ্টি হিরণ্যগর্ভের দেহে দেব, মানব, তির্য্যক, কীট, পতঙ্গ এবং সূক্ষ্ম অণুতুল্য জীবাণুও বিরাজমান। ইহাদের কাহারও কোনও প্রকার ক্লেশ দুঃখাদির সংঘটন হইলে, উক্ত ক্লেশ দুঃখাদিও সমষ্টিদেহে—হিরণ্যগর্ভে

সংক্রামিত হয়, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জগতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব অসংখ্য বর্ত্তমান। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, বাহ্য দৃষ্টিতে যে সমুদায় জীব দৃশ্যমান নহে, সেরূপ সংখ্যাতীত জীব বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। একারণ মানবের প্রত্যেক কার্য্যে অসংখ্য জীবনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি আমার কার্য্য দ্বারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ জীবের প্রাণ গ্রহণ বা নাশ করি, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে প্রাণ-প্রদানরূপ কার্য্য না করিলে, আমাকে তজ্জন্য ফলভোগ করিতে হইবে। এজন্য শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রতিদিন পঞ্চসূনার প্রায়শ্চিত্ত জন্য পঞ্চ যজ্ঞের বিধান আছে। "**অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলি র্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্।**" অর্থাৎ, অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, ভূত বলির নাম ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ। এই ভূতযজ্ঞ বা ভূতবলি-ভূতের আহার দান। ইহাই জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ প্রাণিনাশের দৈনিক প্রায়শ্চিত্ত। যদি আমি এই বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা হইলে জীবের প্রাণনাশের পরিবর্ত্তে, প্রাণ প্রদানরূপ বৈশ্বদেব বলি বা জীবে আহার দান না করি, তবে উহার ফলে শাস্তি আমাকে ভোগ করিতে হইবে। ইহা ত গেল, অজ্ঞানকৃত অদৃশ্য প্রাণী বধ সম্বন্ধে, যাহা আমাদের দৈনিক জীবন ব্যাপারের সহিত অপরিহার্য্য ভাবে সংজড়িত। যদি জ্ঞানতঃ আপন সুখের বা সচ্ছন্দের জন্য প্রাণীবধ করি, এবং তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্তাচরণ না করি, তাহা হইলে তাহার জন্য শাস্তি আরও কঠিন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তখন আমাকে হয়ত যাতনাময় স্থানে যাইয়া হত প্রাণিগণের নিকট হইতে যাতনা ভোগ করিতে হইবে—ইহাই নরক ভোগ।

এই স্বর্গ-নরক ভোগ ইহ সংসারেও হইয়া থাকে, তবে তাহা সাধারণতঃ স্বর্গ নরকাদিতে ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের জন্য। ইহা ৩।১।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে বোধগম্য হইবে। যদি কৃত কর্ম্ম অত্যধিক শক্তিশালী হয়, তবে পুণ্য কর্ম্ম হইলে চন্দ্রলোকে সুখাদি ভোগের পর, এবং পাপ কর্ম্ম হইলে ভোগোপযোগী নরকে যাতনাদি ভোগের পর, আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্মের ফলে, উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ইহা ৩।১।৮ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

অতএব, বুঝা গেল যে, স্বর্গ নরকাদি কবি বা পৌরাণিকগণের কল্পনামাত্র নহে। উহাদের বাস্তব সত্তা আছে। জীবের সংশোধন ও সংবর্দ্ধনই নরক ও স্বর্গের লক্ষ্য, এবং ইহা একজন পরম দয়াল, অচিন্ত্য

শক্তিমান সর্ব্বেশ্বরের প্রেমের শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব তাঁহার তটস্থাশক্ত্যংশ—তাঁহার অতি প্রিয়। এই প্রিয়ত্ব প্রকটিতভাবে প্রদর্শনের জন্য তিনি ইহাকে কৌস্তুভাকারে বক্ষে অলঙ্কার স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবত ১২।১১।৭ শ্লোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন:— "কৌস্তুভ ব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ॥" কৌস্তুভচ্ছলে চিদাভাসরূপ জীবচৈতন্য বক্ষেধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং জীব তাঁহার অতি প্রিয়। জীব উপাধিতে অভিমান, নিজ কর্তৃত্ব ও মমত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তাঁহাতেই অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে—ইহার জন্যই সুখ ও যাতনা ভোগের বিধান। বলা বাহুল্য যে, স্বর্গ নরক প্রভৃতি মর্ত্ত্যলোকের ন্যায় মায়া প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত উভয় প্রকার লোক সকলের অধিবাসী জীব পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকার লোকসকল ভোগভূমি এবং এই মর্ত্তধাম—কর্ম্মভূমি, ইহাও বুঝা গেল।

স্বর্গ-নরক ভোগের ত কথা গেল। স্বর্গ বা নরক ভোগের পর, জীব পুনরায় এই কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। তখন তাহার পুণ্য কর্ম্মের জন্য স্বর্গে অবিমিশ্র সুখভোগ বা পাপকর্ম্মের জন্য নরকে অবিমিশ্র দুঃখ ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে। যে কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, তাহার জন্য অবিমিশ্র সুখ বা অবিমিশ্র দুঃখ ভোগ বিধান নহে। তাহাকে মিশ্র সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য উপযুক্ত স্থান এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিতে হয়। স্বর্গভোগীগণ একেবারেই নরজন্ম গ্রহণ করিতে পান। নরক ভোগীগণ ইতর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট পাপ কর্ম্ম (যাহারা নরক ভোগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, অথচ মনুষ্য শরীর প্রাপ্তির পক্ষেও উপযুক্ত নহে) ভোগের দ্বারা ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক নরযোনি প্রাপ্ত হয়। এবং ক্রমশঃ নীচ হইতে উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম মানব জন্ম লাভ করিয়া, আবার কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত মোক্ষ, স্বর্গ বা নরক ভোগের উপযুক্ত হইলে, হয় প্রপঞ্চের বাহিরে, মানবাবর্ত্তের উপরে ভগবদ্ধামে গমন করে, অথবা, স্বর্গে সুখ ভোগের জন্য কিম্বা নরকে শাস্তি ভোগের জন্য গমন করিয়া থাকে। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর এই প্রকার চক্রভ্রমির মত গতাগতি হইতে থাকে।

সংসারে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, অধিকাংশ লোকই দুঃখময় জীবন ভোগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ, অধিকাংশ মানবই

ভগবানের বিধান উল্লঙ্ঘনকারী বা পাপাচারী। যাহাকে আমরা দুঃখের প্রতিক্রিয়া রূপ সুখ বলিয়া মনে করি, তাহাও বাস্তবিক দুঃখ ভিন্ন সুখ নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি বড়ই উপদেশপূর্ণ। ঐ গুলি উদ্ধার না করিয়া পারিলাম না :—

যদাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্।
পুরুষস্তু বিসজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্ ॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৩
গুণাভিমানী স তদা কর্ম্মাণি কুরুতেঽবশঃ।
শুক্লং কৃষ্ণং লোহিতং বা যথাকর্ম্মাভিজায়তে ॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৪
শুক্লাৎ প্রকাশ ভূয়িষ্ঠাল্লোঁকানাপ্নোতি কর্হিচিৎ।
দুঃখোদর্কান্ ক্রিয়ায়াসাং স্তমঃ শোকোৎকটান্ ক্বচিৎ ॥
ভাগঃ ৪।২৯।২৫

ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয় মন্দধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথা কর্ম্ম গুণং ভবঃ ॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৬
ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দেত যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা ॥ ভাগঃ ৪।২৯।২৭
যথা কামাশয়োজীব উচ্চাবচ পথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধোবা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্ ॥
ভাগঃ ৪।২৯।২৮

দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য নব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেত্তত্তৎপ্রতিক্রিয়া ॥
ভাগঃ ৪।২৯।২৯

যথাহি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ ॥
ভাগঃ ৪।২৯।৩০

নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্ম কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ ॥ ভাগঃ ৪।২৯।৩১
অর্থেহ্যবিদ্যমানেপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা ॥ ভাগঃ ৪।২৯।৩২

—পুরুষ প্রকাশ-স্বভাব হইয়াও যখন আত্মা ও পরম গুরু স্বরূপ ভগবান্‌কে জানিতে না পারিয়া, প্রকৃতির গুণে আসক্ত হওতঃ অভিমানী হইয়া অবশ ভাবে শুক্ল (সাত্ত্বিক), লোহিত (রাজসিক), বা কৃষ্ণ (তামসিক) কর্ম্ম করে, এবং তদনুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। শুক্ল কর্ম্ম দ্বারা প্রকাশবহুল লোকে, লোহিত বা রাজস্ কর্ম্ম দ্বারা ক্রিয়া ও আয়াসবহুল লোকে, এবং কৃষ্ণ বা তামস কর্ম্ম দ্বারা উৎকট শোক ও মোহময় লোকে জন্মগ্রহণ করে। কখনও পুরুষ, কখনও স্ত্রী, কখনও ক্লীব হইয়া, দেব, মনুষ্য অথবা তির্য্যক্ যোনিতে পরিভ্রমণ করে। ফলতঃ, যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও গুণ, তাহার তদনুরূপ জন্মলাভ হয়। যেমন দীন কুক্কুর ক্ষুধাতুর হইয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে করিতে, অদৃষ্ট বশতঃ কোথাও দণ্ড দ্বারা তাড়িত হয়, কোথাও বা অন্ন পাইয়া থাকে, তাহার ন্যায় জীবও ঐ সকল যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কোনও স্থানে সুখ, কোথাও বা দুঃখ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ, জীবের আশয় কামে ব্যাপ্ত হওয়ায়, সে তদনুসারে উচ্চ নীচ পথে ভ্রমণ করে, তাহাতে কখনও উর্দ্ধে, কখনও মধ্যে, কখনও বা অধোলোকে তাহার গতি হয়, এবং আপনার যেমন অদৃষ্ট (বা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল), তদনুসারে প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক প্রকার দুঃখের প্রতিক্রিয়াও আছে, দেখা যায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াও দুঃখস্বরূপ হওয়ায় জীবের দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি নাই। যেমন কোনও ব্যক্তি মস্তকে গুরুভার বহন করিতে করিতে, মস্তকে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিলে, সেই ক্লেশের প্রতীকারার্থ উক্ত ভার মস্তক হইতে নামাইয়া স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, মস্তককে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে, কিন্তু তাহাতে তাহার ক্লেশের একেবারে অবসান হয় না; সেইরূপ দুঃখের প্রতিক্রিয়াও দুঃখ বটে। কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। কারণ, নিবর্ত্তক ও নিবর্ত্ত্য উভয় কর্ম্মই অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, উভয়ই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন; সুতরাং একে কি করিয়া অপরকে প্রতীকার করিবে? জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করিতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তি

যে ভয় দেখে, তাহার প্রতীকার কি বিনা জাগরণে হয়? পদার্থ বিদ্যমান না থাকিলেও, সংসার নিবৃত্তি হয় না; স্বপ্নে ভ্রমণকারী পুরুষের ন্যায় উপাধিকৃত মনঃ দ্বারা সংসার বর্ত্তমান থাকে।

ভাগঃ ৪।২৯।২৩—৩২।

সংসারে এই দুঃখ ভোগ শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানেই ঘটিয়া থাকে। তিনি জীবকে জগতের নিয়ম চক্রে অনুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিবার জন্য, নিয়ম উল্লঙ্ঘনের দুঃখরূপ শাস্তি বিধান করিয়াছেন। জীবের চৈতন্য উৎপাদনই ইহার লক্ষ্য। যেমন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, রোগ ব্যাধি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া যন্ত্রণা দেয়, সেইরূপ নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও, মানসিক ব্যাধি, দুঃখ, শোক, ক্লেশ ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করে, যে নিয়ম উল্লঙ্ঘন প্রকৃষ্ট পথ নহে। জীব যদি ইহাতে সাবধান হয়, তবে মঙ্গল; নতুবা, ব্যাধি বিস্তৃত হইয়া জীবকে দুঃখ হইতে অধিকতর দুঃখে পাতিত করে।

তবে কি ইহা হইতে ঐকান্তিক অব্যাহতি লাভের উপায় নাই? ভাগবত সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ব্যবস্থা প্রচার করিয়াছেন :—যথা,

অথাত্মনোঽর্থভূতস্য যতোঽনর্থ পরম্পরা।
সংসৃতি স্তদ্ব্যবচ্ছেদো ভক্ত্যা পরময়া গুরৌ॥

ভাগঃ ৪।২৯।৩৩

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।
সধ্রীচীনেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥ ভাগঃ ৪।২৯।৩৪
সোঽচিরাদেব রাজর্ষে স্যাদচ্যুত কথাশ্রয়ঃ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্দধানস্য নিত্যদা স্যাদধীয়তঃ॥ ভাগঃ ৪ ২৯।৩৫

—অতএব পরম পুরুষার্থ স্বরূপ যে আত্মা, তাহার অজ্ঞান হেতু অনর্থ-পরম্পরারূপ সংসার হয়। কিন্তু পরমগুরু ভগবান্ বাসুদেবে দৃঢ়া ভক্তি করিলে, সম্যক প্রকারে বৈরাগ্য ও জ্ঞানের উদয়ে, অজ্ঞানকৃত সংসার একেবারে বিনষ্ট হয়। ঐ ভক্তিলাভও দুর্ল্লভ নহে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভগবল্লীলাকথা নিত্য শ্রবণ ও অধ্যয়ন করে, তাহার উক্ত ভক্তি অচিরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভাগঃ ৪।২৯।৩৩-৩৫

উপরে ৪।২৯।৩১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না। পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু স্বর্গ ভোগের

দ্বারা উক্ত পুণ্য কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, আবার জীবের পতন হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পাপ কর্ম্মভোগের কথাও বলা হইল। তবে মনে প্রশ্ন আপনিই উঠে যে, পুণ্য ও পাপ উভয়বিধ কর্ম্মই যখন পুরুষার্থ নহে, এবং সংসারে থাকিলে কর্ম্ম করিতেই হইবে, তবে কিরূপ কর্ম্ম করা প্রয়োজন? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

তৎকর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া॥ ভাগঃ ৪।২৯।৪৭

—যাহাতে ভগবান্ হরির পরিতোষ হয়, তাহাই কর্ম্ম, এবং যাহা দ্বারা ভগবানে মতি জন্মে, তাহাই বিদ্যা। ভাগঃ ৪।২৯।৪৭

অন্য স্থানেও ভাগবত বলিয়াছেন :—

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ ভাগঃ ১।২।১৩

—সম্যক্ ও সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত সমুদায় ধর্ম্মের একমাত্র সংসিদ্ধি বা সার্থকতা—হরিতোষণ। ভাগঃ ১।২।১৩

সমুদায় বিহিত ধর্ম্ম সম্যক্ ও সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং সকলের অপেক্ষা সহজ উপায় কি, ইহা জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয়। শ্রীমদ্ শুকদেব গোস্বামী এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য বলিলেন :—

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণাম্॥ ভাগঃ ২।২।৩৬

—অতএব, মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বাত্মা দ্বারা (কায়মনোবাক্যে) সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা ভগবান্ হরির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভাগঃ ২।২।৩৬

আবার বলিলেন :—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ভাগঃ ২।৩।১০

—যিনি উদারবুদ্ধি, তিনি নিষ্কাম ঐকান্তিক ভক্তই হউন, অথবা সর্ব্বকাম হউন, বা মোক্ষকামী হউন, ঐকান্তিক ভক্তিযোগে নিরূপাধি পরমপুরুষ ভগবানে আসক্ত হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। ভাগঃ ২।৩।১০

তাঁহার ভক্ত হইলে সংসারে কোনও ভয় থাকে না। তাঁহার ভক্তসঙ্গ তদ্-ভক্তিলাভের উপায় এজন্য তাঁহার ভক্তগণ তদ্ভক্তসঙ্গ প্রার্থনা করেন।

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎ প্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নোভবেভবে॥ ভাগঃ ৪।৩০।৩২
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎ সঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ ভাগঃ ৪।৩০।৩৩

—(হে ভগবান! তুমি বরগ্রহণের আদেশ করিতেছ—এই বর প্রার্থনা করি):—তোমার মায়ার স্পর্শে আমরা কর্ম্মবশতঃ যাবৎকাল এ সংসারে ভ্রমণ করিযা বেড়াইব, তাবৎ যেন জন্মে জন্মে তোমার সঙ্গীব্যক্তিগণের সহিত আমাদের সঙ্গ হয়। অহো! ভগবৎভক্তগণের কি মহিমা! তোমার সঙ্গীগণের লেশমাত্র সঙ্গলাভের সঙ্গে স্বর্গ ও মোক্ষও তুলনা করি না। প্রার্থনার অন্যান্য বিভবের কথা কি? ভাগঃ ৪।৩০।৩২-৩৩

ভক্তগণ, ভগবৎ বিধানে নরকবাসেও ভয় করেন না, তবে প্রার্থনা করেন, যেন সেখানেও তাঁহারা ভগবানকে বিস্মৃত না হন।

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসীবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রি শোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥ ভাগঃ ৩।১৫।৪৯

—হে ভগবন্! আমাদের নিজকৃত পাপকর্ম্মে আপনার বিধানে আমাদের নরকবাস হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; তবে প্রার্থনা করি, অনুগ্রহ করিয়া এই বিধান করিবেন যে, ভ্রমর যেমন কণ্টক-বিদ্ধ হইলেও পুষ্পে মধুপান করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ সহস্র অন্তরায় তুচ্ছ করিয়া, আমাদের চিত্ত আপনার চরণ-কমলের মধুপানে রত থাকে, তুলসীর ন্যায় নিরপেক্ষ-ভাবে, আমাদের বাক্য আপনার চরণ শোভা বর্দ্ধন করে, এবং কর্ণরন্ধ্র যেন আপনার গুণগান শ্রবণে পরিপূর্ণ থাকে। ভাগঃ ৩।১৫।৪৯

অতএব, বুঝা গেল যে, সুখ বা দুঃখ ভোগ, সেই অশেষ করুণাময়ের মঙ্গল বিধানের কারণ হইয়া থাকে। উহারা তাঁহার দত্ত পুরস্কার বা শাস্তি; এবং উহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহার দিকে আরও অগ্রসর হইবার উপায় নির্দ্দেশ, মনে করিয়া, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা স্থাপন পূর্ব্বক, জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা। ইহার উপদেশ ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে দিয়াছেন:—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভিবিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ভাগঃ ১০।১৪।৮

ইহাই জীবন যাপনের মুষ্টিযোগ।

—সংসারে শোক, দুঃখ, কষ্ট, সুখ কিছুই অহৈতুকী বা আকস্মিকী নহে। সমুদায় আমাদের স্বকৃত কর্ম্মের জন্য, এবং সকলই সেই পরম করুণাময়ের করুণার নিদর্শন মনে করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভরতা স্থাপন পূর্ব্বক এবং তাঁহার কাছে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা প্রণত হইয়া, যে ব্যক্তি জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, সে মুক্তিপদে দায়ভাক্ হয়—অর্থাৎ, পুত্র যেমন বিনা ক্লেশে, বিনা চেষ্টায় পিতৃধনে জন্মগত অধিকারে অধিকারী হয়, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তি মুক্তিপদে জন্মগত অধিকারের মত বিনা প্রচেষ্টায় অধিকারী হয়।

ভাগঃ ১০।১৪।৮

এই শ্লোকটি সংসারে জীবন ধারণের সর্ব্বাময়নাশী মুষ্টিযোগ।

এই সূত্রের আলোচনার প্রসঙ্গে অনেক দৃশ্যতঃ অবান্তর আলোচনা হইল বটে, কিন্তু উহা অপ্রাসঙ্গিক না হওয়ায়, এবং উহা আমাদের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে পরম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায় বলিয়া, যতই বারে যতই প্রকারে উহা আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকে আঘাত করিয়া উত্তেজিত করে, ততই মঙ্গল, মনে করিয়া ক্ষমার্হ হইবে।

[পূর্ব্বোক্ত ৩।১।১২ হইতে ৩।১।১৬ পর্য্যন্ত সূত্রে বিস্তারিতভাবে বিবৃত পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত নিরসনের জন্য, এবং নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য সূত্রকার ৩।১।১৭ হইতে ৩।১।২১ সূত্র রচনা করিয়াছেন।]

ভিত্তি :—

১। "তদ্ য ইত্থং বিদুর্যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে, তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষম্……"ইত্যাদি।

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।১)

—অতএব, যাঁহারা এইরূপ জানেন, আর যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাকে তপস্যারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অর্চ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিরাদি পথ (দেবযান মার্গ) প্রাপ্ত হন, এবং অর্চ্চিঃ হইতে দিবসাভিমানী দেবতাকে, সেখান হইতে শুক্লপক্ষাভিমানী দেবতাকে প্রাপ্ত হন……ইত্যাদি।

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।১)।

২। "অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ……" ইত্যাদি। (ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৩)।

—পক্ষান্তরে, যাহারা (গৃহস্থগণ) গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দত্ত এই কর্ম্মত্রয়ের উপাসনা করে, তাহারা ধূমকে (পিতৃযান পথ) প্রাপ্ত হয় ……ইত্যাদি।

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৩)।

তোমরা পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছ, তাহার উত্তরে সমাধান ও সিদ্ধান্ত শোন :—

সূত্র :—৩।১।১৭।

বিদ্যা-কর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ৩।১।১৭ ॥

বিদ্যা-কর্ম্মণোঃ + ইতি + তু + প্রকৃতত্বাৎ ॥

বিদ্যা-কর্ম্মোণঃ :—বিদ্যার ও কর্ম্মের। **ইতি :**—ইহা। **তু :**—কিন্তু, আপত্তি নিরসনে। **প্রকৃতত্বাৎ :**—প্রস্তাব থাকায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।১ ও ৫।১০।৩ মন্ত্রে যথাক্রমে বিদ্যা ও কর্ম্ম দ্বারা লভ্য দেবযান ও পিতৃযান পথ বুঝাইতেছে। বিদ্যা দ্বারা দেবযান পথ লভ্য, কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান পথ লভ্য। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম করে না, পিতৃযান পথ তাহাদের দ্বারা লভ্য নহে, ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৩ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে। সুতরাং ৩।১।১২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত কৌষীতকি শ্রুতির ১।২ মন্ত্রে যাহাদের সম্বন্ধে চন্দ্রলোক গমনের উক্তি আছে, উহার

অর্থ "যাহারা ইষ্ট, পূর্ত্ত, দত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা" তাহারা সকলে, এই প্রকার বুঝিতে হইবে। সাধারণ সর্ব্বপ্রকার জীবগণ সম্বন্ধে উহা কথিত হয় নাই। ছান্দোগ্য ৫।১০।৩ ও কৌষীতকী ১।২ উভয় মন্ত্রের সমন্বয়ে এই অর্থই উপলব্ধ হয়। ইহাই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায়। বিদ্যা দ্বারা অর্চ্চিরাদি উপলক্ষিত দেবযান মার্গে গমনের উল্লেখ ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।১ মন্ত্রে আছে। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্য :—

অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্নঃ শুক্লো রাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুর্য্য আত্মা সমন্বয়াৎ॥ ভাগঃ ৭।১৫।৪৩
দেবযানমিদং প্রাহুর্ভূত্বা ভূত্বানুপূর্ব্বশঃ।
আত্মযাজ্যুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ত্ততে॥ ভাগঃ ৭।১৫।৪৪

—এইরূপে নিবৃত্তি কর্ম্মরত পুরুষেরা যথাক্রমে অগ্নি, সূর্য্য, দিবস, প্রাহ্ন (দিবার অন্ত), শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষের অন্ত, উত্তরায়ণ ও ব্রহ্মা—এই সকলের অভিমানী দেবতোপলক্ষিত পথে গমন করেন, এবং ঐরূপে ব্রহ্মলোকে ভোগাবসানে অগ্রে "বিশ্ব" বা স্থূলোপাধি সূক্ষ্মে লয় করিয়া সূক্ষ্মোপাধি "তৈজস" হন, পরে সেই সূক্ষ্মোপাধি কারণে লয় করিয়া, কারণোপাধি "প্রাজ্ঞ" ভাব প্রাপ্ত হন। তার পর সর্ব্বত্র সাক্ষীরূপে অন্বয় হেতু, সেই কারণ বা প্রাজ্ঞকে সাক্ষীরূপে লয় করিয়া "তুরীয়" হন। পরে সেই সাক্ষিত্বের বিলয়ে শুদ্ধ আত্মাস্বরূপ হন। এই বর্ত্মকে পণ্ডিতেরা দেবযান বলেন, কর্ম্মী পুরুষেরা যেরূপ পুনঃপুনঃ সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, আত্মযাজী, উপশান্তাত্মা, আত্মস্থপুরুষ, দেবযান পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হয়েন না।° ভাগঃ ৭।১৫।৪৩-৪৪।

পিতৃযান পথ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতাগণের প্রাপ্য চন্দ্রলোকে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে উক্ত অনুষ্ঠাতাগণ যথাযোগ্য সুখ ভোগ করিয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এপথ সম্বন্ধে ভাগবতের বক্তব্য, ৩।১।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩২।১-২-৩ শ্লোকে সুন্দরভাবে কথিত আছে। ভাগবতের ৭।১৫।৪০ শ্লোকেও ইহার বর্ণনা আছে। উক্ত শ্লোক ৪।২।২১ সূত্রের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

অতএব বিদ্যা দ্বারা দেবযান মার্গ এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান মার্গ লভ্য ইহা সিদ্ধান্ত হইল। যাঁহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি আচরণ করেন না, তাঁহারা, পিতৃযান পথ লাভ করিতে পারেন না, সুতরাং চন্দ্রলোকে তাঁহাদের আরোহণ সম্ভব নহে।

ভিত্তি :—

"বেত্থ যথাসৌ লোকো ন সংপূর্য্যতে।" (ছান্দোগ্যঃ ৫।৩।৩)

—তুমি জান কি, এই পিতৃযানগামী জীব দ্বারা এই চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না? (ছাঃ ৫।৩।৩)

উক্ত প্রশ্নের উত্তর :—

"অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তানীমানি ক্ষুদ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং, তেনাসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতে।" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৮)।

—বারংবার গমনাগমনশীল সেই ক্ষুদ্র ভূতসমূহ এই উভয় পথের কোনটিতেও গমনে অধিকারী হয় না, ইহাই "জায়স্ব—ম্রিয়স্ব" নামক তৃতীয় স্থান, সেই হেতু ঐ লোকটি (চন্দ্রলোক) পূর্ণ হয় না। (ছাঃ ৫।১০।৮)

সংশয় :—ভাল, ৩।১।১৩ সূত্রে তুমি পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছিলে না, যে যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত করে না, তাহারাও যমালয়ে যাতনা ভোগের পর পুনরাবর্ত্তনের জন্য চন্দ্রলোকে গমন করে? তোমার এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। ইহা সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।১৮।

ন, তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ৩।১।১৮ ॥

ন + তৃতীয়ে + তথা + উপলব্ধেঃ ॥

ন :—না। **তৃতীয়ে :**—জায়স্ব-ম্রিয়স্ব নামক পাপীর স্থলে অর্থাৎ দেবযান ও পিতৃযান বাদে তৃতীয় স্থানে। **তথা :**—সেইরূপ। **উপলব্ধেঃ :**—উপলব্ধি হেতু।

তুমি যে আপত্তি করিয়াছিলে যে, পাপীগণও যদি চন্দ্রলোকে গমন না করে, তাহা হইলে পঞ্চমী আহুতির সম্ভাবনা না থাকায়, তাহাদের দেহারম্ভই হইতে পারে না। এ আপত্তি সঙ্গত নহে। কারণ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ঐ প্রকরণেই শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে উক্ত প্রশ্নোত্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীগণ সম্বন্ধে চন্দ্রলোক গমনের প্রসঙ্গই নাই। উহারা 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে—ইহা উক্ত শ্রুতিমন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। সুতরাং উক্ত প্রাণীদিগের সম্বন্ধে পঞ্চমী আহুতির অভাব দেখা যাইতেছে। সেইরূপ

পাপীদিগের দেহারম্ভেও পঞ্চমী আহুতির আবশ্যক হয় না। সুতরাং তাহাদেরও চন্দ্রলোক গমনের আবশ্যকতা নাই।

৩।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৩০।৩২-৩৩ শ্লোক হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পাপীগণ নরকভোগের পর কুক্কুর শূকরাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়া পাপ ক্ষয় করতঃ ক্রমশঃ শুচি হইয়া পুনরায় নরত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহারা নরত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, অথবা কুক্কুর শূকরাদি তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে যে চন্দ্রলোকে গমন করতঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত যোনি প্রাপ্ত হয়, এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, পাপীগণের চন্দ্রলোক গমনের প্রয়োজন নাই। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশক কীটাদি প্রাণীর ন্যায় 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' নামক তৃতীয় স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এই আলোচনা হইতে আরও বুঝা গেল যে, "দেবযান" পথ উচ্চতম অধিকারীগণের জন্য বিশেষ পথ—উহা ভগবানের নিত্যধামে পর্য্যবসিত। ঐ পথে গমন করিতে পারিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। "পিতৃযান"পথ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের বিশেষ পথ। উহার পর্য্যবসান চন্দ্রলোকে। উহা জীবাত্মার ক্রমোন্নতি সম্পাদনের বিশেষ মার্গ। উহা লাভ করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যাবৃত্ত হইলেও, রমণীয় যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ক্রমশঃ অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা আছে। পাপীগণের এপথে গতি নাই। পাপীগণের গতাগতি—মর্ত্ত্যলোক ও নরকের মধ্যে। উহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

সূত্র :—৩।১।১৯।

স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ৩।১।১৯ ॥

স্মর্য্যতে + অপি + চ + লোকে ॥

স্মর্য্যতে :—স্মরণ করা হয়। **অপি :**—ও। **চ :**—এবং। **লোকে :**—জগতে।

জগতে দ্রৌপদী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সীতা প্রভৃতি পুণ্যাত্মাদিগেরও পঞ্চম্যাহুতি ব্যতিরেকে দেহারম্ভের কথা শুনা যায়। অতএব জন্মের জন্য পঞ্চম্যাহুতির একান্ত অপেক্ষা নাই। শ্রুতিতে যদিও যোষিৎ সম্বন্ধরূপ পঞ্চমী আহুতির

কথা উল্লেখ, এবং তাহা হইতে জীবের দেহোৎপত্তি হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও যে পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত দেহোৎপত্তি হইতে পারে না, ইহা প্রচার করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। যদি ঐ প্রকার অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ার্থবোধক 'এব' বা অন্য কোনও শব্দের প্রয়োগ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। **সুতরাং, বুঝিতে হইবে যে, পঞ্চমী আহুতির দেহারম্ভকতা মাত্র প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য; পঞ্চমী আহুতি ব্যতীত কারণান্তর দ্বারা দেহোৎপত্তি প্রতিষেধ করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।**

সূত্রঃ—৩৷১৷২০।

দর্শনাচ্চ ॥ ৩৷১৷২০ ॥

দর্শনাৎ + চ ॥

দর্শনাৎ ঃ—যে হেতু দেখিতে পাওয়া যায়। **চ** ঃ—ও।

জীব—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্ব্বিধ। উহাদের মধ্যে স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভূতগ্রামের (জীবগণের) জন্ম পঞ্চমী আহুতি বিনা সংঘটিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষে দেখা যায়। **সুতরাং প্রত্যেক জীবের জননে যে পঞ্চমী আহুতির একান্ত প্রয়োজন, তাহা নহে। অতএব, পাপীগণের পক্ষে উহার আবশ্যকতা নাই বুঝিতে হইবে। ফলতঃ যে সকল জীবের চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং তথা হইতে অবরোহণ করিতে হয়, তাহাদিগের সম্বন্ধেই পঞ্চমী আহুতির প্রয়োজন। অন্য জীবের পক্ষে উহার একান্ত অপেক্ষা নাই।**

যাঁহারা জীববিদ্যা (Biology) অলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে জানেন যে, অনেক উদ্ভিজ্জের এবং বহু সংখ্যক নিম্ন শ্রেণীয় জীবের উৎপত্তি মৈথুনসর্গ বা স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলন ব্যতিরেকে হইয়া থাকে। উহাদের স্ত্রী-পুরুষ লিঙ্গ ভেদ নাই। সুতরাং উহাদের বংশ প্রবাহ স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনের উপর নির্ভর করে না। ঐ সকল উদ্ভিদ্ বা নিম্নশ্রেণীর জীবগণের জীবকোষ (Cells) সমন্বিত অবয়ব-বিশেষ উহাদের দেহ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র নূতন উদ্ভিদ্ বা জীবোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমুদায় উদ্ভিদ্ বা জীবের পক্ষে পঞ্চমী আহুতির প্রয়োজন নাই। শ্রুতিতে উপদিষ্ট জ্ঞান কত উচ্চস্তরের এবং কত গভীর তত্ত্ব উহার অন্তর্নিবিষ্ট, ইহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

আরও দেখ ৩।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, "পিতৃযান" মার্গ পুণ্যশীল মানবাত্মার ক্রমোন্নতির একটি বিশেষ পথ। চন্দ্রলোক হইতে অবরোহণের পথে প্রত্যাগমনে উন্মুখ মানবাত্মার, শ্রদ্ধা, সোমরাজা, বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ এই পঞ্চহবনোপযোগী দ্রব্যের (আহুতির) মধ্য দিয়া আসিতে হয়। যাহাদিগের চন্দ্রলোকে গমন হয় নাই, তাহাদের উক্ত পঞ্চ আহুতির মধ্য দিয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণের সময় যৌন মিলনের মধ্য দিয়া জন্মগ্রহণ করিলেও, উহাতে পঞ্চম্যাহুতির প্রয়োজন নাই। নিকৃষ্ট যোনিতে কুকুর শূকরাদির জন্ম এবং নীচ মানব যোনিতে পাপাত্মাগণের জন্ম স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনে সংঘটিত হইলেও, উহা শ্রুতি কথিত পঞ্চম্যাহুতির পথ নহে। তবে ইহার প্রতিপ্রসব যে নাই, তাহা নহে। যাঁহারা বিশেষ কর্ম্মনাশের জন্য, রাজা ভরতের হরিণ যোনি লাভের ন্যায়, নিকৃষ্ট যোনি লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে পঞ্চম্যাহুতির প্রয়োজনীয়তা আছে। তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছান্দোগ্য শ্রুতি ৫।১০।৭ মন্ত্রে (৩।১।৮ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত) শ্বযোনি, শূকর যোনি, চণ্ডাল যোনি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত হীনবল হওয়া দূরে থাকুক, আরও দৃঢ়ীকৃত হইল। শ্রুতি ঐ প্রকার উল্লেখ করিয়া পিতৃযান পথরূপ ক্রমোন্নতির বিশেষ সোপানে অবস্থিত মানবাত্মাগণকে সাবধান করিয়া দিলেন। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, সমুদায় নিকৃষ্ট জীবের জন্মে অথবা চণ্ডালাদি নীচ যোনিতে প্রত্যেক মানবের জন্মে পঞ্চম্যাহুতির প্রয়োজন আছে।

ভিত্তি :—

"তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিতি ।।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৩।১) ।

—সেই এই ভূত সমূহের তিন প্রকারই বীজ হইয়া থাকে—অণ্ডজ (পক্ষী প্রভৃতি), জীবজ (মনুষ্যাদি) ও উদ্ভিজ্জ ।

(ছান্দোগ্যঃ ৬।৩।১)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে তিন প্রকার ভূতের উল্লেখ আছে—স্বেদজের উল্লেখ নাই । তুমি আবার কোথা হইতে 'স্বেদজ' পাইলে ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।২১ ।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ৩।১।২১ ॥

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ + সংশোকজস্য ।

তৃতীয়শব্দাবরোধঃ :—তৃতীয় অর্থাৎ 'উদ্ভিজ্জ' শব্দে অবরোধ বা সংগ্রহ । **সংশোকজস্য :**—স্বেদজের ।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট কথায় স্বেদজের উল্লেখ নাই বটে, তথাপি তৃতীয় "উদ্ভিজ্জ" শব্দে স্বেদজের গ্রহণ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । ইহা প্রসিদ্ধিই আছে যে, জীব—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চারি প্রকার ।

ভাগবতে বিদুর প্রশ্নে স্পষ্টই আছে :—

বদ নঃ সর্গসংব্যূহং গার্ভস্বেদদ্বিজোদ্ভিদাম্ ॥

ভাগঃ ৩।৭।২৮

—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই সকলের সৃষ্টি বিভাগ বলুন ।

ভাগঃ ৩।৭।২৮

অন্যত্রও আছে :—

দ্বিবিধাশ্চতুর্ব্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ ।।

ভাগঃ ২।১০।৩৮

—আর, স্থাবর জঙ্গম এই দ্বিবিধ, এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূত, এবং স্থলচর, জলচর, খেচর সকলেরই সৃষ্টি ঐ পুরুষ হইতেই হয় । ভাগঃ ২।১০।৩৮

শ্রুতিতে উদ্ভিজ্জের অন্তর্ভুক্ত স্বেদজ, এই অর্থ করা সঙ্গত।

অনিষ্টাদি কার্য্যধিকরণের ৩।১।১২ হইতে ৩।১।২১ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত পক্ষ আলোচনা করিয়া আমরা পাইলাম যে, ইষ্টপূর্ত্তাদি কাম্য-কর্ম্মানুষ্ঠানকারীগণ মৃত্যুর পর পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় কর্ম্মফল ভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্ম্ম লইয়া পঞ্চম্যাহুতির ভিতর দিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, তাহারা পিতৃযান পথে গমনের অধিকারী নহে। সুতরাং তাহাদের পক্ষে চন্দ্রলোকে আরোহণ এবং তথা হইতে অবরোহণ সম্ভব নহে। এ কারণ পঞ্চম্যাহুতির ভিতর দিয়া সংসারে তাহাদের জন্মগ্রহণ হয় না। তাহারা যমলোকে গিয়া কর্ম্মানুসারে যাতনাময় নরক-বিশেষে যাতনা ভোগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। স্ত্রী পুরুষের যৌন মিলনের মধ্য দিয়া তাহাদের জন্ম হইলেও, উহাতে পঞ্চম্যাহুতির অসদ্ভাব দেখা যায়। মৃত্যুর পর তাহারা যে স্থানে গমন করে, তাহা পৌরাণিকগণের ভাষায় যমালয়, নরক প্রভৃতি বলিয়া বর্ণিত হইলেও শ্রুতি উহা **"জায়স্ব-ম্রিয়স্ব"** নামক তৃতীয় স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখভোগই ঐ তৃতীয় স্থানের বিশেষত্ব।

৪। স্বাভাব্যাপত্ত্যধিকরণ ।।

ভিত্তি :—

"অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে যথেতমাকাশমাকাশাদ্বায়ুং, বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি।" (ছান্দোগ্যঃ ৫।১০।৫)

—অনন্তর গমনানুসারে এই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে, প্রথমে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূমে, ধূম হইয়া অভ্র (জলপূর্ণ মেঘ) অভ্র হইয়া মেঘ, মেঘ হইয়া বারিবর্ষণ করে। (ছাঃ ৫।১০।৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, অবরোহণ কালে জীব প্রথমে আকাশকে প্রাপ্ত হয়, তারপর আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম হয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, অবরোহণ কালে জীবের আকাশাদি প্রাপ্তি, দেব মনুষ্যাদির দেহপ্রাপ্তির ন্যায়, অথবা আকাশের সাদৃশ্য বা সমানরূপতা প্রাপ্তি, মাত্র? শ্রদ্ধাবস্থায় যেরূপ সোমভাব প্রাপ্তি হয় (ছান্দোগ্যঃ ৫।৪।২), তাহার সহিত কিছু মাত্র বিশেষ না থাকায়, এখানেও আকাশাদি ভাবই প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে অহং মম ভাব অভিমান হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে, শুধু সাদৃশ্য বা সমানরূপতা প্রাপ্তি মাত্র নহে। ইহার **উত্তরে সূত্র :—**

সূত্র :—৩।১।২২।

(ক) সাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ৩।১।২২ ॥

(শঙ্কর ও বল্লভাচার্য্য সম্মত)

সাভাব্যাপত্তি :—সমানো ভাবো ধর্ম্ম যস্য স "সভাব" স্তস্য ভাবঃ "সাভাব্যং"—সাম্যং—সাম্যাপত্তির্ভবতি। আকাশাদির সমান হয়, কারণ উহাই সঙ্গত। **উপপত্তেঃ :**—যুক্তি হেতু।

(খ) তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ।। ৩।১।২২ ॥

(রামানুজ, বলদেব সম্মত)

তৎস্বাভাব্যাপত্তিঃ :—আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্তি। **উপপত্তেঃ :**—যুক্তি হেতু।

(গ) স্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ।। ৩।১।২২ ॥ (মধ্বাচার্য্য সম্মত)

[এই সূত্রের পাঠ তিন প্রকার হইলেও অর্থের বৈলক্ষণ্য নাই।]

ইষ্টাপূর্ত্তাদিকারীগণ চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে, আকাশাদির সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্ত হয়, আকাশাদির স্বরূপ হয় না। কারণ সে অবস্থায় যখন সুখ দুঃখাদি ভোগ হয় না, তখন সাদৃশ্য মাত্র ভিন্ন তদ্ভাব প্রাপ্তি যুক্তিযুক্ত হয় না। দেব মনুষ্যাদি দেহ প্রাপ্তির ন্যায়, আকাশাদির ভাব প্রাপ্ত হইলে, দেহাদিতে অভিমান বশতঃ জীবের যেমন সুখদুঃখাদি ভোগপ্রাপ্তি হয়, সেইরূপ সুখদুঃখ ভোগ সম্ভবপর হইত, কিন্তু সে প্রকার ভোগের কোনও উল্লেখ নাই। চন্দ্রলোকে ভোগের জন্য যে জলময় শরীর জীব ধারণ করে, ভোগক্ষয়ে উহার ক্ষয় হইলে, জীব আকাশ সাদৃশ সূক্ষ্ম হইয়া ক্রমশঃ বায়ুর বশ্য হয়, ইত্যাদি। সুতরাং আকাশভাব প্রাপ্তি হয় না।

৫। নাতিচিরাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি ॥" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৬)

পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রের পর এই মন্ত্র। —বারিবর্ষণে তাহারা পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, তিল বা মাসকলাই ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে। এই ব্রীহি যবাদি হইতে নির্গমনই অতিশয় ক্লেশকর। যে যে প্রাণী অন্ন ভক্ষণ করে, এবং রেতঃ সেক করে, প্রায় তাহাদেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। (ছাঃ ৫।১০।৬)।

সংশয় ঃ—শ্রুতিতে "ব্রীহি যবাদি হইতে নির্গমন অতিশয় ক্লেশকর" উল্লিখিত হইয়াছে। আকাশাদি হইতে নির্গমন ক্লেশকর কিনা, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু আকাশাদি সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া জীব কি আকাশাদিতে অধিক কাল থাকিতে বাধ্য হয়, অথবা শীঘ্র শীঘ্র পর পর বায়ু, ধূম, অভ্র প্রভৃতির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র ঐ সকল হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।১।২৩।

নাতিচিরেণ বিশেষাৎ। ৩।১।২৩ ॥

ন + অতিচিরেণ + বিশেষাৎ ॥

ন ঃ—না। **অতিচিরেণ :**—অধিক বিলম্বে। **বিশেষাৎ :**—বিশেষ কথন হেতু।

ব্রীহি যবাদি হইতে ক্লেশকর নিষ্ক্রমণের বিষয় শ্রুতিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। আকাশাদি হইতে ঐরূপ কিছু উল্লেখ না থাকায়, বুঝিতে হইবে যে, আকাশাদির সদৃশভাবে অবস্থান ক্লেশকর নহে এবং অধিক দিন যাবৎ হয় না। **অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, অনুশয়ী জীব শীঘ্র শীঘ্র আকাশাদির সদৃশভাব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রীহি-যবাদি রূপে পরিণত হয়।**

এই প্রসঙ্গে ৩।১।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১৫।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

উহার পরের শ্লোকেই ভাগবত বলিতেছেন :—

একৈকশ্যেনানুপূর্ব্ব্যা ভূত্বা ভূত্বেহ জায়তে।
নিষেকাদিশ্মশানান্তৈঃ সংস্কারৈঃ সংস্কৃতো দ্বিজঃ ॥

ভাগঃ ৭।১৫।৪১

—চন্দ্রলোকে ভোগাবসানে দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া অদর্শন হইলে, এবং বৃষ্ট্যাদি দ্বারা ওষধি প্রভৃতি প্রত্যেকের সান্নিধ্য মাত্র প্রাপ্ত হইয়া (অর্থাৎ ঐ সকল ওষধি প্রভৃতিতে মুখ্য কর্ম্মভোগাধিকার প্রাপ্ত না হইয়া) পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া থাকে। নিষেকাদি শ্মশানান্ত সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইলে দ্বিজ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ভাগঃ ৭।১৫।৪১

ইহাতে বুঝা গেল যে, আকাশাদিতে স্থিতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র।

৬। অন্যাধিষ্ঠিতাধিকরণ ॥

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৬ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, জীব ব্রীহ্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। তাহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে, উহারা কি ব্রীহ্যাদি শরীরধারী অপর জীবগণের ব্রীহ্যাদি শরীরের সহিত সংশ্লেষ বা সম্বন্ধ মাত্র লাভ করে, অথবা উহারাই ব্রীহ্যাদি শরীর উপভোগ করে। শ্রুতিতে 'জায়ন্তে' পদ থাকায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উহারা ব্রীহ্যাদি শরীর উপভোগ করে। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র—৩।১।২৪।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ৩।১।২৪ ॥

অন্যাধিষ্ঠিতে + পূর্ব্ববৎ + অভিলাপাৎ ॥

অন্যাধিষ্ঠিতে :—অপর জীবের আশ্রয়ভূত ব্রীহ্যাদিতে। **পূর্ব্ববৎ অভিলাপাৎ :—**পূর্ব্ববৎ আকাশাদির তুল্যরূপে উল্লেখ হেতু।

অপর জীব কর্ত্তৃক ভোগের জন্য আশ্রিত ব্রীহ্যাদি দেহে চন্দ্রলোক হইতে প্রত্যাগত জীবের সংশ্লেষ মাত্র হয়, সেখানে তাহার কিছুমাত্র ভোগ হয় না। কেননা, আকাশাদির সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ শ্রুতিতে আছে, ব্রীহ্যাদি সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ উল্লেখই আছে। যেখানে ভোগের উল্লেখ আছে, সেখানে ভোগকারণীভূত কর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, যথা, ৩।১।৮ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্রে **"রমণীয়চরণা"**, **"কপূয়চরণা"**। আলোচ্য স্থলে আকাশাদি প্রাপ্তির উল্লেখে যেমন কোন কর্ম্মের উল্লেখ নাই, ব্রীহ্যাদি উল্লেখ স্থলেও ভোগ কারণীভূত কর্ম্মের কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং উক্ত ব্রীহ্যাদিভাব প্রাপ্তিতে কোনও ভোগ সম্বন্ধ না থাকায়, সংশ্লেষ মাত্র শ্রুতির অভিপ্রেত, ইহা বুঝিতে হইবে।

[পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১৫।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।]

ভিত্তি :—

১। **"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।"** (শ্রীভাষ্য ধৃত)

—কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না।

২। **"অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত—"** (শ্রীভাষ্য ধৃত)

—অগ্নি ও সোম দেবতার উদ্দেশে পশুঘাত করিবে।

৩। **"স্বর্গকামো যজেত।"** যজুঃ ২।৫।৫

—স্বর্গকাম যাগ করিবে। (যজুঃ ২।৫।৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শাস্ত্রোপদেশের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে, কোনও প্রাণীকে হিংসা করিও না, ইহা সাধারণ বিধি। আবার যাগ করিতে হইলে, অগ্নি ও সোমদেবতার উদ্দেশে পশুবধেরও বিশেষ বিধি রহিয়াছে। ইষ্টাপূর্ত্তকারীগণ যজ্ঞদ্বারাই চন্দ্রলোকে গমন করেন। সুতরাং তাঁহারা যে যজ্ঞে পশুবধ করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে উক্ত সাধারণ বিধির উল্লঙ্ঘন হেতু, তাঁহাদের পাপ নিশ্চয়ই হয়। সেই পাপের জন্য উহারা ব্রীহ্যাদি শরীর ধারণ করেন, ইহাই ত সঙ্গত মনে হয়। অতএব তোমার সিদ্ধান্ত কি করিয়া গ্রহণ করিতে পারি? বিশেষতঃ যদি বল যে সাধারণ ও বিশেষ উভয় বিধির বিরোধ উপস্থিত হইলে বিশেষ বিধিই বলবত্তর মনে করিতে হইবে—তাহা হইলে তোমার এ আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। উপরোক্ত সাধারণ বিধি স্পষ্ট বলিতেছে যে, জীবহিংসা মাত্রই পাপজনক। বিশেষ বিধি বলিতেছে যে, অগ্নিষোমীয় পশুবধ যজ্ঞের উৎকর্ষ সাধক। উহা যে পাপজনক নহে, তাহা ত বলিতেছে না। যজ্ঞে উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, তদ্দ্বারা ভোগ্য চন্দ্রলোকে অবস্থানাদি হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু পশু হিংসাদির জন্য যে পাপ, তাহার জন্য ব্রীহ্যাদি দেহে অবস্থান এবং তজ্জনিত ভোগ কেন না হইবে?

ইহার উত্তরে সূত্র—সূত্রের প্রথম অংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষ অংশে সমাধান করিতেছেন :—

সূত্র :—৩।১।২৫।

অশুদ্ধমিতি চেন্ন, শব্দাৎ ॥ ৩।১।২৫ ॥

অশুদ্ধং + ইতি + চেৎ + ন + শব্দাৎ ॥

অশুদ্ধং :- পাপকর। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না।
শব্দাৎ :—যে হেতু শ্রুতি হইতে জানা যায়।

যদি পূর্ব্বোক্ত কারণে ইষ্টাপূর্ত্তকারীগণের জীবহিংসা রূপ পাপ বিদ্যমান থাকে, এবং তজ্জন্য ব্রীহ্যাদি স্থাবরত্ব প্রাপ্তি এবং তাহাতে ভোগ ঘটিবে যদি বল, তাহার উত্তরে বলিব, না ; কেননা, সাক্ষাৎ শ্রুতিই যজ্ঞে পশুহিংসা বিধান করিয়াছেন। সুতরাং যজ্ঞীয় পশুবধ কখনই পাপজনক হইতে পারে না। কাজেই, তাহার ফলে স্থাবরত্ব প্রাপ্তির কল্পনা সঙ্গত নহে। দেখ, শ্রুতি যজ্ঞীয় পশুকে সম্বোধন করিয়া কি বলিতেছেন :—"**ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষিপথিভিঃ সুগেভিঃ। যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃত স্তত্র ত্বাঃ দেবঃ সবিতা দধাতু**॥" (যজুঃ ২৩।৯।৪৯)—"এই প্রকার বধে তুমি মরিতেছ না, তুমি হিংসিতও হইতেছ না, তুমি সুগম পথে দেবভাব প্রাপ্ত হইতেছ। পুণ্যবানেরা যেখানে গমন করেন, পাপীরা গমন করিতে পারে না, সবিতা দেব, তোমাকে সেখানে স্থান দান করুন।" সুতরাং, যজ্ঞে বধ, বধই নহে। উহাতে পাপ হয় না। চিকিৎসক রোগীকে অস্ত্রো-পচার দ্বারা দুঃখ দান করেন বটে, তথাপি অভিজ্ঞ লোকেরা, তাঁহাকে হিতকারী রক্ষক বলিয়া সম্মান করেন। সেইরূপ যজ্ঞে পশু আলভন, পশুগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধায়ক বলিয়া পাপকর বা নিন্দার্হ নহে।

এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যা হি জন্তোর্নহি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ-
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা॥ ভাগঃ ১১।৫।১১

—ব্যবায় (স্ত্রীসঙ্গ), আমিষভক্ষণ, মদ্যপান ইত্যাদিতে প্রাণি-গণের নিত্য অনুরাগ আছে। বিধির দ্বারা উহাদের প্রবৃত্তির প্রেরণা উদ্দীপিত করিতে হয় না। উহাদের যথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নিয়মিত করিবার জন্য, ঋতুকালে বিবাহিত স্ত্রী সংসর্গ, যজ্ঞে পশুবধ ও আমিষ ভোজন, এবং সৌত্রামণি যাগে মদ্যপান বিহিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও উহাদিগ হইতে নিবৃত্তিই শ্রেয়স্কর।

ভাগঃ ১১।৫।১১

যদ্‌ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্॥ ভাগঃ ১১।৫।১৩

—সুরাপান বিহিত নহে, উহা ঘ্রাণ লওয়াই বিহিত; যজ্ঞে পশুর আলভন হিংসা নহে, ভক্ষণোদ্দেশে পশুহননই হিংসা; সন্তানোৎপাদনের জন্য স্ত্রী-সংসর্গ দোষের নহে, শুধু রতির জন্য উহা দোষের। অজ্ঞ লোকেরা বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম না জানিয়া আত্ম সুখার্থে ঐ সমুদায় নিয়োগ করে। ভাগঃ ১১।৫।১৩

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, যজ্ঞে পশু আলভন জনিত পাপ হয় না, এবং সে কারণ ইষ্টাপূর্ত্তকারীগণ ব্রীহ্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের উপায় স্বরূপ ব্রীহ্যাদি পথে প্রথমতঃ পিতৃবীর্য্যে এবং তথা হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অর্থাৎ ব্রীহ্যাদি আহারে পিতৃদেহ পুষ্ট হইয়া বীর্য্য উৎপাদন করে। ইহা পরবর্ত্তী দুই সূত্রে বর্ণিত হইবে।

ভিত্তি :—

৩।১।২৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৬ মন্ত্র।

ব্রীহ্যাদি ভাবে জন্মের কথা যে ঔপচারিক মাত্র, তাহার অন্য কারণ আছে; যথা—

সূত্র :—৩।১।২৬।

রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ ॥ ৩।১।২৬ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগঃ + অথ ॥

রেতঃসিগ্‌যোগঃ :—রেতঃ সেক করিতে যাহারা সমর্থ, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ। **অথ** :—অতঃপর।

ব্রীহ্যাদি ভাব প্রাপ্তির পর অনুশয়ীদিগের রেতঃসিগ্‌যোগ হয়, অর্থাৎ যাহারা রেতঃ সেক করিতে সমর্থ, তাহাদের শরীরে প্রবেশরূপ সম্বন্ধ হয় মাত্র। সেখানেও কোনও ভোগের সম্পর্ক থাকে না। **সেইরূপ ব্রীহ্যাদি প্রবেশও সংশ্লেষ মাত্র, কোনও ভোগ সম্পর্ক নাই।**

ভিত্তি :—

৩।১।৮ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৫।১০।৭ মন্ত্র।

সূত্র :—৩।১।২৭।

যোনেঃ শরীরম্॥ ৩।১।২৭॥

যোনেঃ + শরীরম্॥

যোনেঃ :—যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান—তাহার প্রাপ্তির পর। **শরীরম্ :**—মনুষ্যাদি দেহ।

পিতার রেতঃ কণার সহিত যোনিদ্বারে মাতার উদরে প্রবেশ করিয়া, অনুশয়ী মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়। এই দেহেই অনুশয়ীর সুখ দুঃখাদি ভোগের সদ্ভাব আছে। তাহার পূর্ব্বে আকাশাদি ভাব প্রভৃতিতে কেবল সংযোগ মাত্র হয়, কোনও প্রকার ভোগ হয় না। উহারা পৃথিবীতে শরীর গ্রহণের জন্য আসিবার পথ মাত্র।

৩।১।২৬ এবং ৩।১।২৭ উভয় সূত্রের প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক :—

কর্ম্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে।
স্ত্রিয়াঃ প্রবিষ্টঃ উদরং পুংসোরেতঃ কণাশ্রয়ঃ॥ ভাগঃ ৩।৩১।১
কললং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃ পরম্॥ ভাগঃ ৩।৩১।২
মাসেন তু শিরোদ্বাভ্যাং বাহ্বঙ্ঘ্র্যাদ্যঙ্গবিগ্রহঃ।
নখলোমাস্থি চর্ম্মাণি লিঙ্গচ্ছিদ্রোদ্ভবস্ত্রিভিঃ॥ ভাগঃ ৩।৩১।৩
চতুর্ভির্ধাতবঃ সপ্ত পঞ্চভিঃ ক্ষুত্তৃড়ুদ্ভবঃ।
ষড়্ভির্জরায়ুনা বীতঃ কুক্ষৌ ভ্রাম্যতি দক্ষিণে॥ ভাগঃ ৩।৩১।৪

—(ভগবান্ কপিলদেব কহিলেন) :—জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ঈশ্বর হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে জীব সেই কর্ম্ম বশতঃ দেহধারণ নিমিত্ত পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীর উদরে প্রবিষ্ট হয়। এক রাত্রে শুক্র শোণিতের মিশ্রণ হয়, পাঁচ রাত্রে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, দশ দিবস গত হইলে বদরীফলতুল্য হইয়া কঠিন হয়, তৎপরে মাংসপিণ্ডের আকার

ধারণ করে। এক মাস গত হইলে শিরোদেশ, দুই মাসে হস্তপদাদি অঙ্গ সকলের বিভাগ, এবং নখ, লোম, অস্থি, চর্ম প্রভৃতির উদ্ভব, এবং তিন মাসে লিঙ্গ ও ছিদ্রের উদ্ভব হয়। চারিমাসে সপ্ত ধাতু (ত্বক্‌, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি, শুক্র), ও পাঁচ মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। পরে ছয় মাসে জরায়ু দ্বারা আবৃত হইয়া, পুংগর্ভ হইলে মাতার দক্ষিণ কুক্ষিতে এবং স্ত্রীগর্ভ হইলে বাম কুক্ষিতে ভ্রমণ করে।

ভাগঃ ৩।৩১।১-২-৩-৪।

৩।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১৫।৪১ শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

এই প্রকারে গর্ভমধ্যে শরীর ধারণ সম্পূর্ণ হইলে মাতার যোনিপথে বহির্গত হইয়া নূতন ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে।

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।

তৃতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় পাদ।

এই পাদের পূর্ব্বভাগে—ত্বং পদার্থের শোধন।
উত্তরভাগে—তৎ পদার্থের শোধন॥

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে, অনাদি কাল হইতে জীবের অনন্তকোটি জন্মে কৃত কর্ম্মজনিত ইহ-পরলোকে গমনাগমন ও জন্মাদি সম্বন্ধবশতঃ জীবের চিরদুঃখ ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। উহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বৈরাগ্য উৎপাদনের সহায়তা করা, ইহা পূর্ব্বপাদের ভূমিকায় বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম বা ভগবানই একমাত্র জগৎকর্ত্তা, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বভাবতঃই মনে হয় যে, স্বপ্নজাত যতকিছু, সমুদায় জীবসৃষ্ট। দ্বিতীয় পাদের প্রথম ভাগে যুক্তি বিচারে এবং শ্রুতি প্রমাণে ভগবান সূত্রকার প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে, স্বাপ্নিক সমুদায়ও ঈশসৃষ্ট এবং সে কারণ ভগবানের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবসর নাই। বর্ত্তমান পাদে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা পরীক্ষিত হইবার পর, ব্রহ্মে বা ভগবানে উক্ত অবস্থাদ্বয় বর্ত্তমান নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার পর, ভগবান সূত্রকার, ব্রহ্মের বা ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, উভয়াবভাসিত্ব, (অর্থাৎ এককালে একাধারে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষত্ব, নির্গুণ-সগুণত্ব, নিরাকার-সাকারত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একাধারত্ব), ভক্তিদ্বারে প্রাপ্যত্ব, ভক্তের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অরূপের ও অনন্তের বিবিধ রূপগ্রাহিত্ব ও সান্তত্ব, ভাবানুসারে প্রকাশত্ব, পরানন্দত্ব, নির্লেপত্ব, সর্ব্বপরত্ব, সর্ব্বদাতৃত্ব প্রভৃতি প্রতিপাদন করিবেন।

এই সমুদায় প্রতিপাদনের উদ্দেশ্য এই যে, সাধক সাধনার যে কোনও স্তরে বর্ত্তমান থাকুন না কেন, একমাত্র ব্রহ্ম বা ভগবানই উপাস্য। যিনি যাহা কামনা করেন, অন্তর্য্যামী ভগবান, তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহার সমুদায় কামনা পরিপূরণ করেন, অতএব তাঁহার উপাসনাই জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয়।

১। সন্ধ্যাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) "ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং…"। (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৯)

—পুরুষের দুইটি মাত্র স্থান (ভোগভূমি) আছে—ইহলোক ও পরলোক, এতদতিরিক্ত সন্ধ্য—উহাদের সন্ধিস্থলে (বা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির সন্ধি স্থানে) তৃতীয় একটি স্থান আছে—উহার নাম স্বপ্নস্থান। (বৃহদাঃ ৪।৩।৯)

(২) "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে; ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্তি, অথ আনন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে; ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্তি, অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে; স হি কর্ত্তা।" (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।১০)

—সেখানে (সেই স্বপ্নাবস্থায়) রথ নাই, রথে যোজিত অশ্বাদি নাই, পথও নাই, অথচ রথ, অশ্বাদিও পথসমূহ সৃষ্টি করে; সেখানে আনন্দ (অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে প্রীতি) নাই, মুদ (অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিতে প্রীতি) নাই ও প্রমুদ (অভীষ্ট বস্তুর উপভোগে তৃপ্তি) নাই, অথচ আনন্দ, মুদ ও প্রমুদ সৃষ্টি করে; সেখানে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী এবং নদী সকল নাই, অথচ বেশান্ত, পুষ্করিণী ও নদীসমূহ সৃষ্টি করে। সেই জীবই তাহার (ঐ সকল সৃষ্টির) কর্ত্তা। (বৃহদাঃ ৪।৩।১০)

(৩) "……সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ‥ "। (ছান্দোগ্যঃ ৮।৭।১)

সংশয় :—তোমরা ত ব্রহ্ম বা ভগবানকে সর্ব্বকারণ কারণ বল। জগৎসৃষ্টি না হয় ব্রহ্মকৃত স্বীকার করিলাম। কিন্তু স্বপ্নজগতের সৃষ্টি ব্রহ্মসৃষ্টি প্রতিপাদন করিবে কিরূপে? শ্রুতিতেই উক্ত আছে যে, স্বপ্নস্থান একটি তৃতীয় স্থান; উহা জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অন্তরালে অবস্থিত (দেখ শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক ৪।৩।৯ মন্ত্র)। অতএব, স্বপ্ন একটি কল্পিত অবস্থা নহে। উহার সত্যতা শ্রুতি সম্মত। সুতরাং, উক্ত অবস্থায় সৃষ্টিও কল্পিত হইতে পারে না, উহাও

সত্য হইবে। অপরন্তু, উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।১০ মন্ত্র জীবকেই স্বপ্নাবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্রে জীব সম্বন্ধেই **"সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ"** প্রভৃতি বিশেষণ উল্লিখিত হওয়ায়, স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জীব দ্বারা উক্ত সৃষ্টি সম্পূর্ণ সম্ভব। অতএব, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম স্বপ্নাবস্থায় রথাদি সৃষ্টির কর্ত্তা নহেন। জীবই উহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং, পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম সর্ব্বকারণ কারণ, হইতে পারেন না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তিনিই একমাত্র উপাস্য হইবেন কিরূপে? ইহাই পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি। এই সমুদায় আপত্তি সম্ভাবনা করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।১।

সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি॥ ৩।২।১॥

সন্ধ্যে + সৃষ্টিঃ + আহ + হি॥

সন্ধ্যে :—স্বপ্ন সময়ে। **সৃষ্টিঃ :**—সৃষ্টি হয়। **আহ :**—বলিতেছেন। **হি :**—নিশ্চয়॥

শ্রুতিতে জাগৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার সন্ধি স্থানে—স্বপ্নাবস্থায়—রথাদি সৃষ্টির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, স্বপ্নদর্শী জীবই তাহার কর্ত্তা। কারণ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।১০ মন্ত্র জীবকেই তাহার কর্ত্তা বলিয়া, এবং ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্র জীবের সম্বন্ধে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া, নির্দ্দেশ করিতেছেন।

সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ অবস্থার সন্ধিস্থান সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

সুপ্তি প্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্। ভাগঃ ৭।১৩।৪।

—সুষুপ্তি সময়ে আত্মতত্ত্ব তমসাবৃত থাকায় উপলব্ধি হয় না, জাগ্রৎ অবস্থায় বিক্ষেপ বশতঃও তাই। স্বপ্ন কালে তমঃ ও বিক্ষেপ উভয়ই না থাকায়, আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া অবহিত হওতঃ, যোগী আত্মতত্ত্ব দর্শন করেন। ভাগঃ ৭।১৩।৪।

স্বপ্নকালে জাগ্রৎ দৃষ্ট বাসনাময় পদার্থসকল ভোগ প্রদান করে তৎ-সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

যো জাগরে বহিরণুক্ষণধর্ম্মিণোঽর্থান্
ভুঙ্‌ক্তে সমস্তকরণৈর্হৃদি তৎসদৃক্ষান্।
স্বপ্নে সুষুপ্ত উপসংহরতে স একঃ
স্মৃত্যন্বয়াত্রিগুণবৃত্তিদৃগিন্দ্রিয়েশঃ॥

ভাগঃ ১১।১৩।৩১

[২।২।৩১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৯০৯) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।]

এই শ্লোকে জীবই স্বপ্নে বাসনাময় পদার্থসকল ভোগ করেন, বলা হইল।

ভিত্তি :—

১। "য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ"।
(কঠঃ ২।২।৮)।

—প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলেও, যে পুরুষ (জীব) বিবিধ কাম নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকে। (কঠঃ ২।২।৮)।

২। "সর্ব্বান্ (কামাংশ্ছন্দতঃ) প্রার্থয়স্ব"। (কঠঃ ১।১।২৫)।

—তুমি ইচ্ছামত সমুদায় কাম বা কাম্য পদার্থ প্রার্থনা কর।
(কঠঃ ১।১।২৫)

৩। "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব"। (কঠঃ ১।১।২৩)।

—শতবর্ষজীবী পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি বরণ কর বা প্রার্থনা কর।
(কঠঃ ১।১।২৩)।

পূর্ব্ব সূত্রে জীবকে স্বপ্নে স্রষ্টকর্ত্তা বলিয়া যে পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহার পোষকেই শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রাংশ সকল উদ্ধৃত হইল। এবং ইহাই সূত্রাকারে নিম্ন সূত্রে উল্লিখিত হইল।

সূত্র—৩।২।২।

নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদায়শ্চ ॥ ৩।২।২ ॥

নির্ম্মাতারং + চ + একে + পুত্রাদায়ঃ + চ ॥

নির্ম্মাতারং :—নির্ম্মাণকর্ত্তা। **চ** :—ও। **একে** :—কেহ কেহ (কোনও কোনও শ্রুতি)। **পুত্রাদয়ঃ** :—পুত্র প্রভৃতি (কাম্য পদার্থ)। **চ** :—ও।

কোনও কোনও বেদশাখা জীবকে স্বপ্নদৃশ্যের নির্ম্মাতাও বলিয়া থাকেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপং কঠ শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ২।২।৮ মন্ত্রাংশ লক্ষ্য কর। উক্ত মন্ত্রাংশের সহিত উক্ত শ্রুতির ১।১।২৩ ও ১।১।২৫ মন্ত্রাংশ মিলাইয়া পাঠ করিলে, 'কাম' শব্দে কাম্যভূত পুত্রাদিই যে লক্ষিত হইয়াছে, শুধু ইচ্ছামাত্র নহে, তাহা বুঝা যাইবে। অতএব, জীবই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সমুদায়ের স্রষ্টকর্ত্তা, এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। বিশেষতঃ পূর্ব্ব সূত্রে শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্রে জীবকে সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবের পক্ষে স্বাপ্নসৃষ্টি সম্ভবই বটে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৩।৩১ শ্লোক ইহাই প্রকাশ করে। জাগ্রৎকালে জীব বাহ্য বিষয়সকলের সংস্পর্শে আসেন, এবং স্বপ্নকালে জাগ্রৎ দৃষ্ট বাসনাময় পদার্থসকল জীবই ভোগ করেন। তাহা হইলে, জীবই যে স্বপ্নের বিষয়সকলের কর্ত্তা, ইহা ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত। অতএব, পরমেশ্বর স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়সকলের স্রষ্টা নহেন। অতএব, তিনি যে অখিলস্থ সমুদায়ের স্রষ্টা বলিয়া সকলের উপাস্য, এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতেছে না। স্বপ্নকালে যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকে, তবে পরমেশ্বরের কথঞ্চিৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এবং সে কারণ, তিনি কথঞ্চিৎ উপাস্য হইতে পারেন, একমাত্র উপাস্য হইতে পারেন না।

এই দুই সূত্রের আপত্তি নিরসনার্থ সূত্রকার তৃতীয় সূত্র অবতারণা করিলেন।

ভিত্তি :—

"য এষু সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।"

(কঠঃ ২।২।৮)

—প্রাণ প্রভৃতি সুপ্ত হইলে যে পুরুষ বিবিধ কাম নির্ম্মাণ করতঃ জাগ্রত থাকেন, তিনিই শুক্র (উজ্জ্বল), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত বলিয়া কথিত হন। (কঠ, ২।২।৮)

তোমাদের বিচার পদ্ধতি ত বড়ই চমৎকার। কঠ শ্রুতির ২।২।৮ মন্ত্রের অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতেছ। সমস্ত মন্ত্রটি দেখ ত। শ্রুতি স্পষ্টই বলিতেছেন যে, স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের যিনি স্রষ্টা, তিনিই উজ্জ্বল ব্রহ্ম—অমৃত স্বরূপ। শ্রুতি স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য মাত্রের স্রষ্টাকে স্পষ্টতঃ 'ব্রহ্ম' বলিতেছেন; জীবের উল্লেখমাত্র নাই। সমস্ত মন্ত্রটির অর্থ উপলব্ধি না করিয়া নিজের সুবিধামত অংশমাত্র উল্লেখ করা বড়ই অসঙ্গত।

প্রজাপতির উপদেশ মত জীবকে "সত্যসংকল্প" (ছাঃ ৮।৭।১) বলিয়া তদ্দ্বারা স্বপ্নদৃশ্যের সৃষ্টি সম্ভব বলিয়া আপত্তি করিয়াছ। জীব স্বরূপতঃ "সত্য-সংকল্প" বটে; কিন্তু সংসার-দশায় উক্ত সত্যসংকল্পত্ব সম্পূর্ণরূপে অনভিব্যক্ত থাকায়, জীবের দ্বারা আশ্চর্য্যরূপ স্বপ্নদৃশ্য জালের সৃষ্টি সম্ভব হয় না। পরম মায়াবী পরমেশ্বরের দ্বারাই ইহা সম্ভব। এ সৃষ্টিতে পঞ্চ মহাভূত প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। মায়াই এই সৃষ্টির উপকরণ, এবং এই মায়া মায়াধীশ পরম ব্রহ্মেরই ক্রীড়া পুত্তলিকা। তিনিই ইহা দ্বারা স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইহা প্রতিপাদনের জন্য সূত্রকার সিদ্ধান্ত সূত্র স্থাপন করিতেছেন :—

সূত্র :—৩।২।৩।

মায়ামাত্রং তু কাৎ´স্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ॥ ৩।২।৩॥

মায়ামাত্রং + তু + কাৎ´স্ন্যেন + অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ॥

মায়ামাত্রং :—কেবলই মায়া, মিথ্যা। **তু :**—পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ। **কাৎ´স্ন্যেন :**—সম্পূর্ণরূপে। **অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ :**—যেহেতু স্বরূপ অভিব্যক্ত হয় না।

স্বপ্ন-দৃশ্যাবলী-সৃষ্টি মায়া মাত্র। জাগ্রৎ দৃশ্যাবলীর ন্যায় উহার ব্যবহারিক সত্তাও নাই, এবং জাগ্রৎ দৃশ্য পদার্থের ন্যায় দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য স্বাপ্ন-পদার্থে সম্ভাবিত নহে। জাগ্রৎ-দৃশ্য পদার্থ সকল, যেমন সেই দেশে ও সেই কালে বর্ত্তমান সমুদায় ব্যক্তিরই দর্শনযোগ্য, স্বপ্ন-দৃশ্য সেরূপ নহে, উহারা কেবল স্বপ্নদ্রষ্টা কর্ত্তৃকই দৃশ্যমান। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার দ্বারাই স্বপ্ন দৃশ্যাবলী সৃষ্টি সম্ভব, কেননা, পূর্ব্বোক্ত অত্যাশ্চর্য্য স্বাপ্ন-সৃষ্টি সংসারাবদ্ধ আবৃত-স্বরূপ অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। পরম মায়াবী পরমেশ্বরই উহার স্রষ্টা।

৩।২।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৩।৩১ শ্লোকে জীবকে স্বপ্ন দৃশ্যাবলীর ভোক্তাই বলা হইয়াছে, কর্ত্তা বলা হয় নাই। অতএব উক্ত শ্লোক প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির পোষক নহে।

জীব স্বরূপতঃ সত্য-সংকল্পত্বাদি গুণবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যতদিন জীব মনোরূপ উপাধিতে অভিমানী, ততদিন সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনোবিলাস হইতে নিবৃত্তি নাই। সমুদায় ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে তবে জীবের স্বরূপ-বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। তখন মনোরূপ উপাধিতে অভিমান তিরোহিত হওয়ায়, বাসনা, যাহা মনোবিলাস মাত্র, তাহা বর্ত্তমান থাকে না; সুতরাং, স্বপ্নে বাসনাময় ভোগ, যাহা ভাগবতের ১১।১৩।৩১ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা স্বরূপ প্রাপ্ত জীবের পক্ষে সম্ভবই নহে।

সুখমস্যাত্মনো রূপং সর্ব্বেহোপরতিস্তনুঃ।
মনঃ সংস্পর্শজান্ দৃষ্ট্বা ভোগান্ স্বপ্স্যামি সংবিশন্॥
ভাগঃ ৭।১৩।২৩

—জীব সুখ স্বরূপ, যখন সর্ব্বক্রিয়া নিবৃত্তি হয়, তখন ঐ রূপ আপনা হইতে প্রকাশ পায়। ভোগসকল মনোরথ মাত্র বিবেচনা করিয়া নিরুদ্যম হইয়া আমি শয়ন করিয়া থাকি, এবং প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিয়া থাকি। ভাগঃ ৭।১৩।২৩

বিশেষতঃ, জাগ্রৎ-স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিতে যে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান থাকেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন :—

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্ন জাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সঞ্জীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥

ভাগঃ ১১।৩।৩৬

—পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ইহারা যাহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে। ভাগ: ১১।৩।৩৬

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, জীব স্বাপ্ন-দৃশ্যাবলীর স্রষ্টা নহে। পরমেশ্বরই উহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা। সে কারণ, তিনি যে সর্ব্বকারণ-কারণ, সর্ব্বকর্ত্তা এবং সে জন্য সকলের একমাত্র উপাস্য, এ প্রতিজ্ঞা অব্যাহতই রহিয়াছে।

ভিত্তি :—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" (ছান্দোগ্যঃ ৫।২।৯)

—যদি কোনও কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্ন দর্শনের ফলে কর্ম্মের সাফল্য জানিবে। (ছাঃ ৫।২।৯)।

সংশয় :—আকাশাদি দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্ন সৃষ্টির ব্যবহারিক সত্বাও নাই বলিয়াছি ; তাহা হইলে ত স্বাপ্ন সৃষ্টি ঐকান্তিক মিথ্যা। এ প্রকার ঐকান্তিক মিথ্যা সৃষ্টির কারণ কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৪।

সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ॥ ৩।২।৪॥

সূচকঃ + চ + হি + শ্রুতেঃ + আচক্ষতে + চ + তদ্বিদঃ॥

সূচকঃ :—সূচক, শুভাশুভ জ্ঞাপক। **চ :**—ও। **হি :**—নিশ্চয়ই। **শ্রুতেঃ :**—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র হইতে। **আচক্ষতে :**—বলিয়া থাকেন। **চ :**—ও। **তদ্বিদঃ :**—স্বপ্নতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

স্বাপ্ন পদার্থে দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধ-রাহিত্য বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া উহা মিথ্যা বলা হইয়াছে, সত্য, কিন্তু উহারও ব্যবহারিক উপযোগিতা আছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, উহা ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সূচক। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র (ছাঃ ৫।২।৯) ইহার প্রমাণ। স্বপ্ন তত্ত্ববিদ্‌গণও ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন।

কংসও আসন্ন মৃত্যুসময়ে স্বপ্নকালে অমঙ্গল-সূচক দৃশ্যাদি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবতে বর্ণিত আছে, যথা :—

স্বপ্নে প্রেত-পরিষঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যঙ্গো দিগম্বরঃ॥ ভাগঃ ১০।৪২।৩০

—(কংস স্বপ্নে দেখিলেন যেন) :—মৃত লোকের সহিত তাঁহার আলিঙ্গন হইল, কখনও যেন গর্দ্দভ বাহিত যানে গমন, কখনও যেন মৃণাল ভক্ষণ হইল, কখনও যেন এক ব্যক্তি দিগম্বর ও তৈলসিক্ত হইয়া জবাকুসুমের মাল্য

ধারণ পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট দিয়া গেল। এই সবগুলিই অশুভসূচক। ভাগঃ ১০।৪২।৩০

জীব যদি স্বপ্নের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেন, তাহা হইলে নিজের অনিষ্ট সূচক স্বপ্ন সৃজন করিবেন কেন? কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা করেন না। অতএব, জীব স্বপ্নের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন।

[এই সূত্রটি শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব ৩।২।৩ সূত্রের পর সন্নিবেশ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য—ইহা ৩।২।৫ সূত্রের পরে স্থাপন করিয়াছেন। অর্থের বিভিন্নতা নাই। অধিকাংশ আচার্য্যগণের মতে, ৩।২।৪ সূত্ররূপে ব্যবহৃত হইল।]

শ্রুতি :—

(১) "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৬।১৬)

—সেই ব্রহ্ম প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞের নিয়ন্তা, গুণেশ এবং জীবের সংসার, মোক্ষ, স্থিতি এবং বন্ধের কারণ। (শ্বেতাঃ ৬।১৬)

(২) "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি ॥"

(তৈত্তিঃ ২।৭।২)

—এই জীব যখনই অদৃশ্য, অনাত্ম্য, অনিরুক্ত, অনিলয়ন (অন্যত্র অনাশ্রিত) এই পরব্রহ্মে সর্ব্বভয় নিবারক প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখনই সেই জীব অভয় প্রাপ্ত হয়। আর যখন ইহাতে অল্পমাত্রও ভেদ বুদ্ধি করে, তখন তাহার ভয় হইয়া থাকে। (তৈত্তিঃ ২।৭।২)

(৩) "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" ॥ (তৈত্তিঃ ২।৮।১)।

—ইহার ভয়ে বায়ু নিয়মিতভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। (তৈত্তিঃ ২।৮।১)

সংশয় :—৩।২।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৭।১ মন্ত্রে জীব সম্বন্ধে অপহতপাপ্নত্বাদি, সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ কথিত হইয়াছে। তোমরাও ২।৩।১৯ সূত্রে জীব জ্ঞাতা, এবং ২।৩।৪৩ সূত্রে জীব—ব্রহ্মাংশ বলিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ। লৌকিক দেখা যায় যে, বহ্নির ক্ষুদ্র অংশ বিস্ফুলিঙ্গে বহ্নির ন্যায় দাহিকা শক্তি বিদ্যমান। তবে ব্রহ্মাংশ জীবে সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বাবস্থায়, সত্য-সংকল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকিবে না কেন? এবং জীবই কেন বা স্বাপ্ন বিষয়ের স্রষ্টা হইবে না? এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৫।

পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥ ৩।২।৫ ॥

পরাভিধ্যানাৎ + তু + তিরোহিতং + ততঃ + হি + অস্য + বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥

পরাভিধ্যানাৎ ঃ—পরব্রহ্মের অভিধ্যান বা সংকল্প নিমিত্ত। **তু** ঃ—আপত্তি নিরসন সূচক। **তিরোহিতং** ঃ—আবৃত বা অবরুদ্ধ। **ততঃ** ঃ—তাঁহা হইতে—তাঁহারই সংকল্প হইতে। **হি** ঃ—নিশ্চয়ে। **অস্য** ঃ—জীবের। **বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ** ঃ—সংসারে বন্ধ ও তাহা হইতে মোক্ষ।

জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মাংশ বটে, এবং জীবের স্বরূপে ব্রহ্মধর্ম্ম বিদ্যমান, সন্দেহ নাই। পরম পুরুষ পরমেশ্বরের সংকল্প বশতঃই কর্ম্মাপরাধ যুক্ত জীবের সেই স্বাভাবিক রূপ আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই পরব্রহ্মের ইচ্ছানুসারেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ ঘটিয়া থাকে। পরব্রহ্মের ইচ্ছাই জগৎ-বৈচিত্র্যের নিয়ম-শৃঙ্খলা। এই নিয়মানুসারে জগৎ ব্যাপার পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহার ব্যতিক্রম নাই। এই নিয়মের বলেই জীব নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে বদ্ধ। এবং এই নিয়মের বলেই জীব ক্রমোন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ সংসার হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। এই নিয়মের বলেই পবন সঞ্চারমান হইতেছে, দিনের পর দিন সূর্য্য যথাসময়ে উদিত হইয়া জগৎ উদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে, পর্জ্জন্য বারিবর্ষণ করিয়া জীবের অন্ন সংস্থান করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা জীবের জনন, পোষণ, বর্দ্ধন ও মরণ সংঘটিত হইতেছে। এ নিয়মের ব্যভিচার নাই। ইহার উল্লঙ্ঘনের প্রয়াস করিলেই রোগ, শোক, তাপ প্রভৃতি শাস্তি ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। জীবের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই নিয়মের অধীনে থাকিয়াই, জীবের স্বরূপ লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহা পরে বিবৃত হইবে।

ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জীব স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, ঈশ। স্বরূপতঃ তাহার বন্ধ মোক্ষ নাই। পরম পুরুষের সংকল্প বশতঃ, জীব, ক্রিয়মাণ কর্ম্মে প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব, অভিমান বশতঃ আপনাতে আরোপ করিয়া কর্ত্তা সাজিয়া বসেন, তাহাতেই তাহার সংসার বন্ধন। ভাগঃ ৩।২৬।৬-৭

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৬

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৬।৭

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে—জীব ব্রহ্মাংশ। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ব্রহ্মশক্তি এবং উভয়ই অনাদি, উভয়ই মায়া দ্বারা পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। ব্রহ্মাংশ জীব অনাদি অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং অনাদি বিদ্যালাভ করিলেই তাঁহার মুক্তি। ভাগঃ ১১।১১।৩-৪

বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাগঃ ১১।১১।৩
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদোবদ্যয়াচ তথেতরঃ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪

—এই বিদ্যালাভের এবং তাহা হইতে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায়, শ্রীভগবানের চরণে ঐকান্তিকী দৃঢ়া ভক্তি। উক্ত ভক্তি দ্বারা গুণকর্ম্ম সম্ভূত চিত্তমল প্রক্ষালিত হয়, এবং তাহা হইলে নির্ম্মল চক্ষুর নিকট সূর্য্য প্রকাশের ন্যায়, বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। ভাগঃ ১১।৩।৪১।

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্গুণ কর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদযথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ॥

ভাগঃ ১১।৩।৪১

—এই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইলে, বা অখিলাত্ম রূপে ভগবান্‌কে ধারণা করিতে পারিলে, হৃদয়গ্রন্থি স্বরূপ অহঙ্কার রূপ উপাধি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সমুদায় সংশয়ের অবসান হয়, এবং সমুদায় কর্ম্ম (প্রারব্ধ ব্যতীত) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এক কথায়, পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।২০।৩০

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২০।৩০

ইহার পর আর কিছু করণীয় থাকে না। জীবের সংসারে গতাগতির উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে। ইহাই জীবের অভয় প্রতিষ্ঠা বা অমৃতত্ব লাভ। ইহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, পরব্রহ্মের সংকল্প বা ইচ্ছা বশতঃই জীবের অনন্ত কোটি জন্মকৃত কর্ম্মের জন্য স্বরূপাবরণ এবং সংসারে বন্ধন ঘটিয়া থাকে, এবং তাঁহার ইচ্ছা বশতঃই আবার স্বরূপানুভূতি এবং

সংসার হইতে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই সংকল্পই সৃষ্টি, একের বহু হইবার ইচ্ছা, এবং সে কারণ প্রকৃতির উপর ঈক্ষণ। ইহাই মূল স্পন্দন, ইহাই মূল ক্রিয়া, ইহারই অনুস্পন্দনে বিশ্ব ব্যাপার স্পন্দিত, সংঘটিত, নিয়মিত ও পরিচালিত হইতেছে। যত কিছু কার্য্য, গতি, বেগ, বৃদ্ধি, হ্রাস, জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, কষ্ট, শোক, তাপ, সুখ, আনন্দ প্রভৃতি জগতে যা কিছু দেখা যায়, তাহার মূলে এই সংকল্প। ইহাই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলতত্ত্ব।

বৈচিত্র্যের মূলতত্ত্ব।

সংশয়ঃ—পরম পুরুষের সংকল্প জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য আবরণ করতঃ স্বরূপ তিরোধান করিয়া থাকে, বলিলে। তাহা কি প্রকারে সংসাধিত হয়? ইচ্ছা মাত্রেই হয়, অথবা, কোনও উপায় দ্বারা উহা সম্পাদিত হয়? লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, লোকে কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবামাত্রই তাহা সম্পাদিত হয় না। উহার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া সাধন বিশেষ অবলম্বন করিলে তবে তাহা সম্পাদিত হয়; যেমন, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করিবার জন্য উপাদান মৃত্তিকা, এবং সাধন কুলালাদির সাহায্য অপেক্ষা করে, শুধু চিন্তামাত্রেই ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না। সেইরূপ জীবের স্বরূপ তিরোধান কি প্রকারে সাধিত হয়? ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্রঃ—৩।২।৬।

দেহযোগাদ্বা সোঽপি॥ ৩।২।৬॥

দেহযোগাৎ + বা + সঃ + অপি॥

দেহযোগাৎঃ—দেহযোগ বশতঃ। **বা**ঃ—বিকল্পে। **সঃ**ঃ—তাহা, জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি শক্তির আবরণ। **অপি**ঃ—ও।

সূত্রস্থ 'দেহ' শব্দে যে স্থূল শরীর মাত্রকে বুঝাইতেছে, তাহা নহে। উহা সূক্ষ্মশরীর, কারণশরীর—এমন কি প্রলয়কালে নামরূপে অবিভক্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কর্ম্মবীজভূত অচিৎ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। **সূত্রটির সরলার্থ এই ঃ—সৃষ্টি সময়ে দেব-মনুষ্যাদি শরীরের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ এবং প্রলয়কালে নামরূপ বিভাগানর্হ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অচিৎ পদার্থ সম্বন্ধ বশতঃ জীবের সেই স্বাভাবিক শক্তির তিরোভাব হইয়া থাকে।**

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে॥ ভাগঃ ১১।১১।১০

—অজ্ঞানী লোক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম দ্বারা গঠিত—অদৃষ্ট হইতে প্রাপ্ত এই বর্ত্তমান দেহে প্রকৃতির গুণ দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্মে "কর্ত্তা" অভিমান করতঃ, বদ্ধ হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১১।১০

তত্ত্বতঃ, জীব ব্রহ্মের শক্তি বিধায় ব্রহ্মেরই স্বরূপ। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপে বিষয়ের সহিত সংগ্রথিত চিত্ত বা বুদ্ধি, জীবের স্বরূপ নহে। উহারাই জীবের স্বরূপের আবরক। উহারাই উপাধিরূপে জীবকে বেষ্টন করিয়া থাকে।

গুণেষ্বাবিশতে চেতো গুণাশ্চেতসিচ প্রজাঃ।
জীবস্য দেহ উভয়ং গুণাশ্চেতো মদাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৪
গুণেষু চাবিশচ্চিত্তমভীক্ষ্ণং গুণসেবয়া।
গুণাশ্চ চিত্তপ্রভবা মদ্রূপ উভয়ং ত্যজেৎ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৫

—হে পুত্রগণ! অন্তঃকরণ বিষয়ে প্রবিষ্ট হয়, এবং বিষয় সকলও অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু বিষয় ও অন্তঃকরণ উভয়ই মদাত্মক জীবের অধ্যস্ত দেহ মাত্র। ভাগঃ ১১।১৩।২৪

—অতএব, পুনঃ পুনঃ বিষয়সেবা দ্বারা তৎসংস্কার বশতঃ বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত এবং বাসনা রূপে চিত্ত হইতে উদ্‌ভূত বিষয়সকল, এই উভয়ই, আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া পরিত্যাগ করিবে।

ভাগঃ ১১।১৩।২৫

এ প্রসঙ্গে ৩।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।৩১।৪৩-৪৪ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১১৫১-২)।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, জীবের স্বরূপ আবরক দেহ ইহলোক ও পরলোকে জীবের সহিত গমনাগমন করিয়া থাকে, এবং প্রলয়ে জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্ম সকল, বীজ, সংস্কার, বৃত্তি, শক্তি, প্রবৃত্তি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অচিৎ পদার্থরূপে জীবের বেষ্টনী স্বরূপ হইয়া শ্রীভগবানে লীন থাকে, আবার সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবদিচ্ছায় উহারা উদ্বোধিত হইয়া কার্য্যশীল হইয়া থাকে।

২। তদভাবাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

(১) "যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নং ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি……।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।৬।৩)

—এই সমস্ত জীব যখন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়া এবং সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিয়া কোনও প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই সমস্ত নাড়ীতে সংসৃষ্ট হয়। (ছাঃ ৮।৬।৩)

(২) "অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভি-প্রতিষ্ঠন্তে, তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে।" (বৃহঃ ২।১।১৯)

—অতঃপর যখন সুষুপ্ত হয়, তখন কাহারও সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তখন হিতা নামক যে ৭২০০০ (বাহাত্তর হাজার) নাড়ী হৃদয় হইতে পুরীতৎ অভিমুখে চলিয়াছে, সেই সমুদায় নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়া পুরীততে শয়ন করিয়া থাকে। (বৃহঃ ২।১।১৯)

(৩) "যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সংপন্নো ভবতি।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৮।১)

—পুরুষ সে সময় সুপ্ত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে, হে সোম্য, তখন সৎ স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। (ছাঃ ৬।৮।১)

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৬।৩ মন্ত্রে সুষুপ্ত পুরুষ নাড়ীতে অবস্থান করে, উক্ত আছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।১।১৯ মন্ত্রে উক্ত সুষুপ্ত পুরুষ পুরীততে অবস্থান করে, উল্লিখিত আছে। পুরীতৎ শব্দ—পুরি+তন্+ক্বিপ্, হইতে নিষ্পন্ন। ইহার ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ—পুরিঃ শরীরং তনোতি ইতি—হৃদয় বেষ্টনী বা অন্ত্র। অতএব বৃহদারণ্যক শ্রুতি মন্ত্রে সুষুপ্ত পুরুষ অন্ত্রে অবস্থান করে। আবার ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৮।১ মন্ত্রে উক্ত সুষুপ্ত পুরুষ পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়, স্পষ্ট কথিত আছে। তিন স্থানে তিন প্রকার উক্তি শ্রুতিতেই দেখা যাইতেছে। সুতরাং সহজেই সন্দেহ হয় যে, 'বাস্তবিক সুষুপ্ত পুরুষ সুষুপ্তির সময় কোথায় অবস্থিতি করে—নাড়ীতে, পুরীততে, অথবা ব্রহ্মে? সুষুপ্ত পুরুষের এক কালে তিন জায়গায় অবস্থানের সম্ভাবনা না থাকায়,

উহাদের মধ্যে একস্থানেই অবস্থান সম্ভব ; সেই স্থান কোনটি ? অথবা যদি উক্ত তিন স্থান সম্বন্ধে বিকল্প সম্ভব না হয়, তবে কি সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে— অর্থাৎ, নাড়ীতে সুষুপ্তি আরম্ভ, পুরীততে তাহার পুষ্টি, এবং আত্মা বা ব্রহ্মে তাহার সমাপ্তি—এই প্রকার বুঝিতে হইবে ? এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র—৩।২।৭।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৩।২।৭ ॥

তদভাবঃ + নাড়ীষু + তচ্ছ্রুতেঃ + আত্মনি + চ ॥

তদভাবঃ ঃ—স্বপ্নের অভাব বা সুষুপ্তি। **নাড়ীষু** ঃ—নাড়ীগণের মধ্যে। **তচ্ছ্রুতেঃ** ঃ—তদ্বিষয়ে শ্রুতি হইতে। **আত্মনি** ঃ—আত্মাতে বা ব্রহ্মে। **চ** ঃ—ও।

স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষের অবস্থান, নাড়ীতে এবং আত্মাতেও হয়, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত আছে। উহাদের বিকল্প নির্দেশ করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে। উহাদের সমুচ্চয় অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের সহায়ক —ইহাই নির্দেশ করা শ্রুতির অভিপ্রায়। যেমন কোনও ব্যক্তি দ্বার পথে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া, তদন্তর্গত পর্যাঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হয়, সেইরূপ জীব নাড়ীপথে পুরীততে প্রবেশ করিয়া পর্য্যঙ্ক রূপ আত্মায় শয়ন বা অবস্থান করিয়া সুষুপ্তি অনুভব করে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়, এবং ইহাই সিদ্ধান্ত। **সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে, জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মেই অবস্থান করে, বুঝিতে হইবে। নাড়ী এবং পুরীতৎ আত্মায় প্রবেশ করিবার উপায় বা সাধন মাত্র।**

এ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক। ৩।২।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৩।৩১ শ্লোকে আছে—"**সুষুপ্ত উপসংহরতে**"—সুষুপ্তিতে উপসংহার করেন—অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম (বাহ্য-আন্তর) সমুদায় বিষয় অজ্ঞানে লীন করেন ; সুতরাং, তৎকালে সে সকলের কোনও প্রকার জ্ঞান থাকে না।

—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ইহারা বুদ্ধির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কার্য্যমাত্র। জীব উহাদের সকল হইতে ভিন্ন, কেবল সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান।

ভাগঃ ১১।১৩।২৬

জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৩।২৬

—সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে জাগরণে জাগ্রৎ, রজোগুণের প্রাধান্যে স্বপ্ন এবং তমোগুণের প্রাধান্যে সুষুপ্তি; কিন্তু ইহাদের হইতে পৃথক্ তুরীয় তত্ত্ব এই তিন অবস্থাতেই সন্তত। ভাগঃ ১১।২৫।১৯

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসঃ স্বপ্নমাদিশেৎ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তো স্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্॥ ভাগঃ ১১।২৫।১৯

শ্রীভগবান্ আপনাকে চতুর্ধা বিভক্ত করিয়া চতুর্ব্যূহ রূপে স্ব স্ব বিভূতি দ্বারা এই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্ত্তিব্যূহেঽভিধীয়তে॥ ভাগঃ ১২।১১।১৮

স বিশ্বস্তৈজস প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে॥ ভাগঃ ১২।১১।১৯

—হে ব্রহ্মন্! একই পুরুষ চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তিতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামে কথিত হন। সেই এক ভগবানই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং এতত্ত্রয়াতীত তুরীয় অবস্থায় বাহ্য বিষয়, মনঃ, বাহ্যান্তর সংস্কার এবং জ্ঞান দ্বারা যথাক্রমে বিশ্ববৃত্তির নিয়ন্তা সঙ্কর্ষণ, তৈজস বৃত্তির নিয়ন্তা প্রদ্যুম্ন, প্রাজ্ঞ বৃত্তির নিয়ন্তা অনিরুদ্ধ, এবং তুরীয় বৃত্তির নিয়ন্তা বাসুদেব রূপে উপাসনীয়। ভাগঃ ১২।১১।১৮-১৯

ভাগবত ধর্ম্মে পরমাত্মায় চতুর্ব্যূহরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থা চতুষ্টয়ের নিয়ন্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই চারিতে এক ও একে চারি। পরস্পরে সম্পূর্ণ অভেদ, প্রত্যেকেই পূর্ণ সৎস্বরূপ, চিৎ স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ।

এই সকল শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইল যে, জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও ও সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকে এবং এই সকল অবস্থাতে শ্রীভগবান্ তাহার অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জাগ্রৎ অবস্থায় সঙ্কর্ষণরূপে, স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্ন রূপে, সুষুপ্তি অবস্থায় অনিরুদ্ধরূপে এবং তুরীয় অবস্থায় বাসুদেব

রূপে জীবের অন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং, জীব সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারই নিয়ন্ত্রণে ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। একই পরম পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়েন মাত্র। ইহা সাধকগণের উপাসনার সুবিধার জন্য। অতএব বুঝা গেল যে, সকল অবস্থাতেই জীব ভগবানে অবস্থান করে। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনোবিলাস বর্ত্তমান থাকায় ভগবানে অবস্থিতি অনুভবগোচর হয় না। সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায়, উহা অনুভবগোচর হয়। সুষুপ্তির পর জাগরণে সুখনিদ্রার অনুভব, আনন্দের অনুভূতি, কর্ম্মক্লান্তির উপরম এবং নূতন শক্তিলাভ—এই অবস্থিতির সাক্ষ্য প্রদান করে। সুষুপ্তির সমষ্টি নাম প্রাজ্ঞ। অনিরুদ্ধ ইহার নিয়ন্তা বলিয়া, তিনিও প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এইজন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৩।২১ মন্ত্রে উক্ত আছে:—"এবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্।" বৃহঃ ৪।৩।২১।—সুষুপ্তি অবস্থায় এই পুরুষ প্রাজ্ঞের সহিত সংমিলিত হইয়া বাহ্য ও আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না।

অতএব, সিদ্ধ হইল, সুষুপ্তি অবস্থায় জীব প্রাজ্ঞ পরমাত্মায় অবস্থান করেন।

ভিত্তি :—

"সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।১০।২)

—জীবগণ সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে আসিয়া বুঝিতে পারে না যে, আমরা সৎ হইতে আগমন করিতেছি। (ছাঃ ৬।১০।২)

আরও দেখ, শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে উল্লেখ আছে যে, জীবের সুষুপ্তির পর জাগরণ ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই জীবের সুষুপ্তির স্থান। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র ইহার প্রমাণ। এই বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৮।

অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৩।২ ৮ ॥

অতঃ + প্রবোধঃ + অস্মাৎ ॥

অতঃ :—এই হেতু, ব্রহ্ম সুষুপ্তি স্থান বলিয়া। **প্রবোধঃ** :—জাগরণ। **অস্মাৎ** :—ইহা হইতে—ব্রহ্ম হইতে।

যে হেতু ব্রহ্মই সুষুপ্তি স্থান, সে কারণ জাগরণও ব্রহ্ম হইতেই হইয়া থাকে। ইহা শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, বিশ্ব পরমাত্মার দ্বারাই চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করিতে সমর্থ নয়। জীব নিদ্রিত হইলে, তিনি জাগরিত থাকেন, তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কেহ জানে না। ভাগঃ ৮।১।৭

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্ত্তিশয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ ॥ ভাগঃ ৮।১।৭

—জীব তাঁহাকে জানে না, কিন্তু তিনি প্রত্যেক জীবকে জানেন। তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু কেহই বা কাহারও চক্ষুঃ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। দৃশ্য প্রপঞ্চ নাশে প্রপঞ্চের দর্শনকারীর চাক্ষুষ জ্ঞান নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান বিনষ্ট হয় না। প্রকাশ্য বস্তুর নাশে কি সূর্য্যের প্রকাশ বিনষ্ট হয়? সেইরূপ যে জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় পদার্থ উদ্ভাসিত, তত্তৎ পদার্থ

নাশে কি সেই স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের নাশ হয়? তিনি সকল ভূতের অন্তর্য্যামী অথচ অসঙ্গ, তিনি জীবের চিরসহায় এবং একমাত্র ভজনীয়। ভাগঃ ৮।১।৯

যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য নরিষ্যতি।
তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবতঃ॥ ভাগঃ ৮।১।৯

তিনি ভূত-নিলয়—সকল ভূত তাঁহার আশ্রয়েই সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তিনি জীবের চির সহচর—একই দেহরূপ বৃক্ষে দুইটি সুপর্ণ স্বরূপ। সুতরাং জীব, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতে তাঁহাতেই অবস্থিতি করে। অতএব জাগরণ যে তাঁহা হইতেই ইহা কি আর বলিতে হইবে?

পৃথিবীর গর্ভে মহামূল্য রত্নের আকর বর্ত্তমান। আমি, তুমি, সর্ব্বমানব, স্ব-স্ব কার্য্যানুরোধে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উক্ত আকরের উপর দিয়া প্রতিদিন কত শতবার বিচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কেহই উক্ত মহামূল্য রত্নাকরের সন্ধান পাই না। উহার সন্ধান পাইতে হইলে খনিজ বিদ্যা পারদর্শী বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন। সেইরূপ আমরা সকলেই প্রতিদিন সুষুপ্তি অবস্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরব্রহ্মে অবস্থান করি, এবং তাঁহার আশ্রয় হইতেই জাগ্রদবস্থায় পুনরায় উপনীত হই। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে জানিতে পারি না, অথবা তাঁহাতে অবস্থিত ছিলাম ইহা বুঝিতে পারি না। তাহা জানিতে বা বুঝিতে হইলে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, এই বিশেষজ্ঞই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু।

৩। কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধ্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্‌যদ্‌ ভবন্তি তদা ভবন্তি ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৬।১০।২)

—তাহারা (সুপ্ত জীবগণ) এখানে (জাগ্রদবস্থায়) ব্যাঘ্র বা সিংহ বা বৃক বা বরাহ বা কীট বা পতঙ্গ বা ডাঁশ বা মশক—যে যাহা থাকে, সুষুপ্তি ভঙ্গের পরও তাহারা তাহাই হইয়া থাকে।

(ছাঃ ৬।১০।২)

২। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" (বৃহদাঃ ১।৪।১৫)।

—আত্মা স্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে। (বৃহদাঃ ১।৪।১৫)

সংশয় :—সুষুপ্তি ভঙ্গের পর প্রবোধ সময়ে কি সুষুপ্ত জীবই ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হয়, অথবা অপর কেহ? সুষুপ্ত জীব যখন সর্ব্বপ্রকার উপাধি রহিত হইয়া, বাহ্য-আন্তর জ্ঞান হারাইয়া ব্রহ্মেতেই লীন থাকে (৩।২।৭ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৬।৮।১ ও ৮।৬।৩ মন্ত্রই ইহার প্রমাণ), তখন মুক্ত পুরুষের সহিত তাহার বৈলক্ষণ্য না থাকায়, এবং সুষুপ্তির পূর্ব্বকালীন শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ না থাকায়, যে জীব সুষুপ্ত হইয়াছিল, প্রবোধকালে তাহার উত্থান সম্ভব হয় না—পরন্তু, অপর কোনও জীবই উত্থিত হয়। এ প্রকার সংশয় কল্পনা করিয়া, তাহা নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৯।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥ ৩।২।৯ ॥

সঃ + এব + তু + কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥

সঃ :—সুষুপ্ত পুরুষ। **এব :**—নিশ্চয়। **তু :**—আপত্তি নিরসন সূচক। **কর্ম্মানুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ :**—কর্ম্ম, আমিই সেই পুরুষ এই প্রকার স্মরণ, শব্দ—শ্রুতি, এবং বিধি—শাস্ত্রীয় বিধি, হইতে।

সেই সুষুপ্ত পুরুষই প্রবোধ সময়ে পুনর্ব্বার উত্থিত হয়, তাহার কারণ (১) সুষুপ্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিজ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, (২) সুষুপ্তি

ভঙ্গের পরও "আমি সেই লোক, সুখে নিদ্রিত ছিলাম, এবং কিছুই জানিতে পারি নাই"—এই প্রকার অনুস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে, (৩) সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যাহা থাকে, সুষুপ্তি ভঙ্গের পরও সে তাহাই হয়, ইহা শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে। (৪) সুষুপ্তিতেই যদি ঐকান্তিক ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ সংঘটিত হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে মোক্ষ সাধনের উপদেশ সমুদায়ের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকিত না—মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে যে রূপ **"পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে।"** (ছান্দোগ্যঃ ৮।৩।৪)—"পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে অবিভ্যক্ত হন"—ইত্যাদি যাহা উক্ত আছে, সুষুপ্ত পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ কিছু উল্লেখ নাই। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, সুষুপ্ত জীব মুক্ত না হইয়াই, সংসারে বদ্ধ জীবই পূর্ব্ববৎ থাকে, কেবল সাময়িক বিশ্রামের জন্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বিরহিত হইয়া, পরমাত্মায় অবস্থান করতঃ বিশ্রাম ভোগ করে। ইন্দ্রিয় ব্যাপার বিরহিত হয় বলিয়া বিষয়ের উপলব্ধি এবং ভোগাদি কর্ম্ম সাময়িক স্থগিত থাকে মাত্র। জাগরণ হইলেই আবার ইন্দ্রিয়-ব্যাপার, বিষয় উপলব্ধি এবং ভোগ আরম্ভ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয়গণ ও অহঙ্কার বিলীন হইলে যদি কূটস্থ অবিকারী আত্মা না থাকেন, তাহা হইলে অনুস্মৃতি সম্ভব হইত না। এই আত্মা যদি স্ব স্বরূপভাবে প্রাপ্ত পরব্রহ্মের তটস্থা শক্ত্যংশ এবং সে কারণ পরব্রহ্ম হইতে অভেদাত্মক হইত, তাহা হইলেও অনুস্মৃতি সম্ভব হইত না। অনুস্মৃতি—বুদ্ধির বৃত্তি। সুতরাং সুষুপ্ত অবস্থায় বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপ-প্রাপ্ত হয় নাই—উহার ক্রিয়া স্থগিত ছিল মাত্র। অতএব যে জীব সুষুপ্ত হইয়াছিল, সেই জাগ্রত হয়।

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণোহি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদেন্দ্রিয়গণেঽহমিচ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪০

—অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চতুর্ব্বিধ জীব শরীরে অবিকারীরূপে প্রাণ অনুবৃত্ত হয়েন। সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয়গণ অবসন্ন ও অহঙ্কার প্রসুপ্ত হইলে, কূটস্থ আত্মা অবিকারীভাবে অনুবৃত্ত হয়েন।

এ কারণ, সুষুপ্তিভঙ্গের পর অনুস্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়া থাকে।
ভাগঃ ১১।৩।৪০

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুষুপ্ত অবস্থায় বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপপ্রাপ্ত হয় না। বুদ্ধির ক্রিয়ামাত্র লোপপ্রাপ্ত হয় এবং বুদ্ধি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ কূটস্থ আত্মার আশ্রয়ে বর্ত্তমান থাকে। **সুতরাং যাঁহার সুষুপ্তি—তাঁহারই জাগরণ বুঝা গেল। অন্য কথায়—উহা বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত আত্মা—কূটস্থ আত্মা নহে। কূটস্থের জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নাই।**

৩।১।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৩।৩১ শ্লোক এই একই তত্ত্ব প্রমাণ করে। একই জীব—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে অনুবৃত্ত হয়েন। সুতরাং সুষুপ্তির পরও সেই একই জীবের পুনরায় জাগরণ হয়।

যাহার সুসুপ্তি তাহারই যে প্রবোধ, তাহা ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।

> যথা হ্যপ্রতিবুদ্ধস্য প্রস্বাপো বহ্বনর্থভৃৎ।
> স এব প্রতিবুদ্ধস্য ন বৈ মোহায় কল্পতে॥ ভাগঃ ১১।২৮।১৫
>
> —যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে প্রস্বাপ—স্বপ্ন-বহু অনর্থ উৎপাদন করে, কিন্তু সেই পুরুষ পুনরায় জাগ্রত হইলে উহা আর তাহার মোহ কল্পনা করে না। ভাগঃ ১১।২৮।১৫

একই জীবের সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের প্রাবল্য বশতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা হয়, ইহা ৩।২।৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৫।১৯ শ্লোক দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। ইহা যখন গুণের ইতর বিশেষ হইতে উৎপন্ন, তখন সুষুপ্তির পর জাগরণ, সত্ত্বগুণের প্রাবল্যের কারণ হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। অতএব, একই জীব যে এই তিন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে এবং সুষুপ্তির পর আবার সেই জীবেরই জাগরণ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যেমন একটি লবণ জল পূর্ণ পাত্রের মুখ দৃঢ় বদ্ধ করিয়া সুমিষ্টজল পূর্ণ গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করতঃ কতক্ষণ উহাতে নিমগ্ন রাখিয়া পরে উত্তোলন পূর্ব্বক উহার মুখের আবরণ অপসারিত করিলে, লবণ জলই পাত্রের অভ্যন্তরে পাওয়া যায়, গঙ্গার স্বাদু সুমিষ্ট জলের নিদর্শন পাওয়া যায় না, সেইরূপ জীব সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মে নিমগ্ন বা লীন হইলেও, পুনর্জাগরণে উহাতে ব্রহ্মভাব পরিলক্ষিত হয় না, পূর্ব্বের জীব ভাবই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জীব যে ব্যবহারিক জীব, তাহা বলাই বাহুল্য।

৪। **মুগ্ধাধিকরণ ॥**

সংশয় :—মূর্চ্ছাবস্থা কি সুষুপ্ত্যাদির অন্যতম অবস্থা, অথবা একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা? জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা এবং ইহাদের হইতে পৃথক্ মরণ রূপ চতুর্থ অবস্থার প্রসিদ্ধি আছে। মূর্চ্ছার ত কোনও উল্লেখ কোথাও নাই। ইহা কি উহাদের অন্তর্ভুক্ত কোনও অবস্থা বিশেষ অথবা একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ অবস্থা? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।১০।

মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ৩।২।১০ ॥

মুগ্ধে + অর্দ্ধসম্পত্তিঃ + পরিশেষাৎ ॥

মুগ্ধে :—মূর্চ্ছিতে। **অর্দ্ধসম্পত্তিঃ :—**অর্দ্ধেক অবস্থা। **পরিশেষাৎ :—** অন্যান্য অবস্থার প্রতিষেধ হইয়া যাইবার হেতু।

মূর্চ্ছাবস্থা—জাগ্রদবস্থা নহে, কারণ তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় জ্ঞান হয় না। জাগ্রদবস্থায় জীব একবিষয়াসক্ত হইয়া অন্য বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইলেও দেহ ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু মূর্চ্ছিতের দেহ মৃতের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত থাকে। অতএব, মূর্চ্ছা জাগ্রদবস্থা নহে। উহা স্বপ্নাবস্থাও নহে, কারণ, মূর্চ্ছাবস্থায় সংজ্ঞা থাকে না। মূর্চ্ছা সুষুপ্তি অবস্থাও নহে। সুষুপ্তি অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাস অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, মূর্চ্ছাবস্থায় তাহা হয় না, শ্বাস রুদ্ধ থাকে, অথবা অতি ক্ষীণভাবে বহিতে থাকে। সুষুপ্তের বদন সুপ্রসন্ন, নেত্র নিমীলিত, দেহ নিষ্কম্প ও শ্বাস প্রশ্বাস নিয়মিতভাবে থাকে। কিন্তু মূর্চ্ছাবস্থায় মুখ অনেক সময়ে ভীষণ দর্শন হয়, নেত্র বিস্ফারিত অনেক সময়ে দেখা গিয়া থাকে, এবং শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত ভাবে থাকে। মূর্চ্ছা মৃত্যুও নহে; কারণ অল্পাধিক উষ্মা, প্রাণক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং উক্ত চারি প্রকার সকল অবস্থার প্রতিষেধ হেতু, উহা সুষুপ্তির অর্দ্ধাবস্থা এবং অবস্থান্তরের অর্দ্ধাবস্থা মনে করিতে হইবে।

ইহা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের ন্যায় নিত্য নহে, ইহা কোনও কারণ বশতঃ কদাচিৎ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রুতিতে ইহার প্রসিদ্ধি নাই। আয়ুর্ব্বেদে ইহার বিষয় এবং চিকিৎসা কথিত আছে। কোনও কোনও স্মৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে, যথা, বরাহপুরাণে :—

হৃদয়স্থাৎ পরাজ্জীবো দূরস্থো জাগ্রদেশ্যতি।
সমীপস্থ স্তথাস্বপ্নং স্বপিত্যস্মিল্লঁয়ং ব্রজন্ ॥
অতএবং ত্রয়োঽবস্থা মোহস্তু পরিশেষতঃ।
অর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ো দুঃখমাত্রং প্রতিস্মৃতেঃ ॥

—যে সময়ে হৃদয়স্থ ঈশ্বর হইতে দূরে অবস্থিতি, তাহাই জাগ্রদবস্থা, সামীপ্যে স্বপ্ন, এবং সুষুপ্তিতে তাঁহাতে লয় ঘটিয়া থাকে। মূর্চ্ছা এই অবস্থা-ত্রিতয়ের পরিশেষ। উহাতে অর্দ্ধপ্রাপ্তি মাত্র হইয়া থাকে, যেহেতু এই অবস্থাতে দুঃখানুভবের স্মৃতি থাকে।

মূর্চ্ছা এবং প্রবোধ—পরমেশ্বর হইতেই—ইহা কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে; যথা :—

মূর্চ্ছা প্রবোধনঞ্চৈব যত এব প্রবর্ত্ততে।
স ঈশঃ পরমো জ্ঞেয়ঃ পরমানন্দ লক্ষণঃ ॥

—মূর্চ্ছা এবং প্রবোধ যাঁহা হইতে সংঘটিত হয়, তিনি পরমানন্দলক্ষণ —পরমেশ্বর।

অতএব প্রতিপাদিত হইল, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, কি মূর্চ্ছা সমুদায় পরমেশ্বর হইতে সংঘটিত। সুতরাং তাঁহার সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইল।

৫। **উভয়লিঙ্গাধিকরণ** ॥

ভিত্তি :—

১। "অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ..." (ছান্দোগ্যঃ ৮।১।৫)।

—ব্রহ্ম অপহত পাপ্মা (নিষ্পাপ), জরামরণ বর্জ্জিত, শোকরহিত, ক্ষুৎ পিপাসা শূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প (তাঁহার ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হয় না)। ছাঃ ৮।১।৫

২। "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ..."

(ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৪)।

—সেই ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস।

(ছাঃ ৩।১৪।৪)।

৩। "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম্......অসঙ্গমরসমগন্ধম্..."

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৮।৮)।

—সেই অক্ষর ব্রহ্ম অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত...... অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ ইত্যাদি। (বৃহঃ ৩।৮।৮)।

৪। "সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ স্বশক্তিলেশাদ্ ধৃতভূতসর্গঃ।
তেজো বলৈশ্বর্য্যমহাববোধ-সুবীর্য্যশক্ত্যাদিগুণৈকরাশিঃ ॥"
"পরঃ পরাণাং সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৮৪—৮৫)

— তিনি পরমেশ্বর, সমস্ত কল্যাণময় গুণে পরিপূর্ণ, আপন শক্তির অতি সামান্য অংশ মাত্রে সমুদায় ভূতসৃষ্টি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি তেজঃ, বল, ঐশ্বর্য্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, উৎকৃষ্ট বীর্য্য ও শক্তি প্রভৃতির এবং গুণের রাশি স্বরূপ, অর্থাৎ উহাদের ঘনমূর্ত্তি। তিনি শ্রেষ্ঠগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, উত্তমাধম সকলের ঈশ্বর, তাঁহাতে ক্লেশাদি দোষ নাই। (বিঃ পুঃ ৬।৫।৮৪– ৮৫)।

এই অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের সংসারে গতাগতি এবং তৎসংক্রান্ত ব্রীহ্যাদি প্রবেশ বর্ণনা করতঃ বৈরাগ্যোদয়ের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে আলোচিত প্রথম দশটি সূত্রে জীবের সংসারে

অবস্থান কালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থা পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত—প্রদর্শনের দ্বারা ভগবানের সর্ব্বকর্তৃত্ব, জীবের পারতন্ত্র্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সম্প্রতি ব্রহ্মের বা ভগবানের নির্দ্দোষত্ব, নিখিল কল্যাণ গুণের আশ্রয়ত্ব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, একমাত্র উপাস্যত্ব, ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা প্রাপ্যত্ব, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার, সর্ব্বব্যাপী হইলেও ভক্তবাৎসল্যহেতু সগুণ, সবিশেষ, সাকার, কান্ত ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকটনশীলত্ব, এবং তৎপ্রাপ্তিতে সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়া, উক্ত বৈরাগ্যের ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়তাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

সংশয় :—ভাল, পূর্ব্ববর্ত্তী দশটি সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা এই কয় অবস্থার বশীভূত হইয়া জীব সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এবং পরমেশ্বরের সংকল্প বশতঃ জীবের সংসারে বন্ধ এবং তাহা হইতে মোক্ষ হইয়া থাকে। আরও ৩।২।৭ সূত্রের আলোচনায় বলিয়াছ যে, পরমাত্মা বা ভগবান্ জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাহাকে উক্ত অবস্থা সকলের মধ্য দিয়া পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহা হইলে সংশয় হয় যে, জীবের ন্যায় পরম পুরুষেও সংসার গত দোষ সকল স্পর্শ করিতে পারে। এই সকল দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে কি না? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।১১।

ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি॥ ৩।২।১১॥

ন + স্থানতঃ + অপি + পরস্য + উভয়লিঙ্গং + সর্ব্বত্র + হি॥

ন :—না। **স্থানতঃ :**—আশ্রয়ানুসারে। **অপি :**—ও। **পরস্য :**—পরব্রহ্মের। **উভয়লিঙ্গং :**—সগুণ-নির্গুণ ভাব, সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ভাব। **সর্ব্বত্র :**—সকল স্থলে। **হি :**—নিশ্চয়।

উপরে লিখিত আপত্তির উত্তর—না; জাগরণাদি স্থানের সহিত সম্বন্ধ বশতঃও পরব্রহ্মের কোনও প্রকার দোষ স্পর্শ হয় না। কেননা, শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে সকল স্থলে পরম পুরুষের দোষ শূন্য গুণে সগুণ, আবার হেয় গুণাভাব বশতঃ নির্গুণ, বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব, বুঝিতে হইবে যে, তিনি সগুণ

হইলেও প্রাকৃতিক গুণরহিত এবং নিজ স্বাভাবিক কল্যাণময় গুণসম্পন্ন। সুতরাং প্রপঞ্চান্তর্গত প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধ তাঁহার হইতে পারে না।

যদি প্রাকৃতিক গুণের লেশমাত্র তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে প্রাকৃতিক, আপেক্ষিকতাময় গুণদোষের স্পন্দন, তাঁহাতে প্রতিস্পন্দন জাগাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারিত। কিন্তু প্রাকৃতিক গুণের লেশমাত্র তাঁহার স্বরূপে বর্ত্তমান নাই, একারণ এ প্রকার প্রতিস্পন্দন উৎপাদন অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দোষাশঙ্কা ভিত্তিহীন।

প্রলয়ে বিশ্ব প্রপঞ্চ যখন তাঁহাতে লীন থাকে, তখন তিনি নির্ব্বিশেষ। নামরূপ তখন বর্ত্তমান থাকে না। উহাদিগকে তিনি স্বকীয়া মায়া শক্তি অবলম্বনে সৃষ্টি করেন। আপনার লীলার জন্য ঈশ্বররূপে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না।

স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো
যে এক আসীদবিশেষ আত্মনি।
অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে
নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু॥ ভাগঃ ১।১০।২১

স এব ভূয়ো নিজবীর্য্যচোদিতাং
স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীম্।
অনামরূপাত্মনি রূপনামনী
বিধিৎসমানোঽনুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ ভাগঃ ১।১০।২২

য এক ঈশো জগদাত্মলীলয়া
সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে॥ ভাগঃ ১।১০।২৪

—ইনি নিশ্চয়ই সেই পুরাতন পুরুষ। প্রলয়ে প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভের পূর্ব্বে যখন ইঁহার শক্তি সকল ইঁহাতেই উপরত ছিল, এবং প্রপঞ্চ নিখিল বিশ্ব এবং জীব প্রভৃতি সকলে যখন ইঁহাতে লীন ছিল, তখন ইনিই এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ স্বরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। পরে, নামরূপ রহিত ইনিই নামরূপ প্রকটন করিতে ইচ্ছুক হইয়া, আপনার কালশক্তি দ্বারা প্রেরিতা, নিজ শক্তিভূতা এবং আপনার অংশভূত জীবগণের মোহকারিণী সৃজনাভিলাষিণী প্রকৃতির অনুসরণ করেন এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টিপালন রূপ নিয়ম পরম্পরা

সংবলিত শাস্ত্র বা বেদসকল প্রবর্ত্তিত করেন। ভাগঃ ১।১০।২১-২২ —তিনিই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর। আপনার লীলার জন্য এই প্রপঞ্চ বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করেন, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হন না। ভাগঃ ১।১০।২৪

অতএব, তিনিই প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত। নামরূপ রহিত অথচ নামরূপের বিধানকর্ত্তা।

তিনি অন্তর্য্যামীরূপে প্রতি প্রাণীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন; কিন্তু তত্তদ্দেহের দোষে সম্পৃক্ত হয়েন না।

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ॥ ভাগঃ ১।৯।৩৯

—(ভীষ্ম মৃত্যুকালে বলিতেছেন):—এই জন্মরহিত ভগবান্ নিজ সৃষ্ট প্রাণিগণের প্রত্যেকের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। যেমন একই সূর্য্য বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিতে অনেকরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। কিন্তু যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টির দোষ সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ অধিষ্ঠানের দোষগুণ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যাহা হউক, আমি ইঁহাকে প্রাপ্ত হইলাম, এবং তাহাতে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইল। ভাগঃ ১।৯।৩৯

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূতঃ ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে॥ ভাগঃ ৮।১।১১

—সেই পরমেশ্বর সত্য স্বরূপ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, অজ, পুরাণ পুরুষ। এই বিশ্ব তাঁহার শরীর। তাঁহার নাম অসংখ্য। তিনি আত্মশক্তিরূপা মায়া দ্বারা এই বিশ্বের জন্মাদি বিধান করেন, অথচ নিত্যসিদ্ধা বিদ্যা দ্বারা, এই মায়া ত্যাগ করতঃ নিষ্ক্রিয়, আসক্তি শূন্য ভাবেই আছেন। ভাগঃ ৮।১।১১

বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়েতেও যিনি আসক্ত নহেন, নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন, তিনি যে জীবের প্রাত্যহিক জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাতেও অনাসক্ত, নিষ্ক্রিয় থাকিবেন, তাহাতে আর কথা কি ?

প্রথম অধ্যায়ের ১।১।২, ১।১।৩, ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অনাসক্তই থাকেন। সমুদায় বিরোধ তাঁহাতে পর্য্যবসান। যেখানে দ্বৈত, সেইখানেই কর্ম্ম এবং সেইখানেই আসক্তি-অনাসক্তির প্রসঙ্গ সম্ভব। কিন্তু যেখানে দ্বৈতের অস্তিত্ব নাই, যেখানে এক-মাত্রই তত্ত্ব, যেখানে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ সমুদায় কারক ব্যাপারই একে পর্য্যবসান, সেখানে আসক্তি, অনাসক্তি, দোষ, গুণ প্রভৃতি আপেক্ষিকতার অন্তর্ভুক্ত কোনও ব্যাপার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিতে পারে না। দোষ-গুণ, স্থূল-সূক্ষ্ম, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, পাপ-পুণ্য এ সমুদায়ই দ্বৈত জ্ঞানের ফল, ইহারা প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত। যিনি জীবদেহে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও নিজের অপ্রচ্যুত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, যিনি এককালে ও একাধারে প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত ; তাঁহার সম্বন্ধে ঐ সকল বিশেষণ তত্ত্বতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভাষায় প্রকাশ করিবার সুবিধার জন্য অথবা বোধ সৌকর্য্যার্থে উহাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, ঐ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা সাধনেই উহাদের পরিসমাপ্তি। এ সমুদায় তত্ত্ব আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় পাইয়াছি, এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ভাগবতের যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্ম বা ভগবান এককালে একাধারে সবিশেষ-নির্বিশেষ, সগুণ-নির্গুণ, বিশ্বরূপ অথচ অরূপ, নিষ্ক্রিয় অথচ সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী অথচ অধিষ্ঠান গত দোষ সংস্পর্শ শূন্য। ইহাই বর্ত্তমান আলোচ্য সূত্রের অভিপ্রেত অর্থ। ইহা ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে সুন্দর প্রতিপাদিত হইল।

যদিও তিনি প্রত্যেকের অন্তরে অধিষ্ঠিত, তথাপি তিনি উহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

> স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্
>
> ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ।
>
> নায়ং গুণঃকর্ম্ম ন সন্ন চাস-
>
> ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ।। ভাগঃ ৮।৩।২৪

—তিনি যদিও দেবাসুর প্রভৃতি সকলেরই অন্তর্য্যামী, তথাপি তিনি দেব নহেন, অসুর নহেন, মর্ত্ত্য, তির্য্যক, স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক এবং লিঙ্গত্রয় শূন্য প্রাণীও নহেন। তিনি গুণ, কর্ম্ম, সৎ, অসৎ নহেন। সকল পদার্থের নিষেধের অবধিস্বরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি। তিনি নিজ মায়া দ্বারা অশেষাত্মক হইয়া থাকেন। তিনি জয়যুক্ত হউন। ভাগঃ ৮।৩।২৪।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, তিনি আপেক্ষিকতার বাহিরে একমাত্র নিরপেক্ষ তত্ত্ব অথচ আপেক্ষিকতা তাঁহা হইতে প্রকটিত, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি দেশকালের বাহিরে। দেশকাল ও বস্তু পরিচ্ছেদ তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। একারণ সমুদায় বিরোধের সমাধান তাঁহাতে। আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ভিত্তি :—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ —— যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ —" ইত্যাদি
"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ —— স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥"
(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৭।৩—২২)।

—বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, যিনি পৃথিবী, জলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বভূতে, প্রাণে, চক্ষুতে··· ইত্যাদিতে···বিজ্ঞানে অবস্থান করতঃ, উহাদের নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত স্বরূপ আত্মা। (বৃহঃ ৩।৭।৩—২২)।

সংশয় :—তোমার পূর্ব্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত সমীচীন হইল না। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রজাপতির উপদেশে জীবের সম্বন্ধে "**অপহতপাপ্মত্বাদি**" ধর্ম্মের উল্লেখ আছে। (ছাঃ ৮।৭।১)। কিন্তু তাহা হইলেও জীবের দেহ সম্বন্ধ বশতঃ অপুরুষার্থরূপ দোষ সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। সেইরূপ পরমাত্মারও জীবের অন্তর্য্যামিত্বরূপে জীব-দেহ-সম্বন্ধ সংঘটন হেতু, উক্ত দোষ সংস্পর্শ না হইবার কারণ কি? অতএব তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে। ইহার উত্তরে সূত্রকার পরসূত্র অবতারণা করিলেন। সূত্রটির প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—৩।২।১২।

ন ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ৩।২।১২ ॥
(শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব)
ন + ভেদাৎ + ইতি + চেৎ + ন + প্রত্যেকং + অতদ্বচনাৎ ॥

ন :—না। **ভেদাৎ :**—ভেদ বা পার্থক্য হেতু। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **প্রত্যেকং :**—প্রত্যেক শ্রুতিমন্ত্রে। **অতদ্বচনাৎ :**—যেহেতু সেরূপ উক্তি নাই।

যদি বল যে, পূর্ব্ব সূত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নহে, কেননা জীবের স্বরূপ দেহ হইতে ভেদ হইলেও, অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ অপহত-পাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন হইলেও দেহ সম্বন্ধ হেতু তাহার পাপাদি দোষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, সেই রূপ পরমাত্মা স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হইলেও, অন্তর্য্যামিত্ব হেতু জীব-দেহ-সম্বন্ধ বশতঃ, তাঁহারও সদোষত্ব হইতে পারে; তাহার উত্তরে বলিব, না। কারণ

বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণের ৩।৭।৩ হইতে ৩।৭।২২ মন্ত্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক মন্ত্রেই স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে যে, "তিনিই তোমার অমৃত স্বরূপ আত্মা"। এই "অমৃতত্বের" স্পষ্ট নির্দ্দেশ হেতু, পৃথিব্যাদিতে স্বেচ্ছাক্রমে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থানকারী পরমেশ্বরের দোষ সম্পর্কের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অতএব, তাঁহাতে উক্ত দোষাদি স্পর্শে না। বিশেষতঃ জীবের স্বরূপ তিরোধান ও অজ্ঞানাচরণ পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে, ইহা ৩।২।৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ইহাতেও ত আপত্তি হইতে পারে যে, পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে অচিৎ বস্তুতে অধিষ্ঠান করিলে, উক্ত অধিষ্ঠানের স্বভাবসিদ্ধ দোষ তাঁহাতে সংশ্লিষ্ট হইবেই হইবে, ইহা ত অনিবার্য্য। প্রত্যক্ষতঃ ইহা সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। না, ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, (১) জড়বিজ্ঞানালোচনায় আমরা জানি যে, চিৎ-অচিতের সীমা চিহ্ন নির্দ্দেশ সম্ভব নহে। ব্রহ্ম বা ভগবান যখন সর্ব্বকারণ কারণ, তখন তিনি চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই কারণ। তাঁহারই সংকল্পবশতঃ কেহ "চিৎ" রূপে, এবং কেহ দৃশ্যতঃ বিপরীত ধর্ম্মী "অচিৎ" রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। তাঁহারই সংকল্প বশতঃ "অচিৎ" ধর্ম্ম তাঁহাতে স্পর্শে না, এবং সেই সংকল্প প্রভাবে উক্ত ধর্ম্মের সহিত জীব সংশ্লিষ্ট। (২) দোষ-গুণ, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য ইহারা আপেক্ষিক। একজনের পক্ষে যাহা সুখকর, অপরের পক্ষে তাহা দুঃখদায়ক। একজনের পক্ষে যাহা পাপ, অপরের পক্ষে তাহাই পুণ্য-জনক। প্রাণসংহার পাপ, কিন্তু রাজার বা রাজপুরুষের বিচারে নরহত্যাকারী দোষীর প্রাণদণ্ড পুণ্যকার্য্য, বরং উক্ত দণ্ডদান না করাই পাপ। একমাত্র অদ্বৈত নিরপেক্ষ স্বরূপে আপেক্ষিকতা থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদের পরিচিত দোষগুণ, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য প্রভৃতির সহিত নিরপেক্ষ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের বা ভগবানের সংস্পর্শ নাই। (৩) দোষগুণ, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য প্রভৃতি জীবের কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বৈত সম্ভূত। যাঁহার সহিত দ্বৈতের সংস্পর্শ নাই, যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বৈত তত্ত্ব, তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। সুতরাং কর্ম্ম জন্য দোষগুণ প্রভৃতি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। তিনি সমুদায়েই সম, উদাসীন, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। আকাশস্থ সূর্য্য ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে প্রতিবিম্বিত হয় বটে, কিন্তু জলপাত্রের দোষ গুণ বিম্বভূত সূর্য্যে স্পর্শে না; সেইরূপ পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইলেও, ক্ষেত্রগত দোষগুণ তাঁহাতে স্পর্শে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেঽনু তম্ ॥ ভাগঃ ৮।১।১৩

—ভগবান্ ঈশ্বর কার্য্য করিলেও তাহাতে আসক্ত হয়েন না। তিনি আত্মলাভে পূর্ণার্থ। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুবৃত্তি করেন, তাঁহারাও সেইরূপ অনাসক্ত ও আত্মলাভ দ্বারা চরিতার্থ হইয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।১।১৩

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, উপরে বলা হইল যে অদ্বৈত তত্ত্বের কোনও কর্ম্ম নাই, আবার ভাগবতের উদ্ধৃত ৮।১।১৩ শ্লোকে বলা হইল যে, "ঈশ্বর কার্য্য করিলেও তাহাতে আসক্ত হয়েন না"—এ উভয় উক্তিতে বিরোধ হইল না কি? ইহার উত্তরে বলি, আমাদের পরিচিত কর্ম্ম—দ্বৈতজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা বন্ধনের হেতু। কিন্তু অদ্বৈত স্বরূপের কর্ম্ম—আমাদের পরিচিত কর্ম্ম-পর্য্যায়ে পড়ে না। উহা দ্বৈতজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এবং উহা কোনও প্রকার বন্ধনের জনক নহে। পুরুষসূক্তালোচনায় আমরা জানি যে, পুরুষই আদি কর্ম্মকৃৎ। পুরুষ যজ্ঞই আদি কর্ম্ম। পুরুষ আপনাকে সমগ্রভাবে বলি দিয়া জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। জগতের কিছুই তাঁহা হইতে পৃথক নহে বলিয়া, পুরুষসূক্তোক্ত পুরুষযজ্ঞ আমাদের পরিচিত কর্ম্ম পর্য্যায়ে পড়ে না। পুরুষ দৃশ্যতঃ কর্ম্মানুষ্ঠাতারূপে প্রতীয়মান হইলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে অকর্ত্তা। কর্ম্মের ফল ভোগেই কর্ত্তার কর্তৃত্ব। কিন্তু পুরুষানুষ্ঠিত কর্ম্মের কোনও ফল না থাকায়, তাহার ভোগ নাই, অতএব আমাদের পরিচিত কর্তৃত্বও নাই।

ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহা অধিকতর স্পষ্টভাবে বলিতেছেন :—

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং
নিরাশিষং পূর্ণমনন্যচোদিতম্।
নৃন্ শিক্ষয়ন্তং নিজবর্ত্ম সংস্থিতং
প্রভুং প্রপদ্যেঽখিলধর্ম্মভাবনম্ ॥ ভাগঃ ৮।১।১৪

—সেই পরিপূর্ণ স্বরূপ, নিরহঙ্কার (অকর্ত্তা), জ্ঞানময়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, সর্ব্বসমর্থ, নিখিল ধর্ম্মের উদ্ভাবক ও প্রবর্ত্তক, যাঁহার নিয়ন্তা কেহ নাই, তিনি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও, লোক শিক্ষার জন্য রাম কৃষ্ণাদি অবতার গ্রহণ করিয়া, আপনার প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র বিধানানুসারে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮।১।১৪

—তাঁহার সংকল্পরূপা মায়ার এরূপ প্রভাব যে, কোনও ব্যক্তি তাহা

অতিক্রম করিতে পারে না। এই মায়াই জীবের স্বরূপ আবরণ করতঃ সকলকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই পরমেশ্বর, মায়া ও মায়ার গুণ উভয়কে জয় করিয়া সর্ব্বভূতে সমরূপে বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৮।৫।২৯

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং
যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্॥ ভাগঃ ৮।৫।২৯

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, জীবের মোহ ঈশ্বরেচ্ছায়ই হইয়া থাকে। ইহা ৩।২।৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমেশ্বরে উক্ত প্রকার মোহের কোনও কারণ নাই। কেননা, তাঁহার সংকল্পরূপা মায়া উক্ত মোহ জন্মাইয়া থাকে। উক্ত মায়া তাঁহারই শক্তি, তাঁহার অধীন, তিনি উহা জয় করিয়া সর্ব্বদা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মায়ার আবরিকা ও বিক্ষেপিকা উভয়বিধ শক্তি, তাঁহারই সংকল্পবশতঃ জগদ্বৈচিত্র্যের মূলে। উক্ত উভয়বিধ শক্তির লেশমাত্র প্রভাবও তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং তাঁহাতে দোষ সংস্পর্শ সম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে ১।১।১৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৩৪) উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ৫।১১।১২ ও ৫।১১।১৩ শ্লোক দুইটি দ্রষ্টব্য। দুই জন ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ ভেদ বর্ত্তমান।

[এই সূত্রের শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের সম্মত পাঠ, "ভেদাদিতি চেন্ন, প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ"॥ আমরা শঙ্করাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব সম্মত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।]

শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের মতানুসারী বলদেব ইহার একটু অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। বহুরূপ প্রকাশের তাত্ত্বিকত্ব নিবন্ধন ভেদ স্বীকার সত্ত্বেও, অভেদ উক্তিও সমানভাবে প্রযোজ্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৫।১৯ মন্ত্রে অনন্ত প্রকাশ ব্রহ্মের একইভাব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার হইলেও ভেদে অভেদ বর্ত্তমান। অন্য কথায় অভেদে ভেদ দৃশ্যমান হইলেও স্বরূপে নিত্য অভেদ প্রতিষ্ঠিত। এবং সে কারণ দৃশ্যমান ভেদজাল হইতে উদ্ভূত দোষগুণ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

ভিত্তি :—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।" (মুণ্ডঃ ৩।১।১)

—সহযোগী সমান স্বভাব দুইটি পক্ষী (পরমাত্মা ও জীবাত্মা) একই বৃক্ষে (দেহে) আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করেন, তন্মধ্যে একটি পক্কফল (কর্ম্মফল) ভোগ করেন, অপরটি সাক্ষীরূপে দর্শন করেন মাত্র। (মুণ্ডঃ ৩।১।১)

সূত্র—৩।২।১৩।

অপি চৈবমেকে ॥ ৩।২।১৩ ॥
অপিচ + এবম্ + একে ॥

অপিচ :—আরও। **এবম্** :—এই প্রকার। **একে** :—কেহ কেহ।
কোনও কোনও বেদশাখীগণ বলিয়া থাকেন যে, জীব ও পরমেশ্বর একই শরীরে শরীরী রূপে অবস্থান করিলেও, জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন, এবং পরমেশ্বর সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র তাহার প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ ভাগঃ ১১।১১।৬

—সমান স্বভাব বিশিষ্ট, সখা স্বরূপ দুইটি পক্ষী, অনির্ব্বচনীয় মায়া দ্বারা দেহরূপ বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাহাদের

মধ্যে একটি কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপরটি নিরশন থাকিয়াও, জ্ঞান শক্তি দ্বারা অতিরিক্ত হয়েন। ভাগঃ ১১।১১।৬

আত্মানমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বা-
নপিপ্পলাদো নতু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ সতু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ সতু নিত্যমুক্তঃ॥ ভাগঃ ১১।১১।৭

—সেই জ্ঞানময় নিরশন পক্ষীটি আপনাকে এবং অন্যকেও জানেন, কিন্তু কর্ম্মফল ভোক্তা পক্ষীটি তদ্রূপ নহেন। শেষেরটি অবিদ্যাযুক্ত এবং সেজন্য নিত্যবদ্ধ, প্রথমটি বিদ্যাময় এবং সেজন্য নিত্যমুক্ত। ভাগঃ ১১।১১।৭

[শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সূত্রটির একটু অন্যপ্রকার অর্থ করেন।]

ভিত্তি:—

"অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।"

(মাণ্ডুক্য কারিকা, ২৯)

—যিনি অমাত্র, স্বকীয় অংশভেদ বিবর্জ্জিত ও অনন্তমাত্র—অসংখ্য স্বকীয় অংশবিশিষ্ট, সমুদায় দ্বৈতের বিশ্রামভূমি বা পর্য্যবসান ও মঙ্গলময়। (মাণ্ডুক্য কারিকা, ২৯)।

সূত্র —৩।২।১৩।

অপিচৈবমেকে ॥ ৩।২।১৩ ॥

অপিচ + এবম্ + একে ॥

অপিচ :—আরও। **এবম্ :**—এই প্রকার। **একে :**—কেহ কেহ, কোন কোন বেদশাখীগণ।

কোনও কোনও বেদশাখীগণ, তাঁহাতে সমুদায় বিরোধের ও ভেদের সমাধান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রীমৎ গৌড়পাদের মাণ্ডুক্য কারিকা ২৯ তাহার প্রমাণ। তিনি যে কালে, যে আধারে অমাত্র, সেই একই কালে, একই আধারে অনন্তমাত্র, অথচ সমুদায় দ্বৈতের পর্য্যবসান। প্রপঞ্চে তিনি অনন্ত নাম রূপে বিভক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও, এবং সাধকের ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও কার্য্য ভেদে অনেকরূপে প্রকাশিত হইলেও, তিনি সর্ব্বদা আপনার অদ্বৈত, আনন্দময় ও মঙ্গলময় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং সেই স্বরূপে সমুদায় দ্বৈতজ্ঞানের পর্য্যবসান। অন্যকথায়, সেই আপনার অদ্বৈত মঙ্গলময় স্বরূপে সমুদায় নামরূপের পরিণতি।

উদাহরণ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ৮।১৮।৯ শ্লোক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ—
রব্যক্ত চিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ।
বভূব তেনৈব স বামনোবটুঃ
সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ ॥ ৮।১৮।৯

—অব্যক্ত চিদ্রূপ ভগবান্ হরি, যে দীপ্তি, ভূষণ ও আয়ুধাদি সম্পন্ন হইয়া ব্যক্ত মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে মাতাপিতার

দৃষ্টি সমক্ষেই ঐ সকলের সহিত দৃশ্যমঞ্চের উপর দর্শকগণের সমক্ষে নটের ন্যায়, বামন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেন। তাঁহার গতি দিব্য, সুতরাং এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। ভাগঃ ৮।১৮।৯

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, কোনও বিশেষ রূপ ধারণে তাঁহার স্বরূপের হানি হয় না। সুতরাং ভক্তগণ নিজ নিজ সাধনেচ্ছা, প্রকৃতি প্রভৃতি অনুসারে, তাঁহার যে কোনও রূপের বা যে কোনও ভাবের ভজনা করুন না কেন, ফল সর্ব্বত্র সমান। কারণ তাঁহার সকল রূপেই তিনি নিজ স্বরূপে বর্ত্তমান। তবে প্রাপ্তিবৈচিত্র্য, উপাসকের সাধন ও সংকল্পবৈচিত্র্যানুসারে সংঘটিত হয়, ইহা পরে প্রতিপাদিত হইবে। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোক হইতে আমরা আরও পাইলাম যে, তাঁহার দেহ, বসন, ভূষণ, আয়ুধ সমুদায়ই তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

১। "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৬।৩।২)।

—"আমি এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব।" (ছাঃ ৬।৩।২)

২। "আকাশো হ বৈ নামরূপয়োর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্‌ব্রহ্ম।"

(ছান্দোগ্যঃ ৮।১৪।১)।

—আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক, সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। (ছাঃ ৮।১৪।১)।

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।৩।২ মন্ত্র আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, ব্রহ্মই জীবাত্মারূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন। সুতরাং জীবেরই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেরও দেব ও মনুষ্যাদি রূপ ও নামভাগিত্ব অবশ্যই আছে। সুতরাং জীব যেমন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের অধীন, তাহার আত্মস্বরূপ ব্রহ্মও তদ্রূপ কেন না হইবে? সেজন্য ব্রহ্মেরও কর্ম্মবশ্যতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।১৪।

অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ৩ ২।১৪ ॥

অরূপবৎ + এব + হি + তৎপ্রধানত্বাৎ ॥

অরূপবৎ :—রূপরহিত। **এব :**—নিশ্চয়। **হি :**—অবধারণে। **তৎ-প্রধানত্বাৎ :**—তাঁহারই,—ব্রহ্মেরই প্রাধান্য হেতু।

পরব্রহ্ম দেব মনুষ্যাদি শরীরে অবস্থান করিলেও, তিনি রূপ রহিতেরই তুল্য, তাঁহার দেহ সম্বন্ধ নাই। জীব ভোক্তারূপে দেহের সহিত সম্বন্ধ। কিন্তু পরব্রহ্ম ভোক্তা নহেন—ইহা পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।১ মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। জীবের ভোগ সম্পাদনার্থ—অন্য কথায়, ভোক্তার সহিত ভোগ্যের সম্বন্ধ বিধানার্থ তিনি সর্ব্বশরীরে অবস্থান করেন, নিজের ভোগের জন্য নহে! শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৪।১ মন্ত্র স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছেন যে, তিনি নামরূপের নির্ব্বাহক। নামরূপ—তাঁহা হইতেই জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং উহার পরিণতিও তাঁহাতেই। নামরূপ বা তজ্জনিত কিছু দ্বারা তিনি সংস্পৃষ্ট নহেন।

ভাল, দেবাদি শরীরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহাকে অরূপবৎ বলা হয় কিরূপে? ইহার উত্তর এই, যে, জীব যে যে রূপে সাময়িক সুখ দুঃখ ভোগ করে, সেই সেই রূপে উহার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়; পরমাত্মার সেরূপ কোনও ভোগ না থাকায়, তাঁহার সেরূপ কোনও সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্য 'অরূপবৎ' বলা হয়। বিশেষতঃ, সমুদায় রূপই পাঞ্চভৌতিক ও সেজন্য অনিত্য—পরমাত্মা কিন্তু ভূতের অতীত এবং নিত্য। সুতরাং—তাঁহার সহিত রূপের সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না। এজন্যও "অরূপবৎ" বলা হইয়াছে। ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে অনন্ত গতি ও স্থিতি একই। সেই নিদর্শনে যিনি অনন্তরূপের শাশ্বত ভাণ্ডার, তিনি "অরূপ" ভিন্ন আর কি হইবেন? যেমন যোগাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িতের সাম্যাবস্থায় তড়িতের নিদর্শন পাওয়া যায় না ও যেমন সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণ সাম্যে অব্যাকৃত, অব্যক্ত অবস্থায় কোনও বিশেষ গুণের নিদর্শন পাওয়া যায় না, সেইরূপ সমুদায় রূপের একমাত্র আশ্রয় যিনি, তিনি "অরূপই" হইবেন। এইজন্য ভাগবত "**অরূপায়োরুরূপায়**" বলিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়াছেন। তিনি "**অরূপ**" অথচ একাধারে এককালে "**উরুরূপ**" আবার "**উরুরূপ**" বলিয়াই তিনি "**অরূপ**"। কোনও বিশেষ রূপের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই।

একটি অতি সাধারণ দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্টা করি। আজকাল আমরা ছোট বড় নগরের রাস্তায়, নগরবাসীগণের গৃহে তাড়িতালোকের সহিত পরিচিত। তাড়িতালোকের নিজের আলোকের অপরিহার্য্য শ্বেতবর্ণ ছাড়া অন্য কোনও রং নাই। কিন্তু বিভিন্ন নগরবাসীর গৃহে বা নগরের রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন রংএর, ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় আকারের বেশী কম শক্তিবিশিষ্ট আধারের ভিতর দিয়া ঐ একই শ্বেত-বর্ণের আলোক, শ্বেত, পীত, লোহিত, নীল প্রভৃতি রং এর, গোল, ডিম্বাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন আকারের ও অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বলতম, উজ্জ্বলতর, উজ্জ্বল বা অল্পোজ্জ্বল প্রভৃতি উজ্জ্বলতার তারতম্যে আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইরূপ "অরূপবৎ" পরমতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণে উপাধির গুণ ও ধর্ম্মে গুণী ও ধর্ম্মী হইয়া আমাদের প্রতীতিগম্য হইয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপতঃ "অরূপবত্তার" হানি হয় না।

আরও যে বলিয়াছ যে, "ব্রহ্মের কর্ম্মবশ্যতা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে," ইহাও সঙ্গত নহে। আগে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কর্ম্মমাত্রই দ্বৈতাপেক্ষা করে। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বৈততত্ত্ব—তাঁহার

[illegible] দ্বৈতের অবকাশ নাই। তাঁহাতে কর্ম্ম বা কর্ম্মবশ্যতা কিরূপে থাকিবে? সুতরাং বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্র, যাহা কর্ম্মের করণীয়তা ও অকরণীয়তা নির্দ্দেশ করে, তাঁহাতে প্রযোজ্য হইবে কিরূপে? এ কারণও "অরূপবৎ" সিদ্ধ হইল। তিনি সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, সর্ব্বপ্রকার দোষ বিবর্জ্জিতত্ব ও কল্যাণময় গুণাকরত্ব নিজ স্বরূপগত "অমৃতত্ব" রূপে উভয়লিঙ্গাত্মকও বটে।

—তিনি যদিও সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজমান, সেখানে তিনি পরম সূক্ষ্ম, চিন্মাত্র, সৎস্বরূপ ও অনন্তরূপ ব্রহ্মভাবে বিদ্যমান। ধীর ব্যক্তি নিজ আত্মায় তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিলেই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৮৮।১০

তদ্ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে ॥ ভাগঃ ১০।৮৮।১০

প্রত্যেকের হৃদয় গুহায় অবস্থান করিলেও তিনি অবিকারী, সত্য, অনন্ত, অনাদি, নিরুপাধি, অপ্রতর্ক্য, মনের দ্বারা ধারণার অতীত এবং বাক্যের দ্বারা অনির্ব্বাচ্য; তিনি প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি এবং আত্মাকে জানেন, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এই উভয়ের প্রকাশক, অজ্ঞান রহিত, দেহ শূন্য অর্থাৎ "**অরূপবৎ**", অক্ষর, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাতে জীব পক্ষপাতিনী অবিদ্যা বা বিদ্যা কিছুই নাই, এবং তিন যুগে যিনি স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার শরণাপন্ন হই। ভাগঃ ৮।৫।১৫-১৬।

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসাঽনিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্ ॥ ভাগঃ ৮।৫।১৫

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ভজামহে ॥ ভাগঃ ৮।৫।১৬

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, তিনি স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং জীবদেহের দোষে সংস্পৃষ্ট হয়েন না।

শ্রীমদ্ বলদেব এই সূত্রের একটি সুন্দর অর্থ করিয়াছেন :—

ব্রহ্ম "রূপবৎ" নহেন—অর্থাৎ 'রূপ' তাঁহার বিশেষণ নহে, এবং তিনি তাহার বিশেষ্য নহেন। লৌকিক দৃষ্টান্তে, বিগ্রহ ও বিগ্রহবান্, রূপ ও রূপবান্, পরস্পর পৃথক্ বিশেষণ ও বিশেষ্য। কিন্তু ব্রহ্মে সে প্রকার কোন ভেদ নাই। তিনি স্বয়ংই বিগ্রহ—অর্থাৎ তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার বিগ্রহ বা রূপও তাহাই বা রূপই প্রধান বা মুখ্য—গৌণ নহে। কারণ তাঁহার রূপ বা বিগ্রহই বিভুত্ব জ্ঞাতৃত্ব, ব্যাপকত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মা। তাঁহার বিগ্রহ—আমাদের দেহের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র নহে। আত্মাই উঁহার বিগ্রহ। আত্মা যে পদার্থ, তাঁহার বিগ্রহও সেই পদার্থ—পৃথকত্ব মাত্র নাই। দেবাসুর মনুষ্যাদির সম্বন্ধে আত্মা মুখ্য, শরীর বা রূপ বা আকৃতি গৌণ মাত্র—আত্মার ভোগায়তন হেতু। কিন্তু ব্রহ্মের বা ভগবানের তাহা নহে। তাঁহার কোনও ভোগ নাই, একারণ ভোগায়তনরূপ দেহের প্রয়োজন নাই। তাঁহার দেহ বা বিগ্রহ ও আত্মা পৃথক নহে—উভয়ে এক এবং উভয়েই মুখ্য।

তৈত্তিঃ শ্রুতি ২।১ মন্ত্রে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং"** বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উক্ত শ্রুতি ৩।৬ মন্ত্রে **"আনন্দোব্রহ্মেতি"** বলিয়া ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ উপদেশ দিয়াছেন। গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতি পরমতত্ত্ব **"সচ্চিদানন্দরূপায়"** বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ইহা বলা বাহুল্য যে তৈত্তিঃ শ্রুতি ও গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতি একই পরমতত্ত্বের নির্দ্দেশ একই প্রকারে করিয়াছেন। তৈত্তিঃ শ্রুতির উদ্দেশ্য ভাবনির্দ্দেশ, তাপনী শ্রুতির উদ্দেশ্য বস্তুনির্দ্দেশ। ইংরেজীতে বলিতে হইলে প্রথমটি subjective এবং দ্বিতীয়টি objective নির্দ্দেশমাত্র। পরস্পরের ভেদমাত্র নাই, বিরোধ ত দূরের কথা।

উপাসনার সৌকর্য্যার্থে তাঁহার হস্তপদ চক্ষুঃ নাসিকাদি বিশিষ্টরূপ কল্পনা করিলেও, উহাদের মধ্যে পরস্পরের ভেদ দৃশ্যতঃ উপাসকের অন্তশ্চক্ষে প্রতীয়মান হইলেও উহারা তাঁহার স্বরূপের সহিত অভেদ।

যথৈকাত্মানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ম্।
ভূষণায়ুধলিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া॥ ভাগঃ ৬।৮।৩০

—তিনি স্বয়ং বিকল্পরহিত। যাঁহারা ঐকাত্ম্যধ্যান করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য, বিকল্প বা ভেদ রহিত হইয়াও, নিজের মায়ার দ্বারা ভূষণ, আয়ুধ ও অন্যান্য চিহ্নাদি রূপ বিবিধ শক্তি ধারণ করেন। ভাগঃ ৬।৮।৩০

এই ভূষণ, আয়ুধ, হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, বসন, মাল্য, বাহন, স্থান, পরিকর কেহই তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। শুধু ভক্তানুগ্রহের জন্য উহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকটিত করেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগদতে ১০।১৪।১৮ শ্লোকে ব্রহ্মস্তোত্রে আছে :—

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥ ভাগঃ ১০।১৪।১৮

—হে প্রভো! অদ্য কি আমাকে আপনার মায়ার নিদর্শন দেখান নাই? প্রথমে একাকীই ছিলেন, তরপর আপনিই সমস্ত ব্রজধামের বান্ধব ও বৎসরূপ ধারণ করিলেন আমি সে সকলকে আবার চতুর্ভুজ দর্শন করিলাম। তদনন্তর আমি অখিলতত্ত্বাদির সহিত উপাসনা করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভুজ হইযাও তত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করেন। এক্ষণে আবার অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র আপনি অবশিষ্ট আছেন। ভাগঃ ১০।১৪।১৮

সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, তাঁহার রূপ, তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। যদি ভিন্ন হইত, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তির সম্ভাবনা থাকিত এবং একে অপরের পরিচ্ছিন্নতার কারণ হইত। জাগতিক রূপবান পদার্থনিচযের সহিত তাঁহার কোনও বিভিন্নতা থাকিত না। "নেতি নেতি" এবং অন্যান্য বহু শ্রুতি ব্যর্থ হইযা যাইত। অদ্বৈত হানির প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত। "অনবস্থা" দোষ পরিহার অসম্ভব হইত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার রূপও তাহাই। শুধু উপাসকগণের মঙ্গলার্থ, তাহাদিগের রুচি ও অভিলাষ অনুসারে বিভিন্নভাবে প্রকটন করেন মাত্র। এই প্রকটন, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়া দ্বারা করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, তাঁহার স্বরূপ কি ? বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ, ক্ষুদ্র খদ্যোতের পক্ষে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কটাহ উদ্ভাসনের ন্যায়, উপহাসাস্পদ সন্দেহ নাই। যিনি বুদ্ধিতত্ত্বের বাহিরে অবস্থান করিয়া বুদ্ধিকে প্রকাশিত করেন, বুদ্ধি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশিত করিবে ? অতএব শ্রুতিই এ ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বনীয়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে পাই, "**সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম**"। (তৈত্তিঃ ২।১)। এবং "**রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।**" (তৈত্তিঃ ২।৭)— তিনিই রস স্বরূপ। এই ত্রিজগৎস্থ সকলে তাঁহার রসকণা পাইয়া আনন্দী হয়। আবার গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতিতে দেখিতে পাই— "**সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট কর্ম্মণে। নমো বিজ্ঞান রূপায় পরমানন্দরূপিণে॥**"—সচ্চিদানন্দ রূপ, বিজ্ঞান স্বরূপ, মূর্ত্তিমান পরমানন্দ, অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে প্রণাম করি। অতএব, তিনি সচ্চিদানন্দ রূপ—পরমানন্দই তাঁহার স্বরূপ। সেইজন্য তাঁহার দেহও পরমানন্দ স্বরূপ ; হস্ত, পদ, চক্ষুঃ, কর্ণ, মুখ, মস্তক প্রভৃতি সবই আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং তাঁহাতে হস্তপদাদি অবয়ব ভেদেও স্বগত ভেদ নাই। তিনি "**সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত**" অথচ তাঁহার দৃশ্যমান মূর্ত্তির প্রতি অবয়ব সমুদায় ইন্দ্রিয় শক্তিতে শক্তিমান। এইজন্য শ্রুতি গাহিয়াছেন— "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখম্"—সর্ব্বত্রই তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরঃ ও মুখ প্রভৃতি। যদি স্বগতভেদ থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতির উক্ত মন্ত্রার্দ্ধের কোনও সার্থকতা থাকিত না। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন :—

"নির্দ্দোষ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো,
নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ।
আনন্দমাত্র করপদ মুখোদরাদি,
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥"

—তিনি আত্মতন্ত্র—স্বরাট্, জীবের ন্যায় পরতন্ত্র নহেন। তাঁহার বিগ্রহ দোষ-সংস্পর্শলেশ শূন্য, স্বকীয় স্বভাবতঃ গুণরাশিতে পূর্ণ, অচিৎ—প্রাকৃতিক শরীর ও গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। তাঁহার

> বিগ্রহের কর, পাদ, মুখ, উদরাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আনন্দ স্বরূপ, এবং তাঁহার দেহ সর্ব্বত্র স্বগতভেদ বিবর্জ্জিত। ভক্তানুগ্রহের জন্য, তাঁহার দেহাবয়ব ভক্তের প্রেমভক্তি ক্ষালিত জ্ঞানলোচনে দৃশ্যমান হইলেও, তত্ত্বতঃ তাঁহার বিগ্রহের স্বগত বা অবয়বাদি গত ভেদ বর্ত্তমান নাই।

তাঁহার বিগ্রহ প্রকটন যোগমায়ার দ্বারা সংঘটিত হয়। রাসলীলার প্রথম শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যে, **"যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ"** তিনি—অর্থাৎ তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরূপা যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আত্মারাম, আপ্তকাম, তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, সুতরাং ইচ্ছা করিবারও কিছুই নাই। তবে যে শাস্ত্রে তাঁহার ইচ্ছা উদ্রেকের উল্লেখ আছে, তাহা জীবের অনুগ্রহের জন্য। এই ইচ্ছাই যোগমায়া এবং ইচ্ছার উদ্রেক—যোগমায়াকে আশ্রয় করা। সংকল্প, ইচ্ছা ইহারা চৈতন্যের বৃত্তি। তিনি চিদ্‌ঘন বলিয়াই স্বভাবতঃ ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে। ইচ্ছার উদ্রেকে বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে যেমন পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি, সেইরূপ ইচ্ছার উদ্রেকেই অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি বিকাশে, তাঁহার বিগ্রহ, ধাম, পরিকর, পরিজন প্রভৃতি প্রকটিত হয়। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।১৮ শ্লোক ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। জগৎ সৃষ্টিকারিণী মায়া—তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। যোগমায়া—তাঁহার অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি। অথবা আরও সূক্ষ্মভাবে বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, অন্তরঙ্গা শক্তি, ক্রিয়াভেদে বা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সৎ, চিৎ, আনন্দ এই ত্রিবিধ ভাবের সম্পর্কে যথাক্রমে সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী নামে কথিত হইয়া থাকেন। এই তিনের মধ্যে "সম্বিৎ" শক্তিই যোগমায়া। ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত চিত্রে (পৃঃ ১৭০-৭১) ইহা সুন্দর ভাবে দেখান হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতিমন্ত্রে ভগবানকে **"সচ্চিদানন্দ রূপায়"** বলা হইয়াছে। এইখানে বলা হইল যে, ভগবানের সৎ-চিৎ-আনন্দ এই ত্রিবিধ ভাবের সম্পর্কে তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি তিন নামে কথিত। ইহা হইতে কেহ যেন বুঝিবেন না, যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ ইহারা পরস্পর পৃথক। ইহারা তিনে এক, একে তিন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইবে। এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, ভগবানের যখন স্বগত ভেদ নাই, তখন

তাঁহাকে 'অরূপবৎ' বলায় কোনও দোষ নাই। জীবের ন্যায় তিনি ও তাঁহার শরীরে ভেদ নাই।

"অরূপবৎ" পদে গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জগৎ প্রপঞ্চে যাহা কিছু আমরা দেখি সমুদায়ই "রূপবান," অর্থাৎ তাহাদের রূপ বর্ত্তমান আছে। এই সাদৃশ্যে "তৎ" (ব্রহ্ম—ক্লীবলিঙ্গ) "অরূপবৎ"—রূপবিহীনতা ব্রহ্মের আছে। রূপবিহীনতা—অভাব পদার্থ নহে—ইহা ভাব পদার্থ—তাহা প্রকাশ করা সূত্রকারের উদ্দেশ্য। ব্রহ্ম বা ভগবান যেরূপ ভাব পদার্থ, ইহাও সেইরূপ ভাব পদার্থ—অদ্বৈত বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই।

ভিত্তি :—

১। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। (তৈত্তিঃ ২।৯)

—বাক্য এবং মনঃ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে।

(তৈত্তিঃ ২।৯)

২। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥" (মুণ্ডঃ ৩।১।৩)।

—দ্রষ্টা সাধক যখন সুবর্ণ বর্ণ, কর্ত্তা, ব্রহ্মযোনি, ঈশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুণ্যপাপ বিমুক্ত হইয়া নির্লেপ ভাব লাভ করতঃ ব্রহ্মের সহিত পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। (মুণ্ডঃ ৩।১।৩)

৩। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।" (বৃহদাঃ ৩।৯।২৬)।

—উপনিষদে উপদিষ্ট সেই পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি।

(বৃহদাঃ ৩।৯।২৬)।

৪। "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণ-
মচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং
তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ ॥"

(মুণ্ডঃ ১।৬)।

—ধীর বিবেকীগণ সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, রূপরহিত, চক্ষুঃ কর্ণ হস্তপদ বিহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অব্যয়, সেই ভূত যোনিকে সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া থাকেন। (মুণ্ডঃ ১।৬)।

৫। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।"

(কঠঃ ১।২।২১)।

—তিনি এক স্থানে আসীন হইয়াও যুগপৎ দূরে গমন করেন, এবং শয়ান অবস্থায়ও যুগপৎ সর্ব্বত্র গতাগতি করেন।

(কঠঃ ১।২।২১)।

সংশয় ঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসমূহ হইতে দৃষ্ট হয় যে, পরস্পর অতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহ ব্রহ্মে উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্রে বলা হইল যে, বাক্য ও মনঃ তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না; আবার মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সাধক তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন, এবং বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৯।২৬ মন্ত্রে "উপনিষদে উপদিষ্ট পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি" স্পষ্ট বলা হইয়াছে। জানা ত মনঃ বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব, যদি মনঃ তাঁহার কাছে যাইতে অসমর্থ, তবে তাঁহার জানা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? মুণ্ডক ১।৬ মন্ত্রে বলা হইল, তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য; যদি তাহা হয়, তাহা হইলেই বা তাঁহাকে জানা যাইবে কি প্রকারে? কঠশ্রুতির ১।২।২১ মন্ত্রে ত বিরোধ ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। একস্থানে আসীন হইয়া দূরে গতাগতি, শয়ান অবস্থায় সর্ব্বত্র গমন কি প্রকারে সম্ভব, আবার তিনি রূপরহিত, হস্তপদাদি বিবর্জ্জিত। সুতরাং তাঁহার আসীন, শয়ান, গতাগতি কি প্রকারে সম্ভব হয়? এই সকল আপত্তির উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।১৫।

প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ॥ ৩।২।১৫॥

প্রকাশবৎ + চ + অবৈয়র্থ্যাৎ॥

প্রকাশবৎ :—প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্যের ন্যায়। **চ ঃ—**ও। **অবৈয়র্থ্যাৎ :—** সার্থকতা হেতু।

যেমন সূর্য্য পৃথিবী হইতে অতিদূরে বর্ত্তমান থাকিয়া সমীপস্থিত দৈনন্দিন ব্যবহারোপযোগী বস্তুর ন্যায়, লোকের সাক্ষাৎ ব্যবহারের উপযোগী না হইয়াও, নিজের আলোক, তাপ ও কিরণ দানে জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রাণীবৃন্দের জনন, বর্দ্ধন, অবস্থান, পরিণতি ও মরণ প্রভৃতির বিধান করেন, অথচ সূর্য্যের আলোক তাপাদির অত্যল্প অংশ মাত্রই উক্ত কার্য্যে ব্যয়িত হয়, অধিকাংশ জগতের বাহিরে অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া লোক ব্যবহারের বাহিরে অবস্থান করে, সেইরূপ অনন্ত শক্তিমান্ ব্রহ্মের শক্তির অত্যল্প অংশমাত্রে প্রপঞ্চ জগৎ প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ প্রপঞ্চের বাহিরে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পুরুষ সূক্ত

গাহিয়াছেনঃ—"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—পুরুষের একপাদে মাত্র সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডসকল ও ভূতসকল, এবং তাঁহার ত্রিপাদ প্রপঞ্চের বাহিরে অমৃত লোকে। এই কারণ, বাক্য ও মনঃ, যাহা প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রপঞ্চের প্রভাবে প্রভাবিত, তাহাদের দ্বারা ব্রহ্মের সমগ্র জ্ঞান অসম্ভব। তিনি জীবের নিকট আপনাকে যতটুকু প্রকাশ করেন, জীব তাঁহাকে ততটুকু মাত্র জানিতে পারে। উপনিষৎ শাস্ত্রে তিনি কথঞ্চিৎ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া, উপনিষৎ সাহায্যে তাঁহাকে জানিবার কথা বৃহদারণ্যক শ্রুতির উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্য যেমন একস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই, নিজ শক্তি বিকাশে জগতের এবং জগৎস্থ জীব বৃন্দের অন্তরে বাহিরে জীবন-ক্রিয়ার হেতু স্বরূপ হয়েন, এক স্থানে থাকিয়াই সর্ব্বত্র তাঁহার শক্তির অস্তিত্বের পরিচয় দেন, সেইরূপ সেই বিশ্বেশ্বর নিজের স্বরূপে প্রপঞ্চের বাহিরে অবস্থিত থাকিয়াই, নিজের অচিন্ত্য শক্তি প্রকাশে প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুজাতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাদিগের সম্বন্ধে আপনার নিয়ন্তৃত্ব, জীবন-দাতৃত্ব, সর্ব্বকারণ কারণত্ব, সর্ব্বাভিলাষ পূরকত্ব প্রভৃতি কার্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। সেজন্য তাঁহার গতাগতির প্রয়োজন হয় না। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিই সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা বুঝাইবার জন্যই মুণ্ডক শ্রুতির ১।৬ ও কঠ শ্রুতির ১।২।২১ মন্ত্র।

অতএব. ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইল, এবং এই উভয়লিঙ্গত্ব প্রযুক্ত সমুদায় শাস্ত্রোক্তির সার্থকতা সিদ্ধ হইল। তিনি নিজের দয়া প্রকাশেই ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। ভক্ত তাঁহার মনঃ বুদ্ধিরূপ যন্ত্র দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারে না। মনঃ বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার সমুদায় তাঁহাতে একান্তভাবে লীন হইয়া গেলে ভক্তের স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, তখন আত্মায় পরমাত্মায় মিলনলহরী ছুটিতে থাকে, তখন তাঁহার উপলব্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভক্ত আপনাকে তাঁহাতে হারাইয়া ফেলে। সুতরাং তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্র, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৯।২৬ মন্ত্র ও মুণ্ডক শ্রুতির ১।৬ মন্ত্র সমুদায়ই সত্য, সমুদায়ই সার্থক। কেহই নিরর্থক বা পরস্পর বিরোধী নহে। ভগবানের এই আত্মপ্রকাশই ভক্তের প্রকৃতি ভেদে, শাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ ইত্যাদি নামে কথিত হন।

এ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন দেখা যাউক :—

•যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥
ভাগঃ ২।৭।৪২

—যদি কেহ কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ভগবান্ অনন্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাহা হইলে সেই ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, এবং সেই দয়ার বলে তাঁহারা দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শৃগাল কুকুরভক্ষ্য এই ঘৃণ্য দেহের প্রতি তাঁহাদের "আমি, আমার" জ্ঞান থাকে না। ভাগঃ ২।৭।৪২

অন্যত্রও আছে :—

অথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্! মহিম্নো
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ ॥
ভাগঃ ১০।১৪।২৯

—হে দেব! হে ভগবন্! তোমার পাদপদ্মের প্রসাদকণা লাভে যে ব্যক্তি অনুগৃহীত, তিনিই তোমার মহিমার তত্ত্ব অবগত হয়েন। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। ভাগঃ ১০।১৪।২৯

যথৈব সূর্য্যঃ পিহিতচ্ছায়য়া স্বয়া
ছায়াঞ্চ রূপাণি চ সঞ্চকাস্তি।
এবং গুণেনাপিহিতো গুণাংস্ত্ব-
মাত্মপ্রদীপো গুণিনশ্চ ভূমন্। ভাগঃ ১০।৬৩।৩৯

—হে ভূমন্! যেমন সূর্য্য-প্রভব মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত সূর্য্য, মেঘকে এবং মেঘান্তরিত প্রপঞ্চকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করে, সেইরূপ

স্ব-প্রকাশ তুমি, তোমা হইতে উদ্ভূত অহঙ্কারাদি গুণে আবৃত হইয়াও গুণ সম্ভূত উপাধিগণকে এবং গুণী জীব সকলকেও প্রকাশ করিয়া থাক। ভাগঃ ১০।৬৩।৩৯

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ভাগঃ ১।২।১১

[১।১।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৬৩) অর্থ দেওয়া হইয়াছে।]

অতএব, বুঝা গেল যে, যদিও ভগবান্ মানবের বাক্যমনের অগোচর, যদিও বাক্য মনের পটুতম ব্যায়ামে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, তথাপি উপাসকের প্রেম ভক্তির বলে, তিনি তাহাদের নিকট, তাঁহার অপার করুণাময় স্বভাবের নিমিত্ত, আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। তখনই জীবের সর্ব্ব পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অরূপ—"রূপবৎ" প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বব্যাপী পরিচ্ছিন্ন শরীরধারীর ন্যায় হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হয়েন। অতএব ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব সিদ্ধ হইল।

ভিত্তি :—

১। "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মা অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ॥"

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৫।১৩)

—যদ্রূপ লবণপিণ্ড, অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মাও অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ চৈতন্যঘন। (বৃহদাঃ ৪।৫।১৩)

২। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৯)

—তিনি পাণিপাদ রহিত, অথচ গ্রহণ ও গমন ক্রিয়া করেন; তিনি অচক্ষুঃ অথচ দর্শন করেন; অকর্ণ অথচ শ্রবণ করেন।

(শ্বেতাঃ ৩।১৯)

৩। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৬)।

—তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরঃ, মুখ সর্ব্বদিকে অবস্থিত।

(শ্বেতাঃ ৩।১৬)

৪। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিঃ ২।১।৩)

—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্ত স্বরূপ। (তৈত্তিঃ ২।১।৩)

সংশয় :—উপরে যে সকল শ্রুতি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, ঐ সকল হইতে প্রতীতি হইবে যে, ব্রহ্মের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি নাই, তিনি সত্য ও জ্ঞান স্বরূপ, বিজ্ঞানঘন, তবে ইন্দ্রিয় ব্যাপার কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।১৬।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ৩।২।১৬ ॥

আহ + চ + তন্মাত্রম্ ॥

আহ :—বলিতেছেন। **চ :**—ও। **তন্মাত্রম্ :**—কেবলই (তৎস্বরূপ) সেইমাত্র।

শ্রুতি মন্ত্র সকল ভাষায় ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনার প্রয়াস মাত্র। কিন্তু ভাষার অক্ষমতা হেতু উহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব নহে। একারণ উক্ত মন্ত্র সকল যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই মাত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে

ধর্মান্তরে প্রতিষেধ বুঝিলে চলিবে না। অর্থাৎ, শ্রুতি মন্ত্রোক্ত ঐ সকল ধর্ম্ম ভিন্ন, ব্রহ্মে অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত ভাব বিদ্যমান, ইহা সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে। অপিচ, উক্ত মন্ত্র সকল বুঝিবার সময় একটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ব্রহ্মে—দেহ-দেহী ভেদ নাই। যদি দেহ ও দেহের অবয়বাদি পৃথক্ পৃথক্ থাকিত, তাহা হইলে শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬ ও ৩।১৯ মন্ত্রের কোনও সার্থকতা থাকিত না। তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার দেহও তাহা এবং তাঁহার স্বগত ভেদ বর্ত্তমান নাই, ইহা ৩।২।১৪ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্। ভাগ: ১০।১৩।৫৪

—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্রৈকরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই তাঁহাদিগের মূর্ত্তি। এবং তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরও স্পর্শযোগ্য হয় নাই—অর্থাৎ, উপনিষদও তাঁহাদিগের সমগ্র মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন না। ভাগ: ১০।১৩।৫৪

—আকাশে অনন্ত দেশ বিদ্যমান, পক্ষী কি আকাশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উড্ডয়ন করিয়া যাইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষী নিজ নিজ উড্ডয়ন শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার অত্যল্পাংশের মধ্যেই অল্পবিস্তর বিচরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মে অনন্ত শক্তি, অনন্তভাব, অনন্ত মাহাত্ম্য বিদ্যমান। বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজ নিজ জ্ঞানের তারতম্যানুসারে তাহার অত্যল্পাংশের মধ্যেই অল্পবিস্তর অবগত হইতে পারেন। ভাগ: ১১।১৮।২৩।

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণস্তথাসমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥
ভাগ: ১১।১৮।২৩

যে বস্তু সমকালেই প্রপঞ্চের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান, তাঁহাতে একাধারে যে সবিশেষ ও নির্বিবশেষ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রপঞ্চগত ভাবে যিনি সবিশেষ ও সগুণ, স্বরূপগত ভাবে তিনি নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ। সুতরাং, সবিশেষ শ্রুতি-নির্ব্বিশেষ শ্রুতির প্রতিষেধক, বা নির্বিবশেষ শ্রুতি—সবিশেষ শ্রুতির প্রতিষেধক, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। উভয়ই সমান সার্থক। উক্ত শ্রুতি সকল যে উক্তি করেন, সেই উক্তি মাত্রই গ্রহণীয়। একে

অন্যের প্রতিষেধক, ইহা মনে করিবার হেতু নাই, এবং তাহা শ্রুতির অভিপ্রেতও নহে। সমুদায় শ্রুতির সার্থকতা তাঁহাতেই।

শ্রীমদ্ভাগবত ৬।৯।৩৩ গদ্যাংশে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত গদ্যাংশ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, শ্রুতি মন্ত্র সকল ব্রহ্মের যে ভাব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তন্মাত্রই উহার অর্থ, ইহা মনে করা উচিত। উহা অন্যত্র উক্ত অন্য ভাবের প্রতিষেধক নহে, ইহা সর্ব্বসময়ে মনে রাখা প্রয়োজন। এই মূল কথা বিস্মৃত হওয়ার জন্যই বেদান্ত ভিত্তির উপর বিভিন্ন বাদের সৃষ্টি। সমুদায় বাদ তাঁহাতেই পর্য্যবসান।

এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন ঃ—

"তং সর্ব্ববাদ বিষয় প্রতিরূপশীলম্॥" ভাগবতঃ ১২।৮।৪৩

যত প্রকার বাদ সম্ভব হইতে পারে, সেই সমুদায় বাদের প্রতিরূপ ধারণ করাই তাঁহার স্বভাব। সমুদায় বাদের তিনিই একমাত্র আশ্রয়। ইহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় বুঝিয়াছি। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

ভিত্তি :—

১। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ॥ (তৈত্তিঃ ২।৯)

—বাক্য ও মনঃ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে। (তৈত্তিঃ ২।৯)

২। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৬।১৯)

—ব্রহ্ম নিরংশ (পূর্ণ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন (নির্লেপ)।

(শ্বেতাঃ ৬।১৯)

৩। "স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৬।১৬)

—তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববিৎ, আত্মযোনি, সর্ব্বকারণ, কালের প্রবর্ত্তক, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণসম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ, পুরুষ ও প্রকৃতির নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর. সংসারে স্থিতি, বন্ধন এবং সংসার হইতে মোক্ষের হেতুভূত। (শ্বেতাঃ ৬।১৬)

৪। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥"

(শ্বেতাঃ ৬।৮)

—তাঁহার কর্ম্ম নাই। দেহ, করণ ও ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক কেহ দৃষ্ট হয়েন না। তাঁহার নানাবিধ পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া শ্রুত হইয়া থাকে।

(শ্বেতাঃ ৬।৮)।

৫। "যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।"

(গীতাঃ ১০।৩)

—যিনি আমাকে অজ, অনাদি এবং সর্ব্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জানেন। (গীতা ১০।৩)।

৬। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥"

(গীতাঃ ১০।৪২)

—আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি।

(গীতা ১০।৪২)

৭। "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥" (গীতা ১৫।১৭)
—ইঁহাদের হইতে পৃথক্ উত্তম পুরুষ (পুরুষোত্তম) পরমাত্মা নামে কথিত। তিনি অব্যয়াত্মা ও ঈশ্বর—সকলের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বয়ং অবিকারী থাকিয়া এই লোকত্রয় ধারণ করিতেছেন। (গীঃ ১৫।১৭)।

সূত্র ঃ—৩।২।১৭ ॥

দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩।২।১৭ ॥

দর্শয়তি + চ + অথো + অপি + স্মর্য্যতে ॥

দর্শয়তি ঃ—শ্রুতিতে প্রদর্শন করিতেছেন। **চ ঃ**—ও। **অথো ঃ**—বাক্যোপক্রমে। **অপি ঃ**—এবং। **স্মর্য্যতে ঃ**—স্মৃতিতেও উক্ত আছে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র সকলে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ-সবিশেষত্ব, নির্গুণ-সগুণত্ব, "নিষ্ক্রিয়" সঙ্গে সঙ্গে "বিশ্বকর্ত্তা" উক্ত আছে। উহারা সকলেই সার্থক। শুধু লক্ষ্যস্থানের বিভিন্নতা হেতু, মানবীয় ভাষায় বিভিন্ন প্রয়োগ মাত্র। বস্তুগত বিভিন্নতা মাত্র নাই। যখন **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** অদ্বৈততত্ত্ব, তখন বস্তুগত বিভিন্নতা থাকা সম্ভব নহে। শ্রুতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, তিনি গুণী (অপহত পাপ্মত্ব, অপার কারুণিকত্ব, ভক্ত বাৎসল্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন), অচিন্ত্য নানা শক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান, তাঁহার দেহ-ইন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, বিশ্বকর্ত্তা, প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা, কালেরও প্রবর্ত্তক, **"সংসার মোক্ষ স্থিতি বন্ধ হেতু"**। পরন্তু তিনি প্রাকৃতিক গুণাতীত হইলেও, তাঁহার স্বরূপগত অশেষ কল্যাণগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান।

গীতাতেও স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অর্জ্জুনের রথোপরি সারথিরূপে উপবিষ্ট শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণই ত্রিলোকের অধীশ্বর; তিনি একাংশে (অর্থাৎ অত্যল্প অংশে) সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন—এককালে একাধারে "রূপবৎ" ও "অরূপবৎ"। **অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, তিনি দৃশ্যতঃ পরিচ্ছিন্ন দেহবিশিষ্ট হইলেও, তাঁহার এতাদৃশ অচিন্ত্য শক্তি, যে তিনি সমকালে সর্ব্বব্যাপী, দৃশ্যমান দেহদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। ফলতঃ, তিনি এবং তাঁহার দেহ দুইটি ভিন্ন বস্তু নহে। বিশেষ উদ্দেশ্য**

সিদ্ধির জন্য ইচ্ছামাত্র দেহ প্রকটিত হয় মাত্র। যখনই দৃশ্যতঃ পরিচ্ছিন্ন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত—প্রপঞ্চের ভিতরে, বাহিরে ও প্রপঞ্চরূপে সমকালে বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্মে উভয় লিঙ্গ বর্ত্তমান এবং উভয়ই সার্থক, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে॥ ভাগঃ ৮।৩।২১

—(ইহার অর্থ ১।৩।১০ সূত্রে [পৃঃ ৫৮২] দেওয়া হইয়াছে।)

যিনি চিরপূর্ণ, তাঁহার অংশ হইতে পারে না, সুতরাং তিনি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ বা দেহের অবয়বাদিজাত স্বগত ভেদ সম্ভব নহে। যদি ভেদ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরিপূর্ণত্বের হানি উপস্থিত হয়।

যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৩

—যেমন অগ্নি হইতে শিখা, সূর্য্য হইতে কিরণ সমূহ উদ্গত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়, তেমনি তাঁহা হইতে এই গুণ প্রবাহ রূপ প্রপঞ্চ জগৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ, দেবমনুষ্যাদি শরীর সকল, তাঁহা হইতে নির্গত ও তাঁহাতে বিলীন হইতেছে। ভাগঃ ৮।৩।২৩।

সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্।
বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোঽস্মি পরং পদম্॥ ভাগঃ ৮।৩।২৬

(ইহার অর্থ ১।৪।২৭ সূত্রে [পৃঃ ৭৩০] দেওয়া হইয়াছে।)

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক তিনটি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, যিনি অজ, ব্রহ্ম, অব্যক্ত, অক্ষর, আদ্য,

পূর্ণ—অর্থাৎ এককথায় যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনিই আবার বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বরূপ, অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্, অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, সূর্য্য হইতে কিরণ প্রবাহের ন্যায়, তাহা হইতেই বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ, শরীর প্রভৃতি নির্গত হইতেছে, আবার তাঁহাতেই লীন হইতেছে।

ত্বং বায়ুরগ্নিরবনির্বিয়দম্বুমাত্রাঃ
প্রাণেন্দ্রিয়াণি হৃদয়ং চিদনুগ্রহশ্চ।
সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্
নান্যত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৭

[ইহার অর্থ ১।১।২ সূত্রে (পৃঃ ৯৭) দেওয়া হইয়াছে।]

অতএব, তিনি নির্ব্বিশেষও বটে, সবিশেষও বটে, নির্গুণ বটে এবং অখিল কল্যাণ গুণের আকরও বটে, "অরূপবৎ" নিরাকারও বটে, আবার "রূপবৎ" সাকারও বটে। সুতরাং সমুদায় শ্রুতিই তাঁহাতে সমান অর্থকরী। এইজন্য তাঁহাতে উভয় লিঙ্গ বর্ত্তমান এবং তাঁহাতে সমুদায় বিরোধের সমাধান, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তিনি যদিও 'অরূপবৎ', তথাপি উপাসকের নিকট রূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। কেন এরূপ হন, তাহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন:—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ভাগঃ ১০।২।৩৪

—আপনি অপ্রাকৃতিক বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণ আশ্রয় করিয়া, শরীরধারী জীবগণের কর্ম্মফলদাতৃরূপে প্রকটিত হয়েন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সংসারে পতিত জীবগণ, আপনার এইরূপ, বেদোক্ত ক্রিয়া, যোগ, তপঃ ও সমাধি দ্বারা উপাসনা করিয়া, কৃতকৃত্য হইতে পারিবে। ভাগঃ ১০।২।৩৪

দেহ ধারণ করিবার অন্য উদ্দেশ্যও আছে ; যথা :—

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ-
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্ ।
গুণ প্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ।। ভাগঃ ১০।২।৩৫

—হে ভগবন্ ! যদি তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দেহ ধারণ না কর, তাহা হইলে যদিও তুমি বুদ্ধির সাক্ষী এবং গুণের প্রকাশক বলিয়া, অনুমান দ্বারা তোমার অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারা যাইত বটে, কিন্তু অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ জ্ঞান ধ্বংসকারী তোমার অপরোক্ষ দর্শন সম্ভব হইত না । ভাগঃ ১০।২।৩৫

তবে কি তিনি নামরূপ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ? যদি তাহা হয়, তবে জীবের সহিত তাঁহার পার্থক্য রহিল কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ! ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥
ভাগঃ ১০।২।৩৬

—হে দেব ! গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম (আবির্ভাব) দ্বারা আপনার নামরূপ নিরূপণ হয় না । কারণ, আপনার বর্ত্ম—মনঃ ও বাক্যের দ্বারা অনুমেয় মাত্র, উহাদের গোচর নহে । কেননা, আপনি উহাদেরও সাক্ষী । তথাপি উপাসকগণ উপাসনা ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে । ভাগঃ ১০।২।৩৬

ভগবান্ নিজ অপার করুণাবলে ভক্তানুগ্রহের জন্য রূপগ্রহণ করিয়া ভক্তের মানস-নেত্রের সমক্ষে আবির্ভূত হয়েন বটে, কিন্তু ভক্ত কি তাঁহার মহিমার পরিমাণ সম্যক্ জানিতে সমর্থ হয় ? তাহা হইতে পারে না । কারণ উহা অনন্ত, অপরিমেয়, অতর্ক্য এবং বাক্য মনের অগোচর । যতটুকু বুঝিবার বা জানিবার সামর্থ্য তিনি প্রদান করেন, ভক্ত ততটুকুই তাঁহাকে জানিতে পারে । আকাশে অনন্ত দেশ বিদ্যমান থাকিলেও, পক্ষীগণ নিজ নিজ

সামর্থ্যানুসারে উহার সামান্য একদেশে মাত্র বিচরণ করিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের ধারণা মানবের পক্ষে অসম্ভব হইলেও "অরূপ" ভগবানের রূপগ্রহণ এবং সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক নামের একমাত্র বাচ্য ভগবানের (সূত্র ২।৩।১৭) বিশেষ নামগ্রহণ অশেষ কল্যাণদায়ক। ভাগবত ইহা অতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন-
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে॥ ভাগঃ ১০।২।৩৭

—যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পরম মঙ্গল নাম ও রূপ সকল কীর্ত্তন ও চিন্তন করিতে করিতে তথা অন্য মানবদিগকে স্মরণ করাইতে করাইতে, উপাসনাদি ক্রিয়ার সময় আপনার চরণারবিন্দে আবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না। ভাগঃ ১০।২।৩৭

সকলেই যে একই জীবনে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা কি? কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। প্রপঞ্চের স্তরে অভিব্যক্ত তাঁহার নাম ও রূপই অনামী ও অরূপ ভগবানের সহিত সংযোগ সেতু।

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, শ্রীভগবানে শাস্ত্রের সমুদায় উক্তিই সমান সার্থক। ইহা যে শুধু আমাদের দেশের শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নহে। সর্ব্বদেশের সর্ব্বশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সুতরাং বেদান্তমত যে কত উদার, তাহা মনে হইলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এইজন্য পরমহংসদেব বলিয়াছেন :—"যত মত, তত পথ"।

ভিত্তি :—

১। "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥" (ব্রহ্মবিন্দু ১২)

—সর্ব্বভূতের আত্মা পরমেশ্বর এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত হওয়ায়, জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় একধা এবং বহুধাও দৃষ্ট হয়েন। (ব্রহ্মবিন্দু ১২)।

২। "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্ অপো ভিন্না
বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥"
(শঙ্করভাষ্যে উদ্ধৃত)

—যদ্রূপ এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইলে ও বহু জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বহুর ন্যায় হন, তদ্রূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে (দেহে) অনুগত হওয়ায়, বহুর ন্যায় হইতেছেন। (শঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত)।

সূত্র :—৩।২।১৮।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ৩।২।১৮ ॥

অতঃ + এব + চ + উপমা + সূর্য্যকাদিবৎ ॥

অতঃ :—এই হেতু। **এব :**—নিশ্চয়ে। **চ :**—সমুচ্চয়ে। **উপমা :**—সাদৃশ্য। **সূর্য্যকাদিবৎ :**—জল প্রতিবিম্বিত সূর্য্য চন্দ্রাদির ন্যায়।

যে হেতু পরব্রহ্ম নিত্য, নির্দ্দোষ এবং স্বাভাবিক কল্যাণ গুণ সমূহের আকর, এবং যে হেতু তিনি সর্ব্বগত হইয়াও, তত্তৎ স্থান বিশেষের দোষে কলুষিত হন না, সেই হেতু শাস্ত্রে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদি তাঁহার উপমা রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে জল স্বচ্ছ, মলিন, শ্বেত, পীত প্রভৃতি দোষে দূষিত হইলেও, সূর্য্য যেমন সেই সকলে প্রতিবিম্বিত হইয়াও তত্তৎ দোষে দূষিত হন না, পরব্রহ্মও সেইরূপ বিবিধ উপাধি যোগে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, উপাধির দোষে সংস্পৃষ্ট হন না।

এক এব পরো হ্যাত্মা ভূতেষ্বাত্মন্যবস্থিতঃ।
যথেন্দুরুদপাত্রেষু ভূতান্যেকাত্মকানি চ ॥ ভাগঃ ১১।১৮।৩১

—নানা উদক পাত্রে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বভূতে ও আত্মাতে অবস্থিত পরমাত্মা একই মাত্র। এবং ভূত সকলও কারণরূপে একাবয়ব মাত্র। ভাগঃ ১১।১৮।৩১

এক এব পরো হ্যাত্মা সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥ ভাগঃ ১০।৫৪।৪৪

—সমুদায় দেহধারীগণের অন্তরে অবস্থিত বিশুদ্ধ পরমাত্মা একই মাত্র। মূঢ় ব্যক্তিগণ জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির ন্যায়, অথবা ঘটাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, তাঁহাকে নানার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে। ভাগ ঃ ১০।৫৪।৪৪

দৃষ্টান্তটি একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। আমরা জানি যে, সূর্য্যোদয়েই জীবের জাগরণ এবং দৈনন্দিন ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। যদি সূর্য্য না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের আধারভূতা পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত, এবং জীবের জন্ম ও জীবনধারণ অসম্ভব হইত। সূর্য্য আমাদের মস্তকোপরি বর্ত্তমান থাকিলেও, আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আপন আপন চক্ষুঃ দ্বারা জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্শন লাভ করিতে পারি না। সূর্য্যের দর্শন করিতে হইলে, জল বা রঞ্জিত কাচাদির সাহায্যে পরোক্ষ ভাবেই করিতে হয়। সেইজন্য বিভিন্ন পাত্রস্থ বিভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অথবা বিভিন্ন বর্ণের বা একই বর্ণের বিভিন্ন গাঢ়তায় রঞ্জিত কাচখণ্ডের মধ্য দিয়া সূর্য্য বিভিন্ন ভাবে আমাদের উপলব্ধির গোচর হয়। সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বভূতের জন্ম—স্থিতি—বৃদ্ধি প্রভৃতির একমাত্র কারণ হইলেও, এবং সর্ব্বভূতের, সর্ব্বআত্মার অন্তরে বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদের পক্ষে, তাঁহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি সম্ভব হয় না। এজন্য উপাধি সকলের সাহায্যে তাঁহার উপলব্ধি লাভ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। উপাধি সকল গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক সংমিশ্রণে স্বভাবতঃই বহুবিধ—সুতরাং নানাত্ব দর্শন স্বাভাবিক। কিন্তু যেমন জলাদির বিশেষত্ব ও দোষ আকাশস্থিত বিম্বভূত সূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে না। সেইরূপ দেব, তির্য্যক, মনুষ্য, স্থাবর দেহাদি রূপ উপাধি পরম্পরায় দোষ পরমাত্মায় স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি নির্দ্দোষ, অশেষ কল্যাণ গুণ নিলয় রূপে নিজ অপ্রচ্যুত স্বরূপে নিত্য বিরাজমান থাকেন। তবে তিনি বাক্য মনের অগোচর বলিয়া সাধারণতঃ আমাদের অপরোক্ষানুভূতি গোচর হন না। অপরোক্ষানুভূতির জন্য যে উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তাহা ৩।২।২৩ সূত্রে বিচারিত হইবে।

জলচন্দ্র ও ঘটাকাশের উপমা, কেবল নানাত্বের এবং দোষ সংস্পর্শাভাবের সাদৃশ্য মাত্র বুঝিতে হইবে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এবং তৎপন্থানুসারী শ্রীমদ্ বলদেব এই সূত্রের অর্থ অন্য প্রকার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

ভিত্তি :—

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥" (কঠঃ ২।২।৯)

—একই অগ্নি যেমন জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক বিভিন্ন দাহ্য পদার্থানুসারে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেইরূপ একই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিলেও ভিন্ন ভিন্ন উপাধির অনুরূপ প্রতীয়মান হয়েন। (কঠঃ ২।২।৯)।

সংশয় :—পরমাত্মাই শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইয়া তত্তৎ উপাধির অনুরূপ প্রতীয়মান হয়েন। অতএব জীব, অবিদ্যাতে উপহিত পরমাত্মাই। যদি তাহাই হয়, তবে উপাসক—উপাস্য, সাধক—সাধ্য, ভক্ত—ভগবান্ এ প্রকারভেদ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।১৮।

অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ৩।২।১৮ ॥

অতঃ :—এই করণে। **এব :**—নিশ্চয়ে। **চ :**—ও। **উপমা :**—সাদৃশ্য। **সূর্য্যকাদিবৎ :**—সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের ন্যায়।

সূর্য্য এবং সূর্য্য-প্রতিবিম্ব যেমন এক নহে, পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ভেদ বর্ত্তমান, পরব্রহ্মে ও জীবেও তাই। উক্ত উপমা অভেদের দৃষ্টান্ত নহে, ভেদেরই দৃষ্টান্ত। বিম্ব ও প্রতিবিম্বে সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকিলেও দুই অভেদে এক নহে। বিম্ব উপাধির দোষে স্পৃষ্ট হয় না, প্রতিবিম্ব কিন্তু উপাধির অধীন; উপাধির স্বচ্ছতা বা মলিনতার উপর প্রতিবিম্বের স্পষ্টতা, অস্পষ্টতা নির্ভর করে। জীব—ব্রহ্মেও ঐরূপ প্রতিবিম্ব ও বিম্বে

যেরূপ ভেদ, তাহা বর্ত্তমান। প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে বিম্বের উপরই নির্ভর করে; সেইরূপ জীবের অস্তিত্ব পরমাত্মার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৪৩

—অগ্নি যেমন নিজের উৎপাদক কাষ্ঠাদির আকার, পরিমাণ, গুণ প্রভৃতির বিভিন্নতার জন্য বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতিতে অবস্থিত আত্মাও তদ্রূপ। ৩।২৮।৪৩

ভিত্তি :—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্…যোঽপ্সু তিষ্ঠন্, য আত্মনি তিষ্ঠন্…"
(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৭।৩-৪-২২)।

—যিনি পৃথিবী…জলে আত্মায় অবস্থান করতঃ…(বৃহঃ ৩।৭।৩-৪-২২)

সংশয় :—বেশ উপমা দেখাইলে ত? সূর্য্য আকাশে অবস্থিত, জল তাহা হইতে কত দূরে পৃথিবীতে অবস্থিত—উভয়ের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ত নাই। জলে সূর্য্য প্রকৃত পক্ষে বিদ্যমান না থাকিলেও লোকে ভ্রান্তি বশতঃ জলস্থ বলিয়া মনে করে মাত্র, সুতরাং জলাদির দোষের সহিত সূর্য্যের সংস্পর্শ সম্ভব নহে। কিন্তু বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে সর্ব্বভূতের এবং আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবস্থান কথিত হইয়াছে। সুতরাং উপাধির দোষ পরমাত্মায় স্পর্শিবে না কেন? ইহা পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি। এই আপত্তি সূত্রাকার সূত্রকারে প্রকটিত করিলেন। এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

সূত্র :—৩।২।১৯।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্॥ ৩।২।১৯॥
অম্বুবৎ + অগ্রহণাৎ + তু + ন + তথাত্বম্॥

অম্বুবৎ :—জলের ন্যায়। **অগ্রহণাৎ :**—গ্রহণ করা যায় না বলিয়া। **তু :**—কিন্তু। **ন :**—না। **তথাত্বম্ :**—সেইরূপ ভাব।

জলে বা দর্পণাদিতে যেরূপ সূর্য্যাদি প্রতিবিম্বিত দৃষ্ট হয়, পৃথিব্যাদিভূতে বা আত্মায়, পরমাত্মা কিন্তু সেরূপ ভাবে দৃষ্ট হন না। কেননা, সূর্য্যাদি প্রকৃতপক্ষে জল বা দর্পণাদিতে অবস্থান করে না; কিন্তু পরমাত্মা ভূত প্রভৃতিতে ও আত্মায় প্রকৃতপক্ষে অবস্থান করেন। অতএব সহজেই বুঝা যায় যে, জল দর্পণাদির দোষ সূর্য্যাদিতে স্পর্শ করিতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মার 'তথাত্ব' অর্থাৎ সেরূপ ভাব সম্ভব নহে। তিনি পৃথিব্যাদিতে অবস্থান করেন বলিয়া তত্তৎ দোষে নিশ্চয়ই স্পৃষ্ট হইবেন।

উপরে লিখিত অর্থ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য ও বলদেব সম্মত অর্থ অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল। শেষোক্ত আচার্য্যগণের মতে ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নহে।

সংশয় ঃ—বেশ, পূর্ব্ব সূত্রের উপমানুসারে না হয় স্বীকার করিলাম যে, জীব ও ব্রহ্মে প্রতিবিম্ব ও বিম্বের ন্যায় ভেদ বিদ্যমান আছে। কিন্তু জীব, ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ইহা ত স্বীকার করিলে? প্রতিবিম্ব স্বীকার করিলেই উহার একটি আশ্রয়ও স্বীকার করিতে হইবে। যেমন জলের আশ্রয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব **'সূর্য্যক'** নামে কথিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যায় পরমাত্মার প্রতিবিম্বই জীব—ইহা স্বীকার করিতে ত তোমার আপত্তি নাই? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।১৯।

অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ৩।২।১৯ ॥

জীব—পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। তাহার কারণ—(১) সূর্য্য জল হইতে অনেক দূরে থাকায় প্রতিবিম্ব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও বিভু, সুতরাং কোনও বস্তু তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। (২) জল—সূর্য্য হইতে পৃথক্ বস্তু, সুতরাং জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্ভব। অবিদ্যা কিন্তু পরমাত্মারই শক্তি, এবং শক্তি বলিয়া তাঁহা হইতে অভেদ, সুতরাং অভেদে প্রতিবিম্ব কি প্রকারে হইতে পারে? (৩) সূর্য্য—শরীরী, আত্মা অশরীরী—অশরীরীর প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, প্রশ্নোপনিষদের ৪।১০ মন্ত্রে ব্রহ্ম, "অচ্ছায়মশরীরমলোহিতম্ ·····" বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইহার অর্থ, তিনি লোহিতাদিবর্ণহীন, শরীর বিহীন, এবং সে জন্য ছায়া বা প্রতিবিম্ব বর্জ্জিত। আরও দেখ, (৪) প্রতিবিম্ব অনিত্য ও অচেতন, কিন্তু জীব নিত্য ও চেতন—ইহা ব্রহ্মধর্ম্ম বটে। কঠ শ্রুতিতে স্পষ্ট কথিত আছে, :—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ।।"—"নিত্যদিগের মধ্যে নিত্য, এবং চৈতন্য যুক্তগণের মধ্যে চেতন।" অতএব, জীব ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে।

জীব যে ব্রহ্মাংশ, তাহা ২।৩।৪৩ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, জীব প্রতিবিম্ব নহে। ব্রহ্মাংশ বটে।

[বলা বাহুল্য যে, শ্রীমদ্ বলদেব গোবিন্দভাষ্যে ৩।২।১৪, ৩।২।১৮ এবং ৩।২।১৯ সূত্র বিভিন্ন অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া উপরে লিখিতরূপ

বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য উক্ত সূত্র সকল ৩।২।১১ সূত্রের সহিত, একই অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অর্থ করিয়াছেন। আমরা শেষোক্ত আচার্য্যদ্বয়ের পদানুসরণ করিয়াছি। গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে গোবিন্দভাষ্য সম্মত অর্থ মাত্রই লিখিত হইল, অধিকরণাদি পৃথক্‌ভাবে দেখান হইল না।]

৩।২।১৯ সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার সমাধানের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।২০।

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্॥ ৩।২।২০ ॥

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ + অন্তর্ভাবাৎ + উভয় + সামঞ্জস্যাৎ + এবম্ ॥

বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বম্ :—বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্বন্ধ। **অন্তর্ভাবাৎ :**—উপাধির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, অর্থাৎ উপাধি ধর্ম্মের অন্তর্গত হওয়ায়। **উভয় :**—দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক এই উভয়ের। **সামঞ্জস্যাৎ :**—সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি রক্ষার জন্য। **এবম্ :**—এইরূপ।

বিবক্ষিতাংশ প্রতিপাদনেই দৃষ্টান্তের সার্থকতা। পরন্তু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক উভয়ে সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইতে পারে না। সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইলে একই হইয়া যায়, তখন কে দৃষ্টান্ত, আর কে বা দার্ষ্টান্তিক, তাহা বুঝা যায় না; সুতরাং দৃষ্টান্ত—দার্ষ্টান্তিকভাব উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। পরন্তু "জল সূর্য্য" দৃষ্টান্ত শ্রুতিকথিত, আমাদের কল্পিত নহে। সূত্রে উহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, কোন প্রকার সারূপ্য প্রতিপাদন করা শ্রুতির বিবক্ষিত, তাহা হইলে বলিব, যে বৃদ্ধি-হ্রাস সম্বন্ধ—অর্থাৎ জল বাড়িলে বা বিস্তৃত হইলে জলস্থ সূর্য্য প্রতিবিম্ব বিস্তৃতি লাভ করে, আবার জল অল্প বা কণা পরিমাণ হইলে প্রতিবিম্বও ছোট হয়, জলের কম্পনে প্রতিবিম্ব কম্পিত এবং জলের নানাত্বে প্রতিবিম্বও নানা হয়। এইরূপে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব জল-ধর্ম্মানুযায়ী। কিন্তু বিম্বভূত আকাশস্থ সূর্য্যে জলের ধর্ম্ম স্পর্শে না। সেইরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উপহিত হইলেও, উপাধির ধর্ম্ম তাঁহাতে স্পর্শে না। তিনি এক, অবিকারী থাকেন। ব্রহ্মাংশ জীব উপাধির ধর্ম্মে অভিমান বশতঃ, উপাধির দোষ গুণ ভোগ করে।

ইহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির বিবক্ষিত। এ বিবক্ষা সিদ্ধ হওয়ায়, উক্ত দৃষ্টান্ত সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং তোমার আপত্তির কোন কারণ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই বলিয়াছেন :—

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
কর্ম্মভির্ব্বর্দ্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ॥

ভাগ ঃ ১০।৭৪।৪

—সূর্য্যের তেজ যেমন জল বা আদর্শের উপর পতনে হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বজীবনিয়ামক পরব্রহ্মের তেজঃ কর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত দেহাদি উপাধি দ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। ভাগঃ ১০।৭৪।৪

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-
গ্রা্হ্যৈর্গু্ণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে
সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥ ভাগঃ ১০।৩।১৮

—আপনি ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান থাকিলেও ঐ সকলের সহিত বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়েন না। পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই, পক্ষীর নীড় প্রবেশের ন্যায়, অন্যত্র প্রবেশ সম্ভব হয়; আপনি অনাবৃত—অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, আপনার অন্তর্ব্বহিঃ ভেদ নাই। সুতরাং বুদ্ধিতে আপনার প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব? আপনি সর্ব্বস্বরূপ, সকলের আত্মা, ব্যাপক ও পরমার্থ বস্তু। আপনি অন্তর্য্যামীরূপ—থাকিলেও, উপাধির দ্বারা আপনার আবরণ কি প্রকারে হইবে? ভাগঃ ১০।৩।১৮

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতোগুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টু রাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥ ভাগঃ ৩।৭।১১

—জলের কম্পাদি গুণ জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র-প্রতিবিম্বে দৃষ্ট হইলেও উহা যেমন আকাশস্থ বিম্বভূত চন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপ অনাত্ম দেহাদির ধর্ম্ম বস্তুতঃ অসৎ হইলেও, দেহাভিমানী জীবেই তাহা পরিলক্ষিত হয়, দেহাভিমান-রহিত ঈশ্বরে হয় না।

ভাগঃ ৩।৭।১১

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি তুলিতেছেন, তোমার যুক্তি ও বিচার আলোচনা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না যে, জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার বাস্তবিক অভিমত কি? একবার বলিতেছ, উহা ব্রহ্মের বা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব—অন্য কথায় বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস, আবার পরক্ষণেই বলিতেছ—উহা ব্রহ্মাংশ। প্রতিবিম্ব ত বাস্তবিক অংশ নহে। যদিও বিম্বের অস্তিত্বে উহার অস্তিত্ব, তথাপি উহার বাস্তব সত্তা বর্ত্তমান নাই। স্পষ্ট করিয়া বল দেখি, জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, দেখ, জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ২।৩।৪৩ সূত্রের আলোচনায় করা হইয়াছে। জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্ত্যংশ বটে। যেখানে দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান, সেই প্রপঞ্চের নিদর্শনে "তটস্থ" শব্দের অংশ নিকটস্থ বটে। কিন্তু যেখানে উক্ত পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান নাই, সেখানে "তটস্থ" ও স্বরূপ উভয়ের মধ্যে ভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্মের ন্যায় জীব—অজ, অনাদি। সুতরাং জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ প্রপঞ্চের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান। একারণ শ্রুতিতে ও শ্রুতি অনুসারী শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয়বিধ উক্তিই বর্ত্তমান। উভয় উক্তিই সার্থক। **প্রপঞ্চগত দৃষ্টিতে ভেদ ও প্রপঞ্চের বাহির হইতে দৃষ্টিতে অভেদ সিদ্ধ হইতেছে।**

আবার দেখ, স্বরূপভাব প্রাপ্ত জীব জগদ্ব্যবহার সম্পাদন করিতে পারে না। জীব স্বরূপতঃ ভোক্তা, জ্ঞাতা, কর্ত্তা হইতে পারে না। ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ করিতে হইলে, স্বরূপগত জীব—বা ব্রহ্মের চিৎস্বরূপ তটস্থা শক্তি বুদ্ধি, অহঙ্কার উপাধিতে অবতরণ করিতে হয়। কিন্তু অশরীরী চিৎস্বরূপের সাক্ষাৎভাবে অবতরন সম্ভব নহে, সে কারণ স্বয়ং জ্যোতিঃ, স্বপ্রকাশ চিৎ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জগদ্ব্যাপার সম্পাদন করে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীব-ব্রহ্মে সম্বন্ধ নিত্য বলিয়া প্রপঞ্চাতীত দৃষ্টিতে জীব-ব্রহ্মে অভেদ। সুতরাং জীবকে ব্রহ্মাংশ বলায় দোষ নাই, এবং সংসারে দৈনন্দিন জগদ্ব্যাবহার সম্পাদনকারী জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলায় কোনও দোষ নাই। শুধু-লক্ষ্যস্থানের বিভেদ অনুসারে উভয় প্রকার বিভিন্ন উক্তি সঙ্গত, বুঝা গেল না কি? **এই উভয় ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রথমটিকে "পাকা আমি" ও শেষোক্তটিকে "কাঁচা আমি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।**

সূত্র :—৩।২।২১ ॥

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।২।২১ ॥

দর্শনাৎ + চ ॥

দর্শনাৎ :—লৌকিক ব্যহার দর্শন হেতু। **চ :**—ও।

লৌকিক প্রয়োগে ও দেখা যায় যে, সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য না থাকিলেও, কেবল অভিপ্রেত অংশের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়া থাকে। কোনও বালক, বলে ও সাহসে উৎকর্ষ লাভ করিলে বলা যায়, "সিংহ ইব মানবকঃ"—সিংহ সদৃশ বালক। এরূপ বলিলে, বালকটি সিংহ হইয়া যায় না। উহার বল, সাহস ইত্যাদি সিংহের ন্যায়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়। সুতরাং, সে কারণেও জল সূর্য্যের দৃষ্টান্তে দোষ নাই। **অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, অজ্ঞানাদি সর্বপ্রকার দোষ সম্পর্ক বর্জ্জিত, এবং নিখিল-কল্যাণগুণ-নিলয় পরমাত্মা, পৃথিব্যাদির অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিলেও, উহাদের দোষ তাঁহাতে সংস্পর্শ হয় না।**

(পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৭।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ৩।২।২০ ও ৩।২।২১ সূত্র দুইটি একসঙ্গে একসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ দুইটি পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করায়, আমরাও দুইটি পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করিলাম।]

ভিত্তি :—

১। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ, স্থিতঞ্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ ॥" (বৃহঃ ২।৩।১)

—ব্রহ্মের দুইটি রূপ প্রসিদ্ধ—একটি মূর্ত্ত, মর্ত্য (মরণশীল), স্থিত (গতিহীন, পরিচ্ছিন্ন), এবং সৎ (বিদ্যমান, প্রত্যক্ষ, অপর সমস্ত পদার্থে যাহা নাই এরূপ অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত); অপরটি অমূর্ত্ত, অমৃত (অমরণশীল), যৎ (গমনশীল, অপরিচ্ছিন্ন), এবং ত্যৎ, অর্থাৎ সতের বিপরীত, সর্ব্বসময়ে পরোক্ষ। (বৃহঃ ২।৩।১)

২। "তদেতন্মূর্ত্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরীক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্ত্যমেতৎ স্থিতমেতৎ সৎ, তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো য এষ তপতি, সতো হ্যেষ রসঃ।" (বৃহঃ ২।৩।২)

—তাহাই এই মূর্ত্তরূপ, যাহা বায়ু ও আকাশ হইতে ভিন্ন—অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্‌ ও তেজঃ, এই ভূতত্রয়ই ব্রহ্মের মূর্ত্ত রূপ। এই ভূতত্রয়াত্মক মূর্ত্ত রূপই, মর্ত্ত্য বা মরণশীল, ইহাই স্থিত, ইহাই সৎ। এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থিতের, এই সতের ইনিই রস, অর্থাৎ সার পদার্থ, যিনি এই তাপ দিতেছেন, (অর্থাৎ, সূর্য্য মণ্ডল)—কারণ, এই সূর্য্যমণ্ডলই হইতেছেন সতের, (পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ের) রস বা সারভূত। (বৃহঃ ২।৩।২)

৩। "অথামূর্ত্তং বায়ুশ্চান্তরীক্ষং চৈতদমৃতম্ এতদ্ যৎ, এতৎ ত্যৎ, তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্য এতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষস্তস্য হ্যেষ রস ইত্যধিদৈবতম্ ॥"

(বৃহঃ ২।৩।৩)

—অতঃপর ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ কথিত হইতেছে—বায়ু ও আকাশ ব্রহ্মের অমূর্ত্ত রূপ, ইহাই অমৃত, ইহাই যৎ, ইহাই ত্যৎ (সর্ব্বদা পরোক্ষাত্মক)। সেই এই অমূর্ত্তের, এই যতের, এই ত্যতের—ইহাই রস বা সারভূত—যাহা এই সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠিত পুরুষ (দেবতা)—ইহাই ত্যৎসংজ্ঞক অমূর্ত্ত রূপের রস—ইহা হইতেছে অধিদৈবত, অর্থাৎ মণ্ডলাধিষ্ঠাতৃ দেবতাত্মক রূপ। (বৃহঃ ২।৩।৩)

৪। "অথাধ্যাত্মম্—ইদমেব মূর্ত্তং যদন্যৎ প্রাণাচ্চ যশ্চায়মন্তরাত্ম-ন্নাকাশঃ, এতন্মর্ত্ত্যম্, এতৎ স্থিতমেতৎ সৎ, তস্যৈতস্য মূর্ত্তস্যৈতস্য মর্ত্ত্যস্যৈতস্য স্থিতস্যৈতস্য সত এষ রসো যচ্চক্ষুঃ, সতো হ্যেষ রসঃ॥" (বৃহঃ ২।৩।৪)।

—অতঃপর অধ্যাত্ম কথিত হইতেছে—অর্থাৎ, দেহ-সম্বন্ধী মূর্ত্তরূপ, যাহা প্রাণ বায়ু ও দেহমধ্যস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন—দেহোৎপাদক ভূতত্রয়—ইহাই মর্ত্ত্য, ইহাই স্থিত, ইহাই সৎ। সেই এই মূর্ত্তের, এই মর্ত্ত্যের, এই স্থিতের, এই সতের, ইহাই রস বা সারভূত—যাহার নাম চক্ষুঃ—কারণ ইহাই অধ্যাত্ম সতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু। (বৃহঃ ২।৩।৪)।

৫। "অথামূর্ত্তম্—প্রাণশ্চ যশ্চায়মন্তরাত্মন্নাকাশ এতদমৃতমেতদ্ যদেতত্ত্যৎ, তস্যৈতস্যামূর্ত্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো যোঽয়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষস্তস্য হ্যেষ রসঃ॥"

(বৃহঃ ২।৩।৫)।

—অতঃপর অমূর্ত্তের কথা বলা হইতেছে—দেহস্থ প্রাণবায়ু এবং যাহা দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশ, এই দুইটি ভূত অমৃত, ইহাই যৎ, ইহাই ত্যৎ। এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের, এই যতের, এই ত্যতের, ইহাই হইতেছে রস বা সারভূত, যাহা এই দক্ষিণ অক্ষিস্থ পুরুষ (আত্মা), কারণ, ইনিই ত্যতের সার পদার্থ। (বৃহঃ ২।৩।৫)

৬। "তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপম্—যথা মাহারজনং বাসো, যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চ্চি র্যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং, সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি, য এবং বেদ ; অথাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরম-স্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি, প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্॥" (বৃহঃ ২।৩।৬)।

—সেই এই অক্ষিপুরুষের রূপটি, যেমন হারিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র, যেমন পাণ্ডুবর্ণ মেষরোমজ বস্ত্র, যেমন রক্তবর্ণ ইন্দ্রগোপ, যেমন অগ্নির শিখা, যেমন শ্বেতপদ্ম, যেমন সকৃদ্ বিদ্যোতন। যে ব্যক্তি এই

পুরুষরূপ জানে, তাহারও সকৃদ্ বিদ্যোতনের ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রকাশময় শ্রী হইয়া থাকে।

অতঃপর এই হেতু "নেতি, নেতি"—ইহা নহে, ইহা নহে—ইহাই ব্রহ্মের আদেশ বা নির্দ্দেশ। প্রথম "নেতি"—অর্থ "ইহা হইতে পর", দ্বিতীয় "নেতি" অর্থ "অপর কিছু নাই"—অর্থাৎ, ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই।

অনন্তর, ব্রহ্মের অভিধায়ক নাম কথিত হইতেছে—তাঁহার নাম হইতেছে, "**সত্যস্য সত্যম্**"—সত্যের সত্য—প্রাণ সমুদায়ই সত্য, তিনি সে সমুদায়েরও পর পরম সত্য। (বৃহঃ ২।৩।৬)

সংশয়ঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রাহ্মণে, শ্রুতি প্রথমে ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক রূপ নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশের সময় "নেতি নেতি" বলিয়া সমুদায় বিশেষের প্রতিষেধ করতঃ নির্বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, তোমার সিদ্ধান্তানুসারে ব্রহ্মের উভয় লিঙ্গত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? উক্ত সিদ্ধান্ত শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিবিরোধী নয় কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।২২।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ॥

৩।২।২২॥

প্রকৃত + এতাবত্ত্বং + হি + প্রতিষেধতি + ততঃ + ব্রবীতি + চ + ভূয়ঃ॥

প্রকৃত :—প্রস্তাবিত। **এতাবত্ত্বং :**—ইয়ত্তা বা এতৎ পরিমাণত্ব। **হি :**—নিশ্চয়ে। **প্রতিষেধতি :**—নিষেধ করিতেছেন। **ততঃ :**—তদপেক্ষা। **ব্রবীতি :**—বলিতেছেন। **চ :**—ও। **ভূয়ঃ :**—অধিক।

তোমার আপত্তি সঙ্গত নহে। কেননা, "নেতি নেতি" শ্রুতিতে যে ব্রহ্মের প্রস্তাবিত বিশেষ গুণ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, ইহা প্রতীত হয় না। কারণ, শ্রুতি, প্রথমে ব্রহ্মের স্থূল, সূক্ষ্ম—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ও আধ্যাত্মিক রূপের বিষয় বর্ণনা করিয়া, পরেই বলিবেন যে, যাহা বলিলাম, তাহা প্রকৃত নহে, ভ্রম মাত্র—ইহা অসম্ভব। শ্রুতিতে এ প্রকার ভ্রম কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ। ইহার উক্তি প্রমাণের জন্য অন্য প্রমাণের

অপেক্ষা নাই। যদি ভ্রান্ত জল্পনা শ্রুতিতে স্থান পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে শ্রুতির স্বতঃ প্রামাণ্য ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং তুমি যেরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া আপত্তি উত্থাপন করিতেছ, তাহা শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ নহে।

শ্রুতি বলিতেছেন, হে জিজ্ঞাসু মানব! তোমাদের মঙ্গলের জন্য ব্রহ্মের যে স্থূল, সূক্ষ্ম, আধিভৌতিক, আদিদৈবিক, আধ্যাত্মিক রূপ নির্দ্দেশ করিলাম, উহাই ব্রহ্মের সমগ্র নির্দ্দেশ নহে। বাক্য ও মনের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। তোমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ও তোমাদের উপাসনার সৌকার্য্যার্থে, পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে উপকরণ লইয়া, ভাষার দ্বারা যাহা নির্দ্দেশ করিলাম, তদ্দ্বারা তোমাদের ব্রহ্ম সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞান হইবে না জানি, কেননা, ভাষায় তাঁহার সমগ্র প্রকাশ এবং মনে তাঁহার সমগ্র ধারণা অসম্ভব। তাঁহার একদেশ মাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা এইমাত্র বুঝান হইল যে, পরিদৃশ্যমান, অপরিদৃশ্যমান, স্থূল, সূক্ষ্ম, বাক্য ও মনের গোচরীভূত যত কিছু আছে, সবই ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই। ইহা বৃহদারণ্যকের ২।৩।৬ মন্ত্রের শেষাংশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছি। এইটি ভাল করিয়া ধারণা কর। তারপর বুঝিবার চেষ্টা কর যে, তিনি ইহাদেরও অতীত। উহারাই তাঁহার সমগ্র নির্দ্দেশ নহে। উহাদের বাহিরে অনেকই রহিয়া গেল তাহারাও ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। জগতে প্রাণ সত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, তৎসম্বন্ধে উপদেশ উক্ত প্রকরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষাংশে দিয়াছি, সেখানেও আত্মার রহস্য নাম **"সত্যস্য সত্যং"** উল্লেখ করিয়াছি। মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রাহ্মণে তাহাই বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিলাম। প্রাণাদি সত্য বস্তুর সত্যত্ব, এই পরম সত্যে অবস্থানের জন্য, ইহাই নির্দ্দেশ করিলাম। প্রপঞ্চের যে প্রতিভাসমান আপেক্ষিক সত্যতা, তাহাও সেই পরম সত্যে অধিষ্ঠানের জন্য। যদিও প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ সমুদায়ই ব্রহ্মাত্মক, তথাপি তাঁহার ইচ্ছায়, প্রপঞ্চগত বস্তুজাতের নশ্বরত্ব ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যতা প্রতিপাদন করাও এই মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। যদি তোমরা উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, নিজেদের আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হইয়া, কদর্থ কল্পনা করতঃ বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা কর, সেজন্য মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি দায়ী নহেন। তোমাদের অনন্ত জন্মোপার্জ্জিত কর্ম্মসঞ্জাত অজ্ঞানই উহার মূলে। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর।

লৌকিক দৃষ্টান্তে আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাষার দ্বারা একজন ব্যক্তি বিশেষের সমগ্র নির্দ্দেশ বড়ই দুরূহ। পণ্ডিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিষয় আমরা অবগত আছি। আমাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে চাক্ষুষ দেখিবার

এবং তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র লোকটি কেমন ছিলেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ একরূপ অসম্ভব। তাঁহাকে "বিদ্যাসাগর" বলিলে, তাঁহার একদেশ মাত্র নির্দ্দেশ করা হইল, "কর্ম্মবীর" বলিলে অন্য একদেশ, "দানবীর" বলিলে তৃতীয় এক দেশ, "দয়াবীর" বলিলে চতুর্থ এক দেশ মাত্র নির্দ্দেশ করা হইল। তাঁহার মাতৃভক্তি, বিশ্বপ্রেম, সদালাপ, শিক্ষাদান দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধনের প্রচেষ্টা, হিন্দু বালবিধবার শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সমাজের কুপ্রথা নিবারণের আকুল আগ্রহ, পরোপকারে অহৈতুকী প্রবৃত্তি—প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিলেও সমুদায় মানবটির সমগ্র বলা হইল না। এ সমুদায় তাঁহার বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিভূতির পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল। মানুষটি স্বরূপতঃ অন্তরঙ্গা শক্তিতে অবস্থান কালে কিরূপ, তাহা অবর্ণিতই থাকিয়া যায়। একজন খ্যাতনামা, প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষদৃষ্ট আমাদের মত স্থূল দেহধারী মানবের সম্বন্ধে যখন এই ব্যাপার, তখন প্রত্যক্ষের অতীত, বাক্যমনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা, বস্তুর নির্দ্দেশ, ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যে কিরূপ অসম্ভব, তাহা হৃদয়ে অনুভব করা যাইতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না কেন, কিছুই পর্য্যাপ্ত নহে। বাক্য, মনঃ পঙ্গু হইয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। তখন "নেতি নেতি" ভিন্ন আর উপায় নাই। সমুদায় নিষেধের পরিসমাপ্তি ও সমাধান তাঁহাতেই—অর্থাৎ, যাহা কিছু বিশেষ নির্দ্দেশ ভাষা দ্বারা করা যাউক না কেন, তাহার দ্বারা তাঁহার সমগ্র ভাব প্রকাশিত হইল না বলিয়া আরও আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায় এবং সেই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য "নেতি নেতি" বলিয়া নির্দ্দেশের প্রচেষ্টা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। সমুদায় বিশেষ প্রতিষেধ করা অভিপ্রায় নহে। **শ্রুতি বলিতে চাহেন যে, তিনি ইহাও বটে, আবার ইহা নয়ও বটে, কারণ, ইহার বাহিরে অকথিত অনেকই রহিয়া গেল। ইহাই "নেতি নেতি" শ্রুতির অভিপ্রায়। সূত্রকার "ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"—অংশ দ্বারা ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন।**

বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২২ মন্ত্রেও এই নিষেধাত্মক "নেতি নেতি" শ্রুতি উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রটি এই:—**"স এস নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি..."** "ইহা নহে, ইহা নহে" বলিয়া সর্ব্ব নিষেধের অবধি রূপে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতঃই গ্রহণের অযোগ্য—এই জন্য কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না, শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এজন্য শীর্ণ হয় না, অসঙ্গ—এজন্য কিছুতে

আসক্ত হয় না, অসি হইতে কোনও ব্যথা পায় না এবং স্বরূপ চ্যুতও হয় না। (বৃহঃ ৪।৪।২২)। এই মন্ত্রে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নিষেধাত্মক পদ দ্বারা নির্দ্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ব্রহ্মের নির্দ্দেশ বিষয়ে ভাষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করাই **"নেতি নেতি"** শ্রুতির অভিপ্রায়। ভাষায় তাঁহার সম্বন্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, তাহা দ্বারা তাঁহার সামান্য একদেশ মাত্র বলা হইল—অধিকাংশই অবর্ণিত রহিল, ইহা খ্যাপন করা উদ্দেশ্য।

অতএব, বুঝা গেল যে, বিশেষ প্রতিষেধ করতঃ নির্ব্বিশেষ স্থাপন করা "নেতি নেতি" শ্রুতির প্রকৃত অর্থ নহে। ইহা অন্যান্য শ্রুতি হইতেও বুঝা যায়। যথা :—বৃহদারণ্যক শ্রুতির **"অক্ষর"** ব্রাহ্মণে ৩।৮।৮ মন্ত্রে **"অক্ষর"**কে—**"অস্থুল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ,......অচ্ছায়, অবায়ু, অনাকাশ"** প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম উল্লেখ করিয়া পরক্ষণেই "অয়ি গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনেই সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যাবা, পৃথিবী স্ব স্ব স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া, আবার সবিশেষত্ব প্রতিপাদন করা হইল। যদি নির্ব্বিশেষই তত্ত্ব হইত, এবং সবিশেষ অতত্ত্ব হইত, তাহা হইলে, একই স্থানে এই প্রকার উভয়বিধ উক্তি সঙ্গত হইত কি? আরও দেখ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্রে **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।।"**—"বাক্য ও মনঃ যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কিছু হইতে ভয় থাকে না।"—বাক্য মনঃ তাঁহার নিকট পৌঁছাইতে পারে না বলিয়া, তাঁহাকে উহাদের অগোচর বলিবার পরক্ষণেই, তাহাকে **"জানিলে"** বলায়, দৃশ্যমান বিরোধ হইতেছে বটে, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাব একাধারে এককালে অবস্থানই প্রকৃত তত্ত্ব, ইহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রায়। এই দৃশ্যতঃ বিরোধের একত্র অবস্থিতি ব্রহ্মেই সম্ভব। **অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, যে সময়ে তিনি সবিশেষ, সেই এক সময়েই তিনি নির্ব্বিশেষ। সময় বা কাল সৃষ্টির সহিত সংজড়িত, ইহা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। সৃষ্টিগতভাবে যিনি সবিশেষ, স্বরূপগত ভাবে তিনিই নির্ব্বিশেষ। স্বরূপ বিচ্যুতি সম্ভব নহে বলিয়া, নির্ব্বিশেষ সবিশেষ একত্রাবস্থিতিই প্রকৃত তত্ত্ব। এজন্য শ্রুতিতে ও শ্রুত্যানুসারী শাস্ত্র সকলে, তাঁহার "উভয় লিঙ্গত্ব" সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমার আপত্তির কোন ভিত্তি নাই।**

তিনি যে সত্যের সত্য এবং সৎ ও ত্যৎ উভয়ের অন্তরে অবস্থিত সত্য এবং তাঁহার সত্যতায়ই যে সৎ ও ত্যৎ এর সত্যতা, তাহা ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্ত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্ত্যে।
সত্ত্যস্য সত্ত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥ ভাগঃ ১০।২।২৬

"সত্ত্যস্য যোনিং—সচ্চ ত্যর্চ্চ সত্ত্যং ভূত পঞ্চকং তস্য যোনিং কারণম্। সত্ত্যস্য সত্যং—ভূত পঞ্চকস্য সত্যং পারমার্থিকং নাশেঽপ্যবশিষ্যমাণং রূপম্।" (শ্রীধর)

—হে ভগবান্! আপনি সত্যব্রত—আপনার সংকল্প সত্য, সত্য আপনার প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন, আপনি তিন কালেই—অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টি স্থিতিকালে এবং প্রলয়ে—সত্য স্বরূপে অব্যভিচারে বর্ত্তমান, আপনি পৃথিবী, অপ্, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি কারণ, এবং উহাদের অন্তর্য্যামিত্ব রূপে বর্ত্তমান, আপনার সত্যতাতেই উহাদের সত্যতা, আপনিই উহাদের পারমার্থিক সত্য, আপনি সত্য ও ঋতের প্রবর্ত্তক, আপনি সকল প্রকারেই সত্যাত্মক—আপনার শরণাপন্ন হইলাম। ভাগঃ ১০।২।২৬

এই কারণেই ভাগবতের উপক্রমে প্রথম শ্লোকে এবং উপসংহারে শেষ শ্লোকে "সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়া ভাগবতকার সেই পরম সত্য স্বরূপকে স্মরণ করিয়াছেন।

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ভাগঃ ১০।১৪।৭

—হে ভগবন্! তুমি গুণসকলের অধিষ্ঠাতা। তোমার গুণের বিশেষ বিবরণ দূরে থাকুক, তাহা "এত পরিমাণ" বলিয়া গণনা করিতেই বা কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে? নিপুণ ব্যক্তি গণনা দ্বারা,

কালে ভূমির পরমাণু, আকাশের হিমকণা ও নক্ষত্রাদির কিরণ পরমাণু, সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারা সম্ভব বলিয়া কল্পনা করিতে পারিলেও, জগৎহিতের জন্য স্থূলদেহধারণে অবতীর্ণ, সকলের প্রত্যক্ষদৃষ্ট আপনার গুণ গণনা সম্ভব বলিয়া কল্পনাও অসম্ভব। ভাগঃ ১০।১৪।৭

সুতরাং ভাষার দ্বারা তাঁহার সমগ্র নির্দ্দেশ অসম্ভব বটে। এইজন্য শ্রুতিগণ বলিয়াছেন :—

যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

—শ্রুতিগণ আপনাতে পর্য্যবসান রূপে "তন্ন তন্ন"—"তাহা নয়, তাহা নয়" করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

[সমগ্র শ্লোকটি ও উহার অর্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ২৬৫)]।

৮।৩।২৪ শ্লোকে ভাগবত বলিয়াছেন :—

ন সন্নচাসন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৪

—তিনি সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সকল পদার্থের নিষেধের অবধিরূপে যাহা অবশেষ থাকে, তাহাই তিনি, তিনিই আবার অশেষাত্মা। ভাগঃ ৮।৩।২৪

সমগ্র শ্লোকটি ৩।২।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৩।২৬ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। সেখানে তাঁহাকে "বিশ্ব" ও "অবিশ্ব" উভয়ই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ, বিরোধের সমাধান তাঁহাতেই।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ৩৬ ও ৩৭ শ্লোক এই সূত্রের অর্থ বড়ই সুন্দরভাবে প্রতিপাদন করে। মহর্ষি পিপ্পলায়ন রাজা নিমিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে রাজন্! যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু, অথচ স্বয়ং অহেতু, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্তমান, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনঃ ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব জানিও। ভাগঃ ১১।৩।৩৬।

বলিয়াই ঋষির মনে হইল, তবে কি আমার উপদেশ হইতে রাজা বুঝিলেন যে, পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বাক্য বা ভাষা দ্বারা নির্ব্বাচন যোগ্য, ইহা মনে

হওয়াতেই পুনরায় বলিলেন :—হে রাজন্! আমি যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝিও না যে, আমি তোমাকে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সমগ্র উপদেশই দিতে সমর্থ হইয়াছি। এই পরম তত্ত্বে মনঃ প্রবেশ করিতে পারে না; বাক্য, চক্ষুঃ, বুদ্ধি, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ইঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। স্বীয় অংশভূত বিস্ফুলিঙ্গ সকল কি অগ্নিকে দাহ বা প্রকাশ করিতে পারে? যাঁহা ভিন্ন নিষেধের সমাপ্তি নাই, বাক্য তাঁহাকে অর্থোক্তরূপে "তন্ন, তন্ন" করিয়া ব্যক্ত করে, সাক্ষাৎ বলিতে সমর্থ হয় না। ভাগঃ ১১।৩।৩৭

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥ ভাগঃ ১১।৩।৩৬
নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চ্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোঽপি বোধনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ।
ভাগঃ ১১।৩।৩৭

পূর্ব্বে ৩।২।১৩ ও ১৪ সূত্রালোচনায় কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মে দেহ-দেহী ভেদ নাই, এবং তাঁহার ভূষণ, আয়ুধ, ধাম, পরিকর প্রভৃতিরও তাঁহা হইতে ভেদ নাই। তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার পরম পদও তাহাই। এজন্য শ্রুতিতে উক্ত আছে—"**তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্**" (কঠঃ ১।৩।৯)। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই নিম্ন শ্লোকে প্রকাশ করিতেছেন :—

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তৎ
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎ সিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যাবসিতং সমাহিতৈঃ॥ ভাগঃ ১২।৬।২৭

—অনন্য সুহৃৎ যোগীগণ 'নেতি নেতি'—ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়া ক্রমশঃ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করতঃ অবশেষরূপে প্রাপ্ত আত্মতত্ত্বকে

সমাধি দ্বারা হৃদয়ে অবরুদ্ধ করতঃ বিষ্ণুর পরম পদ হৃদয়ে ধারণা করেন। ভাগঃ ১২।৬।২৭।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, "নেতি নেতি" শ্রুতির অর্থ—ব্রহ্ম বস্তু সমগ্র প্রকাশ করিতে ভাষার অক্ষমতা খ্যাপন এবং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইলেও, তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সমুদায়ের বাহিরে অবস্থিত। পূর্ব্বে অনেকবার কথিত হইয়াছে, তাঁহার অত্যল্প অংশমাত্রে এই দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রপঞ্চ। তিনি সর্ব্বাত্মক হইলেও, সর্ব্ব হইতে ভিন্ন, নিজ পূর্ণস্বরূপে চির বর্ত্তমান। ইহাও প্রকাশ করা "নেতি নেতি" শ্রুতির অভিপ্রায়। তাঁহার সমুদায়ে অনাসক্তি, অনভিমান বশতঃ স্বরূপচ্যুতি নাই। পূর্ব্বে অনেকবার কথিত হইয়াছে, পুরুষের একপাদেই প্রপঞ্চ বিশ্ব, ত্রিপাদ প্রপঞ্চের বাহিরে অমৃতে বর্ত্তমান। প্রপঞ্চ যে শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রোক্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত রূপ লইয়া গঠিত, ইহা বলাই বাহুল্য। অতএব, উক্ত শ্রুতি মন্ত্রের "নেতি নেতি"র দ্বারা এই প্রপঞ্চের পারে অমৃত স্বরূপে অবস্থিত ত্রিপাদের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। অতএব, ব্রহ্ম "উভয় লিঙ্গক" বটে।

আরও দেখ, আমরা প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত বহির্ম্মুখ জীব। বহিঃকরণ-চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, এবং অন্তঃকরণ—চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমাদের জ্ঞান সাধনের উপায় বা যন্ত্র স্বরূপ। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা সবিশেষ জ্ঞান। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান আমাদের উপলব্ধির বাহিরে। সুতরাং, আমাদের লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শন করিলে, ব্রহ্মের "সবিশেষ" ভাবই আমাদের উপলব্ধির গোচরে আসে। যাঁহারা যোগ, সমাধি বা ঐকান্তিক সাধনা বলে, মনের লয় সাধন পূর্ব্বক, আত্মস্বরূপ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা হয়ত, নির্ব্বিশেষ ভাব উপলব্ধি করিতে পারিলেও পারিতে পারেন। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্তঃকরণ বৃত্তির সম্যক্ ব্যায়াম দ্বারা উহার অনুমোদন ভিন্ন, সম্যক্ ধারণা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে, অথবা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত অতি উচ্চস্তরের সাধকের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করিলে, হয়ত নির্ব্বিশেষ ভাব অনুভূত হইতে পারে। তাহা হইলেও, শ্রুতি যখন উচ্চ ও নিচ উভয় প্রকারের অধিকারীর জন্য সংসার জ্বালা নিবারণের ভেষজ বিধান করিতেছেন, তখন নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় ভাবই

ব্যক্ত করা শ্রুতির পক্ষে সঙ্গত। শ্রুতি তাহাই করিয়াছেন। এজন্য একই শ্রুতি মন্ত্রে, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে বা পরবর্ত্তী মন্ত্রেই সবিশেষ ভাবও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহাদের একটি অন্যটির প্রতিষেধক নহে। "নেতি নেতি" শ্রুতিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিতে অসমর্থ হওয়ায়, ঐ প্রকারে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করে। অতএব, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় শ্রুতির সার্থকতা তাঁহাতেই। এ কারণ, তিনি "উভয় লিঙ্গক"।

যদি বল, যে নির্ব্বিশেষই 'তত্ত্ব', সবিশেষ ভাব মায়া দ্বারা গৃহীত বলিতে দোষ কি? যদি 'মায়া' অর্থ তাঁহার সংকল্পরূপা শক্তি বল, তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে কোনও বিরোধ নাই।

যদি "মায়া" তাঁহা হইতে পৃথক কিছু বল, অথবা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলেই আমাদের আপত্তি। আমরা ত বলি যে, তাঁহার সংকল্পানুসারে প্রপঞ্চ জগৎ অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি চৈতন্যঘন—চৈতন্যময়। সংকল্প চেতনেরই হইয়া থাকে—অচেতনের সংকল্প হইতে পারে না। অতএব সৃষ্টি তাঁহার স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে। যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ধারাবাহিক ভাবে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইরূপ চৈতন্যময়ের সংকল্প হইতে জাত সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, অনাদিকাল হইতে চক্রভ্রমিক্রমে সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব, যাহা প্রপঞ্চ বিশ্বের সহিত সংজড়িত, ইহাও অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে। নির্ব্বিশেষ ভাব তাঁহার স্বরূপগত ভাব, স্বরূপ বিচ্যুতি কখনও সম্ভব নহে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ ভাবও চিরবিদ্যমান। একারণ শ্রুতিতে উভয় ভাব নির্দ্দেশ অপরিহার্য্য।

আরও এক কথা—নির্ব্বিশেষই ব্রহ্মের তত্ত্ব, সবিশেষ নহে—ইহা ঠিক নহে। নির্ব্বিশেষ সবিশেষ প্রভৃতি বাক্যকৃত বিভেদ প্রপঞ্চের অভ্যন্তরে প্রপঞ্চান্তর্গত জীবগণের অন্তঃকরণ বৃত্তির পরিমাপ অনুসারেই সংঘটিত হয়। যে বস্তু প্রপঞ্চের বাহিরে বর্ত্তমান, এবং যাহার সংকল্প বশতঃ অল্পাংশে মাত্র প্রপঞ্চ প্রকটিত, তাঁহার সম্বন্ধে ও প্রকার বাক্যকৃত বিভেদ প্রযোজ্য হইতে পারে না; তিনি এক, অদ্বিতীয়। তিনি যাহা, তাহাই। আমাদের ভাষার অক্ষমতা অথবা চিন্তার অসর্ব্বগ্রাহিতার কারণ, আমরা তাঁহাতে আমাদের মনোবৃত্তির পরিমাপ অনুসারে, যাহা প্রয়োগ করি না কেন, তাঁহাতে তাঁহার ইষ্টাপত্তি নাই, তাঁহার স্বরূপ তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। এক স্তরের অধিকারীর লক্ষ্যস্থান

হইতে যিনি সবিশেষ, অন্য স্তরের অধিকারীর লক্ষ্য স্থান হইতে তিনিই নির্ব্বিশেষ। সুতরাং উহাদের মধ্যে একটি তত্ত্ব, অপরটি তত্ত্ব নহে, ইহা বলা, কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র। বাক্য দ্বারা তিনি ইহা মাত্র, উহা নহে, ইহা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যদি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করা যাইবে, তবে শ্রুতি তাঁহাকে **"অবাঙ্‌ মনসো গোচর"** বলিয়াছেন কেন? ইহা কি **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে—অপ্রাপ্য মনসা সহ"** শ্রুতি মন্ত্রার্দ্ধের সুস্পষ্ট উক্তির বিরোধী নহে? শ্রুতি "নেতি নেতি" মন্ত্র দ্বারা তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং ভাগবত উপরে উদ্ধৃত শ্লোক সকলে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ভাষা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হইলে, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উভয় ভাবে নির্দ্দেশ করা প্রয়োজন। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম 'উভয়-লিঙ্গক' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

একই শ্লোকে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভাব কি প্রকার সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক নীচে উদ্ধৃত হইল।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥ ভাগঃ ১০।৩।২৫

—দেবকী বলিতেছেন:—বেদ যাঁহাকে নিরীহ (সন্নিধি মাত্রে কারণ), নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, ব্রহ্ম (বৃহত্তম) আদ্য (বা মূল কারণ) বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্মদীপ (অর্থাৎ, বুদ্ধ্যাদি করণ সমূহের প্রকাশক)। ভাগঃ ১০।৩।২৫

এই শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যিনি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, তিনি মূর্ত্তরূপে দেবকীর প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। ভাগবতকার বলিলেন যে, উভয়ে অভেদ। ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব।

ভিত্তি ঃ—

১। "ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥"

(কঠঃ ২।৩।৯)

—ইহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রত্যক্ষ বিষয়ে থাকে না, সুতরাং কেহই চক্ষুঃ দ্বারা অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দর্শন বা উপলব্ধি করিতে পারে না। পরন্তু, বিকল্পহীন হৃদয়স্থ বুদ্ধি দ্বারা মননের সাহায্যে সেই পুরুষ অভিব্যক্ত হন। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন। (কঠঃ ২।৩।৯)।

২। "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

(মুণ্ডঃ ৩।১।৮)

—রূপ না থাকায় সেই আত্মাকে চক্ষুঃ দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বাক্য দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, অপর ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাও গ্রহণ করা যায় না, তপস্যা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম দ্বারাও গ্রহণ করিতে পারা যায় না। পরন্তু জ্ঞানের প্রসন্নতা দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, অবিরত ধ্যান করিতে করিতে সেই নিষ্কল (পরিপূর্ণ) আত্মার দর্শন লাভ হইয়া থাকে। (মুণ্ডঃ ৩।১।৮)।

সূত্র ঃ—৩।২।২৩।

তদব্যক্তমাহ হি ॥ ৩।২।২৩ ॥

তৎ + অব্যক্তম্ + আহ + হি ॥

তৎ ঃ—ব্রহ্ম। **অব্যক্তং ঃ**—প্রমাণের অগোচর। **আহ ঃ**—প্রতিপাদন করিতেছেন। **হি ঃ**—নিশ্চয়ে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রদ্বয় প্রতিপাদন করিতেছে যে, ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়াদির গোচর না হওয়ায়, যে সমুদায় প্রমাণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও ঐতিহ্য—এ ত্রিবিধ প্রমাণের অগোচর, এজন্য তিনি অব্যক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

যং বৈ ন গোভির্মনসাঽসুভি র্বা
হৃদা গিরা বাঽসুভৃতো বিচক্ষতে।
আত্মানমন্তর্হৃদি সন্তমাত্মনাং
চক্ষুর্যথৈবাকৃতয়স্ততঃ পরম্॥ ভাগঃ ৬।৩।১৬

—ইন্দ্রিয়, মনঃ, প্রাণ, চিত্ত, বাক্য প্রভৃতি কোনও উপায় দ্বারাই প্রাণিগণ যাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ যিনি সকল জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে দ্রষ্টারূপে বর্ত্তমান আছেন। রূপাদি যেমন চক্ষুঃকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়াদি যাঁহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ভাগঃ ৬।৩।১৬।

তিনি যে অব্যক্ত, ইহা পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৩।২১ শ্লোকে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে পূর্ব্ব সূত্রালোচনায় উদ্ধৃত ১১।৩।৩৭ শ্লোকটিও দ্রষ্টব্য।

ভাগবত আরও বলিতেছেন :—

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥
ভাগঃ ১০।১০।৩২

—হে ভগবন্! আপনি দ্রষ্টা, এ কারণ দৃশ্যস্বরূপে বর্ত্তমান, যে সকল প্রাকৃতিক বিকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি, সে সকল আপনাকে গ্রহণ করিতে পারে না। গুণসংস্থিত অর্থাৎ দেহাদিতে আবৃত জীবও আপনাকে জানিতে পারে না, কারণ আপনি জীবাদি উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে স্বয়ম্প্রকাশ রূপে সিদ্ধ আছেন। ভাগঃ ১০।১০।৩২।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, পরমাত্মা বা ভগবান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, তিনি অব্যক্ত। এবং অব্যক্ত বলিয়াই "নেতি নেতি" শ্রুতির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন আর উপায় কি?

ভিত্তি :—

১। পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৮ মন্ত্র।

২। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।"
(মুণ্ডঃ ৩।২।৩)

—এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা, মেধা বা বুদ্ধি দ্বারা, বা বহু শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা পাওয়া যায় না। পরন্তু এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। (মুণ্ডঃ ৩।২।৩)

৩। "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥"
(কঠঃ ২।১।১)

—স্বয়ম্ভূ—আত্মতন্ত্র পরমেশ্বর—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এইজন্য জীব বাহ্য বস্তুই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অল্পমাত্র ধীর ব্যক্তিই মুক্তিলাভের ইচ্ছায়, ইন্দ্রিয়-গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া, পরামত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (কঠঃ ২।১।১)।

সংশয় :—পরমাত্মা যদি ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, এবং সে কারণ অব্যক্ত, তবে কি জীবের তাঁহাকে জানিবার কোনও উপায় নাই? ব্রহ্মদর্শন হইলেই সংসার হইতে বিমুক্তি ইহা শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন, ব্রহ্মদর্শন কি জীবের পক্ষে অসম্ভব? সংসারে কি চিরকাল গতাগতি করিতে হইবে? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।২৪।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥ ৩।২।২৪॥
অপি + সংরাধনে + প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্॥

অপি :—আরও। **সংরাধনে :**—সম্যক্ আরাধনায়। **প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্ :**—শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র সকল হইতে প্রতীত হইবে যে, সম্যক্ আরাধনায় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। তিনি তপস্যা বা অন্য কোনও প্রকার কর্ম্ম দ্বারা লভ্য নহেন। কর্ম্ম দ্বারা লভ্য বস্তু মাত্রই নশ্বর, ইহা পূর্ব্বে ২।৩।৪২ ও অন্যান্য সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। কর্ম্ম চারি প্রকার—উৎপাদ্য, সংস্কার্য্য, বিকার্য্য ও আপ্য। ব্রহ্ম ইহাদের কোনও প্রকার দ্বারা লভ্য নহেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ—অন্য কথায়, ভগবত্তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি বা জীবের নিজ স্বরূপোপলব্ধি। জীবের স্বরূপ, আগন্তুক কিছু নহে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ—একারণ ইহা "উৎপাদ্য" নহে। ইহা নির্ম্মল, চিরকাল সমভাবে দেদীপ্যমান, মলিনতার স্পর্শমাত্র ইহাতে নাই, এ কারণ ইহা "সংস্কার্য্য" নহে। অপরিণামী পরম সত্যস্বরূপ বলিয়া "বিকার্য্য" নহে, এবং সর্ব্বব্যাপী, অন্তরে বাহিরে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান বলিয়া "আপ্য" নহে। যদি তিনি কর্ম্মলভ্য হইতেন, তাহা হইলে কর্ম্মজন্যতা নিবন্ধন নিজ স্বরূপোপলব্ধির বা মুক্তির নশ্বরতা প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত এবং সেজন্য জীবের সংসারে গতাগতির আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইত না। শাস্ত্রোপদেশের সার্থকতা তিরোহিত হইত। **অতএব, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, ভগবৎ প্রাপ্তি বা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ বা স্বরূপাভিব্যক্তি কর্ম্মজন্য নহে। মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৩।২।৩ মন্ত্র ইহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।**

এখন প্রশ্ন উঠে যে, তবে সূত্রকার সূত্রে সংরাধনের প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, **আরাধনার দ্বারা চিত্তমল অপসারিত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ স্বতঃ প্রতিভাত হয়। চিত্তমল—অনাদিকাল হইতে অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণকালীন কৃত কর্ম্ম পরম্পরা হইতে উৎপন্ন—ইহা ২।১।২৩ ও ৩।১।৮ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই চিত্তমলই জীবের বেষ্টনী। যাহা কর্ম্ম হইতে জাত, কর্ম্মদ্বারা তাহার ধ্বংস সঙ্গত বটে। সংরাধন রূপ বিশেষ কর্ম্ম চিত্তমল অপসারণে প্রয়োজন।** যেমন কোনও নির্ম্মল দর্পণ মলসংস্পর্শে মলিনতা প্রাপ্ত হইলে, উহাতে প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট ভাবে পড়ে না; উহার স্বচ্ছতা পুনরানয়নের জন্য উহার উপরিভাগ সূক্ষ্ম বালুকাচূর্ণাদি দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণরূপ বিশেষ কর্ম্মের প্রয়োজন, লগুড়াঘাতরূপ উৎকট কর্ম্ম প্রয়োজনীয় নহে, সেইরূপ **চিত্তমল অপসারণ করিয়া চিত্তকে স্বচ্ছ করিবার জন্য সংরাধন রূপ বিশেষ কর্ম্মের প্রয়োজন।**

সংরাধন অর্থ—ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদি অনুষ্ঠান। চিত্ত—ভক্তি ও ধ্যান দ্বারা বিনষ্টরাগ হইলে, তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মভাব স্থাপন করার নাম প্রণিধান। এই ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান, নামজপ, নমস্কারাদি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠানে রত থাকার নাম সংরাধন। এই সংরাধনের দ্বারা চিত্তমল অপসারিত হইলেই ভগবত্তত্ত্ব বা আত্মতত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। ইহা স্বপ্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ। মলিন আবরণ ইহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, ঐ আবরণ দূরীকৃত হইলেই স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ স্নিগ্ধোজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইবে তাহার কথা কি? এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ শিরোদেশে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই সংরাধনের অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হয়, ভগবান গীতার উপসংহারে তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতি জানে প্রিয়োঽসি মে॥ গীঃ ১৮।৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীঃ ১৮।৬৬

—(ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন!)—তুমি মদেকচিত্ত হইয়া একমাত্র আমারই ভক্ত হও, আমাকেই যজন বা উপাসনা কর, আমাকেই প্রণাম কর; তুমি আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে, তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমাকে ইহা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। গীঃ ১৮।৬৫

—সমুদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমুদায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধনরূপ পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না। গীঃ ১৮।৬৬

সাধক! যদি জিজ্ঞাসা কর যে, ভগবানকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তাহার উত্তর ভগবান নিজেই দিয়াছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীতা ১৮।৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং, স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

গীতা ১৮।৬২

—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়দেশে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করিয়া, নিজ মায়াশক্তি দ্বারা সকলকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় পরিচালিত করিতেছেন, জীবের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র নাই। সর্ব্বভাবে (কায়মনোবাক্যে) সেই হৃদয়স্থ ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি এবং নিত্য শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। গীঃ ১৮।৬১-৬২

ইহাই সংরাধন। ইহার জন্য মন্দির, মঠাদির প্রয়োজন নাই। সাজগোজ করিয়া কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। আপনার নিভৃত হৃদয়-গুহায় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান আত্মস্বরূপে অবস্থিত। তাঁহারই দ্বারা জীব সঞ্জীবিত ও ক্রিয়াশীল। সম্পূর্ণভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলে, পরমার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। একমাত্র ভক্তিই এই প্রকার শরণ গ্রহণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বম্বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥ ভাগঃ ৭।৭।৪৩
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥ ভাগঃ ৭।৭।৪৪

—প্রহ্লাদ বলিতেছেন :—হে অসুর বালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদ্বৃত্ত বা বহুজ্ঞতা, কিছুই মুকুন্দ প্রীত্যর্থ সমর্থ হইতে পারে না।

—অপর দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ ও ব্রত এ সকলও ভগবানের প্রীতির কারণ নহে। কেবল নিষ্কাম ভক্তির দ্বারাই ভগবান প্রীত হয়েন। ভক্তি ভিন্ন অন্য সকল বিড়ম্বনা মাত্র। ভাগঃ ৭।৭।৪৩-৪৪

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি? ঈশ্বরে "পরানুরক্তির" নাম ভক্তি—**"ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে"** (শাণ্ডিল্য সূত্র)। ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত সার্দ্ধশ্লোকে নির্গুণ বা অহৈতুকী ভক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ভাগঃ ৩।২৯।১১
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। ভাগঃ ৩।২৯।১২॥

—আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সমুদ্র অভিমুখে গঙ্গাজলের ধারাবাহিক অবিশ্রান্ত গতির ন্যায়, সকলের হৃদয়গুহায় অবস্থিত আমার অভিমুখে ধারাবাহিক

অবিশ্রান্ত মনোগতিই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক কথিত হয়। ভাগঃ ৩।২৯।১১-১২

ভাগবতের উদ্ধৃত লক্ষণের ভিত্তিতে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী পাদ, তাঁহার "ভক্তি রসায়ন" গ্রন্থে ভক্তির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন :—

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকাং গতা।

সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে ॥ "ভক্তিরসায়ন" ১।৩

—ভগবানের গুণাবলি শ্রবণহেতু দ্রবীভূত মনের সর্ব্বেশ্বরে ধারাবাহিক রূপে প্রবাহিত বৃত্তি বা চিন্তাপ্রবাহ—ভক্তি নামে কথিত হইয়া থাকে।

"ভক্তি রসায়ন" ১।৩

এই পরানুরক্তি বা ভক্তি ভক্ত ও ভগবানের ভেদ ঘুচাইয়া দেয়। অন্য প্রকারে অলভ্য ভগবানকে সহজেই জানাইয়া, বুঝাইয়া ও পাওয়াইয়া দেয়। ইহা ভক্তির প্রশংসাসূচক অর্থবাদ মাত্র নহে। উপনিষদের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত গীতা ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভগবান বলিতেছেন :—

নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। গীতাঃ ১১।৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ গীতাঃ ১১।৫৪

—বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! একমাত্র ভক্তি দ্বারাই এবম্বিধ আমাকে যথাযথরূপে জানিতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে পারে। গীঃ ১১। ৫৩-৫৪

শ্রীমদ্ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং যোগ উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১৯

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ ভাগঃ ১১।১৪।২০

—আমি মদ্বিষয়ক দৃঢ়া উজ্জ্বল ভক্তি দ্বারা লভ্য হইয়া থাকি। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, য়োগশাস্ত্রানুশীল, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা আমি সেরূপ লভ্য নহি। শ্রদ্ধাসহকৃত একমাত্র ভক্তি দ্বারাই, সকলের আত্মা ও প্রিয়—আমি, সাধুদিগের প্রাপ্য হই। আমাতে

নিষ্ঠারূপ দৃঢ়া ভক্তি, জাতি দোষযুক্ত চণ্ডাল পর্য্যন্তও পবিত্র করে। ভাগঃ ১১।১৪।১৯-২০

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, সংরাধনে অনন্যা ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। কি প্রকারে সংরাধন করিতে হয়, তাহাও অতি সংক্ষেপে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে:—

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৬।৪৬

—যে ব্যক্তি আপনার নাম, লীলা, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করে, অথবা আপনার পূজা বা বন্দনা করে, কিংবা আপনার সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করে, সেই অমলাত্মা মনুষ্যের হৃদয়ে আপনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভাগঃ ১০।৮৬।৪৬
—অন্য পক্ষে, যাহারা সাংসারিক কর্ম্মে বিক্ষিপ্তচিত্ত, তাহাদের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে থাকিয়াও আপনি দূরস্থ থাকেন, কেননা, আপনি আত্মশক্তি অর্থাৎ অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অগ্রাহ্য। আবার আপনার গুণ শ্রবণকীর্ত্তনে অমলাত্মা ব্যক্তিদিগের সমীপেই আপনি বিদ্যমান আছেন। ভাগঃ ১০।৮৬।৪৭

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্॥ ভাগঃ ১০।৮৬।৪৭

ভগবান, কি সাধু কি অসাধু, সকলের হৃদয়ে সমানভাবে অবস্থান করিয়া সকলের ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করিতেছেন। এই পরিচালনা ব্যাপার যথেচ্ছ রূপে হইতেছে না। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কর্ম্মবাদ রূপ নিয়ম পরম্পরার দ্বারাই সংসাধিত হইতেছে। ইহা ২।৩।৪২ ও ৩।১।৮ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীবের অনন্তকোটি জন্ম পরম্পরায় উপার্জ্জিত কর্ম্মবীজই ভূতসূক্ষ্মরূপে জীবের উপাধি নির্ম্মাণ করে। এই উপাধির বেষ্টনীই, পরমাত্মার স্বরূপ, যাহা জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে স্বতঃ-সিদ্ধ আছে, তাহাকে আবরণ করিয়া থাকে। সংরাধনের দ্বারা এই আবরণ স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম হইয়া থাকে। এই আবরণই চিত্তমল, ইহা উপরে বলা হইয়াছে। চিত্তমলের অপসারণে ক্রমশঃ যতই স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত হয়, ততই ভগবত্তত্ত্ব বা ভগবদ্রূপ (দুইই অভেদ) ক্রমশঃ স্ফুটতররূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ইহাই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য।

ভগবান কি সকলের নিকট একরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহা হইলে উপাসনার বৈচিত্র্যানুসারে প্রাপ্তি-বৈচিত্র্য রহিল কৈ? শাস্ত্র বলিতেছেন, তাহা নহে। যে ব্যক্তি তাঁহাকে যেরূপে চান, তিনি তাঁহার নিকট সেইরূপেই প্রকটিত হন। গীতায় ভগবান স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—**"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্‌"**। (গীঃ ৪।১১)—"যে ব্যক্তি আমাকে যে প্রকারে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই প্রকারে প্রতিভজন করিয়া থাকি।" ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন :—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃদ্‌সরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্‌।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ভাগঃ ৩।৯।১১

১।২।৩০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৪৯) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১২৩৬)।

"সংরাধন" পদের অর্থ শঙ্করভাষ্য এবং তাহার ভামতী টীকা হইতে উপরে লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলেন, দেখা যাউক।

ভাগবত বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানে ভক্তি বা আরাধনা নয় প্রকারে হইতে পারে, যথা :—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥ ভাগঃ ৭।৫।১৮
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্‌॥ ভাগঃ ৭।৫।১৯

—(হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাঁহার অধ্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রহ্লাদ উত্তরে বলিতেছেন, পিতঃ! আপনি আমার 'অধ্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?)—বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণা ভক্তি যদি ভগবান্‌ বিষ্ণুতে সমর্পিত হয়, তাহাই সকল অধ্যয়নের সার্থকতা। ভাগঃ ৭।৫।১৮-১৯

এই নবলক্ষণা ভক্তির সবগুলির একসঙ্গে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। যে কোনও একটি অনুষ্ঠিত হইলেই সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটি প্রাচীন মহাজন কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইল। ইহা জীব গোস্বামী তাঁহার উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোকটি এই :—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে,
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যে সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

—শ্রীভগবান বিষ্ণুর নাম ও লীলা শ্রবণে পরীক্ষিতের, কীর্ত্তনে শুকদেবের, স্মরণে প্রহ্লাদের, পাদসেবনে লক্ষ্মীর, অর্চ্চনায় বা পূজায় পৃথুর, সম্যক্ বন্দনে অক্রুরের, দাস্যে কপিপতি হনুমানের, সখ্যে অর্জ্জুনের, এবং আপনার সহিত সর্ব্বস্ব নিবেদনে বলির ভগবদ্প্রাপ্তি হইয়াছিল।

অতএব, উক্ত নব লক্ষণা ভক্তির যে কোনও একটির ঐকান্তিক অনুষ্ঠান করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। যাঁহার যে প্রকার ভাব, যে প্রকার অধিকার, তিনি সেই প্রকারে শ্রীভগবানের "সংরাধন" করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

জীব, শ্রীভগবানের বড়ই প্রিয়। জীবের জন্যই শ্রীভগবানের ভগবানত্ব। প্রলয়ে প্রপঞ্চলয়ে, যখন সমুদায় আত্মস্থ করিয়া, তিনি স্বরূপে আত্মানন্দে অবস্থান করেন, তখন তিনি, আর যাহাই হউন, সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্যাদির একমাত্র আশ্রয় ভগবান্ নন। প্রপঞ্চের আবির্ভাবের এবং তদন্তর্ভুক্ত জীবসৃষ্টির পরই তাঁহার ভগবত্তা। তখনই তাঁহার স্বগতভেদ বর্জ্জিত আনন্দময় মূর্ত্তির আবির্ভাব। দৃশ্যতঃ চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলেও, উহারা তাঁহার দেহের আত্মগত ভেদজনক নহে। যোগমায়ার প্রভাবে ঐ প্রকার দৃশ্যমান হয় মাত্র। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তখনই তিনি শুদ্ধ জীবচৈতন্য কৌস্তুভরূপে এবং উক্ত শুদ্ধ জীবচৈতন্যের প্রভা শ্রীবৎসরূপে, হৃদয়ে ধারণ করিয়া জগতের পাপী তাপীর নিকট প্রকট করিতেছেন, যে, হে জীবগণ, তোমরা আমার বড়ই প্রিয়, আমার বক্ষে ধারণ করিবার বস্তু। অজ্ঞানান্ধ হইয়া

যতই পাপ কর না কেন, আমি কি তোমাদের ছাড়িয়া থাকিতে পারি? একবার "শ্রী গোবিন্দ" বলিয়া একাগ্রভাবে ডাকিলেই ত, আমি করুণাময়, আনন্দঘন মূর্ত্তিতে তোমাদের সমক্ষে উদ্ভাসিত হই। তোমাদের লইয়াই ত আমার ভগবত্তা, ঈশ্বরত্ব। তোমরা কি জান না, আমি ভক্তাধীন। ভক্ত, আমার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়া, আমাকে তাহাদের আজ্ঞাধীন, খেলার পুতুল মাত্র করিয়া আনন্দ পায় এবং তাহাতেই আমার অত্যধিক আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগের জন্যই ত সৃষ্টি। আমি আত্মারাম ও আপ্তকাম বটে। কিন্তু ভক্তের কাছে, তাহার ভক্তির জোরে, আমি আমার স্বরূপ বিস্মৃতের মত হইয়া পড়ি, এবং ভক্ত যদৃচ্ছাক্রমে আমাকে নিয়োগ করে। তোমরা কি জাননা যে, ভক্তকে বাড়াইবার জন্য, ভক্তের প্রতিজ্ঞা সম্পূরণের জন্য, আমি কুরুক্ষেত্র সমরে আমার নিজের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া রথচক্র ধারণ করতঃ ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য ধাবমান হইয়াছিলাম? তোমরা হইলেই বা পাপী তাপী। আমার ব্রত কি তোমরা জান না? যে ব্যক্তি এক বার "হে ভগবন্! আমি তোমার" বলিয়া আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি। ইহা ত লঙ্কা-সমরের জন্য সমুদ্রতটে সমবেত কপিসৈন্যের সম্মুখে আমারই উক্তি। "সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাম্যে-তদ্‌ব্রতং মম॥" (অধ্যাত্ম-রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ৩ অঃ ১২ শ্লোক) তোমরা তাহাই একবার করিয়া দেখ না, শান্তি পাও কি না? সংসার-তাপ নিবারণ হয় কিনা? আমার বাক্যের সাক্ষী স্বরূপ, দেখিতেছ না, আমি সমষ্টি জীবচৈতন্যকে অমূল্যভূষণ স্বরূপ বক্ষে ধারণ করিয়া আছি।

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজঃ।
তৎপ্রভাব্যাপিনী সাক্ষাৎ শ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ॥ ভাগঃ ১২।১১।৭

—বিভু—সর্ব্বব্যাপী ভগবান—অজ, কৌস্তভছলে শুদ্ধ জীবচৈতন্য, এবং তাহার সর্ব্বদিকে বিচ্ছুরিতা প্রভা সাক্ষাৎ শ্রীবৎসরূপে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। ভাগঃ ১২।১১।৭

তোমরা কি জাননা যে, আমার ভক্ত অম্বরীষের অবমাননার জন্য, যখন

আমরাই দুর্ব্বার, অপ্রতিহত শক্তি সুদর্শন দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবন করে, তখন ঋষি ত্রিজগতে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আমারই শরণাপন্ন হন, তখন আমি কি বলিয়াছিলাম? তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম:—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৬

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৮

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৯

—"হে দ্বিজ! আমি ভক্ত পরাধীন, সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য। ভক্তজন আমার অতি প্রিয়। এ কারণ সাধু ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। ভাগঃ ৯।৪।৪৬।

—সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমার প্রতি স্ব স্ব হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ আমাকে স্ব স্ব বশতাপন্ন করিয়াছে। ভাগঃ ৯।৪।৪৮।

—যে সকল পুরুষ আমাতে স্ব স্ব হৃদয় অর্পণ করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগের হৃদয় অবগত আছি। তাহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানে না, আমিও তাহাদের ব্যতীত কিছু জানিনা।" ভাগঃ ৯।৪।৪৯।

ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ কত মধুর, কত ঘনিষ্ঠ, কত প্রাণারাম, তাহা বুঝা গেল। পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ অপেক্ষা করে। একমাত্র অদ্বিতীয়, নিরপেক্ষ, ভগবান আপনার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়েন। ভক্ত যেমন ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করেন, ভগবানও সেইরূপ ভক্তকে আকাঙ্ক্ষা করেন। ভক্ত ও ভগবান—তড়িতের ঋণাত্মক ও যোগাত্মক কেন্দ্রের ন্যায়। উভয়ে উভয়ের আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বৃদ্ধির কারণ। এই প্রেমের খেলা শ্রীভগবানের সংকল্পবশতঃই হইয়া থাকে। জীবজগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য মনে হয়। ভক্ত তাঁহার "দিব্য মায়া বিনোদের" একটি শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। ক্রমশঃ এ তত্ত্ব বিশদ ও পরিস্ফুট হইবে।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা গেল, যে, সংরাধনে শ্রীভগবদ্দর্শন বা আত্মতত্ত্বের—অন্য কথায় ভগবত্তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি

—কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহা ভগবানের সংকল্প বা নিয়ম অনুসারেই সংসাধিত হয়। ইহা হইয়া থাকে বলিয়াই হয়।

নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের "সংরাধন" হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইল যে, শ্রীভগবানে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ উভয়ভাবই বিদ্যমান, এজন্য তিনি উভয় লিঙ্গক।

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—উপরে প্রথমে বলিলে যে, "ভগবৎ প্রাপ্তি বা আত্মসাক্ষাৎকার বা স্বরূপাভিব্যক্তি কর্ম্মজন্য নহে"—তার পরেই বলিলে যে, "যাহা কর্ম্ম হইতে জাত, কর্ম্মদ্বারা তাহার ধ্বংস সঙ্গত বটে"। এই দুই উক্তিই সঙ্গত হইতে পারে না। "সংরাধনে" ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, ইহা প্রতিপাদন করা এই সূত্রের উদ্দেশ্য। অতএব জিজ্ঞাসা করি "সংরাধন" কর্ম্ম পর্য্যায়ে পড়ে কিনা? যদি পড়ে, তবে তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বলা সঙ্গত হয় কি?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—যদি আমার বিচার ভালো করিয়া বুঝিতে, তাহা হইলে, আপত্তির কারণ খুঁজিয়া পাইতে না। আমি সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছি যে, চিত্তমল ক্ষালনেই সংরাধনের উপযোগিতা। ভগবত্তত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব—স্বতঃসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ। চিত্তমল যাহা উহার আবরণ ছিল, তাহা ক্ষালিত হইলেই উহা স্বতঃ উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্‌ভাসন সংরাধন রূপ কর্ম্মজন্য নহে। যাহা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ—তাহা অপর কিছুর দ্বারা-জন্য কিরূপে হইবে?

"সংরাধন" কর্ম্মের ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত বটে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভগবান গীতায় ৪।১৭ ও ৪।১৮ শ্লোকে কর্ম্মতত্ত্বের সংক্ষেপ আলোচনা করিয়াছেন। তদনুসারে কর্ম্ম তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে বলিবার প্রয়োজন মনে করিনা। অকর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেকে মনে করেন যে অকর্ম্ম অর্থ, কর্ম্মের অভাব—ইংরাজীতে "Negation of Karma" বলা চলে—তুমি পূর্ব্বপক্ষ হয়ত, তাই মনে কর। কিন্তু উহা দারুণ ভ্রম। অকর্ম্ম-অভাবাত্মক নহে, উহা গূঢ় ভাবাত্মক। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ৪।১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন যে, "যিনি পরমেশ্বরাধানাত্মক কর্ম্মকে অকর্ম্ম—সুতরাং বন্ধহেতু নয় দেখেন—তিনি বুদ্ধিমান।" গোপাল পূর্ব্বতাপনি শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "ভক্তিরস্য ভজনম্।...এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্"।

সংরাধন ত ভগবদারাধনা—সুতরাং গীতার ভাষায় উহা "অকর্ম্ম" ও গোপাল পূর্ব্ব তাপনীর ভাষায় উহা "নৈষ্কর্ম্ম্য"। ভগবান শঙ্করাচার্য্য নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহাকে "অক্রিয়া" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া, ইহাই "পরাপূজা" বলিয়াছেন। শ্লোকটি এই :—

অনিচ্ছৈব পরং পদং অক্রিয়ৈব পরাপূজা।
অচিন্তৈব পরং ধ্যানং মৌনমেব পরং তপঃ ॥

লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, উপরে কথিত "অকর্ম্ম" বা "নৈষ্কর্ম্ম"—উভয় কর্ম্মের ব্যাপক সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত হইলেও, উহারা বন্ধনাত্মক নহে, বরং অন্যপক্ষে বন্ধন হইতে মুক্তিবিধানের ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কর্ম্ম (শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম) বা বিকর্ম্ম (শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম) উভয়েই বন্ধনাত্মক—প্রথমটির বন্ধন—স্বর্ণশৃঙ্খলে, দ্বিতীয়টির লৌহ শৃঙ্খলে হইলেও, বন্ধন ত বটে।

উপরে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছে যে, (১) অনিচ্ছা ও পরমপদ, (২) অক্রিয়া ও পরাপূজা, (৩) অচিন্তা ও পরমধ্যান এবং (৪) মৌন ও পরমতপ—ইহারা পরস্পরের সহিত পরস্পরের সমানাধিকরণ সম্বন্ধ। অর্থাৎ অনিচ্ছা যা পরমপদও তাই। অক্রিয়া বা নৈষ্কর্ম্ম যা, পরাপূজাও তাই। অন্যপক্ষে পরমপদ প্রাপ্তিতে ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভব। পরাপূজা—অক্রিয়ামাত্র।

ভিত্তি :—

১। "অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব…" ইত্যাদি। (বৃহঃ ৩।৮।৮)

২। "ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥" (শ্বেতাঃ ১।১৪)

—পুনঃ পুনঃ ধ্যানরূপ মন্থনের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে নিগূঢ় অগ্নির কাষ্ঠ ঘর্ষণ সাহায্যে প্রকাশের ন্যায় দর্শন করিবে। (শ্বেতাঃ ১।১৪)

সংশয় :—সংরাধনে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় বলিলে। কিন্তু লৌকিক এমন ত দেখা যায় যে, একজন সমস্ত জীবন ঈশ্বর আরাধনায় যাপন করিলেও, ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে না, ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।২৫।

প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ॥ ৩।২।২৫॥

প্রকাশাদিবৎ + চ + অবৈশেষ্যং + প্রকাশঃ + চ + কর্ম্মণি + অভ্যাসাৎ॥

প্রকাশাদিবৎ :—সূর্য্য, অগ্নি, আলোক ইত্যাদির ন্যায়। **চ :**—ও। **অবৈশেষ্যং :**—অবৈলক্ষণ্য। **প্রকাশঃ :**—প্রকাশ। **চ :**—ও। **কর্ম্মণি :**—কর্ম্মেতে। **অভ্যাসাৎ :**—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রযুক্ত।

সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ—নিজেকে এবং অপর সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু একটি দৃঢ়বদ্ধ মৃন্ময় বা প্রস্তরময় পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত একটি পতঙ্গকে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু একটি ঐরূপ দৃঢ়বদ্ধ কাচ পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ ও তাহাতে স্থিত পতঙ্গটিকেও প্রকাশ করে; যেরূপ একটি দৃঢ়বদ্ধ মৃন্ময় বা প্রস্তরময় পাত্রের অভ্যন্তরে একটি দীপ রাখিলে, উহার আলোক বাহিরে প্রকাশিত হয় না, কিন্তু উহা ঐরূপ একটি দৃঢ়বদ্ধ কাচ পাত্রের মধ্যে রাখিলে, তাহার আলোক প্রকাশিত হয়, পরমাত্মাও সেই প্রকার, কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। তিনি স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বব্যাপী। জীবের উপাধির স্বচ্ছতার ও মলিনতার উপর, তাঁহার প্রকাশ বা উপলব্ধি নির্ভর করে। তিনি সর্ব্বত্র সমান অব্যভিচারী ভাবে প্রকাশিত আছেন। জীব যদি প্রস্তরময় পাত্রের অভ্যন্তরের অবস্থানের ন্যায় অতি মলিন উপাধির পরিবেষ্টনে বদ্ধ থাকে, তবে তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মলিনতা নষ্ট করিবার উপায়, পুনঃ পুনঃ

অনুশীলন দ্বারা উপাধির স্বচ্ছতা সম্পাদন করা—দর্পনের মলিনতা দূর করিবার জন্য সূক্ষ্ম বালুকাদি-চূর্ণ দ্বারা, উহার উপরিভাগ ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণের ন্যায়—ইহা পূর্ব্ব সূত্রালোচনায় কথিত হইয়াছে। যেমন কোন কাচাবরণের মধ্যে একটি দীপ রাখিয়া দিলে, কাচাবরণটি ধূমে, ধূলায় বা অন্যান্য আগন্তুক মলিন দ্রব্যের সংস্পর্শে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইলে, দীপের জ্যোতিঃ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না, সম্পূর্ণ প্রকাশের জন্য উক্ত কাচাবরণের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণাদি সংস্কারের দ্বারা উক্ত মলিনত্ব দূরীকরণ প্রয়োজন হয়, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা জীবের উপাধির স্বচ্ছতা সম্পাদন প্রয়োজনীয়। যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত অনুশীলনে পূর্ব্ব হইতেই উপাধির স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহজন্মেই ভগবদ্দর্শন লাভ করেন, দেখা যায়। আর যাঁহাদের তাহা হয় নাই, তাঁহাদের ঐ স্বচ্ছতা সম্পাদনের জন্য এক জীবনের কেন একাধিক জীবনের সমুদায় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কত শত শত জন্মের সম্মিলিত গাঢ় মলিনত্ব উপাধিতে স্তূপীকৃত রহিয়াছে, উহা কি সহজে দূরীভূত করা যায়? উহা দূরীভূত হইলেই স্বয়ম্প্রকাশ পরমাত্মার প্রাণারাম মধুময় জ্যোতিঃ স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাঁহার উক্তরূপ প্রকাশের কোনও প্রকার ইতর বিশেষ নাই। অগ্নি, যেমন উপাদান করণ কাষ্ঠাদির বৃদ্ধি-হ্রাস, স্থূল-সূক্ষ্মাদির কারণে বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থূল, সূক্ষ্ম আকারে প্রকাশিত হয়, পরমাত্মার প্রকাশের সেরূপ বৃহৎ-ক্ষুদ্র, স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদ নাই। **তিনি সর্ব্বত্র সম। উপাধি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত হইলেই, তিনি পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। জীবের অন্তরতম উপাধি আনন্দময় কোশ, উহা স্বরূপতঃ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ। উহার মলিনত্ব কর্ম্মজনিত আগন্তুক। এই আগন্তুক মলিনতা "সংরাধন" রূপ কর্ম্ম দ্বারাই দূরীভূত করিতে হয়। যাহা কর্ম্মজন্য, তাহা কর্ম্মনাশ্য হওয়াই সঙ্গত বটে। এই প্রকার দূরীকরণেই উপাসনার শাস্ত্রীয় উপদেশের সার্থকতা।**

পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনিই একমাত্র সত্যের সত্য—পরমার্থ সত্য। সত্য নানা প্রকার হইতে পারে না। যদি অজ্ঞানী ব্যক্তি নানাত্ব দর্শন করেন, তাহা ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায়, বাহ্য বায়ু ও দেহস্থ বায়ুর ন্যায়, এবং জলসূর্য্য ও আকাশস্থ সূর্য্যের ভেদ দর্শনের ন্যায়, ভ্রান্তি দর্শন মাত্র। ভাগঃ ১২।৪।২৯

ন হি সত্যস্য নানাত্বমবিদ্বান্ যদি মন্যতে।
নানাত্বং ছিদ্রয়োর্যদ্বজ্জ্যোতিষোর্বাতয়োরিব॥ ভাগঃ ১২।৪।২৯

এই প্রসঙ্গে ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৭৯৭-৯৮) ভাগবতের ১২।৪।৩১ ও ১২।৪।৩২ শ্লোক দুইটি দ্রষ্টব্য। উহাদের অর্থও সেখানে দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এখানে পুনরুদ্ধার করিতে বিরত হইলাম।

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—যদি সত্যের নানাত্ব নাই, তবে ৩।২।২২ সূত্রের আলোচনায় **"সত্যস্য সত্যং"**, **"সত্যং পরং ধীমহি"** প্রভৃতি শ্লোকাংশের উল্লেখ করিয়া আপেক্ষিক সত্যতা এবং পরম সত্যতার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিলে কেন? সত্য যখন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এক, তখন **"সত্যং পরং"** রূপে ভগবত্তত্ত্বের উল্লেখ সঙ্গত হয় কি?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, ইহার আলোচনা পরে চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইবে। এখানে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শনই প্রকৃত দর্শন—অন্যপ্রকার দর্শন ভ্রান্তিদর্শন। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—অন্য যাহা কিছু সত্য বলিয়া অবভাসিত হয়, তাহা সত্য স্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া। এই অবভাসমান সত্যকে আচার্য্যগণ আপেক্ষিক সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই আপেক্ষিক সত্যতার অঙ্গীকার করেন নাই। এই সত্যতা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে আরোপিত হওয়ায় প্রতিভাসমান সত্য হইলেও ইহা সর্ব্বকালসত্তাক সত্য নহে বলিয়া তিনি মিথ্যা বলিয়াছেন। আচার্য্যগণের মতভেদ শব্দগত পরিভাষা লইয়া। বস্তুগত ভেদ সামান্য মাত্র। জগতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার সত্যতা ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত বলিয়া, উহার আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকারে হানি কি? আপেক্ষিক সত্যতা স্বীকার করিলেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পরম সত্য বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। যাহা হউক আমরা মূল বিষয়ানুসরণে অগ্রসর হই।

পরমাত্মা চিরকাল স্বতঃসিদ্ধই আছেন। তিনি নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না এবং ইচ্ছা করিলেই ত্যাগ করা যায় না। অজ্ঞান তাঁহার স্বরূপ আবরণ করিয়া তাঁহার উপলব্ধির প্রতিবন্ধকতাচরণ করে মাত্র। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তিনি স্বতঃই উদ্ভাসিত হন।

পূর্ব্বং গৃহীতং গুণকর্ম্মচিত্র-
মজ্ঞানমাত্মন্যবিবিক্তমঙ্গ।
নিবর্ত্ততে তৎ পুনরীক্ষয়ৈব
ন গৃহ্যতে নাপি বিসৃজ্য আত্মা॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩৪

—বদ্ধাবস্থায় গুণ ও কর্ম্মে বিচিত্র এবং আত্মার অধ্যাসের দ্বারা গৃহীত অজ্ঞান, জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, কিন্তু আত্মা কখনও গ্রাহ্য নহেন, ত্যাজ্যও নহেন। ভাগঃ ১১।২৮।৩৪

যথা হি ভানোরুদয়ো নৃচক্ষুষাং
তমো নিহন্যান্নতু সদ্বিধত্তে।
এবং সমীক্ষা নিপুণা সতী মে
হন্যাত্তমিস্রং পুরুষস্য বুদ্ধেঃ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩৫

—সূর্য্যোদয় কি কোনও নূতন পদার্থ সৃষ্টি করে? তাহা ত করে না। উহা লোকের চক্ষুর আবরক অন্ধকার মাত্র নষ্ট করিয়া পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বস্তুজাতকে প্রকাশ করে মাত্র। সেইরূপ ব্রহ্মদর্শন বা জ্ঞান, বুদ্ধির ভ্রমান্ধকার নষ্ট করিয়া, পূর্ব্ব হইতে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম স্বরূপকে প্রকাশ করে মাত্র। ভাগঃ ১১।২৮।৩৫

এই ব্রহ্মদর্শন লাভ কি প্রকারে হয়, তাহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥ ভাগঃ ১১।২০।২৯

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২০।৩০

—পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যে মুনি আমাকে নিরন্তর ভজনা করেন, তাঁহার হৃদয়ে আমি বিরাজমান থাকাতে, তাঁহার হৃদয়স্থিত সমুদায় কামনা বিনষ্ট হয়। আমি অখিলাত্মা। আমাকে দর্শন করিলে, হৃদয়-গ্রন্থি (অহঙ্কার) ভেদ হইয়া যায়, সমুদায় সংশয় তিরোহিত হয়, এবং কর্ম্ম-সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।২০।২৯-৩০

উপরে সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছে যে, কোনও কোনও ব্যক্তি চির জীবন ভগবদারাধনায় যাপন করিলেও ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে না, তাহার কারণ কি? ইহার সমাধান হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরও একটু আলোচনা প্রয়োজন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ এ বিষয়ে আলোচনা নিজেই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, লোকে যে সকল কার্য্য করে, তাহা হয় সাত্বিক, নয় রাজসিক, নয় তামসিক—ইহাদের কোনও না কোনটির অন্তর্ভুক্ত হইবেই হইবে। সাত্বিক কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি সুখভোগ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ-সুখ মিশ্র ভোগ, তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। ইহাদের কোনটিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধন নহে। **যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত গুণত্রয়ের অতীত বা নির্গুণ হইতে হইবে। নির্গুণ না হইলে, অন্য কথায় নিষ্কামভাবে কর্ম্ম না করিলে, ভক্তিযোগ প্রাপ্তি ঘটে না এবং ভক্তিযোগ প্রাপ্তি না হইলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। সংসারে কয়জন লোক গুণ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন?** তাঁহাদের সংখ্যা যে অতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ব্রহ্মদর্শন বা আত্মজ্ঞান লাভ ঘটে। অধিকাংশ লোকেই উহা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভাষায় উক্ত তত্ত্বটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক :—

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি॥ ভাগঃ ১১।২৫।২৯

সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা চ পুরুষর্ষভ॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩০

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ॥
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩১

—দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, নিষ্ঠা ইত্যাদি সমুদায়ই এইরূপ ত্রিগুণাত্মক জানিবে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এতদ্ভিন্ন দৃষ্ট, শ্রুত, বুদ্ধিবিবেচিত ও প্রকৃতি পুরুষাধিষ্ঠিত সমুদায় পদার্থই ত্রিগুণাত্মক জানিবে। লোকদিগের সম্বন্ধে গুণকর্ম্ম নিবন্ধন সংসার বন্ধন কথিত হইল। যে জীব আমাতে নিষ্ঠা করতঃ ভক্তিযোগ সাধন দ্বারা অন্তঃকরণ

সম্ভূত-এই সকল গুণকে জয় করিতে পারে, সে মন্নিষ্ঠ হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।২৫।২৯-৩০-৩১।

ত্রিগুণ জয় করিবার উপায় সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

প্রথমে সত্ত্বগুণের সেবা দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণকে জয় করিতে হইবে। তারপর উপশমাত্মক সত্ত্বের দ্বারা ক্রিয়াত্মক সত্ত্বকে জয় করতঃ ত্রিগুণমুক্ত হইয়া, জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে সম্পন্ন হইবে। লিঙ্গ শরীর হইতে ও উপাধি সম্ভূত গুণত্রয় হইতে বিনির্মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা দ্বারা পূর্ণ হইয়া আর বহির্বিষয় ভোগে বা আন্তরিক তৎস্মরণ বিষয়ে বিচরণ করিবে না। ভাগঃ ১১।২৫।৩৩-৩৪-৩৫।

রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩৩
সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষেণ শান্তধীঃ।
সম্পদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩৪
জীবো জীবেন নির্ম্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরং চরেৎ॥ ভাগঃ ১১।২৫।৩৫

সুতরাং, "সংরাধন" যত সহজ মনে করা হয়, তত নহে। সমুদায় ভগবদর্পনই সহজ উপায়।

এই প্রসঙ্গে ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৮০৫) ভাগবতের ১১।২।৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[মধ্বাচার্য্য ও বলদেব এই সূত্রটিকে বিভাগ করিয়া দুইটি পৃথক্ সূত্র রূপে অর্থ করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ এক সূত্ররূপে গ্রহণ করায়, আমরা তাহাই করিয়াছি।]

ভিত্তি ঃ—

১। ৩।২।২৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ ও কঠ শ্রুতির ২।১।১ মন্ত্র।

২। ৩।২।২৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৮ ও কঠ শ্রুতির ২।৬।৯ মন্ত্র।

৩। "অরে! ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব।"

(বৃহদারণ্যকঃ ২।৪।১২)

—অরে মৈত্রেয়ি! এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ, মহৎ, অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানঘনই। (বৃহঃ ২।৪।১২)

সংশয় ঃ—পরমাত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তাঁহার বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি কি প্রকারে সম্ভব? অভিব্যক্তির অর্থ ত পরিচ্ছিন্নতা। সর্ব্বব্যাপীর পরিচ্ছিন্নতা কি প্রকারে হইতে পারে? এবং তাঁহার সবিশেষ ভাবই বা কি প্রকারে হইতে পারে? বিশেষ যদি তাঁহাতে যুক্ত হইয়া তাঁহাকে অপর হইতে পৃথক্ করিল, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ত্ব ব্যাহত হইল না কি? দৃশ্যমান আকাশ ত সর্ব্বব্যাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার কি বিশেষ আছে? কলিকাতার আকাশ এক প্রকার এবং ঢাকার আকাশ অন্য প্রকার—ইহা কি কেহ কখনও দেখিয়াছে? মেঘাদি আগন্তুক কারণে সাময়িক বিশেষ ভাব পরিলক্ষিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আকাশের পরিচ্ছিন্নতা বা সবিশেষ ভাব সাধিত হয় না। অতএব, তোমার সিদ্ধান্ত কি প্রকারে গ্রহণ করিব? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—৩।২।২৬।

অতোঽনন্তেন তথাহি লিঙ্গম্॥ ৩।২।২৬॥

অতঃ + অনন্তেন + তথা + হি + লিঙ্গম্ ॥

অতঃ ঃ—এই সকল কারণে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বিচারাদি হেতু। **অনন্তেন ঃ**—অনন্ত গুণ, ভাব, রূপ, শক্তি ব্রহ্মে থাকায়। **তথাহি ঃ**—সেইরূপই। **লিঙ্গম্ ঃ**—চিহ্ন প্রমাণ—শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ২।৪।১২ মন্ত্রাংশে "**অনন্তমপারং**", বিশেষণ স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। তাঁহাতে অনন্ত ভাব, অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ, ও অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। আবার তিনি "সত্য সংকল্প", (দেখ ৩।২।১১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছাঃ ৮।১।৫ মন্ত্র)। সুতরাং তাঁহার সংকল্পানুসারে তিনি ইচ্ছামত গুণ, ভাব, রূপ, শক্তি প্রকটিত করেন। ইহাতে কোনও বিরোধের আশঙ্কাই নাই। মুণ্ডক শ্রুতি ৩।১।৮, ৩।২।৩ এবং কঠ শ্রুতির ২।১।১, ২।৬।৯ মন্ত্রে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, তিনি সাধকের হৃদয়ে অভিব্যক্ত হন। "অভিব্যক্তি" বলিলেই সবিশেষ ভাব স্বতঃই হৃদয়ে জাগরুক হয়। সুতরাং যদিও তিনি স্বরূপে নির্ব্বিশেষ, সাধকের কল্যাণার্থে সবিশেষও বটে। **অতএব তিনি যে "উভয়-লিঙ্গক" এবং সাধনানুসারে তাঁহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদিত হইল।**

রামপূর্ব্বতাপিনী শ্রুতিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥ (রাম পূঃ তাঃ ৭)

—চিন্ময়, অদ্বিতীয়, পূর্ণ, অশরীরি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা উপাসকগণের উপাসনা সৌকর্য্যের জন্য। রাঃ পূঃ তাঃ ৭।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, অদ্বিতীয় ও অনন্ত। যদি তিনি কোনও বিশেষরূপ পরিগ্রহ করিতে না পারেন, বা বিশেষ শক্তি প্রকটন করিয়া সবিশেষ ভাব গ্রহণ করার সম্ভাবনা তাঁহাতে না থাকে, তাহা হইলে তিনি "অনন্ত" বলায় কোনও অর্থ থাকিতে পারে না। অনন্ত হইলেই, তাঁহার ভাব, গুণ, শক্তি, রূপ প্রভৃতি সমুদায় অনন্ত হওয়াই সঙ্গত।

আপত্তিতে যে 'আকাশ' দৃষ্টান্ত দিয়াছ, উহা প্রযোজ্য নহে। আকাশ ত অচেতন, উহার সংকল্প শক্তি নাই। সুতরাং পরমাত্মার বিধানে, আকাশ যেরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, সেইরূপে থাকিতে উহা বাধ্য। তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া, প্রত্যেকের হৃদয়ভাব অবগত হইতেছেন এবং প্রত্যেকের সাধনানুযায়ী কল্যাণকর বিধান করিতেছেন। কিন্তু পরমাত্মা বা ভগবান স্বতন্ত্র, সত্যসংকল্প, তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অপ্রতিহত। সুতরাং, তাঁহার পক্ষে সমুদায় সম্ভব। আকাশের পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাঁহার পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবার কোনও হেতু নাই।

গীতার ৪।১১ শ্লোকে শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন :—"**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।**"—"যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, আমিও তাহাকে সেই প্রকারে প্রতিভজন করিয়া থাকি।" অতএব, যে ভক্ত তাঁহার প্রাণারাম দূর্ব্বাদলশ্যাম মূর্ত্তি দর্শনের অভিলাষী হইয়া ভজনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শন দেন। আবার যে জ্ঞানী তাঁহার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাবই চিন্তা করিয়া সমাধিমগ্ন থাকেন, তিনি তাঁহার নিকট আপনার নির্ব্বিশেষ ভাবের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দে বিভোর করিয়া রাখেন। তিনি অনন্ত বলিয়া সকলই তাঁহার নিকট সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোকটির প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ। একই গাছের অসংখ্যপত্র-পুষ্পের মধ্যে কোনও দুইটি সম্পূর্ণ এক নহে। এক জাতীয় দুইটি পক্ষী সম্পূর্ণ একপ্রকার নহে। কোনও দুইটি মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি, স্বর, হাতের লেখা, বসিবার, দাঁড়াইবার বা হাঁটিবার ভঙ্গী এক প্রকার নহে। বাহ্যিক ব্যাপারে যেমন অনন্ত বৈচিত্র্য, মানসিক ব্যাপারেও তাই। কোনও দুইটি মানুষ একই বিষয় একই রূপে চিন্তা করে না। চিন্তা, ধ্যান, ধারণা সমুদায়ই প্রত্যেকের পৃথক্। শ্রীভগবান অনন্ত বলিয়া—তাঁহার ভাব, রূপ, গুণ, শক্তি প্রভৃতি অনন্ত বলিয়া—জীবের অসংখ্য জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম জন্য ফল অনন্ত প্রকারে প্রকারিত হইবার বিপক্ষে কোনও প্রকার প্রতি-বন্ধকতার সম্ভাবনা না থাকায়, এই অনন্ত বৈচিত্র্যের অবকাশ। সেই এক কারণেই, তাঁহার অনন্ত ভাবের, অনন্ত রূপের অভিব্যক্তি, যাহাতে সকলের অনন্ত বৈচিত্র্য তাঁহাতে পরিসমাপ্তি লাভ করিবার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার অন্তরায় না থাকে। এই জন্যই হিন্দুগণের তেত্রিশ কোটি বা অসংখ্য দেবতার পরিকল্পনা। এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ। এই জন্যই শাস্ত্রোক্তি—যে সমুদায় মতবাদের পরিসমাপ্তি তাঁহাতেই। এই জন্যই মহারাজ পরীক্ষিতের সন্দেহ যে, অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ ব্রহ্ম কি প্রকারে গুণ সম্বন্ধ বিশিষ্ট সগুণ শ্রুতিগোচর হন? (ভাগবত, ১০।৮৭।১)। এবং এই জন্যই ইহার উত্তর, যে, যখন তিনি নিজশক্তি মায়ায় সহিত ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ যখন তিনি নিজের শক্তি অভিব্যক্ত-

করেন, অন্য কথায় শক্তিমানরূপে সবিশেষভাব পরিগ্রহ করেন, তখনই তিনি গুণ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট শ্রুতির নির্দ্দেশ্য হয়েন। "তে ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ" (ভাগঃ ১০।৮৭।১৪), এবং এই জন্যই উপসংহারে বলিতেছেন :—

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে।

যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।৪৬

—সেই অমল কীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি, সর্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থ যিনি কমনীয় অংশকলা ধারণ করিয়াছেন। ভাগঃ ১০।৮৭।৪৬

শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে সেই পরমতত্ত্ব রূপে গ্রহণ করিয়া পুরাণ প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছেন :—"**এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্**।" (ভাগঃ ১।৩।২৮)। অর্থাৎ, "অবতারগণের মধ্যে কেহ কেহ পরম পুরুষের অংশ, কেহ কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্"। সুতরাং শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্ব্বভূতের মঙ্গলার্থ "কমনীয় অংশকলা" ধারণের উল্লেখ সঙ্গতই হইয়াছে। পূর্ব্বে ২।৩।১৭ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সমুদায় নাম মুখ্যরূপে ব্রহ্মেরই বাচক; সুতরাং পরমতত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, হরি, দুর্গা, শিব, কালী—যে নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যে নামে সম্পূর্ণ ব্রহ্মভাব মনে জাগরূক হয়, সেই নামই নাম-উপাসকের গ্রহণীয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুশীলনকারীগণের মনে শ্রীকৃষ্ণ নামের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ব্রহ্মভাব উদয় হয়। এজন্য ভাগবত পন্থানুসারীগণের পক্ষে উক্ত নামই গ্রহণীয়। বেদান্ত কোনও বিশেষ নামের পক্ষপাতী নহেন। তিনি তত্ত্ব প্রতিপাদনে নিযুক্ত। তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া সাধকগণকে নিজ নিজ মতি, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ভাব, অভিরুচি অনুসারে ইষ্ট নির্দ্ধারণে স্বতন্ত্রতা প্রদান করিয়াছেন এবং এই স্বতন্ত্রতা পরিচালন সর্ব্ব সময়ে সম্ভব নয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

যাহা হউক, ভগবান অনন্ত, তাঁহার শক্তি অনন্ত, এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্॥
ভাগঃ ২।৭।৪০

—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন:—হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণ সনকাদি, আমি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, আমরাও সেই পরম পুরুষ ভগবানের মায়া শক্তির অন্ত জানিতে পারি নাই, পশ্চাৎজাত ব্যক্তিরা কিরূপে জানিবে? আদিদেব অনন্ত সহস্র বদনে অনন্তকাল তাঁহার গুণগান করিয়াও অদ্যাবধি তাহার পার প্রাপ্ত হন নাই। ভাগঃ ২।৭।৪০

—যিনি জ্ঞানৈক স্বরূপ, প্রকৃতির পারে প্রপঞ্চের বাহিরে অবস্থিত, অদৃশ্য, অব্যক্ত, অনন্তপার—অর্থাৎ কালতঃ ও দেশতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও জীবের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তৃরূপে তাহার অন্তরে বর্ত্তমান আছেন, ধীর ব্যক্তিগণ যোগরূপ উপায় দ্বারা তাঁহার ভজনা করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।৫।১৮

য একবর্ণং তমসঃ পরং তৎ
অলোকমব্যক্তমনন্তপারম্।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-
মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ॥ ভাগঃ ৮।৫।১৮

এখানে স্পষ্ট দেখা গেল যে, একই শ্লোকে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভাব উক্ত হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করে:—

নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে।
নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্॥ ভাগঃ ৮।৫।৩৯

—আপনি অনন্ত, নির্গুণ অথচ গুণেশ, সম্প্রতি সত্ত্বস্থ, আপনার স্বভাব ও চেষ্টিত দুর্ব্বিতর্ক্য। আমরা কেবল আপনাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ৮।৫।৩৯

এজন্যই যখন পুতনা নিদ্রিত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইল, ভাগবত বলিতেছেন:—"অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকম্," (ভাগঃ ১০।৬।৭)—নিজের

অন্তক স্বরূপ সেই অনন্তকে অঙ্কে স্থাপন করিল। যদি সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ-ভাব, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভাব, একাধারে, এককালে বর্ত্তমান না থাকিবে তবে "অনন্তকে অঙ্কে আরোপণ" রূপ বাক্য প্রলাপ বাক্য মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু ভাগবতকার প্রলাপোক্তি করেন নাই। তিনি তাঁহার অপরোক্ষানুভূতি লব্ধ সত্য, ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। ভগবানে উভয় ভাবই তুল্য রূপে বর্ত্তমান, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাতে বিরোধের অস্তিত্ব নাই। সমুদায় বিরোধের পরিসমাপ্তি তাঁহাতে। অনন্ত বলিয়া, তাঁহাতে সমুদায়ই সম্ভব।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ-সহস্র মহিষী। একজন মাত্র পুরুষের এতগুলি স্ত্রী লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কি প্রকার ইহা জানিতে কৌতূহলী হইয়া নারদ একদা দ্বারকায় আগমন করেন। তিনি প্রথমে রুক্মিণী দেবীর গৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সেখানে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট আছেন, এবং দেবী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন। নারদকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন। সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া নারদ অন্য গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মহিষী ও উদ্ধবের সহিত অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নারদকে যেন প্রথম দেখিয়াই, তাঁহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও অর্চ্চনাদি করিলেন। নারদ কিছু না বলিয়া, তৃতীয় মহিষীর গৃহে গমন করতঃ দেখিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ শিশুপুত্রকে আদর করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যেন প্রথম দেখিয়াই কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও পূজা অর্চ্চনাদি করিলেন। এইরূপে চতুর্থ মহিষীর গৃহে, দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্নানের উদ্যোগ করিতেছেন, পঞ্চম মহিষীর গৃহে পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতেছেন, কোথাও বা ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিতেছেন। কোনও গৃহে বাগ্‌যত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা. কোথাও বা পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন। কোথাও বা অসিচর্ম্ম লইয়া ক্ষত্রিয়োচিত ব্যায়ামে নিযুক্ত, কোনও গৃহে বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ান, কোথাও মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণায় ব্যাপৃত, কোথাও দ্বিজগণকে গোদানে তৎপর, কোথাও বা ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণে নিবিষ্ট। কোনও গৃহে মহিষীর সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। কোথাও ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন, কোথাও বা অর্থ ও কাম্য বস্তু সংগ্রহের চিন্তা করিতেছেন। কোনও গৃহে গুরু শুশ্রূষা করিতেছেন। কোথাও কাহারও সহিত কলহে নিযুক্ত। কোনও স্থানে কাহারও সহিত সন্ধি করিতেছেন। কোথাও বা বলদেবের সহিত উপবেশন করিয়া সাধুগণের

মঙ্গল চিন্তা করিতেছেন। কোনও মহিষীর গৃহে পুত্র কন্যার বিবাহের ব্যবস্থায় অতি ব্যস্ত। কোথাও বা কন্যা পুত্রগণকে মহা সমারোহে শ্বশুর গৃহে প্রেরণ বা তথা হইতে আনয়ন করিতেছেন। কোথাও বা যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের যজন করিতেছেন। কোথাও বা অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করিতেছেন। প্রত্যেক গৃহেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত সংসারীর ন্যায় দৈনন্দিন পারিবারিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেক গৃহেই শ্রীকৃষ্ণ নারদকে যেন প্রথম দর্শন করিয়াই, তাঁহার কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও অর্চ্চনাদি করিলেন।

ভাগঃ ১০।৬৯।১১-২০

প্রকৃতপক্ষে নারদ দেখিলেন যে, যতগুলি মহিষী, শ্রীকৃষ্ণ ততগুলি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত বিভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন। ইহা অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব হইতে উৎপন্ন। নারদ যোগমায়ার এ প্রকার অচিন্ত্য প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

ভাগবত বলিতেছেন :—

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ম্।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ॥ ভাগঃ ১০।৬৯।৪২

এই যে যুগপৎ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ, ইহা অনন্তের পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাহার অত্যল্প বিকাশেই ইহা সহজেই হইয়া থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে, যে এই মূর্ত্তিভেদ দ্বারা শক্তিভেদ বা পূর্ণতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। সকলই সমান পূর্ণ। একটি দীপ হইতে অন্য একটি দীপ প্রজ্বলিত করিলে প্রথম দীপটির তেজের বা উজ্জ্বলতার ইতর বিশেষ হয় না। ইহাও সেইরূপ। প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু, যাহা অনন্ত, তাহা চিরপূর্ণ। পূর্ণের পক্ষে অংশ, ভাগ সম্ভব নহে। অংশ, ভাগ কল্পনা করিলে, পূর্ণতার হানি সংঘটিত হয়। যোগমায়া প্রভাবে একই বস্তু বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় মাত্র। "প্রতীয়মান" বলায় কেহ যেন বুঝিবেন না যে, ঐ রূপ সকল মায়িক, সে কারণ মিথ্যা। মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি। উক্ত শক্তি বিকাশে যাহা প্রকটিত হয়, তাহাকেই "মায়িক" বলা যাইতে পারে, তাহা মিথ্যা কি সত্য, সে বিচারে প্রয়োজন নাই। কিন্তু যোগমায়া, ভগবানের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি, ইহা পূর্ব্বে একাধিক বার বলা হইয়াছে। যোগমায়া বিকাশে প্রকটিত রূপ, তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন—একারণ নিত্য—শুদ্ধ—বুদ্ধ—মুক্ত—সত্য স্বরূপ। এই তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি গাহিয়াছেন :—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ (বৃহঃ ৫।১।১)

এই শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ বড়ই গভীর। সরলার্থ করিতে গিয়া ইহার ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া, ইহার গৌরব হানি করিব না। যাহারা উচ্চ গণিত আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে গণিতোক্ত যোগ বিয়োগের সাধারণ নিয়ম—১+১=২, ১−১=০—অনন্তে প্রযুক্ত হইতে পারে না, অনন্ত+অনন্ত=অনন্ত, অনন্ত−অনন্ত=অনন্ত, ইহা গণিতের সঙ্কেতানুসারে লিখিলে $\infty+\infty=\infty$, $\infty-\infty=\infty$। ইহা অনন্তের গুণ বা ধর্ম্ম। অনন্তের অনন্তদৃষ্ট-ধর্ম্ম পূর্ব্বে ১।১।৩ সূত্রের ব্যাখ্যায় (পৃঃ ২৪৫-২৫২) সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে, সেখানে বেতার সংবাদ গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সমকালে একই বস্তুর সর্ব্বব্যাপিত্ব ও কূটস্থত্ব কি প্রকারে সম্ভব, তাহা বুঝিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আমরা আরও বুঝিয়াছি যে, অনন্তের প্রত্যেক বিন্দু শ্রুত্যুক্ত চিরপূর্ণ সৎস্বরূপের সমগ্র ভাব ও শক্তিসহ "অনুপ্রবেশের" প্রপঞ্চগত দৃষ্টান্ত। পূজ্যপাদ গৌড়পাদাচার্য্য মাণ্ডুক্য কারিকায় ২৯ সংখ্যক মন্ত্রে পরমতত্ত্বকে **"অমাত্রোনন্তমাত্রশ্চ"** বলিয়া তাঁহার —একাধারে—কূটস্থত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গণিতের ন্যায় বস্তুতন্ত্র শাস্ত্রও অনন্তের এই বিশেষ ধর্ম্ম স্বীকার করে। **অতএব, বুঝা গেল যে, সমুদায় বিরোধের সমাধান অনন্তে। অনন্তের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।**

শ্রীভগবানের পাদপদ্মদ্বয়ের প্রসাদ কণা প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি অনুগৃহীত হইয়াছে, সেই, অনন্তদেবের মহিমার তত্ত্ব কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি চিরকাল বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না। ভাগ: ১০।১৪।২৮

অথাপি তে দেব! পদাম্বুজদ্বয়-

প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্! মহিম্নো

ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥

ভাগঃ ১০।১৪।২৮

তাঁহার নাম-রূপ পরিগ্রহ, ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে অভিব্যক্তি—সমুদায় ভক্তানুগ্রহের জন্য। সাধকগণের সাধনানুরূপ ফলদানের জন্য বিভিন্ন ফলদাতা রূপে তিনিই প্রকটিত হন।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু॥ ভাগঃ ৬।৪।২৮।

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানং
যথাশয়ং দেহগতোবিভাতি।
যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং
স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথম্॥
ভাগঃ ৬।৪।২৯।

—যিনি প্রাকৃত নামরূপ রহিত হইয়াও, তাঁহার পাদমূলোপসনা-কারী পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত, বহুপ্রকার নামরূপ পরিগ্রহ করতঃ মর্ত্তাধামে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত্যনীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ভাগঃ ৬।৪।২৮

—যেমন বায়ু, পৃথিবীজাত পদ্মাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের বিশেষ বিশেষ গন্ধ আশ্রয় করিয়া, নানা গন্ধ বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পায়, এবং পার্থিব রেণুর ধূসরত্বাদি আশ্রয় করিয়া নানা রূপ বিশিষ্ট হয়, তেমনি যে ভগবান্ অর্ব্বাচীন উপাসনা মার্গ দ্বারা উপাসিত হইয়া, উপাসকগণের বাসনানুসারে তাহাদিগের অভীষ্ট দেবতারূপে বিশেষ বিশেষ ফলপ্রদান করেন, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ সফল করুন। ভাগঃ ৬।৪।২৯

ইহা হইতে আমরা পাইলাম যে, কর্ম্মফলদাতা অভীষ্ট দেবতা মাত্রই সেই পরম পুরুষের বিভূতি। এই জন্যই ভাগবত বলিতেছেন যে, যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে স্কন্ধ শাখা প্রভৃতি সকল অবয়বের সেচন করা হয়, তেমনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিলেই সকল দেবতার এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও আরাধনা হইয়া থাকে। ভাগঃ ৮।৫।৩৮

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্মূলাবসেচনম্।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ভাগঃ ৮।৫।৩৮

অতএব সিদ্ধ হইল যে, শ্রীভগবান্ অনন্ত বলিয়া, দেশ-কাল, বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহাতে সমুদায়ই সম্ভব। জীবগণের বাসনানুসারে নিজ নিজ উপাস্য দেবতাগণ, সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদহীন, অনন্তশক্তিসম্পন্ন, সত্য-সংকল্প, পরমসত্ত্বার বিভূতির বিকাশ মাত্র। সাধকগণের মঙ্গলের জন্য একের বহুরূপ ধারণ। সুতরাং, সেই একের উপাসনা করিলেই সকলের উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুণ তারতম্যে জীবগণের অনন্তপ্রকার বৈচিত্র্য—দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক—সংঘটিত হইয়াছে। অনন্তপ্রকার জীব অনন্ত প্রকারে, সেই একেরই উপাসনা করিয়া থাকে। অনন্ত প্রকার জীবের অনন্ত প্রকার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য, সেই এক, অদ্বিতীয় অনন্তদেবের, অনন্ত প্রকার নামরূপ পরিগ্রহ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ উপাসনা প্রত্যেকের নিজস্ব। সংঘবদ্ধ উপাসনা, সামাজিক বা রাজনৈতিক হিসাবে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু উহা নিম্নস্তরের উপাসকগণের উপাসনা পদ্ধতি। মুমুক্ষু উচ্চস্তরের উপাসকগণের পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা কতদূর, তাহা বিবেচনার বিষয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি যদি উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা নিভৃতে, আপন আপন হৃদয়গুহায় উক্ত অনুভূতি ফুটাইতে হইবে। মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন উহার প্রধান ভিত্তি। সংঘবদ্ধ উপাসনায় মনশ্চাঞ্চল্যের কারণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। এ সম্বন্ধে আলোচনা ভগবান সূত্রকার চতুর্থ অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে করিবেন।

এখানে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, সংঘবদ্ধ উপাসনা যদি উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, তবে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু সংঘবদ্ধভাবে হরি সংকীর্ত্তন, নগর কীর্ত্তন প্রভৃতির প্রচলন করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই, যে, স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ জীবগণের রুচি জন্মাইবার জন্য, আরাধনায় আকাঙ্ক্ষা উদ্রেকের জন্য, তিনি ইহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। নাম জপই তাঁহার মতে মুখ্য উপাসনা। নীলাচলে অবস্থিতি কালে, তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইবার অধিকারী হইবার জন্য "লক্ষপতি" হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ প্রতিদিন লক্ষনাম জপ করা প্রয়োজন। নামজপ নিভৃতেই সম্ভব।

সুতরাং সংঘবদ্ধ উপাসনা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই।

প্রসঙ্গ ক্রমে অবান্তর বিষয়ে আলোচনা করিতে হইল, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। উপাসনা প্রত্যেকের নিজস্ব বলিয়া, ভগবান "অনন্ত" বলিয়া, এবং সমুদায় ইষ্টমূর্ত্তি একেরই বিভূতি বিকাশ বলিয়া, অদ্বৈত হানির প্রশ্ন উঠিতে পারে না। একই তত্ত্ব সমুদায় পরিদৃশ্যমান দ্বৈতবিভেদকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া নিজ বাক্যমনের অগোচর, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত স্বরূপে চির বিদ্যমান রহিয়াছেন। কোনও প্রকার আসক্তি নাই বলিয়া, তাঁহার স্বরূপ হানি কোনও কালে নাই। এ কারণ পরমাত্মা "উভয়লিঙ্গক" বটে।

৬। অহিকুণ্ডলাধিকরণ।

ভিত্তি:—

১। ৩।২।২৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৮ ও কঠ শ্রুতির ২।৬।৯ মন্ত্র।

২। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—(বৃহঃ ৩।৯।২৮)।

—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। (বৃহঃ ৩।৯।২৮)।

৩। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ।" (মুণ্ডক ১।১।৯, ২।২।৭)।

—যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। (মুণ্ডক ১।১।৯, ২।২।৭)

৪। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌…॥" (তৈত্তিঃ ২।৯)।

—ব্রহ্মের আনন্দ অনুভব করিয়া……। (তৈত্তিঃ ২।৯)।

সংশয়:—মুণ্ডক ও কঠশ্রুতির যথাক্রমে ৩।১।৮ ও ২।৬।৯ মন্ত্রে, ব্রহ্ম—বাক্য-মনঃ ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বলিবার পর, আবার স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সাধকের হৃদয়ে তাঁহার দর্শনলাভ হয়—অর্থাৎ, তিনি নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ, নিরাকার ও সাকার—উভয়ই, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এককালেই। তবে কি জড়জগৎও তাঁহা হইতে অভিন্ন?

• আবার দেখ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৯।২৮ মন্ত্রে তাঁহাকে বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু মুণ্ডক শ্রুতির ১।১।৯ ও ২।২।৭ মন্ত্রে তাঁহাকেই আবার "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্ববিৎ" বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান তাঁহার গুণ। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৯ মন্ত্রে "ব্রহ্মের আনন্দ" বলা হইয়াছে। ইহাতেও গুণ ও গুণীর অভেদ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অভেদ কি প্রকারের? বিশেষণ—বিশেষ্য ভাবাত্মক অংশাংশিভাবে, অথবা, প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের ন্যায়, একজাতীয় বলিয়া, কিম্বা, অহি-কুণ্ডলের ন্যায়, স্বরূপগত অপার্থক্য হেতু? ইহাদের কোন্‌টি সম্ভব?

ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন:—

সূত্র:—৩।২।২৭।

উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহি-কুণ্ডলবৎ॥ ৩।২।২৭॥

উভয়ব্যপদেশাৎ + তু + অহি-কুণ্ডলবৎ॥

উভয়ব্যপদেশাৎ :—উভয়রূপে নির্দ্দেশ হেতু। **তু :**—অন্য দুই বিকল্প পক্ষ নিরসনার্থক। **অহি-কুণ্ডলবৎ :**—সর্পের কুণ্ডলী ভাবের ন্যায়।

একই সর্প যেমন কখনও দীর্ঘাকারে এবং কখনও কুণ্ডলাকারে অবস্থান করে, অথচ দুইই সর্পের রূপ—উভয়রূপে সর্পের স্বরূপগত পার্থক্য হয় না—উভয়ই সর্প হইতে অভেদ; সেইরূপ ব্রহ্মের সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ভাব, সাকার-নিরাকার ভাব, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত ভাব দ্বারা তাঁহার স্বরূপগত পার্থক্য হয় না। তিনি জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ হইয়াও, জ্ঞাতা ও আনন্দবিশিষ্ট বলায় তাঁহার স্বরূপগত ভেদ হয় না। তিনি গুণও বটে, গুণীও বটে। তিনি সমুদায়ের একমাত্র আশ্রয়। তাঁহাকে ছাড়িয়া গুণ বা ধর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তবে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক গুণ সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণে গুণী। যদি তাঁহার গুণ তাঁহা হইতে পৃথক হইত, তবে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার উপাসনা না করিয়া, তাঁহার গুণের উপাসনা করিতে পারিত, কারণ গুণই চিত্ত আকর্ষণ করে এবং গুণের নিকট হইতে অভিষ্ট সিদ্ধির আশা থাকে। কিন্তু গুণ তাঁহা হইতে অভেদ হওয়ায়, তাঁহার উপাসনাই মুখ্য। তিনি প্রাকৃতিক গুণাতীত বলিয়া শ্রুতিতে ও শাস্ত্রে নির্গুণ বলিয়া কথিত হইলেও, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, স্বরূপগত, তাঁহা হইতে অভেদাত্মক অনন্ত গুণরাশি তাঁহাতে বর্ত্তমান। এজন্য তিনি সকলেরই একান্ত আশ্রয়। সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া সমুদায় পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে।

তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্‌ যত আত্মপাতঃ॥ ভাগঃ ২।১।৩৯

—সেই সত্য স্বরূপ, আনন্দনিধিকে ভজনা করিবে, অন্যত্র আসক্ত হইবে না, কারণ, অন্যত্র আসক্ত হইলে আত্মপাত অর্থাৎ সংসারে বদ্ধ হইবে। ভাগঃ ২।১।৩৯

এখানে আনন্দস্বরূপকে আনন্দনিধি বলা হইয়াছে। উভয়ই অভেদ। তৈত্তিঃ শ্রুতি ভগবানকে "**সত্যজ্ঞান অনন্ত আনন্দ ব্রহ্ম**" বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি শিরোদেশে উদ্ধৃত ৩।৯।২৮ মন্ত্রে "**বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম**" বলিয়াছেন। গোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতি উপক্রমে "**সচ্চিদানন্দ রূপায়**" বলিয়াছেন। অতএব, সমুদায় শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম বা ভগবান অনন্ত ও তিনি সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ। স্মরণ রাখিতে হইবে, সত্য, জ্ঞান,

আনন্দ পরস্পর পৃথক গুণ নহে। ইহারা তিনে এক ও একে তিন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে করা হইবে।

তিনি সমুদায় বিরোধের আশ্রয় ও সমাধান। তাঁহা হইতেই সমুদায়ের উৎপত্তি, অথচ, তিনি অখণ্ড, নির্ব্বিকার, আনন্দ মাত্র। তাঁহার কখনও স্বরূপ বিচ্যুতি নাই। শ্রীমদ্‌ভাগবত ইহাই নিম্ন শ্লোকে বলিতেছেন :—

যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ ভাগঃ ৪।৯।১৬

—বিরুদ্ধ গতি সকল, বিদ্যা অবিদ্যাদি বিবিধ শক্তি সকল, যথাক্রমে যাঁহা হইতে নিরন্তর উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই এই বিশ্বের উৎপাদক ব্রহ্ম। তিনি অখণ্ড, আদ্য, অনাদি, অনন্ত, এক হইয়াও অনেক, অবিকার, আনন্দমাত্র। তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৪।৯।১৬

সর্পের কুণ্ডলাকার ধারণের ন্যায়, তাঁহার বিশ্বরূপে প্রকটন। যেমন কুণ্ডলাকার গ্রহণে, সর্পের স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, ব্রহ্মেরও সেইরূপ, বিশ্বরূপে প্রকটিত হওনে তিনি দৃশ্যতঃ অনেক হইলেও এক, অখণ্ড, অনাদি, অনন্ত, অবিকারী, আনন্দ মাত্র স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

এই প্রসঙ্গে ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০১-২) উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।৬।২০-২১ শ্লোক দুইটি দ্রষ্টব্য।

তিনি ভক্তানুগ্রহের জন্য কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করিয়া প্রকটিত হইলেও, তিনি নিত্য স্বকীয় স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥ ভাগঃ ১০।৩।১৪

—আপনাকে জানিতে পারিলাম, আপনি প্রকৃতির পরপুরুষ। কি আশ্চর্য্য! আপনি সাক্ষাৎ আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। কেবল অনুভবের দ্বারা উপলব্ধব্য আনন্দই আপনার স্বরূপ। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর অন্তর্য্যামী ও তাহাদের ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা।

ভাগঃ ১০।৩।১৪

চিৎ—অচিৎ কিছুই ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত নহে, ইহা ৩।২।২২ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই জন্যই নারদ ভগবান ব্যাসদেবকে বলিয়াছিলেন—**"ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো"**—"এই বিশ্বই ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তিনি ইহা হইতে ভিন্ন," (ভাগঃ ১।৫।২০)। এই জন্যই ভাগবত বলেন :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৩৯

(১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৭) ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।)

—তিনি সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বময় বলিয়াই, নিষ্কাম, মোক্ষকাম বা সর্ব্বকাম যত প্রকার ব্যক্তি যত প্রকার কামনা করিয়া সাধনা করেন, সকলেই পরমাত্মাকে সাধনা করিলেই সমুদায় কামনা লাভ করিতে পারে। ভাগঃ ২।৩।১০

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ভাগঃ ২।৩।১০

তাঁহার উপাসনায় সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ প্রভৃতি উভয় বিধ নির্দ্দেশ থাকায়, ব্রহ্মে স্বরূপগত পাক্ষিক ভেদ বা স্বগতভেদও স্বীকার করা যায় না। তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার রূপ, গুণ, শক্তি, নাম, ধাম, পারিকর সমুদায় তাহাই। ইহাই তত্ত্ব।

সূত্র :—৩।২।২৮।

প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ॥ ৩।২।২৮॥

প্রকাশাশ্রয়বৎ + বা + তেজস্ত্বাৎ॥

প্রকাশাশ্রয়বৎ :—প্রকাশাশ্রয় সূর্য্য বা অগ্নি প্রভৃতির ন্যায়। **বা** :—বিকল্পে। **তেজস্ত্বাৎ** :—তৈজসত্ব হেতু।

প্রকাশ বিশিষ্ট সূর্য্য বা অগ্নি যেমন প্রকাশের আশ্রয় হয়, প্রকাশস্বরূপ হইয়াও উহারা যেমন প্রকাশের আশ্রয় বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌ও জ্ঞানাশ্রয় বা জ্ঞানময় ও আনন্দাশ্রয় বা আনন্দময় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।

তবে কি চৈতন্য বিশিষ্ট জীব এবং অচেতন জড় জগৎ ব্রহ্ম হইতে একান্ত অভেদ? সূত্রকার আলোচ্য সূত্রে বলিতেছেন, তাহা কেন? সূর্য্যকিরণকণা কি তেজঃ স্বরূপ সূর্য্য? অগ্নির একটি ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ কি দাবানল বা অগ্নিরাশি হইতে অপৃথক্? তাহা ত নয়। সেইরূপ জ্ঞানকণা বা চৈতন্যের একটি অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ যাহা জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা জ্ঞানঘন, চৈতন্যঘন ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইবে কিরূপে?

অগ্নির স্ফুলিঙ্গ এবং অগ্নিরাশি উভয়ই এক তেজঃ পদার্থ বলিয়া, এবং কিরণ-কণা ও সূর্য্যও যেরূপ উভয়ই তৈজসত্ব প্রযুক্ত ভেদে অভেদ উক্ত হইয়া থাকে; জীব ও জড় জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে অভেদ ভাবে কথিত হইলেও, ভেদ বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্মের সত্তা ব্যতীত কিছুই থাকিতে পারে না, এবং ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, অথচ কি জীব, কি জড় কেহই ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম ঐ সকল হইয়াও উহাদিগ হইতে পৃথক্।

এই তত্ত্ব শ্রীভগবান গীতায় নিম্নোদ্ধৃত দুইটি শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন :—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ গীঃ ৯।৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীঃ ৯।৫

—আমি অব্যক্তরূপে এই নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া, তাহার অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছি। ভূতগণ আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি নিঃসঙ্গ বলিয়া সে সকলে অবস্থিত নহি। এবং ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত নহে—ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগ—আমি ভূতধারক, ভূতপালক হইয়াও ভূতগণে অবস্থিত নহি। গীঃ ৯।৪-৫

এই দৃশ্যতঃ বিরোধ ও তাঁহাতে তাহার সমাধানই ভগবদ্ রহস্য। তিনি অনাসক্ত ও নিঃসঙ্গ বলিয়া, সমুদায় হইয়াও সমুদায় হইতে পৃথক্।

দৃশ্যতঃ সকলের হইতে পৃথক হইয়াও তত্ত্বতঃ অপৃথক, আবার তত্ত্বতঃ অপৃথক্ হইয়াও অনাসক্তি হেতু কার্য্যতঃ পৃথক্ বটে। ইহাই ভেদে অভেদ ও অভেদে ভেদ।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

একস্ত্বমেব জগদেতদমুষ্য যত্ত্ব-
মাদ্যন্তয়োঃ পৃথগবস্যসি মধ্যতশ্চ।
সৃষ্ট্বা গুণব্যতিকরং নিজমায়য়েদং
নানেব তৈরবসিতস্তদনুপ্রবিষ্টঃ॥ ভাগঃ ৭।৯।২৯

ত্বং বা ইদং সদসদীশ ভবাংস্ততোঽন্যো······। ভাগঃ ৭।৯।৩০

—হে ঈশ! এক আপনিই এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ। কারণ, আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে আপনিই বর্ত্তমান থাকেন। আপনার সঙ্কল্পাত্মক মায়া দ্বারা গুণপরিণামে উৎপন্ন এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হওতঃ নানা রূপে প্রকটিত আছেন। অতএব, এই কার্য্যকারণাত্মক জগৎ আপনা হইতে পৃথক্ না হইলেও, আপনি ইহা হইতে ভিন্ন। ভাগঃ ৭।৯।২৯-৩০

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ভাগঃ ৮।৩।৩

—অপর যাঁহাতে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত, যাঁহা হইতে ইহা উৎপন্ন, যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট, এবং যিনি স্বয়ং এই বিশ্বের স্বরূপ, আর যিনি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, সেই স্বতঃসিদ্ধ বিভুর শরণ গ্রহণ করি। ভাগঃ ৮।৩।৩

যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো-
র্নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৩

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্ত্যতির্য্যঙ্
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ন জন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাস-
ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।২৪

—যেমন অগ্নি হইতে শিখা এবং সূর্য্য হইতে কিরণ সমুদ্গত ও তাহাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁহা হইতে গুণপ্রবাহ, অর্থাৎ বুদ্ধি, মনঃ এবং শরীর সকল নির্গত এবং যাঁহাতে বিলীন হইতেছে, তিনি দেব, অসুর, তির্য্যক, স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক এবং লিঙ্গত্রয় শূন্য প্রাণী মাত্রও নহেন। অপিচ গুণ, কর্ম্ম, সৎ, অসৎ কিছুই নহেন। সকল পদার্থের নিষেধের অবধি রূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তিনি, এবং নিজ সংকল্পাত্মক মায়া দ্বারা অশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।৩।২৩-২৪।

অতএব আমরা বুঝিলাম—তিনি সব হইয়াও সব হইতে পৃথক্। তিনি সর্ব্বনামা (সকলের নামধারী), তিনি বিশ্বরূপ, কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি সে সমুদায় হইতে পৃথক্। তাঁহার মায়ার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি, তাহা কিছুতেই কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। যে মায়ার দ্বারা এই জগৎস্থ অশেষ প্রকার বিশেষ সংঘটিত, সেই মায়া তিরোহিত হইলে, নির্ব্বাণ সুখেই তাঁহার অনুভব হয়। ভাগঃ ৬।৪।২৩

স বৈ মমাশেষবিশেষমায়া-

নিষেধনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।

স সর্ব্বনামা সচ বিশ্বরূপঃ

প্রসীদতামনিরুক্তাত্মশক্তিঃ॥ ভাগঃ ৬।৪।২৩

—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কি কখনও অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে? উহা অগ্নি-রাশির নিকট কত তুচ্ছ? সেইরূপ আমরা (দেবতাগণ) সকলের অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিকট কি প্রকাশ করিব? ভাগঃ ৬।৯।৩৯

"...সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ স্যাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদিভিরব হিরণ্যরেতসঃ॥" ভাগঃ ৬।৯।৩৯

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, বিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির সমজাতীয় তৈজস পদার্থ হইলেও উহা যেমন অগ্নিরাশি হইতে অভেদ নহে, অগ্নি-রাশি হইতে কত ক্ষুদ্র; সেইরূপ জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মে স্থিত, এবং পরিণামে ব্রহ্মে লীন হইলেও, এবং ব্রহ্মের তটস্থা ও

বহিরঙ্গা শক্তি রূপে অভেদ হইলেও, উহারা ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম উহাদিগের হইতে পৃথক্।

ভেদাভেদ তত্ত্বের আভাস মাত্র এখানে দেওয়া হইল। উহার আলোচনা চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করা হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এই অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই ভেদাভেদ বাদে—ভেদ প্রতিপাদক ও অভেদ প্রতিপাদক, উভয়বিধ শ্রুতিই সার্থকতা লাভ করে।

সূত্র—৩।২।২৯।

পূর্ব্ববদ্বা॥ ৩।২।২৯॥

পূর্ব্ববৎ + বা॥

পূর্ব্ববৎ :—পূর্ব্বের ন্যায়। বা :—অথবা।

জীবের ভেদ ও অভেদ ২।৩।৪৩ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রপঞ্চ জড় জগতের ভেদ ও অভেদ উক্ত সূত্রে কথিত যুক্তি ও বিচারের দ্বারা, ব্রহ্ম অংশী ও জড়জগৎ তাঁহার অংশ বিধায়, সিদ্ধ হইতে পারে। প্রপঞ্চ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ ব্রহ্মের অংশ হওয়ায়, তাঁহা হইতে অভেদ বটে, আবার অংশ কখনও অংশী হইতে পারে না, এ জন্য ভেদও বটে। বিশেষতঃ ব্রহ্মের সংকল্পবশতঃ চৈতন্যময় ব্রহ্ম হইতে জাত জড়জগৎ দৃশ্যতঃ অত্যন্ত পৃথক্ ভাব প্রাপ্ত, তাহাতে সন্দেহ কি? সূত্রকার আলোচ্য সূত্রে ২।৩।৪৩ সূত্রে কথিত যুক্তি ও বিচারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১।৫।২০ শ্লোকাংশ, ১১।২।৩৯ ও ৪।৩।১৬ শ্লোক, ৩।২।২৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৯।২৯-৩০ শ্লোক, ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৩।২৩ শ্লোক এবং ৩।২।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৩।২৪ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও বিবক্ষিতার্থ প্রতিপাদন করে।

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৬

—বস্তুতঃ যে সকল পুরুষ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই

জানেন যে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় প্রপঞ্চ, ভগবদ্রূপ, এবং তদ্ব্যতীত কোনও বস্তুই জগতে নাই। ভাগঃ ১০।১৪।৫৬।

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তু রূপ্যতাম্॥

ভাগঃ ১০।১৪।৫৭

—যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থান করে। সেই কারণেরও কারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব, কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর কি বস্তু আছে, তাহা নিরূপণ কর। ভাগঃ ১০।১৪।৫৭।

অর্থাৎ, কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রই নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, সেই সকল বস্তুমাত্রই শ্রীকৃষ্ণ নহে। তিনি ঐ সকল বস্তু বটে, এবং তাহা হইতে পৃথক্ আরও অনেক কিছু বটে। সুতরাং ভেদে অভেদ ও অভেদে ভেদ বুঝা গেল।

এই সূত্রের অর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এবং তৎপন্থানুসারী শ্রীমদ্ বলদেব একটু অন্য প্রকার করিয়াছেন। যথা:—কালের যেমন পূর্ব্ব বা পর ভেদ নাই, একমাত্র কাল অনন্ত নিরবচ্ছিন্ন বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা পূর্ব্বকাল, উত্তরকাল, পরকাল প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা অবচ্ছেদ্য ও অবচ্ছেদক ভাবে উক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দময় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন--অর্থাৎ, গুণ এবং গুণী, পৃথক সংজ্ঞা দ্বারা কথিত হইলেও, ব্রহ্মে উভয়ই অভেদ। ব্রহ্মপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি ইহার পোষকার্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আনন্দেন ত্বদভিন্নেন ব্যবহারঃ প্রকাশবৎ।
পূর্ব্ববৎ বা যথাকালঃ স্বাবচ্ছেদকতাং ব্রজেৎ॥

—অনবচ্ছিন্নকাল যেমন 'পূর্ব্ববৎ' শব্দ দ্বারা আপনিই আপনার অবচ্ছেদক হয়, অথবা সূর্য্য যেরূপ প্রকাশ স্বরূপ হইয়া, প্রকাশ বিশিষ্ট বলিয়া ব্যবহারিক ভাবে উক্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুতঃ আনন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে আনন্দময় বলিয়া কথিত হন।

ভিত্তি :—

১। "একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥" (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)

—এক অদ্বিতীয়ই। (ছান্দোগ্যঃ ৬।২।১)।

২। "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" (কঠঃ ২।১।১১)

—মনঃ দ্বারা এই ব্রহ্মৈকত্ব অবগত হইতে হইবে। এই ব্রহ্ম হইতে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। (কঠঃ ২।১।১১)

৩। "স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো··· ··।"

(বৃহঃ ৪।৪।২৫)

—সেই এই আত্মা মহান্, অজ, জরা-মরণ-ভয় বর্জ্জিত অমৃতস্বরূপ।

(বৃহঃ ৪।৪।২৫)

৪। "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১।৫)

—দেহের জরা দ্বারা ইনি জীর্ণ হন না। (ছাঃ ৮।১।৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৬।২।১ ও কঠ ২।১।১১ মন্ত্রে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তত্ত্ব, এবং তাঁহাতে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই, এই বলিয়া ভেদের প্রতিষেধ করতঃ অভেদ সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল। আবার, বৃহঃ ৪।৪।২৫ মন্ত্রে তিনি অজ, জরা-মরণ-ভয় বর্জ্জিত বলিয়া, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।৫ মন্ত্রে, তিনি দেহের জরা দ্বারা জীর্ণ হন না বলা হইল। তাহাতে তাঁহার দেহ আছে, এবং তাহা তাঁহা হইতে পৃথক্, এই ধারণা স্বতঃই মনে উদয় হয়। ইহার সমাধান কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।৩০।

প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩।২।৩০ ॥

প্রতিষেধাৎ+চ ॥

প্রতিষেধাৎ :—নিষেধ হেতু। **চ :—**ও।

শ্রুতিতে যে সমুদায় নিষেধ আছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে যে, ভাষা দ্বারা যাহা ব্যক্ত করা যায়, সে সমুদায়ের প্রতিষেধ ব্রহ্মে। তিনি সমুদায় নিষেধের অবধি। প্রথম দেখ, নানাত্ব নিষেধ দ্বারা (কঠ ২।১।১১) এবং একমাত্র অদ্বিতীয় তিনিই বর্ত্তমান (ছাঃ ৬।২।১) বলায়, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্র নাই, এবং তাঁহারও সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ নাই, ইহা শ্রুতি প্রকাশ করিলেন।

তারপর দৃশ্যমান যে প্রপঞ্চ ব্যবহারিক ভাবে প্রতীত হয়, তাহাদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান উপলব্ধি করা বহির্ম্মুখ জীববৃন্দের পক্ষে অসম্ভব বিধায়, তাহারা ব্রহ্মশক্তির বিকাশ এবং অভিব্যক্তি বলিয়া—শক্তিমানকে অভিভব করিবার ক্ষমতা শক্তির নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫, ছান্দোগ্য ৮।১।৫ এবং সম প্রকার শ্রুতিগণের অবতারণা। শক্তি—শক্তিমান্ হইতে অভেদ হইলেও উহারা সমগ্র শক্তিমান্ নহে, ইহা বুঝাইবার জন্য, উহার ভেদ জ্ঞাপন করা শ্রুতির অভিপ্রেত। অর্থাৎ শ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন যে, সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট কারণভূত ব্রহ্ম বটে, আবার স্থূল চিদচিদ্‌বিশিষ্ট কার্য্যভূত ব্রহ্মও বটে। এবং কার্য্যকারণের অনন্যত্ব হেতু উহাদের অভেদ, এবং কারণরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানে কার্য্যরূপ জগতের ও তদন্তর্গত সমুদায়ের বিজ্ঞান সম্পাদিত হয়, এ সমুদায়ই সুসঙ্গত হইল। কার্য্যের ধর্ম্ম কারণে সংক্রামিত হয় না—সে কারণ "দেহের জরা দ্বারা তিনি জীর্ণ হন না" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১।৫) বলায়, কারণরূপ ব্রহ্মের নির্দ্দোষতাও অক্ষুণ্ণ রহিল। অতএব, বলা হইল যে, **প্রপঞ্চ বস্তুজাত তাঁহা হইতে অব্যতিরিক্ত হইলেও, তিনি তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র। এই সকল কারণে ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্বও সিদ্ধ হইল।**

আরও একটি বিশেষ কথা, আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই। তিনি সর্ব্বকারণ হইলেও চৈতন্যময়। সংকল্প চেতনেরই হইয়া থাকে। তিনি "সত্যসংকল্প", তাঁহার সংকল্প সিদ্ধির অন্তরায় কিছুই নাই। তাঁহার সংকল্পানুসারেই চৈতন্যময় নিমিত্ত ও উপাদান কারণাত্মক তাঁহা হইতে প্রত্যক্ষ বিপরীত ধর্ম্মী জড়ের অভিব্যক্তি এবং জড় চৈতন্যের একত্র সমাবেশে জগদ্ ব্যাপারের প্রকটন। স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ অভেদ হইলেও, তাঁহার সংকল্পানুসারেই ব্রহ্মে ও জীবে, ব্রহ্মে ও জগতে, জীবে ও জগতে, জীবে জীবে এবং জগৎস্থ বস্তুতে বস্তুতে ভেদ প্রতীতি। কারণ ও কার্য্যের সম্বন্ধ বিচারে আমরা পরম কারণের চৈতন্যময়ত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব বিস্মৃত হই বলিয়া, শ্রুতির উপদেশের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে সমর্থ হই না। তাঁহার চৈতন্যের বা জ্ঞানের ব্যভিচার কখনই নাই। প্রলয়ে সাময়িক ভাবে জ্ঞেয় বর্ত্তমান না থাকিলে, তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু তখনও তাঁহার অব্যভিচারী জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। এবং জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে বলিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার সৃষ্টিসংকল্প এবং পুনঃসৃষ্টির অভিনয়। দেহের জরা (ছান্দোগ্য ৮।১।৫), তাঁহার সংকল্প বশতঃই এবং উহা তাঁহাকে স্পর্শ না করাও তাঁহার সংকল্পবশতঃই। বিশেষতঃ দেহের উপর তাঁহার কোনও

অভিমান, আসক্তি নাই, এজন্য তাঁহার সংকল্প বা নিয়মানুসারে দেহগত ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করিবে, কি রূপে?

সমুদায় নিষেধের সমাপ্তি তাঁহাতেই। উপরে যাহা বলা হইল, ইহা তাহারই অনুসিদ্ধান্ত। ইহার মূলে তাঁহার সংকল্প, অনভিমান ও অনাসক্তি। ভাগবতের ১০।৮৭।৩৭ শ্লোকে শ্রুতিগণ বলিতেছেন:—**"যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ।"** শ্রুতিগণ **"তন্ন তন্ন"** (তাহা নয়, তাহা নয়) বলিয়া সমুদায় নিষেধের পরিসমাপ্তিরূপে আপনাতে ফলবতী হয়। ৩।২।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৮।৩।২৪ শ্লোকে ভাগবত তাঁহাকে **"নিষেধ-শেষো"** বলিয়াছেন। তিনি অনন্ত বলিয়া তাঁহাতে সমুদায় বিরোধের সমাধান হয়, ইহা ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। **বিরোধ সমুদায়, প্রপঞ্চের অন্তর্গত। তাঁহার সংকল্পানুসারেই বিরোধ সমুদায়ের অস্তিত্ব। তিনি প্রপঞ্চের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়াও, প্রপঞ্চের সমুদায় হইতে পৃথক হইয়া, স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। সুতরাং প্রপঞ্চের সমুদায় এবং প্রপঞ্চের বাহিরের যা কিছু, সমুদায় তাঁহাতে প্রযোজ্য। তাঁহার সত্তাতেই প্রপঞ্চের বস্তুজাত সত্তাবান্‌। সুতরাং তিনি বিশ্বের যা কিছু, তা' ত বটেই, আবার বিশ্বের অতিরিক্ত যা কিছু—অর্থাৎ অবিশ্ব—তাহাও তিনি।**

আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় পাইয়াছি যে, সমান্তর দুইটি সরল রেখা, যাহারা ব্যবহারিক জ্ঞানে একত্র মিলিতে পারে না, তাহারা অনন্তে উভয় দিকে মিলিয়া একটি বৃত্তাভাস সৃষ্টি করে। সেইরূপ ক্ষেপণী (Parabola) যাহার দুই প্রান্ত ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর দেশে গমন করিতে থাকে, তাহাও অনন্তে মিলিত হইয়া বৃত্তাভাস সৃজন করে। **সুতরাং অনন্তে সমুদায়ের সমাধান বা চরম ও পরম বিশ্রান্তি। এ জন্য, শাস্ত্রের যত কিছু নিষেধ—সমুদায়ের পরিসমাপ্তি সেই ব্রহ্মে এবং সমুদায় তাঁহাতেই সার্থকতা লাভ করে।**

এ আলোচনা আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। এই প্রসঙ্গে ২।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৭৮৭-৮৮) ভাগবতের ১০।৮৭।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

৭। পরাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। "য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়…।"

(ছান্দোগ্য ৮।৪।১)।

—এই যে আত্মা, ইনি সর্ব্বলোক বিধারক সেতু, এই সমস্ত জগতের অসংভেদ বা সাঙ্কর্য্য পরিহারের নিমিত্ত। (ছাঃ ৮।৪।১)।

২। "এতং সেতুং তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি।"

(ছান্দোগ্যঃ ৮।৪।২)।

—এই সেতু পার হইলে অন্ধ হইলেও অনন্ধ হয়। (ছাঃ ৮।৪।২)।

৩। "তদেতৎ চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৮।২)।

—এই সেই চতুষ্পাদ্ ব্রহ্ম। (ছাঃ ৩।১৮।২)।

৪। "ষোড়শকলং পুরুষম্।" (প্রশ্নঃ ৬।১)।

—ষোড়শ কলাযুক্ত পুরুষ। (প্রশ্নঃ ৬।১)।

৫। "অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্।" (শ্বেতাঃ ৬।১৯)।

—দগ্ধেন্ধন (নির্ধূম) পাবকের ন্যায় অমৃতলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেতু তাঁহাতে। (শ্বেতাঃ ৬।১৯)।

৬। "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। (মুণ্ডঃ ২।২।৫)।

—ইনিই অমৃত লাভের সেতু। (মুণ্ডঃ ২।২।৫)।

৭। "পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি।" (মুণ্ডঃ ৩।২।৮)।

—শ্রেষ্ঠ হইতে অতি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। (মুণ্ডঃ ৩।২।৮)।

৮। "পরাৎ পরং যৎ মহতো মহান্তম্।" (তৈত্তিঃ নারাঃ ১)

—যাহা পর হইতেও পর এবং মহৎ হইতেও মহৎ।

(তৈত্তিঃ নারাঃ ১)।

৯। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।" (শ্বেতাঃ ৩।৯)।

—সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ। (শ্বেতাঃ ৩।৯)।

১০। "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।" (শ্বেতাঃ ৩।১০)

—তাহা অপেক্ষাও যাহা অতিশয় শ্রেষ্ঠ তাহা অরূপ ও অনাময়।
(শ্বেতাঃ ৩।১০)।

সংশয় :—১।১।২ সূত্র হইতে ৩।২।৩০ সূত্র পর্য্যন্ত—ব্রহ্মই জগৎ কারণ, তিনিই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, সমুদায় কারকব্যাপারও তিনি। তিনি অনন্ত বলিয়া দৃশ্যমান বিরোধ সমুদায়ের সমাধান তাঁহাতেই। চিৎ—অচিৎ যাহা কিছু আছে, কিছুই তাঁহা ব্যতিরিক্ত নহে। তাঁহার সজাতীয়, বিজাতীয়, এমন কি স্বগত ভেদও নাই। তাঁহার দেহ ও দেহী, গুণ ও গুণী পৃথক্ নহে। তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার ধাম, পরিকর প্রভৃতি তাহাই। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় তাঁহা হইতে হইলেও, তাঁহার কর্ম্ম নাই, সেজন্য তাঁহার স্বরূপে লেপমাত্র স্পর্শ করে না। সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ চ্যুতি নাই, ক্ষেত্রগত দোষ প্রভৃতির সংস্পর্শ তাঁহার নাই—ইত্যাদি সিদ্ধান্ত ত স্থাপন করিলে। কিন্তু বুঝিতেছ কি, উপরে যে সকল শ্রুতির মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, তোমার প্রতিপাদিত ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৪।১ মন্ত্রাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত মন্ত্রাংশ, আত্মা বা ব্রহ্মকে "সেতু" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায় যে, সেতু উত্তীর্ণ হইয়া একপার হইতে অপর পারে যাইতে হয়। যদি ব্রহ্ম সেতুই হন, তবে তাঁহার পরে অপর কিছু তত্ত্বের অস্তিত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, যে তত্ত্বে যাইতে হইলে ব্রহ্মরূপ "সেতু" উত্তীর্ণ হইতে হয়। শ্রুতি ত ইহা স্পষ্ট বলিলেন। এই প্রকার আপত্তি কল্পনা করিয়া ভগবান সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষ সূত্র অবতারণা করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।৩১।

পরমতঃ সেতূন্মান-সম্বন্ধ-ভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩ ২।৩১ ॥

পরম্ + অতঃ + সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ ॥

পরম্ :—অতিরিক্ত। **অতঃ :**—ইহা হইতে—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে। **সেতু-উন্মান-সম্বন্ধ-ভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ :**—সেতুব্যপদেশ, উন্মান বা পরিমাণ-ব্যপদেশ, সম্বন্ধব্যপদেশ এবং ভেদব্যপদেশ হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৪।১ ও ৮।৪।২ মন্ত্রে আত্মাকে "সেতু" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং সেই সেতু অতিক্রম করিবারও উপদেশ আছে। লৌকিক ব্যবহারে সেতু দ্বারা এক পার হইতে অপর পারে যাওয়া যায়,

এবং সেতু উক্তরূপ পারাপারের উপায় মাত্র। সুতরাং, শ্রুতির মতে আত্মা সেতু মাত্র, উহা মুখ্য প্রাপ্তব্য নহে, উহার দ্বারা প্রাপ্তব্য অপর কোনও পদার্থ থাকার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ছান্দোগ্য ৩।১৮।২ মন্ত্রাংশে এবং প্রশ্ন শ্রুতির ৬।১ মন্ত্রাংশে **"চতুষ্পাদ", "ষোড়শকল"** উক্ত হওয়ায়, ব্রহ্মের উন্মানও নির্দ্দেশ করা হইল। সুতরাং, তিনি উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের মতে পরিচ্ছিন্ন; তোমার সিদ্ধান্ত মত অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী নহেন।

তৃতীয়তঃ, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।১৯ এবং মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ মন্ত্রাংশে প্রাপ্য-প্রাপকত্ব সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ একই বস্তুতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রাপ্য, প্রাপক হইতে পৃথক বস্তু, ইহা স্বতঃই মনে হয়। সুতরাং উক্ত দুটি মন্ত্রাংশে "সেতু" বলিয়া উল্লেখ করায় তিনি প্রাপক হইবার হেতু, তাঁহার দ্বারা প্রাপ্য বস্তু তাঁহা হইতে পৃথক হইবেন, ইহাতে সন্দেহ কি?

চতুর্থতঃ, মুণ্ডক ৩।২।৮, তৈত্তিঃ নারাঃ ১, শ্বেতাশ্বতর ৩।৯-১০ মন্ত্রাংশে "পর হইতেও পর"—যাহা দ্বারা এই সমস্ত পরিপূর্ণ, তাহা অপেক্ষা অতিশয় পরবর্ত্তী বা শ্রেষ্ঠ "অরূপ ও অনাময়" বস্তুর উল্লেখ হেতু, উভয়ের ভেদ নির্দ্দেশ শ্রুতির অভিপ্রেত।

সুতরাং, এতদিন ধরিয়া, এত সূত্র দ্বারা তুমি যে সিদ্ধান্ত করিলে, তাহা গ্রহণীয় নহে।

[এই সমুদায় পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তির ঠিক উপযোগী ভাগবত শ্লোক দুষ্প্রাপ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। কয়েকটি আংশিক প্রযোজ্য শ্লোক উদ্ধৃত হইল।]

ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্ যূয়ং পরিনিন্দথ।
সেতুং বিধরণং পুংসামতঃ পাষণ্ডমাশ্রিতাঃ ॥ ভাগঃ ৪।২।৩০

—যেহেতু তোমরা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রূপ এবং বর্ণাশ্রমআচার বিশিষ্ট পুরুষদিগের ধারণকারী বেদ সকলের, এবং বেদ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণগণের নিন্দা করিতেছ, অতএব তোমাদিগকে পাষণ্ডাশ্রিত কহিলাম। ভাগঃ ৪।২।৩০

উক্ত শ্লোকে **"সেতুং বিধরণং"** আছে, ইহা ছান্দোগ্যের **"সেতু র্বিধৃতিঃ"** বাক্যাংশেরই প্রতিধ্বনি। বেদকে **"সেতুং বিধরণং"** বলা হইয়াছে। বেদ শব্দ ব্রহ্ম। সুতরাং পরমব্রহ্মেও তাহা প্রযোজ্য। ইহা উক্ত শ্লোক হইতে

বুঝা যাইবে। বিশেষতঃ আমরা বুঝিয়াছি যে, পরমব্রহ্মের শব্দতত্ত্বের অভিব্যক্তিই —বেদ।

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥ ভাগঃ ১০।৩।২১

—সেই তুমি লোক স্থিতির জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লরূপ, সৃষ্টির জন্য রজোগুণান্বিত রক্ত বর্ণ, এবং প্রলয় সময়ে তমোগুণের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করিয়া থাক। ভাগঃ ১০।৩।২১

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের রূপ গ্রহণ, এবং সেজন্য তাঁহার দৃশ্যমান পরিচ্ছিন্নতা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১৫

—আমি, নিরপেক্ষ শান্ত, নির্ব্বৈর ও সমদর্শন মুনি ব্যক্তির নিত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করি। কারণ, উক্ত প্রকার ব্যক্তির চরণ ধুলির দ্বারা, আমি আপনাকে আর আমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড সমুদায়কে পবিত্র করিয়া থাকি। ভাগঃ ১১।১৪।১৫

এই শ্লোক দ্বারা ভগবান যে ভক্তের মহিমা ও উৎকর্ষ খ্যাপন করিলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তকে তিনি যে আপনা হইতে অভেদ মনে করেন, ইহা না বুঝিয়া পুর্ব্বপক্ষ তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তত্ত্বের উপলব্ধি করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য। এই শ্লোকে সম্বন্ধ ও ভেদ উভয়ই দেখান হইল। এই প্রকার আর একটি শ্লোক :—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। ভাগঃ ৯।৪।৩৬

—হে দ্বিজ! আমি ভক্ত পরাধীন, অতএব অস্বতন্ত্রের ন্যায়।
ভাগঃ ৯।৪।৪৬।

তবে কি ভক্তই তাঁহা হইতে পরতত্ত্ব? একথা শোনা বা মনে কল্পনা করা ভক্তের পক্ষে মহাপাপ !!!

পূর্ব্ব সূত্রের উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি নিরসনের জন্য সিদ্ধান্ত সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।২।৩২।

সামান্যাত্তু ॥ ৩।২।৩২ ॥

সামান্যাৎ + তু ॥

সামান্যাৎ :—সাদৃশ্য হেতু। **তু :**—কিন্তু (আপত্তি নিরসনার্থক)।

ব্রহ্মে সেতু প্রভৃতির যে ব্যপদেশ (উল্লেখ) আছে, তাহা মাত্র সাদৃশ্যহেতু বুঝিতে হইবে। পারাপারের উপায়ভূত সেতু অর্থে ব্রহ্মে "সেতু" শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। সেতু যেমন উভয় তীরকে ধারণ করিয়া সংযোগ সাধন করে, ব্রহ্মও সেইরূপ জগতের সাঙ্কর্য্য নিবারণের জন্য "জগৎ বিধারক সেতু স্বরূপ", ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতি ৮।৪।১ মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। "সেতু" শব্দটি "সি" ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সি' ধাতুর অর্থ "বন্ধন"। সেতু যেমন দুইপারের বন্ধন সম্পাদন করে, সেইরূপ ব্রহ্ম আপনাতে চেতন-অচেতন বস্তু নিচয়কে অসঙ্কীর্ণভাবে, পরস্পরের পার্থক্য রক্ষার জন্য বন্ধন করেন বলিয়া ব্রহ্মকে "সেতু" বলা হইয়াছে। "সেতু" যেমন উভয় পারের সংযোগ ও পার্থক্য রক্ষার হেতু, ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের সংকল্পও সেইরূপ—চেতন-অচেতনের সংযোগে জগদ্ ব্যাপার সম্পাদন করেন, এবং অন্যপক্ষে চেতন ও অচেতনের পরস্পর পার্থক্য রক্ষাও করিয়া থাকেন। তাঁহারই সংকল্পে চেতন ও অচেতনের পৃথক্ ভাবে অভিব্যক্তি এবং পৃথক্ ভাবে স্থিতি।

"এতং সেতুং তীর্ত্বা" (ছাঃ ৮।৪।২) মন্ত্রে 'তৃ' ধাতুটি প্রাপ্তি বোধক—অর্থাৎ, "এই সেতুকে প্রাপ্ত হইয়া"—এই অর্থ শ্রুতির অভিপ্রেত।

পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ৪।২।৩০ শ্লোকে শব্দ ব্রহ্মকে **"সেতুং বিধরণং"** বলা হইয়াছে। শব্দব্রহ্ম—বেদ। বেদ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপক ও রক্ষক বলিয়া ঐ শ্লোকে ঐ প্রকার বলা হইয়াছে। বেদবিহিত নিয়ম পালন করিলে সাঙ্কর্য্য নিবারিত হইয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য।

সূত্র :—৩।২।৩৩।

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩।২।৩৩ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ + পাদবৎ ॥

বুদ্ধ্যর্থঃ :—অবগতির জন্য। **পাদবৎ :**—পাদের ন্যায়।

শ্রুতিতে চতুষ্পাদ, ষোড়শকল প্রভৃতি নির্দ্দেশের দ্বারা ব্রহ্মের যে পরিচ্ছিন্নতা কথিত হইয়াছে বলিয়াছ, তাহা কেবল উপাসনার সৌকার্য্যার্থে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে আছে—**"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি"**—ইহার একপাদে এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডগণ ও সর্ব্বভূত—এই যে পরিমাণের উল্লেখ, ইহা কি ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা জ্ঞাপনার্থ? ইহার দ্বারা তিনি যে পরিচ্ছেদ রহিত, তাহা ব্যক্ত করা শ্রুতির অভিপ্রায়। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের গণ ও ভূতসকল যদি তাঁহার অত্যল্প অংশে থাকে, তবে তাঁহাকে কে পরিছিন্ন করিবে? ইহা কেবল উপাসনার সুবিধার জন্য, ভাষায় তাঁহার স্বরূপের, তাঁহার অনন্তত্বের, তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্বের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল মাত্র। কেননা, **"সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** (তৈত্তিঃ ২।১) এই মন্ত্রে জগৎ কারণ পরব্রহ্মের অনন্তত্ব বা অপরিচ্ছিন্নত্ব স্পষ্টতঃ অবধারিত হওয়ায় স্বরূপতঃ তাঁহার উন্মান বা পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। উহার নির্দ্দেশ সাধকগণের হিতের জন্য, মনে ধারণা করিবার সুবিধার জন্য। আবার দেখ, তাঁহার জগৎ-কারণত্ব স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "সেই এই ব্রহ্ম হইতে আকাশ সম্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু··ইত্যাদি" (তৈত্তিঃ ২।১), **"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়"**—"তিনি কামনা করিলেন, বহু হইবে, জন্মিব" (তৈত্তিঃ ২।৬)। অতএব, **"বাক্ পাদঃ প্রাণঃ পাদঃ, চক্ষুঃ পাদো, মনঃ পাদঃ"** (ছাঃ ৩।১৮।২) মন্ত্রে ব্রহ্মের বাক্ আদি পাদের উল্লেখ—উপাসনা সৌকার্য্যার্থে বুঝিতে হইবে। প্রশ্নোপনিষদের ৬।১ মন্ত্রে ব্রহ্ম **"ষোড়শকল"** বলা হইয়াছে। সেই কলা সকল যথাক্রমে (১) প্রাণ, (২) শ্রদ্ধা, (৩) আকাশ, (৪) বায়ু, (৫) তেজঃ, (৬) জল, (৭) ক্ষিতি, (৮) ইন্দ্রিয়, (৯) মনঃ, (১০) অন্ন, (১১) বীর্য্য, (১২) তপঃ, (১৩) মন্ত্র (১৪) কর্ম্ম, (১৫) লোক, ও (১৬) নাম—(প্রশ্ন ৬।৪)। যাঁহার এতগুলি কলা বা অবয়ব বর্ত্তমান তিনিই ৩।২।২৩ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৮ মন্ত্রে **"নিষ্কলং"** বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই প্রকার উভয় প্রকার উক্তির সমাধান বুঝিতে হইলে—প্রশ্নোপনিষদে ষোড়শ কলার উক্তি উপাসনার সৌকর্য্যার্থে বুঝিতে হইবে।

এই একই কারণেই ভাগবতে ভগবানের মূর্ত্তির নিরূপণ এবং উক্ত-মূর্ত্তির এক এক অঙ্গে মনঃ স্থিরকরণরূপ উপাসনা পদ্ধতি উপদিষ্ট হইয়াছে। সমুদায় অঙ্গে মনোনিবেশ সম্ভব নয় বলিয়া এক এক অঙ্গে মনঃ সন্নিবেশ বিধেয়। মনঃই উপাসনার মুখ্য করণ, মনঃ সূক্ষ্ম—অতি স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, ও সূক্ষ্মতম বিধায় মনঃ সন্নিবেশের পন্থা নির্দ্দেশেই নিষ্কল ব্রহ্মের কলা নির্দ্দেশ, বা উন্মান বিহীন ব্রহ্মের উন্মান-ব্যপদেশ। মনের বৃত্তি উভয়মুখী—

বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী। আমারা সাধনার যে স্তরে অধুনা বর্ত্তমান, তাহাতে আমাদের মনঃ স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখীন। উহা একেবারেই সূক্ষ্মতম "**নিষ্কল, অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য, অস্থূল, অনণু**......" ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারে না। উহাকে বহির্ম্মুখ বিষয় হইতে অন্তর্ম্মুখে আনয়নের জন্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি, মূর্ত্তির অবয়ব, কলা প্রভৃতির নির্দ্দেশ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এই কারণেই ভাগবত বলিতেছেন :—

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ
পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ
পরং পরং শুধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ভাগঃ ২।২।১৩

যাবন্নজায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং
ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ভাগঃ ২।২।১৪

—শ্রীভগবান্ গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম হইতে শ্রীমুখের হাসি পর্য্যন্ত এক একটি অঙ্গ অবলম্বনে ধ্যান করা বিধেয়। যে যে অঙ্গের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অঙ্গ হৃদয়ে উজ্জ্বল ভাবে স্ফুরিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে উচ্চতর অঙ্গ ধ্যান করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ বুদ্ধি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া পরিশুদ্ধ হইবে। যাবৎ পরাবর দ্রষ্টা বিশ্বেশ্বরে প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ না জন্মে; তাবৎ পর্য্যন্ত আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার স্থূলরূপের স্মরণ করিবে। ভাগঃ ২।২।১৩-১৪।

অন্যত্রও উক্ত আছে, যথা :—

তস্মিন্ লব্ধপদং চিত্তং সর্ব্বাবয়বসংস্থিতম্।
বিলক্ষ্যৈকত্র সংযুঞ্জ্যাদঙ্গে ভগবতো মুনিঃ ॥ ভাগঃ ৩।২৮।২০

—এই প্রকারে ভগবানের সর্ব্বাবয়বে চিত্ত স্থান প্রাপ্ত হইলে, এক এক অঙ্গে চিত্ত অর্পণ করিয়া ধ্যান করিবে। ভাগঃ ৩।২৮।২০

ভাগবতের ২।২।১৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় "তাহা হইতে উচ্চতর অঙ্গ ধ্যান করিবে"—বলা হইয়াছে, ইহা হইতে কেহ বুঝিবেন না যে; ভগবানের অঙ্গের উচ্চ নীচ ভেদ আছে, তাঁহার মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ তাঁহার স্বরূপ হইতে

অভেদ। প্রতি ইন্দ্রিয়ে সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি কেন্দ্রীভূত। অঙ্গের উচ্চনীচ ভেদ খ্যাপন করা ২।২।১৩ শ্লোকের বা তাহার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ উপাসনায় বা দেবতার স্তব বর্ণনায় পাদপদ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শিরোদেশের দিকে যাইতে হয়। ইহাই রীতি। ব্যবহারিক জগতে কোনও দণ্ডায়মান পুরুষের—পাদদেশ হইতে মস্তক যে উচ্চে অবস্থিত তাহা বলাই বাহুল্য। উহা প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। এই ব্যবহারিক দৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতের ২।২।১৩ শ্লোকে "**পরং পরং**" ও ব্যাখ্যায় "**উচ্চতর**" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবানে অঙ্গে অঙ্গে মনঃ সন্নিবেশ সম্বন্ধ ভাগবত যে ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রথমে তাঁহার চরণ কমলে (৩।২৮।২১-২২), তারপর জানুদ্বয়ে (৩।২৮।২৩), তৎপরে উরুদ্বয়ে (৩।২৮।২৪), ক্রমশঃ নিতম্বে (৩।২৮।২৪), নাভিহ্রদে (৩।২৮।২৫), বক্ষঃস্থলে (৩।২৮।২৬), কণ্ঠদেশে (৩।২৮।২৬), বাহু চতুষ্টয়ে এবং তাহাতে ধৃত শঙ্খ চক্রাদিতে (৩।২৮।২৭), কণ্ঠদেশস্থ মালায় এবং বক্ষঃস্থ কৌস্তুভ মণিতে (৩।২৮।২৮), বদনারবিন্দে (৩।২৮।২৯), ভৃত্যানুকম্পায় উৎফুল্ল নয়নদ্বয়ে (৩।২৮।৩০), উক্ত নয়নের হাস্য-মধুর সুস্নিগ্ধ ত্রিতাপনাশক দৃষ্টিতে (৩।২৮।৩১), অখিলভুবন সম্মোহনী স্মিত হাস্যে (৩।২৮।৩২), এবং তাঁহার দন্তরুচি প্রকাশক বিকাশ হাস্যে (৩।২৮।৩৩), মনঃ সংযোগ করতঃ ধ্যান করিয়া উক্ত অবয়ব সকল ধ্যান দ্বারা অধিগত করিবে। যেমন যেমন এক একটি অবয়ব অধিগত হইবে, তেমন তেমন তাহার পরেরটিতে মনোনিবেশ বিধেয়। এই অর্থে "উচ্চতর" পদের প্রয়োগ হইয়াছে। তারপর—সাধনার দ্বারা ভগবানের সমুদায় অবয়ব ধ্যান দ্বারা অধিগত হইলে :—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যাদ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।
ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥ ভাগঃ ৩।২৮।৩৪

মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্ব্বিষয়ং বিরক্তং
নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।
আত্মানমত্র পুরুষোঽব্যবধানমেক-
মন্বীক্ষতে প্রতিনিবৃত্তগুণপ্রবাহঃ ॥

ভাগঃ ৩।২৮।৩৫

—এই প্রকার ধ্যান মার্গে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ হরির প্রতি সাধকের প্রেম জন্মে এবং ভক্তি বশতঃ হৃদয় দ্রবীভূত হইতে থাকে ও প্রেমহেতু অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে। তখন তিনি ঔৎসুক্য জনিত অশ্রুকলা দ্বারা আনন্দ সংপ্লবে নিমগ্ন হন। তাহাতে দুর্ব্বিগাহ্য ভগবানের গ্রহণ বিষয়ে মৎস্য-বেধন বড়িশের তুল্য উপায়স্বরূপ তাঁহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে ধ্যেয় পদার্থ হইতে বিযুক্ত হয়, অর্থাৎ চিত্ত ভগবদ্ধারণার্থ শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়ে। ভাগঃ ৩।২৮।৩৪

—এই প্রকারে চিত্ত যখন নির্ব্বিষয় হয়, তখন তাহার ধ্যেয়রূপ কোনও আশ্রয় থাকে না; তখন পরমানন্দানুভূতিতে চিত্ত অন্য বিষয় হইতে বিরক্ত হয়। সুতরাং, যেমন দীপশিখা, তৈল ও বর্ত্তিকা বিরহিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ চিত্ত সহসা লয়প্রাপ্ত হয়। তাহাতে সাধক, দেহাদি উপাধির উপলব্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া, ধ্যাতৃ-ধ্যেয় বিভাগশূন্য অখণ্ড আত্মাকেই অনুগত দেখিতে পান।

ভাগঃ ৩।২৮।৩৫

চিত্তের এই নির্ব্বিষয়, উপশম ভাব লাভের জন্যই শ্রীভগবানের-রূপ কল্পনা এবং তাঁহার বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ধ্যানধারণার উপদেশ। এই জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মের পাদ ও কলা নির্দ্দেশ, এই জন্যই তিনি "চতুষ্পাদ", "ষোড়শকল" বলিয়া শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে কথিত হইয়াছেন। তিনি স্বরূপতঃ নিষ্কল, অনন্ত—অনন্ত তাঁহার শক্তি। সমুদায় নামরূপের তিনি শাশ্বত ভাণ্ডার। সুতরাং সাধকের মঙ্গলের জন্য সাধকের প্রকৃতি ও অভিরুচি অনুসারে, যে কোনও রূপ, যে কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা, তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের নহে। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূর্ত্তি উপাসনার পরিণতি কোথায়, তাহা উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।২৮।৩৪-৩৫ শ্লোক হইতে প্রতীতি হইবে। সাধনা সহজসাধ্য করিবার জন্য মূর্ত্তি কল্পনা। ৩।২।২৬-সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত রামপূর্ব্বতাপনী শ্রুতির ৭ মন্ত্র ইহার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উন্মান—ব্যপদেশের ভিত্তিতে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি সঙ্গত নহে।

বিশেষতঃ, লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখ, আমাদের দেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, যেমন

লোকের প্রয়োজনানুসারে অল্পবেশী দ্রব্য কিনিবার জন্য—আধুলি, সিকি, পয়সা, প্রভৃতি প্রচলিত আছে,—ব্যবহার সম্পাদনে উহাদের সার্থকতা—সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি ব্রহ্মের সমগ্র ধারণা করিতে অসমর্থ বলিয়া, তাহাদের ধারণার সুবিধার জন্য, পাদ ও কলা নির্দ্দেশ শ্রুতি করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, উপাসনা মার্গে উহাদের প্রয়োজনীয়তা শ্রীমদ্ভাগতের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতি স্তোক বা মিথ্যা উপদেশ দেন নাই। নিম্নস্তরের সাধককে সর্ব্বোচ্চস্তরে উন্নমিত করাই লক্ষ্য, এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি কি প্রকারে হয়; তাহা ভাগবতের শ্লোকগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

সংশয়ঃ—পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন—যিনি স্বরূপতঃ অনুস্মিত—অপরিচ্ছিন্ন, উপাসনার জন্যই হউক, বা যে কারণেই হউক, তিনি পরিচ্ছিন্ন কি প্রকারে হইতে পারেন? অপরিচ্ছিন্নতা ও পরিচ্ছিন্নতা পরস্পর বিরোধী। এই একান্ত বিরোধী ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে সূত্রঃ—

সূত্রঃ—৩।২।৩৪।

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩।২।৩৪ ॥

স্থানবিশেষাৎ + প্রকাশাদিবৎ ॥

স্থানবিশেষাৎঃ—উপাধিবিশেষযোগে। **প্রকাশাদিবৎঃ**—প্রকাশ বা আলোকাদির ন্যায়।

আলোক প্রভৃতির ন্যায় পরমাত্মা স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইলেও, উপাসনার জন্য, উপাধি বিশেষ যোগে, তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা দোষাবহ নহে। আলোক প্রভৃতি যেমন স্বভাবতঃ ব্যাপক হইলেও, বাতায়ন ও ঘটাদি ছিদ্রের মধ্যগত হইয়া পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নত্ব তদ্রূপই বটে। সাধকের বুদ্ধি অনুসারে তাঁহার পরিচ্ছিন্নতা ঘটে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তিনি উভয়লিঙ্গক ও অনন্ত, একারণ সমুদায় বিরোধের সমাধান, সমাবেশ ও সমাপ্তি তাঁহাতেই।

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্ম কর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ভাগঃ ৬।৪।২৮

৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণ দোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি॥ ভাগঃ ৮।৩।৮

—স্বরূপতঃ তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ, গুণ, দোষ নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের জন্য তিনি নিজের সঙ্কল্পরূপা মায়া শক্তি দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।৩।৮

তিনি সত্যসংকল্প। তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইবেই হইবে। তাঁহার অনন্ত, অচিন্ত্য শক্তি। তাঁহাতে সকলই সম্ভব।

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ॥ ভাগঃ ৩।২৪।৩০

—হে ভগবন্! যদিও তুমি অরূপী, তথাপি তোমার ভক্তগণের অভিরুচি অনুসারে তুমি রূপ ধারণ করিয়া থাক। ভাগঃ ৩।২৪।৩০

অতএব, জগৎ প্রপঞ্চ প্রকটন যেমন তাঁহার শক্তির অভিব্যক্তি, সেইরূপ ভক্তের অভিরুচি অনুসারে রূপধারণও তাঁহার শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র।

তিনি :—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"
(মুণ্ডকঃ ৩।২।৩)

—এই আত্মা প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা লভ্য হন না ; মেধা, বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও হন না। পরন্তু, ইনি যাহাকে বরণ করেন, তাহারই লভ্য হন, এবং তাহারই নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। (মুণ্ডক ৩।২।৩)

মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫ মন্ত্রাংশ "**অমৃতস্যৈষ সেতুঃ**" তুলিয়া প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ উত্থাপন পূর্ব্বক যে আপত্তি করিয়াছ, তাহার উত্তর শুন :—

সূত্র :—৩।২।৩৫।

উপপত্তেশ্চ ॥ ৩।২।৩৫ ॥

উপপত্তেঃ + চ ॥

উপপত্তেঃ :—শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে। **চ** :—ও।

শাস্ত্র যুক্তি অনুসারেও উপপন্ন হইতেছে যে, এই আত্মা কোনও ইতর উপায়ে প্রাপ্য নহে। আলোচ্য সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ মন্ত্রে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া আছে যে, আত্মার প্রসাদেই আত্মা প্রাপ্য—আত্মাই আত্মার প্রাপ্য—অন্য কথায়—আত্মার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপাভিব্যক্তি। সুতরাং অন্য কোনও বস্তুর সহিত আত্মার প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধ নাই।

এই প্রসঙ্গে ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৭।৪১ এবং ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।২৮ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য। **তাঁহার দয়াতেই তিনি প্রাপ্য ও লভ্য। অন্য উপায় নাই। আবার তাঁহার ও তিনির মধ্যে পার্থক্য নাই। সুতরাং তিনি যাহা, তাঁহার দয়াও তাহা। অতএব, তিনিই যখন প্রাপ্য এবং তিনিই যখন প্রাপক, তখন প্রাপ্য-প্রাপক সম্বন্ধের হেতু, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি যে, ব্রহ্মোত্তর তত্ত্বান্তর থাকা সম্ভব, তাহা সঙ্গত নহে।**

ভিত্তি :—

১। "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।" (শ্বেতাঃ ৩।৯)।

—যাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অপর কিছুই নাই, এবং যাঁহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বা বৃহৎ কিছুই নাই। (শ্বেতাঃ ৩।৯)

২। "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি।" (বৃহঃ ২।৩।৬)।

—ইহা অপেক্ষা পর অপর কিছুই নাই। (বৃহঃ ২।৩।৬)

৩। "তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্…॥"

(বৃহঃ ২।৫।১৯)।

—এই ব্রহ্ম অনাদি, তাঁহার অপর নাই, অনন্তর নাই, অবাহ্যও নাই। (বৃহঃ ২।৫।১৯)

৪। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" (কঠঃ ২।১।১১)।

—এই ব্রহ্মে নানা ভাব নাই। (কঠঃ ২।১।১১)

৫। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ ·॥" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১)

—এই দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত ও তাঁহাতেই ইহাদের লয়। (ছাঃ ৩।১৪।১)।

৬। "অতঃ পরং নান্যদণীয়সং হি পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্।"

(নারায়ণ ১)।

—ইহা হইতে সূক্ষ্ম কিছুই নাই, ইনিই শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর, মহৎ হইতেও মহত্তর। (নারাঃ ১)

৭। "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।" (নারায়ণ ২)।

—এই পুরুষ হইতে সমুদায় নিমেষ (কাল), এবং বিদ্যুৎ (জ্যোতিঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। (নারাঃ ২)

৮। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

(শ্বেতাঃ ৩।৮)

—তমের অতীত, আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময় সেই মহাপুরুষকে আমি জানি। জীবগণ তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে। মোক্ষ-ধামে যাইবার অন্য কোনও পথ নাই। (শ্বেতাঃ ৩।৮)

৯। "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি॥"
(শ্বেতাঃ ৩।১০)

—সমস্ত জগতের যিনি কারণ তাহারও যিনি কারণ, অর্থাৎ, যিনি সর্ব্বকারণ-কারণ—তিনি অরূপ এবং অনাময় বা আধি-ভৌতিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের অতীত। যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত (মুক্ত) হন, অপরে দুঃখই প্রাপ্ত হয়।
(শ্বেতাঃ ৩।১০)

এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি, যাহা মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৮, নারায়ণো-পনিষদের ১, এবং শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।১০ মন্ত্র উল্লেখ অংশতঃ করিয়া স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উত্তর দিতেছেন :—

সূত্র—৩।২।৩৬।

তথান্য-প্রতিষেধাৎ॥ ৩।২।৩৬॥

তথা + অন্য প্রতিষেধাৎ॥

তথা :—সেইরূপ। **অন্য প্রতিষেধাৎ :**—যে হেতু তদতিরিক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ হইয়াছে।

সূত্রকার বলিতেছেন যে, তুমি পূর্ব্বপক্ষ মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৮, নারায়ণ ১, ও শ্বেতাশ্বতর ৩।১০ মন্ত্রের যে অর্থ করিয়াছ, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অর্থ করাই সমীচীন। শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে যে, উক্ত মন্ত্র সকল দ্বারা ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বান্তর প্রতিষ্ঠা করা। পরন্তু, ব্রহ্মই পর হইতে পর, তিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ের পরিসীমা—অর্থাৎ অণু হইতে অণীয়ান্, মহৎ হইতে মহত্তর এবং সর্ব্বকারণ কারণ—ইহা প্রতিষ্ঠা করা শ্রুতির অভিপ্রায়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।১০ মন্ত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বস্থিত ৩।৮ ও ৩।৯ মন্ত্রে ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব, শ্রুতি তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ৩।১০ মন্ত্র তাহারই দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য। ইহা দ্বারা তত্ত্বান্তর নির্দ্দেশ করা হইল, মনে করা ভ্রম ভিন্ন

কিছুই নহে।৹ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব কিছু নাই বলিয়া এবং তাহাতে অভিমান, আসক্তি না থাকিবার হেতু, তিনি অনাময়। অভিমান, আসক্তি থাকিবেই বা কিরূপে? যিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ এবং প্রকৃতির পারে অবস্থিত, অভিমান-অনভিমান, আসক্তি-অনাসক্তি, দুঃখ-সুখ প্রভৃতি আপেক্ষিক ভাব, তাঁহার নিরপেক্ষ স্বরূপে থাকিবে কি প্রকারে? আবার, তাঁহার স্বরূপ যাহা, তাঁহার মূর্ত্তি প্রভৃতিও তাহা। তিনি দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদের অতীত। সুতরাং আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক আময় তাঁহাতে থাকিতে পারে না বলিয়া তিনি অনাময়। এবং দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদের অতীত বলিয়াই, তাঁহাকে পাইলেই বা জানিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়, ইহা ৩৮ মন্ত্রে স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন উক্ত মন্ত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে যে, তদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই। যদি ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বান্তর থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতির উক্ত উক্তি প্রলাপোক্তি মাত্র হইত। ৩।১০ মন্ত্রে উক্ত উক্তি দৃঢ়ীকৃত হইল, ইহা সুস্পষ্ট।

মুণ্ডক শ্রুতির **"পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"** (৩।২।৮) মন্ত্র উক্ত শ্রুতির "**অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ**" (মুণ্ডঃ ২।১।২) মন্ত্রের সহিত একত্র পাঠ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "অক্ষরাৎ"—অর্থাৎ অব্যাকৃত প্রকৃতি হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ—সমষ্টি-পুরুষ—তাঁহা হইতেও পর বা উৎকৃষ্ট যিনি, তিনি "**অপ্রাণ, অমনাঃ, শুভ্র**" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যে ব্রহ্ম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তে ৮।৭।১৭।২ ঋকে **"আনীতবাতম্"** পদের দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, মুণ্ডক শ্রুতি তাঁহাকেই "অপ্রাণ" বিশেষণে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। (দেখ ২।২।৩২ সূত্রের আলোচনা)। **অতএব সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, তত্ত্বান্তর নাই। এ কারণ, পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তির কোনও ভিত্তি নাই—উহা অগ্রাহ্য ও তুচ্ছ।**

এই প্রসঙ্গে ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৮।৩।২১ শ্লোক ও ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।১৪।১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহাদের মধ্যে ১০।১৪।১২ শ্লোক৹ প্রতিপাদন করে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবানের কুক্ষির একদেশে মাত্র অবস্থান করে। ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ২৬৫) উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।৩৭ শ্লোকও স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্ম এত বৃহৎ, যে তাঁহার প্রতিরোমকূপে আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল, গবাক্ষপথে সঞ্চরমাণ ধূলি পরমাণুর ন্যায়, স্বচ্ছন্দে একে অন্যের সঞ্চরণের প্রতিবন্ধক না হইয়া

বিচরণ করে। **অর্থাৎ, তিনি স্থূলে মহৎ হইতেও মহত্তম। অন্যপক্ষে ভাগবতের ৮।৩।২১ শ্লোক প্রতিপাদন করে যে, ব্রহ্মই পরমেশ, পরতত্ত্ব, সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত, কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত।**

ভাগবত অন্যত্রও বলিতেছেন :—

গুণিণামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ॥ ভাগঃ ১১।১৬।১১

—আমি গুণীদিগের মধ্যে প্রথম কার্য্যরূপ সূত্রতত্ত্ব, মহৎ পদার্থ সকলের মধ্যে আমি মহত্তম, সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে আমি জীব এবং দুর্জ্জয় বস্তুর মধ্যে আমি মনঃ। ভাগঃ ১১।১৬।১১

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৯

—(১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ২৬২) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল, তিনি সর্ব্বকারণকারণ, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্," পরমতত্ত্ব।

৩।২।৩১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৩।১৭ শ্লোকের বলে, যে দৃশ্যমান পরিচ্ছিন্নতার মূলে আপত্তি করা হইয়াছে, উহা ৩।২।৩৩ সূত্রে নিরসন করা হইয়াছে। অপরন্তু উক্ত ৩১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৪।১৫ ও ৯।৪।৪৬ শ্লোকের মূলে ভক্তই "পরতত্ত্ব" কিনা বলিয়া যে আপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উত্তর এই যে, ভক্ত ভগবান্ হইতে "পরতত্ত্ব" ইহা শুনিলেই প্রকৃত ভক্ত অতি কাতর হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহার পক্ষে অশ্রদ্ধেয়, অশ্রাব্য। ভগবান্ই ভক্তের "গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ"; ভগবান্ই তাঁহার "পিতা, মাতা, সুহৃৎ, বন্ধু, ভ্রাতা, পুত্র, বিত্ত, ধন, কাম—এক কথায় সর্ব্বস্ব"; ভগবান্ই তাঁহাদের একান্ত আশ্রয়। উক্ত দুইটি শ্লোকে তাঁহার ভক্ত-বৎসলতা গুণ প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র। এই গুণের জন্যই ভক্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকেই আশ্রয় করে। অতএব, আপত্তির কোনও হেতু নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইল। [৩।২।৩১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৪।১৫ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য ৩।৪।৪৩ সূত্রে বিশদভাবে আলোচিত হইবে]।

ভিত্তি:—

১। "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)।

—সর্ব্ব জগৎ এই পুরুষ দ্বারা পূর্ণ। (শ্বেতাঃ ৩।৯)।

২। "যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥

(নারায়ণোপনিষৎ ১৩)

—এই জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়া থাকে, নারায়ণ সেই সমস্ত বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। (নারাঃ ১৩)

৩। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।" (মুণ্ডঃ ১।১।৬)।

—ধীর ব্যক্তিগণ নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, অতিসূক্ষ্ম, সর্ব্বভূতের কারণকে দর্শন করিয়া থাকেন। (মুণ্ডঃ ১।১।৬)।

৪। "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।" (বৃহঃ ২।৫।১)।

—ব্রহ্মই এই সমস্ত। (বৃহঃ ২।৫।১)।

৫। "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্।" (ছান্দোগ্যঃ ৭।২৫।২)।

—আত্মাই এই সমস্ত। (ছাঃ ৭।২৫।২)।

৬। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১)

—এই দৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। (ছাঃ ৩।১৪।১)।

সেতু, উন্মান প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ করিয়া, সূত্রকার অন্যপক্ষে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, পূর্ণত্ব, সর্ব্বকারণ-কারণত্ব প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন।

সূত্র:—৩।২।৩৭।

অনেন সর্ব্বগতত্বমায়াম-শব্দাদিভ্যঃ॥ ৩।২।৩৭॥

অনেন + সর্ব্বগতত্বম্ + আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ॥

অনেন:—এই ব্রহ্মর দ্বারা। **সর্ব্বগতত্বম্:**—সর্ব্বব্যাপিত্ব। **আয়াম-শব্দাদিভ্যঃ:**—ব্যাপকত্ব বোধক শব্দ প্রভৃতি হইতে।

সর্ব্বব্যাপকতা বোধক আয়াম প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যাইতেছে যে, সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। এই সর্ব্বগতত্ব হেতু ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রতিপাদন করা হইল। উপরে যে সকল শ্রুতি মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শ্বেতাশ্বতর ৩৷৯, নারায়ণ ১৩, এবং মুণ্ডক ১৷১৷৬ সর্ব্বব্যাপকতা বোধক "আয়াম" শব্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। 'আদি' শব্দের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃহদাঃ ২৷৫৷১, এবং ছান্দোগ্য ৭৷২৫৷২ ও ৩৷১৪৷১ মন্ত্রাংশ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদক অনেক শ্লোক আছে, কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল।

বীর্য্যাণি তস্যাখিল দেহভাজা-
মন্তর্ব্বহিঃ পুরুষ কালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ
মায়ামনুষস্য বদস্ব বিদ্বন্॥ ভাগঃ ১০৷১৷৭

—হে বিদ্বন্ (ব্রহ্মবিৎ)! সেই মায়ামনুষ্য ভগবানের বীর্য্য সকল বর্ণনা করুন। তিনি অখিল দেহধারীর অন্তরে পুরুষরূপে ও বাহিরে কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সংসার ও মোক্ষ প্রদান করিতেছেন, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষগণকে মুক্তি এবং বহির্দ্দৃষ্টি সম্পন্ন জীবগণকে সংসার ভোগ প্রদান করিতেছেন। ভাগঃ ১০৷১৷৭

এই শ্লোকে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব নির্দ্দেশ করা হইল।

প্রপঞ্চ জগৎ যে তাঁহার একাংশ মাত্র, উহার বাহিরে তিনি নিজ অনন্ত স্বরূপে বর্ত্তমান এবং মায়া দ্বারা মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিলেও যে তাঁহার স্বরূপ-বিচ্যুতি ঘটে না, ইহা প্রকাশের জন্য ভাগবত বলিতেছেন :—

পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্! জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্॥
ভাগঃ ১০৷৭৷৩৫

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দু বহ্নি শ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্নগাংস্তদ্দুহিতৄর্ব্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি॥ ভাগঃ ১০৷৭৷৩৬

—শিশুর (শ্রীকৃষ্ণের) স্তন্যপান প্রায় শেষ হইলে, মাতা যশোদা তাঁহাকে আদর করিতে থাকিলে, তখন শিশুর মধুর হাস্যযুক্ত আস্য মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্যলোক, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সাগর, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন, স্থাবর, জঙ্গম সমুদায় ভূত দেদীপ্যমান দেখিতে পাইলেন। ভাগঃ ১০।৭।৩০—৩৬

শ্রীকৃষ্ণের মুখের একদেশেই মাত্র এই সকল দৃষ্ট হইল। তিনি তখন মাতৃকোলে শয়ান ক্ষুদ্র শিশু মাত্র। তাঁহার ক্ষুদ্র শিশু মূর্ত্তিতেও অনন্তত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতির অভাব হয় নাই। তিনি দৃশ্যতঃ পরিচ্ছিন্ন হইলেও, তিনি স্বরূপতঃ অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ব্বগত এবং পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র শিশুমূর্ত্তি ধারণ করিলেও, তাঁহার স্বরূপ চ্যুতি হয় না, ভাগবত ইহাই দেখাইলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবত আবার বলিতেছেন :—

> ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
> পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ভাগঃ ১০।৯।১৩
> তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
> গোপীকোল খলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ভাগঃ ১০।৯।১৪

(—ইহার সরলার্থ ১।২।৭ সূত্রের আলোচনায় [পৃঃ ৪৯৪] দেওয়া হইয়াছে।)

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৩।১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। অপর স্থানে ভগবান্ নিজ মুখেই বলিয়াছেন :—

> ভবতীনাং বিয়োগো মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
> যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী।
> তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥ ভাগঃ ১০।৪৭।২৯

—হে অবলাগণ! তোমাদের সহিত আমার বিয়োগ কখনই নাই। কারণ, আমি সর্ব্বাত্মা—সকলের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এবং সকলের হৃদয়গুহায় অবস্থিত অন্তর্য্যামী। যেমন চরাচর ভূত-সকলের মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ মহাভূত আশ্রয়ত্ব রূপে অনুগত, সেইরূপ আমি মনঃ প্রাণ বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কার্য্য ও গুণ অর্থাৎ ইহাদের কারণ, এই সকলের আশ্রয়ত্ব-

প্রযুক্ত অনুগত আছি। অতএব, আমার সত্তাতেই ত' তোমাদের সত্তা। আমাকে ছাড়িয়া তোমরা কি করিয়া থাকিবে?

ভাগঃ ১০।৪৭।২৯

এই প্রসঙ্গে ১।১।৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৩৮৬) ১০।৮৭।৪২ শ্লোকটিও দ্রষ্টব্য।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্ম পূর্ণ, অনন্ত, সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী, অপরিচ্ছিন্ন, দেহধারণে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও, তাহা যোগমায়া দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ হানি হয় না। ইহা দ্বারা আরও দেখান হইল যে, উপাস্য ভগবান সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এমনকি নিজের হৃদয়েও বর্ত্তমান। যে যেখানে যে ভাবে তাঁহার উপাসনা করুন না কেন, তাহা তাঁহার কাছে অবিদিত থাকে না। তিনি "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ", (মুণ্ডঃ ১।৯)। তাঁহার সবিশেষ সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করিলেও কোনও দোষ নাই, কেননা, উক্ত মূর্ত্তি পরিচ্ছিন্নবৎ দৃশ্যমান হইলেও, উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। পরমতত্ত্বে 'দেহ-দেহী' বা 'তিনি-তাঁহার' ভেদ নাই। সুতরাং, যে কোনও প্রকারেই হউক, তাঁহার উপাসনা কর্ত্তব্য। আগে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, "সংরাধন" দ্বারা তিনি লভ্য। এই, 'সংরাধন' যে কোনও স্থানে, যে কোনও কালে, যে কোন অবস্থায় করা কর্ত্তব্য।

৮। **ফলাধিকরণ**॥

ভিত্তি :—

"পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপং,
উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্॥" (প্রশ্নঃ ৩।৭)।

—পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক, পাপ দ্বারা পাপলোক, পাপপুণ্য উভয় প্রকার দ্বারা মনুষ্য লোক প্রদান করেন। (প্রশ্নঃ ৩।৭)

সংশয় :—জগতে মনুষ্যগণ যে যাগাদি পুণ্যকর্ম্ম, হিংসাদি পাপকর্ম্ম, অথবা পুণ্য পাপ উভয় মিশ্রকর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মই কি নিজ নিজ ফল সঙ্গে সঙ্গে বহন করে, অথবা, ফলদাতা কেহ আছেন? কর্ম্ম মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন যে, কর্ম্মই "অপূর্ব্ব" উৎপাদন করে, এবং সেই "অপূর্ব্ব"ই ফল প্রদান করিয়া থাকে। তাহা হইলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, কর্ম্মই নিজ ফলদাতা, সে কারণে জগদ্ব্যাপার পরিচালনায় ঈশ্বরের স্থান গৌণ মাত্র। এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৩৮।

ফলমত উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৮॥
ফলম্ + অতঃ + উপপত্তেঃ॥

ফলম্ :—ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ ও মুক্তি। **অতঃ :—**এই ঈশ্বর হইতে। **উপপত্তেঃ :—**উপপত্তি হেতু।

ঈশ্বরই কর্ম্মফল দাতা। কর্ম্ম জড়, নশ্বর; উহা 'অচিৎ' বিধায়, উহা ফলদাতা হইতে পারে না। চেতনাময় ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মানুসারে ফলদান করিয়া থাকেন। কর্ম্ম—ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। রাজা যেমন বিধি প্রণয়ন করিয়া তদ্দ্বারা রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ কর্ম্মবিধি প্রণয়ন করিয়া তদ্দ্বারা বিশ্বরাজ্য শাসন ও জীব পালন করিয়া থাকেন। রাজা যেমন নিজকৃত বিধি অনুসারে দণ্ড-পুরস্কার দান করিয়া থাকেন, বিশ্বেশ্বরও কর্ম্মবিধি অনুবর্ত্তন করিয়া দণ্ড-পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। রাজার বিধির যেমন স্বতঃ দণ্ডপুরস্কার দানের ক্ষমতা থাকে না, উহা পরিচালনের জন্য বিধিজ্ঞ উপযুক্ত রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকে, কর্ম্ম সেইরূপ স্বতঃ ফল প্রদান করিতে পারে না। বিশ্বেশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্মদেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত

কর্ম্মবিধি অনুসারে ফলযোজনা করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ কৃত দণ্ড-পুরস্কার যেমন রাজার দ্বারা প্রদত্ত বলিয়া গৃহীত হয়, কর্ম্মদেবতাগণ প্রদত্ত দণ্ড-পুরস্কারও সেইরূপ ঈশ্বর দত্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন যে, যদি ঈশ্বর কর্ম্মফল দাতা মাত্র, তাহা হইলে ত কর্ম্মেরই প্রাধান্য, ঈশ্বরের স্থান কর্ম্মের নিম্নে। যেমন রাজার বিধি লঙ্ঘন না করিলে শান্তিতে ও নিরাময়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, সেইরূপ বিহিত কর্ম্মাচরণ করিলেই, ঈশ্বর তাহার ফলস্বরূপ পুরস্কার দিতে বাধ্য। যদি তাহা হয়, তবে তাঁহার অস্বাতন্ত্র্য কোথায় রহিল এবং তাঁহার উপাসনার বা সংরাধনের প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন:—রাজবিধি যেমন প্রজাসাধারণের জন্য বিহিত হইলেও, রাজা তাঁহার বিশেষ ভক্ত প্রজাকে বিশেষ অধিকার, বিশেষ পুরস্কার দান করিয়া থাকেন, বিশ্বেশ্বরও সেইরূপ কর্ম্মবিধি জীবসাধারণের জন্য বিধান করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের তিনি প্রাকৃত রাজার ন্যায় কেবল মাত্র কিছু পুরস্কার বা অধিকার দিয়াই ক্ষান্ত হন না, তিনি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব এমন কি আপনাকেও পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি সাধারণতঃ কর্ম্মবিধি উল্লঙ্ঘন করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার একান্ত ভক্ত-গণের সম্বন্ধে উক্ত বিধি প্রভাববান নহে, ইহা পরে আলোচিত হইবে। প্রমাণ স্বরূপ ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল:—

ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলার্থদঃ॥ ভাগঃ ১০।৬।৩৯

—ভগবান্ দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কৈবল্যাদি অখিল অর্থপ্রদ।

ভাগঃ ১০।৬।৩৯

—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিকামী পুরুষেরা তাঁহার ভজনা করিয়া যে কেবলমাত্র নিজ নিজ অভিলষিত ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে, তাহাদের অকামিত অন্যান্য আশীষ এবং অব্যয় দেহও ভগবান নিজ ইচ্ছায় দান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।৩।১৯

যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষোরাত্যপি দেহমব্যয়ম্
করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্॥ ভাগঃ ৮।৩।১৯

এইজন্যই প্রহ্লাদ বলিয়াছেন :—

সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ

সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ।। ভাগঃ ৭।৯।২৬

—সুরতরু (কল্পবৃক্ষ) যেমন সেবকের প্রার্থনানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ ভক্তের অভিলাষানুসারে ফলদান করিয়া থাক। তুমি উত্তমত্ব বা অধমত্ব বিচার কর না। ভাগঃ ৭।৯।২৬।

এই প্রসঙ্গে ১।৩।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৬০৩-৫) ভাগবতের ৩।১৩।৪৮, ১০।৮০।৮, ৬।১৬।৩০, ১০।৪৮।২২, ১০।৬০।৩৭ এবং ১১।১৫।৩৫ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। এই সকল হইতে প্রতিপাদিত হইবে যে, তিনি সমুদায় আশীষের প্রভু। তাঁহাকে সেবা করিলে তিনি যে কেবল অভীষ্ট দান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, তাহা নহে, সন্তুষ্ট হইলে তিনি দানের কার্পণ্য করেন না, এমন কি কৃপা হইলে, নিজেকেও পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন। এমন ভক্ত বৎসল আর কে আছেন? অতএব, তিনি সর্ব্বতোভাবে উপাস্য।

পূর্ব্বে বহুবার পতিপাদিত হইয়াছে যে, কর্ম্মদ্বারা যাহা লভ্য, তাহা নশ্বর এবং পরমপদ বা ভগবত্তত্ত্ব কর্ম্মলভ্য নহে। পরমার্থ প্রাপ্তি এক ভগবদ্ কৃপা ভিন্ন হয় না। ৩।২।৩৫ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ মন্ত্র ইহার প্রমাণ। সুতরাং কর্ম্ম যে মুখ্য নহে, ভগবানই মুখ্য ও তিনি একমাত্র উপাস্য, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

তিত্তি :—

১। "স বা এষ মহানজ আত্মাহন্নাদো বসুদানঃ।" (বৃহঃ ৪।৪।২৪)
—সেই এই মহান্, অজ, আত্মাই অন্নাদ ও ধনদাতা।
(বৃহঃ ৪।৪।২৪)

২। "এষ হ্যেবানন্দয়াতি"। (তৈত্তিঃ ২।৭)
—ইনিই সকলকে আনন্দিত করেন। (তৈত্তিঃ ২।৭)।

সূত্র :—৩।২।৩৯।

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩।২।৩৯ ॥

শ্রুতত্বাৎ + চ ॥

শ্রুতত্বাৎ :—শ্রুতি নির্দ্দেশ হইতে। চ :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রদ্বয় হইতেও জানা যায় যে, পরমেশ্বরই অন্ন, ধন ও মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায়ের দাতা। অতএব, সর্ব্বফল দাতৃত্ব পরমেশ্বরেরই ; অন্যের নহে।

পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ও উল্লিখিত ভাগবতের শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

ভিত্তিঃ—

"যজেত স্বর্গকামঃ।" (যজুঃ ২।৫।৫)।

—স্বর্গকামী যাগ করিবে। (যজুঃ ২।৫।৫)।

সংশয়ঃ—যদি ঈশ্বরই কর্ম্মফল প্রদান করেন, তবে শিরোদেশে উদ্ধৃত-শ্রুতি মন্ত্রাংশের সার্থকতা কি? তাহা হইলে ত, শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডের নিরর্থকতা আপতিত হয়। ইহার কি উত্তর দিবে? এই পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি উত্থাপন করিয়া সূত্রকার জৈমিনি মত উল্লেখ করিয়া সূত্র করিলেন :—

সূত্রঃ—৩।২।৪০।

ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৩।২।৪০ ॥

ধর্ম্মং + জৈমিনিঃ + অতএব ॥

ধর্ম্মং ঃ—ধর্ম্মপদবাচ্য যাগাদি কর্ম্মকে। **জৈমিনিঃ ঃ**—পূর্ব্বমীমাংসা-প্রণেতা আচার্য্য জৈমিনি। **অতএব ঃ**—এই হেতু, অর্থাৎ উপপত্তি হেতু

পূর্ব্ব মীমাংসাকার জৈমিনি বলেন যে, যাগাদি কর্ম্মই ফল প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নহেন। জগতে কৃষ্যাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, এবং দান-অধ্যয়নাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ফল উৎপাদন করে, প্রত্যক্ষ দেখা যায়। এক ব্যক্তি ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, ভাল ডাক্তার হইয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিল। অন্য ব্যক্তি একটি খাল খনন করিয়া জলা জমির জল নির্গমনের ব্যবস্থা করতঃ শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির কারণ হইল। অন্য একজন তৃতীয় ব্যক্তি কোনও বিস্তৃত ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বাঁধ দিয়া ভিতরের জল ধারণের এবং বাহিরের জল আগমন নিরোধের ব্যবস্থা করিয়া যথেষ্ট শস্য জন্মাইল। এই সকল ফল লাভ প্রত্যক্ষে দেখা যায়। সেইরূপ যাগ, দান, তপস্যা, হোম, উপাসনাদি কর্ম্ম, যাহা সাধারণতঃ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি গোচরে না হউক, পরম্পরা সম্বন্ধে ফলপ্রদ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, শ্রুতি হইতেই ইহা উপপন্ন হয়, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র ইহার প্রমাণ। কর্ম্ম নশ্বর বটে, অনুষ্ঠানের পর উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মের সহিত ফলের সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে, কর্ম্মকাণ্ডোক্ত শ্রুতিসমূহ নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এ কারণ, শ্রুতি যখন নির্দ্দোষ প্রমাণ, তখন যাহাতে উহার প্রামাণ্য রক্ষা

হয়, সেরূপভাবে অনুমান করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা বলি যে, নশ্বর-স্বভাব কর্ম্ম, নাশের পূর্ব্বে "অপূর্ব্ব" নামধেয় একটি শক্তি জন্মাইয়া থাকে। এই "অপূর্ব্ব"কে হয় কৃত কর্ম্মের সূক্ষ্ম চরম অবস্থা, বা ফলের পূর্ব্বাবস্থা, অথবা বীজাবস্থাও বলিতে পার। ইহা কর্ম্মকর্ত্তায় সংক্রামিত হয়, এবং যতদিন ইহার ফল উৎপন্ন না হয়, ততদিন কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এ প্রকার অনুমান করা কর্ত্তব্য।

এই অনুমান করিলে ঈশ্বরের ফলদাতৃত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কর্ম্ম নিজ ফল নিজেই উৎপাদন করে এবং নিজেই প্রদান করে। অতএব ধর্ম্মের দ্বারাই ফল, ঈশ্বরের দ্বারা নহে, এই সিদ্ধান্ত হওয়াই উচিত।

শ্রীমদ্‌ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে সমজাতীয় পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, পরে নিজেই তাহার সমাধান করিয়াছেন :—

অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখদুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যং চ লোককালাগমাত্মনাম্।
মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থা হ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতিভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চ ধীঃ॥ ভাগঃ ১১।১০।১৪

—যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখদুঃখ ভোক্তা জীবের নানাত্ব স্বীকার কর, যদি স্বর্গাদি লোক, তদ্‌ভোগকাল, তৎপ্রতিপাদ্য আগম ও ভোক্তা আত্মার নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর, যদি স্রক্ চন্দনাদি বিষয় সকলের প্রবাহরূপে নিত্যত্ব ও মায়িকত্ব জ্ঞান কর, এবং যদি ঘটপটাদি জ্ঞানকে তৎপদার্থাদি ভেদে ভিন্ন ও উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার কর। ভাগঃ ১১।১০।১৪

এই বলিয়া পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিলেন, ইহার সমাধান ১১।১০।১৫ হইতে ১১।১০।৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত। সমুদায় উল্লেখ না করিয়া শেষের শ্লোকটি, যাহাতে সিদ্ধান্তের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম :—

কাল আত্মাগমো লোকঃ স্বভাবো ধর্ম্ম এব বা।
ইতি মাং বহুধা প্রাহুর্গুণব্যতিকরে সতি॥ ভাগঃ ১১।১০।৩৩

—মায়া দ্বারা গুণক্ষোভ সংঘটিত হইলে, লোকে ও বেদে আমাকেই কাল, আত্মা, আগম, লোক, স্বভাব, ধর্ম্ম ইত্যাদি বহু নামে বর্ণন করেন। ভাগঃ ১১।১০।৩৩।

এখন "অপূর্ব্ব" নামধেয় একটি শক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুমান যাহা আচার্য্য জৈমিনি করিয়াছেন, তাহা কতদূর সঙ্গত এবং ভাগবতের ১১।১০।৩৩ শ্লোকের

সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। আচার্য্য জৈমিনির মতে প্রত্যেক বিশেষ কর্ম্মের ফল, বিশেষ "অপূর্ব্ব" রূপে কর্ম্মকর্ত্তাকে আশ্রয় করে। কর্ম্ম—নশ্বর, জড়, গুণ পরিণামে উৎপন্ন, সুতরাং তাহার ফলও নশ্বর, জড় ও গুণ পরিণামে জাত বলিতে হইবে। কেননা, কারণের ধর্ম্ম কার্য্যে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং কারণ রূপ কর্ম্মের ধর্ম্ম—কার্য্যরূপ ফলে সংক্রামিত হইবে তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু উক্ত কর্ম্মফল কর্ম্মকর্ত্তাকে আশ্রয় করিবে কেন? যদি বল, ইহা স্বভাবত হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব, এই স্বভাবের প্রবর্ত্তক কে? জড় নশ্বর কর্ম্মের নিজ স্বভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না। যদি বল, প্রত্যক্ষে দেখিতে পাই যে, আমের বীজ হইতে আম গাছ, নিম্বের বীজ হইতে নিম্ব বৃক্ষ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জন্মিয়া থাকে এবং উহা বীজের নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব যে, এইরূপ উক্তি সিদ্ধান্ত নহে। যাহা হইয়া থাকে, ভাষায় তাহার বর্ণনা মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বীজে ওপ্রকার বিভিন্ন শক্তি নিহিত হইবার কারণ কি? জড়ে ঐ প্রকার শক্তি কে অর্পণ করিল? একজন চেতন নিয়ন্তার অস্তিত্ব—এইপ্রকার প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে আপনাপনিই আসিয়া পড়ে। কর্ম্মের "অপূর্ব্ব" নামধেয় ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে আশ্রয় করে বলিলে, জড় কর্ম্ম চৈতন্যবিশিষ্ট হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। নতুবা যেখানে বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞে হোতা, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক, ব্রহ্মা, সদস্য প্রভৃতি বহু বহু যজ্ঞসাধক পরিকরগণের নিয়োজন আবশ্যক হয়, এবং উহাদের পরিশ্রমের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুসারে, দক্ষিণা প্রদান করিয়া, উহাদিগের সন্তোষ সাধন করিতে হয়, সেখানে উক্ত যজ্ঞে অনুষ্ঠিত নানা প্রকার কর্ম্ম—কর্ম্মকর্ত্তাকে চিনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিবে কিরূপে? সেখানে যিনি প্রকৃত যজমান বা কর্ম্মকর্ত্তা, তিনি কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণকে দক্ষিণা দিয়া তিনি তাঁহাদিগের আনৃণ্য লাভ করেন এবং শাস্ত্র বিধি অনুসারে তিনি ফলভোগী। কিন্তু কর্ম্ম চৈতন্যবিশিষ্ট না হইলে, এবং শাস্ত্র বিধি অবগত না থাকিলে, তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না। সুতরাং এরূপ অনুমান সমীচীন নহে। অন্য পক্ষে ভাগবতের সিদ্ধান্তানুসারে, একই বহুরূপে অভিব্যক্ত হওয়ায়, সেই একের ভিত্তিতে—বহুর পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ থাকা সঙ্গত বটে। বিশেষতঃ যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তিনি চৈতন্যময়। সুতরাং কোন কর্ম্মের কি ফল এবং সে ফল কাহার ভোগ্য, সমুদায় "সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিদের" নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশিত।

বেদ শব্দব্রহ্ম। কর্ম্মকাণ্ডই বল আর জ্ঞানকাণ্ডই বল, উহাতে জগৎ পরিচালনের নিয়ম পরম্পরা ভাষায় বর্ণিত আছে। এ কারণ উহা অপৌরুষেয় এবং উহা স্বতঃপ্রমাণ। ঐ সকল নিয়মের ব্যভিচার নাই। রাজা যেমন বিধি প্রণয়ন করিয়া উহা ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া জনসাধারণে প্রচার করেন, বিশ্বেশ্বর সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করিয়া জীবের হিতার্থ বেদরূপে প্রকটিত করিয়াছেন। রাজার বিধি যেমন রাজপুরুষগণের দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ বিশ্বরাজের বিধি সকল তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত কর্ম্মদেবতাগণ দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী হয়। বিশেষ কর্ম্মের বিশেষ ফল, সেই বিশ্বরাজের বিধানেই সংঘটিত এবং তিনিই ফলদাতা, এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। ভগবান সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

ভিত্তিঃ—

১। "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ ; বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা ; বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি ; স এবৈনং ভূতিং গময়তি ॥" (যজুঃ ২।১।১)

—বায়ুদৈবতক শ্বেতবর্ণ ছাগল উৎসর্গ করিবে, বায়ু ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বীয় ভাগ্যানুসারে বায়ুর নিকটই ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহার ঐশ্বর্য্যলাভ করান। (যজুঃ ২।১।১)।

২। "ইষ্টাপূর্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্বং বিভর্ত্তি ভুবনস্য নাভিঃ। তদেবাগ্নিস্তদ্বায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদু চন্দ্রমাঃ ॥"

(নারায়ণোপনিষৎ ২)।

—জগতের নাভি স্বরূপ সেই পরব্রহ্ম ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের ফলে বহু প্রকারে জাত ও জায়মান এই বিশ্বকে ধারণ করিতেছেন ; তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র। (নারাঃ ২)।

৩। যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ যস্য বায়ুঃ শরীরম্", "যোঽগ্নৌ তিষ্ঠন্", "য আদিত্যে তিষ্ঠন্"......(বৃহদাঃ ৩।৭।৫, ৩।৭।৭, ৩।৭।৯)।

—যিনি বায়ুতে অবস্থান করিয়া, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিতে অবস্থান করিয়া, যিনি আদিত্যে অবস্থান করিয়া......॥

(বৃহঃ ৩।৭।৫, ৩।৭।৭, ৩।৭।৯)

৪। যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ (গীতাঃ ৭।২১)
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥

(গীতাঃ ৭।২২)

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

(গীতাঃ ৭।২৩)।

—যে যে ভক্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার মূর্ত্তি স্বরূপ যে যে দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি সেই সেই ব্যক্তিকে তদনুসারী অচলা ভক্তি প্রদান করি। সেই লোক তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাহার আরাধনায়

যন্ত্র করে, তদনন্তর আমারই প্রদত্ত অভীষ্ট কামসমূহ লাভ করিয়া থাকে। দেবপূজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়। (গীতা, ৭।২১-২২-২৩)

৫। অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। গীঃ ৯।২৪

—আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু—অর্থাৎ ফলপ্রদাতা।

গীঃ ৯।২৪

পূর্ব্ব সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্ত সূত্র :—

সূত্র :—৩।২।৪১।

পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ॥ ৩।২।৪১॥

পূর্ব্বং + তু + বাদরায়ণঃ + হেতুব্যপদেশাৎ ॥

পূর্ব্বং :—প্রথমোক্ত সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ ৩।২।৩৮ ও ৩।২।৩৯ সূত্রদ্বয় হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। **তু :**—পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থক। **বাদরায়ণঃ :**—ব্রহ্ম সূত্রকার আচার্য্য ব্যাসদেব। **হেতুব্যপদেশাৎ :**—ঈশ্বরের হেতুত্ব বা কারণত্ব নির্দ্দেশ হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বায়ু, অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতি দেবতাগণ ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি। ব্রহ্মই তাঁহাদিগের অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, হোম প্রভৃতির দ্বারা উক্ত দেবতাগণের উপাসনা করিলে এক ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়, তবে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা না করার জন্য ব্রহ্মোপাসনা হইতে উহাদের উপাসনার ফল বিভিন্ন হয়। উক্ত দেবতাগণের উপাসকগণ, উক্ত দেবতাগণের লোক প্রাপ্ত হন, বলা বাহুল্য যে, তাহারা নশ্বর। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভগবানকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ভগবান নিত্য, শাশ্বত ও অবিকারী হওয়ায়, উহাদের প্রাপ্তি নশ্বর নহে—নিত্য, শাশ্বত ও অবিকারী। এই বিভিন্ন ফল লাভ ভগবদ্বিধানেই হইয়া থাকে, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ গীতার ৭।২২ শ্লোকে আছে। অতএব, সূত্রকারের স্বমতে ভগবানই কর্ম্মফল দাতা। ভগবানের বিধানেই যে অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকলেই যে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত, তাহা ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ-৬১০-৬৫৭) উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।৯।৮, ৩।২৫।৩৯, ৪।১১।২৬, ৫।১।১৪, ১০।৮৭।২৪, ৩।২৯।৩৩ প্রভৃতি শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

অপর, তিনি যে চিৎ—অচিৎ সমুদায় এবং তাহা হইতেও অধিক, ইহা ৩।২।২২ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি "বিশ্ব ও অবিশ্ব", ইহা ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৮।৩।২৬ শ্লোক হইতে, এবং মনঃ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ্য যে কোনও বস্তু যে তাঁহা হইতে অভিন্ন, ইহা উক্ত সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৭।৯।৪৭ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ১১।১০।৩৩ শ্লোকও এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করে। অনুসন্ধিৎসুগণ ইহার পূর্ব্বের শ্লোকগুলিও দেখিতে পারেন।

অতএব, সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্মই যখন দেবতা-দিগেরও নিয়ন্তা, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবগণ তাঁহারই বিধান মত উপাসক দিগের কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম ভিন্ন যখন বস্তন্তর নাই, তখন তিনিই কর্ম্মফলদাতা, তিনিই একমাত্র উপাস্য। কর্ম্মসকলের সহিত ফল সম্বন্ধ যোজনা করিবার জন্য "অপূর্ব্ব" অনুমানের প্রয়োজন নাই। এক ভগবান বা ব্রহ্মই সর্ব্ব সমাধান করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ।

ভাগবতে স্পষ্টই উক্ত আছে, দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব এ সকল কেহই বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। প্রত্যুত সকলেই তাঁহার সত্তাতেই সত্তাবান্। ভাগঃ ২।৫।১৪

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥

ভাগঃ ২।৫।১৪

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া॥ ভাগঃ ২।১০।১২

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

তৃতীয় অধ্যায়।   তৃতীয় পাদ।

এই পাদে সগুণ বিদ্যা সমূহের গুণোপসংহার এবং নির্গুণ ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদের উপসংহার॥

এই পাদে সগুণ ব্রহ্ম প্রাপক বিদ্যা সমূহের গুণোপসংহার এবং নির্গুণ ব্রহ্মে অপুনরুক্ত পদের উপসংহার করা হইয়াছে। প্রত্যুত সগুণ ও নির্গুণ—উভয় উপাসনাই যে তত্ত্বতঃ ও ফলতঃ একই, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'নির্গুণ' অর্থ প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং তাহাদিগের মিশ্রণ-রহিত গুণাতীত বস্তু। "নির্গুণ" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক গুণের সংস্পর্শ তাহাতে নাই, কিন্তু তাহা দ্বারা ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে যে, অপ্রাকৃত স্বভাবসিদ্ধগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। 'সগুণ' অর্থ প্রাকৃতিক গুণ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বস্তু নহে, ব্রহ্মের নিজ স্বভাবসিদ্ধ অপ্রাকৃত—অপার করুণাময়ত্ব, ভক্ত বাৎসল্য, অশেষ কল্যাণ গুণাকরত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বস্তু। অতএব, নির্গুণ ও সগুণ—উভয়েই প্রাকৃত গুণাতীত এক অভেদ বস্তু। যখন তাঁহার প্রাকৃতিক গুণ রাহিত্যকে মুখ্যত্ব প্রদান করিয়া বিচার করা যায়, তখন তিনি "নির্গুণ" বলিয়া কথিত হন, আর যখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রাকৃতিক গুণ সমূহকে মুখ্যত্ব প্রদান করিয়া বিচার করা যায়, তখন তিনি "সগুণ" বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং বস্তুগত কোনও ভেদ নাই। ভেদ কেবল লক্ষ্যস্থানের তারতম্য। এই "নির্গুণ", "সগুণ" ভাব তাঁহাতে এককালে একাধারে বিদ্যমান থাকে, ইহা ৩।২।১১, ৩।২।২২ ও ৩।২।২৬ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাদে, যাহা পূর্ব্বে বলা হয় নাই, তৎসম্বন্ধে উপসংহার করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের সংসারে গতাগতির বিচার দ্বারা ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে বৈরাগ্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পাদে ব্রহ্মই একমাত্র উপাস্য, তিনি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় বস্তুই নাই, তিনি জীব, জগৎ, স্বভাব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও কর্ম্মফল দাতা সমুদায়ই, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি যে সংসার হইতে মুক্তি লাভেচ্ছু জীবের একমাত্র আশ্রয় স্থান, তাহা প্রতিপাদিত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান তৃতীয় পাদে সূত্রকার বলিবেন যে, শ্রুতিতে বিভিন্ন প্রকার উপাসনা পদ্ধতি উল্লেখ থাকায়, সাধকের সন্দেহ হইতে পারে যে, হয়ত উহারা স্বরূপে বিভিন্ন। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য সমুদায় উপাসনা পদ্ধতির যে সমন্বয় একমাত্র ভগবানে বা ব্রহ্মে তাহাই সূত্রকার প্রতিপন্ন করিবেন। সুতরাং সাধকের সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উপাসনামার্গ দ্বারা প্রাপ্য বস্তু একই। উহাতে বিকল্প নাই। যদি কিছু বিকল্প প্রতীয়মান হয়, উহা সাধকের মনের সংকল্প ও তাহার নিজ অভিরুচি অনুসারে। অনন্তের পক্ষে কোনও বিশেষ অভিব্যক্তি সুকর বটে।

১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে, সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে বা ভগবানে। সেখানে সমষ্টিভাবে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখানে সাধকের সাধনামার্গের বিভিন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যষ্টি ভাবে উহাদের উপসংহার বা সমন্বয় যে একমাত্র ভগবানে বা ব্রহ্মে, তাহাই প্রতিপাদিত হইবে।

১। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়াধিকরণ ॥

ভিত্তিঃ—

১। "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত।" (ছান্দোগ্যঃ ১।১।১)
—সেই এই ওঁঙ্কার অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে।
(ছাঃ ১।১।১)

২। "আত্মেত্যেবোপাসীত"। (বৃহদাঃ ১।৪।৭)।
—আত্মা রূপেই উপাসনা করিবে। (বৃহদাঃ ১।৪।৭)

৩। তং বিদ্যাৎ শুক্রমমৃতম্।" (কঠঃ ২।৩।১৭)
—সেই শুক্র অমৃত স্বরূপ তাঁহাকে জানিবে। (কঠঃ ২।৩।১৭)

সংশয়ঃ—শ্রুতির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। উপরে উদ্ধৃত তিনটি শ্রুতি মন্ত্রাংশ প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উভয় শ্রুতিতেই মধুবিদ্যা, পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, প্রাণোপাসনা বিদ্যা, বৈশ্বানর বিদ্যা, গায়ত্রী উপাসনা বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যা বা উপাসনা পদ্ধতি কথিত আছে। উহারা কি একই বিদ্যা বা বিভিন্ন বিদ্যা? প্রকরণ ও বেদ শাখার ভেদ থাকায় উক্ত বিদ্যা সকল অধিকাংশই নামে বিভিন্ন। কেহ কেহ উভয় শ্রুতিতে নামে এক হইলেও বস্তুতঃ ভিন্ন বটে। আবার দেখ, তোমরা ১।১।৪ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ যে, সমুদায় শ্রুতির পর্য্যবসান বা সমন্বয় এক ব্রহ্মেই। যদি তাহাই হয়, তবে কি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম বিভিন্নতার ন্যায় (যেমন বাজপেয়, অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি) ব্রহ্মেরও উপাসনা ভেদে ভেদ কীর্ত্তন করা তোমাদের অভিপ্রেত? যদি একই ব্রহ্ম হয়, এবং যদি সমুদায় উপাসনা একই ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, তবে বেদের শাখাভেদই বা কেন? উপাসনা ভেদই বা কেন? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।১।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ৩।৩।১ ॥
সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং + চোদনাদ্যবিশেষাৎ ।।

সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং :—সমুদায় বেদান্ত কর্ত্তৃক নিশ্চয়ার্থরূপে প্রতীয়মান ও উপদিষ্ট, দহর, বৈশ্বানর, প্রাণ, গায়ত্রী ইত্যাদি উপাসনা অভিন্ন বটে।

চোদনাদ্যবিশেষাৎ :—ফল সংযোগ, রূপ, বিধি এবং নামের কোনও পার্থক্য না থাকা হেতু।

দেখ, কর্ম্মমীমাংসা বা পূর্ব্বমীমাংসা শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ডের শাখান্তর অধিকরণে ২।৪।৫ সূত্র আছে :—"একং বা সংযোগ-রূপ-চোদনা-আখ্যা-অবিশেষাৎ" --ফল-সংযোগ, রূপ, বিধি, নাম অভিন্ন হইলে, বিদ্যাও অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবে। সমুদায় বেদ শাখায়, "বৈশ্বানরকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে," "দহর ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে," "উদ্গীথরূপে ওঁঙ্কার অক্ষরকে উপাসনা করিবে", "আত্মারূপে তাঁহার উপাসনা করিবে," "সেই শুক্র অমৃত স্বরূপকে জানিবে,"—"গায়ত্রী ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিবে"—ইত্যাদি বাক্যে চোদনাদি—অর্থাৎ সংযোগ বা ফলসংযোগ, রূপ—ব্রহ্মোপাসনা, বিধি—উপাসনা করিবে বা জানিবে, এই প্রকার নির্দ্দেশ, নাম—উপাস্য পদার্থ একই হওয়ায় সমুদায় উপাসনা একই। সকলই ব্রহ্মোপাসনা, এবং উহাদের বিকল্প নাই। সমুদায়ের উপসংহার বা স্বীকৃতি বা সমন্বয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই।

তবে ১।১।৪ সূত্রে সমষ্টিভাবে সমন্বয় সিদ্ধান্ত স্থাপনের পর, আবার ব্যষ্টিভাবে উহার পুনরুল্লেখ কেন করা হইতেছে, তাহার উত্তর এই যে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম অনন্ত—তাঁহার গুণ, ভাব, রূপ, শক্তি সমুদায়ই অনন্ত। জগতে উপাসকগণ একপ্রকারের নহে। সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কারণ, এবং ত্রিগুণের অনন্ত প্রকার ন্যূনাতিরেক মিশ্রণে প্রত্যেক উপাসকের আকৃতি, প্রকৃতি, স্বভাব, চিন্তাপদ্ধতি, গতি, ভঙ্গী প্রভৃতি সমুদায়ই ভিন্ন ভিন্ন। যাহাতে সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে সেই অনন্ত রূপ-গুণ-ভাব-শক্তির আধার ভগবান্‌কে সহজে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে এবং তাহার দ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি, উহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাতা যেমন রুগ্ণ, দুর্ব্বল, সুস্থ, সবল, শিশু, বালক, বয়ঃপ্রাপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সন্তানের জন্য তাহাদের পরিপাক শক্তির উপযুক্ত বিভিন্ন প্রকার আহার্য্যের ব্যবস্থা করেন, শ্রুতিও সেইরূপ, সংসার মধ্যে সঞ্চরমান বিভিন্ন শারীরিক-মানসিক-নৈতিক-আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন জীবের জন্য তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লক্ষ্য, সংসারী মাতার যেমন সকল সন্তানের

দেহ-পুষ্টি; শ্রুতিরও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার জীবের পুরুষার্থ লাভের উপায়-নির্দ্দেশ। অতএব, ইহাতে দোষের কিছুই নাই। উপাস্য সেই এক সবিশেষে নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষে সবিশেষ, সগুণে নির্গুণ এবং নির্গুণে সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা পরমাত্মা। অতএব, তোমার আপত্তির কোনও কারণ নাই। উহা একান্ত অসঙ্গত।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৩১

—হে ভগবন্! বিভিন্ন কুসুমের ভিন্ন ভিন্ন রস যেমন মধুকরের মধুতে লয় প্রাপ্ত হয়, যেমন সমুদায় নদী উহাদের একমাত্র আশ্রয় সমুদ্রে লয় পায়, সেইরূপ বিবিধ নাম-রূপ বিশিষ্ট প্রাণীগণ (জীব ও দেবতাবর্গ) পরম আশ্রয় স্বরূপ তোমাতেই বিলীন হয়।

ভাগঃ ১০।৮৭।৩১

যচ্ছ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

—অতএব, শ্রুতিগণ আপনাতে পর্য্যবসান রূপে "তন্ন তন্ন" করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৭

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া……॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১১

—এই চরাচর বিশ্বে যাহা কিছু বর্ত্তমান, সকলই অবশেষ রূপে আপনি, বৃহৎ ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া জানি। ভাগঃ ১০।৮৭।১১

অথ বিতথাস্বমূষবিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্॥

ভাগঃ ১০।৮৭।১৫

—এই হেতু অসত্য স্বরূপ এই সকল বস্তুতে সত্যস্বরূপ একরস আপনাকে নির্ম্মল বুদ্ধি যোগীগণ সাংসারিক ব্যবহার শূন্য হইয়া অশেষ রূপে ভজনা করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১৫

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৫
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরন্তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ॥ ভাগঃ ২।৫।১৬

—বেদ সকল নারায়ণ পর, দেবগণ নারায়ণের অঙ্গজ—তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন, স্বর্গাদি লোক সকল, যাগযজ্ঞাদি, যোগ, তপঃ, জ্ঞান, গতি সমুদায়ই নারায়ণ পর। ভাগঃ ২।৫।১৫-১৬।

সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি॥ ভাগঃ ২।৬।১৫

—ইহার অর্থ ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৩৬২) দেওয়া হইয়াছে।

নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতাণি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তন্ত্রমেবচ॥ ভাগঃ ২।৬।২৫
গতয়োমতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া॥ ভাগঃ ২।৬।২৬

—ইহার অর্থ ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৩৬২-৬৩) দেওয়া হইয়াছে।

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ॥ ভাগঃ ২।৬।২৯

—সেই ভগবান্ নারায়ণে এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি স্বতঃ অগুণ হইয়াও সৃষ্টির আদিতে মায়ার দ্বারা নানাবিধ গুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ২।৬।২৯

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥
ভাগঃ ১১।২১।৪১

এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ ভাগঃ ১১।২১।৪২

—ইহার অর্থ ১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ—৩৭০) দেওয়া হইয়াছে।

মায়ার দ্বারা যে সমুদায় গুণ গ্রহণ, সে সকল প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং তাহাদের বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণ জাত গুণ। এই গুণ গ্রহণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও অন্যান্য দেবতাদিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া সৃষ্টির প্রসার, রক্ষা ও নাশের বিধান করেন।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য এবং নিশ্চয়রূপে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য, এক মাত্র পরম আশ্রয়, উপাস্য এবং কর্ম্মফলদাতা। ইহা দ্বারা ইহাও সিদ্ধান্ত হইল যে, অথর্ব্ব বেদোক্ত "তাপনী" নামধেয় শ্রুতিগণে, কোথাও "সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ গোপ-গোপী গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রিতম্। দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥ কালিন্দী জল কল্লোল সঙ্গি মারুত সেবিতম্।" (গোপাল পূর্ব্বতাপনী, ১, ২, ৩)। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্মরণে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায়, উপদেশ আছে; আবার কোথাও "এবম্ভূতং জগদাধারভূতং রামং বন্দে সচ্চিদানন্দরূপম্। গদারিশঙ্খাব্জধরং ভবারিং স যো ধ্যায়েন্মোক্ষমাপ্নোতিসর্ব্বঃ॥" (রাম পূর্ব্বতাপনী ৫।৮)—শ্রীরাম উপাসনায় মোক্ষ লাভ হয়, উপদেশ আছে। আবার কোথাও বা নৃসিংহদেবকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবার বিধান আছে, যথা:—"আত্মানমেবৈনং জানীয়াদাত্মৈব নৃসিংহোদেবো ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ সোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (নৃসিংহ উত্তরতাপনী, ৫)। আবার কোথাও আদ্যাশক্তিরূপিণী ত্রিপুরাসুন্দরীর উপাসনা কথিত আছে, যথা— "শতাক্ষরী পরমা বিদ্যা ত্রয়ীময়ী সাষ্টার্ণা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী", (ত্রিপুরতাপনী, ১)। এই সমুদায়ে উপদেশ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন দেবতার উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইলেও, ইহারা সকলেই ব্রহ্মোপাসনায় পর্য্যবসান, এবং সকলের ফল ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে বাস্তবিক পার্থক্য নাই। এই দৃষ্টান্তে অন্যান্য উপনিষদের উপদেশও বুঝিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য।

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মারুদ্রৌচ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ ভাগঃ ৪।৭।৪৯

যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুত এবং ভূতেষু মৎপরঃ। ভাগঃ ৪।৭।৫০

(১।১।৪ সূত্রের আলোচনায় [পৃঃ—৩৫৬] ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে)

—যেরূপ মনুষ্যদিগের পদ কাষ্ঠ পাষাণ আদি যে কোনও পদার্থের উপর পতিত হউক না কেন, সে সকল পৃথিবী হইতে অভিন্ন হওয়ায়, এবং পৃথিবী উহাদের সকলের আশ্রয় স্থান হওয়ায়, সর্ব্বত্র পদ পৃথিবীতেই পতিত হয়, সেইরূপ বেদে যাহা কিছু কথিত হয়, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেবতা, তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদি সমুদায়েরই একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবান হওয়ায়, এবং বিভিন্ন দেবতা ভগবান হইতে অভিন্ন হওয়ায়, সকলেই শ্রীভগবানকে প্রতিপাদন করে এবং সমুদায় উপাসনা, তাঁহারই উপাসনা। সেইজন্য ঋষিগণ আপনাতেই মনঃ ও বাক্য সমর্পণ করেন। ভাগঃ ১০।৮৭।১১

অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্॥
ভাগঃ ১০।৮৭।১১

যেমন সমুদায় দেবতার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা, সেইরূপ অন্যপক্ষে ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা করিলেই সমুদায় দেবতার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৮।৫।৩৮ শ্লোক (পৃঃ ১৩৩৬) দ্রষ্টব্য। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে কি আর শাখাপল্লবে পৃথক ভাবে জল সেচনের প্রয়োজন হয় ?

সুতরাং, সিদ্ধ হইল যে, সমুদায় বেদের নির্ণীত ও নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, উপাস্য ; এবং সকল প্রকার উপাসনার তিনিই লক্ষ্য।

সংশয় :—পূর্ব্ব সূত্র প্রসঙ্গে যে সংশয় উত্থাপন করিয়াছ, যে প্রকরণ ও বেদ শাখার ভিন্নতা নিবন্ধন পুনরুল্লেখ হেতু বিদ্যার নাম এক হইলেও, উহারা বস্তুতঃ ভিন্ন বটে। উহার সমাধানের জন্য সূত্রকার পৃথক সূত্র করিলেন :—

সূত্র—৩।৩।২।

ভেদান্নেতি চেদেকস্যামপি॥ ৩।৩।২॥

ভেদাৎ + ন + ইতি + চেৎ + একস্যাম্ + অপি॥

ভেদাৎঃ—উল্লেখের, বেদশাখার, প্রকরণ প্রভৃতির প্রভেদ হেতু। **ন**ঃ—না। **ইতি**ঃ—ইহা। **চেৎ**ঃ—যদি বল। **একস্যাম্**ঃ—এক বিদ্যাতে। **অপি**ঃ—ও।

যদি আপত্তি কর যে, একই প্রকার পুনরুল্লেখ বেদশাখায় ও প্রকরণ ভেদ থাকায়, বিদ্যারও ভেদ হওয়া উচিত, তাহার উত্তরে বলিব যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এক বিদ্যাতেও উপদেশ্য শ্রোতার বুদ্ধি, জ্ঞান, মেধা, ধারণা প্রভৃতি শক্তির ভেদানুসারে, ঐরূপ পুনরুল্লেখ এবং প্রকরণ ভেদও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। উহার জন্য বিদ্যা ভেদ হইতে পারে না। যদি একই শ্রোতার জন্য পুনরুল্লেখাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহার সার্থকতা রক্ষার জন্য বিদ্যাভেদ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতির উপদেশ সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বপ্রকার শ্রোতার জন্য। তাহারা সকলে উপাসনার একই স্তরে বর্ত্তমান নহে, এবং সকলের বুদ্ধি, মেধা, ধারণা শক্তি প্রভৃতি সম প্রকার নহে। এ কারণ শাখাভেদ, প্রকরণ ভেদ ও পুনরুল্লেখ প্রয়োজনীয়। উহার দ্বারা বিদ্যাভেদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

দেখ, তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** বলিয়া ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার উক্ত শ্রুতিরই ৩।৬ মন্ত্রে **"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"** বলিয়া ব্রহ্মকে **"আনন্দ"** বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একারণ, ব্রহ্ম কি দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? তাহা যেমন কিছুতেই হইতে পারে না—**"আনন্দ স্বরূপ"** উপসংহার করিয়া, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দ স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সেইরূপ **"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"** (বৃহদাঃ ৩।৯।২৮), **"য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"** (মুণ্ডক ১।১।৯), ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্মের প্রকার ভেদ উপদেশ দেওয়া শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। ঐ সমুদায় গুণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে উপসংহার করিতে হইবে, ইহাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, ত্রিপুরাসুন্দরী, রুদ্র প্রভৃতির উপাসনার সম্বন্ধে উপদেশেও সেই একই উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। উক্ত মূর্ত্তিসকল ব্রহ্মের প্রকার ভেদ নহে। ব্রহ্ম অনন্ত বলিয়া, তাঁহাতে অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তভাব, অনন্তশক্তি সমুদায় বর্ত্তমান। অনন্তগুণ বা অনন্তরূপ এক শ্রুতির এক প্রকরণে এক কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার এই অনন্তত্বের পরিচয় দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনা পদ্ধতির প্রয়োজন। উহারা সকলই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের—উপাসকের অভিরুচি অনুসারে অভিব্যক্তি। এই জন্য রাম পূর্ব্বতাপনী উপনিষদে স্পষ্ট উল্লিখিত,

আছে যে, চিন্ময়, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চিরপূর্ণ, নিরবয়ব ব্রহ্মের রূপ কল্পনা কেবল উপাসকগণের উপাসনা সৌকর্য্যের জন্য।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

(রাম পূঃ তাঃ ১৭)।

শ্রীমদ্ ভাগবত এই তত্ত্ব বড়ই স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন :—

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ॥ ভাগঃ ১০।৪০।৪
ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া॥ ভাগঃ ১০।৪০।৫
একে ত্বাখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যাস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্॥ ভাগঃ ১০।৪০।৬
অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্তেকমূর্ত্তিকম্॥ ভাগঃ ১০।৪০।৭
ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্তমুপাসতে॥ ভাগঃ ১০।৪০।৮
সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥ ভাগঃ ১০।৪০।৯
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥

ভাগঃ ১০।৪০।১০

—হে প্রভো! আপনি যদিও কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, এবং কেহই আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না, তথাপি যে কোনও মার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার ভজনা করিলে, আপনি উপাসকগণের গম্য হইয়া থাকেন। যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈবের সাক্ষী ও অন্তর্য্যামীরূপে নিয়ন্তা, যে আপনি —আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। কোনও কোনও ব্যক্তি বেদ ও বিভিন্ন বেদোক্ত বিভিন্ন প্রকার বিদ্যা দ্বারা আপনারই আরাধনা

করেন। কর্ম্মী দ্বিজগণও যজ্ঞ-সম্ভার বিস্তার করিয়া নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে হোম করতঃ আপনারই উপাসনা করিয়া থাকেন। জ্ঞানীগণ অখিল কর্ম্ম সন্ন্যাস করতঃ উপশম লাভ করিয়া জ্ঞানযজ্ঞ (সমাধি) দ্বারা জ্ঞান স্বরূপ আপনারই উপাসনা করেন। অন্য ব্যক্তি বৈষ্ণব বা শৈব দীক্ষায় সংস্কৃতাত্মা হইয়া পঞ্চরাত্রাদি বিধান মত বাসুদেবাদি ভেদে বহুমূর্ত্তি এবং নারায়ণ রূপে একমূর্ত্তি যে আপনি, আপনারই আরাধনা করেন। শৈবমতে দীক্ষিত সাধক, শৈব-পাশুপতাদি ভেদে বিভিন্ন মার্গ দ্বারা শিবরূপী আপনারই উপাসনা করেন। আপনি সর্ব্বদেবময়। এজন্য, যাহারা ইতর দেবতাভক্ত, যদিও তাহারা পরস্পর দেবতাধিক্ষেপ বশতঃ ব্যাকুলচিত্ত এবং ভেদবুদ্ধি বিশিষ্ট, তথাচ সকলে আপনারই পূজা করিয়া থাকে। অতএব, সমুদায় উপাসনা মার্গ আপনাতেই পর্য্যবসিত। যেমন নদী-সকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণ হওতঃ বহুঃ স্রোতা হয়, এবং শেষে সকল দিক হইতে আসিয়া সাগরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সমুদায় দেবতাগণের উপাসনা মার্গ, উপাসকগণের বিভিন্ন অভিরুচি অনুসারে বর্দ্ধিত হইয়া, সকল দিক হইতে আসিয়া অন্তে আপনাতেই প্রবিষ্ট হইয়া সার্থকতা লাভ করে।

ভাগঃ ১০।৪০।৪—১০।

ইহার কারণ কি? এ প্রকার উপসানা ভেদ কেন হয়? ইহার উত্তর ভাগবত দিতেছেন :—

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৪

—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ মাত্রৈকরূপ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য জ্ঞানচক্ষুঃ, আত্মজ্ঞ জনগণেরও স্পর্শযোগ্য নহে। ভাগঃ ১০।১৩।৫৪

যখন, আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞগণও তাঁহার মাহাত্ম্য সমগ্রভাবে জানিতে পারে না, উপনিষৎগণও যখন তাঁহার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা বুঝিতে পারে না, তখন ইতর, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সাধারণ উপাসকের কথা কি? তাহারা ত তাঁহাকে ধারণা করিতেই পারিবে না। তবে কি তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে? না, তাহা নহে। তাহাদিগের শ্রেয়ঃ সম্পাদনের জন্য,

তাহাদের অধিকার ও অভিরুচি অনুসারে, বিভিন্ন দেবতাগণের উপাসনা আবশ্যক। শ্রুতি এই জন্য বিভিন্ন বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন। উহাদের সকলের উদ্দেশ্য, ক্রমশঃ চিত্তমল ক্ষালনের দ্বারা, অজ্ঞান অপনোদন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধির পথ সুগম করা।

সুতরাং, পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি সঙ্গত নহে।

সংশয় :—যদি ব্রহ্মই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য, এবং ব্রহ্মোপাসনাই সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য, তবে বেদে শাখাভেদের কারণ কি? এই আপত্তি সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৩।

স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৩।৩।৩ ॥

স্বাধ্যায়স্য + তথাত্বেন + হি + সমাচারে + অধিকারাৎ + চ + সববৎ + চ + তন্নিয়মঃ ॥

স্বাধ্যায়স্য :—বেদাধ্যযনের। **তথাত্বেন :**—তাহারই নিমিত্ত অর্থাৎ অধ্যয়নেরই নিমিত্ত। **হি :**—নিশ্চয। **সমাচারে :**—বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণে। **অধিকারাৎ :**—অধিকার হেতু। **চ :**—ও। **সববৎ :**—সূর্য্য হইতে শতোদন পর্য্যন্ত সপ্তহোমের ন্যায। **চ :**—ও। **তন্নিয়মঃ :**—অনুষ্ঠানের নিযম।

শ্রুতিতে বিধান আছে, "**স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ**"—বেদাধ্যযন করা কর্ত্তব্য। স্মৃতিতেও স্পষ্ট উক্ত আছে, "**বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা**" (মনু ২।১৬৫)—রহস্যের সহিত সমুদায বেদ দ্বিজগণের অধ্যয়ন করা উচিত। উপরোক্ত শ্রুতি মন্ত্রাংশের সহিত এই স্মৃতি পাঠ করিলে, সহজেই বুঝা যায় যে, সমুদায় বেদ রহস্যের সহিত পাঠ করাই শ্রুতির অভিপ্রেত। দ্বিজগণের সমুদায বেদ অধ্যয়নের অধিকার জন্মগত আছে। বেদোক্ত সমুদায় কর্ম্ম আচরণেও দ্বিজগণের সাধারণ অধিকার আছে। অর্থাৎ দ্বিজগণ সকলে সমুদায় বেদোক্ত কার্য্য করিবার অধিকারী। কিন্তু বেদ বহুবিস্তৃত। কাল-

বিপ্লবে • মানবের শক্তি ও আয়ু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। হীনশক্তি ও অল্পায়ুঃ বশতঃ সমুদায় বেদ অধিগত করা এবং বেদোক্ত সমুদায় কর্ম্মাচরণ করা সম্ভব নহে। এই জন্য শাখাভেদ ও কর্ম্মভেদের ব্যবস্থা। ইহারও স্মৃতি প্রমাণ আছে :—যথা

সর্ব্ব বেদোক্ত মার্গেণ কর্ম্ম কুর্ব্বীত নিত্যশঃ।
আনন্দো হি ফলং যস্মাৎ শাখাভেদোহ্যশক্তিজঃ॥
সর্ব্ব কর্ম্ম কৃতৌ যস্মাদশক্তঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
শাখাভেদং কর্ম্মভেদং ব্যাসস্তস্মাদচিক্লৃপৎ॥

(মধ্বাচার্য্য কৃত ভাষ্যে উদ্ধৃত)।

—সকল বেদোক্ত মার্গে নিত্য কর্ম্ম করিবে। আনন্দ তাহার ফল। অশক্তির নিমিত্তই শাখাভেদ। দ্বিজগণের মধ্যে সকলই যখন সমুদায় কর্ম্ম করিতে অশক্ত দেখা গেল, তখনই ব্যাসদেব শাখাভেদ ও কর্ম্মভেদ বিধান করিলেন।

বিষ্ণু পুরাণেও স্পষ্ট কথিত আছে :—

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনে।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতঃ॥ বিঃ পুঃ ৩।৩।৫
বীর্য্যং তেজো বলঞ্চাল্পং মনুষ্যাণামবেক্ষ্যবৈ।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং বেদভেদান্ করোতি সঃ॥ বিঃ পুঃ ৩।৩।৬

—হে মহামুনে! ব্যাসরূপী বিষ্ণু প্রতি দ্বাপর যুগে—জগতের মঙ্গলের জন্য এক বেদ বহুভাগে বিভাগ করেন। তিনি মানবগণের বীর্য্য, তেজঃ ও বলের অল্পতা দেখিয়া সর্ব্বভূতের হিতের জন্য বেদ বিভাগ করিয়া থাকেন। (বিঃ পুঃ ৩।৩।৫-৬)

অতএব স্মৃতি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল, সমুদায় দ্বিজগণের সমগ্র বেদোক্ত সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অধিকার আছে, তবে কর্ম্মভেদ ও শাখাভেদ অশক্তির জন্য। যাঁহার শক্তি আছে, তিনি সমগ্র বেদোক্ত সমুদায় বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু সে প্রকার শক্তিসম্পন্ন মানব এখন অপ্রাপ্য বলিয়া, সকলের নিজ নিজ শাখোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়।

যেমন সৌর্য্য হইতে শতৌদন পর্য্যন্ত সপ্ত যাগ অথর্ব্ববেদোক্ত একাগ্নি যাগে করণীয়, অন্য বেদোক্ত ত্রেতাগ্নি যাগে করণীয় নহে, সেইরূপ অশক্তগণ নিজ নিজ

শাখোক্ত বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, ইহাই নিয়ম। যদিও সমুদায় বেদ অধ্যয়ন এবং সমুদায় বেদ শাখোক্ত সমুদায় কর্ম দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের সাধারণ অধিকার, কিন্তু অশক্তি বশতঃ তাহা করা সম্ভব নহে বলিয়া, নিজ নিজ শাখোক্ত বেদের স্বাধ্যায় এবং তদুপদিষ্ট বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বিহিত। আরও দেখ, অথর্ব্ব বেদোক্ত 'সবব‍ৎ' নিয়ম ব্রহ্মোপাসনায় নাই। সুতরাং, শক্ত পক্ষে সমুদায় বেদোক্ত মার্গে ব্রহ্মোপাসনা করা যাইতে পারিবে।

[গত দ্বাপরের শেষে বর্ত্তমান কলির প্রাক্কালে ভগবান সূত্রকার যখন ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার দ্বারাই বেদ বিভাগ সম্পাদিত হওয়ায়, তখন নিজ নিজ শাখোক্ত বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বিজ সাধারণ মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু কালবিপ্লবে এবং কলির মাহাত্ম্যে এখন সমগ্র বেদাধ্যয়ন দূরের কথা, নিজ নিজ শাখোক্ত বেদের অধ্যয়ন বা তদুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এখন উপনয়ন, বিবাহের কুশণ্ডিকা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারে বেদ সম্মত অনুষ্ঠান হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাও প্রাণহীন, শুষ্ক অনুষ্ঠান মাত্র। অতএব এখন ইহার আলোচনা বৃথা শ্রম মাত্র।]

মধ্বাচার্য্যকৃত ভাষ্যে **"সববচ্চ"** এর পরিবর্ত্তে **"সলিলবচ্চ"** পাঠ আছে। ইহার অর্থ এই যে, সলিল যেমন প্রতিবন্ধকাভাবে সাগরেই গমন করিয়া থাকে, সেইরূপ সমুদায় বেদ, সমুদায় বিদ্যা, সমুদায় কর্ম্ম বা উপাসনা, সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মেই পর্য্যবসান, যদি **'অশক্তি'** রূপ প্রতিবন্ধক না থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার চারি বদন হইতে চাতুর্হোত্র কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত ব্যাহৃতি ও ওঁকারের সহিত চারি বেদ উৎপন্ন করিলেন, এবং বেদোচ্চারণ-নিপুণ স্বীয় পুত্র মহর্ষি মরীচি প্রভৃতিকে ঐ বেদ সকল অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর তাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া স্ব স্ব পুত্রগণকে ঐ বেদসকল শিক্ষা দিলেন। পরে তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা-ক্রমে ঐ বেদ সকল প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দ্বাপরান্তে লোক সকলকে ক্ষীণায়ুঃ, দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া, হৃদিস্থিত অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মহর্ষিগণ ঐ বেদ সকল বিভক্ত করিলেন। বর্ত্তমান মন্বন্তরে দ্বাপরান্তে ভগবান্ ভূতভাবন নারায়ণ, ব্রহ্মাদি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার্থ প্রার্থিত হইয়া, পরাশর হইতে সত্যবতীর গর্ভে অংশকলারূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ভাগঃ ১২।৬।৩৭—৪৪।

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া ॥ ভাগঃ ১২।৬।৩৯

পুত্রানধ্যাপয়ত্তাংস্তু মহর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্ ॥ ভাগঃ ১২।৬।৪০

তে পরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষথ ব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ ॥ ভাগঃ ১২।৬।৪১

ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।
বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ ॥ ভাগঃ ১২।৬।৪২

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে ॥ ভাগঃ ১২।৬।৪৩

পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ বেদং চক্রে চতুর্বিধম্ ॥ ভাগঃ ১২।৬।৪৪

ব্যাসদেবের চারি শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া অধিগত করিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে উক্ত সংহিতা চতুষ্টয় প্রচার করিলেন, তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উক্ত সংহিতা চতুষ্টয়কে আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিলেন। (ভাগবত, ১২।৬।৪৫—৭১)।

অতএব, বুঝা গেল যে, পূর্ব্বে দ্বিজগণ সকলেই সমুদায় বেদ অধ্যয়ন ও সমুদায় বেদোক্ত সমুদায় বিদ্যা ও উপাসনা আচরণ করিতেন। শক্তির হ্রাস বশতঃ উহাদের বিভাগ, শাখাভেদ, বিদ্যাভেদ ও কর্ম্মভেদ উৎপন্ন হইল।

'সলিলবৎ' পাঠে শ্রীমদ্ভাগবতের মন্তব্য :—

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥

ভাগঃ ১০।৪০।১০

ইহার অর্থ ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৯১-৯২) দেওয়া হইয়াছে।

[উপরে লিখিত অর্থ শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ সম্মত। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্‌ রামানুজাচার্য্য ইহার অর্থ মুণ্ডক শ্রুতিতে উল্লিখিত শিরোব্রত ধারণ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করিযাছেন। উপরোক্ত ব্যাখ্যা সূত্রের সহজলভ্য অর্থ মনে হওয়ায়, উহাই আমরা গ্রহণ করিলাম। মধ্বাচার্য্য ও বলদেব সূত্রটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিযা দুইটি সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিযাছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ একই সূত্ররূপে গ্রহণ করায, আমরাও একই সূত্ররূপে গ্রহণ করিযাছি। শ্রীমদ্‌ রামানুজাচার্য্য—"**তথাহ্যেন**" স্থানে "**তথাহ্যে**" ব্যবহার করিযাছেন। কিন্তু শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব সকলেই "**তথাহ্যেন**" ব্যবহার করায, আমরা তাহাই করিয়াছি। মধ্বাচার্য্য "**সববচ্চ**" স্থানে "**সলিলবচ্চ**" ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইযাছে।]

তিত্তি :—

১। "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।"
(কঠঃ ১।২।১৫)

—সমুদায় বেদ যাঁহার পদ ব্যক্ত করেন, সমুদায় তপস্যা যাঁহার বিষয় বর্ণনা করেন। (কঠঃ ১।২।১৫)

২। "যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম
দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্....॥"
(ছান্দোগ্যঃ ৮।১।১)।

—এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে হৃদয় পুণ্ডরীক আছে, তাহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বগত ব্রহ্ম আছেন, তাহার মধ্যে যাহা, তাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। (ছাঃ ৮।১।১)

এই অন্বেষ্টব্য যাহা, কি, তাহা পরবর্তী ৮।১।৫ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা :—

৩। "এষ আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎ-সোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ...॥" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১।৫)

—ইহাই আত্মা, নিষ্পাপ, জরা, মৃত্যু ও শোক রহিত, বুভুক্ষা ও পিপাসা বর্জ্জিত, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প। (ছাঃ ৮।১।৫)।

৪। "দহ্রং বিপাপং পরমেশ্বরভূতং যৎ পুণ্ডরীক পুরমধ্যসংস্থম্।
তত্রাপি দহ্রং গগনং বিশোকস্তস্মিন্‌যদন্তরস্তদুপাসিতব্যম্....॥"
(নারায়ণোপনিষৎ ১২।৩)।

—হৃদয় পুণ্ডরীক বিপাপ, পরমেশ্বর ভূত, তাহার মধ্যে পুর বর্ত্তমান, তদন্তরে দহরাকাশ, সেই দহরাকাশের অন্তরে শোকহীন যিনি বিরাজ করেন, তিনি উপাস্য। (নারাঃ ১২।৩)

৫। "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।" (কঠঃ ২।৩।২)

—ইনি উদ্যত বজ্র, মহদ্ভয় স্বরূপ। (কঠঃ ২।৩।২)।

৬। "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষোঽমন্বানস্য।" (তৈত্তিঃ ২।৭)।

—এই সাধক যদি এই ব্রহ্মে অল্পমাত্র ভেদ জ্ঞান করে, তাহা হইলে

তাহার ভয় হয়। কিন্তু যিনি বিদ্বান্, অভেদ জ্ঞানী, তাঁহার সম্বন্ধে তিনি অভয় স্বরূপ। (তৈত্তিঃ ২।৭)।

সূত্র—৩।৩।৪।

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।৪ ॥

দর্শয়তি + চ ॥

দর্শয়তি :—প্রদর্শন করিতেছেন। **চ** :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির ১।২।১৫ মন্ত্রে স্পষ্টই প্রদর্শিত হইতেছে যে, সমুদায় বেদ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করে, সমুদায় তপস্যা বা উপাসনা তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।১, ৮।১।৫ মন্ত্রের সহিত নারায়ণোপনিষদের ১২।৩ মন্ত্র পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ছান্দোগ্য দহরাকাশের অভ্যন্তরে যে বিমৃত্যু বিশোক পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ দিয়াছেন, নারায়ণ উপনিষদও প্রায় একই ভাষায় সেই উপদেশই দিয়াছেন। কঠ ২।৩।২ মন্ত্রের সহিত তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্র পাঠ করিলে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, ভেদদর্শীগণের নিকট তিনি উদ্যত বজ্র মহদ্ভয় স্বরূপ, কিন্তু যাঁহারা অভেদদর্শী, তাঁহারা তাঁহাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি উক্ত বিদ্বানগণের নিকট অভয় স্বরূপ। অতএব, ভেদ দর্শনের নিন্দা কথনের দ্বারা সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য যে এক বস্তু, তাহাই সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।

আবার, উপাস্য যখন একই তখন উপাসনাও এক, নাম বা রূপ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত ও উপদিষ্ট, হইলেও তত্ত্বতঃ অভিন্ন। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে, শাখাভেদ ও বিদ্যাভেদ দ্বারা বস্তুগত ভেদ উৎপন্ন হয় না—উহারা তত্ত্বতঃ অভেদ। উপাসকগণের উপাসনা সৌকর্য্যের জন্য, তাহাদের শক্তির পরিমাণ অনুসারে, উহারা ভিন্ন ভাবে কথিত হইয়াছে মাত্র।

এই প্রসঙ্গে ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৪০।৪ হইতে ১০।৪০।১০, ৩।৩।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৪।৭।৪৯-৫০, ১১।২১।৪১, ২।৫।১৫-১৬, ২।৬।২৫-২৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

২। উপসংহারাধিকরণ ॥

সংশয়ঃ—৩।৩।১ সূত্রে পূর্ব্ব মীমাংসোক্ত শাখান্তর ন্যায়ের ২।৪।৯ সূত্র উদ্ধৃত করিয়া, তাহার বলে সমুদায় বেদান্তের প্রতিপাদ্য একব্রহ্ম—ইহা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলে এবং তাহার পোষাকে, ৩।৩।২, ৩।৩।৩ ও ৩।৩।৪ সূত্র প্রণয়ন করিয়া, তোমার বক্তব্য বলিলে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গানুসারী সাধকগণের সম্বন্ধে উক্ত সিদ্ধান্তের কোনও প্রকার আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা আছে কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫।

উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধি-শেষবৎ সমানে চ ॥ ৩।৩।৫ ॥

উপসংহারঃ + অর্থাভেদাৎ + বিধিশেষবৎ + সমানে + চ ॥

উপসংহারঃ :—একস্থানে উক্ত গুণ বা ধর্ম্মের অন্যত্র স্বীকৃতি। **অর্থাভেদাৎ** :—উদ্দেশ্যের অভেদ বা ঐক্য হেতু। **বিধিশেষবৎ** :—বিধির অঙ্গের ন্যায়। **সমানে** :—অভিন্ন হওয়ায়, সমানস্থানে। **চ** :—ও।

উপাসনা সকল সমান বা অভিন্ন হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিহিত দহর, বৈশ্বানর, প্রাণাদি উপাসনা যখন পরস্পর অভিন্ন বলিয়া নিশ্চিত হইল, এবং উপাস্যও এক অদ্বৈত পরমতত্ত্ব, তখন অর্থের—উদ্দেশ্যের (প্রয়োজনের বা উপকারের) অভেদ বা ঐক্য হেতু, বিধিশেষের ন্যায় অর্থাৎ বিধির অঙ্গের ন্যায় গুণোপসংহার করিতে হইবে—অর্থাৎ, কোনও শ্রুতি শাখায় বিহিত কোনও উপাসনায় কথিত গুণ, অন্য শ্রুতিশাখায় বিহিত অন্য উপাসনায় উক্ত গুণের সহিত উপসংহার করিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, গোপাল পূর্ব্বতাপনীতে শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় উক্ত গুণ সকল, রামপূর্ব্বতাপনীতে উপদিষ্ট শ্রীরামচন্দ্রোপাসনায় কথিত গুণ সকলের সহিত, নৃসিংহতাপনীতে উক্ত নৃসিংহদেবের গুণ সকলের, ত্রিপুরা তাপনী উক্ত ত্রিপুরা সুন্দরীর গুণ সকলের সহিত পরস্পর উপসংহার করা কর্ত্তব্য। কারণ উপাস্য—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে সকল উপাসনায় অভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে কথিত গুণ সকলও ব্রহ্মে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব, সাধক যদি ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তাহা হইলে উহাদের গুণের

উপসংহার করণীয়, ইহা সুস্পষ্ট। এইজন্যই রামউত্তরতাপনী উপনিষদের ৯ ও ১০ মন্ত্রে আছে :—

"যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা যে দেবাসুর-মনুষ্যাদিভাবাঃ ভূর্ভুবঃ সুব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ" ॥ ৯ ॥

"যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা যে মৎস্যকূর্ম্মা-দ্যবতারাঃ ভূর্ভুবঃ সুব স্তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ॥" ১০ ॥

শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিয়া অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই।

আবার গোপাল পূর্ব্বতাপনীতে আছে :—

"একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।"

(গোঃ পূঃ তাঃ ৩)।

—এক, বশী, সর্ব্বগত, সর্ব্বপূজ্য কৃষ্ণ, এক হইয়াও যিনি বহু প্রকারে প্রকাশিত হন। গোঃ পূঃ তাঃ ৩

অতএব, বুঝা যাইতেছে যে, উপাসকের অভিরুচি ভেদে, উপাস্যের নাম ও রূপ ভেদ কল্পনা করিলেও, এবং সেইহেতু শ্রুতির বিভিন্ন শাখা আশ্রয় করিলেও, তাহাদিগের দ্বারা বস্তু ভেদ সংঘটিত হয় না। উপাস্য পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান, সমুদায় বিভেদ ক্রোড়ীকৃত করিয়া, এক অদ্বৈত স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। সমুদায় নামরূপের তিনি নিত্য শাশ্বত ভাণ্ডার। উপাসনার সময় এই অদ্বৈত পরম ভাব হৃদয়ে জাগরূক থাকিলেই উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা। নতুবা যদি নামে নামে বা রূপে রূপে ভেদবুদ্ধি অল্পমাত্রও জাগরিত হয়, তাহা হইলে তাহা ব্রহ্মোপাসনা নহে। অন্য দেবতোপাসনা। তাহার ফল অন্য প্রকার। ভগবান এই প্রকার উপাসকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলিয়াছেন :—
"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি"। (গীঃ৭।২৩)— দেবযাজীগণ দেব লোকপ্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উভয়ের ফল বিভিন্ন। দেবলোক নশ্বর, সেখানকার ভোগ, স্থিতি, পুণ্য বর্ত্তমান থাকা কাল পর্য্যন্ত। কিন্তু ভগবদ্ধাম নিত্য শাশ্বত। ভগবদুপাসনার পরিণতিতে ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হইলে আর বিচ্যুতি নাই। আর সংসারাবর্ত্তে ফিরিতে হয় না। গীতায় ৮।১৬ শ্লোকে ভগবান ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা বুঝিলাম যে, ভগবদুপাসনায় অন্যত্র উক্ত গুণ বা

বর্গ সমুদায় উপাস্য ভগবানে উপসংহার করিয়া, তিনি এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব, এই জ্ঞানে উপাসনা কর্ত্তব্য।

এই জন্যই শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত আছে যে, অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন :—

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিল-হেতু-হেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্। ভাগঃ ১০।৪০।১

—আপনি অখিল কারণের কারণ, অব্যয় আদ্য পুরুষ নারায়ণ, আপনাকে প্রণাম করি। ভাগঃ ১০।৪০।১

ইহা বলিবার পর ক্রমশঃ ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৪০।৪ হইতে ১০।৪০।১০ শ্লোকের দ্বারা প্রণাম করিয়া পরে বলিতেছেন :—

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধু-কৈটভ-মৃত্যবে॥ ভাগঃ ১০।৪০।১৭
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধার-বিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে॥ ভাগঃ ১০।৪০।১৮
নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥ ভাগঃ ১০।৪০।১৯
নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ॥ ভাগঃ ১০।৪০।২০
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥ ভাগঃ ১০।৪০।২১

—ভগবন্! আপনি প্রলয় পয়োধিচারী কারণ মৎস্য, আপনি মধুকৈটভহন্তা হয়গ্রীব, আপনি মন্দরধারী বৃহৎ কূর্ম্মরূপী, আপনি ধরণীউদ্ধারকারী বরাহ, আপনি সাধুগণের ভয়াপহারী অদ্ভুত নরহরি, আপনি ত্রিভুবণাক্রমণকারী বামন, আপনি দৃপ্ত ক্ষত্রিয়কুল নিপাতকারী ভৃগুরাম, আপনি রাবণান্তকারী শ্রীরাম, আপনি চতুর্ব্যূহে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিধারী, আপনি ভক্তগণের পতি, আপনাকে নমস্কার॥ ভাগঃ ১০।৪০।১৭—২১।

ছবিটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বর্ষ দেশীয় রক্তমাংসের শরীর-বিশিষ্ট বালকমূর্ত্তিতে অক্রূরের সম্মুখে যমুনা তীরে রথোপরি উপবিষ্ট। কিন্তু

ঐ পরিদৃশ্যমান বালক মূর্ত্তিধারীকে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে স্তব করিতেছেন এবং বিষ্ণুর সমুদায় অবতারের গুণের উপসংহার তাঁহাতে করিতেছেন। ইহা দ্বারা ভাগবতকার প্রকাশ করিলেন যে, উপাস্য দৃশ্যমান বিগ্রহধারী হউন, অথবা না হউন, যে বুদ্ধিতে তাঁহাকে উপাসনা করা যায়, সেই বুদ্ধিই উপাসনার সার্থকতা বা অসার্থকতার নিদান। তাঁহাকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, সমুদায় ব্রহ্মভাব তাঁহাতে আরোপ করিলে, সেই উপাসনা ব্রহ্মোপাসনার পর্য্যায়ে পড়িয়া পরম সার্থকতা লাভ করে। যখন ব্রহ্ম হইতে বস্তন্তর নাই, তখন প্রতিমায় বা বিগ্রহে, অথবা শালগ্রাম শিলায় কিংবা বাণলিঙ্গ প্রভৃতিতে ব্রহ্মভাব আরোপ করিয়া উপাসনায় দোষ নাই, প্রত্যুত উহাই কর্ত্তব্য। এ বিষয় পুনরায় চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

ভেদবুদ্ধি অশেষ অশুভের হেতু। দ্বৈত দর্শনেই ভয়। ইহা ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

ভাগঃ ১১।২।৩৫

১।১।২০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৪৪) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ শ্রীভগবানের পাদপদ্ম উপাসনা করিলে, আত্যন্তিক কল্যাণ হয়। তখন কিছু হইতে ভয় পাইতে হয় না। ভয় স্বয়ং ভীত হইয়া নিবর্ত্তিত হয়।

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ॥

ভাগঃ ১১।২।৩৩

—ইহার সরলার্থ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৮) দেওয়া হইয়াছে।

অদ্বৈত ভাবে মুক্তি। ইহা ভাগবতের ৭।১৫।৬১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ১।১।২০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৪৩-৪৪) ইহার অর্থ, এবং ভাবাদ্বৈত, ক্রিয়াদ্বৈত ও দ্রব্যাদ্বৈত তিনই প্রয়োজন এবং এই তিনের সংজ্ঞাও কথিত হইয়াছে। সেইখানে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, বুঝা গেল যে, এক ভগবানই সকলের উপাস্য। যাজ্ঞিকেরা বেদোক্ত বিধি দ্বারা হবির্গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞাগ্নিতে তাঁহারই হোম

করেন, যোগিগণ আত্মমায়ার বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া ইন্দ্রিয় সমাধি পূর্ব্বক তাঁহাকেই ধ্যান করেন, এবং মুক্ত পরম ভাগবতগণের তিনিই একমাত্র পূজনীয়।

ভাগঃ ১১।৬।৭

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উতযোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ॥ ভাগঃ ১১।৬।৭

অতএব, কি কর্ম্মী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেই একমাত্র সেই পরমতত্ত্ব ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন। উপাসনা মার্গ দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও, উহাদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রাপ্য ফল একই। একারণ, উহাদের মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ নাই। অতএব, এক অদ্বিতীয় ভগবানে, ভগবৎভাব, ব্রহ্মভাব, পরমাত্মভাব এবং বেদের কর্ম্মকাণ্ড বিহিত দেবতাভাব—সমুদায় ভাবের উপসংহার প্রয়োজন। মৎ প্রণীত "গায়ত্রী-রহস্য" পুস্তকে গায়ত্রী তত্ত্বের আলোচনায় ৪১ অনুচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানব নৈসর্গিক নিয়মে ভগবানের উপাসনা করিতে বাধ্য। সেই উপাসনা যদি বেদান্ত কথিত উপায়ে ব্রহ্মোপাসনায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, ইহা বলা বাহুল্য। এ কারণ ব্রহ্মসূত্রালোচনার উপযোগিতা।

ভিত্তি :—

"আত্মেত্যেবোপাসীত।" (বৃহদাঃ ১।৪।৭)।

—আত্মরূপেই উপাসনা করিবে। (বৃহদাঃ ১।৪।৭)।

সংশয় :—পূর্ব্ব সূত্রে ভগবানের কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তিধারী উপাস্যের উপাসনায় গুণোপসংহার কর্ত্তব্য, সিদ্ধান্ত করিলে। কিন্তু তাহা হইলে, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতির গতি কি হইবে? উহাতে ত কোনও রূপের উল্লেখ নাই বা গুণোপসংহারেরও কথা নাই। সুতরাং তোমার সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করি।

ইহার উত্তরে সূত্র। সূত্রের প্রথম অংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষ অংশে সমাধান করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৬।

অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৩।৬ ॥

অন্যথাত্বং + শব্দাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অবিশেষাৎ ॥

অন্যথাত্বং :—প্রকারান্তর—অর্থাৎ, গুণের উপসংহারাভাব। **শব্দাৎ :**—শ্রুতি হইতে, শব্দানুসারে। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **অবিশেষাৎ :**—বিশেষ উল্লেখ না থাকায়।

যদি আপত্তি কর যে, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রাংশ হইতে গুণের উপসংহারাভাব সূচিত হইতেছে, অতএব গুণের উপসংহাররূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে, তাহার উত্তরে বলিব, না, উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে, কেননা গুণের উপসংহার করা অনুচিত, এ প্রকার বিশেষ উল্লেখ নাই। **"আত্মেত্যেব"** এই বাক্যাংশে **'এব'** ব্যবহারে অনাত্মত্ব প্রতিষিদ্ধ হইতেছে, গুণোপসংহার প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না। গুণোপসংহার প্রতিষেধের কোনও পোষক উল্লেখ নাই। লৌকিক কথায় বলে, "রাজাই দৃষ্ট হইলেন"। উহাতে রাজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দণ্ড, ছত্র, পরিকরাদি সমুদায় দৃষ্ট হইলেও যেমন তাহাদের পৃথক্ উল্লেখ করা হয় না, সেইরূপ **"আত্মাই উপাস্য"** বলায় আত্মার গুণের বা গুণোপসংহারের পৃথক্ উল্লেখ প্রয়োজন নহে, এবং তাহাদের প্রতিষেধও উহা হইতে বুঝা যায় না। অতএব যথাশক্তি গুণ সকল চিন্তনীয়, ইহাই সৎ

সিদ্ধান্ত। পরব্রহ্ম অনাদি সিদ্ধ অনন্তরূপে রূপবান্ হইলেও, তিনি স্ব স্বরূপে পূর্ণরূপে বিরাজ করেন। কখনও গুণ সকল সমগ্র অভিব্যক্ত করেন, এবং কখনও প্রয়োজনানুরূপ অল্লাধিক প্রকটিত করেন। কিন্তু সমস্ত রূপই অখণ্ড পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি বিধায়, উহাদের পূর্ণত্বের হানি হয় না। ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৫।১।১ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যাহা চিরপূর্ণ, তাহার খণ্ড হয় না, খণ্ড হইলেই সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণত্বের ও অনন্তত্বের হানি হইল। এক একটি খণ্ড অপরের পরিচ্ছেদের কারণ হইয়া পড়িল। অতএব, শ্রীভগবানের উপাস্য সমুদায় মূর্ত্তিই পূর্ণ। রাম পূর্ব্বতাপনী শ্রুতির ১৭ মন্ত্র ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত মন্ত্রে স্পষ্টই কথিত আছে যে, ব্রহ্ম চিন্ময়, নিষ্কল, অশরীরী, অদ্বিতীয়; তাঁহার রূপ কল্পনা উপাসকের কার্য্যের জন্যই। **উপাসকের অধিকার ও অভিরুচি অনুসারেই তিনি আপনাকে তাহাদের ধারণার উপযোগীরূপে অভিব্যক্ত করেন মাত্র। তাহাতে তাঁহার স্বরূপের হানি হয় না। স্বরূপ যাহা, তাহাই থাকে। যেমন তাঁহার সংকল্পেই জগৎ ও জীবসৃষ্টি, তেমনিই তাঁহার সংকল্পেই উপাসকগণের উপাস্য ইষ্ট-মূর্ত্তি ধারণ। তিনি সত্যসংকল্প বলিয়া তাঁহার সংকল্পের ব্যত্যয় হয় না। অতএব, উপাসকগণ যথাশক্তি নিজ নিজ অভীষ্ট মূর্ত্তিতে সমুদায় গুণের উপসংহার করিবে।**

তুমি যে সংশয় উত্থাপন করিয়াছ, তাহাতে যেন বলিতে চাহিতেছ যে, বিগ্রহ মূর্ত্তিকে আত্মারূপে উপাসনা করা যায় না। ইহার উত্তরে বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত রাম পূর্ব্বতাপনী উপনিষদের ৯ ও ১০ মন্ত্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উক্ত মন্ত্রদুটিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে "আত্মা" বলিয়া শ্রুতি উক্তি করিয়াছেন। **যিনি আত্মার আত্মা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, তিনি কি আত্মার অন্তরে ইষ্ট মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইতে পারেন না? সুতরাং বিগ্রহবানকেও আত্মারূপে উপাসনা করা যায়।**

শ্রীমদ্ ভাগবত এই তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যথা :—আপনি জ্ঞান স্বরূপ আত্মা; চরাচর জগতের কল্যাণার্থ সময়ে সময়ে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। ঐ মূর্ত্তি সকল বিশুদ্ধ সত্ত্বময় (প্রাকৃতিক সত্ত্ব গুণের নহে)। উহা ধার্ম্মিকগণের সুখাবহ, এবং খলগণের অশুভকর। ভাগঃ ১০।২।২৯

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা

ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।

সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি

সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্॥ ভাগঃ ১০।২।২৯

যিনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, তিনি যদি স্থূল রক্তমাংসের শরীর বিশিষ্টরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে পারেন, তিনি যে হৃদয় গুহায় ইষ্ট দেবতারূপে প্রকাশ পাইবেন, তাহার কথা কি? অতএব, তোমার সংশয়ের কোন ভিত্তি নাই।

রূপ গ্রহণের কথা অন্যত্রও আছে :—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ

শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।

বেদক্রিয়াযোগতপঃ সমাধিভি-

স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥ ভাগঃ ১০।২।৩৪

—৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১২৮৩) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য জীবগণকে ভগবদুপাসনার পথে আনয়ন।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৬।৪।২৮ শ্লোক (পৃঃ ১৩৩৬) দ্রষ্টব্য ও ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।২।৩৭ শ্লোকে (পৃঃ ১২৮৫) দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এই এক কথাই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকেও কথিত হইয়াছে :—

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ! তথৈব নৃষ্বপি

তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।

জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়

প্রভো! বিধাতঃ! সদনুগ্রহায় চ॥ ভাগঃ ১০।১৪।২০

—হে বিধাতঃ! হে ঈশ! হে প্রভো! আপনি সর্ব্বসমর্থ। আপনি জন্ম রহিত হইয়াও, দেব, ঋষি, মনুষ্য, তির্য্যক্‌রূপে যে আবির্ভূত হয়েন, তাহা অসৎ ও দুর্ম্মদগণের নিগ্রহ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্য। ১০।১৪।২০।

জগতের কল্যাণের জন্যই তাঁহার রূপে অভিব্যক্তি।

তিনি আত্মারাম ও আপ্তকাম; তাঁহার নিজের কোনও প্রয়োজন বা অভাব নাই। তিনি যে রূপ গ্রহণ করিয়া অবির্ভূত হন, তাহা কেবল ভক্তানুগ্রহের জন্য।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ভাগঃ ১০।৩৩।৩৬

—তিনি পূর্ণ, আপ্তকাম হইলেও, ভক্তানুগ্রহের জন্য মনুষ্য মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া এবম্প্রকার লীলা করেন, যাহা শুনিয়া লোকে তৎপর (তাঁহাতেই রত) হয়। ভাগঃ ১০।৩৩।৩৬

ইহাই অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। নতুবা যাঁহার ভ্রূভঙ্গে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিমেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অসৎ নিগ্রহের জন্য তাঁহার অবতার গ্রহণের প্রয়োজন কি? তাঁহার বিশ্বক্রীড়ার সঙ্গী জীব, তাঁহার প্রদত্ত সীমাবদ্ধ স্বাধীনতার পরিচালনে কর্ত্তা সাজিয়া, নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমানে কৃত কর্ম্ম-বন্ধনে জড়িত হইয়া, সংসারাবর্ত্তে উত্থিত পতিত হইতে থাকে। তাহাকে সংসার হইতে উদ্ধারের জন্য ভগবানের অবতার গ্রহণ। আমাদের একজন হইয়া, নিজের অনুষ্ঠান দ্বারা আদর্শ সংস্থাপন এবং তাহার বলে, উন্মার্গগামী জীবকে সৎপথে আনয়ন, অবতার গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ, ভক্তের অধিকার ও অভিরুচি অনুসারে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং প্রত্যেক রূপই পূর্ণ। তবে গুণাভিব্যক্তির তারতম্যানু-সারে অল্লাধিক গুণ দৃশ্যতঃ বর্ত্তমান, মনে হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক রূপে, অন্যান্যরূপে যে সমুদায় গুণ বর্ত্তমান আছে, তাহাদের উপসংহার করা স্বনিষ্ঠ ভক্তের উচিত।

তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছাই তাঁহার শরীর ধারণের হেতু, ইহা শুকদেব গোস্বামী নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন:—

বিভ্রদ্বপুঃ সকলসুন্দরসন্নিবেশং
কর্ম্মাচরন্ ভুবি সুমঙ্গলমাপ্তকামঃ।
আস্থায় ধাম রমমাণ উদারকীর্ত্তিঃ
সংহর্ত্তুমৈচ্ছত কুলং স্থিতকৃত্যশেষঃ॥

ভাগঃ ১১।১।১০

—ভগবান্ আপ্তকাম। তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার আবির্ভাবের কারণ, অন্য কারণ নাই; এই ইচ্ছাই তাঁহার অপার করুণার পরিচয় দেয়। কারণ, লোকশিক্ষাই উহার উদ্দেশ্য। এই জন্যই তিনি সকল সুন্দর বস্তুর একত্র সন্নিবেশ রূপ শরীর প্রকটন পূর্ব্বক পৃথিবীতে লোকশিক্ষার্থ মঙ্গলজনক কর্ম্মসকল আচরণ করতঃ নিজধামে রমণ করেন। তিনি পরিশেষে নিজকুল ধ্বংসরূপ শেষ কৃত্য করিতে সংকল্প করিলেন। ভাগঃ ১১।১।১০

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, সকলের আত্মার আত্মা হইলেও, তিনি জীবের কল্যাণের জন্য রূপ পরিগ্রহ করেন। রূপ পরিগ্রহ করিলেও তিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না, অতএব তাঁহার আত্মত্বের হানি হয় না। বিগ্রহবানের উপাসনা আত্মভাবেও করা যায়। গুণোপসংহার সর্ব্বত্র বিধেয়।

৩। প্রকরণ ভেদাধিকরণ ॥

ভিত্তি:—

১। "অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে, হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ ॥"

(ছান্দোগ্যঃ ১।৬।৬)।

—এই যে আদিত্য মণ্ডল মধ্যে হিরন্ময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ পুরুষ দৃষ্ট হন, যাঁহার নাখাগ্র হইতে সমস্তই সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। (ছাঃ ১।৬।৬)।

২। "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী, তস্য উদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ ॥" (ছান্দোগ্যঃ ১।৬।৭)

—সূর্য্য কিরণে সদ্য প্রস্ফুটিত রক্ত পদ্মের ন্যায় ইঁহার চক্ষু দুটি। ইঁহার নাম 'উৎ'। কারণ, ইনি সমস্ত পাপ (পাপ-পুণ্য কর্ম্ম) হইতে উত্তীর্ণ। যে লোক ইঁহাকে জানেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে উদ্গত হইয়া থাকেন। (ছাঃ ১।৬।৭)।

৩। "আকাশো হ্যেবৈভ্যো জ্যায়ানাকাশঃ পরায়ণম্ ॥

(ছান্দোগ্যঃ ১।৯।১)

—আকাশই সর্ব্বাপেক্ষা মহান্, আকাশই পরম আশ্রয়।

(ছাঃ ১।৯।১)

৪। "স এষ পরোবরীয়ানুদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ পরোবরীয়ো হাস্য ভবতি পরোবরীয়সো হ লোকান্ জয়তি, য এতদেবং বিদ্বান্ পরোবরীয়াংসমুদ্‌গীথমুপাস্তে ॥" (ছান্দোগ্যঃ ১।৯।২)

—পূর্ব্বোক্ত উদ্গীথ এই পরোবরীয় (সর্ব্বোত্তম) পরমাত্মা স্বরূপ। সেই এই উদ্গীথই অনন্ত স্বরূপ। যে উপাসক এই প্রকার অবগত হইয়া পরোবরীয় গুণ সম্পন্ন এই উদ্গীথের উপাসনা করেন, তিনি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট লোক সমূহ জয় করেন, এবং তাঁহার জীবনও ক্রমে সমুৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। (ছাঃ ১।৯।২)।

সংশয় ঃ—ভাল, তোমাদের মতে, তোমাদের ব্রহ্মে, পরমাত্মায় বা ভগবানে দেহ-দেহী ভেদ নাই, এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে স্থাপন করিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ, উপাসকের উপাসনার সৌকর্য্যার্থে অরূপ ব্রহ্মের বা ভগবানের রূপ কল্পনা করিয়াছ। আবার এখন বলিলে যে, ভগবানের উপাসনার সময় একস্থানে উক্ত গুণাবলী, অপর স্থানে উপসংহার করা উপাসকের কর্ত্তব্য। তবে শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণ উপাসনার সময় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক মত শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধ্যান করেন কেন ?

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্‌বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপাবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্ত্তিঃ॥ ভাগঃ ১০।২১।৫

—শিরে ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার কুসুম, স্বর্ণবর্ণের উজ্জ্বল বসন পরিধান, গলদেশে পঞ্চবর্ণ পুষ্পগ্রথিতা মালা প্রভৃতি বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া নটবর বেশ ধারণ করতঃ, নিজ যশোগান তৎপর গোপবালকগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অধর সুধা দ্বারা বেণু রন্ধ্র সকল পূর্ণ করিতে করিতে (অর্থাৎ, বেণু বাদন করিতে করিতে) তাঁহার লীলাস্থান বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। ভাগঃ ১০।২১।৫

এরূপ মূর্ত্তি ধ্যান না করিয়া বা এ প্রকার স্তব পাঠ না করিয়া, তোমারই সিদ্ধান্ত মত গুণোপসংহার করতঃ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক মত ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান, ধারণা, স্তব, পূজা প্রভৃতি উপাসনাঙ্গভূত কার্য্য করিতে পারেন।

প্রতপ্তচামীকরচণ্ডলোচনং স্ফুরৎসটাকেশরজৃম্ভিতাননম্।
করালদংষ্ট্রং করবালচঞ্চলক্ষুরান্তজিহ্বং ভ্রুকুটীমুখোল্বণম্॥

ভাগঃ ৭।৮।১৮

—লোচন প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, বদন দেদীপ্যমান জটা ও কেশরে বিজৃম্ভিত, করাল দণ্ড, করবাল তুল্য চঞ্চল ক্ষুরধার সদৃশ তীক্ষ্ণ জিহ্বা, মুখ ভ্রুকুটিযুক্ত, অতি ভীষণ॥ ভাগঃ ৭।৮।১৮

এই প্রকার, শ্রীরামোপাসকগণ নিম্নলিখিত মত রামরূপ ধ্যান, ধারণা করেন কেন ?

সরযূতীর মন্দার বেদিকা পঙ্কজাসনে।
শ্যাম বীরাসনাসীনং জ্ঞান মুদ্রোপশোভিতম্॥

বাম্নোরুস্থস্ততদ্ধস্তং সীতা লক্ষণ সংযুতম্।
অবেক্ষমানমাত্মানমাত্মন্যমিত তেজসম্।
শুদ্ধ স্ফটিকসংকাশং কেবলমোক্ষকাঙ্ক্ষয়া ॥

(রামরহস্যোপনিষৎ ২।৩-৪-৫)।

ঐ রূপের পরিবর্ত্তে তোমার সিদ্ধান্ত মত গুণোপসংহার করতঃ তাঁহারা ত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক মত ধ্যান ধারণা, স্তব পূজাদি করিতে পারেন।

উৎক্ষিপ্ত বালঃ খচরঃ কঠোরঃ
সটাবিধুন্বন্ খররোমশত্বক্।
খুরাহতাভ্রঃ সিতদংষ্ট্র ঈক্ষা
জ্যোতির্বভাসে ভগবান্ মহীধ্রঃ ॥ ভাগবত ৩।১৩।২৬

—পৃথিবীর উদ্ধার কর্ত্তা সেই বরাহ জল প্রবেশের পূর্ব্বে উর্দ্ধভাগে পুচ্ছ উৎক্ষেপণ করিয়া উল্লম্ফন পূর্ব্বক গগনচারী হইলেন, এবং তাঁহার স্কন্ধস্থিত কঠোর সটা সকল কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি খুর দ্বারা মেঘ সকল আহত করিলেন। তাঁহার দন্ত শুভ্রবর্ণ, শরীর অতিশয় কঠিন এবং ত্বক্ তীক্ষ্ন রোম দ্বারা আবৃত। তখন দিক্ সকল তিমিরাবৃত ছিল, কিন্তু তাঁহার নেত্রজ্যোতিঃতে আলোকময় হইয়া উঠিল। ভাগঃ ৩।১৩।২৬।

আবার, অপর পক্ষে নৃসিংহোপাসকগণ, নৃসিংহ দেবের ভীষণ মূর্ত্তির ধ্যান না করিয়া, মধুর, মুরলীবাদন তৎপর, শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিও ত চিন্তা করিতে পারেন। কিন্তু তাহা কি কেহ করিয়া থাকেন? উপাসনা শাস্ত্রেও ঐরূপ করিবার বিধান আছে কি?, যদি না থাকে তবে তোমার সিদ্ধান্ত মানিব কিরূপে?

এই আপত্তির উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—৩।৩।৭।

নবা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৩।৩।৭ ॥

ন + বা + প্রকরণভেদাৎ + পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥

ন:—না, উপসংহার করণীয় নহে। **বা**:—পূর্ব্বপক্ষ নিরসন সূচক। **প্রকরণভেদাৎ**:—প্রকরণ ভেদ হেতু; সন্ন্যাস, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি প্রকরণ

ভেদ হেতু। **পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ:**—পরোবরীয়স্ত্ব প্রভৃতি গুণ বিশেষের ন্যায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ১।৬।৬, ১।৬।৭, ১।৯।১ এবং ১।৯।২ মন্ত্রগুলি বুঝিতে চেষ্টা কর, উত্তর পাইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ে উদ্গীথ উপাসনা কথিত হইয়াছে। উহার প্রকরণ—একমাত্র উদ্গীথ উপাসনা। কিন্তু যখন আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষকে উদ্গীথ রূপে উপাসনার উল্লেখ আছে, তখন শ্রুতি উক্ত পুরুষকে হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, নখ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, চক্ষুঃ দুইটি সদ্য বিকশিত রক্ত পদ্মের ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আবার, যখন আকাশলিঙ্গক পরমাত্মাকে উদ্গীথরূপে উপাসনার উল্লেখ আছে, তখন তিনি "পরোবরীয়ঃ" গুণ সম্পন্ন বলিয়া শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত গুণ আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষরূপী উদ্গীথ উপাসনায় উল্লিখিত হয় নাই। অতএব, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, একই উদ্গীথ উপাসনা প্রকরণে এবং একই উদ্গীথের বিভিন্ন মার্গে উপাসনায় গুণোপসংহার শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উপাসকের অধিকার অনুসারেই শ্রুতির উপদেশ। বহু উপাসক আকাশ লিঙ্গক নির্ব্বিশেষ ভাব ধারণে অক্ষম। তাহাদের পক্ষে শ্রুতি আদিত্য মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের উল্লেখ করিয়া সবিশেষ উপাসনার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং, "পরোবরীয়স্ত্ব" গুণ সেখানে কথিত হয় নাই। এক প্রকরণেই যখন ঐ প্রকার উপদেশ, তখন বিভিন্ন প্রকরণের কথা কি?

দেখ, সন্ন্যাসীগণ নৃসিংহদেবের উপাসনা করেন। গৃহস্থগণ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং উঁহাদের উপাসনার প্রকরণ (প্রকৃষ্ট করণ) পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞানীগণের উপাসনা এবং ভক্তগণের উপাসনার প্রকরণ ভিন্ন ভিন্ন। ভক্তগণের মধ্যে আবার উত্তম, মধ্যম, অধম আছে। যাঁহারা আত্মনিষ্ঠ (স্বনিষ্ঠ) ভক্ত, তাঁহারা নানাবিধ রূপধারী অবতারগণকে একমাত্র শ্রীভগবানের অবতার মনে করিয়া, তাঁহাদের ইষ্টদেবগণে অন্যান্য ভগবন্মূর্ত্তির গুণোপসংহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা একনিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্ত, তাঁহাদের নিজ ইষ্টদেবের উপর ভক্তি অতি দৃঢ়। তাঁহারা তাঁহাদের অন্তঃকরণ, তাঁহাদের ইষ্টদেবে পর্য্যবসিত ভাবে নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অধিকার ও অভিরুচি অনুসারে, শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি প্রমাণ অনুসারে,

গুণোপসংহার কর্ত্তব্য নহে। উপাসনার প্রধান অঙ্গ ভক্তি। যদি ভক্তি দৃঢ়া হয়, তবেই উপাসনা সার্থকতা লাভ করে। ঐকান্তিক ভক্তগণের আপন আপন ইষ্টদেবের উপর অতি দৃঢ়া ভক্তি থাকায়, তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেবেই সমাহিত হইয়া থাকেন, ইহাই পরম পুরুষার্থ লাভ। গুণোপসংহারের উদ্দেশ্য হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগরণ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্ত, তাঁহারা নিজ নিজ ইষ্টদেবই পরমব্রহ্ম, এই ধারণায় তাঁহাতে তন্ময় হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে গুণোপসংহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধই হইয়া আছে।

আরও দেখ, প্রত্যেক বস্তুর দুইটি লক্ষ্যস্থান আছে। একটি তত্ত্বের দিক হইতে, অপরটি ব্যবহারিক প্রপঞ্চের দিক হইতে। তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে—উপাস্য, উপাসক, উপাসনা—ইহাদের মধ্যে ভেদ মাত্র নাই। এক ব্রহ্মই কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—সমুদায় কারক ব্যাপারই। ইহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। সুতরাং তত্ত্বের দিক হইতে দেখিলে, যখন দ্বৈত নাই, তখন সমুদায় গুণের উপসংহার যে এক অদ্বৈত তত্ত্বে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

ব্যবহারিক প্রপঞ্চের দিক হইতে দেখিলে, উপাস্য, উপাসক, উপাসনা—সমুদায়ই বর্ত্তমান, এবং উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ জীবকোটি হইতে বিচারের প্রয়োজন, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভূমিকায় স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। উপাসকের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, উপাসকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট উপাস্যে ব্রহ্মভাব উপলব্ধির চেষ্টা করিবেন, অর্থাৎ তাঁহাদের উপাস্যে জগৎ-কারণত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি বিদ্যমান আছে, ইহা ধারণা করিবার চেষ্টা করিবেন। এবং তাহা করিতে করিতে তাঁহার ক্রমশঃ উপলব্ধি হইবে যে, উপাসক—তাঁহার উপাস্যেরই জনগণের মধ্যে একজন। তখন উপাসক তাঁহার ইষ্টদেবকে বলেন যে, প্রভো! তুমি ত বিশ্বেশ্বর, তোমার ত অনেক উপাসক আছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু তোমার বিধানেই নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। আমি কোন্ ক্ষুদ্র কীটাণুকীট, তোমার উপাসনার অধিকার পাইয়াছি। তোমার অপার করুণায় আমাকে তোমারই জনগণের একজন করিয়া রাখ। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে ইহার নানা প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে প্রধান—শান্ত, দাস্য ও সখ্য। ইহাদের ঐশ্বর্য্য জ্ঞানই বেশী। ইহারা আপনাপন ইষ্টদেবে সমুদায় গুণোপসংহার করিয়া

থাকেন। এই সাধনার নাম **'তদীয়তাময়'**—অর্থাৎ, আমি তাঁহার, এই প্রকার জ্ঞান।

ভক্তি শাস্ত্রে অপর একপ্রকার সাধনা আছে, তাহার ভাব অতি উচ্চ, আমাদের ধারণার অতীত। উহা **'মদীয়তাময়'**—এখানে, আমি তাঁহার নয়, তিনি আমার। কত জোর হইলে, তবে ভক্ত বলিতে পারেন, আমি তাঁহার হইতে কেন যাইব, তিনিই আমার, আমার একার—আর কাহারও নহেন। আমি তাঁহাকে ইচ্ছামত সাজে সাজাইব, ইচ্ছামত কাজ করাইব। এখানে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আদৌ নাই। ভগবানের মাধুর্য্যজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তাঁহার সুকোমল চরণদুটি বৃন্দাবনের কঠিন শিলায় কষ্ট পাইবে, এজন্য গোপীগণ নিজ নিজ হৃদয় পাতিয়া তাঁহার গমনাগমনে পথ প্রস্তত করিতে ব্যগ্র। এই জন্যই তাঁহারা গাহিয়াছেন :—

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ! তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত! গচ্ছতি॥
ভাগঃ ১০।৩১।১১

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ! নঃ স্তনেষর্পয়াধিহন্॥ ভাগঃ ১০।৩১।১৩

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥
ভাগঃ ১০।৩১।১৯

—হে নাথ, হে কমনীয়, হে একান্ত মধুর! তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে গোচারণ স্থানে যাও, তখন তোমার কমলের ন্যায় সুকোমল চরণ পাছে শিলা, শস্তমঞ্জরী, তৃণ ও অঙ্কুরে

পতিত হইয়া ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমাদিগের মনঃ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। ভাগঃ ১০।৩১।১১

—হে মনঃ পীড়ার উপশমকারিন্! হে একান্ত রমণীয়! তোমার ঐ চরণ পঙ্কজ প্রণত জনের সর্ব্বকামদ; ব্রহ্মা ইহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; ইহা ধরণীর ভূষণ স্বরূপ; উহা আমাদের স্তনে অর্পণ কর। ভাগঃ ১০।৩১।১৩

—হে প্রিয়! তোমার যে সুকোমল চরণ আমরা ভয়ে ভয়ে আমাদের কর্কশ স্তনের উপর ধারণ করিয়া থাকি, সেই চরণ দ্বারা বন ভ্রমণ করিতেছ। তাহাতে কি ঐ চরণকমল সূক্ষ্ম পাষাণাদি দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না? ইহা ভাবিয়া আমরা বিমোহিত হইয়াছি।

ভাগঃ ১০।৩১।১৯

এই মদীয়তাময় প্রেমজনিত দিব্যোন্মাদে মত্ত হইয়া গোপীগণ বলিতে পারিয়াছিলেন :—

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।

বলিমপি বলিমত্ত্বাহবেষ্টয়েদ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎ কথার্থঃ॥

ভাগঃ ১০।৪৭।১৭

—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া আমরা ভীত হইতেছি। তিনি এমন ক্রূর যে, রামাবতারে ব্যাধবৎ বৃক্ষস্তবকের অন্তরালে নিজে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, বানররাজ বালিকে বিদ্ধ করেন; এবং স্ত্রীপরতন্ত্র হইয়া অন্যা কামুকী স্ত্রীকে (সূর্পনখাকে) নাসা কর্ণ ছেদন দ্বারা বিরূপা করেন। বামনাবতারে বলি রাজার প্রদত্ত পূজোপহার কাকবৎ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব, সেই কৃষ্ণবর্ণটির সখ্যে আর প্রয়োজন নাই। যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য! তাঁহার কথা, রূপ, অর্থ দুস্ত্যজ, ইচ্ছা করিলেও ত্যাগ করিতে পারি না। ভাগঃ ১০।৪৭।১৭

এই "মদীয়ত্তাময়" প্রেমের এতই শক্তি যে, ইহা সেই অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে শক্তিহীন করিয়া নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় ঐ প্রকার ভক্তের করুণা উদ্রেকের জন্য লালায়িত করে। মা যশোদা এই প্রেমে প্রেমবতী ছিলেন। এজন্য তাঁহার ভয়ে বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ কম্পান্বিত কলেবর হইয়া ভীত চক্ষে মায়ের করুণা প্রার্থী হইয়াছিলেন। ভাগবত বলিতেছেন :—

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষ্যমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥ ভাগঃ ১০।৯।১১

—মা যশোদা কৃতাপরাধ সুতরাং রোদনকারী, নিজ হস্ত দ্বারা দুই চক্ষুঃ মর্দ্দন করায় চক্ষুর অঞ্জন অশ্রুজলে গলিয়া গণ্ড রঞ্জিত করতঃ বহিতে থাকিলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত দ্বারা ধরিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া উদ্যত যষ্টি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে করিতে বহু ভৎ'সনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া ঊর্দ্ধমুখে মাতার দিকে চাহিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন।

ভাগঃ ১০।৯।১১

যে ভক্ত, নিজ ভক্তি, প্রেম দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে শক্তিহীন করিয়া অসহায়ের ন্যায় করুণা ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিতে পারেন, তাঁহার গুণোপসংহার করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার সাধনা শেষ হইয়াছে। সাধনার পরিণতি তিনি ভোগ করিতেছেন। দ্বিধাভাব তাঁহার নাই। তিনি তাঁহার ইষ্টে একান্ত নিষ্ঠ। তাঁহার সুখ দুঃখ সমুদায় তাঁহার ইষ্টকে লইয়া। ভগবান্ তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া, ঐ প্রকার ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, আজ্ঞাপালনের জন্য ব্যস্ত থাকেন। এ সকল প্রেমরাজ্যের খেলা। যুক্তি তর্ক বিচারের কথা নয়। ভক্তের অনুভূতি এবং শাস্ত্রোক্তি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। শ্রীমচ্চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে আমরা ইহা দেখিতে পাই; তাহার আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ মাত্র করা হইল।

এই প্রকার ভক্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে :—"আমি ভক্ত-পরাধীন। আমি অস্বতন্ত্র। ভক্ত আমাকে নিজবশে আনয়ন করিয়া যথেচ্ছ করায়"। ইহা ৯।৪।৬৩—৬৮ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক দুইটি ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা স্থানে (পৃঃ ১৩০৯) উহা দ্রষ্টব্য।

এ প্রকার ভক্ত গুণোপসংহারের নামও শ্রবণ করেন না। তাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে, অসহায়, শিশু, তাঁহাদের প্রতিপাল্য, করুণাপ্রার্থী, প্রেম-ভিক্ষুক প্রভৃতি মনে করিয়া তদ্রূপ সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা গুণোপ-সংহার রূপ সাধারণ বিধির বাহিরে। তাঁহারা অতি উচ্চ অধিকারী। বালিকারা যেমন পুতুল বাক্সেস্থিত পুতুলগুলিকে বাহিরে আনিয়া ইচ্ছামত সাজে সাজাইয়া খেলা করে, তাহারাও সেইরূপ ভগবান্‌কে ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে বাধ্য করিয়া, ইচ্ছামত সাজে সাজাইয়া, তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী প্রকট করিয়া, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ, মিলন, মান ইত্যাদি ঘটাইয়া নিজেরা আনন্দ পান ও শ্রীভগবান্‌কে আনন্দ দান করেন। ইহারই আভাস আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির রচিত পুস্তকে পাই। ইহাঁরা নিজেদের ইষ্টকে লইয়া বিভোর এবং তাঁহার মাধুর্য্যেই তন্ময়। গুণোপসংহার তাঁহাদের জন্য নহে।

উপরে যাহা লেখা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, শান্ত, দাস্য ও সখ্য রসের সাধকগণের মধ্যে, উচ্চ অঙ্গের সাধক এমন কেহ নাই, যাঁহার পক্ষে গুণোপসংহারের প্রয়োজন নাই। উহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ অঙ্গের সাধক, তাঁহাদের সম্বন্ধে উহা প্রয়োজনীয় নহে। এই জন্যই একজন শ্রীরামোপাসক বলিয়াছেন :—

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ ॥"

জানি যে, শ্রীনাথ, জানকীনাথ ও পরমাত্মা অভেদ বটে, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব। ইনিও উচ্চাধিকারী, একনিষ্ঠ, ঐকান্তিক সাধক। ইঁহারও গুণোপসংহার প্রয়োজন নহে। এই ভাবে বিভাবিত হইয়া লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) গাহিয়াছিলেন :—

বিহায় কোদণ্ড শরান্ মুহূর্ত্তং গৃহাণ পাণৌ মণি চারু বেণুম্।
মায়ূরবর্হং চ নিজোত্তমাঙ্গে সীতাপতে ত্বাং প্রণমামি পশ্চাৎ ॥

(কৃষ্ণকর্ণামৃত, তৃতীয় শতক, ৯৪ শ্লোক)

—হে সীতাপতে! অগ্রে ধনুর্ব্বাণ মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিয়া হস্তে মণিময় সুন্দর বেণু ও মস্তকে শিখিপুচ্ছচূড়া গ্রহণ কর। পরে আপনাকে প্রণাম করিব। (কৃষ্ণকর্ণামৃত, ৩য় শতক, ৯৪ শ্লোক)।

শ্রীমদ্‌তুলসীদাস সম্বন্ধেও এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাঁহাদের একনিষ্ঠতা এত প্রগাঢ় যে তাহাই তাঁহাদের সাধনাকে সার্থকতা প্রদান করে। এই একইভাবে বিভোর হইয়া মাতৃসাধক আমাদের রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লি মা রাসবিহারী।"

অতএব, বুঝা গেল যে, গুণোপসংহার সাধারণ স্তরের সাধকের পক্ষে প্রয়োজনীয়। মনে ব্রহ্মভাব বা ইষ্টদেবের জগৎ-কারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, অশেষ কল্যাণ গুণবত্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের অসাধারণ গুণ সকল জাগরিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যাঁহারা ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সাধক, যাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেবকেই এক অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাঁহাদের গুণোপসংহারের প্রয়োজনীয়তা ও ফললাভ পূর্ব্ব হইতেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে উহা প্রয়োজনীয় নহে।

৪। সংজ্ঞাতোঽধিকরণ॥

সংশয়ঃ—পূর্ব্বে ৩।৩।৫ সূত্রের আলোচনায় বলিয়াছ যে, যদি সাধকগণ নিজ নিজ ইষ্টদেবকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করেন, তবে সমস্তগুণের উপসংহার করণীয়। আবার এখন বলিলে যে, ঐকান্তিক সাধকগণের পক্ষে উপসংহার করণীয় নহে। তবে কি বুঝিব যে, স্বনিষ্ঠ সাধকগণের উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা, এবং ঐকান্তিক ভক্তগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনাই নয়? যদি উভয়ই ব্রহ্মোপাসনা, তবে উভয়েই গুণোপসংহার না করিবার কারণ বুঝা গেল না। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :– ৩।৩।৮।

সংজ্ঞাতশ্চেৎ, তদুক্তম্, অস্তি তু তদপি॥ ৩।৩।৮॥

সংজ্ঞাতঃ + চেৎ + তৎ + উক্তম্ + অস্তি + তু + তৎ + অপি॥

সংজ্ঞাতঃ :—নাম হেতু। **চেৎ** :—যদি বল। **তৎ** :—তাহা। **উক্তম্** :—উক্ত হইয়াছে। **অস্তি** :—দৃষ্টান্ত আছে (পূর্ব্ব সূত্রোদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতি-কথিত দুই উদ্গীথে)। **তু** :—সংশয় নিরসনে। **তৎ** :—তাহা, গুণোপ-সংহরাভাব। **অপি** :—ও।

যদি বল, উভয়ই ব্রহ্মোপাসনা, নামের বিভিন্নতা নাই, অতএব গুণোপসংহার কর্ত্তব্য, ইহার উত্তরে বলিব, কেন? পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনার শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ১।৬।৬, ১।৬।৭, ১।৭।১, ১।৭।২ মন্ত্রে উভয়ই উদ্গীথ উপাসনা বলিয়া সংজ্ঞাতঃ একই উপাসনা হইলেও গুণোপসংহার উপদিষ্ট হয় নাই, ইহা ত কথিত হইয়াছে। **অতএব, স্বনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক ভক্তগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হইলেও, শেষোক্তগণের উপাসনায় গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে।**

আরও দেখ, ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অগুণ। তিনি যখন গুণ অভিব্যক্ত করেন, তখন কত প্রকারের, কত প্রকার গুণে গুণী হইয়া অভিব্যক্ত হইতে পারেন, তাহা কে গণনা করিবে? যোগেশ্বরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি প্রধান দেবতাগণও সেই অগুণের গুণের অন্ত পান না।

নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ভাগঃ ১।১৮।১৪

তিনি অগুণ, কিন্তু যখন গুণ প্রকটন করেন, তখন তাহা কে গণনা করিবে? পৃথিবীর রজঃ কণা, আকাশের হিমকণা ও নক্ষত্রগণের কিরণকণা গণনা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও তাঁহার গুণ গণনা সম্ভব নহে। ইহা ভাগবতের ১০।১৪।৭ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। উক্ত শ্লোক ৩।২।২২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানে (পৃঃ ১৩০২-৩) দ্রষ্টব্য।

অন্যত্রও আছে :—

যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
নমুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ ॥ ভাগঃ ১১।৪।২

—যে ব্যক্তি এই অনন্তের অনন্ত গুণ সকলের সংখ্যা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করে, সে অতি মন্দবুদ্ধি। পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা কালে কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও অখিল শক্ত্যাশ্রয় ভগবানের অনন্ত গুণ সকলের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব নহে। ভাগঃ ১১।৪।২

যাহা অনন্ত, তাহার সংখ্যা নির্ণয় কিরূপেই বা সম্ভব। যদি সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব হয়, তাহা হইলে অনন্তত্বের বিলোপ সংসাধিত হয়। এইজন্য ভাগবত ২।৭।৪০ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সহস্রবদন অনন্তদেব অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া পার পান নাই। শ্লোকটি ৩.২।২৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৩২) উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাঁহার গুণের সংখ্যা নির্ণয় যখন অসম্ভব—ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব প্রভৃতিও করিতে পারেন না, তখন তাঁহার স্বনিষ্ঠ উপাসকগণের পক্ষে সমুদায় গুণোপ-সংহার কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? শাস্ত্রে ভাষায় তাঁহার অনন্ত গুণের অল্পাংশ মাত্রই বর্ণিত হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রকার উপাসনার এবং সর্ব্বপ্রকার উপাস্যের অভেদ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এবং প্রত্যেক উপাসনায় উপাসকের মনে ব্রহ্মভাব জাগরিত করার উদ্দেশ্যেই গুণোপসংহার উপদিষ্ট হইয়াছে। পাছে নিম্ন-স্তরের সাধক ভেদজ্ঞান করতঃ শ্রেয়োলাভ দূরে থাকুক, নিজের সমূহ অশুভের জনক হইয়া পড়ে, এই জন্যই গুণোপসংহারের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

নতুবা, তাঁহার যে অনন্ত গুণ সমুদায় বর্ত্তমান, এবং সে সকলের উপসংহার সম্ভব নহে, ইহা আমাদের অবিদিত নহে। উচ্চ শ্রেণীর সাধকের পক্ষে এই ভেদ জ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কার অবকাশ নাই এবং তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টকে পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে উক্ত গুণোপসংহারের প্রয়োজন নাই। অধিকারী ভেদেই গুণোপসংহার প্রয়োজনীয়, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

আরও দেখ, **উপাসনার পক্ষে ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়।** ইহা ভাগবতে অনেক স্থানে স্পষ্ট কথিত আছে।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ভাগঃ ১০।৯।২১

—গোপিকানন্দন ভগবান্, ভক্তিমান্ জনগণের পক্ষে যেমন সুখলভ্য, দেহাভিমানীদিগের, তাপসদিগের এবং নিবৃত্তাভিমান আত্মভূত জ্ঞানীদিগেরও তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন। ভাগঃ ১০।৯।২১

ভক্তি দ্বারাই যে তিনি একমাত্র লভ্য, তাহা ভাগবতের ১১।১৪।১৯-২০ শ্লোকে বিশদ ভাবে উক্ত হইয়াছে। উক্ত শ্লোক দুটি ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩১৪) উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঐকান্তিক ভক্তগণের ভক্তিই যখন দৃঢ় ও একনিষ্ঠ, তখন আর গুণোপসংহারের প্রয়োজন কি? এই ভক্তি চরম উৎকর্ষে কোথায় গিয়া পৌঁছায়, তাহাই জগতে লোকশিক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, মাতা যশোদাকৃত দামবন্ধন অঙ্গীকার করতঃ এবং ব্রজগোপীগণের রাসলীলায় প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক আদর্শরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। মাতা যশোদা অথবা রাসলীলার সহচরী ব্রজগোপীগণ নিত্য সিদ্ধা। তাঁহারা নিত্য ধামে ভগবানের নিত্য পার্ষদ। ভগবান নিজে যখন মর্ত্ত্যধামে নরদেহে আবির্ভূত হইলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকেও মর্ত্ত্যধামে প্রকটিত করাইয়া আনন্দলীলার পরাকাষ্ঠা, ভবিষ্যৎ ভক্তগণের কল্যাণের জন্য আদর্শরূপে রাখিয়া গেলেন। এই প্রকার ভক্তি ও প্রেম লাভ মানবের ভাগ্যে সম্ভব নহে। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে গম্ভীরা লীলায় এই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। সাধনা দ্বারা তিনি যে ইহা লাভ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা কেহই বলেন না। তিনি এজন্য প্রেমাবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। এই ভক্তি, বাৎসল্য বা প্রেমের কণার কণা পাইতে হইলে, সমুদায়

পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করিতে হয়। রাসলীলায় এ শিক্ষাও দেওয়া আছে। গোপীগণ, যখন শ্রীকৃষ্ণের মোহন বংশীধ্বনি শুনিয়া, আত্মহারা হইয়া সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন—নিজেদের বস্ত্রালঙ্কারের ঠিকানা রহিল না। "বিস্রস্ত বস্ত্রাভরণা" হইয়া অতি আবেগের সহিত উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ ভাল মানুষের মত নীতি উপদেশ দিয়া, তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন। ভগবানে ভক্তির উদ্রেক হইলে বৈরাগ্য যেমন একদিকে ভগবদভিমুখে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে সাংসারিক নীতিজ্ঞান সংসারাভিমুখে তুল্য বলে আকর্ষণ করিতে পারে। তখন যদি সাধক, গোপীগণের মত বলিতে পারেন যে, "তোমার উপদেশ তোমাতেই থাকুক, তুমি মস্ত ধর্ম্মবিৎ সাজিয়া আমাদিগকে স্ত্রীলোকগণের করণীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছ, আমাদের উহার আবশ্যক নাই, আমরা জানি তুমিই দেহধারী-গণের একমাত্র প্রিয়তম, বন্ধু ও আত্মা। তুমি ধর্ম্মবিৎ, পতি, অপত্য, সুহৃৎ, বন্ধু প্রভৃতির অনুবৃত্তি স্ত্রীলোকগণের স্বধর্ম্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, ও উপদেশ আমাদের জন্য নহে।" (ভাগবত ১০।২৯।৩২)। তাহা হইলে তিনি ভগবদ্ সাধনায় অধিকারী হন, এবং ভগবানে ভক্তি ও প্রেম লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ভাগবতের শ্লোকটি নিম্নে দেওয়া গেল।

যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥

ভাগঃ ১০।২৯।৩২

বলা বাহুল্য যে, ইহা চরম আদর্শ। সকলেই যে এই আদর্শের অনুগমন করিতে পারিবে, তাহা নহে। আদর্শের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার চেষ্টা সকলে করিতে পারেন, এবং তাহা করিতে পারিলে, উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে পুরুষার্থ লাভের উপায় ভগবান্ নিজেই অপার করুণাবলে করিয়া দেন। অন্তরে অন্তর্য্যামী রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে উপদেশ দানে সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ স্বীয় গতি প্রদান করেন।

যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

ভাগঃ ১১।২৯।৬

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, স্বনিষ্ঠ ও ঐকান্তিক একনিষ্ঠ ভক্তগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হইলেও শেষোক্তগণের পক্ষে গুণোপসংহার প্রয়োজন নাই।

সংশয়ঃ—আচ্ছা না হয় স্বীকার করিলাম যে, ঐকান্তিক একনিষ্ঠ সাধকদিগের জন্য গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে। আরও না হয়, স্বীকার করিলাম যে, সাধকের অধিকার ও অভিরুচি অনুযায়ী রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ প্রভৃতির উপাসনা শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু এক শ্রীকৃষ্ণকেই, কেহ যশোদা স্তনন্ধয় শিশুরূপে, কেহ বা পৌগণ্ডবর্ষীয় **"বিভ্রদ্ বেণুং জঠর পটয়োঃ শৃঙ্গ বেত্রে চ কক্ষে"** বালগোপাল রূপে, কেহ বা নবকিশোর রাস-রস-রসিক রূপে, কেহ বা পার্থসারথি রূপে উপাসনা করেন। শ্রীরামের উপাসকগণের মধ্যে, কেহ বা অহল্যার উদ্ধারকারী কিশোররূপে, কেহ বা জটাবল্কল পরিধান করতঃ বনগমনকারী রূপে, কেহ বা দশাননান্তক মূর্ত্তিমান ক্ষাত্রবীর্য্য রূপে উপাসনা করেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ইহাতে বিভিন্ন রূপসকলে কালের প্রভাব সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত, বিভিন্ন রূপে গুণসকলের ন্যূনাতিরেক ভাব আপতিত হওয়া স্বাভাবিক—সেকারণ সমুদায় রূপে সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব, পূর্ণত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। ইহার কি কোন সমাধান আছে? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্রঃ—৩।৩।৯।

ব্যাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ৩।৩।৯ ॥

ব্যাপ্তেঃ + চ + সমঞ্জসম্ ॥

ব্যাপ্তেঃ ঃ—বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু। **চ ঃ**—ও। **সমঞ্জসম্ ঃ**—সঙ্গত হয়।

তাঁহার সমুদায় মূর্ত্তি বিভু, সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় ও সমুদায়ই তাঁহাতে সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তিনি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহার সেই মূর্ত্তি সমকালে

অনন্ত বটে। এই প্রসঙ্গে উক্ত সূত্রালোচনায় উদ্ধৃত ১০।৬।৭ শ্লোকাংশ দ্রষ্টব্য। তাঁহার মূর্ত্তি বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিশিষ্ট প্রাকৃত পরিচ্ছিন্নবৎ দৃষ্ট হইলেও, উহা দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত। সমুদায় মূর্ত্তিই বিভু ও সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় এবং সকলেরই দেশ-কাল-বস্তুপরিচ্ছেদ না থাকায়, একটি মূর্ত্তি অপরটিকে পরিচ্ছিন্ন করে না। কালের প্রভাব তাঁহাতে বর্ত্তমান নাই। কারণ, তাঁহার প্রতি রূপই তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। স্বরূপে কালের প্রভাব থাকিবে কি প্রকারে? কাল ত সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ভগবানের সৃষ্টি সংকল্পে উহার অভিব্যক্তি। এই জন্য বিভিন্নরূপে গুণ সকলের বা সচ্চিদানন্দত্বের অথবা পূর্ণত্বের ন্যূনাতিরেক ভাব সম্ভব নহে। শ্রুতিতে তাঁহার মূর্ত্তির, এমন কি মূর্ত্তির প্রত্যেক অবয়বের বিভুত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে:- যথা, **"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।"** (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬)—সর্ব্বদিকেই তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরঃ ও মুখ। সুতরাং দৃশ্যতঃ বালগোপালাদি রূপবিশিষ্ট হইলেও, তাঁহার প্রত্যেক রূপ, এমন কি প্রত্যেক অবয়বই বিভু বা সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই, ইহা পূর্ব্বে ৩।২।১৪ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তিনি স্বগত ভেদ বর্জ্জিত, ইহাও উক্ত আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহার অবয়ব-অবয়বী ভেদ নাই। তাঁহার অপার করুণায়, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ভক্তগণের ভাবনানুসারে তিনি নিজের স্বরূপ বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকটিত করেন মাত্র। তাঁহাতে তাঁহার রূপের প্রাকৃতত্ব সিদ্ধ হয় না।

তিনি যে মাধুর্য্যময় এবং তাঁহার প্রত্যেক মূর্ত্তিই যে মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা, ইহা প্রকাশ করা সূত্রোক্ত 'চ' শব্দের অভিপ্রায়। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।৪ মন্ত্রে তাঁহাকে **"সর্ব্বরসঃ"** বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।' তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৭ মন্ত্রে **"রসো বৈ সঃ"** বলিয়া, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং সূত্রকার প্রতিপাদন করিলেন যে, তাঁহার "ব্যাপ্তি"—সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অনন্তত্ব এবং "চ" রসস্বরূপত্ব হেতু, সমুদায় তাঁহাতে সঙ্গত। ভক্তি ও প্রেমরসলোলুপ ভক্তগণ সেই রসকদম্ব মূর্ত্তি, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া কাহারই বা ভজনা করিবে? যে ভক্ত যে রসের রসিক, তিনি তাঁহাতে সেই রসই সমগ্রভাবে আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। এজন্য, বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন রসতৃপ্তির জন্যই তিনি বিভিন্ন রূপে, বালক, কৈশোর, যুবা ইত্যাদি মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্ববিধ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করেন। ভক্তাকাঙ্ক্ষা পূরণ রূপ, তাঁহার গুণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৮।৩৪ শ্লোকে

তাঁহাকে "ভক্তাম্মসি ভাববন্ধুঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমগ্র শ্লোকটি ২।৪।১৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১১২১) উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১২৯৩) উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৩।১৮ শ্লোক, ৩।২।৩৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৬৯) উদ্ধৃত ১০।৯।১৩, ১০।৯।১৪ শ্লোক, ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩১৩) উদ্ধৃত ৩।৯।১১, শ্লোক, ও ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৩৪, ১৩৩৬) উদ্ধৃত ১০।৬৯।৪২, ৬।৪।২৮, ৬।৪।২৯ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ ত গত দ্বাপরের শেষভাগে দেবকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি বয়স ত গত দ্বাপরের শেষভাগেই অতিক্রান্ত হইয়াছিল। এখন যদি কোনও ভক্ত অথবা ভবিষ্যৎ কোনও ভক্ত, তাঁহার বালগোপাল ভাব উপাসনা করেন, তিনি কি তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখা দিবেন? তাঁহার সে বয়স ত পাঁচ হাজারেরও অধিক কাল পূর্ব্বে অতিক্রান্ত হইয়াছে। শ্রীরামের জন্ম ত আরও অনেক পূর্ব্বে।

ইহার উত্তর এই যে, শ্রীভগবানের মূর্ত্তি প্রাকৃত মূর্ত্তি নহে, উহাতে কালের প্রভাব কার্য্যকরী নহে, কারণ উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তিনি কালের নিয়ামক। তাঁহার বাল্য, কৈশোর, যৌবনাদি সাধারণ লোকের ন্যায় নাই। তাঁহার জন্ম প্রাকৃতিক জন্ম নহে। তাঁহার পিতা বাসুদেব, রক্তমাংসাস্থি গঠিত সাধারণ মনুষ্য নহেন। বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণই 'বসুদেব' শব্দে কথিত হয়, এবং তাহাতেই ভগবান্ বাসুদেব প্রকাশ পান। এই কারণে, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনঃ দ্বারা সতত প্রণাম করি।

ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে ॥

ভাগঃ ৪।৩।২৩

কৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই মূর্ত্ত হইয়া বসুদেব রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতৃপরিচয় পাইলাম।

দেবকী তাঁহার মাতা। ভাগবত ১০।১।৪৩ শ্লোকে দেবকীকে **"সর্ব্বদেবতা"** বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী ইহার অর্থ **"সর্ব্বদেবতাময়ী ভগবদাশ্রয়ত্বাৎ"** বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণীকার **"সর্ব্বেষাং দেবতাদীনামপি দেবতা ইতি মহাভাগবচ্ছক্তিত্বাৎ"** বলিয়াছেন। ইহাতে পাইলাম যে, **"দেবকী" শ্রীভগবানের মাতৃরূপা মহাশক্তি।** বসুদেব এবং দেবকী ইঁহারা ভগবানের স্বরূপ ধামে নিত্য বিরাজ করেন। প্রপঞ্চে ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে তাঁহারা প্রকটিত হইলেন।

আবার, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত মানব শিশুর জন্মের ন্যায় হইয়াছিল, তাহা নহে এবং তাঁহার শরীর শুক্র-শোণিত-জাত প্রাকৃত শিশু শরীর নহে। ইহাও ভাগবতকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, যথা :—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ। ভাগঃ ১০।২।১৮

অচ্যুতাংশং—অচ্যুতস্য অংশ ইবাংশাঃ-ভক্তানামনুগ্রহার্থং পরিচ্ছিন্নমিব বপুরিত্যর্থঃ। সমাহিতং—সম্যগ্ ভূতমেবাহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতং। দেবী—দ্যোতমানা, শুদ্ধসত্ত্বেত্যর্থঃ। সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং—সর্ব্বস্যাত্মানং, অত এব আত্মভূতং স্বস্মিন্ আদৌ এব সন্তং। মনস্তঃ দধার— মনসৈব ধারণয়া ধৃতবতী।
ভাগঃ ১০।২।১৮, শ্রীধর।

—পূর্ব্বদিক্ যেমন আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক বেদদীক্ষা দ্বারা অর্পিত—অচ্যুতাংশ—(যিনি অপ্রচ্যুত স্বরূপ, চিরপূর্ণ, যাঁহার অংশ সম্ভব হয় না, তাঁহার অংশ সদৃশ অংশ—অর্থাৎ যাহা ভক্তানুগ্রহার্থ পরিচ্ছিন্ন শরীরতুল্য হইয়াছিল, তাহা) আপনার মনের দ্বারাই ধারণ করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বাত্মা অতএব অগ্রেও দেবকীর আত্মায় বর্ত্তমান ছিলেন।

ভাগঃ ১০।২।১৮

উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বেই বসুদেব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে :—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ।। ভাগঃ ১০।২।১৬

—অংশভাগেন—সর্ব্বথা পরিপূর্ণ রূপেণ। মন আবিবেশ—মনসি আবির্বভূব—জীবানামিব ন তস্য ধাতু সম্বন্ধঃ। শ্রীধর, ভাগবত ১০।২।১৬

—ভক্তগণের অভয় দাতা বিশ্বাত্মা ভগবান্ পরিপূর্ণরূপে বাসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। জীব সকলের ন্যায় তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ বর্ত্তমান নাই। ভাগঃ ১০।২।১৬

তারপর, বাসুদেব বেদ দীক্ষা দ্বারা দেবকীকে সেই অচ্যুতাংশ অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং দেবকীও বসুদেব হইতে বেদদীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অচ্যুতাংশ মনঃ দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় তিনি যে দেবকী কর্ত্তৃক প্রসূত হইয়াছিলেন, তাহা কথিত হয় নাই।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ।। ভাগঃ ১০।৩।৯

—পূর্ব্বদিকে যেমন পূর্ণচন্দ্র প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেবরূপিণী দেবকী হইতে সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ আবির্ভূত হইলেন।

ভাগঃ ১০।৩।৯

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবতোষণীকার "**দেবরূপিণ্যাং**" পদের অর্থ করিয়াছেন—"**দেবস্য ভগবতো রূপমিব রূপং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ, তদ্বত্যাং**"। এবং ক্রমসন্দর্ভকার বলিলেন—"**দেবো বসুদেব শুদ্ধরূপিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্ববৃত্তিরূপায়াম্**"। অতএব, দেবকী 'শুদ্ধসত্ত্বরূপিণী,' ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। অর্থাৎ উভয়পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রাকৃত মানবশিশুর জন্মের ন্যায় নহে, ইহা সুস্পষ্ট। এবং তাঁহার পিতামাতা প্রাকৃত পুরুষ স্ত্রী নহেন। পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্র যেমন আপনি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ নিজে প্রকটিত হইলেন। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন—"**অন্যো বালকো যথা গর্ভাদ্ যন্ত্রিতঃ সন্ নিঃসরতি তথা ন**"—অন্য বালক যেমন গর্ভ হইতে বাধ্য হইয়া নিঃসৃত হয়, সেরূপ নয়।

অতএব বুঝা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রাকৃত বালকের জন্মের ন্যায় নহে, এবং তাঁহার শরীরে ধাতু সম্বন্ধ নাই। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীরধারী—উভয়ের আত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিলেন—তিনি প্রথমে বসুদেবের মনে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, বসুদেব তাহা বেদদীক্ষা দ্বারা দেবকীকে প্রদান করায় দেবকী তাহা নিজ মনে ধারণ করিয়াছিলেন—তারপর ভগবান যথাকালে স্বেচ্ছাক্রমে পরিপূর্ণ স্বরূপে প্রকটিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিধারী মত প্রতীয়মান হইলেন। সুতরাং, তাঁহার জন্মাদি, বাল্য, কৈশোর প্রভৃতি ভাবে প্রকটন, সমুদায় তাঁহার স্বেচ্ছা ক্রমে সংঘটিত। এই ইচ্ছা বা সংকল্পই, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিরূপা যোগমায়া। ইহা হইতে আরও বুঝা গেল যে, প্রপঞ্চগত গুণদোষ তাঁহাতে নাই। প্রপঞ্চগত বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিণাম প্রভৃতি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। বিশেষতঃ, তিনি "ভাববন্ধু" এবং সর্ব্বব্যাপী। যে যেভাবেই তাঁহাকে ভজনা করে, তিনি অন্তর্য্যামী রূপে সে সমুদায় ভাব অবগত হইয়া, সেই সেই রূপেই তাহাদের নিকট প্রকটিত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রীরাম সম্বন্ধেও তাই। যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত চরুই "অচ্যুতাংশ"। নৃসিংহদেবের আবির্ভাব স্তম্ভ হইতে, ইহা ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে স্পষ্ট উক্ত আছে, এবং প্রসিদ্ধিও আছে। অতএব, উপরে উত্থাপিত আপত্তির কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

অন্য প্রকারেও বুঝিবার চেষ্টা কর। আমরা ১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, "কম্পনে"র উপর এই জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। কম্পনের মূল অনুসন্ধান করিলে, আমরা ভগবানের সৃষ্টিসংকল্পরূপ মানসিক স্পন্দনের সাক্ষাৎ পাই। স্পন্দনও যা কম্পনও তাই, ইহা বলা বাহুল্য। এই মূলস্পন্দনের কারণেই জগতে শক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত। জগতে জড় শক্তি, যা কিছু, সমুদায়ে কম্পনের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। শব্দ, তাপ, আলোক, তড়িৎ সমুদায়ই কম্পনের ইতরবিশেষের দ্বারা সংঘটিত। জড় বস্তুর নিজ নিজ আকারে অবস্থিতি, উহাদের উপাদানভূত পরমাণুগণের কম্পনের উপর নির্ভর করে। জীব-

উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, হ্রাস, মৃত্যু সমুদায়ই প্রাণের পরিস্পন্দন বা কম্পনের জন্য। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি বাসনা, কামনা, চিন্তা, দয়া, লজ্জা, ঘৃণা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপার—চিত্তের বা মনের পরিস্পন্দন ভিন্ন কিছু নহে। সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ প্রভৃতিও তাহাই। উহারা সকলেই "কম্পন প্রসূত" বলিয়া, একজনের চিন্তার ধারা অপরে সংক্রামিত হওয়া সম্ভব হয়। এই জন্যই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ, উপদেশ দানের ও গ্রহণের সার্থকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই "কম্পনে"র জন্যই একজন প্রসিদ্ধ গায়কের তাললয় বিশুদ্ধ গান, তাঁহার মৃত্যুর পরেও, গ্রামোফোন যন্ত্র দ্বারা পরিরক্ষিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই জন্যই মৃত ব্যক্তির ছায়াচিত্র গ্রহণের দ্বারা তাঁহার মূর্ত্তি বহুকাল সযত্নে রক্ষিত হওয়া সম্ভব। এই জন্য বেতার সংবাদ প্রেরণ সম্ভব এবং এই জন্যই ঘরে বসিয়া বহুদূরস্থ বক্তার বক্তৃতা, গায়কের গান প্রভৃতি "রেডিও" ও "টেলিভিশন" যন্ত্র সাহায্যে শোনা ও দেখা গিয়া থাকে।

আবার, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য যে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র—যেমন, সেতার, তানপুরা, এস্‌রাজ, বেহালা, তব্‌লা, পাখোয়াজ প্রভৃতি—একসুরে বাঁধিয়া একস্থানে রাখিয়া দিবার পর যদি উহাদের একটি বাজান হয়, তবে অপর যন্ত্রগুলিতেও ঐ সুর অল্প বিস্তর বাজিয়া উঠে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, একের কম্পন অপরে গ্রহণ করিতে পারে।

এই সমুদায় প্রপঞ্চের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, "কম্পন" একবার উদ্ভূত হইলে, উহা উপযুক্ত যন্ত্র সাহায্যে চিরকাল ধরিয়া রাখা যাইতে পারে এবং উপযোগী হইলে, বিভিন্ন বস্তুও একে অপরের "কম্পন" গ্রহণ করিতে পারে।

এখন উপাসনা ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিলে, আমরা কি পাই, দেখা যাউক। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তির অংশ। জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাম, মনঃ বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারও ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তির অংশ। ব্রহ্ম ইহাদের অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও, উহারা ব্রহ্ম হইতে অভেদ। সুতরাং আমাদের মনে ব্রহ্ম প্রাপ্তির আগ্রহ জাগরিত হইয়া যে 'কম্পন' উৎপাদন করে, তাহা ব্রহ্মে সংক্রামিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে সংক্রমণ করিতে হইলে, উহাতে উপযুক্ত শক্তি থাকা প্রয়োজন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, একটি শান্ত, স্তিমিত গম্ভীর পুষ্করিণী। নির্ব্বাত অবস্থায় উহার জলে কোনও চাঞ্চল্য নাই। সম্পূর্ণ স্থির। উহাতে একটি ক্ষুদ্র লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, উহাতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। লোষ্ট্রটি ক্ষুদ্র হওয়ায়, উহার কারণে উৎপন্ন তরঙ্গও অল্প

শক্তিমান্ হওয়ায়, তীরে না পৌঁছিয়াই অর্দ্ধপথে মিলাইয়া যায়। একটি বৃহৎ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে, তরঙ্গ শক্তিমান্ হইয়া তীরে আসিয়া আঘাত করে, এবং প্রত্যাঘাতে প্রতিকূল তরঙ্গ উৎপাদন করে। ক্ষুদ্র লোষ্ট্রের পরিবর্ত্তে একটি বালুকাকণা নিক্ষেপ করিলেও পুষ্করিণীর শান্ত ভাব বিক্ষিপ্ত হইয়া চাঞ্চল্যের উৎপাদন করে, ইহা অনুমান সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু উহা এত ক্ষুদ্র, অল্প ও শক্তিহীন, যে ইহা আমাদের অনুভবগোচর হয় না। সেইরূপ আমাদের আগ্রহ যদি ক্ষুদ্র, অল্প, শক্তিহীন হয়, তাহা হইলে, উহার দ্বারা উৎপন্ন 'কম্পন', যদিও ব্রহ্মে আঘাত করিবেই করিবে, কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তথাপি উহার শক্তি এত কম যে, তাহার প্রতিস্পন্দন আমাদের অনুভূতিগোচর হওয়া সম্ভব নহে। উহার শক্তি বেশী হইলে, তবে উহা ব্রহ্মে সংক্রামিত হইল বলিয়া, অনুভূতি হইলেও হইতে পারে। আগ্রহ আকুল হইলে, তাঁহা হইতে উহার প্রতিরূপ স্পন্দন উৎপাদিত হইয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের আকুল আগ্রহ তাঁহাতে পৌঁছিয়াছে, এবং তিনি তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ক্রমে এই আগ্রহ স্থায়ী ও ক্রমশঃ শক্তিমত্তর হইলে, তবে আমাদের মানস চক্ষে তাঁহার প্রতিরূপ ভাসিয়া উঠে। এই স্পন্দন ও প্রতিস্পন্দনের উপর লক্ষ্য করিয়া, যোগশাস্ত্রে **"তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ"**। (পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ ২১)—"যাঁহাদিগের আবেগ তীব্র, তাহাদের প্রাপ্তি আসন্ন", এই সূত্র অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আগ্রহ তীব্র হইলেই উপাসক ও উপাস্যের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকে। উপাসক—উপাস্যের অভিমুখে যে ভাবধারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রেরণ করেন, সেই ভাবধারাই—প্রেমভক্তি রসায়ন সহযোগে ঘনীভূত হইয়া ইষ্টের প্রতিরূপ রূপে হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

এখন বিচার্য্য এই যে, এই প্রতিরূপ, আমাদের কল্পিত মনোময়ী প্রতিমা মাত্র, অথবা ভগবানই বাস্তবিক ঐরূপে আকারিত হইয়া প্রকটিত হইয়া থাকেন। ইহার সিদ্ধান্ত বুঝিতে হইলে, আমাদের মনে, বিষয়জ্ঞান কি প্রকারে পরিস্ফুরিত হয়, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় দ্বারাই আমাদের বিষয় জ্ঞানের সাধন। আমি একটি বস্তু দর্শন করিলাম। বস্তুর সহিত আমার চক্ষুর কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ নাই। সেই বস্তু হইতে প্রতিফলিত আলোক স্পন্দন চক্ষুঃ দ্বারে নীত হইয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত দর্শন পটকে স্পন্দিত করিলে, উক্ত বস্তুর আকৃতি, পরিমাণ, বিশেষত্ব প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য

ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মনের সমক্ষে উপস্থিত করিল। মনঃ ঐ আকারে আকারিত হইলে, এবং তাহা অহঙ্কারের সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, তবে উক্ত বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। সমুদায় স্পন্দনের ক্রিয়া, ইহা বুঝা গেল। তবে কি মনঃ ইষ্ট-দেবের আকারে আকারিত হইয়া, সেই আকার অহঙ্কারের সমীপে উপস্থাপিত করে, তবে আমাদের ইষ্টদেবের আকারের জ্ঞান হয়? যদি তাহা হয়, তবে সে আকার কল্পিত মিথ্যা মাত্র। কারণ, তিনি ইন্দ্রিয় ও মনেরও অগোচর। মনের এমন কি সাধ্য আছে যে, তাঁহার ধারণা করিতে পারে? এজন্য সিদ্ধান্ত এই যে, তীব্র সংবেগের সহিত ভাব বা চিন্তাধারা ভগবানের বা ইষ্টদেবের চরণাভিমুখে প্রেরণ করিতে থাকিলে, তাহার প্রতিস্পন্দন সেখান হইতে আসিয়া মনঃকে (বুদ্ধি) আঘাত করিতে থাকে। মনঃ সেই প্রকারে আকারিত হইতে হইতে ক্রমশঃ এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়, যে তখন তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত মনের লয় হইয়া যায়। ইহা ৩।২।৩৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৩।২৮।৩৫ শ্লোকে (পৃঃ ১৩৫৮) সুস্পষ্ট ভাবে কথিত হইয়াছে।

মনঃ এই প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইলে, অন্য কথায় নির্ব্বিষয় হইলে, এবং লীন হইয়া গেলে, তখন আর সাধকের উপাধিতে (অহঙ্কারে) অভিমান থাকে না। তখন জীবের স্বরূপ প্রকটিত হইয়া পড়ে। তখন স্বরূপপ্রাপ্ত জীব আপনাকে ইষ্ট মূর্ত্তি হইতে অভেদ ভাবে দেখেন। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত জীবের সমক্ষে পরমাত্মা তখনই ইষ্টমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া উদ্ভাসিত হইয়া থাকেন। ইহাই পরমাত্মার ইষ্টমূর্ত্তি প্রকটন, আত্ম স্বরূপের উদ্‌ভাসন, পরমপদ প্রাপ্তি, মোক্ষলাভ, সংসারাবর্ত্ত হইতে অব্যাহতি প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। জীবও তত্ত্বতঃ "সত্যজ্ঞানানন্দ কণা"; পরমাত্মাও "সত্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপ"। তখন পরস্পরের আত্যন্তিক চেনাচেনি হইয়া থাকে। তখনই একের স্পন্দন অপরে অখণ্ডভাবে সংক্রামিত হয়, এবং প্রতি স্পন্দনও এক হইতে অপরে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই উপাসনার শেষ পরিণতি ও সার্থকতা। তখনই "মিলন-লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়।" অথবা তখন পর বা অপর জ্ঞানই থাকে না। তখনই আত্মায় ও পরমাত্মায় ঐক্য দর্শন হইয়া থাকে। সাধক এই ইষ্টমূর্ত্তি নিজের অভিরুচি অনুসারে, নিজের ভাবধারার ও তীব্র আগ্রহের জোরে দর্শন

করেন, ভগবান ও সেই রূপে তাঁহার সমক্ষে প্রকটিত হইয়া, নিজের অনন্তত্বের, অচিন্ত্য শক্তিমত্তার, ভক্তবাৎসল্যের, কল্পতরু স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। অতএব বুঝা গেল যে, সাধকের নিজের মানসিক স্পন্দন বা ভাবধারা ইষ্টমূর্ত্তি আকারে প্রকটিত হইয়া, তাঁহার সাধনার সার্থকতা বিধান করেন। এই ইষ্টমূর্ত্তি আকারে প্রকটন ভগবানের ইচ্ছানুসারে হইয়া থাকে। তিনি "ভাববন্ধু", এই প্রকটনে তাহারই পরিচয় প্রদান করেন।

তবে কি বুঝিব যে, উপাসনার পরিণতি লাভের পূর্ব্বে, মনে যে ইষ্টমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়, তাহা সাধকের স্বেচ্ছানুসারে পরিকল্পিত যে কোনও মূর্ত্তি? উক্ত মূর্ত্তি সম্বন্ধে কি কোন বিধি-নিষেধ নাই? কথিত আছে যে, একজন শিষ্য গুরুগৃহে গমন করিয়া, কিছুতেই পাঠে মনোনিবেশ করিতে না পারায় গুরু কারণ জিজ্ঞাসা করায়, যখন জানিলেন যে, শিষ্য নিজগৃহে পালিত একটি মহিষ শিশুকে বড়ই ভালবাসে; তাহার চিন্তাই তাহার মনোবিক্ষেপের কারণ। তখন গুরু শিষ্যকে তিন দিবা রাত্রি অনবরত সেই মহিষ শিশুর চিন্তা করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শিষ্য গুরুনির্দ্দেশ অনুসারে এই প্রকার করিয়া মনের স্থিরতা লাভ করিয়া, পরে পাঠে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবদারাধনায়ও কি ঐ প্রকার নিজের প্রিয় বস্তু মহিষ, গো শিশু, কুকুর প্রভৃতির মূর্ত্তি চিন্তা করিলে সাধনা সিদ্ধ হয়, ভগবান তত্তৎ মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া সাধনার সার্থকতা প্রদান করেন?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, শাস্ত্র কখনও উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছচারিতার প্রশ্রয় দেন না। 'শাস্' ধাতু হইতে 'শাস্ত্র' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। 'শাস্' ধাতুর অর্থ শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা। উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছচারিতা, তোমার অবলম্বিত তরল উপহাসের পন্থা প্রভৃতির সঙ্কোচ সাধন দ্বারা পরমার্থ লাভের পথ প্রশস্ত করাই শাস্ত্রের বিধি নিষেধের উদ্দেশ্য। উপরে উল্লিখিত মহিষ শিশুর দৃষ্টান্তে, গুরু শিষ্যকে মনঃ স্থৈর্য্য সম্পাদনের উপায় রূপে উহার চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র। উহার অন্য স্বতঃ উপযোগিতা নাই। যোগশাস্ত্রেও মনঃ সংযমের জন্য নানা উপায় কথিত আছে। উহারা উপায় মাত্র—উপায় স্বরূপে উহাদের গ্রহণ করিতে হইবে মাত্র। উহারা মূল উদ্দেশ্য নহে। যে উদ্দেশ্যে উহারা গ্রহণীয়, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইলে উহারা পরিত্যাজ্য।

শাস্ত্রে • অনাদিকাল হইতে উপাসকের অভিরুচি ও অধিকারের তারতম্যানুসারে বহু বহু দেবদেবীর মূর্ত্তির রূপ, ধ্যান, বীজ, মন্ত্রাদি কথিত আছে। স্পন্দন হইতে জগদুৎপত্তি এবং স্পন্দনানুসারে ইহার স্থিতি, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর স্ব স্ব আকারে ও প্রকৃতিতে অবস্থিতি, নিজের নিজের বিশেষ স্পন্দনানুসারে—ইহাও অতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এক সুরে বাঁধা বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের দৃষ্টান্তে একের স্পন্দন অপরে গ্রহণ করিতে পারে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্পন্দন নিয়মিত হইলে ছন্দঃ নামে পরিচিত হয়, ইহা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের ব্যাহৃতি তত্ত্বালোচনায় ১৫ অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। স্পন্দনের ভিন্নতা হেতু, বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতি, বিভিন্ন অভিরুচি। কোনও বিশেষ মানবের প্রকৃতিমূলক স্পন্দন যখন নিয়মিত ভাবে স্পন্দিত হয়, তখন উক্ত মানব "স্বচ্ছন্দে" আছে বলা হইয়া থাকে। আবার স্পন্দন হইতে শব্দোৎপত্তি, তাহাই বীজ মন্ত্র, ছন্দাকারে গঠিত শব্দ সমষ্টি মন্ত্র। শব্দস্তর হইতে রূপস্তরের অভিব্যক্তি উক্ত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে ব্যাহৃতি তত্ত্বালোচনায় বিশেষভাবে করা হইয়াছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, শাস্ত্রে বহু দেবদেবীর যে "রূপ, ধ্যান, বীজ, মন্ত্রাদি কথিত আছে"—তাহাদিগের মূলে স্পন্দন ভিন্ন কিছু নহে। ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ধ্যান, বীজ, মন্ত্রাদি—ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির স্পন্দনের পরিচয় দেয়। এখন দেখ, উপাসকের প্রকৃতি যে সুরে বাঁধা অর্থাৎ যে প্রকৃতির স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত, যে দেবতার মূর্ত্তি, রূপ, ধ্যান, বীজ, মন্ত্র প্রভৃতি সেই সুরে বাঁধা—অর্থাৎ সেই প্রকৃতির স্পন্দন হইতে অভিব্যক্ত—সেই সাধকের সেই-ই ইষ্টদেবতা। কেন না, সেই দেবতাই সাধকের ভাব স্পন্দন সহজেই গ্রহণ করিয়া প্রতিস্পন্দন প্রেরণ করিতে সমর্থ। ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল।

প্রতিদিন দৃষ্ট, আমাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, অতি পরিচিত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি। সূর্য্যালোক শ্বেতবর্ণের, উহাতে লোহিত, পীত, সবুজ, নীল প্রভৃতি সপ্তবিধ বর্ণের কিরণ বর্ত্তমান, জড় বিজ্ঞানালোচনায় ইহা আমরা জানিতে পারি। অমাবস্যার রাত্রে অন্ধকারে, সূর্য্যালোকের অভাবে, আমাদের চতুঃপার্শ্বের দৃশ্যপ্রপঞ্চ কৃষ্ণবর্ণের দেখায়। উহাদের প্রকৃতিগত, স্বভাবসিদ্ধ বিভিন্ন বর্ণ লুক্কায়িত থাকে। কিন্তু প্রভাতে সূর্য্যকিরণ পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিলে, বৃক্ষলতাদির হরিৎ বা অন্য বর্ণের পত্রাদি, পত্রাদির উপরে ও অন্তরালে লোহিত, কমলা, পীত, হরিৎ, পাটল, ধূসর প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প ফলাদি আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের চিত্ত বিমোহন জন্মায়।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া, আধিভৌতিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, সূর্য্যকিরণ শ্বেতবর্ণের বটে, কিন্তু উহাতে সপ্তবর্ণের ও তাহাদের ইতর বিশেষ সংমিশ্রণ যন্ত্রবিশেষ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতিগত শক্তি অনুসারে প্রপঞ্চে পত্র পুষ্পাদি, উক্ত বর্ণনিচয়ের মধ্যে কতকগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে শোষণ করিয়া, একটিকে মাত্র প্রকাশ করে, যেটিকে প্রকাশ করে উক্ত পত্র পুষ্পাদি আমাদের দৃষ্টিগোচরে সেই রঙেই প্রতীয়মান হয়। একই পুষ্পে বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন আভায় প্রতীয়মান হইবার মূলেও ঐ একই কথা। বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন প্রকারের শোষণ মাত্র।

উপাসনা ক্ষেত্রেও তাই। ব্রহ্ম বা ভগবান বা পরমাত্মা "একবর্ণ" সর্ব্বব্যাপী। উহাতে রাম, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সমুদায় দেবতাও তাঁহাদিগের প্রত্যেকের মন্ত্র, বীজ, নাম, রূপ প্রভৃতি মিলিত হইয়া, নির্ব্বিশেষভাবে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন। উপাসকের প্রকৃতি যে "ছন্দে" গঠিত, সেই ছন্দের স্পন্দনে উক্ত নির্ব্বিশেষ ভাব প্রাপ্ত "একমেবাদ্বিতীযম্" তত্ত্বে স্পন্দন উৎপাদন করিবার শক্তি থাকে বলিয়া, উহা নিজের অনুরূপ স্পন্দন জাগাইয়া ইষ্টমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়া থাকে। সুতরাং ইষ্টমূর্ত্তি কল্পনে বা ইষ্টমন্ত্র, বীজ প্রভৃতির নির্দ্ধারণে উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছাচারিতার অবকাশ নাই। এখন উপাসক যদি নিজ অধিকার ও অভিরুচি অনুযায়ী ঐ সকল দেবতার মূর্ত্তি, বীজ, মন্ত্রাদি হইতে নিজের ইষ্ট মূর্ত্তি বাছিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পথ সুগম হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে বলিয়াই অপরোক্ষ জ্ঞানে জ্ঞানবান্, ব্রহ্মজ্ঞ গুরু ইহা বাছিয়া শিষ্যকে প্রদান করেন। এই সকল বীজ, মন্ত্র প্রভৃতি সিদ্ধ বীজমন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। কারণ, কত লক্ষ লক্ষ সাধক, কতকাল হইতে ইহাদের বলে সিদ্ধিলাভ করিয়া মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়াছেন। এই সমুদায় বীজ ও মন্ত্রের সহিত ধ্যেয় রূপও অতি ঘনিষ্টভাবে জড়িত, এই মন্ত্র, বীজ, রূপ ইহারা সকলেই ভগবানেরই শব্দ ও রূপ স্তরে অভিব্যক্তি বলিয়া উহারা ভগবৎ শক্তিতে শক্তিমান্। সুতরাং, উহাদের অনুশীলন করাই সাধকের উচিত। আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হইয়া শাস্ত্র বিধান অবহেলা করিয়া নিজের যথেচ্ছচারিতায় যে কোনও মূর্ত্তি গ্রহণীয় নহে। শাস্ত্রই ভগবানের শাব্দমূর্ত্তি, ইহা ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, শাস্ত্রবিধি অনতিক্রমণীয়, অবশ্য প্রতিপাল্য। শাস্ত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া যজ্ঞাদি উপাসনাত্মক কার্য্যে করিলে কি হয়, তাহা শ্রীভগবান্ গীতায় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—যাহারা বিধিহীন ভাবে নাম মাত্র বা নামের জন্য যজ্ঞ করে, আমি তাহাদিগের অনবরত সংসারে আসুরী যোনিতে

এবং ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে নিক্ষেপ করি, (গীতা, ১৬।১৯ ও ১৬।১৯)। ভাগবতও ১১।১০।২৭ শ্লোকে ইহাই বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোক ৩।১।৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১১৭০) উদ্ধৃত হইয়াছে। **অতএব, শাস্ত্রবিধি সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালনীয়।**

আচ্ছা, শাস্ত্রবিধি প্রতিপাল্য, স্বীকার করিলাম। তুমি ত উপরে বলিয়াছ যে, আকুল আগ্রহ না হইলে প্রতিস্পন্দন হৃদয়ে অনুভূত হয় না। তবে যাহাদের আকুল আগ্রহ হয় নাই, যাহারা শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে মাত্র সাধন সুরু করিয়াছে, তাহাদের কি কোনও আশা নাই? তাহাদের দুর্ব্বল উপাসনা কি বিফলে যাইবে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, যে, না, জগতে কিছুই বিফলে যায় না। অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান গীতায় সুস্পষ্ট আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন :—**"ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"** (গীঃ ৬।৪০) হে অর্জ্জুন! কল্যাণকারী কেহই দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। সাধনার যে স্তরে থাকিতে থাকিতে সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পরজন্মে সেই স্তর হইতেই উচ্চতর স্তরে উঠিবার আগ্রহ ও চেষ্টা তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ইহা অন্য রূপেও আমরা বুঝিতে পারি।

২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, যেমন জড়জগতে ঘাত-প্রতিঘাত সমান, উপাসনা ক্ষেত্রেও তাই। তোমার হৃদয়ের স্পন্দন যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা যে নিরর্থক হইবে, তাহা নয়। উপাস্য পরমাত্মা ত সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম সূক্ষ্ম। সে স্পন্দন যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, তাহা পরম সূক্ষ্মে পৌঁছিবেই এবং তাঁহাতে সঞ্চিত থাকিবেই। উহার প্রতিস্পন্দন সমান দুর্ব্বল হওয়ায়, তুমি উহা অনুভব না করিতে পার; কিন্তু তাহা হইলেও উহার কার্য্য উহা করিবেই করিবে। তুমি কি জান না যে, জলবিন্দুর পতন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া হইতে থাকিলে, কঠিন প্রস্তরও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়? অতএব, যদি তোমার দুর্ব্বল স্পন্দন অনবরত প্রেরিত হয়, উহার সমবেত শক্তিতে প্রতিস্পন্দন শক্তিমান্ হইয়া তোমার হৃদয়ে আঘাত করিবেই করিবে। ইহা ত ৩।২।২৫ সূত্রে **"কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ"** সূত্রাংশ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার, ৪।১।১ সূত্রেও ইহা পুনরায় বলা হইবে। অতএব, ঐকান্তিক নিষ্ঠাই প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে যে, যেমন জলবিন্দু প্রস্তরের একস্থানে পড়িতে থাকিলে, তবে প্রস্তরের ক্ষয় হয়, আজ

এক স্থানে, কাল অপর স্থানে, পরশ্ব তৃতীয় স্থানে ইত্যাদি বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িলে কিছুই হয় না, সেইরূপ অনুশীলন প্রতিদিন এক বিষয়েরই করিতে হইবে। এই জন্য ইষ্টবীজ, মন্ত্র, রূপ, ধ্যান প্রভৃতিতে একান্ত একনিষ্ঠতার প্রয়োজন। আজ এক, কাল অপর, পরশ্ব তৃতীয়, এরূপ হইলে ফল হয় না। ব্রহ্মকোটি হইতে দর্শন করিলে, সমুদায় বীজ, মন্ত্র, রূপ, ধ্যান একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসান বটে; কিন্তু জীব (উপাসকের) কোটি হইতে বিচার করিলে উপাসকের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন বীজ মন্ত্রাদি আবশ্যক হইয়া পড়ে এবং যে উপাসকের যে ইষ্টরূপ বীজ মন্ত্র প্রভৃতি তাহার পক্ষে তাহাতেই একনিষ্ঠতার প্রয়োজন, বুঝিলে ত? রোজ রোজ ইষ্ট পরিবর্ত্তন করিলে, মনঃ কিছুতেই স্থিরতা লাভ করে না। মনের স্থিরতাই একান্ত প্রয়োজনীয়। মনঃই সংসারের কারণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতের মত উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা অবান্তর হইবে না।

মন এব মনুষ্যেন্দ্র ভূতানাং ভবভাবনম্॥ ভাগঃ ৪।২৯।৭৬

—হে রাজন্! মনঃই প্রাণিসকলের সংসার গতাগতির কারণ।

ভাগঃ ৪।২৯।৭৬

মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥ ভাগঃ ১২ ৫।৬

—মনঃই দেহ, গুণ ও কর্ম্ম সকল সৃজন করে। মায়া মনের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্যই জীবের সংসার গতি প্রাপ্তি হয়। ভাগঃ ১২।৫।৬

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন
দেবতাত্মা গ্রহকর্ম্মকালাঃ।
মনঃ পরং কারণমামনন্তি
সংসারচক্রং পরিবর্ত্তয়েদ্ যৎ।

ভাগঃ ১১।২৩।৩৮

মনো গুণান্ বৈ সৃজতে বলীয়-
স্ততশ্চ কর্ম্মাণি বিলক্ষণানি।
শুক্লানি কৃষ্ণান্যথ লোহিতানি
তেভ্যঃ সবর্ণাঃ সৃতয়ো ভবন্তি॥ ভাগঃ ১১।২৩।৩৯

—এই সমুদায় লোক, দেবতাগণ, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম, কাল প্রভৃতি কেহই আমার সুখ দুঃখের হেতু নহে। কেবল, একমাত্র মনঃকেই কারণ বলা যায়। কেননা, মনঃই সংসারচক্র পরিচালন করিতেছে। মনঃই সত্বাদি গুণের বৃত্তিসকল সৃষ্টি করে, এবং ঐ সকল গুণবৃত্তি হইতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বিবিধ কর্ম্মসকল উৎপন্ন হয়, এবং ঐ সকল কর্ম্ম দ্বারাই স্বানুরূপ দেব, তির্য্যক্, নরাদি গতি প্রাপ্তি হয়। ভাগঃ ১১।২৩।৩৮-৩৯।

শ্রুতিও এই কথাই বলিয়াছেন :—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ। ২।

—মনঃই মনুষ্যদিগের বন্ধমোক্ষের কারণ। বিষয়াসক্ত মনঃ বন্ধের এবং নির্ব্বিষয় মনঃ মুক্তির হেতু। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ।২।

"মনসা ভাব্যমানো হি দেহতাং যাতি দেহকঃ।
দেহবাসনয়া মুক্তো দেহধর্ম্মৈর্ন লিপ্যতে।" (মহোপনিষৎ ৪·৬৭)

—দেহী মনঃ দ্বারা ভাব্যমান হইয়া দেহ প্রাপ্ত হয়। দেহ—বাসনা হইতে মুক্ত হইলে, আর দেহধর্ম্মে লিপ্ত হয় না। (মহো···৪।৬৭)

অতএব, মনঃকে জয় করা একান্ত প্রয়োজন। দান, নিত্যনৈমিত্তিক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, যম, নিয়ম, শ্রৌত কর্ম্ম, ব্রতাচরণ, এসমুদায় মনঃনিগ্রহের উপায় এবং মনের সমাধিই পরম যোগ। ভাগঃ ১১।২৩।৪১

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
　　শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতাণি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
　　পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥

ভাগঃ ১১।২৩।৪১

—সমুদায় ইন্দ্রিয় মনের বশে বর্ত্তমান, কিন্তু মনঃ কাহারও বশতাপন্ন নহে। যোগিদিগেরও ভয়ঙ্কর মনোরূপ দেবতা বলিষ্ঠ হইতেও বলবান্। যে ব্যক্তি তাহাকে বশতাপন্ন করিতে পারেন, তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জেতা।

ভাগঃ ১১।২৩।৪৩

মনো বশেঽন্যেহ্যভবন্ স্ম দেবা
মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।
ভীষ্মোহি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্
যুঞ্জ্যাদ্বশং তং স হি দেবদেবঃ।। ভাগঃ ১১।২৩।৪৩

অতএব, মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সুতরাং, সে জন্য ইষ্টমন্ত্র, বীজ, রূপ, ধ্যানের প্রতি একনিষ্ঠ হওয়াই সর্ব্বপ্রকারে উচিত।

বেশ, আর একটি সংশয় আছে। আশা করি, তাহাও দূর করিতে পারিবে। সংশয়টি এই। তুমি ইষ্টমূর্ত্তির ধ্যান করিতে বলিতেছ। আবার, সূত্রে বলিতেছ যে, সে মূর্ত্তি সর্ব্বব্যাপী। মূর্ত্তি বলিলেই, পরিচ্ছিন্নত্ব সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। মূর্ত্ত অথচ অপরিচ্ছিন্ন, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? ৩।২।২২ সূত্রের শিরোদেশে তোমা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২।৩।৩ মন্ত্রে বায়ু ও আকাশ সর্ব্বব্যাপী বিধায় অমূর্ত্ত বলা হইয়াছে। সেখানে সর্ব্বব্যাপিত্বের কারণ অমূর্ত্ত হইল; আর এখানে মূর্ত্তত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব এককালে একাধারে বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা কি প্রকার সিদ্ধান্ত?

এই সংশয় নিরাকরণের জন্য সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন:—বৃহদারণ্যক মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রাহ্মণে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উল্লেখ প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তু সম্বন্ধেই। কিন্তু আমাদের এই স্থলে আলোচ্য—ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্। তিনিই ইষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তিনি প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু। দেশ, কাল বা বস্তু পরিচ্ছেদ প্রপঞ্চের ভিতরের বস্তুতে সম্ভব। প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তুতে, উক্ত কোনও প্রকার পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং তাঁহাকে কি পরিচ্ছিন্ন করিবে? পরিচ্ছিন্ন করিতে হইলে পৃথক্ সত্তার প্রয়োজন। এক, অদ্বিতীয়, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদবিহীন বস্তুকে, এমন কি আছে যাহা পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে? ক্ষুদ্র, বৃহৎ, অণু, মহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদি প্রয়োগ প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুতেই সম্ভব। প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তুতে ইহারা সম্ভব নহে। এইজন্য শ্রুতি এই বস্তুকে **"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"** (শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০), **"অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্"** ইত্যাদি (বৃহঃ ৩।৮।৮) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি যে একবার **"অণোরণীয়ান্"** এবং অপর সময়ে **"মহতো মহীয়ান্"**, এক সময়ে **"অস্থূলম্"**, অন্য সময়ে **"অনণু"** ইহা প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। একাধারে একই সময়ে তিনি

সমুদায় বিরুদ্ধ গুণের আশ্রয়, ইহা খ্যাপন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। ব্রহ্মতত্ত্ব কি ভাষার দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য? ভাষায় বলিতে গেলে ঐরূপ বলিতে হইবে, ইহা ৩।২।২২ সূত্রের আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। তিনি একাধারে, এক সময়ে সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত, সগুণ-নির্গুণ ইত্যাদি। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, তিনি বিশ্বরূপ হইয়াও অরূপ, জগৎ সৃষ্টি করিয়াও নিজের স্বরূপে চিরবর্ত্তমান। বিশ্ব, জগৎ বা প্রপঞ্চ—দেশ-কালের প্রভাবাধীন। বিশ্বস্থ জীব মাত্রই দেশ-কালের প্রভাবাধীন—সে কারণ আমরা প্রপঞ্চান্তর্গত জীব বলিয়া আমাদের মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি জ্ঞান সাধক যন্ত্রাদি দেশ কালের প্রভাবাধীন। এজন্য আমরা দেশ কাল পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন অন্য কিছুর ধারণা করিতে পারি না। সুতরাং যিনি এককালে প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত, তিনি আমাদের এই অক্ষমতা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া, তাঁহার অপার করুণাবলে, অচিন্ত্য সংকল্প শক্তির বিকাশে, আমাদের ধারণার সৌকর্য্যার্থে, আপনাকে স্বরূপ বিচ্যুত না করিয়াই, সবিশেষ, সগুণ, সাকার, পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকটিত করেন। ইহা ভগবদ্রহস্য। ইহা তর্কে প্রতিষ্ঠা করিবার নহে।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ॥"

৫। সর্ব্বাভেদাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে……" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৬।৮)

—তাঁহার কার্য্য নাই এবং ইন্দ্রিয়ও নাই। (শ্বেতাঃ ৬।৮)

২। "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরো মুখম্।"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৬)

—সর্ব্বদিকেই তাঁহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শিরঃ ও মুখ।

(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৬)

৩। "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।"

(শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৫)

—এই দৃশ্যমান সমুদায়, এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সমুদায়—পুরুষই।

(শ্বেতাঃ ৩।১৫)

৪। "সর্ব্ব রসঃ"। (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৪)।

৫। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিরীয়ঃ ২।৭)

—তিনিই রসস্বরূপ। সেই রস প্রাপ্ত হইয়া এই জগৎ আনন্দ উপভোগ করে। (তৈত্তিঃ ২।৭)।

৬। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিরীয়ঃ ৩।৬)

—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, ইহা জানিয়াছিলেন। (তৈত্তি ৩।৬)

৭। "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।" (তৈত্তিরীয়ঃ ২।৮)

—আনন্দের ইহাই পরাকাষ্ঠা। (তৈত্তিঃ ২।৮)

৮। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৩।৩২)

—জীবসকল এই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণামাত্র পাইয়া জীবিত থাকে ও আনন্দিত হয়। (বৃহদাঃ ৪।৩।৩২)

সংশয়ঃ—৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১০।৮৬।৩৩ শ্লোক, এবং ৩।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১০।৩৩।৩৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

লীলা- মাহাত্ম্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছ। কিন্তু **প্রথমতঃ** দেখ যে, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রাংশ স্পষ্ট বলে যে, তাঁহার কার্য্য নাই এবং করণও নাই। যদি তাঁহার কার্য্য নাই তবে লীলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? লীলা, কার্য্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া, ইহারা ত এক পর্য্যায়ভুক্ত শব্দ। সুতরাং, শ্রুতি মন্ত্রানুসারে তাঁহার কার্য্য সম্ভব না হওয়ায়, তাঁহার লীলা সম্ভব নয়। **দ্বিতীয়তঃ** যদিও তর্কের প্রসঙ্গে লীলা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলাম, তাহা হইলেও, লীলা কখনও একা একা সম্পন্ন হয় না। উহা সম্পন্ন করিতে পিতা, মাতা, সখা, সখী, দাস, মিত্র, শত্রু, লীলার স্থান, বসন, ভূষণ, আয়ুধাদির প্রয়োজন হয়। তিনি নিজে যেন নিত্য, সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু তাঁহার লীলার পরিকর, ধাম, আয়ুধ, ভূষণ প্রভৃতি ত আর সেরূপ নহে। যদি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে উহারা উৎপত্তিমান্, এবং সে কারণ, বিনাশশীল বলিতে হইবে। যদি উৎপত্তি বিনাশশীল হয়, তবে ত অনিত্য। এবং যদি অনিত্য হয়, তবে তাহা ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমুদায় উপাসকগণের শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, স্মর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া শাস্ত্রে কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? **তৃতীয়তঃ**, যদি বল লীলা নিত্য, তাহা হইলে একই যশোদা অনন্তকাল ধরিয়া শিশু কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইবেন, একই সপ্তবর্ষীয় শিশু শ্রীকৃষ্ণ চিরকাল গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন, একই কিশোর কৃষ্ণ অনন্তকাল রাসলীলা করিতে থাকিবেন, একই পার্থ-সারথি অনন্তকাল কুরুক্ষেত্র সমরে অশ্ব সঞ্চালন করিবেন, এবং সমরও অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে—এ সমুদায় কি প্রকারে সঙ্গত হয়? ইহারা সম্ভব স্বীকার করা, উন্মত্তের পক্ষেই সঙ্গত হইতে পারে। **চতুর্থতঃ**, আরও দেখ, যদি একই লীলা অনন্ত কাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে, তাহা সাধকের অনুরক্তি অপেক্ষা বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হইবে না কি?

এই সমুদায় আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।১০।

সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ৩।৩।১০ ॥

সর্ব্ব + অভেদাৎ + অন্যত্র + ইমে ॥

সর্ব্ব :—সমুদায়—ধাম, ভূষণ, আয়ুধ, পরিকর (পিতা, মাতা, সখা, সখী, বন্ধু, মিত্র, শত্রু প্রভৃতি)। **অভেদাৎ** :—স্বরূপ হইতে অভেদ হেতু। **অন্যত্র** :—অন্য স্থানে বা অন্য লীলায় বা অন্য কালে। **ইমে** :—ইহারা।

দেখ, শ্রীভগবানের লীলা **দুই প্রকার—প্রথম প্রকার,** স্বরূপ ধামে, মায়া প্রপঞ্চের বাহিরে। **দ্বিতীয় প্রকার**—মায়াশক্তি বিস্তারে, সৃষ্টাদি কার্য্যে। প্রপঞ্চের বাহিরে স্বরূপ ধামের যে লীলা, তাহারাই উপাসনার অঙ্গ স্বরূপ—শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, স্মর্ত্তব্য ইত্যাদি—ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। মায়া শক্তি বিস্তারে যে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য—তাহারা অনিত্য বটে, এবং তাহারা উপাসনার অঙ্গভূত নহে। স্বরূপ ধাম—নিত্যধাম—যেমন স্বরূপের হানি, ব্যত্যয় বা বৈলক্ষণ্য অসম্ভব, সেইরূপ স্বরূপ ধামেরও হানি, ব্যত্যয় বা বৈলক্ষণ্য অসম্ভব। উহা প্রপঞ্চের বাহিরে অবস্থিত। সেখানে দেশ কালের প্রভাব নাই। বস্তু, দেশ ও কালগত পরিচ্ছেদ নাই। প্রপঞ্চে বা প্রপঞ্চের বাহিরে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানই **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"** বটে, কিন্তু প্রপঞ্চ মধ্যে উহা অবিদ্যাবরণে আবৃত হওয়ায় উহার স্বতঃ স্ফুরণ নাই, উপাসনায় উক্ত তত্ত্ব অধিগন্তব্য হইতে পারে, কিন্তু প্রপঞ্চের বাহিরে, স্বরূপ ধামে উহা স্বতঃ উদ্ভাসিত, সেখানে অবিদ্যার সংস্পর্শ মাত্র নাই, সেখানে সকলেই অপরোক্ষভাবে ভগবান হইতে অভেদত্ব অনুভব করেন। সেখানে ধাম, ভূষণ, আয়ুধ, পরিকর, পিতা, মাতা, সখা, সখী, গোপ, গোপী, গো, বৎস, বন্ধু, মিত্র, শত্রু প্রভৃতি সমুদায়ই তাঁহা হইতে একান্ত অভেদ। সকলেই সচ্চিদানন্দময়। স্বরূপ শক্তির বিকাশে, উহারা ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রকটিত হইয়া, ভগবানের আনন্দানুভবের সহকারিতা করেন। শ্রুতি বলেন, তিনি **"সর্ব্বরস"**, তিনি **"রসস্বরূপ"**। তিনি **"জ্ঞানস্বরূপ"** **"বিজ্ঞানঘন"** হইলেও যেমন **"সর্ব্বজ্ঞও"** বটে, সেইরূপ তিনি **"সর্ব্বরস"** ও **"রসস্বরূপ"** হইলেও **"সর্ব্বরসে রসিক"**—রস উপভোগও করিয়া থাকেন। এই রস উপভোগের জন্য আপনাকেই নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া ধাম, পরিকর, আয়ুধ, ভূষণ, গোপ, গোপী, সখা, সখী, গো, গোবৎস, মিত্র, শত্রু প্রভৃতি রূপ প্রকটন পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার রস উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি নিত্য বলিয়া এ সমুদায়ও নিত্য। উপরে 'নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া' বলায়, মনে করিও না যে, বাস্তবিক প্রপঞ্চগত বিভাগের ন্যায় পূর্ণত্বের হানি হয়। ভাষায় ব্যক্ত করিবার জন্য ঐ প্রকার বলা ভিন্ন উপায় নাই।

৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৫।১।১ মন্ত্র এবং ভাগবতোক্ত নারদের দ্বারকা দর্শন উপাখ্যান (১০।৬৯।১১-২০-২৬)—প্রতিপাদন করিতেছে যে, অনন্তে সমুদায় সম্ভব। অতএব, অনন্তের পক্ষে এককালে অসংখ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহণে পূর্ণত্বের হানি হয় না। পূর্ণ হইতে পূর্ণ বাহির করিয়া লইলে অবশেষ পূর্ণই থাকে। বিশেষতঃ দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান না থাকায়, পূর্ণত্বের

হানির কোন কারণই বর্ত্তমান নাই। অবশ্যই মানবের ভাষায় এই প্রকার বলা ভিন্ন উক্ত তত্ত্ব কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। নতুবা, পূর্ণ, চিরকাল পূর্ণ, অনন্ত মূর্ত্তি প্রকটন পূর্ণের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। উক্ত ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, অনন্ত+অনন্ত=অনন্ত এবং অনন্ত−অনন্ত =অনন্ত। অনন্তের এই বিশেষ ধর্ম্মের কারণ চির পূর্ণের পূর্ণত্বের হানির কোনও অবকাশ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।১৪।১৮ শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন:— প্রভো! এইমাত্র তুমি ত একাকীই ছিলে, আবার পরক্ষণেই আমাকে সমুদায় ব্রজবাসী, সুহৃৎ ও বৎসরূপ দেখাইলে, তাহার পরেই তাহাদের সকলকেই চতুর্ভুজ রূপে দর্শন করিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সেই চতুর্ভুজগণ তত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হইল, এখনই আবার অদ্বয় ব্রহ্মরূপে তুমি একাকীই আছ দেখিতেছি। কি অদ্ভুত!!! ১০।১৪।১৮ শ্লোকটি ৩।২।১৪ সূত্রের শ্রীমদ্ বলদেব কৃত আলোচনায় (পৃঃ ১২৬৮) উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।১৪।২৮ শ্লোকে ব্রহ্মাই বলিতেছেন:—তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করিয়া না জানাইলে, কেহ চিরকাল জ্ঞান বিচার দ্বারা জানিতে সমর্থ হয় না। শ্রুতিও এই কথা বলিয়াছেন— (মুণ্ডক ৩।২।৩)। মন্ত্রটি ৩।২।২৪ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগবান্ নিজেই ব্রহ্মাকে বলিতেছেন যে—আমার যাহা স্বরূপ, যাদৃক সত্ত্ব, আমার যে সকল রূপ, আমার গুণ ও কর্ম্ম যেরূপ, আমার অনুগ্রহে—এ সকলের যথার্থ জ্ঞান তোমার এখনই হউক। ভাগঃ ২।৯।৩১

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ভাগঃ ২।৯।৩১

তাঁহার অনুগ্রহ না হইলে, তাঁহার লীলার তত্ত্বে প্রবেশ করা অসম্ভব। তবে মানব বুদ্ধিমান ও বিচারশীল জীব, বুদ্ধি ও বিচারে যতটুকু জানা যায়, ততটুকু জানিতে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না।

আরও দেখ, পর, অপর, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, নিত্য-অনিত্য ইহারা সকলেই কালাবচ্ছিন্ন ও আপেক্ষিক। প্রপঞ্চের অন্তর্গত বস্তুতে ইহারা প্রযোজ্য। প্রপঞ্চের বাহিরে নিরপেক্ষ বস্তুতে, যেখানে কালগত পরিচ্ছিন্নতা নাই, সেখানে উহারা প্রযোজ্য নহে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে উহাদের প্রসঙ্গের অবতারণার অবকাশও নাই। এক-অনেক, অংশ-বিভাগ ইহারাও দেশ ও বস্তুগত পরিচ্ছিন্নতার উপর নির্ভর করে। প্রপঞ্চের ভিতরে আমরা উহাদের সহিত পরিচিত। প্রপঞ্চের অতীত বস্তুতে উহারা প্রযোজ্য নহে। অংশ, বিভাগও

তাই। সুতরাং, উহারা কেহই প্রপঞ্চের বাহিরে দেশ-কাল-বস্তু-পরিচ্ছেদের অতীত বস্তুতে প্রযোজ্য নহে।

তুমি আপত্তি উত্থাপন করিতে পার, ভগবান ত আত্মারাম ও আপ্তকাম। তিনি যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন আনন্দ উপভোগের জন্য স্বরূপ হইতে ধাম, পরিকর, বসন, ভূষণ, আয়ুধ, বন্ধু, শত্রু প্রভৃতি প্রকটনের কারণ কি? আত্মারামের আত্মারামত্বের ব্যত্যয় কি মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হয়? তাহা হইলে ত উহার অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। ইহার উত্তরে বলিব যে, তিনি স্বরূপ ধামে লীলা, নিজের আনন্দ উপভোগের জন্য করেন না। তাঁহার একান্ত ভক্তগণ সংসারাবর্ত্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া, তাঁহার পার্ষদরূপে, তাঁহার পরমপদে স্থান প্রাপ্ত হইলে, ভগবান তাঁহাদিগকে আনন্দদানের জন্য লীলা প্রকটন করেন। আরও উদ্দেশ্য এই যে, আনন্দময়ের আনন্দ অনুভবের পদ্ধতি কিরূপ, তাহার প্রতিচ্ছবি প্রপঞ্চ জগতে সংসার তাপ, রোগ, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট জনগণের সমক্ষে আদর্শ ও পরম ভেষজরূপে প্রকটিত করণ। উক্ত প্রতিচ্ছবি সাধারণ ভক্ত, সাধক বা মুক্তগণের দ্বারা অঙ্কিত হইবার নহে। এজন্য ভগবান পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যধামে আগমন করতঃ এবং নিত্য লীলায় সহায়ক ও সহায়িকাগণকে গোপ গোপীরূপে মর্ত্ত্যশরীরে প্রকটিত করিয়া বৃন্দাবনে উক্ত নিত্য লীলার প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রতিচ্ছবি দর্শনে, মননে, স্মরণে, সেবনে, বন্দনে ত্রিতাপক্লিষ্ট জনগণ পরম শান্তি লাভ করিতে পারে।

আবার, তুমি যে বলিয়াছ যে, তাঁহার করণ নাই এবং কার্য্যও নাই, এবং তাহার পোষকে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রাংশ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছ, ইহার উত্তরে শিরোদেশে উদ্ধৃত উক্ত শ্রুতিরই ৩।১৬ মন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিলাম। এই দুই মন্ত্র একসঙ্গে পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিবে যে, তাঁহার স্বগত ভেদ নাই বলিয়া, জীবের ন্যায় তাঁহার ইন্দ্রিয়রূপ পৃথক্ প্রত্যঙ্গে বিশেষ জ্ঞান কেন্দ্রীভূত ভাবে নাই। তিনি স্বরূপে যাহা, তাঁহার ইন্দ্রিয়ও তাহাই, কার্য্যও তাহাই—সমুদায় সর্ব্বব্যাপী, সৎ, নিত্য ও আনন্দময়।' উহাদের পার্থক্যমাত্র নাই। শ্রুতিতে "কার্য্য নাই" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের পরিচিত দ্বৈতমূলক কর্ম্ম, অদ্বৈত তত্ত্বে বর্ত্তমান নাই।

তোমার আপত্তিতে প্রথমতঃ ও দ্বিতীয়তঃ বলিয়া যে সমুদায় যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলে, তাহার খণ্ডন হইল ত? এখন তৃতীয়তঃ যাহা বলিয়াছ, তাহার উত্তরও উপরে দিয়াছি। কালের প্রভাব সেখানে বর্ত্তমান নাই। সুতরাং, 'চিরকাল' 'অনন্তকাল' প্রভৃতি শব্দ সেখানে প্রযোজ্য নহে। আর অনন্তের পক্ষে

এক সময়ে অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেও অনন্তত্বের, পূর্ণত্বের হানি হয় না, ইহা উপরে বলা হইয়াছে ও ৩।২।২৬ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ যে বলিয়াছ, লীলা অনন্তকাল ধরিয়া এক রূপ হইতে থাকিলে, উহাতে উপাসকের অনুরক্তি না হইয়া বিরক্তি হওয়াই স্বাভাবিক। এ উক্তি সতত পরিবর্ত্তনশীল সংসার চক্রের উপর স্থাপিত, অজ্ঞানাচ্ছন্ন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক বটে। আমরা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া জন্ম জন্ম অতিবাহন করায়, আমাদের মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি এ ভাবে গঠিত হইয়াছে যে, বিভেদ না দেখিতে পাইলে, আমরা স্বস্থ হইতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, উহা আমাদের মনের রোগ মাত্র। যদি তাহা না হইবে, তবে সাধকগণ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, এক নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয় তত্ত্বে মনঃ সংযোগ করিবেন কেন? শাস্ত্রে দ্বৈত দর্শনে ভয় এবং অদ্বৈতে অভয় প্রতিষ্ঠায় উপদেশের বাহুল্য কেন? প্রকৃত পক্ষে, যাহা নিত্য ও সত্য, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন নাই, তাহা এক অদ্বৈত ভিন্ন দ্বৈত হইতে পারে না। এই অদ্বৈত জ্ঞানই পরমানন্দ লাভের হেতু। তৈত্তিরীয় শ্রুতি ২।৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন **"এষ হ্যেবানন্দয়াতি"**—ইনিই সকলকে আনন্দিত করেন। **"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে—অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"**—অল্পমাত্র ভেদদৃষ্টি ভয়ের কারণ। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, অনন্তকাল একরূপ লীলা, উপাসকের বিরক্তির কারণ হইতে পারে না, যদিও আমাদের অজ্ঞানান্ধ দৃষ্টিতে ঐরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে।

আরও দেখ, যাঁহার আনন্দের কণা মাত্র পাইয়া জীব ও জগৎ আনন্দে বিভোর, যে আনন্দের কণা পাইবার জন্য আমাদের মনঃ ক্ষণে ক্ষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবমান হইতেছে, সেই আনন্দময়ের যে কোনও লীলা আনন্দের প্রস্রবণ ছুটাইয়া দেয়—তাহাতে বিরক্তির কারণ হইতে পারে না। ভক্তগণের অনুভূতিই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই আনন্দের জন্যই ভক্ত প্রার্থনা করেন :—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসীবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রি শোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥

ভাগঃ ৩।১৫।৪৯

৩।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১২০২) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ব্রহ্মাও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

তদস্তু মে নাথ ! স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বাহন্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥

ভাগঃ ১০।১৪।৩০

—হে নাথ! এই ব্রহ্মাজন্মে বা অন্য জন্মে বা অন্য কোনও তির্য্যক যোনিতেও জন্ম গ্রহণ করিয়া, তোমার জনগণের মধ্যে একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া, তোমার পাদ পল্লব সেবা করিতে পারি, এই প্রকার মহৎ সৌভাগ্য আমার হউক, তাহা প্রার্থনা করি। ভাগঃ ১০।১৪।৩০

অতএব, বিরক্তি ত দূরের কথা, ইহা হইতে পরম অনুরক্তিই প্রকাশ পাইতেছে।

এখন দেখ, তিনি "সর্ব্বরস", "রসস্বরূপ", "আনন্দময়" বলিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালে যত প্রকার, যত সংখ্যক, যতভাবের ভাবুক, যত রসের রসিক, এবং যে প্রকার ও যত পরিমাণ আনন্দের প্রার্থী ভক্ত, হইয়াছিল, আছে, হইবে বা হইতে পারে, তাহারা যদি তাহাদের সমুদায় ভাবের সমুদায় রসের, সমুদায় প্রকারের ও পরিমাণের আনন্দ-আকাঙ্ক্ষার পরিণতি তাঁহার কাছে না পায়, তবে তাঁহার রস-স্বরূপ, আনন্দময় নামে পরিচিত হইবার সার্থকতা কি? শ্রুতি ও স্মৃতিতে তাঁহার উপাসনার উপদেশ নিরর্থক হইয়া যায়। সকল প্রকার ভক্তের সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্যই তাঁহার রূপ প্রকটন ও লীলা প্রকাশ। এই প্রকার রূপভাবনায় ও লীলা আস্বাদনে সমুদায় প্রকার ভক্তের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি ঘটে। অন্য কোনও প্রকার সুখ ভোগে সে প্রকার পরিতৃপ্তি হয় না। এজন্য ভক্ত স্বর্গভোগ, ব্রহ্মপদলাভ, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ পদ উপভোগ, রসাতলের

আধিপত্য, যোগদ্বারা অষ্ট সিদ্ধি লাভ, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রার্থনা করেন না।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥ ভাগঃ ৬।১১।২৩

তাঁহার পাদপদ্মের রজঃ কণা প্রাপ্তিই পরম লাভ মনে করেন :—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥ ভাগঃ ১০।১৬।৩৭

সেই লীলাময় নিজেই যখন ধাম, পরিকর, আয়ুধ, ভূষণ সমুদায়, তখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যে কোনও কালের যে কোনও ভাবের ভাবুক, যে কোন রসের রসিক, ভক্তের নিকট যে কোনও রূপে প্রকটিত হওয়া, সেই এক, অদ্বিতীয়, স্বগত ভেদ হীন, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, রসরাজ, আনন্দ স্বরূপ লীলাময়ের পক্ষে অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। প্রত্যুতঃ, সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত। উহারা সকলেই নিত্য। ভগবান নিত্য, ধাম নিত্য, পরিকরাদি নিত্য, লীলা নিত্য, ভক্ত নিত্য, ভক্তের আনন্দ উপভোগও নিত্য।

আচ্ছা লীলা যদি নিত্য হইল, তবে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া গত দ্বাপরের শেষে বৃন্দাবনে যে রাসলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রতিদিন প্রপঞ্চে অভিনীত হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—দেখ, তোমার মতে সমগ্র প্রপঞ্চ কি আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটি লইয়া। জড় বিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্রও বলে যে বিশ্বে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান। পৃথিবীর নিদর্শনে, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে জীব আছে, ইহা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর নিদর্শনে, এই সকল জীব নানা স্তরে বর্ত্তমান। যে সমুদায় প্রাকৃতিক কারণে আমাদের পৃথিবীতে কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই সকল প্রাকৃতিক কারণ, যে ব্রহ্মাণ্ডে যখন সংঘটিত হইবে, তখনই ভগবান কৃষ্ণমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সমুদায় লীলার অভিনয় করিবেন। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা

যখন অনন্ত, কাল অনন্ত এবং ভগবান অনন্ত, তখন কোনও না কোঁন ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণাবির্ভাবের প্রয়োজনীয় কারণ সকল চক্রভ্রমিক্রমে নিয়তই ঘটিতেছে, সে কারণ প্রপঞ্চে ভগবানের লীলার অভিনয় নিয়তই চলিতেছে। স্বরূপ ধামে লীলা নিত্য, ইহা বলা বাহুল্য, সেখানে দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছেদ নাই। দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছিন্ন প্রপঞ্চান্তর্গত বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডেও লীলা নিত্য চলিতেছে, বুঝা গেল। শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, রামলীলা, নৃসিংহ দেবের অবতার গ্রহণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উহা সমভাবে প্রযোজ্য। অতএব প্রপঞ্চেও লীলা নিত্য, বুঝা গেল নাকি?

[৩।৩।৫ সূত্র হইতে ৩।৩।১০ সূত্র পর্য্যন্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা শ্রীমন্‌ মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও বলদেব সম্মত। উহা ভাগবতের মতের সহিত ঐক্য হওয়ায়, গৃহীত হইল।]

৬। আনন্দাত্যধিকরণ॥

শ্রুতি :—

১। "রসো বৈ সঃ।" (তৈত্তিঃ ২।৭)।

—তিনি রস স্বরূপ। (তৈত্তিঃ ২।৭)।

২। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" (তৈত্তিঃ ৩।৬)।

—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, ইহা জানিয়াছিলেন। (তৈত্তিঃ ৩।৬)

৩। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১)।

—এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় নিশ্চিত ব্রহ্ম। (ছাঃ ৩।১৪।১)।

৪। "সর্ব্বমিদমভ্যাত্তঃ।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।৪)।

—সর্ব্ব জগদ্ব্যাপী (ছাঃ ৩।১৪।৪)।

৫। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।৯।৪)

—এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক। (ছাঃ ৬।৯।৪)।

৬। "বিজ্ঞানময়ঃ।" (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২২)।

৭। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যকঃ ৩।৯।২৮)।

—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ। (বৃহঃ ৩।৯।২৮)

৮। "বিজ্ঞানঘনঃ।" (বৃহদারণ্যকঃ ২।৪।১২)।

সংশয় :—উপরে যে সকল শ্রুতি মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ সকলে ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণের নির্দ্দেশ বিভিন্ন শ্রুতিতে আছে। কোথাও তিনি রস স্বরূপ, কোথাও আনন্দ স্বরূপ, কোথাও সর্ব্বব্যাপী, কোথাও সর্ব্বাত্মক, কোথাও বিজ্ঞানময়, কোথাও তিনি বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, কোথাও বিজ্ঞানঘন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, এখন প্রশ্ন এই যে, এই গুণ সমূহ—সমুদায় উপাসনায় উপসংহার করিতে হইবে, অথবা যে যে প্রকরণে যে যে গুণের উল্লেখ আছে, সেখানে সেইগুণটিই গৃহীত হইবে, অন্যগুলি হইবে না? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১১।

আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য॥ ৩।৩।১১॥

আনন্দাদয়ঃ + প্রধানস্য॥

আনন্দাদয়ঃ—আনন্দ প্রভৃতি। **প্রধানস্য**—প্রধানের বা ব্রহ্মের।

পূর্ব্ব সূত্র হইতে **"সর্ব্বাভেদাৎ"** অনুগত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। সমুদায় উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হেতুক অভেদ বলিয়া, সমুদায় ব্রহ্ম গুণ, সমুদায় উপাসনায় উপসংহার করিতে হইবে। কারণ, প্রধানভূত গুণী, উক্ত গুণ সমুদায় হইতে অপৃথক্ হওয়ায় উপসংহার কর্ত্তব্য।

…পরম ! ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১৬

অজস্র সুখানুভবং পদম্—অখণ্ডানন্দানুভবং স্বরূপম্। (**শ্রীধর**)

—হে পরম ! অখণ্ডানন্দানুভবরূপ তোমার স্বরূপ ভজনা করেন।

ভাগঃ ১০।৮৭।১৬

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।

অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ভাগঃ ১০।১৩।৫৪

অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ভাগঃ ৪।১৩।৭

—ইহাদের অর্থ ১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪২০-৪২১) দেওয়া হইয়াছে।

জ্ঞানবিজ্ঞান নিধয়েব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। ভাগঃ ১০।১৬।৩৬

—ইহার অর্থ ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ২৬২) দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বং ত্বমেব সগুণো বিগুণশ্চ ভূমন্

নান্যত্ত্বদস্ত্যপি মনো বচসা নিরুক্তম্ ॥ ভাগঃ ৭।৯।৪৭

—হে ভূমন্ ! স্থূল, সূক্ষ্ম সকলি আপনি, মনঃ ও বাক্য দ্বারা প্রকাশিত কোন বস্তু আপনা হইতে ভিন্ন নাই। ভাগঃ ৭।৯।৪৭

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, উক্ত গুণ সমুদায় উপসংহার কর্ত্তব্য।

ভিত্তি :—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্‌। অন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ। প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"

(তৈত্তিঃ ২।৫)।

—এই বিজ্ঞানময় হইতে ভিন্ন এবং উহার অন্তরে বর্ত্তমান আনন্দময়, যাহার দ্বারা বিজ্ঞানময় পূর্ণ। এই আনন্দময়ও পুরুষাকার, বিজ্ঞানময়ের ন্যায়। প্রিয়ই তাহার শিরঃ, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদই বাম পক্ষ, আনন্দ আত্মা এবং ব্রহ্মই পুচ্ছ এবং প্রতিষ্ঠা। (তৈত্তিঃ ২।৫)।

সংশয় :—পূর্ব্ব সূত্রানুসারে যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রুত্যুক্ত গুণগুলি ব্রহ্মে উপসংহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তখন তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৫ মন্ত্রে উল্লিখিত প্রিয় শিরঃ, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ প্রভৃতিও উপসংহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। এই সংশয় নিরসনের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১২।

প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে॥ ৩।৩।১২॥

প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ + উপচয়াপচয়ৌ + হি + ভেদে॥

প্রিয়-শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ :—প্রিয়-শিরস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের অপ্রাপ্তি। **উপচয়াপচয়ৌ :**—হ্রাস ও বৃদ্ধি। **হি :**—নিশ্চয়ে। **ভেদে :**—ভেদসত্বে।

ব্রহ্মের আনন্দাদি গুণের উপসংহার সত্ত্বেও "প্রিয় তাঁহার শিরঃ, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।৫ মন্ত্রোক্ত প্রিয়শিরস্ত্বাদি গুণের প্রাপ্তি বা উপসংহার হইবে না। কারণ, সেগুলি ত ব্রহ্মগুণ নহে, উহারা ব্রহ্মের পুরুষবিধত্বরূপ গুণেরই অন্তর্গত মাত্র, এবং সেজন্য রূপক কল্পনা মাত্র। আরও দেখ, শিরঃ, পক্ষ, পুচ্ছাদি অবয়ব ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মে উপচয়াপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধিহ্রাসের সম্ভাবনা উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম "সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ" এ শ্রুতিবাক্যও বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। অতএব, উহার উপসংহার কর্ত্তব্য নহে।

অভীষ্ট বস্তুর দর্শনে যে আনন্দ—তাহা প্রিয়, উহার লাভে যে আনন্দ—তাহা মোদ এবং উহার ভোগে যে আনন্দ—তাহা প্রমোদ। ব্রহ্মে যখন স্বগত ভেদও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তখন শিরঃ, পক্ষ, পুচ্ছ প্রভৃতি রূপক মাত্র, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সুতরাং রূপক কল্পনায় উল্লিখিত গুণসকল স্বরূপগত না হওয়ায়, উপসংহার অকর্ত্তব্য।

পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্ ॥ ভাগঃ ১০।৮৭।১৭

—যিনি পুরুষাকারে অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশে অন্বিত হইলেও, যিনি উহাদের চরমে উহাদের ব্যতিরিক্ত সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, এবং যিনি এই অন্নময়াদি কোশে অবশেষ, সত্য স্বরূপ—এই সকলই আপনি। ভাগঃ ১০।৮৭।১৭

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম অন্নময়াদি কোশে অন্বিত পুরুষবিধ হইতে বিলক্ষণ; উহাদের সাক্ষীরূপে অন্তরে বর্ত্তমান এবং উহাদের চরম ও পরম সত্য স্বরূপ। অতএব উক্ত পুরুষবিধাকারে কথিত গুণসকল তাঁহাতে উপসংহরণীয় নহে।

শ্রুতি :—

১। "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ……"। (তৈত্তিঃ ২।১)।
—সেই তাঁহা হইতে ……। (তৈত্তিঃ ২।১)

২। "সোঽকাময়ত……"। (তৈত্তিঃ ২।৬)।
—তিনি কামনা করিলেন……। (তৈত্তিঃ ২।৬)।

৩। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। (তৈত্তিঃ ২।১)।
—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম। (তৈত্তি ২।১)।

৪। "আনন্দো ব্রহ্ম"। (তৈত্তিঃ ৩।৬)।
—আনন্দ ব্রহ্ম। (তৈত্তিঃ ৩।৬)।

সংশয় :—ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, কারুণ্য, ভক্তবাৎসল্য, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি প্রভৃতি অসংখ্য গুণ বর্ত্তমান আছে। উহাদের গণনা ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি করিতে পারেন না, তাহা তুমিই বলিয়াছ। তবে, উহাদের সকলের উপসংহার সম্ভব হইবে কিরূপে? এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১৩।

ইতরে ত্বর্থ-সামান্যাৎ॥ ৩।৩।১৩॥
ইতরে + তু + অর্থসামান্যাৎ॥

ইতরে :—অপর সমস্ত গুণ। **তু :**—সংশয় নিরসনে। **অর্থসামান্যাৎ :**—ব্রহ্মপদার্থের সমানার্থক বলিয়া (শঙ্কর ও রামানুজ), মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফলসাম্য বলিয়া (মধ্ব ও বলদেব)।

যে সমুদায় গুণ, ব্রহ্মের স্বরূপগত হওয়ায় তাঁহা হইতে অভেদ, এবং মোক্ষ-প্রাপ্তি যাহাদিগের ফল, তাহাদের উপসংহার কর্ত্তব্য। এই সকল গুণ সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায়, সমুদায় ভক্তের মোক্ষ প্রাপ্তিরূপ একই ফল প্রদান করে।

সত্য জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ, সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৩

—মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যাহা দর্শন করেন, সেই সত্য, জ্ঞান,

অনন্ত এবং সনাতন জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মলোক প্রদর্শন করিলেন। ভাগঃ ১০।২৮।১৩

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যং স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥
ভাগঃ ১০।১৪।২২

—১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪২০-৪২১) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুণোপসংহারের উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন উপাসনায় এবং ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যে ভেদ দৃষ্টি অপসারণ ও হৃদয়ে ব্রহ্মভাব জাগরণ। এ জন্য ব্রহ্মে যত গুণ হওয়া সম্ভব বা অসম্ভব তাহাদিগের খুঁটিনাটি বিচারে মস্তিষ্ক আলোড়িত করা এবং সময়ক্ষেপণ কর্ত্তব্য নহে। ইহা গুণোপসংহাররূপ অতি শ্রেয়স্কর উপদেশের অপব্যবহার ভিন্ন কিছুই নহে। যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনা এবং বিভিন্ন উপাসনায় উপদিষ্ট উপাস্য ব্রহ্মই, এই ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা সকল শ্রেয়ঃকামীর কর্ত্তব্য।

ভিত্তি :—

১। **"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।"**

(কঠঃ ১।৩।৩)।

—শরীরকে রথ এবং আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে।

(কঠঃ ১।৩।৩)

২। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"। (তৈত্তিঃ ২।১)

—ব্রহ্মবিৎ পরতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। (তৈত্তিঃ ২।১)।

সংশয় :—আগে যে বলিলে, যে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ব্রহ্মকে পক্ষীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, এবং উহার প্রিয়শিরস্তাদি গুণ ব্রহ্মগুণ নহে। পক্ষীরূপ কল্পনা করাতেই উহারা কথিত হইয়াছে। যদি ব্রহ্ম পক্ষীরূপী নহেন এবং প্রিয়শিরস্তাদি গুণ—ব্রহ্মগুণ নহে, তবে ও প্রকার কল্পনার কারণ কি? যাহা যে প্রকার নহে, তাহাকে সেরূপ কল্পনা করিতে হইলে, নিশ্চয়ই কোনও রূপ প্রয়োজন থাকা আবশ্যক হয়। যেমন কঠ শ্রুতির ১।৩।৩ মন্ত্রে শরীরকে রথ, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, বুদ্ধিকে সারথী প্রভৃতি কল্পনার উপদেশ আছে, উহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি যে, উপাসক উক্ত রূপকের দ্বারা শরীর ইন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবে। এখানে এমন কি প্রয়োজন, যে শ্রুতি পক্ষীরূপ কল্পনা করিলেন? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১৪ ॥

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ৩।৩।১৪ ॥

আধ্যানায় + প্রয়োজনাভাবাৎ ॥

আধ্যানায় :—উপসনার উদ্দেশ্যে। **প্রয়োজনাভাবাৎ :**—যেহেতু অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উপাসনার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের পক্ষীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কারণ, অন্য কোনও প্রয়োজন নাই। তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে **"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"** বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের প্রকরণ আরম্ভ করিলেন, এবং **"সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিলেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি বাহ্যদর্শী সাধক একেবারে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ বিধায়, শ্রুতি দৃশ্যমান অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে প্রাণময়, তদভ্যন্তরে

মনোময়, তাহার ভিতর বিজ্ঞানময়, এবং সর্ব্বশেষে আনন্দময় কোষের উপদেশ দিয়া, প্রত্যেক কোশে অবস্থিত পুরুষবিধ রূপ নির্দ্দেশ করতঃ তাহার শিরঃ, পক্ষাদি নির্দ্দেশ করিতে করিতে, সাধকের বুদ্ধি ক্রমশঃ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমে আনয়ন পূর্ব্বক, তত্তৎ কোশে অধিষ্ঠাতার ধারণার শিক্ষা দিয়া, সর্ব্বাভ্যন্তরস্থ পরমাত্মারও ঐ প্রকার পুরুষবিধ রূপ, এবং তাহার উপযোগী শিরঃ, পক্ষাদির নির্দ্দেশ করিলেন। সাধককে স্থূল হইতে সূক্ষ্মতমে আনয়ন পূর্ব্বক, তাহার বুদ্ধিকে পরমাত্মস্বরূপ ধারণার উপযোগী করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, রূপক কল্পনা উপাসকের মঙ্গলের জন্যই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াছেন। অন্য কোনও প্রয়োজন নাই।

ব্রহ্ম আত্মারাম, আপ্তকাম, নিরীহ, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্যই নাম, রূপ ও গুণাদি ধারণ করিয়া বহুধা প্রকাশিত হন।

বিশ্বায় বিশ্বভবন স্থিতি সংযমায় স্বৈরংগৃহীতপুরুশক্তিগুণায় ভূম্নে।
স্বস্থায় শশ্বদুপবৃংহিত পূর্ণবোধ ব্যাপাদিতাত্মতমসে হরয়ে নমস্তে॥
ভাগঃ ৮।১৭।৫

১।৩।৯ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ- ৫৭৯) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

তিনি নামরূপ রহিত হইয়াও নিজ ভক্তগণের মঙ্গলের এবং অনুগ্রহের জন্য বিবিধ নামরূপ গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৩৬) ভাগবতের ৬।৪।২৮ শ্লোক, এবং ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১২৮৩-৮৫) ১০।২।৩৫-৩৭, শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

তিনি ত আত্মারাম ও আপ্তকাম। তাঁহার নিজের ত কোনও প্রয়োজন নাই। কেবল ভক্তগণের ধ্যান ধারণার সৌকর্য্যার্থে তিনি নানা রূপে নানা লীলা করিয়া থাকেন। ইহা ৩।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত, ১০।১৪।১৯, ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তিনি নানারূপে নানা গুণ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হন বলিয়া, যে প্রকার সাধক, যে কোনও প্রকারে সাধনা করেন, তাহা তাঁহারই উপাসনা। এই প্রসঙ্গে ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৯২-৯৩) ১০।৪০।৪ হইতে ১০।৪০।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সুতরাং, সাধকের ধ্যান-ধারণার সৌকর্য্যার্থে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে, তাঁহার পক্ষীরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

শ্রুতিঃ—

"অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ ॥" (তৈত্তিঃ ২।৫)।

—অভ্যন্তরেস্থিত অন্য—আনন্দময় আত্মা। (তৈত্তিঃ ২।৫)

সূত্রঃ—৩।৩।১৫।

আত্ম-শব্দাচ্চ ॥ ৩।৩।১৫ ॥

আত্ম-শব্দাৎ+চ ॥

আত্ম-শব্দাৎঃ—আত্মশব্দের প্রয়োগ হেতু। **চ**ঃ—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রাংশে "আত্ম" শব্দ প্রয়োগ থাকায় এবং আত্মার শিরঃ, পক্ষাদি থাকা অসম্ভব হেতু প্রিয়শিরস্থাদির প্রয়োগ ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির সুবিধার জন্য রূপক ভাবে করা হইয়াছে। অতএব, উহারা ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ নহে বলিয়া উপসংহরণীয় নহে।

ভাগবত মতে পরমাত্মা, ভগবান্ ব্রহ্মই কৃষ্ণমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এজন্য, 'আত্মা' শব্দ তাঁহার সম্বন্ধে বহুল প্রয়োগ আছে, যথা :—

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥ ভাগঃ ১০।১৩।২৭

—এই প্রকারে স্বয়ং আত্মা শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালকছলে আপনার দ্বারা আপনাকেই পালন করতঃ এক বৎসর যাবৎ বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিলেন। ভাগঃ ১০।১৩।২৭

৩।৩।৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।২।২৩ শ্লোকে, ব্রহ্মা তাঁহাকে "অববোধ আত্মা"—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা—বলিয়া স্তব করিতেছেন। ৩।২।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৩।১৮ শ্লোকে (পৃঃ—১২৯৩) বসুদেব তাঁহাকে "সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ" বলিয়া, তাঁহার বহিরন্তর নাই, বলিতেছেন।

যমলার্জ্জুন পতিত হইলে তাহা হইতে উত্থিত সিদ্ধ পুরুষ তাঁহাকে 'আত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ। ভাগঃ ১০।১০।৩০

—তুমিই সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, আত্মা, ইন্দ্রিয়গণের ঈশ্বর।

ভাগঃ ১০।১০।৩০

৩৷৩৷১৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০৷১৪৷২২ শ্লোকে ব্রহ্মা তাঁহাকে **"একত্বমাত্মা"** বলিয়া স্তব করিতেছেন। ১০৷১৪৷৫৫ শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন :—**"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানং অখিলাত্মনাম্"**—কৃষ্ণকে অখিল দেহীর আত্মা বলিয়া জান।

গোবর্দ্ধন ধারণের পর হতগর্ব্ব ইন্দ্র স্তব করিতেছেন :—**"সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ"**। ভাগঃ ১০৷২৭৷১১।—আপনি জগদ্রূপ, সমুদায়ের আদিকারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মা। আপনাকে নমস্কার। ভাগঃ ১০৷২৭৷১১

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য, তিনি **'আত্মা'** বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তৈত্তিঃ শ্রুতিতে আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত যিনি, তাঁহাকে **'আত্মা'** বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করায়—তিনি পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা ভগবান।

ভিত্তি :—

১। "অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ।" (তৈত্তিঃ ২।২)।
—অপর একটি অন্তরস্থ আত্মা—প্রাণময়। (তৈত্তিঃ ২।২)।

২। "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ।" (তৈত্তিঃ ২।৩)
—অপর একটি অন্তরস্থ আত্মা—মনোময়। (তৈত্তিঃ ২।৩)।

৩। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। (তৈত্তিঃ ২।৪)
—অপর একটি অন্তরস্থ আত্মা—বিজ্ঞানময়। (তৈত্তিঃ ২।৪)।

৪। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ। (তৈত্তিঃ ২।৫)।
—অপর একটি অন্তরস্থ আত্মা—আনন্দময়। (তৈত্তিঃ ২।৫)।

সংশয় :—তৈত্তিঃ শ্রুতির ২।৫ মন্ত্রে যেমন 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ আছে, সেইরূপ ২।২, ২।৩, ২।৪ মন্ত্রাংশেও 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহাতে এই সমুদায় 'আত্মা' শব্দ যে পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহার নিশ্চয়তা কি ? জীবাত্মাকেও ত নির্দ্দেশ করিতে পারে। বিশেষতঃ, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় প্রভৃতি বিশেষণ ত জীবাত্মাতেই প্রযোজ্য। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১৬।

আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ৩।৩।১৬ ॥
আত্মগৃহীতিঃ + ইতরবৎ + উত্তরাৎ ॥

আত্মগৃহীতিঃ :—পরমাত্মার গ্রহণ। **ইতরবৎ :**—যেমন অন্যত্র, অন্য শ্রুতিতে। **উত্তরাৎ :**—বাক্যশেষ হইতে।

অন্যান্য শ্রুতিতে '**আত্মা**' শব্দ পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করে, যেমন—"**আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ…স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি ॥**" (ঐতরেয় ১।১।১)—এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মারূপেই ছিল, সেই আত্মা ইচ্ছা করিলেন, লোক সমূহ সৃষ্টি করিব। "**আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ…**" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১)—লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সকল পুরুষাকার আত্ম স্বরূপেই ছিল।

এই দুই শ্রুতি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, 'আত্মা' শব্দ পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করে।

আবার, তৈত্তিঃ শ্রুতির ২।৫ মন্ত্রের পরের মন্ত্রেই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে—**"সোঽকাময়ত—বহুস্যাং প্রজায়েয়"**—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব। এই উত্তরবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তৈত্তিঃ ২।৫ মন্ত্রের **'আত্মা'** জগৎকারণ পরমাত্মাই। উক্ত শ্রুতির ২।২, ২।৩ ও ২।৪ মন্ত্রে উক্ত **"আত্মা"**, ২।৫ মন্ত্রে কথিত **"আত্মা"** হইতে পৃথক নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে "আত্মা" শব্দে পরমাত্মাই লক্ষ্য, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥

ভাগঃ ১০।৮৫।২২-২৩

—স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ এই এক আত্মাই স্বীয় সৃষ্ট গুণ দ্বারা উৎপাদিত এই দেহ সকলে বহুপ্রকার হয়েন। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি নিত্য ও নির্গুণ। আত্মা এইরূপ অবিকৃত হইয়াও, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল ও পৃথিবী এবং তৎকৃত বিকার প্রভৃতিতে নানারূপে আবির্ভূত হয়েন।

ভাগঃ ১০।৮৫।২২-২৩

এখানে আত্মা যে পরমাত্মা, তাহা সুস্পষ্ট। আর অধিক উদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

তৈত্তি :—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।" (তৈত্তিঃ ২।১।৩)
—সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইত। (তৈত্তিঃ ২।১।৩)

সংশয় :—অন্যান্য শ্রুতিতে 'আত্মা' শব্দে পরমাত্মা নির্দেশ করা হইতে পারে, হউক, তাহাতে আপাততঃ আপত্তি নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বসূত্রে যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার নিরসন হইল না। প্রাণময়, মনোময় সমুদায় জড়। তাহাদের সম্পর্কে আত্মার উল্লেখ তৈত্তিঃ শ্রুতির ২।২ ও ২।৩ মন্ত্রে করা হইয়াছে। আবার, বিজ্ঞানময়—চিৎকণ জীব—তাহার সম্পর্কেও আত্মার উল্লেখ ২।৪ মন্ত্রে করা হইয়াছে। অতএব, 'আত্মা' জীবাত্মাই হইবে, পরমাত্মা কি প্রকারে হইবে? উত্তরবাক্যে "তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মিব"—ইহা মাত্র সন্তোষকর নহে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।১৭।

অন্বয়াদিতি চেৎ, স্যাদবধারণাৎ ॥ ৩।৩।১৭ ॥
অন্বয়াৎ + ইতি + চেৎ + স্যাৎ + অবধারণাৎ ॥

অন্বয়াৎ :—সম্বন্ধ হেতু, প্রাণময় মনোময়াদি অনাত্ম পদার্থ সম্বন্ধ হেতু। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **স্যাৎ :**—হইতে পারে। **অবধারণাৎ :**—অবধারণ হইতে।

দেখ, তৈত্তিঃ শ্রুতির ব্রহ্মানন্দ বল্লীর উপক্রমেই বলা হইয়াছে, "সেই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল"—সেখানে যে 'আত্মা' শব্দে "পরমাত্মা", নিশ্চিতরূপে অবধারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তারপর উত্তর পদেও "**সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়**"—তিনি কামনা করিলেন, বহু হইব, জন্মিব—ইহাও যে পরমাত্মা, তাহাও নিশ্চিতরূপে অবধারিত। আত্মা শব্দের লক্ষ্য নিশ্চিতরূপে উপক্রম ও উপসংহারে অবধারিত হওয়ায়, মধ্যেও যে আত্মা শব্দের উল্লেখ আছে, তাহাও যে উক্ত লক্ষ্য পরমাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব তৈত্তিঃ ২।২, ২।৩, ২।৪, ২।৫ মন্ত্রে ব্যবহৃত আত্মা শব্দের পরমাত্মাই লক্ষ্য ইহা প্রতিপাদিত হইল।

বিশেষতঃ, অরুন্ধতীন্যায়ে, যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিকে একেবারে অরুন্ধতী চেনান অসম্ভব হইলে, ক্রমশঃ দূরতর হইতে নিকট, নিকটতর ও নিকটতম তারার সাহায্যে উহা চিনাইয়া দিতে হয়, সেইরূপ বহির্ম্মুখ স্থূলদর্শী সাধককে একেবারে ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হওয়ায়, দৃশ্যমান অন্নময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ অন্তর, অন্তরতর ও অন্তরতম—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের অন্তরস্থ আত্মার উল্লেখ করিয়া সকলের অন্তরতম আনন্দময় কোশের উল্লেখ করিলেন। তাহার অন্তরে, আর কোনও কোশ না থাকায়, তাহাই পরিসমাপ্তি। সুতরাং, তাহার অভ্যন্তরস্থ আত্মা যে পরমাত্মা, তাহাতে আর সন্দেহ কি? উপক্রম, উপসংহার ও অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) ইত্যাদি হইতেই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হয়। **অতএব, ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদিত হইল যে, আনন্দময় কোশ সম্বন্ধে উল্লিখিত আত্মা পরমাত্মাই।**

এই প্রসঙ্গে ৩।৩।১২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৮৭।১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানে স্পষ্টই উল্লেখ আছে, "**ত্বমথ যদেষবশেষমৃতম্**"। অর্থ সেইখানেই দেওয়া আছে।

৭। কার্য্যাখ্যানাধিকরণ ॥

ভিত্তি —

১। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" (বৃহদাঃ ১।৪।৭)।
—আত্মা রূপেই উপাসনা করিবে। (বৃহঃ ১।৪।৭)।

২। "মাতা পিতা ভ্রাতা নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্ গতির্নারায়ণো—।"
(সুবালোপনিষৎ—৬)

—নারায়ণই মাতা, পিতা, ভ্রাতা, নিবাস (আশ্রয় স্থান), শরণ, সুহৃৎ ও গতি। (সুবাল ৬)।

৩। "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" (গীতাঃ ৯।১৭)
"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণঃ সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥"
(গীতাঃ ৯।১৮)

—আমি এই জগতের পিতা, মাতা, সর্ব্বফল বিধাতা ও পিতামহ। আমিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, প্রভব (স্রষ্টা), প্রলয় (সংহর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান), বীজ (কারণ), এবং এই সমুদায় হইয়াও অব্যয়। (গীঃ ৯।১৭-১৮)

সংশয় :—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৭ মন্ত্রে "আত্মা" রূপে উপাসনা করিবার উপদেশ আছে। আবার সুবালোপনিষদে তিনিই মাতা, পিতা, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, গতি বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। গীতাও উহার প্রতিধ্বনি ৯।১৭ ও ৯।১৮ শ্লোকে করিয়াছেন। উপাসকের মধ্যেও অনেকে দাস্যভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্য ভাবে, শান্তভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। সেজন্য, তাঁহারা, তাঁহাদের উপাস্য ভগবান্‌কে কেহ প্রভু, কেহ সখা, কেহ পুত্রকন্যা, কেহ বা পিতামাতা, কেহ বা নিবাস ও শরণ এবং কেহ বা একমাত্র গতি বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ঐ প্রকার উপাসনায় বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।৭ মন্ত্রাংশের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব, সন্দেহ হইতেছে যে, ভগবানকে পিতা, মাতা, সখা, প্রভু, নিবাস, শরণ, গতি প্রভৃতি রূপে উপাসনা করা উচিত কিনা? বৃহদারণ্যক শ্রুতির উক্ত মন্ত্রাংশের বলে, উচিত নয় বলিয়াই মনে হয়। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।১৮।

কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ৩।৩।১৮ ॥

কার্য্য + আখ্যানাৎ + অপূর্ব্বম্ ॥

কার্য্য :—ফল, মোক্ষ (উক্তরূপ উপাসনার ফল মোক্ষই)। **আখ্যানাৎ :**—কথন হেতু। **অপূর্ব্বম্ :**—পিতা, মাতা, সখা, সুহৃৎ, প্রভু, ভর্ত্তা প্রভৃতি রূপে উপাসনা, যাহা পূর্ব্বে অনুক্ত আছে, তাহাদেরও উপসংহার করিতে হইবে।

পিতা, মাতা, সখা, সুহৃৎ, প্রভু, ভর্ত্তা, নিবাস, শরণ, গতি প্রভৃতি রূপে উপাসনা পূর্ব্বে অনুক্ত থাকায়, উহারা যদিও "অপূর্ব্ব"—কিন্তু ঐ সকল প্রকার উপাসনার ফল "আত্মা" রূপে উপাসনার ফলের ন্যায় মোক্ষ, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত হওয়ায়, উহাদেরও উপসংহার করণীয়। ঐ ঐ প্রকারে ভগবানের ধ্যান ধারণা করিলে পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও উক্ত আছে :—

ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্।
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহুস্তনুম্ ॥ (শ্বেতাশ্বতরঃ ৫।১৪)।

—তিনি ভাবগ্রাহ্য, নাম ও শরীররহিত, সৃষ্টি ও প্রলয়-কারণ, আনন্দৈকরস, প্রাণ হইতে নাম পর্যন্ত (৩।২।৩৩ সূত্র) ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেব অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ। যাঁহারা তাঁহাকে এরূপ জানেন, তাঁহারা শরীর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ, আর তাঁহাদের জন্ম হয় না, সংসার নিবৃত্ত হয়, মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (শ্বেতাঃ ৫।১৪)

অতএব, তিনি "ভাবগ্রাহ্য" বলিয়া, যে উপাসক তাঁহাকে যে ভাবেই উপাসনা করুন না কেন, যদি ভাব গাঢ় হয়, তবে উপাসনার সার্থকতা করতলগত। সুতরাং, পিতা, মাতা, প্রভু, ভর্ত্তা, সখা, সুহৃৎ প্রভৃতি যে কোনও ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, ফল একই।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে, আমি যাহাদিগের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহ-ভাজন, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরুসদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎসম হিতকারী, ইষ্টদেব তুল্য পূজনীয়, অর্থাৎ যাহারা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, হিতকর, কল্যাণকামী জানে সর্ব্বতোভাবে আমাকে ভজনা করে, আমার

কালচক্র কি কখনও তাহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয়? কালের প্রভাব তাহাদিগে স্পর্শে না। ভাগ: ৩।২৫।৩৫

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেঽনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্॥ ভাগঃ ৩।২৫।৩৫

ত্বং সর্ব্বলোকস্য সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো হ্যাত্মা গুরুর্জ্ঞানমভীষ্টসিদ্ধিঃ।
ভাগঃ ৮।২৪।৩১

—তুমিই সমস্ত লোকের সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান ও অভীষ্ট-সিদ্ধি স্বরূপ। ভাগঃ ৮।২৪।৩১

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্। ভাগঃ ১১।৮।৩৪

—ইনিই দেহধারীগণের প্রিয়তম আত্মা, নাথ ও সুহৃৎ। ভাগঃ ১১।৮।৩৪

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং ইতর বস্তুজাতের প্রিয়ত্ব—আত্মা সম্পর্কেই—ইহা বিস্তারিত ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিতে আত্মভাবে উপাসনা করিবার উপদেশের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে ১। উপাস্যকে আত্মার ন্যায় প্রিয়তম ভাবিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ২। উপাস্যকে উপাসনা করিবার জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, তিনি "আত্মার আত্মা"রূপে হৃদয়-গুহায় বর্ত্তমান। ৩। শ্রুতির উদ্দেশ্য নহে যে, তাঁহাকে পতি, পিতা, মাতা, সখা, সুহৃৎ প্রভৃতি রূপে উপাসনার প্রতিষেধ করা। যদি ভগবানকে ঐ সকল ভাবে আত্মার ন্যায় প্রিয়তম রূপে উপাসনা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দোষ ত নাই, অন্য পক্ষে উক্ত ভাব সকল সংসারে স্থিত উপাসকগণের স্ব স্ব অনুভূতি হইতে জাত বলিয়া, বিশেষ উজ্জ্বল ও জীবন্ত, একারণ অধিক ফলপ্রদ। ৪। অদ্বৈতই তত্ত্ব, দ্বৈত প্রতিষেধ উপাসনায় প্রয়োজনীয়, এ কারণ পরমতত্ত্বকে আত্মভাবে উপাসনা করিবার উপদেশ। ভগবান "ভাববন্ধু"—যিনি যে ভাবেই তাঁহাকে ভজনা করুন না কেন, তিনি ভাবমাত্রই গ্রহণ করেন। অন্তর্য্যামীর কাছে কোনও ভাব ত অগোচর থাকে না। ভাব গাঢ় হইলে, তিনি ভাবানুযায়ী রূপ, উপাসকের হৃদয়ে প্রকটিত করেন।

এই প্রসঙ্গে ২।৪।১৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১২।৮।৩৪ শ্লোক (পৃঃ ১১২১), ১।২।৩০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৪৯) উদ্ধৃত ৩।৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে উহাদের পুনরুদ্ধার করা হইল না।

এই সূত্রে আলোচ্য তত্ত্ব পূর্ব্বে ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ভক্তির দ্বারাই তিনি লভ্য। যে যে ভাবে তাঁহাকে ভক্তি করুন না কেন, অন্তর্যামী তাহা সম্পূর্ণভাবে অবগত হইয়া, ভক্তির তারতম্যানুসারে যথোচিত বিধান করেন। শুধু নাম লইয়া বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, যাহা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেই ভক্তিদেবীর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কোনও প্রকার উপাসনা বিফলে যায় না। হৃদয়ে যে পরিমাণের, যে প্রকার শক্তির কম্পন বা ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববিৎ পরমাত্মতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ সংক্রামিত হয়। তড়িৎ শক্তির ক্রিয়ার ন্যায় এ ক্রিয়া অবিরত চলিতে থাকে এবং প্রতিস্পন্দন অবিরত আসিয়া উপাসকের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পন্দিত, উত্তেজিত ও গঠিত করিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত মলিনতা বুদ্ধিবৃত্তিকে দৃঢ়ভাবে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, প্রতিস্পন্দন অনুভূত হয় না বটে; কিন্তু ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা মলিনতা ক্রমশঃ অপসারিত করিবেই করিবে। এ সকল বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রালোচনায় একাধিকবার বলা হইয়াছে। অতএব ভাবই মূল বস্তু, এবং তাহা ধারাবাহিক ভাবে, অবিচ্ছিন্ন তাঁহার দিকে প্রেরণ কর্ত্তব্য। তিনি সর্ব্বময়। তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা, সুহৃৎ, প্রভু, ভর্ত্তা যাহাই বল, সমুদায়ই প্রযোজ্য। এ সমুদায় অনুকূল ভাবের আলম্বন। যাহারা প্রতিকূল ভাবের ভাবুক, তাহাদের অধিকার নিম্নতর বলিয়া মনে করিও না। উচ্চতর অধিকারী না হইলে ভগবানের প্রতি শত্রু বা দ্বেষ্য ভাব পোষণ করিতে পারে না। পুরাণে জয় বিজয়ের উপাখ্যান ইহা প্রতিপাদন করে। প্রতিকূলভাব পোষণে এবং তাহার পরিণতিতে প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ। তৃতীয় অধ্যায়ের ভূমিকায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৭।১।২৯ ও ৭।১।২৫ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য। তাঁহার কাছে স্ব, পর, শত্রু, মিত্র কিছুই নাই। জীব তাঁহার উপাসনা করুক বা না করুক, তাহাতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তিনি নিজের জন্য

উপাসনা গ্রহণ করেন না। সাধক নিজের উপকারের জন্যই তাঁহার উপাসনা করেন। নিজের মুখ চিত্রিত, শোভিত করিয়া দর্পণে দেখিলে, সুন্দর দেখায়, আবার মুখ বিকৃত করিয়া দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে বিকৃত মুখই দেখা যায়—ভগবানে উপাসনা এই প্রকারই। এই প্রসঙ্গে ভাগবতের নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপসংহার করিব :—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

ভাগঃ ৭।৯।১০

—২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৪৩) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

৮। সমানাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "সত্যং ব্রহ্মেত্যুপাসীত, অথ খলুক্রময়োঽয়ং পুরুষঃ······
······স আত্মানমুপাসীত, মনোময়ং প্রাণশরীরং ভারূপং
সত্যসংকল্পমাকাশাত্মানম্ ॥" (শাণ্ডিল্য বিদ্যা—শুক্ল যজুঃ)

—সত্য সংজ্ঞক ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। এই পুরুষ (জীবই) নিশ্চয় ক্রতুময় অর্থাৎ সংকল্প প্রধান·· ·· যে লোক মনোময়, প্রাণ-শরীর, জ্যোতির্ম্ময়, সত্যসংকল্প ও আকাশাত্মক অর্থাৎ আকাশতুল্য এই আত্মার উপাসনা করিবে। (শাণ্ডিল্য বিদ্যা—শুক্ল যজুঃ)।

২। "মনোময়োঽয়ং পুরুষো ভাঃসত্যস্তস্মিন্নন্তর্হৃদয়ে যথা ব্রীহির্বা
যবো বা স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতি সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি
যদিদং কিঞ্চ ॥" (বৃহদারণ্যকঃ ৫।৬।১)।

—সেই অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ ও সত্যস্বরূপ এই মনোময় পুরুষ বর্ত্তমান আছেন,—যেমন ব্রীহি বা যব তদ্রূপ। সেই এই পুরুষই সকলকে বশীভূত রাখেন। সকলের শাসনকারী, সকলের অধিপতি এবং এই যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়কে যথাযথরূপে শাসন করেন। (বৃহদাঃ ৫।৬।১)।

সংশয় :—শুক্ল যজুর্ব্বেদে কথিত শাণ্ডিল্য বিদ্যা ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।৬।১ মন্ত্রে কথিত শাণ্ডিল্য বিদ্যা কি একই বিদ্যা বা বিভিন্ন বিদ্যা? উভয় মন্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ঈশিত্ব, বশিত্ব প্রভৃতি গুণ সকল অধিকভাবে বর্ণিত আছে। অতএব, উপাস্যের ভেদ বশতঃ বিদ্যাভেদই বটে? ইহার সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র:—৩।৩।১৯।

সমান এবং চাভেদাৎ ॥ ৩।৩।১৯ ॥

সমানঃ + এবং + চ + অভেদাৎ ॥

সমানঃ :—এক। **এবং** :—এইরূপে। **চ** :—ও। **অভেদাৎ** :—ঐক্য হেতু।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও যখন মনোময়, ভারূপ, প্রাণশরীর (পুরুষ) প্রভৃতির ঐক্য রহিয়াছে এবং তদতিরিক্ত ঈশিত্ব, বশিত্বাদি গুণসকল সত্যসংকল্পত্বাদি গুণ হইতে অভিন্ন, তখন স্বরূপগত ভেদ সিদ্ধ হইতেছে না ; উভয় বিদ্যারই ঐক্য সিদ্ধ হইতেছে। **(শঙ্কর ও রামানুজ সম্মত)**।

[মধ্ব, বল্লভ ও বলদেব ৩।৩।১৯ সূত্রের ব্যাখ্যা একটু অন্য প্রকারে করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল]

ভিত্তি :—

১। "আত্মেত্যেবোপাসীত।" (বৃহদারণ্যকঃ ১।৪।৭)।
—আত্মারূপেই উপাসনা করিবে। (বৃহদাঃ ১।৪।৭)।

২। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত।" (বৃহদাঃ ১।৪।১৫)।
—আত্মলোকের উপাসনা করিবে। (বৃহদাঃ ১।৪।১৫)।

৩। সৎ পুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং জ্ঞানমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥
গোপ-গোপী-গবাধীতং সুরদ্রুমলতাশ্রিতম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥
কালিন্দী জল কল্লোল সঙ্গি মারুত সেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥
(গোপাল পূর্ব্বতাপনী—১-২-৩।)

—সৎ পুণ্ডরীক নয়ন, মেঘাভ, বিদ্যুৎ তুল্য অম্বর পরিহিত, দ্বিভুজ, জ্ঞানমুদ্রাধারী, বনমালী, ঈশ্বর, গোপ-গোপী ও গোগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত, কল্পতরুতলে রত্নপঙ্কজ মধ্যে অবস্থিত, দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং কালিন্দী জলকল্লোল সংস্পর্শে শীতল ও মন্দ বায়ু দ্বারা সেবিত, শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্ত হয়।
(গোঃ পূঃ তাঃ ১-২-৩)।

সংশয় :—এখানে স্পষ্টতঃ শ্রুতি বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ভগবদুপাসনা কি প্রকারে করিবে? বিশুদ্ধ আত্মা স্বরূপে করিবে? বা আত্মলোকের উপাসনা করিবে? অথবা, বিগ্রহ রূপে উপাসনা করিবে? আত্মা **"সত্য জ্ঞানানন্তানন্দ স্বরূপ"** বলিয়া তৈত্তিরীয় শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব উপাস্য একরসই হওয়া উচিত। বিগ্রহে করচরণাদি ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকায়, একরসের বিরুদ্ধভাব সহজেই অনুমেয়। স্বগত ভেদ ত স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান। অতএব, বিগ্রহ উপাস্য নহে, 'বিশুদ্ধ আত্মাই উপাস্য, এই সিদ্ধান্ত করিতেই হয়। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩৷৩৷১৯।

সমান এবং চাভেদাৎ ॥ ৩৷৩৷১৯ ॥

সমানঃ :—এক। **এবং** :—এই প্রকারে। **চ** :—ও। **অভেদাৎ** :—অভেদ বা ঐক্য হেতু।

স্বর্ণ প্রতিমায় যেমন প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরে বাহিরে স্বর্ণময়, অথচ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হইয়া থাকে, সেই রূপ উপাস্য ভগবদ্বিগ্রহেরও সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্যান কালে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হইলেও, সমুদায় সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার নেত্র শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। তাঁহার দেহ ও দেহী ভেদ নাই—ইহা ৩৷২৷১৬ সূত্রের আলোচনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে উহা প্রত্যক্ষভাবে সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। **বিগ্রহ চিন্তার ফল যে মোক্ষ প্রাপ্তি ইহা শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতির ও মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। আত্মোপাসনার ফলও মোক্ষ। সুতরাং ফলের ঐক্য হেতু উভয় উপাসনা অভেদ সিদ্ধ হইল।**

শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ—বৎসপাল, সখা, বৎস প্রভৃতি রূপ ধারণ করিয়া বৎসরকাল ক্রীড়া করিলেন, উহারা সকলেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। ভাগঃ ১০৷১৩৷৫৪।

—সমগ্র শ্লোকটি ও উহার অর্থ ৩৷৩৷২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৯৩) দেওয়া হইয়াছে।

ভাগবতে ১০৷১৬৷৩৬ শ্লোকে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) **"জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে, ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে"** বলা হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞান নিধি—জ্ঞান ও চিচ্ছক্তিতে পরিপূর্ণ; যেমন সমুদ্র জলনিধি, জলের একমাত্র আশ্রয় এবং জল তাহার স্বরূপ—সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান বিজ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় এবং জ্ঞান বিজ্ঞানই তাঁহার স্বরূপ। যেমন সমুদ্রের মূর্ত্তি জল মাত্র, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি জ্ঞান-বিজ্ঞান। উহা প্রাকৃতিক মূর্ত্তি নহে। ব্রহ্মা স্তোত্র ১০৷১৪৷২১ শ্লোকে **"ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনৌ"**—অর্থাৎ, নিত্য বা সত্য, সুখ-আনন্দ, এবং বোধ-জ্ঞান—ইহারাই তাঁহার শরীর—অর্থাৎ তিনি সচ্চিদানন্দঘন। তাঁহার শরীরের সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

১।১।১৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪২০—৪২১) উদ্ধৃত ব্রহ্মাস্তোত্রের ১০।১৪।২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকেই আত্মা, পুরাণ পুরুষ, সত্য, স্বয়ংজ্যোতিঃ, অনন্ত. আদ্য, নিত্য, অক্ষয়, অজস্রসুখ, নিরঞ্জন পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধি হইতে মুক্ত, অমৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সমুদায় উল্লেখ একমাত্র পরমাত্মাতেই সম্ভব। সুতরাং, তাঁহার দৃশ্যমান বিগ্রহ থাকিলেও, ঐ বিগ্রহ তাঁহার একরস, আত্ম স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। উভয়ে একান্ত অভেদ। ৩।২।১৪ সূত্রের আলোচনায়ও এ তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। দুর্বোধ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য দয়ালু গুরু একই বিষয় একাধিকবার বলিয়া থাকেন, তাহাতে দোষ নাই। (মধ্ব, বল্লভ ও বলদেব সম্মত)।

পূর্ব্বাভাষ :—

[ভগবান্ যেখানে সাক্ষাৎ স্বরূপে আবির্ভূত হন, সেখানে গুণোপসংহার কর্ত্তব্য, উক্ত হইল। এখন প্রশ্ন উঠে যে, যে সকল জীবে ভগবানের আবেশ হয়, সেই সকলে সমুদায় গুণ উপসংহার উচিত কি না? ইহার উত্তর, উচিতও বটে, উচিত নয়ও বটে। যেখানে উপাসক ভগবদাবিষ্ট জীবকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করে, সেখানে উপসংহার করা যাইতে পারে। আর যেখানে ব্রহ্মভাব হৃদয়ে জাগরূক না হয়, জীবভাবই প্রধানরূপে হৃদয়ে জাগরূক থাকে, সেখানে উপসংহার করণীয় নহে। সূত্রকার ইহা পরবর্ত্তী দুই সূত্রে স্থাপন করিবেন। অতএব, উপাসকের অধিকারের উপর গুণোপসংহার করা না করা নির্ভর করে।]

৯। **সম্বন্ধাধিকরণ**॥

ভিত্তি :—

১। "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ ··॥"

(ছান্দোগ্যঃ ৭।১।১)।

—নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন। (ছাঃ ৭।১।১)।

২। "শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্‌দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি, সোঽহং" ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু॥" (ছান্দোগ্যঃ ৭।১।৩)।

—আপনার সদৃশ ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মবিদ্ বা ব্রহ্মবিদ্ শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোকে মগ্ন, হে ভগবান্! আপনি আমাকে শোকের পারে উত্তরণ করুন। (ছাঃ ৭।১।৩)।

৩। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)

—যে ব্যক্তির ভগবানে পরাভক্তি আছে, এবং ভগবানে যেরূপ, নিজ গুরুতেও সেইরূপ, তাহারই নিকট এই উপদেশ সকল প্রকাশিত হয়। সে মহাত্মা। (শ্বেতাশ্বতরঃ ৬।২৩)।

৪। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" (তৈত্তিঃ ২।১)।

—ব্রহ্মবিৎ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। (তৈত্তিঃ ২।১)।

৫। "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥"

(মুণ্ডকঃ ৩।২।৯)।

—যে ব্যক্তি পরম ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্মই হয়। (মুণ্ডঃ ৩।২।৯)

সংশয় ঃ—ভাল, ভগবান্ যেখানে স্বরূপে প্রকাশ পান, সেখানে যেন সমুদায় গুণের উপসংহার করা কর্ত্তব্য, বুঝিলাম। কিন্তু যে সমুদায় জীব ব্রহ্মবিৎ অথবা ব্রহ্মভাবে আবিষ্ট, যাহাদিগকে লৌকিক ব্যবহারে "আবেশ অবতার" বলে, তাঁহাদিগেও কি সমুদায় ব্রহ্ম গুণের উপসংহার করিতে হইবে? ব্রহ্ম ভাবের আবেশ তাঁহাদিগের সাময়িক ভাবে হয় মাত্র। সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে না। তাঁহাদিগের শিষ্য ও অনুগামী ভক্ত অনেক আছেন, তাহারা ত অনেকে উঁহাদিগকে ভগবান বলিয়া পূজা করেন। কিন্তু তাঁহারা জীব বলিয়া, উচ্চতর অধিকারে অবস্থান করিলেও, তাঁহাদের সম্বন্ধে সমুদায় ব্রহ্মগুণের উপসংহার করণীয় নহে বলিয়া মনে হয়। যেমন নারদ, সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে 'ভগবন্' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিন।" এখানে নারদ যে সনৎকুমারকে সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম রূপে মনে করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার ত বিশেষ হেতু নাই। অতএব, সমুদায় গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে। ইহার উত্তরে সূত্রকার দুইটি সূত্র অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শিষ্যের ভাবানুসারে গুণোপসংহার করা না করা নির্ভর করে।

সূত্র ঃ—৩।৩।২০।

সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ৩।৩।২০ ॥

সম্বন্ধাৎ + এব + অন্যত্র + অপি ॥

সম্বন্ধাৎ ঃ—সম্বন্ধ-হেতু। **এবং** ঃ—এই প্রকার। **অন্যত্র** ঃ—অন্য স্থলে। **অপি** ঃ—ও।

পরব্রহ্মের বা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ হেতু, অন্যস্থলে, অর্থাৎ ভগবদাবিষ্ট ব্যক্তিগণেও, এই প্রকার গুণোপসংহার করা উচিত।

শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিঃ শ্রুতির ২।১ মন্ত্রাংশ এবং মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৯ মন্ত্রাংশ হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্ম স্বরূপই হন। ফলতঃ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবেত্তা এবং অধিগত ব্রহ্মবিদ্য শিষ্য তত্ত্বতঃ অভিন্ন। গুরু এবং শিষ্যের ব্রহ্মভাবাপত্তি না হইলে, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান বা গ্রহণ হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম বাক্য মনের আগোচর। বাক্য দ্বারা তাঁহার বর্ণনা বা মনের দ্বারা তাঁহার ধারণা সম্ভব নহে। ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইতে পারিলেই ব্রহ্মবিদ্যা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মলভ্য নহে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, গুরু ও শিষ্য যখন উচ্চাধিকারে পৌঁছিয়াছেন, ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন ব্রহ্মভাবাবিষ্ট গুরুতে ব্রহ্মগুণোপসংহার করা কর্ত্তব্য। এই জন্য শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৬।২৩ মন্ত্রে গুরুকে পরদেবতা ব্রহ্মের ন্যায় ভক্তি করিবার উপদেশ আছে। অয়ঃপিণ্ডে অগ্নির আরোপের ন্যায় ভগবদাবিষ্ট সনৎকুমারাদি আবেশাবতারে ভগবানের গুণোপসংহার করা উচিত।

লৌকিক উদাহরণের দ্বারা এ বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাউক। একজন সুগায়ক যখন তালমান বিশুদ্ধ কোনও সঙ্গীত আলাপ করেন, তখন তাঁহার কণ্ঠস্বরের পর্দার সহিত যদি বাদ্যযন্ত্র সকলের ঐকান্তিক সঙ্গতি হয়, তবেই সেই গান গায়কের, বাদকগণের, শ্রোতৃগণের এবং ইতর সাধারণ সকলের আনন্দের কারণ হইয়া থাকে। যদি একের স্পন্দন অপরে গ্রহণ করিতে না পারে, তাহা হইলেই উহা বেতালা বেসুরা হইয়া সমুদায় ব্যর্থ হইয়া যায়। সেইরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যোপদেষ্টা গুরু, এবং ব্রহ্মবিদ্যোপদিষ্ট শিষ্য যখন একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া, একই রূপ প্রতিস্পন্দন প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, তবেই উপদেশ দানের ও গ্রহণের সার্থকতা। স্পন্দন ও প্রতিস্পন্দন সমান করিতে হইলে, এক সুরে বাঁধা হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সকলকেই ব্রহ্মভাবে বিভাবিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং গুরুকে ব্রহ্ম ভাবে বিভাবিত মনে করিয়া, তাঁহাতে ব্রহ্মগুণোপসংহার করা যাইতে পারে, ইহা বিধিমুখে প্রতিপাদিত হইল।

এ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক :—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ, পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ। ভাগঃ ৬।৭।২৪

—আচার্য্য বা গুরু ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি। ভাগঃ ৬।৭।২৪

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ ভাগঃ ১১।১৭।২২।

—আচার্য্যকে সচ্চিদানন্দরূপ মৎ স্বরূপই জানিবে। কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না, এবং মনুষ্য বোধে কখনও তাঁহার প্রতি অসূয়া করিবে না, যে হেতু গুরু সর্ব্বদেবময়। ভাগঃ ১১।১৭।২২

—উপাসক যখন প্রকৃত অধিকারী হন, তখন ভগবানই বাহিরে আচার্য্যরূপে উপদেশ দান দ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে স্বীয় স্বরূপ উদ্ভাসন দ্বারা সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ নিজ শাশ্বত গতি প্রদান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।২৯।৬

যোঽন্তর্ব্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্তবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥
ভাগঃ ১১।২৯।৬

প্রতিমা, শালিগ্রাম প্রভৃতি যাঁহাকেই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করা যাউক, যদি ভাব ঠিক হয়, তাহা হইলে, তাহাতেই ব্রহ্মাবির্ভাব হইয়া উপাসকের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে। অতএব, আবেশ অবতারেও ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, তাহার দ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে ভাবে ঠিক থাকা চাই। আত্মপ্রবঞ্চনা করিলে তাহার ফল অশুভ হইবেই হইবে।

—**শ্রীভগবানই মুখ্য গুরু**। তাঁহাকে প্রতিমাতে, স্থণ্ডিলে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, জলে বা হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।২৭।৯

অর্চ্চায়াং স্থণ্ডিলেঽগ্নৌ বা সূর্য্যে বাপ্সু হৃদি দ্বিজঃ।
দ্রব্যেন ভক্তিযুক্তোঽর্চ্চেৎ স্বগুরুং মামমায়য়া॥ ভাগঃ ১১।২৭।৯

সমুদায় নির্ভর করিতেছে '**অমায়য়া**' পদের উপর। যদি উহাতে মায়া বা কপটতার লেশমাত্র থাকে, তাহা হইলে সমুদায় বিফল। নতুবা তাহাই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায়।

অতএব, যদি ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভগবদাবিষ্ট গুরু বা অবতারকে উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে উহাতে সর্ব্বগুণোপসংহার উপপন্ন হয়।

কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে তাহা সব সময়ে সম্ভব হয় না, জীববুদ্ধি প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। এজন্য সূত্রকার অন্যপ্রকার ব্যবস্থার উপদেশ দিতেছেন। এই জন্যই পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা।

সূত্র:—৩৷৩৷২১।

ন বা বিশেষাৎ॥ ৩৷৩৷২১॥

ন + বা + বিশেষাৎ॥

ন:—না। **বা**:—বিকল্পে। **বিশেষাৎ**:—পার্থক্য হেতু।

কিন্তু উক্ত ভগবদাবিষ্ট উপাস্যগণ বা আবেশাবতারগণ পূর্ণ ব্রহ্ম নন, তাঁহা হইতে পৃথক্, তাঁহারা জীব মাত্র, ব্রহ্ম ভাবাপত্তি সাময়িকভাবে আপতিত হয় মাত্র—এই ভাব যদি অল্পমাত্রও বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নয়, সুতরাং তখন গুণোপসংহার কর্ত্তব্য নহে। অতএব, স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, উপাসকগণের উপরই গুণোপসংহার করা না করা নির্ভর করে। যদি উপাসক মনে করেন যে, উক্ত আবেশাবতারগণ সাক্ষাৎ ভগবান্ নহেন, আমাদের ন্যায় জীব মাত্র, তবে আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের, তাহা হইলেও উহাদের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা না হওয়ায়, ব্রহ্মগুণের উপসংহার অবিধেয়। সূত্রোক্ত 'বা' শব্দ দ্বারা আরও বুঝাইতেছে যে, ভগবাদিষ্টগণের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা না হইলেও, তাঁহারা ভগবানের প্রিয়, তাঁহারা বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তি বলিয়া, বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করা তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বসময়ে কর্ত্তব্য।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ভাগঃ ১৷৩৷২৬

—হে দ্বিজগণ! সত্ত্বগুণের নিধি স্বরূপ ভগবানের অবতার অসংখ্য। যেমন উপক্ষয়ী শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে। ভাগঃ ১৷৩৷২৬

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥ ভাগঃ ১৷৩৷২৮।

—এই সমুদায় অবতারের মধ্যে কেহ পরমপুরুষের অংশ, কেহ বা তাঁহার বিভূতি, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাৎ ভগবান্। ভাগঃ ১৷৩৷২৮

যদি এই অবতারগণকে অংশ কলা ইত্যাদি মনে করা যায়, তবে সর্ব্বগুণোপসংহার হইবে না, ইহা বুঝা গেল। তখন উহাদের উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা নহে।

এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য করিয়াছেন।

তাঁহার মতে সূত্রস্থ 'বা' শব্দ অনাদরে। গুণোপসংহার সাধারণের পক্ষে বিহিত বটে। উপসংহার অর্থ—এক স্থানে উক্ত গুণগুলির সহিত, সেই স্থানে অনুক্ত কিন্তু অন্য স্থানে উক্ত গুণসকলের একত্র চিন্তন। কিন্তু উপাসক ভগবদাবিষ্ট ভগবদ্ভক্ত সংসর্গে, উপাসনার রসাস্বাদে এত বিভোর ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন যে, সেজন্য গুণোপসংহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই "বিশেষ" বা রসাস্বাদ হেতু গুণোপসংহার তাঁহাদের পক্ষে করণীয় নহে। ভাগবতে স্পষ্টই উক্ত আছে যে—সাধারণ বহির্ম্মুখ ব্যক্তি, যাহারা বিষয় সেবাকে পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে, তাহারা গুরূপদেশেও ভগবত্তত্ত্ব অধিগত করিতে পারে না। অন্ধ যদি অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উভয়ে যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ গুরূপদেশ লাভ করিলেও, তদ্দ্বারা পুরুষার্থ লাভ করিতে সক্ষম না হইয়া বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুতে বদ্ধ ভূরি ভূরি কাম্য কর্ম্মরূপ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়ে। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী ও সকলের হৃদয়ে সর্ব্বসময়ে বিরাজ করেন সত্য, বেদবাক্য দ্বারা উহা জ্ঞাত হইলেও, যাবৎ তাঁহার নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভক্তরূপ মহত্তম ব্যক্তির পদ-রজঃকণা দ্বারা অভিষেক না হয়, তাবৎ গৃহাসক্ত পুরুষদিগের মতি তাঁহার চরণ প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিতে পারিলেই সমুদায় অনর্থ শান্তি হয়। ভাগঃ ৭।৫।২৪-২৫।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥

ভাগঃ ৭।৫।২৪

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনার্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥

ভাগঃ ৭।৫।২৫

অন্যত্রও এই কথাই আছে :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥

ভাগঃ ৫।১২।১২

—হে রহুগণ! তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি সংবিভাগ, গৃহস্থ ধর্ম্মার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, জল সূর্য্য অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি কিছুর দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লভ্য নহে, যতদিন পর্য্যন্ত ভগবদভক্ত মহাপুরুষদিগের চরণরজের অভিষেক লাভ না হয়। ভাগঃ ৫।১২।১২

অতএব, ভগবদ্‌ভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ হইলে ভগবতত্ত্ব লাভের উপায় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তখন তাঁহার নাম গানে, তাঁহার কথায়, উপাসক এ প্রকার রসাস্বাদ করেন যে, তাহাতে সাধারণ উপাসনার সম্পর্কে বিহিত গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে। তিনি রসস্বরূপ। রসোপলব্ধিই তাঁহার উপাসনার প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। গুণোপসংহার পরম তত্ত্বোপলব্ধির একটি উপায়। কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের অনুগ্রহ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠতম উপায়। শ্রীভগবান্ নিজমুখেই ইহা বলিয়াছেন :—

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥ ভাগঃ ১১।২৬।২৭
তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্॥ ভাগঃ ১১।২৬।২৮
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দতি তে ময়ি॥
ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৬।২৯

—সাধুগণ নিরপেক্ষ, মদগতচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, অহং মম ইত্যাকার জ্ঞান শূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বধর্ম্ম রহিত, নিষ্পরিগ্রহ। হে মহাভাগ উদ্ধব! এই সকল সাধুব্যক্তির মিলনে মানবের হিতজনক আমার কথা উপস্থিত হয়। তাহা শুনিলে শ্রবণকারীর সমুদায় পাপ মোচন করে। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আদরের সহিত এই সকল কথা শ্রবণ, গান বা অনুমোদন করে, তাহারা সকলেই আমাতে ভক্তি লাভ করে। আমি অনন্তগুণ, আনন্দানুভবাত্মা, পরব্রহ্ম। আমাতে যে ব্যক্তি ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার লাভ করিবার আর কি অবশিষ্ট আছে? ভাগঃ ১১।২৬।২৭-২৮-২৯

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, এই প্রকার সাধুসঙ্গ লাভ হইলে গুণোপসংহার প্রয়োজনীয় নহে।

ভিত্তি :—

৩।৩।২০ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১।১ ও ৭।১।৩ মন্ত্র।

সূত্র :—৩।৩।২২।

দর্শয়তি চ ॥ ৩।৩।২২ ॥

দর্শয়তি + চ ॥

দর্শয়তি :—শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন। **চ :**—ও।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১।১ ও ৭।১।৩ মন্ত্র স্পষ্টই প্রদর্শন করিতেছেন যে, নারদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট প্রার্থী হইয়াছিলেন। নারদ একজন সামান্য পুরুষ নহেন। তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতি প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। ভাগবত পুরাণে এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে নারদের মহিমা ভূরি ভূরি বর্ণিত আছে। তিনি ভগবদাবিষ্ট, কিন্তু তাহা হইলেও, ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য তাঁহাকে গুরুসকাশে গমন করিতে হইয়াছিল, এবং গুরূপদেশ হইতে তাঁহার উক্ত বিদ্যালাভ হইয়া ছিল, অতএব তিনি ব্রহ্মস্বরূপ নহেন। ব্রহ্মই শব্দযোনি বা শাস্ত্রযোনি। ঋক্, যজুঃ, সাম প্রভৃতি বেদ তাঁহার নিশ্বাস হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল (বৃহাঃ ৪।৫।১১)। সমুদায় বিদ্যা বেদের অন্তর্ভুক্ত। যদি নারদ ব্রহ্মস্বরূপ হইতেন, তবে তাঁহার গুরু সকাশে যাইবার কি প্রয়োজন ছিল? সুতরাং যদি কেহ নারদের উপাসনা করেন, তাঁহার গুণোপসংহার করা কর্ত্তব্য নহে।

আবার, অন্যপক্ষে দেখ, ভগবদ্ ভক্ত সহবাসে, ভগবদ্ আবেশে উপাসক উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে; তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। সুতরাং গুণোপসংহার কে করিবে? ভাগবত স্পষ্টই বলিতেছেন :—

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মানি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥

ভাগঃ ১১।২।৩৭

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥

ভাগঃ ১১।২।৩৮

—চক্রপাণি (বিশ্বচক্র পরিচালনকারী) শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্র ও লোকপরম্পরা প্রসিদ্ধ মঙ্গলজনক অবতার গ্রহণে আবির্ভাব, লীলা ও তদর্থক নাম সকল কীর্ত্তন করতঃ নিস্পৃহ ও লজ্জাশূন্য হইয়া বিচরণ করে। ভক্ত্যঙ্গযাজী পুরুষ স্বীয় প্রিয়তম হরির নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন হওয়ায় তন্নিবন্ধন শ্লথহৃদয় হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন অত্যুৎসৌক্য হেতু আক্রোশন, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন। ভাগঃ ১১।২।৩৭-৩৮

[৩।৩।২০, ৩।৩।২১ ও ৩।৩।২২ সূত্র তিনটি শঙ্কর ও রামানুজ বৃহদারণ্যক শ্রুতির পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে উক্ত আদিত্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পুরুষ ও অক্ষিমধ্যস্থিত পুরুষ তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম হইলেও, বিদ্যার পৃথকত্ব নিবন্ধন গুণোপসংহার হইবে না বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের ব্যাখ্যা মধ্ব, বল্লভ ও বলদেব অবলম্বনে লিখিত হইল। কারণ, ইহা ভাগবত মতের সহিত অভেদ। শঙ্কর, রামানুজ কৃত ব্যাখ্যা ভাগবত মতের বিরোধী না হইলেও ভক্তির উদ্রেক করে না।]

ভিত্তি :—

"ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠা বীর্য্যা সম্ভৃতানি ব্রহ্মাগ্রে জ্যেষ্ঠং দিবমাততান।
ব্রহ্ম ভূতানাং প্রথমোত জজ্ঞে তেনার্হতি ব্রহ্মাণা স্পর্দ্ধিতুং কঃ॥"
(অথর্ব্ববেদঃ ১৯।২।২২।২১)

—ব্রহ্মেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীর্য্য সমূহ সঞ্চিত ছিল, এবং আদিভূত ব্রহ্ম প্রথমে দ্যুলোক বিস্তারিত করেন। ব্রহ্মই সর্ব্বভূতের অগ্রে ছিলেন। সেইহেতু ব্রহ্মের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ? (অথর্ব্ববেদ, ১৯।২ ২২।২১)।

সংশয় :—উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিতে যে গুণসমূহ কথিত হইয়াছে, তাহা কোনও উপাসনা প্রকরণে কথিত হয় নাই। উহারা ব্রহ্মের স্বাভাবিক গুণ। অতএব, ঐ সকল গুণের উপসংহার হইবে কি না? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।২৩।

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ॥ ৩।৩।২৩॥
সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি + অপি + চ + অতঃ॥

সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি :—সম্যক্‌ভরণ ও দ্যুলোক ব্যাপকতা। **অপি :**—ও। **চ :**—এবং। **অতঃ :**—এই হেতু।

সম্ভৃতি ও দ্যুব্যাপ্তি এই দুইএর সমাহার—সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস। ৩।৩।২১ সূত্র হইতে 'ন' অনুগমন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। আবেশাবতারে সম্ভৃতি-দ্যুব্যাপ্তি উপসংহার করা হইবে না। কেননা, উহরা ব্রহ্মগুণ। ব্রহ্ম স্বরূপে প্রযোজ্য। ভগবদাবিষ্ট পুরুষ প্রকৃত পক্ষে জীবই বটে। সুতরাং উহাতে উক্ত-গুণ উপসংহার করা হইবে না।

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্॥ ভাগঃ ২।৭।৩৯

ঃ—বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? যে জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীর পরমাণুকণা গণনা করিতে সমর্থ, তিনিও পারেন না। যেহেতু, ঐ বিষ্ণু ত্রিবিক্রম অবতার ধারণ করিলে, প্রতিঘাত শূন্য স্বীয় পাদবেগদ্বারা, ত্রিগুণের সাম্যরূপ অধিষ্ঠান—অর্থাৎ, মূল প্রকৃতির আবরণ অবধি লোকসকল কম্পমান হইয়াছিল, তখন তিনি আপনি আপনাতে সত্যলোক হইতে সমুদায় লোক ধারণ করিয়াছিলেন। ভাগঃ ২।৭।৩৯

উদ্ধৃত শ্লোকে পরমাত্মার বিশেষগুণ, যাহা মুক্ত পুরুষগণেরও লভ্য নহে (৩।৪।১৭ সূত্র) বর্ণিত আছে। সুতরাং **আবিষ্ট পুরুষে উক্ত গুণোপসংহার হইবে না।**

ভিত্তি :—

১। **"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।**
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

(ঋগ্বেদঃ ১০।৯০।১)

—সেই পুরুষ সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ। তিনি সমুদায় প্রপঞ্চ সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া, দশ অঙ্গুলি পরিমিত বাহিরে বর্ত্তমান আছেন। 'দশ অঙ্গুলি'—উপলক্ষণে মাত্র—প্রপঞ্চের বাহিরে দেশ পরিচ্ছেদ বর্ত্তমান নাই, সুতরাং সেখানে "দশ অঙ্গুলি" যা, দশ কোটি যোজনও তাই। (ঋগ্‌বেদ ১০।৯০।১)

২। **"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।"**

(ঋগ্বেদঃ ১০।৯০।২)।

—এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় প্রপঞ্চ জগৎ, এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ সমুদায় পুরুষই। (ঋগ্বেদঃ ১০।৯০।২)।

৩। **"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।"** (তৈত্তিঃ ২।১)।

—ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। (তৈত্তিঃ ২।১)।

৪। **"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।"** (তৈত্তিঃ ২।১)।

—সেই এই অন্নরসময় পুরুষ। (তৈত্তিঃ ২।১)
তারপর ক্রমশঃ প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় পুরুষের উল্লেখ তৈত্তিঃ উপনিষদে আছে, এবং উহারা সকলে পুরুষবিধ—ইহারও উল্লেখ আছে। (তৈত্তিঃ ২।২-৩-৪-৫)।

সংশয় :—ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বের বাহিরেও বর্ত্তমান পুরুষের উল্লেখ আছে, এবং তিনি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ব্রহ্মাণ্ডগণ ও উক্ত ব্রহ্মাণ্ডগণে যাহা কিছু ছিল, আছে ও হইবে তৎসমুদায়ই। অতএব, তিনি পরমাত্মা, পরব্রহ্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকেই লাভ করেন বলিয়া আরম্ভ করিয়া এবং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ বলিয়া স্বরূপ নির্দ্দেশ করতঃ, বাক্য মনের অগোচর ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য, দৃশ্যমান প্রপঞ্চ হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় পুরুষের উল্লেখ আছে। এবং তাহার পর উপসংহারে স্পষ্টতঃ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা উক্ত উপনিষদের ২।৬ মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, কেননা, তাঁহারই সংকল্প হইতে সমুদায় জগৎসৃষ্টি হইল, কথিত আছে। অতএব, অন্নময় প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় পুরুষের ধারণা করিবার সময়, পুরুষসূক্তোক্ত সহস্র-শীর্ষাদি গুণ উপসংহার করা উচিত কি না? তাহা হইলে, ভগবানের আবেশাবতারেও উহাদের উপসংহার করণীয় কি না? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।২৪।

পুরুষবিদ্যায়ামিব চেতরেষামনাম্নানাৎ॥ ৩।৩।২৪॥

(শঙ্কর, মধ্ব, বলদেব, বল্লভ সম্মত পাঠ)।

পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ॥ ৩।৩।২৪॥

(রামানুজ সম্মত পাঠ)

পুরুষবিদ্যায়াম্ + ইব (অপি) + চ + ইতরেষাং + অনাম্নানাৎ॥

পুরুষবিদ্যায়াম্ :—পুরুষসূক্তে। **ইব :**—ন্যায় (**অপি :**—ও)। **চ :**—এবং। **ইতরেষাং :**—অপরাপর গুণের (সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি)। **অনাম্নানাৎ :**—উল্লেখ না থাকায়।

পুরুষ সূক্তে যেরূপ সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, প্রপঞ্চের পরেও বর্ত্তমানত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ বর্ণিত আছে, উক্ত গুণসকলের ন্যায় গুণ, সনৎকুমারাদি আবেশাবতারে বর্ণিত না থাকায়, তাঁহাদের উপাসনায় উক্ত পুরুষ সূক্তোক্ত গুণসমূহের উপসংহার হইবে না। ছান্দোগ্য শ্রুতির সপ্তম অধ্যায়ে, সনৎ-কুমার-নারদ উপাখ্যানে সনৎকুমার সম্বন্ধে পুরুষসূক্তোক্ত গুণ বর্ণিত হয় নাই। অতএব, উহাদের উপসংহার হইবে না।

৩।৩।২০ সূত্রের আলোচনায় অগ্নিময় অয়ঃপিণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষয়টি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য উহার সংক্ষেপ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। উক্ত অয়ঃপিণ্ডের দুইটি অংশ আছে। প্রথম—অগ্ন্যংশ, দ্বিতীয়—লৌহাংশ। যখন অগ্ন্যংশ আলোচনার বিষয় হইবে, তখন উহা স্বরূপতঃ ও কার্য্যতঃ অগ্নিই বটে। আবার,

যখন লৌহাংশ আলোচনীয় বিষয়, তখন উহা লৌহই বটে। সেইরূপ ভগবদাবিষ্ট সনৎকুমারাদিতে দুইটি অংশ আছে; একটি—ভগবদংশ; অপরটি—জীবাংশ। যদি উঁহাদের উপাসক ভগবদংশকেই মুখ্যরূপে হৃদয়ে ধ্যান ধারণা করেন, তাহা হইলে ভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, প্রপঞ্চাতীতত্ব প্রভৃতি গুণোপসংহার করিতে পারেন। তবে উক্তপ্রকার ভগবদ্ভাবে উপাসনা কপটতা পরিত্যাগ করিয়া করিতে হইবে, ইহা ভাগবত, ৩।৩।২০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।২৭।৯ শ্লোকে "**অমায়য়া**" পদ ব্যবহার করিয়া স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা না হইলে উহা আত্ম প্রবঞ্চনা মাত্র—ব্রহ্মোপাসনা নহে। ভগবান সূত্রকার, মানব চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। তিনি জানেন যে, সাধারণ উপাসক—উক্ত আবেশাবতারগণের উপাসনার সময়, উহাদের জীব ভাব বিস্মৃত হইতে পারেন না, সুতরাং উক্তগুণ সকল উপসংহার করা অনুচিত। কিন্তু উক্ত জীবাংশ, ভগবানের বিশেষ ভাবে চিহ্নিত বলিয়া এবং ভগবদাবেশের উপযুক্ত আধার পাত্র বলিয়া, উহা তাঁহার অতিপ্রিয় মনে করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করা প্রয়োজন। ইহাও আমরা অন্য প্রকারে উক্ত ৩।৩।২০ সূত্রের আলোচনায় পাইয়াছি।

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৪০ অধ্যায়ে অক্রূর মানবশিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে যে স্তব করিলেন, তাহাতে পুরুষ সূক্তোক্ত গুণসকল সুস্পষ্ট বর্ণিত আছে।

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্ম্মহানজাদির্ম্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥
ভাগঃ ১০।৪০।২

—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মনঃ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়, সর্ব্বদেবতা, ইহারা এবং আর যা কিছু এই জগতের হেতু, তৎ সমুদায় আপনার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। ভাগঃ ১০।৪০।২

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ॥ ভাগঃ ১০।৪০।১০

—ইহার অর্থ ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৬৯২) দেওয়া হইয়াছে।

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্ম্মরুৎ প্রাণ-বলং প্রকল্পিতম্॥ ভাগঃ ১০।৪০।১৩

—ইহার অর্থ ১।১।২১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৪৯) দেওয়া হইয়াছে।

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।

পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥ ভাগঃ ১০।৪০।২৯

—বিজ্ঞানই আপনার মূর্ত্তি, পুরুষের ঈশ্বর—কাল, কর্ম্ম, স্বভাবাদি ও তৎ সমুদায়ের নিয়ন্তা, সমস্ত অনুভূতির একমাত্র আদি কারণ, পরিপূর্ণ স্বরূপ ও অনন্ত শক্তি পরব্রহ্মকে প্রণাম করি। ভাগঃ ১০।৪০।২৯

আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রতিপাদিত হইল।

আবার, অন্য পক্ষে সনৎকুমারাদি যখন ক্রোধের বশীভূত হইয়া ভগবানের পার্ষদ জয়-বিজয়কে বৈকুণ্ঠ লোকে অভিশাপ প্রদান করেন, তখন অনুতপ্ত হইয়া নিজেদের দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া শ্রীভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন, যথা:—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-

চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।

বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ

পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥ ভাগঃ ৩।১৫।৪৯

—৩।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১২০২) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, সনৎকুমারাদিতে পরব্রহ্মের গুণোপসংহার করা উপাসকদিগের ভাবের উপর নির্ভর করে। দৈন্য নিবেদন করায়, যদি তাঁহাদিগকে পরব্রহ্ম হইতে হীন স্তরে অবস্থিত মনে হয়, তবে গুণোপসংহার হইবে না।

[পূর্ব্বাভাষ :—তৃতীয় পাদের প্রারম্ভ হইতে ২৪° সূত্র পর্য্যন্ত উপাস্যে স্ব স্ব শাখোক্ত গুণ সকল উপসংহার করিবার এবং শক্তি থাকিলে অপরাপর শাখায় উক্ত গুণও যথাযোগ্য উপসংহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রুতি আলোচনায় দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদে আভিচারিক ক্রিয়াদিতে হিংসাত্মক গুণের বর্ণনা আছে। এখন সূত্রকার বলিবেন যে, উপাসনায় উক্ত গুণ সকল উপসংহরণীয় নহে। কারণ, উহাদের ফল উপাসনা জনিত ফল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।]

১০। বেধাদ্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "অগ্নে ত্বাং যাতুধানস্য ভিন্ধি হিংস্রাশনির্হরসা হন্ত্বেনম্।
প্রপর্ব্বাণি জাতবেদঃ শৃণীহি ক্রব্যাৎ ক্রবিষ্ণুর্বিচিনোত্বেনম্ ॥"
(অথর্ব্ববেদ ৮।২।৩।৪)

—হে অগ্নে! তুমি রাক্ষসগণের (শত্রুগণের) ত্বক্ ভেদ কর। তোমার হিংসক বজ্রতাপে ইহাদিগকে বিনষ্ট করুক। হে জাতবেদঃ! উহাদের শরীরগ্রন্থি সকল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কর, এবং মাংসাশী বৃকাদি প্রাণীগণ ইহাদিগকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করতঃ মাংসভক্ষণ, ছিন্নভিন্ন এবং বিনষ্ট করুক। (অথর্ব্ববেদ, ৮।২।৩।৪)।

২। "তং প্রত্যঞ্চমর্চ্চিষা বিধ্য মর্ম্মণি" ॥
(অথর্ব্ববেদ ৮।২।৩।১৭)।

—হে অগ্নে! তোমার জ্বালাময় দহন দ্বারা মর্ম্মবেধন কর। (অথর্ব্ববেদ ৮।২।৩।১৭)।

সংশয় :—অগ্নিতে হোম করিয়া অগ্নি ও অন্যান্য দেবতার উপাসনার বিধি আছে। তোমার সিদ্ধান্তমত, সে সমুদায় দেবতার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা, ইহা ৩।৩।২ সূত্রে তুমিই প্রতিপাদন করিয়াছ। উপরে উদ্ধৃত অথর্ব্ববেদের মন্ত্রে উপাস্য দেবতারূপ অগ্নিকে যাতুধানদিগকে ছিন্ন

ভিন্ন করিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; অবশ্যই ইষ্টদেবের ঐ প্রকার গুণ থাকা সম্ভব বলিয়াই, এবং উক্ত প্রকার প্রার্থনা পরিপূরিত হইবার প্রত্যাশায়ই, উপাসক ঐ প্রকার প্রার্থনা করিয়াছেন। এখন বল দেখি, অন্যান্য উপাসকেরাও কি নিজ নিজ উপাসনায় ঐ সকল হিংস্র গুণও উপসংহার করিবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।২৫।

বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ৩।৩।২৫ ॥

বেধাদি + অর্থ + ভেদাৎ ॥

বেধাদি :—বেধন প্রভৃতি—দেহভেদ, ছেদন প্রভৃতি প্রাণীর ক্লেশকর গুণসকল। **অর্থ :**—ফল, প্রয়োজন। **ভেদাৎ :**—ভেদ হেতু।

পূর্ব্ব হইতে 'ন' অনুবর্ত্তন করিতেছে, বুঝিতে হইবে। ছেদন, ভেদন, বেধন প্রভৃতি প্রাণীগণের ক্লেশকর গুণসকল উপসংহার করা হইবে না। কারণ, উহাদের প্রয়োজন ও ফল ভিন্ন। অভিচারাদি কর্ম্ম—উহাদের প্রয়োজন, এবং উহাদের ফল—সাধকের নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি নহে। অধিকন্তু উহারা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির অন্তরায় সংঘটন করিয়া থাকে।

গীতায় শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন :—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। গীতা ১৩।৮।

—মৎপরায়ণ ব্যক্তি অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা, ক্ষমা ও সরলতা আশ্রয় করিবে। (গীঃ ১৩।৮)

শ্রীমদ্ ভাগবতেও ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন :—

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ। ভাগবত, ১১।১০।৪

—মৎপরায়ন ব্যক্তি, প্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গই আশ্রয় করিবে। ১১।১০।৪।

নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করিলে জীবহিংসাদি যে নিষিদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি বল, তবে বেদে পশুবধের ব্যবস্থা কেন? ইহার আলোচনা সংক্ষেপে ১।১।৩ সূত্রের আলোচনায় করা হইয়াছে, এবং সেখানে উহার পোষকে ভাগবতের ১১।৩।৪৫ ও ১১।৩।৪৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃঃ ২৮২-২৮৩)।

ইহার উত্তর জানিবার প্রয়োজন হইলে, উহা সেইখানেই দ্রষ্টব্য।* এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে অভিচার কর্ম্মসম্বন্ধে সংক্ষেপ আলোচনা অবান্তর হইবে না মনে হয়। বেদে অভিচার ক্রিয়ার উল্লেখ, অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া এবং উহার ভীষণ ফলের কথা চিন্তা করিলে, মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয় যে, মাতার ন্যায় হিতকারিণী শ্রুতি সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর জন্য ভবরোগের ভেষজ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই অতীব কল্যাণময়ী শ্রুতি প্রাণিগণের অশেষ ক্লেশকর এবং অকল্যাণ সাধক অভিচার কর্ম্মাদির উল্লেখ করিলেন কেন? ইহার উত্তরে প্রধানতঃ এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শ্রুতি অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্র। জড়বিজ্ঞান যেমন শব্দ, তাপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি জড় শক্তির আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন, উক্ত শক্তি সকলের উৎপাদন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য নিয়োগ প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। এই সমুদায় শক্তি —জড় শক্তি হইলেও এবং জড় উপাদানে উৎপাদনক্ষম হইলেও উহারা অতি সূক্ষ্ম এবং উহাদের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রক্রিয়া জানা না থাকিলে, অজ্ঞের হাতে প্রাণনাশকর হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। ঝড় বৃষ্টির সময় ইলেক্‌ট্রিক ট্রামের তার ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া, পথিকের প্রাণ সংহারের কারণ কতবার হইয়াছে, ইহা সকলেরই জানা আছে। শ্রুতি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া, অতি সূক্ষ্মতম, এবং সে কারণ অত্যধিকতর প্রভাবশালী অধ্যাত্ম শক্তি সমূহের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রুতি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করেন যে, এই সকল সূক্ষ্মতম শক্তির প্রভাব এত যে, উহা জড় জগতের উপর সম্পূর্ণ রূপে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে। মানবকে প্রকৃতির প্রভাবের বাহিরে পরম তত্ত্বে লইয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারে। ভগবানের সাযুজ্য, সারূপ্য প্রভৃতি লাভ করাইয়া দিতে পারে। জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ হইতে বিমুক্তি দান করিতে পারে।

শ্রুতি যদি, অধ্যাত্ম শক্তির বল ঐ প্রকার মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে উহা একদেশী শাস্ত্র মাত্র হইত। ঐ শক্তির অন্য একটি দিক্ আছে, তাহার আলোচনা না করিলে উহা সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান শাস্ত্র হইত না। আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য এবং অনুশীলনকারীগণকে সাবধান করিবার জন্য উক্ত অধ্যাত্মশক্তির অন্য দিক—যাহাকে আমরা অভিচার ক্রিয়া বলি, তাহারও আলোচনা প্রয়োজন, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল। জগতে শ্রেয়ঃকামী ও স্বার্থকামী দুই প্রকার লোক চিরকাল বর্ত্তমান। শ্রেয়ঃকামীগণ শ্রুতির উদ্দেশ্য বুঝিয়া,

সাবধান হইয়া অধ্যাত্ম শক্তির কল্যাণতম অংশের আলোচনায় অভিরত থাকিলেন, এবং তাহার দ্বারা মোক্ষলাভ পর্যন্ত করিতে লাগিলেন। আর স্বার্থ কামীগণ নিজের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত অধ্যাত্ম শক্তির আভিচারিক অংশ আলোচনা করিয়া ক্রমশঃ আত্মোন্নতি সোপানের নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে পতিত হইতে লাগিলেন। ইহাতে শ্রুতির দোষ নাই। দোষ মানব প্রকৃতির।

আণবিক বোমা আবিষ্কারে আমরা জড়শক্তির প্রলয়ঙ্করী শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। উক্ত শক্তি জড় পরমাণুতে সৃষ্টির আদি হইতেই বর্ত্তমান আছে। মানব প্রকৃতি এ প্রকার নিম্ন স্তরে পতিত হইয়াছে যে, উহা ধ্বংস কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছে। উহার সংঘটন শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

১১। হান্যধিকরণ ॥

ভিত্তিঃ—

১। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।" (মুণ্ডক ৩।১।৩)

—বিদ্বান্ পুরুষ তখন পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল হইয়া, নিরতিশয় ব্রহ্মসাম্য লাভ করেন। (মুণ্ডঃ ৩।১।৩)।

২। "অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং,
চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য,
ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা
ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি।" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১৩।১)

—অশ্ব যেমন রোম সমূহ কম্পিত করিয়া শরীর হইতে ধূলি ঝাড়িয়া ফেলে, চন্দ্র যেমন রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া নির্ম্মল হয়, আমি সেইরূপ পাপপূর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিব। (ছাঃ ৮।১৩।১)।

৩। "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥" (শ্বেতাশ্বতরঃ ১।১১)

—সেই দেব (দ্যোতনশীল—জ্ঞানস্বরূপ) পরমাত্মাকে জানিলে, সাধকের সমস্ত বন্ধন পাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত অবিদ্যাদি দোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে জন্ম ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয়—অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সাধক জীবন্মুক্ত হয়। সেই দেবের অভিধ্যান বা অনুচিন্তনের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় ভাগবতপদ লাভ হয়, এবং আপ্তকাম হইয়া দেহত্যাগ করতঃ কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে। (শ্বেতাঃ ১।১১)।

সংশয়ঃ—মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ মন্ত্রে এবং ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৩।১ মন্ত্রে, ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত পুরুষ পুণ্য পাপ পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মসাম্য বা ব্রহ্মলোক

প্রাপ্ত হয়, উল্লিখিত আছে। তিনি এবং তাঁহার লোক অভেদ বলিয়া, ব্রহ্মসাম্য ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি, একই কথা, তাহা তোমার সিদ্ধান্তানুসারে বুঝিলাম। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ১।১১ মন্ত্রেও উল্লেখ আছে যে, তাঁহাকে জানিলে অবিদ্যাজনিত সংসার বন্ধন পাশ ছিন্ন হইয়া থাকে ও সাধক জীবন্মুক্ত হয়, তারপরও অভিধ্যান বা অনুচিন্তনের উল্লেখ আছে। অতএব, স্বভাবতঃই সংশয় হয় যে, সাধক জীবন্মুক্ত হইলেও, তাহার পর শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মের অনুধ্যান বা অনুচিন্তন নিয়ত বা বৈধ কর্ত্তব্য—অথবা উহা উক্তজীবন্মুক্ত পুরুষের ইচ্ছা সাপেক্ষ? শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে মনে হয় যে, উহা বৈধ বটে, এবং তাহা হইলে, উহা করা সাধকের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি অতএব অপরিত্যজ্য। সুতরাং ফলে দাঁড়াইতেছে যেমুক্তই হউক বা বদ্ধই হউক—অভিধ্যান সকলের পক্ষে বিধি। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।২৬।

হানৌ তুপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ, কুশা-চ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ,
তদুক্তম্। ৩।৩।২৬॥

হানৌ + তু + উপায়ন + শব্দশেষত্বাৎ + কুশ + আচ্ছন্দঃ + স্তুতি + উপগান + বৎ + তদ্ + উক্তম্॥

হানৌ :—পরিত্যাগে, পুণ্য পাপ বিমোচনে। **তু :**—নিশ্চয়ে—সংশয় নিরসনে। **উপায়ন :**—গ্রহণ বা প্রাপ্তি (ব্রহ্ম সাম্য, ব্রহ্মলোক বা জীবন্মুক্তত্ব প্রাপ্তি)। **শব্দশেষত্বাৎ :**—শব্দ (শ্রুতি)—সমুদায় শ্রুতির তাৎপর্য্য হেতু। **কুশ :**—কুশ। **আচ্ছন্দঃ :**—ছন্দানুসারে বা ইচ্ছানুসারে। **স্তুতি :**—স্তব পাঠ, যজুঃ বেদ আবৃত্তি। **উপগান :**—সামবেদ আবৃত্তি। **বৎ :**—ন্যায়। **তদ্ :**—তাহা। **উক্তম্ :**—শ্রুতিতে কথিত আছে।

সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জানিলে পুণ্যপাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তাহা হইলে সাধকের শাস্ত্রালোচনা করা না করা, তাঁহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যেমন নিত্য বৈধ রূপে নির্দ্দিষ্ট বেদাধ্যয়নের পর যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হস্তে কুশ ধারণ করিয়া ব্রহ্মাঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক, স্তুতি পাঠ অথবা সামগান করিতে পারেন, অথবা নাও পারেন, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ জীবন্মুক্ত সাধক ইচ্ছা হইলে

শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা, তাঁহার অনুধ্যান করিতে পারেন বা নাও পারেন। প্রত্যুত ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মুখ্য। উহা লাভ হইলে আর বেশী শাস্ত্রাধ্যয়ন বিধেয় নহে। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ইহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, যথা :—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহুঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ॥

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২১)

—ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ—আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞালাভ করিবে। বহুতর শব্দচিন্তা করিবে না, কেননা তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র। (বৃহঃ ৪।৪।২১)

ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বড়ই দুর্ব্বোধ্য। শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা উক্ত তত্ত্ব নিরূপণ বড়ই কঠিন। উক্ত তত্ত্বে অনন্তভাব বর্ত্তমান বলিয়া শাস্ত্রও বহু শাখায় বিভক্ত। সমুদায় শাখায় কথিত সমুদায় বিষয় বিচার করিয়া তত্ত্বে পৌছান অসম্ভব। উক্ত তত্ত্ব প্রপঞ্চের অতীত বস্তু। যুক্তি, তর্ক, বিচার, শাস্ত্র, সমুদায়ই প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তু সম্বন্ধে। উহাদের দ্বারা উক্ত তত্ত্বের জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, আনন্দময়ের অনুচিন্তনে হৃদয় স্বতঃই মৃদু, কোমল হইয়া ক্রমশঃ আনন্দের স্পন্দন অনুভূতি করিবার উপযোগী হয়। শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখোক্ত তর্ক বিচারে প্রবেশ করিয়া উহাকে কঠিন, কর্কশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তাহা হইলে আনন্দের স্পন্দন অনুভূতি করিবার ক্ষমতা তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব, উহা বিহিত নহে। তবে আনন্দানুভূতি হইতে ব্যুত্থিত হইবার পর, সাধক আনন্দময়ের প্রতিপাদক শাস্ত্র, সহায়করূপে এবং আনন্দময়ের স্মারকরূপে পাঠ করিতে পারেন। এ কারণ, ইহা "ছন্দতঃ" করিবার উপদেশ সূত্রকার দিয়াছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ব কর্ম্মলভ্য নহে। উহা স্বতঃসিদ্ধ, নিত্যবস্তু। যেমন মলযুক্ত দর্পণে প্রতিবিম্ব পরিষ্কার রূপে পতিত হয় না, সেইরূপ সমল চিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তি হয় না। কর্ম্মের উদ্দেশ্য, এই মল অপসারণ করা। ইহা অপসারিত হইলেই ভগবত্তত্ত্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, অথবা আত্মদর্শন বা ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সকলই এক কথা। এই সমুদায় আলোচনা ৩।২।২৪ সূত্রে করা হইয়াছে।

পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।

রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্॥ ভাগঃ ৩।৯।৪০

—পূর্ত্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, যোগ, সমাধি প্রভৃতি দ্বারা যে ফলপ্রাপ্তি হয়, আমার প্রীতিতেও তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব, তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, আমার প্রীতি উৎপাদন করাই পরম শ্রেয়ঃ।

ভাগঃ ৩।৯।৪০।

এই প্রসঙ্গে ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১০৪০) ভাগবতের ১১।৩।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হইলে অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য থাকে না, ইহা ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন।

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩০

১।১।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৮৬) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবত্তত্ত্ব অধিগত হইলে, আর জানিবার কিছু থাকে না। তথাপি মুক্ত পুরুষগণ শ্রীহরিকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ভাগঃ ১।৭।১০

—আত্মারাম মুনি সকলের কোনও প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও, তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন। হরির এতাদৃশ গুণ যে, মুক্ত ও অমুক্ত সকলেই তদর্থ উৎসুক।

ভাগঃ ১।৭।১০

সুতরাং, মুক্তগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তাঁহার নাম গান, তাঁহার লীলা শ্রবণ, আলোচনা প্রভৃতি করিবার জন্য শাস্ত্র চর্চ্চা ইচ্ছা করিয়াই করিয়া থাকেন। উহাতে তাঁহারা এত আনন্দ পান যে, সে আনন্দ, এক আনন্দময়ের স্বরূপানুভূতি ভিন্ন অন্যত্র লভ্য নহে বলিয়া, স্বরূপানুভূতি হইতে ব্যুত্থানের পর, ইচ্ছা করিয়াই ঐ সমুদায় চর্চ্চা করিয়া থাকেন। রসাস্বাদনই তাঁহাদের লক্ষ্য, এবং সেই লক্ষ্যের অনুকূলে যথোপযুক্ত ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন।

জগতে আমরা যে সমুদায় কর্ম্মাচরণ করি, তাহারা কেহই অহৈতুকী নহে। সমুদায়ের কিছু না কিছু হেতু বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেকের সহিত, সেই কর্ম্মোৎপন্ন ফল সম্বন্ধ সংজড়িত। ভগবদুপাসনা যদি জগতের ইতর কর্ম্মজাতের মত ফল প্রত্যাশায় আচরিত হয়, তবে তাহা প্রকৃত উপাসনা নহে। উহা "কৈতব" পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এমন কি মোক্ষকামনায় ভগবদুপাসনাও "কৈতব" ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহা ভাগবত ১।১।২ শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবো ঽত্র পরমো..." শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন · "প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপতে।"—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ফল কামনা এমন কি মোক্ষাভিলাষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের আরাধনারূপ পরমধর্ম্মের নিরূপণই ভাগবতে আছে। ইহা হইতে বুঝা গেল যে, কোনও প্রকার ফল কামনার সহিত সম্পৃক্ত হইলে প্রকৃত ভগবদারাধনা হইল না। "অহৈতুকী" পদের সার্থকতা, ঐ তত্ত্ব প্রকাশে। কিন্তু কোনও প্রকার ফল কামনা না থাকিলেও, ভগবদুপাসনার ফল না চাহিলেও আপনা আপনি উপস্থিত হয়, এবং উহা এত মধুর, এত প্রাণারাম, এত অধিক আনন্দকর, যে সাধক ইচ্ছা করিলেও উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। উহা সাধককে অন্তরে বাহিরে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। তখন সাধক আপনাকে অনুভব করেন :—

অন্তঃ শূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যো কুম্ভইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণ কুম্ভ ইবার্ণবে॥ মৈত্রেয়্যুপনিষৎ।

—আকাশে অবস্থিত শূন্য কুম্ভের ন্যায় অন্তরে বাহিরে শূন্য ও সমুদ্রে নিমগ্ন পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে পূর্ণ। (মৈত্রেয়্যুপনিষৎ)।

ফলতঃ তখন শূন্য—পূর্ণেরই নামান্তর—ইহা অপরোক্ষ ভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ কিছু কামনা না করিলেও, চিত্ত মনঃ প্রভৃতি লয় প্রাপ্ত হইলেও ভগবানে তন্ময়তা সমুদায় পূর্ণতা বহন করিয়া সাধকের চরণ সমীপে উপস্থিত

করে। তখন ভক্ত সাধক প্রেমে বিগলিতাশ্রু ও পুলকাঞ্চিত কলেবর হইয়া লীলাশুকের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া উঠেন :—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্দৈবেন নঃ ফলতি
দিব্যকিশরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্ ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ
সময়প্রতীক্ষাঃ॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭।

—হে ভগবন্! তোমার কাছে চাহিব কি? চাহিবার কি আছে? যদি তোমাতে আমার ভক্তি স্থিরতরা থাকে এবং হৃদয় গুহায় যদি তোমার দিব্য কিশোর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তাহা হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় ভৃত্য ভাবে অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক, কখন তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, তাহাদের সেবা অঙ্গীকার করিব, সেই অবসর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। (কৃষ্ণকর্ণামৃত—১০৭)

অহৈতুকী ভক্তির ইহাই মহিমা, ইহাই পরিণতি। ইহা আপনি আপনার পুরস্কার।

শ্রুতি :—

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ (বৃহঃ ৪।৪।২১)

—পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

ভগবৎ প্রেম হইলে শাস্ত্রালোচনা যে ছন্দতঃ, তাহার যুক্তি ও প্রমাণ দেখাইতেছেন।

সূত্র :—৩।৩।২৭।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥ ৩।৩।২৭ ॥
সাম্পরায়ে + তর্ত্তব্য + অভাবাৎ + তথা + হি + অন্যে ॥

সাম্পরায়ে :—ভগবৎ প্রেম উদিত হইলে। **তর্ত্তব্য :**—যাহা হইতে উত্তরিত হইতে হয়—সংসার পাশ, সংসারে গতাগতি, অবিদ্যাবন্ধন। **অভাবাৎ :**—অভাব হেতু। তথা :—সেই প্রকার। **হি :**—নিশ্চয়ে। **অন্যে :**—অন্য বেদ শাখীগণ, যেমন বৃহদারণ্যক শ্রুতি।

সম্পরায় :—সম্ (সম্যক্‌রূপে), পারয়ন্তি (পরিণতি প্রাপ্ত হয়), তত্ত্বানি (তত্ত্ব সমুদায়), অস্মিন্ (ইহাতে)।

এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে, "**সম্পরায়**" পদের অর্থ ভগবান্, তাঁহাতে সমুদায় তত্ত্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয় বা সার্থকতা লাভ করে। সম্পরায় + ভবার্থে অণ্ = সাম্পরায়—তাঁহাতে জাত, এই অর্থে 'সাম্পরায়' পদের অর্থ "ভগবৎ প্রেম"। ভগবৎ প্রেম জন্মিলে, সমুদায় পাশের হানি হয়, ইহা পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ১।১১ মন্ত্রে স্পষ্ট উক্ত আছে, এবং মুণ্ডক শ্রুতিরও ৩।১।৩ মন্ত্রে কথিত আছে। অতএব, তখন কোনও পাশ বা বন্ধন না থাকায়, যাহা হইতে উত্তরণ আবশ্যক, এমন কিছুই থাকে না। সুতরাং, তখন তত্ত্বানুচিন্তন বা শাস্ত্রানুশীলন বিধি হিসাবে করণীয় নহে। ইহা করা না করা সাধকের ইচ্ছা মাত্র। বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রই তাহার প্রমাণ।

ভাগবত এ সম্বন্ধে বলেন :—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ। ভাগঃ ১১।২০।৩১

—মদ্ভক্তিযুক্ত, মদাত্ম যোগিদিগের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায় মঙ্গলকর নহে। ভাগঃ ১১।২০।৩১।

জ্ঞানলাভ ও বৈরাগ্যের উদয়, তত্ত্বচিন্তন বা শাস্ত্রানুশীলনের ফল। এই জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা জন্মমৃত্যুরূপ পাশের নাশ হয়। কিন্তু ভগবদ্-প্রেমিকের উক্ত পাশ না থাকায়, তাঁহার পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আবশ্যকতা নাই। তবে ভক্তির অঙ্গ স্বরূপ যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য, তাহা ত্যাগ করিবে না। ইহা বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত শ্লোকে 'প্রায়ঃ' শ্রেয়স্কর নহে, বলা হইয়াছে, এবং এই জন্যই "ছন্দতঃ" পদের বা পূর্ব্ব সূত্রে ব্যবহৃত "আছন্দঃ" পদের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইতেছে।

[৩।৩।২৬, ৩।৩।২৭ সূত্র দুইটির মধ্ব ও বলদেব সম্মত অর্থ দেওয়া হইল। বল্লভাচার্য্যের অর্থও উহাদের মতের পোষক। শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার—ইহা পরে দেওয়া হইল।]

৩।৩।২৬ সূত্র—শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা।

ভিত্তি :—

১। মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ ও ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৩।১ মন্ত্র।

২। "তস্য পুত্রাদায়মুপযন্তি, সুহৃদাঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্‌…।" (শাট্যায়ণ শ্রুতি)

—তাঁহার (জ্ঞানীর) পুত্রগণ সম্পত্তি লাভ করে, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য ও শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে। (শাট্যায়ণ শ্রুতি)।

৩। "তৎসুকৃতদুষ্কৃতে ধূনুতে, তস্য প্রিয়া জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্তি, অপ্রিয়া দুষ্কৃতম্‌।" (কৌষী: ১।৪)

—জ্ঞানী পুরুষ তখন পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করেন। তাঁহার প্রিয় জ্ঞাতিগণ শুভ কর্মফল লাভ করে, আর অপ্রিয়গণ অশুভ কর্মফল লাভ করে। (কৌষী: ১।৪)।

সংশয় :—মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ মন্ত্রে ও ছান্দোগ্য ৮।১৩।১ মন্ত্রে পাপ পুণ্য পরিত্যাগের কথা আছে, কিন্তু গ্রহণের কথা নাই। শাট্যায়ণ শ্রুতিতে গ্রহণের কথা আছে কিন্তু পরিত্যাগের কথা নাই। আবার, কৌষীতকী শ্রুতিতে পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ের কথা আছে। অতএব এই প্রশ্ন মনে উদিত হয় যে, সমুদায় বিদ্যাতে গ্রহণ ও পরিত্যাগ উভয় উপসংহার করিতে হইবে, অথবা, যেখানে যেমন উক্ত আছে, অর্থাৎ কোথাও কেবল পরিত্যাগ, অন্যত্র কেবল গ্রহণ, এবং তৃতীয় স্থলে পরিত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই করিতে হইবে? উহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।২৬ ॥

হানৌ তূপায়নশব্দ-শেষত্বাৎ কুশা-চ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপগানবৎ, তদুক্তম্‌ ৩।৩।২৬ ॥

হানৌ + তু + উপায়ন-শব্দশেষত্বাৎ + কুশা-চ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপসানবৎ + তৎ + উক্তম্‌ ॥

হানৌ :—পুণ্য-পাপ বিমোচনে। **তু :**—নিশ্চয়ে। **উপায়ন-শব্দ-শেষত্বাৎ :**—যেহেতু উপায়ণ শব্দের প্রয়োগ, শেষ বা অঙ্গভূত থাকায়।

কুশা-চ্ছন্দঃ-স্তুত্যুপগানবৎ :—কুশা, ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানের ন্যায়। **তৎ** :—তাহা। **উক্তম্** :—পূর্ব্ব মীমাংসায় কথিত আছে।

কলাপশাখীরা পাঠ করিয়া থাকেন, "**বানস্পত্য কুশসমূহ**", কিন্তু শাট্যায়ণ শাখীগণ পাঠ করেন, "**ঔডুম্বরী কুশসমূহ**"। এখন, কলাপশাখীদের পাঠে কুশ সমূহের বানস্পত্যতা জানা গিয়া থাকে। কিন্তু শাট্যায়ণ শাখীগণের পাঠ ঐ কলাপবাক্যের শেষ বা বিশেষক মাত্র। আবার, "দেবতা ও অসুরগণের ছন্দঃ সমূহ দ্বারা" ইত্যাদি ক্রমে দৈব ও আসুর ছন্দের উল্লেখ থাকিলেও পৌর্ব্বাপর্য্য বোধক "দৈব ছন্দঃ সমূহ প্রথম"—এই বাক্যটি পূর্ব্ববাক্যের শেষভূত হইতেছে। সেই প্রকার "হিরণ্য দ্বারা ষোড়শীর স্তোত্র গান করিবে", এই বিধিতে স্তোত্র পাঠের সময় নির্দ্দেশ না থাকায়, "সূর্য্য উদিত প্রায় হইলে ষোড়শি স্তোত্র সংস্কার করিবে", এই বাক্য পূর্ব্ব বাক্যের অঙ্গ রূপে গ্রহণীয়। এই প্রকার, "ঋত্বিক্‌গণ গান করিবে"—এই বাক্য দ্বারা সমুদায় ঋত্বিক্‌গণের গান করা বিধি সম্ভাবনা হয়। কিন্তু, "অধ্বর্য্যু উপগান করিবে না"—এই বাক্য পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যকে বিশেষিত করিয়া, তাহার শেষভূত ভাবে ব্যবহৃত হয়। এই সকল সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য পূর্ব্বমীমাংসাকার সূত্র করিলেন :—"বৈধকর্ম্মের বিকল্প গ্রহণ যখন অনুচিত, তখন বিভিন্ন স্থানবর্ত্তী সামান্য-বিশেষাত্মক বাক্যদ্বয়ের মধ্যে, একটি বাক্য অন্যবাক্যের শেষ বা অধীন অঙ্গভূত হইবে, নচেৎ বিধির সম্পূর্ণতা রক্ষা পায় না।" বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও বিকল্প অনুচিত। বিশেষতঃ—হানি-ত্যাগ ও উপায়ন-গ্রহণ, পরস্পর অপেক্ষা করে, একজন যাহা ত্যাগ করে, অপরে তাহাই গ্রহণ করে। অতএব, ত্যাগ ও গ্রহণ—উভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন এক প্রশ্ন উঠে যে, একের সুকৃত-দুষ্কৃত অপরে গ্রহণ করিবে, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? শঙ্করাচার্য্য ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বিদ্যার প্রশংসা মাত্র, এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রতিকূলতাচরণ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র। কারণ, বিদ্বান্ ব্যক্তি শত্রুমিত্রে সমদর্শী। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহার শত্রুতাচরণ করেন, তাহা উক্ত ব্যক্তিরই দোষ। বিদ্বান্ ব্যক্তির দোষ নয়। এজন্য তাহার বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। আবার যাহারা, বিদ্বানের সুহৃদ্ এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি করেন, তাহারা উহার পুরস্কার স্বরূপ, তাঁহার কৃত সুকৃতের ভাগী হয়। ইহাও তাঁহার সেবা শুশ্রূষাদি কর্ম্মে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য।

৩।৩।২৭ সূত্র—শঙ্কর ও রামানুজ সম্মত ব্যাখ্যা।

ভিত্তি :—

১। **মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ ও ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৩।১ মন্ত্র।**

২। **"স এতং দেবযানং পন্থানমাপদ্যাগ্নিলোকং গচ্ছতি……।"**

(কৌষীতকী : ১।৩)

"স আগচ্ছতি বিরজাং নদীং, তাং মনসৈবাত্যেতি, তৎ সুকৃত-দুষ্কৃতে ধূনুতে …।" (কৌষীতকী : ১।৪)।

—"তিনি দেবযান পথ প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে গমন করেন", এই প্রকার বরুণলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, "তিনি বিরজা নদীর নিকট আগমন করেন, মনের দ্বারাই ঐ নদী পার হন, তখন স্বীয় পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করেন।"

(কৌষী : ১।৩, ১।৪)।

৩। **"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"।**

(ছান্দোগ্য : ৮।১২।১-২)।

—শরীর বিযুক্ত হইলে পর, প্রিয় বা অপ্রিয় তাহাকে স্পর্শ করে না। (ছাঃ ৮।১২।১-২)।

৪। **"এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ॥" (ছান্দোগ্যঃ ৮।১২।১-২)।**

—এই জীব শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়। (ছাঃ ৮।১২।১-২)।

৫। **"তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে।"**

(ছান্দোগ্য : ৬।১৪।২)।

—তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যাবৎ সে বিমুক্ত (দেহ-বিযুক্ত) না হয়, তাহার পর প্রকৃত মুক্তি লাভ করে। (ছাঃ ৬।১৪।২)।

সংশয় :—বেশ, হানি ও উপায়ন বা ত্যাগ ও গ্রহণ, এক সঙ্গেই চিন্তা করিতে হইবে, স্বীকার করিলাম। কিন্তু শ্রুতিমন্ত্রে কোথাও কথিত আছে যে, দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করে ; (ছাঃ ৮।১৩।১)। আবার,

কোথাও উক্ত আছে যে, গন্তব্য পথের মধ্যেই 'বিরজা' নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া, পাপ-পুণ্য পরিত্যাগ করে (কৌষীতকীঃ ১।৪)। এই বিরজা নদীর নিকট আসিবার আগে দেবযান পথ দিয়া অগ্নিলোক, বরুণলোক প্রভৃতি প্রাপ্তির কথা আছে—দেহত্যাগের পরেই উক্ত লোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? অতএব, কোনটি যুক্তিযুক্ত? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্রঃ—৩।৩।২৭।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥ ৩।২।২৭ ॥

সাম্পরায়ে + তর্ত্তব্যাভাবাৎ + তথা + হি + অন্যে ॥

সাম্পরায়ে :—দেহ হইতে বহির্গমন সময়ে। **তর্ত্তব্যাভাবাৎ :**—ভোক্তব্য না থাকায়। **তথা :**—সেই প্রকার। **হি :**—নিশ্চয়ে। **অন্যে :**—অপর সকলে।

দেহত্যাগের সময়েই পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করেন, কেননা, তাহার পর অন্য কোনও প্রকার ভোগ না থাকায়, পুণ্যপাপের কোনও প্রয়োজন হয় না। ছান্দোগ্য ৮।১২।১-২ মন্ত্রই ইহার প্রমাণ। আবার, ছান্দোগ্য ৬।১৪।২ মন্ত্রেও ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে।

[৩।৩।২৬ ও ৩।৩।২৭ সূত্রের শঙ্কর ও রামানুজ সম্মত যে অর্থ দেওয়া হইল, ইহা হইতে মধ্ব ও বলদেব সম্মত অর্থ, ভক্তিমার্গীদিগের অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে হয়। ভাগবত ভক্তিমার্গের প্রধান শাস্ত্র। সুতরাং শেষোক্ত অর্থ ভাগবতমতে অধিকতর সঙ্গত হওয়ায়, তাহাই অগ্রে দেওয়া হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখি যে, ইহার পরে আমরা যে অর্থ অধিকতর ভাগবতসম্মত মনে করিব, তাহাই প্রদান করিব। কারণ, আমরা ভাগবত সাহায্যেই বেদান্তের আলোচনা করিতেছি। তবে ইহাও বলিয়া রাখি যে, আমাদের অর্থ কোনও না কোনও আচার্য্যের সম্মত অর্থ হইবেই হইবে। আমাদের স্বকপোল-কল্পিত অর্থ হইবে না।]

১২। ছন্দতোঽধিকরণ ॥

বিষয়ঃ—

১। "হৈরণ্যো গোপবেষমভ্রাভং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্।"

(গোপাল পূর্ব্বতাপনী ১।)

—হিরণ্য বর্ণ, গোপবেশধারী, মেঘাভ, কল্পদ্রুমাশ্রিত।

(গো, পূ, তা, ১।)

২। "প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ।"

(রাম পূর্ব্বতাপনী ৪।৭)।

—প্রকৃতির সহিত মিলিত, শ্যামবর্ণ, পীতবাস ও জটাধর।

(রাম পূঃ তাঃ, ৪।৭)।

৩। "অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ।"

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।

—এই আত্মা সকলের নিয়ন্তা, সকলের প্রভু। (বৃহদাঃ ৪।৪।২২)

সংশয়ঃ—ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে পরম তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণনা আছে। কোথাও তাঁহার মাধুর্য্য জ্ঞানজাত অনুরাগ ভক্তিকে, আবার কোথাও তাঁহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানজাত বৈধী ভক্তিকে তাঁহার প্রাপ্তির সাধন রূপে কথিত হইয়াছে। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের পার্থক্য জন্য ভক্তিও দ্বিবিধ হইতেছে। এই দুই প্রকার ভক্তির মধ্যে কোন্‌টি ভগবদ্ প্রাপ্তির প্রকৃষ্টতর উপায়, তাহার নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। অন্যথা কোনটিতেই প্রবৃত্তি না হইতে প্রারে। অতএব, প্রকৃষ্টতর উপায় কোন্‌টি? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—৩।৩।২৮।

ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩।৩।২৮ ॥

ছন্দতঃ + উভয় + অবিরোধাৎ ॥

ছন্দতঃঃ—ছন্দ হেতু, ভগবানের ইচ্ছানুসারে। **উভয়**ঃ—দুই প্রকারই। **অবিরোধাৎ**ঃ—অবিরোধ হেতু, (শ্রুতি ও বস্তুস্বভাবের অবিরোধে)।

শ্রীভগবানের ইচ্ছাই শাস্ত্রে প্রকটিত হইয়াছে, এবং শাস্ত্রে মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞান—দুই প্রকার উপাসনারই পোষক প্রমাণ আছে। উভয়ই অবিরোধ। যাহার যেমন অধিকার, সে সেইরূপ ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারে। অনাদি সিদ্ধ দ্বিবিধ ভগবদুপাসনা, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ-বৃন্দ হইতে সংসারাবদ্ধ মানব পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ভক্ত তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম বা প্রাকৃত—ইহা ভাগবতে কথিত আছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যম ভক্তই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের উপাসক। তাঁহার ভেদ দৃষ্টি আছে। তিনি উত্তম ভক্তের ন্যায় ভাবে বিভোর হইয়া বিধিনিষেধের অতীত হয়েন নাই। ভাগবত বলিতেছেন :—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

ভাগঃ ১১।২।৪৪

—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তাঁহার ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপা, এবং বিদ্বেষীগণকে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত। ভাগঃ ১১।২।৪৪

তাঁহার ভেদ জ্ঞান আছে। তিনি যদি সকলে ভগবদ্ভাব করিতে পারেন, তবে ক্রমশঃ উত্তম হইতে পারিবেন। ঐশ্বর্য্যদর্শী বিধিপথগামী। এজন্য তাঁহাদের ভেদদৃষ্টি বর্ত্তমান থাকায়, তাঁহারা মধ্যম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। উত্তম ভক্ত মাধুর্য্যের উপাসক। ত্রিভুবনের বিভব প্রাপ্ত হইলেও, যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্বেষণীয় ভগবদ্-পদারবিন্দ হইতে নিমিষার্দ্ধ কালের নিমিত্তও বিচলিত হন না, ভগবৎপদারবিন্দকেই সার বলিয়া দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছেন, তিনি উত্তম ভক্ত। ভাগঃ ১১।২।৫১

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥

ভাগঃ ১১।২।৫১

—যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন, এবং আত্মস্বরূপ ভগবানকে সর্ব্বভূতে দেখেন, তিনি বিধি-নিষেধের অন্তর্বর্ত্তী নহেন। তাঁহার ভেদ দৃষ্টি নাই। ভাগঃ ১১।২।৪৫

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৪৩

উভয় প্রকার উপাসনা যে অবিরোধ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত হইল। প্রকৃত পক্ষে, যে যেভাবেই হউক, ভক্তির সহিত তাঁহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

কামাৎ দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥
ভাগঃ ৭।১।২৯

—ফলতঃ বহু বহু ব্যক্তি কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ বা ভক্তি হেতু যে কোনও কারণে পরিচালিত হইয়া, যদি ভক্তির সহিত ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে সমুদায় পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহার পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গোপীগণ কামহেতু, কংস ভয় হেতু, শিশুপালাদি নৃপগণ দ্বেষ হেতু, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা (পাণ্ডবগণ) স্নেহ হেতু এবং আমরা (নারদাদি) ভক্তি হেতু তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাগঃ ৭।১।২৯।

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা॥
ভাগঃ ১০.৮৭।২৩

—শ্রুতিগণ বলিতেছেন:—প্রাণ মনঃ ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দৃঢ় যোগযুক্ত মুনিগণ আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হন, শত্রুগণ অনিষ্ট চেষ্টায় আপনার স্মরণে তাহাই প্রাপ্ত হয়। অপরিচ্ছিন্ন, নিরবয়ব যে আপনি, আপনাকে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিবিশিষ্টরূপে দর্শন পূর্ব্বক—সর্পেন্দ্রদেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডের আলিঙ্গনে আসক্তচিত্ত কামাত্মা গোপীগণও তাহা প্রাপ্ত

হয়। এবং শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা—আমরাও তাহাদিগের স্থায় আপনার পাদপদ্মকে সুখে ধারণ করতঃ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। আপনার নিকট সকলেই সমান। ভাগঃ ১০।৮৭।২৩

শত্রুগণ, যাহারা তাঁহার দ্বেষ করেন এবং তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় সর্ব্বদাই তৎপর, তাঁহারা যে মাধুর্য্যের উপাসনা করেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। যে যেভাবেই উপাসনা করুন না কেন, ফল সকলেরই সমান। ভাবই আসল বস্তু। উহাই গতির একমাত্র কারণ। ভাগবত এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভব কারণম্‌।

ভাগঃ ১০।৭৪।৪৬

—শিশুপাল তিন জন্মে অনুবর্ত্তিত বৈরবুদ্ধি দ্বারা অনবরত ধ্যান করতঃ মরণোত্তর তন্ময় হইয়া গেল। যেহেতু, ভাব—অনুধ্যানই—গতির কারণ। ভাগঃ ১০।৭৪।৪৬

সূত্রে "ছন্দতঃ" পদ আছে, উহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায়। প্রশ্ন উঠে, এ ইচ্ছা নির্দ্ধারণের উপায় কি? ইহার উত্তর এই, সাধকের অধিকার ও তদনুসারে কোনও বিশেষ প্রকার উপাসনায় স্বাভাবিক প্রবণতা। ইহাই "ছন্দতঃ" পদের যাহা লক্ষ্য, তাহার বহিরভিব্যক্তি। যদি সাধক নিজে ইহা স্থির করিতে অক্ষম হন, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দেন।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান প্রভৃতি যে কোনও ভাবেই তাঁহাকে উপাসনা করা যাউক না কেন, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যদি ভাব গভীর হয়, তবে তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি সন্নিকট। অতএব, উক্ত প্রকার বিবিধ উপাসনায় বিরোধ নাই।

সূত্র :—৩।৩।২৯।

গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থাঽন্যথা হি বিরোধঃ॥ ৩।৩।২৯॥

গতেঃ + অর্থবত্ত্বম্‌ + উভয়থা + অন্যথা + হি + বিরোধঃ॥

গতেঃ :—গতির—ভগবৎ প্রাপ্তির। **অর্থবত্ত্বম্‌** :—পুরুষার্থত্ব। **উভয়থা** :—উভয় প্রকারে। **অন্যথা** :—অন্য প্রকারে—তাহা না হইলে। **হি** :—নিশ্চয়। **বিরোধঃ** :—বিরোধ হয়।

উক্ত দ্বিবিধ ভক্তি দ্বারাই ভগবৎ প্রাপ্তি হইতে পারে, এই হেতু দ্বিবিধ ভক্তিই সার্থক। মাধুর্য্যজ্ঞানে রুচি বা রাগানুগা ভক্তি দ্বারা মাধুর্য্যময় ভগবান্‌কে, এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বৈধী ভক্তি দ্বারা ঐশ্বর্য্যময় ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। অনুভূতির বা রসাস্বাদনের পৃথকত্ব থাকিতে পারে। ভগবানে সমুদায় রস পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। যে সাধক যে রসের রসিক, সে সেই রসই, তাহার অধিকার এবং আস্বাদনের সামর্থ্যানুসারে, উপভোগ করিতে পারিবে। ঐশ্বর্য্যময় ভগবৎ প্রাপ্তি বা মাধুর্য্যময় ভগবৎ প্রাপ্তি—উভয়ই ভগবৎপ্রাপ্তি বটে। সূত্রে ব্যবহৃত 'অর্থ' শব্দের অর্থ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থপ্রাপ্তি ও পুরুষোত্তম প্রাপ্তি একই। ৩।৩।৬ সূত্রে গুণোপসংহার করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান আলোচ্য স্থলে উপরে কথিতমত অনুভূতির ও রসাস্বাদনের পার্থক্য হেতু, উপাসনাও দুইপ্রকার হওয়ায়, উপসংহার করণীয় নহে, বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ, ঐকান্তিক ভক্তের হৃদয়ে আপনার ইষ্টদেবের ইতর গুণের প্রকাশ হয় না, ইহা পরে আলোচিত হইবে।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সাধন—সাধারণতঃ জ্ঞানমার্গীর সাধন, এবং মাধুর্য্যজ্ঞানে সাধন—ভক্তিমার্গীর সাধন। উভয়েতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জ্ঞান-মার্গীর সাধনে মোক্ষে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা প্রাপ্তি, এবং ভক্তিমার্গীর সাধনে ভগবান্ বা পুরুষোত্তম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহার শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ আছে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্,"** (তৈত্তিঃ ২।১)—**"ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ।" "যিনি ইহাকে পরম ব্যোম এবং হৃদয় গুহায় নিহিত জানেন।" "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ঽয়নায়।"** (**তৈত্তিরীয় আরণ্যক পুরুষসূক্ত**)—**"তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্ব লাভ করা যায়, অর্থাৎ মুক্তি হয়, অন্য কোনও পথ আশ্রয়ের জন্য নহে।" কঠশ্রুতিতে আছে "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"** (কঠঃ ১।২।২২)—**"এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার কাছেই নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন।"** "বরণ" করা অর্থ—আত্মীয়ত্বে অঙ্গীকার করা—কন্যা যেমন পতিত্বে অঙ্গীকার করিয়া, পতির নিকট আপনাকে সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করে—ইহাও সেইরূপ। সুতরাং বুঝা গেল যে, আত্মা যাহাকে উপযুক্ত অধিকারী বা ভক্ত বলিয়া আপনার নিজজন বলিয়া মনে করেন, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। রহস্য বা গোপনের কিছুই থাকে না।

স্মৃতিতেও আছে—

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥" (গীতাঃ ১৮।৫৫)

—ভক্তি দ্বারা আমি যেরূপ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও যাহা সচ্চিদানন্দঘন ইহা তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর অর্থাৎ জ্ঞানের উপশমে আমাতে প্রবেশ করে। (গীঃ ১৮।৫৫)

আবার, ভাগবতে আছে :—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ ॥ ভাগঃ ১১।১২।১২

—সেই অবলাগণ, আমার স্বরূপ না জানিয়া, রমণ বিষয়ক জার বুদ্ধিতে আমাকে কামনা করিয়াই, নিয়ত আমার সংসর্গ বশতঃ আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাগঃ ১১।১২।১২

উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র এবং স্মৃতির শ্লোক পর্য্যালোচনা করিলে দৃশ্যতঃ বিরোধ প্রতীয়মান হয়। এই বিরোধের সমাধান এই সূত্রে সূত্রকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে, দ্বিবিধ উপায়েই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে। মাধুর্য্যজ্ঞানে স্বরূপাবগতি না থাকিলেও ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

এই বিরোধ মহারাজ পরীক্ষিতের মনে উদয় হইয়াছিল। ভগবান্ যখন রাসবিলাসের ইচ্ছা করিয়া বংশীবাদন করিলেন, তখন গোপীগণ তাঁহার আকর্ষণে আত্মহারা হইয়া প্রেমোন্মত্ত অবস্থায়, সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া "বিস্রস্ত-বস্ত্রাভরণাঃ" হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার সকাশে উপনীত হইলেন। বাস্তবিক, ভগবানের ভুবনমোহন বংশীধ্বনি কানে প্রবেশলাভ করিবার সৌভাগ্য জীবের যখন হয়, তখন দুদিনের উপভোগ্য সুখদুঃখ, হাসি কান্নায় কি আর মন ভুলে? মনঃ তখন আত্মহারা হইয়া বংশীবিলাসীর চরণপ্রান্তে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, সংসারের সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ছোটে। গোপীগণের সেই সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা কি করিয়া নিশ্চিন্ত, নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারেন? কয়েকজন গোপী নিজ নিজ আত্মীয়গণের সেবা গৃহাভ্যন্তরে করিতেছিলেন। তাঁহাদের কর্ণেও বিশ্বপতির মধুর আহ্বান পৌঁছিল। তাঁহারাও ছুটিয়া বাহির হইবার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের পতি

প্রভৃতি আত্মীয়গণ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের গমনে বাধা দেওয়ায়, তাঁহারা প্রিয়তম বিশ্বপতির দুঃসহ বিরহতাপে দগ্ধকষায় এবং ধ্যানে তাঁহার মধুর আলিঙ্গন জনিত পরম নিবৃত্তির উপভোগে ক্ষীণপুণ্য হওয়ায়, তাঁহাদের গুণময় দেহ ধারণের কারণ বর্ত্তমান না থাকা নিবন্ধন, স্থূল দেহ পরিত্যাগ করতঃ, শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত উপপতি রূপে মনে করিয়াও, তাঁহার পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। শুকদেব গোস্বামী এই প্রকার বর্ণনা করিলে, মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন :—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণাধিয়াং কথম্॥ ভাগঃ ১০।২৯।১২

—হে মুনে! এই গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, তাঁহাদের মনঃমোহনকারী কান্তরূপেই জানিতেন। সুতরাং, তাঁহাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহের উপরম পরমমোক্ষলাভ কি প্রকারে হইল?

ভাগঃ ১০।২৯।১২

ইহার উত্তরে শুকদেব গোস্বামী বলিলেন :—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৩
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৪
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ ভাগঃ ১০।২৯।১৫

—হে রাজন্! আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিশুপাল ভগবানকে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অগোচর যে ভগবান্, তাঁর প্রিয়াগণের কথা কি? মানবগণের পরম পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য, অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ—গুণের প্রবর্ত্তক ভগবানের প্রপঞ্চে অভিব্যক্তি! কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহৃদ্য প্রভৃতি যে কোনও ভাব, সেই দুরিত হরণকারী হরিতে প্রতিনিয়ত বিহিত হইলে মানব তন্ময়তা লাভ করে। ভাগঃ ১০।২৯।১৩-১৪-১৫।

তন্ময়তা লাভ করিলে আর মোক্ষ প্রাপ্তির বিলম্ব কি? "ভাবো হি ভবকারণম্" ইহা ত পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় বলা হইয়াছে। অতএব, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আর

—বস্তুতত্ত্ব জানায়; আর ভক্তি—বস্তুকে নিকটে আনয়ন করিয়া আস্বাদন বা উপভোগের দ্বারা উহার তত্ত্ব গোচরীভূত করে। ব্রহ্মে—বস্তু ও তত্ত্ব অভেদ হওয়ায়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষে, আমরা দেখিতে পাই যে, যদি অজ্ঞান বালক অগ্নির দাহিকা শক্তি না জানিয়া, অগ্নির মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিয়া দেয়, অগ্নি তাহার হস্ত দগ্ধ করিবেই করিবে। ইহা বস্তু শক্তির পরিচয়। রোগ হইলে চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধের গুণ অবগত না হইয়াও সেবন করিলে, উহার কার্য্য করিবেই করিবে। ঐরূপ, বিষ না জানিয়া অসাবধানে অজ্ঞাতে গলাধঃকরণ করিলে অজ্ঞানতার জন্য কি উহার কার্য্য প্রতিহত থাকিবে? তাহা কখনই থাকে না। বস্তু তাহার নিজ শক্তি অনুসারে কার্য্য করিবেই করিবে। সেইরূপ ভগবদ বস্তু যে কোন ভাবেই যদি উপাসনা (উপ—সমীপে আনয়ন) করা যায়, তবে, তাহার বস্তুশক্তি কার্য্য করিবেই করিবে। এই সমীপে আনয়ন—নিরন্তর চিন্তন, তদ্‌ভাবে বিভাবিত হওনের দ্বারা হইয়া থাকে। তিনি আমাদের সকলের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান আছেন, আমাদের ভাল মন্দ কোনও কার্য্য তাঁহার অজ্ঞাতে হয় না। তিনি বুঝিতে পারেন যে, চিন্তা তাঁহারই জন্য হইতেছে, অথবা, আমাদের নিজ নিজ আত্মম্ভরিতা বা প্রখ্যাতি বৃদ্ধির জন্য হইতেছে? অর্থাৎ আমি তাঁহাকে বস্তুতঃ চাই কিনা, অথবা, লোকসমাজে ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার ইচ্ছাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—চক্ষুঃ মুদিয়া ধ্যান ব্যপদেশ—বা মালা লইয়া নাম জপের অভিনয়—উহার উপায় মাত্র? তাঁহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। যদি আমার বাস্তবিক আগ্রহ থাকে, এবং সে আগ্রহ আকুল হয়, তবে কি তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি যে ভক্ত বৎসল। তাঁহার ত নিরীহ, উদাসীনভাবে থাকিবার উপায় নাই। ভক্তবৎসলতা ত তাঁহার একটি অপবাদ। তিনি যেকল্পতরু স্বভাব। আমাদের প্রার্থনা তাঁহার কাছে পৌছিলেই তিনি তাহা পূরণ করিতে উন্মুখ। ইহা তাঁহার স্বভাব। ইহা না করিলে যে তাঁহার স্বরূপ বিচ্যুতি ঘটিবে—তাহা ত অসম্ভব। অতএব তাঁহার প্রার্থনাপূরণ না করিয়া থাকিবার উপায় নাই।

জ্ঞানমার্গে বিধিমুখে উপাসনার শাস্ত্রবিধি যথাযথ প্রতিপালনের দ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহার ফলও শাস্ত্রানুসারে কল্যাণকর। কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণ শাস্ত্রবিধি মানিতে পারেন না। তাহাতে কি তাঁহাদের প্রত্যবায় হইয়া থাকে? ভাগবত ইহার উত্তর দিতেছেন :—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ভাগঃ ১১।৫।৩৮

—স্বীয় পাদমূল ভজনকারী অন্য ভাব রহিত প্রিয়ভক্ত যদি কখনও প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বসেন, পরমেশ্বর হরি, তাঁহার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।৫।৩৮

সুতরাং, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার পাদমূল আশ্রয় করা দেহধারীমাত্রের কর্ত্তব্য।

জ্ঞানের পথ দুর্গম। ভক্তির পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। যদিও উভয় পথের লক্ষ্য স্থান এক, তথাপি পথের দুর্গমতা ও সুগমতার প্রতি দৃষ্টি রাখা পথবাহী পথিকের প্রয়োজন। লৌকিক দৃষ্টান্তে লোকে তাহাই করিয়া থাকে। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে এই উপদেশই দিয়াছেন:—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
ভাগঃ ১০।১৪।৩

শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো।
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৪

—হে অজিত! আপনাকে ত্রিলোকে কেহ জয় করিতে পারে না, সত্য বটে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানলাভের প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানেই অবস্থিতি করতঃ সাধুগণ কর্ত্তৃক নিত্য প্রকটিত আপনার কথা বিনা চেষ্টায় শ্রুতিগত হইলে, উহা কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা কর্ম্ম করুক বা না করুক, ত্রিলোকের মধ্যে তাহাদের দ্বারাই আপনি জিত হয়েন। অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও, তাহারা আপনাকে

প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যপক্ষে, যে সকল লোক পরম কল্যাণের বর্ত্মস্বরূপ ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বোধ লাভার্থ ক্লেশ করে, তাহারা ধান্য মনে করিয়া স্থূল তুষ অবঘাত করার ন্যায়, কেবলমাত্র ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। ভাগঃ ১০।১৪।৩-৪।

সাধনোপায় প্রধানতঃ দুই প্রকার—কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মফল ত্যাগরূপ কর্ম্মযোগ। ভাগবত গীতার ৩।৩ শ্লোকে এই উভয় পন্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উভয়ই ভক্তি যোগের অপেক্ষা রাখে। ভাগবতে জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ তিনটি সাধনোপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। যাহাদের বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে জ্ঞান যোগ, যাহাদের বৈরাগ্যোদয় হয় নাই, প্রত্যুত বাসনার বশে যাহারা পরিচালিত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগ; আর ভগবানের কথায়, নামে, যাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ প্রশস্ত। ভাগবত বলিতেছেন:—

নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥ ভাগঃ ১১।২০।৭
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাগঃ ১১।২০।৮

ইহাদের অর্থ ১।১।৩২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪৭৮) দেওয়া হইয়াছে। অধিকারী ভেদে পন্থা নির্দ্দেশ করা হইল। ইহাদের মধ্যে এটি ভাল, এটি মন্দ, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যিনি যে প্রকার অধিকারী, তাঁহার পক্ষে সেই পন্থাই শ্রেয়স্কর, ইহা বিশ্বাস করা উচিত। অসূয়া বা দ্বেষবুদ্ধি অত্যন্ত অকল্যাণকর, ইহা বলাই বাহুল্য। আমি ভক্তি পথের পথিক, অতএব আমি অপর পথের পথিক হইতে শ্রেষ্ঠ, যদি আমি এরূপ মনে করি, তবে তাহা আমারই আত্মম্ভরিতার পরিচায়ক এবং উহার ফল সমূহ অশুভ। এই ভক্তি-জ্ঞানাত্মক বা ভক্তি-কর্ম্মাত্মক উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা ও বিরোধ সমাধানের প্রয়াস মৎ প্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকের গায়ত্রী তত্ত্বে ৪২ ও ৪৩ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচনার প্রয়োজন। উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৯।১৫ শ্লোকে, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি শ্রীভগবানে

অর্পিত হইলে, নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় হইয়া থাকে, বলা হইয়াছে। আমরা কাম ক্রোধকে রিপু বলিয়াই জানি। তাহা ভগবানে অর্পণ করা কি সঙ্গত? এ প্রকার সন্দেহ মনে উদয় হয়। অনেক ধর্ম্মের মত যে, উহা ভগবানে অর্পিত হইলে নিঃশ্রেয়স লাভ দূরের কথা, পাপভাগী হইতে হয়। এ সম্বন্ধে ভাগবত মত এই যে, পরশমণির সংস্পর্শে অতি তুচ্ছ লৌহ যেমন স্বর্ণ হয়, সেইরূপ অশেষ কল্যাণ গুণের আকর, প্রেমমঙ্গল ও আনন্দময় ভগবানে উহারা অর্পিত হইলে, উহাদের দোষ থাকে না। উহারা তখন লৌহের স্পর্শমণি সংস্পর্শে বিশুদ্ধ স্বর্ণ গুণ প্রাপ্তির ন্যায়, প্রেম-মঙ্গল-আনন্দ সংপ্রবাহের কেন্দ্র স্বরূপ হয়। ইন্দ্রিয়গণ ততদিন শত্রু, যতদিন শ্রীভগবানে অর্পিত না হয়। ব্রহ্মা বলিতেছেন ঃ—

তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ! ন তে জনাঃ ।।

ভাগঃ ১০।১৪।৩৬

—হে কৃষ্ণ! রাগাদি তাবৎকাল পর্য্যন্ত দস্যু, গৃহ ততকালই কারা গৃহ এবং মোহ তাবৎ পর্য্যন্ত পাদশৃঙ্খল, যতদিন পর্য্যন্ত উহারা তোমাতে অর্পিত না হয়। উহারা তোমাতে অর্পিত হইলেই, পরমবন্ধুর ন্যায় নিঃশ্রেয়সের পথে অগ্রসর করাইয়া দেয়।

ভাগঃ ১০।১৪।৩৬

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে।

ভাগঃ ১০।২২।২৬

—আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের কাম, বিষয়ভোগার্থ কল্পিত হয় না। ধান্য, যব প্রভৃতি যদি অগ্নিতে ভর্জ্জিত বা জলে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে কি তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভব?

ভাগঃ ১০।২২।২৬

ভগবান্ অনন্ত। অনন্ত ভাবনিচয় তাঁহাতে বর্ত্তমান। জগতে সমুদায় ভাবের উৎপত্তি তাঁহা হইতেই। ভাল ভাব, মন্দভাব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাম, ক্রোধ,

দ্বেষ, হিংসা, আবার দয়া, দাক্ষিণ্য, সরলতা, অহিংসা, সমতা প্রভৃতি সমুদায়ের একমাত্র আশ্রয় তিনিই। তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহ থাকিতে পারে না। আমাদের হৃদয়ে এ সকল ভাব, অল্পাধিক সকলের আছে। তাহাতে দুঃখিত হইবার বা হতাশ হইবার কারণ নাই। ঐ সকল ভাব, আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রতিবেশী, বন্ধু, শত্রুর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া, সমুদায় ভাবের শাশ্বত একমাত্র আধার শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। তখন উহারা আর বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তি পথে অগ্রসর করাইয়া দিবার কারণ হইয়া থাকে। এই তত্ত্বই আমরা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায়, তড়িৎ পরিচালক তারের সাহায্যে বজ্রাঘাত হইতে অট্টালিকা সংরক্ষণের দৃষ্টান্তে প্রতিপাদিত করিয়াছি। সেখানে ইহা কর্ম্মবাদ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি মনের বৃত্তি, গুণের দ্বারা নির্ম্মিত, এবং ইহারাই কর্ম্ম সৃজন করে। তাহাও উক্ত সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, এই কর্ম্মের উৎপাদক গুণকে শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেই আর কর্ম্ম উৎপাদিত হইতে পারে না। সুতরাং সংসার বন্ধনের কারণ বর্ত্তমান না থাকায় মুক্তি আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। ব্রহ্মভাবে বিভাবিত না হইলেও ভগবানকে আত্মীয়, সুহৃৎ, কান্তভাবে ভাবিলেও ফল অভিন্ন। ইহার দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত উদ্ধব উক্তিতে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥

ভাগঃ ১০।৪৭।৫৯

—অহো! এই সকল স্ত্রী (গোপী) বনচরী—নাগরিকা স্ত্রীগণের ন্যায় কলাকুশলা নহে—তাহাতে ব্যাভিচার-দূষিতা; ইহারা কোথায়? আর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে পরম প্রেম কোথায়? উভয়ের অন্তর কত অধিক! যে ব্যক্তি একান্ত ভাবে ভগবান্‌কে ভজনা করে, সে ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হইলেও, এবং ব্যাভিচারাদি অশাস্ত্রীয় ভাবের দ্বারা ভগবানের ভজনা করিলেও, উপযুক্ত মহৎ ঔষধের ন্যায়

(গুণ না জানিয়া গলাধঃকরণ করিলে, যেমন সে নিজগুণ বিস্তার করিয়া রোগমুক্ত করে); ভগবান্ অনন্ত তাঁহার শ্রেয় বিস্তার করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৪৭।৫৯

অতএব, সিদ্ধ হইল যে, জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথ—উভয় পথের লক্ষ্য একই। এবং ভগবত্তত্ত্ব না জানিয়া ভক্তি করিলেও, বস্তুশক্তি বশতঃ সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে ও তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাঁহাকে পাওয়া গেলে আর পাইবার কি বাকী থাকে? তখন তত্ত্বজ্ঞান ত আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

১৩। উপপন্নাধিকরণ॥

সংশয় :—তোমার পূর্ব্ব সূত্রোক্ত বিচার আলোচনা করিলে, তোমার উদ্দেশ্য স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে না। তুমি বলিয়াছ যে, বৈধী ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি উভয়ের প্রাপ্য একই। অথচ, আবার বলিতেছ যে, উভয়-বিধ উপাসনার ফলে রসাস্বাদন পৃথক্ হইতে পারে। একের উপাসনায় ঐশ্বর্য্যময় ভগবৎ প্রাপ্তি এবং অপর প্রকার উপাসনায় মাধুর্য্যময় পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। তবে কি ইহাদের ফলের ইতর বিশেষ আছে, এবং উপাসনারও উত্তম মধ্যম ভেদ আছে? ৩।৩।২৮ সূত্রের আলোচনায় বৈধীমার্গীয় সাধককে মধ্যম শ্রেণীর ভক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ, এবং পোষকে ভাগবতের ১১।২।৪৪ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছ। আবার, ১১।২।৪৩, এবং ১১।২।৫১ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া রাগানুগা ভক্তি মার্গীয় ভক্ত উত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ। পরিষ্কার করিয়া বল না, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এবং কতটুকু? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র : ৩।৩।৩০।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩।৩।৩০ ॥

উপপন্নঃ + তৎ + লক্ষণ + অর্থ + উপলব্ধেঃ + লোকবৎ ॥

উপপন্নঃ :—শ্রেষ্ঠত্ব সঙ্গত হয়। **তৎ** :—সেই প্রকার স্বভক্তের সহিত মধুর ভাব বিনিময়। **লক্ষণ** :—চিহ্ন। **অর্থ** :—মাধুর্য্যগুণে গুণময় পুরুষোত্তম। **উপলব্ধেঃ** :—প্রতীতি হেতু। **লোকবৎ** :—যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায়, তেমনি।

যেমন লোক ব্যবহারে দেখা যায় যে, রাজার শুভাকাঙ্ক্ষী কোনও প্রজা স্বজনবৎসল রাজাকে অন্তরঙ্গভাবে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিজ বশে আনয়ন করতঃ প্রশংসনীয় হয়, সেইরূপ রাগানুগা ভক্তি মার্গীয় ভক্ত ভগবান্‌কে ভগবানের জন্যই ভালবাসিয়া ও সেবা করিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আনন্দময়ের আনন্দ প্রদান পূর্ব্বক ও আপনার পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা উহা উপভোগ করিয়া, আপনি ধন্য ও সাধক সমাজে প্রশংসনীয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই সঙ্গত।

সংসারাবদ্ধ জীব, সংসার তাপে তাপিত হইয়া ঐ তাপশান্তিই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে, এ কারণ, সাধারণ সাধকের পক্ষেই মুক্তিই চরম ও পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে হয়, কেননা মুক্তিই সংসারতাপের নাশক। যে

সকল সাধক মুক্তির জন্য সাধনা করেন, তাঁহারা নিজেদের জন্যই উহা করিয়া থাকেন। ভগবানের জন্য তাঁহার আরাধনা, তাঁহারা করেন না। এ কারণ মোক্ষাভিসন্ধি "কৈতব" বলিয়া ভাগবতে কথিত, ইহা ৩।৩।২৬ সূত্রের আলোচনায় কথিত হইয়াছে। রাগানুগাভক্তিমার্গীয় ভক্ত নিজের কথা ভাবেন না। ভগবৎ সেবাই তাঁহার লক্ষ্য এবং তজ্জন্য ভগবানের পরিতোষ সম্পাদনই তাঁহার উদ্দেশ্য। এজন্য ভগবান্‌ও তাঁহার উক্ত ভক্তির দৃঢ়তা ও একাগ্রতা অনুসারে নিজের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার অধীন হইয়া পড়েন। এই জন্যই ভগবান্ নিজ মুখে বলিয়াছেন :—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৬
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৮

—এই দুই শ্লোকের অর্থ ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩১৯) দেওয়া হইয়াছে।

কে কাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা করিয়া নষ্ট করিতে চায়? এজন্য ভগবান্ বরং সহজে উপযুক্ত সাধকগণকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তিদান সহজে করেন না। তিনি জানেন যে, ভক্তিদান করিলেই তিনি বাঁধা পড়িবেন। এই জন্যই ভাগবত বলিয়াছেন :—হে পরীক্ষিৎ! তোমাদের নিজেদের দৃষ্টান্তেই দেখ, ভগবান মুকুন্দ তোমাদের ও যদুগণের পতি (পালক), গুরু (উপদেষ্টা), দৈব (উপাস্য), প্রিয় সুহৃৎ, কুলের নিয়ন্তা, কখনও কখনও দৌত্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া তোমাদের কিঙ্করের কার্য্যও করিয়াছেন। তোমরা ভক্তি দ্বারা, তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ আচরণ করিতে বাধ্য করিয়াছ, এই জন্য ভগবান্ তাঁহার ভজনকারীগণকে বরং মুক্তিও দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহজে দেন না। ভাগঃ ৫।৬।১৮

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥
ভাগঃ ৫।৬।১৮

—কিন্তু ভক্তও আবার তেমনি জেদী যে—তিনি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য, এমন কি তাঁহার সহিত একত্ব দিতে চাহিলেও, তাঁহারা উহা গ্রহণ করেন না। তাঁহার সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই চান না। ভাগঃ ৩।২৯।১১

সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভাগঃ ৩।২৯।১১

মুক্তি ভক্তগণের গ্রহণীয় নহে। তাঁহারা ভগবানের সেবাই চান। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিতে হয়। তিনি ভাববন্ধু। তাঁহার নিজমুখে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞা আছে:—**"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"**—(গীতা, ৪।১১)—"যে আমাকে যেরূপে ভজনা করিয়া থাকে, আমি তাহাকে সেইরূপেই প্রতিভজন করিয়া থাকি। ইহা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অব্যভিচারী নিয়ম। এই নিয়মে বাধ্য হইয়া তিনি তাঁহার ভক্তের কাছে নিজের স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলেন। এই কারণেই পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।১৪।৩ শ্লোকে, ভাগবত ব্রহ্মার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—যে তিনি ভক্তগণের নিকট পরাজিত, যদিও অন্যত্র অজিত। সুতরাং রাগানুগা ভক্তিমার্গের ভক্ত, যে বৈধী মার্গের ভক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভক্তিতে সাধক নিজের জন্য কিছুই চান না। বেদান্ত সাধারণ সাধকের পন্থা নির্দ্দেশ করে এবং মোক্ষপ্রাপ্তিই সাধারণ সাধকের পরম পুরুষার্থ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই কারণেই বৈধী ও রাগানুগা উভয় মার্গের উপাসনা—মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তি হিসাবে এক বলিয়া পূর্ব্ব সূত্রে কথিত হইয়াছে। রাগানুগা ভক্ত মুক্তি না চাহিলেও, মুক্তি তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হয়, ইহা ৩।৩।২৬ সূত্রের আলোচনায় কথিত হইয়াছে। এই ভক্তি অহৈতুকী, অনিমিত্তা বলিয়া উল্লিখিত হয়। নিষ্কাম বলিয়াই অহৈতুকী ও অনিমিত্তা বলিয়া কথিত। ইহা সিদ্ধি বা মুক্তি হইতে গরীয়সী।

ভাগঃ ৩।২৫।২৯

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥ ভাগঃ ৩।২৫।২৯

সিদ্ধেঃ মুক্তেরপি (শ্রীধর)।

সমুদায় মঙ্গলের একমাত্র নিদান ও উদ্ভব স্থান ভগবান্ প্রসন্ন হইলে, আর কি কোনও বস্তু দুর্লভ থাকে? তখন বরং সমস্ত কল্যাণ তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়।

অনন্য দৃষ্টি দ্বারা যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে একান্তভাবে ভজনা করেন, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে আপনার পদ প্রদান করেন। ভাগঃ ৩।১৩।৪৮।

তস্মিন্ প্রসন্নে সকলাশিষাং প্রভৌ
কিং দুর্ল্লভং তাভিরলং লবাত্মভিঃ।
অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥

ভাগঃ ৩।১৩।৪৮

ইহা অনুভূতির ব্যাপার; যুক্তিতর্কের গোচর নহে। যাঁহারা উহার উপলব্ধি করিয়াছেন, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের কথাই গ্রহণ করিতে হয়। ধ্রুব একজন ভক্ত; তিনি উহা উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছেন:—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ
কিম্বন্তকাসি লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥

ভাগঃ ৪।৯।১০

—হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিদিগের যে পরমানন্দ লাভ হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না। সুতরাং যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসি দ্বারা কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য নশ্বর স্বর্গাদি ভোগে সে নিবৃত্তির কণামাত্র উপভোগের সম্ভাবনা কি? ভাগঃ ৪।৯।১০

লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, কোনও অনুগত প্রতিপালক, প্রজারঞ্জক, সার্ব্বভৌম সম্রাটের অনুরক্ত, তদধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজা, সম্রাটের সভাসদ্‌গণের কাহারও আনুকূল্যে সম্রাট্ সমীপে গমন, তাঁহার দর্শন প্রভৃতির সৌভাগ্য লাভ করিলে, সম্রাট্ তাঁহার বিধি পালনকারী উক্ত ভক্ত সামন্তরাজকে অভ্যর্থনা, আদর, আপ্যায়ন প্রভৃতি করিয়া, তাঁহার সিংহাসনের এক পার্শ্বে

উক্ত সামন্ত রাজের বসিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন, তাঁহার সমক্ষেই অন্যান্য সামন্ত রাজগণের এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী রাজা মহারাজগণের পূজা গ্রহণ করিয়া, রাজকার্য্য শেষ করেন এবং সভা ভঙ্গের সময় সকলকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সামন্ত রাজাকেও বিদায় করিয়া নিজ অন্তঃপুরে গমন করেন, সে সময়ে কেবলমাত্র তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বজন এবং নিজের ব্যক্তিগত পরিচারক মাত্র সঙ্গে সঙ্গে যায়, অপর সকলেই বাহিরে পরিত্যক্ত হয়। সেইরূপ বৈধী ভক্তিমার্গের ভক্ত, দেহরূপ রাজ্যের রাজা জীব, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের উপাসক। তিনি সাধনার বলে বিশ্বপতির সভায় তাঁহার সিংহাসনের একপার্শ্বে স্থান পাইয়া বিশ্বরাজ্য শাসনব্যাপার দর্শন করিতে থাকেন। কত শত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা—বিশ্বপতির আদেশের অপেক্ষায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। কত সূর্য্য চন্দ্র তাঁহাকে সেবার জন্য আলোকাদির ব্যবস্থা করিতে ছুটাছুটি করিতেছেন। কত বরুণ তাঁহার রাজ্যের পথ জলসিক্ত করণে ব্যস্ত, কত পবন চামর ব্যজনে তাঁহার সন্তোষ সাধনে তৎপর, কত মহেন্দ্র দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। এ সমুদায় দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। আবার সভাভঙ্গে সকলের সহিত বাহির হইতে ফিরিয়া আসেন। বিশ্বরাজ যখন অন্তর্গৃহে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, সেখানে যাইবার অধিকার না থাকায়, তথাকার স্বরূপ সুখানুভূতি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু রাগানুগা মার্গের ভক্ত—তাঁহার স্বজন, তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচারক। তাঁহার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত। তিনি ভগবানের স্বরূপে অবস্থান কালে স্বরূপ ধামে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার অধিকার পাইয়া পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার সমুদায় আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। তখন তিনি সেই সেবানন্দ ভিন্ন আর কিছুই চান না। এই জন্যই ভক্ত স্বর্গ, সার্ব্বভৌমপদ প্রভৃতি কিছুই চান না, কেবল ভগবানের পদপ্রান্তে অবস্থানই আকাঙ্ক্ষা করেন। কেহ কেহ বা, সেই প্রিয়তমের বিধানমত কর্ম্মবিপাকে নরকপ্রাপ্তি হইলেও, তাহাতে দুঃখিত নহেন। সেখানেও তাঁহার পাদপদ্মের রজঃকণা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রসঙ্গে ৩।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৬।১১।২৩, ১০।১৬।৩৭ ও ৩।১৫।৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। তিনি এত মধুর যে, তাঁহার রাগানুগ ভক্ত নরক যন্ত্রণাতেও ভয় করেন না, যদি সেখানে তাঁহার নাম ও গুণ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করে। মুক্তিতে ফলাভিসন্ধি থাকায় জন্য, উহা তাঁহাদের নিকট 'কৈতব' ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে উহা চরম ও পরম পুরুষার্থ নহে।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, বৈধী ভক্তি অপেক্ষা রাগানুগা ভক্তি শ্রেষ্ঠ বটে। মাধুর্য্যময় ভগবান্ এই রাগানুগা ভক্তির দ্বারা লভ্য, জ্ঞান বা বৈরাগ্য দ্বারা লভ্য নহেন। ইহা ৩।৩।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৯।১৬ শ্লোকে স্পষ্ট কথিত আছে। স্বরূপানন্দ অপেক্ষা যে ভজনানন্দ অধিক, তাহা ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হইবে:—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥

ভাগঃ ৩।১৫।৪৩

—অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দের কিঞ্জল্কস্বরূপ শ্বেতারুণ কান্তিময় নখরবৃন্দে স্থিত তুলসীর মকরন্দ মিশ্রিত বায়ু নাসারন্ধ্র যোগে অন্তর্গত হইলে, অক্ষরোপাসকদিগের ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দানুভূতির সময়ও তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে রোমাঞ্চ উৎপাদন করে। ভাগঃ ৩।১৫।৪৩

১৪। অনিয়মাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"মুনয়ো হ বৈ ব্রাহ্মণমূচুঃ :—কঃ পরমোদেবঃ, কুতো মৃত্যুর্বিভেতি, কস্য বিজ্ঞানেনাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি, কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি ? তদুহোবাচ ব্রাহ্মণঃ। কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। গোপীজনবল্লভজ্ঞানেনৈতদ্বিজ্ঞাতং ভবতি। স্বাহেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তদুহোচুঃ—কঃ কৃষ্ণঃ ? গোবিন্দশ্চ কোমাবিতি ? গোপীজনবল্লভশ্চ কঃ ? কা স্বাহেতি ? তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ। পাপকর্ষণো গোভূমিবেদবেদিতো গোপীজনবিদ্যাকলাপপ্রেরকঃ। তন্মায়া চেতি সকলং পরং ব্রহ্ম। এতদ্ যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতীতি ॥" (গোপাল পূর্ব্বতাপনী—১।)

—মুনিগণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—পরম দেব কে ? কাঁহা হইতে মৃত্যু ভীত হয় ? কাঁর বিজ্ঞানে সমুদায় বিজ্ঞাত হয় ? কাঁহা হইতেই বা এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ বিস্তারিত হয় ? ব্রাহ্মণ উত্তরে বলিলেন :—কৃষ্ণই পরম দেব, গোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভীত হয়, গোপীজনবল্লভের জ্ঞানে সমুদায় বিজ্ঞাত হয়, এবং স্বাহাই এই বিশ্ব প্রপঞ্চকে বিস্তার করে। পুনরায় প্রশ্ন হইল :—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীজনবল্লভ—ইঁহারা কে, স্বাহাই বা কে ? উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন :—যিনি পাপকর্ষণ করেন তিনি কৃষ্ণ, যাঁহাকে গো, ভূমি এবং বেদ হইতে জানা যায় তিনি গোবিন্দ, এবং যিনি গোপীজনের বিদ্যা কলাপ প্রেরণ করেন তিনি গোপীজনবল্লভ, এবং স্বাহা তাঁহার মায়া। এই চারি একত্রে পরব্রহ্ম। যিনি এইরূপে অর্থাৎ "ওঁ-ম্ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, গোপীজনবল্লভায় স্বাহা", এই মন্ত্রে পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, জপ করেন, ভজন করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন।

(গোপাল পূর্ব্বতাপনী ১।)

সংশয় :—ধ্যান, জপ, ভজন তিনেরই উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাদের সকলগুলির কি এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, অথবা যে কোনও একটি করিলেই অমৃতত্ব লাভ হয় ? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৩১।

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাচ্ছব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩।৩।৩১ ॥

(বলদেব)।

অনিয়মঃ + সর্ব্বেষাম্ + অবিরোধাৎ + শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥

অনিয়মঃ :—নিয়মের অভাব। **সর্ব্বেষাম্ :**—সকলগুলির। **অবিরোধাৎ :**—অবিরোধ হেতু। **শব্দানুমানাভ্যাম্ :**—শ্রুতি ও স্মৃতির সহিত।

সূত্র—৩।৩।৩১।

অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩।৩।৩১ ॥

(শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ)।

ধ্যান, জপ, ভজন প্রভৃতির মধ্যে একটির সাধন করিলেই যথেষ্ট। সমুদায়গুলির একসঙ্গে সাধন করিবার বিধি শাস্ত্রে নাই। শ্রুতি ও স্মৃতির সহিতও যে কোনও একটির সাধনা সম্বন্ধে কোনও বিরোধ নাই। শ্রুতিতে উক্ত আছে, **"চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ।"** (গোপাল পূর্ব্বতাপনী, ৩)। শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে ধ্যান করিলে মুক্তি লাভ হয়। আবার—"কামাদি কৃষ্ণায়েত্যেকং পদম্। গোবিন্দায়েতি দ্বিতীয়ম্। গোপীজনেতি তৃতীয়ম্। বল্লভেতি তূরীয়ম্। স্বাহেতি পঞ্চমম্। ইতি পঞ্চপদং জপন্ পঞ্চাঙ্গং দ্যাবাভূমীসূর্য্যাচন্দ্রমসাগ্নিতদ্রূপতয়া ব্রহ্ম সংপদ্যত ইতি॥" (গোপাল পূর্ব্বতাপনী, ১)। অর্থাৎ :—

১। ক্লীং কৃষ্ণায় দিবাত্মনে হৃদয়ায় নমঃ। ২। গোবিন্দায় ভূম্যাত্মনে শিরসে স্বাহা।

৩। গোপীজন সূর্য্যাত্মনে শিখায়ৈ বষট্। ৪। বল্লভায় চন্দ্রমসাত্মনে কবচায় হুং। ৫। স্বাহা সাগ্ন্যাত্মনেঽস্ত্রায় ফট্।—এই মন্ত্র জপ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।

অতএব শ্রুতি মন্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধ্যান ও জপ দুইই একত্র একান্ত কর্ত্তব্য নহে। উহাদের মধ্যে যে কোনও একটির অনুষ্ঠান

যথাবিধানে করিতে পারিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব উহাদের মধ্যে যে কোনও একটি করণীয়।

স্মৃতিতে যে নবলক্ষণা ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহার যে কোনও একটির অনুষ্ঠান করিলে পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। ইহা ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ৭।১৫।১৮ ও ৭।১৫।১৯, এবং প্রাচীন মহাজন কৃত শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতা নাই। **বিশুদ্ধ ভাবই আসল বস্তু।** ভাগবতে ইহা স্পষ্ট কথিত আছে:—

> কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
>
> যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা॥ ভাগঃ ১১।১২।৭
>
> —কেবল বিশুদ্ধ ভাব দ্বারাই গোপীগণ, গোগণ, যমনার্জ্জুনাদি বৃক্ষসমূহ মৃগগণ, সর্পগণ, এই সকল মূঢ়ধী জীবগণ সিদ্ধ হইয়া অতি শীঘ্রই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভাগঃ ১১।১২।৭

উহারা চিন্তা দ্বারাই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং, **চিন্তা বা ধ্যান, জপ, ভজন ইহাদের যে কোনও একটি পুরুষার্থ লাভের কারণ।**

৩।৩।৯ সূত্রের আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, মনঃই বন্ধ মোক্ষের কারণ। মনঃকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ধ্যান, জপ বা অন্য কোনও প্রকার ভজন দ্বারা ভগবানে অর্পণ করতঃ স্থৈর্য্য সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। মনের বিক্ষিপ্ত ভাব তিরোহিত হইলেই ভগবৎস্বরূপ স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মনঃ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ তন্মাত্রের সমবায়ে গঠিত। একারণ উহা অতি সূক্ষ্ম ও অতি চঞ্চল। সূক্ষ্ম ও চঞ্চল বলিয়া, মনঃ যাহা চিন্তা করে, তাহার আকারে আকারিত হইয়া থাকে। মনের এই স্বভাবের উপর ধ্যান, জপ প্রভৃতির মূল সূত্র প্রতিষ্ঠিত। ভাগবতে ইহা স্পষ্ট উপদিষ্ট আছে। যথা:—

> যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
>
> স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥ ভাগঃ ১১।৯।২২
>
> কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
>
> যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্॥ ভাগঃ ১১।৯।২৩

—দেহী ব্যক্তি, স্নেহ বশতঃ, দ্বেষ বশতঃ বা ভয় বশতঃ যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মনঃ ধারণ করেন, তাহার সেই সেই রূপই প্রাপ্তি হয়। কোনও কীট, পেশস্কৃত কীট (কুমারিকা পোকা) দ্বারা ধৃত ও কুড্যমধ্যে প্রবেশিত হইয়া, ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ, পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তাহার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।৯।২২-২৩।

সুতরাং সর্ব্বসময়ে, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বদেশে ইষ্ট চিন্তাই নিঃশ্রেয়ঃ প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়। এ প্রকার নিরন্তর চিন্তায় মনের যে বিক্ষেপ মাত্র উত্থিত হইবে না, তাহা নহে। বিক্ষেপ জন্মাইলেও তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া চিন্তাপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। তাহাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। বস্তুশক্তি কার্য্য করিবেই করিবে। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন :—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণত্যভদ্রাণি শমং তনোতি চ।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ভাগঃ ১২।১২।৪১

—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মদ্বয়ের অবিস্মৃতি অমঙ্গল নিবারণ করে, মঙ্গল বিস্তার করে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মার প্রতি ভক্তি এবং বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য সহকৃত জ্ঞান সম্পাদন করে। ভাগঃ ১২।১২।৪১।

এই প্রকার করিতে করিতে বস্তুশক্তি প্রভাবে চিত্তের বিক্ষেপ দূর হইয়া, নির্ম্মল হইয়া থাকে।

সংকীর্ত্ত্যমানো ভগবাননন্তঃ
শ্রুতানুভাবো ব্যসনং হি পুংসাম্।
প্রবিশ্য চিত্তং বিধুনোত্যশেষং
যথা তমোঽর্কোঽভ্রমিবাতিবাতঃ॥

ভাগঃ ১২।১২।৩৪

—যাহারা ভগবান অনন্তের নাম কীর্ত্তন করে এবং মহিমা শ্রবণ করে, তাহাদের হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিয়া, সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার বিনাশ করেন এবং প্রবল বায়ু যেমন মেঘমালা বিদূরিত করে, সেইরূপ তাহাদের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল করেন। ভাগঃ ১২।১২।৩৪

ভাগবতের ১২।১২।৪১ শ্লোকে **"অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ"** অংশে সতত প্রবহমাণ স্মৃতির বিধিমূলক পদ না দিয়া ভগবান ভাগবতকার নিষেধ-মূলক **"অবিস্মৃতি"** পদ ব্যবহার করিলেন কেন? এ প্রশ্ন মনে উদয় হয়। এরূপ ব্যবহারের যে গূঢ় রহস্য আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। **"বিস্মৃতি"** আমাদের প্রকৃতিগত। কোন কিছু মনে রাখিতে হইলে, প্রয়াসের প্রয়োজন। ভাগবতকার সম্যক্ মানবচরিত্রজ্ঞ। উক্ত নিষেধ মূলক "অবিস্মৃতি" পদ ব্যবহার করিয়া শিক্ষা দিলেন যে, উপযোগী প্রয়াসের (শাস্ত্র বা গুরূপদেশের) দ্বারা কৃষ্ণ পদারবিন্দের প্রবহমান স্মৃতি সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখা প্রয়োজন। ইহার অন্য নাম সাধনা বা উপাসনা।

সুতরাং প্রতিপাদিত হইল যে, ধ্যান বা জপ বা অন্য কোনও প্রকার ভজন দ্বারা মনকে ধ্যেয় বা জপ্য বস্তুর আকারে আকারিত করিয়া তাহাতে বিক্ষেপশূন্য ভাবে, একতানতা প্রাপ্তি করানই প্রয়োজন। সাধনায় সমুদায় অঙ্গের অনুষ্ঠান এক সঙ্গে করিলে বরং বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকে। অতএব, একটিকে একাগ্রভাবে আশ্রয় করিয়া থাকিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সংশয়ঃ—পরমতত্ত্ব অধিগত হইলেই যে মুক্তি হয়, তোমার এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি লোকপালগণ পরমতত্ত্ব জ্ঞাতই আছেন। তথাপি তাঁহারা বিশ্বসৃষ্টি, সংহার, স্বর্গাদি লোক পালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন কেন? আবার, কখনও কখনও ভগবানের প্রতিকূলতাচরণ করেন কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ব্রহ্মাকৃত ব্রজের গোপবালক এবং গোবৎস হরণ, ইন্দ্র কর্ত্তৃক ব্রজে অত্যধিক বারিবর্ষণ, এবং পারিজাতের জন্য ভগবানের সহিত যুদ্ধ, রুদ্র কর্ত্তৃক বাণ রাজার অনুকূলে ভগবানের সহিত সংগ্রাম প্রভৃতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি পরমাত্মতত্ত্ব তাঁহাদের অধিগত, এবং তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত তবে তাঁহারা জাগতিক কার্য্যে কেন ব্যাপৃত থাকেন? ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র :—৩।৩।৩২ ।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩।৩।৩২ ॥

যাবদধিকারম্ + অবস্থিতিঃ + আধিকারিকাণাম্ ॥

যাবদধিকারম্ :—অধিকার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত। **অবস্থিতিঃ** :—অবস্থান। **আধিকারিকাণাম্** :—অধিকার বা ক্ষমতাবিশেষ প্রাপ্ত জীবদিগের।

যিনি যে অধিকার শ্রীভগবানের বিধানে প্রাপ্ত হইয়াছেন, যতকাল সেই অধিকার বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চে অধিকার পরিচালনের জন্য অবস্থান করিতে হইবে। অধিকার সমাপ্ত হইলে তাঁহাদের মুক্তি। ইহা প্রারব্ধ ভোগ সম্পাদনের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তির আত্মদর্শন হইবার বা নিজের স্বরূপোপলব্ধির পর জীবন্মুক্তভাবে প্রপঞ্চে অবস্থানের ন্যায়।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তব্য :—

মনবো মনুপুত্রাশ্চ মুনয়শ্চ মহীপতে।
ইন্দ্রাঃ সুরগণাশ্চৈব সর্ব্বে পুরুষশাসনাঃ ॥ ভাগঃ ৮।১৪।২

—মনুগণ, মনুপুত্রগণ, মুনি সকল, ইন্দ্রাদি দেবগণ, সকলেই পরমপুরুষের শাসনাধীন। ভাগ : ৮।১৪।২

তাঁহার বিধানেই সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কার্য্য শেষ হইলে, তাঁহারা অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

—উঁহারা সকলে—মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, পরের অর্থাৎ ব্রহ্মার কার্য্য শেষান্তে ব্রহ্মার সহিত পরমপদ প্রাপ্ত হন। ইহাই পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, মনু, ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ, যাঁহাদের অধিকার কল্পকাল স্থায়ী নয়, নিজ নিজ অধিকার সমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত অবস্থান করেন। তারপর, ব্রহ্মার আয়ু শেষ হইলে কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ইহা সূত্রকার পরে ৪।৩।১০ সূত্রে স্পষ্ট বলিবেন।

ভগবানে যে প্রতিকূলতাচরণ—দৃষ্টান্তের দ্বারা উল্লেখ করিয়াছ, উহা লীলাবৈচিত্র্য মাত্র এবং ভগবত্তত্ত্ব বিশদভাবে জীব সমক্ষে প্রচার করণের জন্য, ভগবানের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। নতুবা, তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্, এবং তাঁহারই প্রদত্ত অধিকারে অধিকারীগণ, কি তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকূলে, তাঁহার সহিত বিরোধাদি করিতে পারেন? তিনি সত্যসংকল্প, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহা প্রকটিত করিবার জন্যই উঁহাদিগের দ্বারা প্রতিকূলতাচরণ করাইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা জীবকেও শিক্ষা দেওয়া হয় যে, হে জীব! তুমি মায়ামোহিত ও দেহাভিমানে অন্ধ বলিয়া হতাশ হইও না। দেখিতেছ না, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদিও আমার হাতে ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র? তাহারাও যখন আমার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া এবং তাহাদের যাহা কিছু, সমুদায় যে আমা হইতে, তাহা ভুলিয়া আমার প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকে, তখন তুমি ত কোন্ ক্ষুদ্র। অতএব, হতাশ না হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমাকেই আশ্রয় কর।

এই সূত্রের সর্ব্ব সাধারণে প্রযোজ্য একটি সরল অর্থও হইতে পারে। ভাষ্যকারগণ এই সূত্রে, ব্রহ্মা, মনু, ইন্দ্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিকারী সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, ইহার এ প্রকার অর্থও হইতে পারে যে, **যে ব্যক্তি সমাজের যে স্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন, জন্মগত বা কর্ম্মগতই হউক, যতদিন উক্ত সমাজে বর্ত্তমান থাকিবেন, ততদিন সেই সেই সমাজগত নিয়মাবলি তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মোপেত সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন, যতদিন তিনি উক্ত সমাজে বর্ত্তমান থাকিবেন, আমরণ তাঁহার "স্বধর্ম্ম" প্রতিপালন করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এই উপদেশ দিয়াই যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছিলেন।**

ইহা হইতে আরও পাওয়া গেল যে, জ্ঞানলাভের পরও নিষ্কামভাবে নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করা জ্ঞানীগণেরও "লোক সংগ্রহে"র জন্য কর্ত্তব্য। এ প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মে বন্ধন শক্তি নাই—ইহা বিদ্যা পর্য্যায় ভুক্ত, ইহা এই অধ্যায়ের চতুর্থ পাদ আলোচনায় বুঝা যাইবে।

১৫। অক্ষরধ্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি,

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘম্……" (বৃহদাঃ ৩।৮।৮)।

—অয়ি গার্গি! ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। (বৃহাঃ ৩।৮।৮)।

২। "অথ পরা—যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে।

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্……।"

(মুণ্ডকঃ ১।১।৫-৬)

—অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা এই অক্ষর পুরুষকে লাভ করা যায়—যে অক্ষর পুরুষ দর্শনের অযোগ্য, গ্রহণের অবিষয়, গোত্র, বর্ণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র শূন্য। (মুণ্ডকঃ ১।১।৫-৬)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রদ্বয়ে কথিত অক্ষরের অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষুঃশ্রোত্র প্রভৃতি গুণ কি সমুদায় ব্রহ্মবিদ্যায় চিন্তা করিতে হইবে? বিগ্রহোপাসনাতেও কি উহাদের গ্রহণ করিতে হইবে? অথবা উহারা যেখানে যেখানে উল্লিখিত হইয়াছে, মাত্র সেই সেই স্থলেই গ্রহণ করিতে হইবে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৩৩।

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাভ্যামৌপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥

৩।৩।৩৩ ॥

অক্ষরধিয়াং + তু + অবরোধঃ + সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ + ঔপসদবৎ + তৎ + উক্তম্ ॥

অক্ষরধিয়াং :—অক্ষর ব্রহ্মোপাসকদিগের। **তু :—**কিন্তু। **অবরোধঃ :—**সংগ্রহ, সর্ববিদ্যাতে গ্রহণ। **সামান্য-তদ্ভাবাভ্যাম্ :—**সমান সম্বন্ধ এবং সমস্তই ব্রহ্ম বা ভগবচ্চিন্তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিবন্ধন। **ঔপসদবৎ :—**যজ্ঞীয় উপসদ্ গুণের ন্যায়। **তৎ :—**তাহা। **উক্তম্ :—**পূর্ব্ব মীমাংসায় উক্ত হইয়াছে।

অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধী অস্থূলত্বাদি সমস্তই সকল প্রকার ব্রহ্মোপাসনাতেই উপসংহার করিতে হইবে। কারণ, সমস্ত ব্রহ্মোপাসনাতেই উহাদের ব্রহ্মের সহিত তুল্য সম্বন্ধ, এবং প্রকৃত পক্ষে উক্ত অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম সমূহ ব্রহ্মচিন্তারই অন্তর্ভুক্ত। স্থূলত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অণুত্ব, মহত্ত্ব, হ্রস্বত্ব, দীর্ঘত্ব, দৃশ্যত্ব, বর্ণ, গোত্র, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, হস্তপদাদির বর্ত্তমানতা সমুদায় প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তুতে প্রযোজ্য। ব্রহ্ম প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু, তাঁহার অত্যল্প অংশেই প্রপঞ্চ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও, তিনি স্বরূপে চিরবর্ত্তমান বলিয়া, তাঁহাকে প্রপঞ্চের বাহিরের বস্তু বলিয়া ধারণা করা প্রয়োজন। তিনি সচ্চিদানন্দময়। তাঁহার দেহ-দেহী ভেদ নাই—ইহা একাধিকবার বলা হইয়াছে। সুতরাং অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রুতি কথিত সমুদায় ধর্ম্মই সমুদায় প্রকার ব্রহ্মোপাসনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, সমুদায় প্রকার উপাসনাতে উহারা গ্রহণীয়। কঠ শ্রুতির ১।২।১৫ মন্ত্রে আছে, "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি"—সমুদায় বেদ তাঁহারই পরমপদ প্রতিপাদন করে। সুতরাং, শ্রুতিতে অক্ষর ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, উহাও তাঁহাকে প্রতিপাদন করে।

আরও দেখ, আনন্দাদি ধর্ম্ম জীবেও বিদ্যমান আছে, যদিও অত্যল্প পরিমাণে। ব্রহ্মে উহা "মীমাংসা" (তৈত্তিঃ ২।৮), বা শেষ পরিণতি, অর্থাৎ অবধি রূপে বিদ্যমান। জীব স্বরূপতঃ হেয় সম্বন্ধ বিবর্জ্জিত হইলেও, প্রপঞ্চগত দৃশ্যতঃ হেয় গুণের সহিত সম্বন্ধ হইবার অযোগ্য নহে—দেহ বা উপাধি সম্বন্ধই তাহার কারণ। সুতরাং, জীবাতিরিক্ত ব্রহ্ম অসাধারণ, এই জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। **অতএব চেতনাচেতনাত্মক প্রপঞ্চের বহির্ভূত ধর্ম্মাদির উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মের অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। এজন্য, উহারা কি নির্গুণ উপাসনা, কি সগুণ উপাসনা, কি বিগ্রহ উপাসনা, সমুদায় উপাসনায় গ্রহণীয়।**

সমুদায় গুণ গুণীর অনুগমন করে। উপসদ্ কর্ম্মের অঙ্গীভূত মন্ত্রসকল ইহার দৃষ্টান্তস্থল। উক্ত উপসদ্ কর্ম্মে **"অগ্নির্বৈ হোত্র বেতু"**—ইত্যাদি মন্ত্রটি সামবেদীয়। সামমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা বা গান করা বিধি। কিন্তু উপসদ্ কর্ম্মটি যজুর্ব্বেদীয়—উক্ত মন্ত্রটি ইহার অঙ্গ মাত্র। যজুর্ব্বেদীয় উপসদ্ কর্ম্মে যখন উক্ত সামবেদীয় মন্ত্রটি পাঠ করা বিধি, তখন **'উপাংশু যজুষা'**—এই বিধি

অনুসারে উহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ না করিয়া, মৃদুস্বরে পাঠ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্ব মীমাংসায় ৩।৩।৯ সূত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে, "যেখানে অঙ্গ ও প্রধানের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে প্রধানের সহিতই বৈদিক ক্রিয়ার ও মন্ত্রের সম্বন্ধ হইয়া থাকে, কেননা, প্রধানের উপকারার্থেই অঙ্গের ব্যবস্থা।" **অতএব, অঙ্গ মাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হওয়া বিধি, তখন অস্থূলত্বাদি চিন্তাও ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তারই অঙ্গ এবং সমুদায় উপাসনায় ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তারই ব্যবস্থা। সুতরাং, সমুদায় উপাসনাতেই উহারা গ্রহণীয়।**

এই প্রসঙ্গে ৩।২।১১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ২৫৪-৫৫) ভাগবতের ৮।৩।২৪ শ্লোক, ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১২৮২) ৮।৩।২১, ৮।৩।২৬ শ্লোক, ৩।২।২২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৪৭) ১০।৩।২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। আরও অনেক শ্লোক উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, উপাস্য বিগ্রহের মূর্ত্তি, যাহা ধ্যান করিতে হয়, প্রাকৃত মূর্ত্তি নহে। শালগ্রামে বা মৃন্ময় প্রতিমাতে যে ইষ্টপূজা করা হইয়া থাকে, তাহা প্রস্তরময় শালগ্রামের বা মৃন্ময় প্রতিমার পূজা নহে। উহারা আলম্বন মাত্র। ঐ আলম্বনের সাহায্যে, নিত্য, সর্ব্বগত, সচ্চিদানন্দময়, বিভু, জগদেককারণ পরব্রহ্মেরই উপাসনা করা হইয়া থাকে। তাঁহার হস্তপদ মুখ প্রভৃতির চিন্তা করিলেও উহা মনঃ স্থৈর্য্যের জন্য, এবং ঐ সকল প্রত্যঙ্গও চিন্ময়, আনন্দঘন, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান বা চিন্তা করা প্রয়োজন। তিনি বিগ্রহ বিশিষ্ট রূপে চিন্তনীয় হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে "সর্ব্বতঃ পাণি-পাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্" ভাবেও ধারণা করিতে হইবে। নতুবা, ব্রহ্মস্বরূপের চিন্তাই হইল না। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, আমাদের প্রতিদিনের করণীয় পার্থিব শিব পূজায় পাই। মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গমূর্ত্তি গঠিত করিয়া, যখন আমরা **"সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ......ইত্যাদি"** মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উক্ত মৃন্ময় লিঙ্গমূর্ত্তির মস্তকে পুষ্প, বিল্বপত্র, চন্দন প্রদান করি তখন যে উহা ব্রহ্মোপাসনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমুদায় পূজায় এই একই কথা।

সুতরাং, অক্ষর উপাসনায় কথিত অস্থূলত্বাদি গুণসমূহ—সমুদায় উপাসনায় গ্রহণীয়, সিদ্ধান্ত হইল।

বিষয়ঃ—

"সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ… ।" (ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।২)।

সংশয় ঃ—ভাল, ব্রহ্ম যখন সর্ব্ববিদ্যার গুণী বা প্রধান এবং গুণ বা অঙ্গ মাত্রই যখন প্রধানের অনুগামী হইয়া থাকে, তখন শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রাংশে কথিত **"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ"** প্রভৃতি গুণ সমূহ কি সমুদায় উপাসনায় গ্রহণ করিতে হইবে? তোমার সিদ্ধান্তমত ত উহাদের গ্রহণই করিতে হয়। ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—৩।৩।৩১।

ইয়দামননাৎ ॥ ৩।৩।৩৪ ॥

ইয়ৎ + আমননাৎ ॥

ইয়ৎ ঃ—এই পরিমাণ। **আমননাৎ ঃ**—আভিমুখ্যে চিন্তা হেতু।

একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচিন্তারই প্রয়োজন। একারণ, যাহার অভাবে ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে না, সেই স্বরূপগত অস্থূলত্বাদি গুণ সমূহ, সমুদায় ব্রহ্মোপাসনাতেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এ সমুদায় ধর্ম্মের উপসংহার প্রয়োজনীয় নহে। কারণ, ঐ সমস্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তার অব্যভিচারী উপায় নহে। উহারা যেখানে কথিত হইয়াছে, সেইখানেই গ্রহণীয়, অন্যত্র নহে।

ত্বং ব্রহ্মপূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-
মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥

ভাগঃ ৮।১২।৬

—হে ভগবন্! আপনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশের হেতু এবং প্রপঞ্চোপাধি জীবসকলের ঈশ্বর। আপনি তাহাদের তত্তৎ কর্ম্মফল দাতা, কিন্তু আপনি রাজাদির ন্যায় কিছুর অপেক্ষা করিয়া সেবকগণের ফলদান করেন না। আপনি পূর্ণ, সুখ স্বরূপ, নিত্য, আনন্দময়, অবিকারী, অগুণ এবং অশোক। আপনা ব্যতিরিক্ত

অন্য পদার্থ মাত্র নাই, অথচ আপনি সর্ব্বপদার্থ হইতে ভিন্ন। আপনি এতাদৃশ সুখাত্মক, আনন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপ। আপনার অন্য কোনও বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা নাই। আপনার ঐশ্বর্য্য কেবল ভক্তানুগ্রহার্থ—উহাতে আপনার স্বার্থমাত্র নাই। ভাগঃ ৮।১২।৬

শ্রীভগবানের চিন্তা এইরূপেই করিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন উপাসকেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারেন। সকলকেই যে তাঁহাদের নিজ নিজ মার্গোক্ত সমুদায় গুণ, অন্য অন্য মার্গোক্ত গুণের সহিত উপসংহার করিতে হইবে, তাহা নয়। এ বিষয়ে ভাগবতের মত :—

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবয়ন্ত্যুত ধর্ম্মমেক
একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্।
অন্যেঽবয়ন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং
কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্॥

ভাগঃ ৮।১২।৮

—হে ভগবন্! নানা প্রকার উপাসকেরা আপনাকে নানা প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন। উঁহারা আপনার স্বরূপতত্ত্বের এক এক দেশ মাত্র লক্ষ্য করিয়া উহা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ (বৈদান্তিকগণ) আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া, কেহ কেহ (মীমাংসকেরা) ধর্ম্ম বলিয়া, কেহ কেহ (সাংখ্যবেত্তাগণ) আপনাকে প্রকৃতি ও পুরুষের পর বলিয়া, কেহ কেহ (পঞ্চরাত্রানুসারে উপাসকগণ) নবশক্তিযুক্ত পরমপুরুষ বলিয়া এবং অপরেরা (পাতঞ্জলগণ) আপনাকে আত্মতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৮।১২।৮

দেখ, একটি বিশেষ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যদি ব্রহ্মের সমুদায় গুণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা সম্ভব হইত, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উক্ত সমুদায় গুণ উপসংহার করিয়া—তাঁহাকে চিন্তা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি ত বাক্যমনের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেন। শ্রুতিতে তাঁহাকে বাক্যমনের আগোচর বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অর্থহীন হইয়া যাইত। অতএব সমুদায় গুণের উপসংহার সম্ভবও নহে এবং করণীয় বা প্রয়োজনীয়ও নহে।

১৬। অন্তরত্বাধিকরণ॥

ভিত্তি :—

১। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।" (তৈত্তিঃ ২।১)

—ব্রহ্ম-সত্য-জ্ঞান-অনন্ত স্বরূপ। যিনি ইঁহাকে গুহায় ও পরম ব্যোমে নিহিত জানেন। (তৈত্তিঃ ২।১)

২। "য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥" (মুণ্ডঃ ২।২।৭)

—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁহার মহিমা এই জগতে অনুভূত হইতেছে। এই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে পরব্যোমে প্রতিষ্ঠিত আছেন। (মুণ্ডঃ ২।২।৭)

৩। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"
(মুণ্ডঃ ২।২।১০)।

—সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রকাশ পায় না, অগ্নির কথাই বা কি? স্বপ্রকাশ তাঁহারই প্রকাশে সমুদায় প্রকাশ পায়। তাঁহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। (মুণ্ডঃ ২।২।১০)

৪। "ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধ্বঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥"
(মুণ্ডঃ ২।২।১১)

—অমৃত স্বরূপ এই ব্রহ্মই অগ্রে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধোভাগে ব্যাপ্ত আছেন। এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাত্মকই বটে। (মুণ্ডঃ ২।২।১১)

৫। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি? স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি॥" (ছান্দোগ্যঃ ৭।২৪।১)।

—হে ভগবন্! সেই ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? নারদের এই প্রশ্নের উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন—নিজের মহিমায়—আপনার শক্তি বা ঐশ্বর্য্যে—অথবা নিজের মহিমাতেও নহে। অর্থাৎ ভাষায় তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বলিতে হয় যে, "স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত"—তদ্ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাহা বলিলে, তিনি ও তাঁহার মহিমা—উভয়ের মধ্যে ভেদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। তাহা ত হইতে পারে না, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তিনি কোথাও প্রতিষ্ঠিত নহেন। সর্ব্বাশ্রয়ের আবার আশ্রয় কি? (ছাঃ ৭।২৪।১)

সংশয়ঃ—তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১ মন্ত্রে সত্যজ্ঞানানন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম পরমব্যোমে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উল্লেখ আছে। মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৭ মন্ত্রেও ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত, সূর্য্য চন্দ্রাদি দ্বারা উহা প্রকাশ্য নহে, উহা স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম। স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপকে আবার কে প্রকাশ করিবে? এবং ব্রহ্মই অগ্রে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধোভাগে ব্যাপ্ত, কথিত আছে। ইহাতে উক্ত ব্রহ্মের অবস্থিতি স্থানের বস্তুগত অস্তিত্ব প্রকাশ করা শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। আবার ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৪।১ মন্ত্রে—"তিনি নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা নিজের মহিমায়ও নহে" বলিয়া কথিত থাকায়, উক্ত পরমব্যোম বা ব্যোম, তাঁহারই মহিমা বা শক্তি বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং উহার বস্তুগত অস্তিত্ব নাই, এবং উহার পুর, প্রাকার, প্রাসাদ, উপবন আদি বর্ত্তমান নাই, ইহাই সম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম—বিভু, সর্ব্বব্যাপী, ভূমা। এ কারণ তাঁহার কোথাও একস্থানে অবস্থানও সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অতএব, মুণ্ডক শ্রুতির মন্ত্র রূপক মাত্র। ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র—৩।৩।৩৫।

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ॥ ৩।৩।৩৫ ॥

অন্তরা + ভূত + গ্রামবৎ + স্বাত্মনঃ ॥

অন্তরাঃ—ব্রহ্মপুর মধ্যে, পরব্যোম মধ্যে। **ভূতঃ**—পঞ্চভূত নির্ম্মিত। **গ্রামবৎঃ**—পুর বা নগরের ন্যায়। **স্বাত্মনঃ**—স্বজন বলিয়া অঙ্গীকৃত ভক্তের জন্য।

মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ মন্ত্রে কথিত আছে, **"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"** —যাঁহাকে এই আত্মা বরণ করেন, অর্থাৎ স্বজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তিনিই

সেই আত্মাকে লাভ করেন। অতএব, তাঁহার স্বজনরূপে বৃত বা অঙ্গীকৃত ভক্তের চক্ষে, তাঁহাদের প্রাপ্য পরমপদ পঞ্চভূত নির্ম্মিত পুরাদির ন্যায় ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, জল, উপবন, প্রাসাদ, প্রাকার, মন্দির প্রভৃতি বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন ভক্তের চক্ষে বিজ্ঞানানন্দময় অরূপ ব্রহ্মের হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিচিত্রতা প্রতীত হয়, সেইরূপ ভক্তের সুখানুভূতির জন্য তাঁহার চক্ষে তাঁহার পরমপদ, পরমানন্দ দানের উপযোগী ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, উপবন, পুষ্প, পক্ষী, প্রাসাদ, মন্দির, প্রাকার প্রভৃতি সমন্বিতরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রাকৃতিক জগতে, প্রাকৃতিক পুর প্রভৃতি ভোগোপকরণ সমস্তই পঞ্চ ভূতময়, প্রকৃতির পারে, পরব্যোমে অবস্থিত পরমপদ ও সেই স্থানের সমস্ত বৈচিত্র্যোপকরণ ব্রহ্মময়। এজন্য মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।১২ মন্ত্রে ব্রহ্মই অগ্রে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে, উর্দ্ধে, অধোভাগে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বলে, তিনি স্বরূপে অবস্থিতি করিয়াও যেমন বহিরঙ্গা শক্তিবিকাশে এই বৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ জগৎ প্রকটিত করেন, সেইরূপ স্বরূপে অবস্থান করিয়াও স্বরূপধামে স্বরূপ শক্তির বিকাশে, বৈচিত্র্যময় ধাম পরিকরাদি রূপে নিজেকে প্রকটিত করেন।

তিনি যে ভক্তের আনন্দানুভূতির জন্য ইহা করেন, তাহা ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন :—

তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সম্প্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাম্।
যত্তেঽনুতাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ-
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ।।

ভাগঃ ৩।১৫।৪৭

—হে ভগবন্! তুমি যে আত্মতত্ত্বস্বরূপ পরমতত্ত্ব, তাহা আমরা হৃদয়ে অনুভব করিতেছি। সেই পরমাত্মতত্ত্ব স্বরূপ তুমিই, তোমার কৃপালভ্য দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা, যে সকল ভক্তের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হওয়ার জন্য নিরভিমান হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দের জন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া, স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি ও ধামাদি প্রকটন করিয়া থাক। ভাগঃ ৩।১৫।৪৭।

এই প্রকার করিবার কারণ কি? তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিতেছেন :— তোমার ভক্তগণ তোমার প্রসাদরূপ আত্যন্তিক মোক্ষও প্রার্থনা করেন না—

ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? উহারা ত তোমার ভ্রূভঙ্গেই নাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা তোমার ভজনানন্দই প্রার্থনা করেন। এজন্য তোমাকে স্বরূপ হইতে মূর্ত্তি ও ধামাদি প্রকটিত করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা তোমার রমণীয় যশঃ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়া তোমার সেবা করিতে পারেন। ভাগঃ ৩।১৫।৪৮

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

ভাগঃ ৩।১৫।৪৮

তিনি এবং তাঁহার ধাম যে একই, প্রভেদ নাই, তাহাও ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন :—

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৪
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ভাগঃ ১০।২৮।১৫

—ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাখ্য ধাম সন্দর্শন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মহাকারুণিক, বিভু, ভগবান্ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চের পারে অবস্থিত নিজ স্বরূপ এবং তাঁহার স্বরূপভূত লোক প্রদর্শন করিলেন। উভয়েই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, সনাতন, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ। মুনিগণ গুণ ধ্বংসে সমাহিত অবস্থায় উহাই সন্দর্শন করিয়া থাকেন।

ভাগঃ ১০।২৮।১৪-১৫।

এই ভগবদ্ধাম যে কি প্রকার বৈচিত্র্যে অলঙ্কৃত, তাহাও ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে উহা উদ্ধৃত হইল না। দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ ভাগঃ ২।৯।৯

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ভাগঃ ২।৯।১০

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহবঃ উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ॥ ভাগঃ ২।৯।১১

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ॥ ভাগঃ ২।৯।১৩

শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী॥ ভাগঃ ২।৯।১৪

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিসেবিতং বিভুম্॥
ভাগঃ ২।৯।১৫

ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥
ভাগঃ ২।৯।১৬

—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে আপন পরম শ্রেষ্ঠ লোক দর্শন করাইলেন। ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ ক্লেশ, মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র নাই। আত্মবিৎ ভক্তগণ দ্বারা তিনি তথায় স্তুত ও সেবিত হইতেছেন। সে স্থানে রজঃ বা তমঃ গুণের প্রভাব নাই, এবং ঐ দুই গুণের সহিত মিশ্রিত সত্ত্বগুণও সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে কালকৃত বিনাশ বা বিকার নাই। মায়াও সেখানে যাইতে পারে না, অপরের কথা কি? দেবাসুরগণের দ্বারা পূজিত হরিভক্তগণ তথায় বিরাজ করেন। উক্ত লোকস্থিত শ্রীভগবানের পার্ষদ ও পরিচারকগণ, সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশ লোচন, পীতবাসা, অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার বিশিষ্ট, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলের বক্ষঃস্থলে অতিশয় প্রভাশালী মণিময় পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই মহা তেজস্বী। ঐ লোকের চতুর্দ্দিকে মহাত্মাদিগের বিমান শ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে শোভার পরিসীমা নাই। আবার দিব্যাঙ্গনাদিগের রূপলাবণ্য দ্বারাও সেই লোক অতিশয় শোভমান। ফলতঃ নিশ্চল বিদ্যুৎসহ মেঘশ্রেণী গগনমণ্ডলে উদিত হইলে, যেরূপ শোভা হয়, ঐ সকল লোকের শোভাও তদ্রূপ। ঐ স্থানে সম্পত্তিরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া স্वবিভূতিরূপা সখীগণের সাহায্যে ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করিতেছেন, এবং বিলাস বিভ্রমের সহিত দোলনা আশ্রয় করিয়া চিরবসন্তানুগ গীয়মান ভ্রমরগণের সহিত তাঁহার প্রিয়তম হরির কীর্ত্তিগান করিতেছেন। উক্তলোকে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি ভগবানের মুখ্য পারিষদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও সেব্যমান অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, ভগবান্ শ্রীপতি বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভৃত্যগণের প্রসাদ বিতরণের জন্য যেন অভিমুখ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শকগণের হর্ষ ও মোহকর আসবতুল্য দেখাইতেছে। বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত, লোচন অরুণিমাকান্তিতে মনোহর, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে পীতাম্বর, তাঁহার চারিটি হস্ত, বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর দ্বারা পরিশোভিত।
ভাগঃ ২।৯।৯-১০-১১-১৩-১৪-১৫-১৬।

* ইহার পরের শ্লোকের শেষ চরণে স্পষ্ট কথিত আছে, "**স্ব এব ধামমন্ত্রমাণ-মীশ্বরং**"—(২।৯।১৭)—তিনি নিজেই নিজের ধাম বা বৈকুণ্ঠলোক, এবং সেখানে তিনি স্বরূপে অবস্থিত হইয়াও লীলাবিগ্রহ ধারণ করিয়া ক্রীড়া ও আনন্দানুভব করিতেছেন। (ভাগঃ ২।৯।১৭)

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা কবির কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কপ্রসূত রচনা মাত্র নহে। ত্রিপাদ্ বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদে ৭ম অধ্যায়ে ভগবদ্ধাম "অদ্বৈত সংস্থানের" বর্ণনা আছে। ভাগবত ভিত্তিরূপে উক্ত শ্রুতির বর্ণনা গ্রহণ করিয়া—ভগদ্ধাম পরিকরাদির বিবরণ কবির ভাষায় লোক সমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের অবগতির কারণ উক্ত শ্রুতি হইতে অল্পাংশ মাত্রই উদ্ধৃত হইল। শ্রুতি বলিতেছেন:—"কথমদ্বৈত সংস্থানম্? অখণ্ডানন্দ স্বরূপম্, অনির্ব্বাচ্যম্, অমিতবোধ সাগরম্, অমিতানন্দসমুদ্রম্, বিজাতীয় বিশেষ বিবর্জ্জিতম্, সজাতীয় বিশেষ বিশেষিতম্, নিরবয়বম্, নিরাধারম্, নির্ব্বিকারম্, নিরঞ্জনম্, অনন্তব্রহ্মানন্দ সমষ্টি কন্দম্,.........অদিগ্দেশকালম্, অন্তর্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য পরিপূর্ণম্............দেশতঃ—কালতঃ—বস্তুতঃ—পরিচ্ছেদ রহিতম্,...নিরতিশয়ানন্তানন্দতড়িৎ পর্ব্বতাকারম্ .... স্বয়ম্প্রকাশম্। তদভ্যন্তর-সংস্থানে অমিতানন্দ চিদ্রূপাচলম্, অখণ্ডপরমানন্দ বিশেষম্, বোধানন্দ মহোজ্জ্বলম্, নিত্যমঙ্গলমন্দিরম্, চিন্মথনাবিভূর্তম্, চিৎসারম্, অনন্তাশ্চর্য্য সাগরম্ .....নিরতি-শয়ানন্দ সহস্র প্রাকারৈরলঙ্কৃতম্, শুদ্ধবোধ সৌধাবলি বিশেষৈরলংকৃতম্, চিদানন্দাময়ানন্ত দিব্যারামৈঃ সুশোভিতম্, শশ্বদমিত পুষ্পবৃষ্টিভিঃ সমন্ততঃ সন্ততম্। তদেব ত্রিপাদ্বিভূতি বৈকুণ্ঠস্থানম্, তদেব পরমকৈবল্যম্, তদেবাবাধিত, পরমতত্ত্বম্...তদেব পরম যোগিভির্মুমুক্ষুভিঃ সর্ব্বৈরাশংস্যমানম্, তদেব সদ্ঘনম্, তদেব চিদ্ঘনম্, তদেবানন্দঘনম্। তদেব শুদ্ধবোধঘনবিশেষম্, অখণ্ডানন্দ ব্রহ্ম চৈতন্যাধিদেবতাস্বরূপম্। সর্ব্বাধিষ্ঠানম্, অদ্বয় পরব্রহ্ম বিহারমণ্ডলম্......... নিরতিশয় পরমানন্দ পরমমূর্ত্তি বিশেষ মণ্ডলম্।.............অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্য নিজ মূর্ত্তি বিশেষ বিগ্রহম্" ইত্যাদি।

শ্রুতির ভাষা অতি সরল বলিয়া বাঙ্গলা অর্থ দিবার প্রয়োজন নাই।

সংশয় :—বেশ সিদ্ধান্ত ত হইল ? তিনি এবং তাঁহার পুর যদি, স্বরূপতঃ একই হয়, তবে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের অভেদ সম্ভাবনা হয়, ইহা কি অসঙ্গত নহে ?

এই আপত্তির উত্তরে সূত্র—সূত্রটির প্রথমাংশে আপত্তির উল্লেখ করিয়া শেষাংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র—৩৷৩৷৩৬।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৷৩৷৩৬ ॥

অন্যথা + ভেদানুপপত্তিঃ + ইতি + চেৎ + ন + উপদেশান্তরবৎ ॥

অন্যথা :—অন্য প্রকারে, অর্থাৎ ভেদাভাব বলিলে। **ভেদানুপপত্তিঃ :**—অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠানের ভেদের অনুপপত্তি। **ইতি :**—ইহা। **চেৎ :**—যদি বল। **ন :**—না। **উপদেশান্তরবৎ :**—অন্য উপদেশের ন্যায়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের ৩৬ মন্ত্রে **"আনন্দো ব্রহ্ম"**—ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ, বলা হইয়াছে। আবার উক্ত শ্রুতির ২১৯ মন্ত্রে **"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্"**—যিনি ব্রহ্মের আনন্দ জানেন বলায়—আনন্দময়ের বা আনন্দস্বরূপের—আনন্দ বলিয়া অভেদে উল্লেখ হইয়াছে। সেখানে যেমন কোনও অসঙ্গতি হয় না, আলোচ্য স্থলেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ যিনি "**বিজ্ঞানঘন**"(বৃহঃ ২৷৪৷১২) বা "**প্রজ্ঞানঘনঃ**" (বৃহঃ ৪৷৫৷১৩), তিনিই "**সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ**" ও বটে (মুণ্ডক ১৷১৷৯), যিনি আনন্দস্বরূপ—তিনি আনন্দ অনুভব কর্ত্তাও বটে। আনন্দময়ের আনন্দ অনুভব স্বাভাবিক। তাঁহা হইতে পৃথক্ ত কিছুই নাই। অথচ লৌকিক দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, আনন্দ অনুভবের জন্য আনন্দের উপকরণ প্রয়োজন। এ কারণ তিনিও নিজে আনন্দময়, আনন্দ অনুভব কর্ত্তা এবং অনুভবের উপকরণ সমুদায়রূপে প্রকটন করেন। সেইজন্য ধাম, পরিকর, সখা, সখী, পরিচারক পরিচারিকা প্রভৃতি বিচিত্ররূপে তিনি নিজেই প্রকটিত হয়েন। ইহার দ্বারা উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা নিজে আনন্দানুভবও করেন এবং ঐকান্তিক ভক্তগণের সেবানন্দ উপভোগের চরিতার্থতা সম্পাদন করেন। ভক্তগণ স্বরূপধামে, তাঁহাদের প্রিয়তমকে মূর্ত্তিমান্ রসরাজরূপে প্রত্যক্ষ দর্শন ও সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারা নিবিড় ভাবে তাঁহাকে উপভোগ করিয়া ব্রহ্মানন্দাপেক্ষা অধিকতর আনন্দানুভব করেন। এই জন্যই তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য একত্ব প্রভৃতি কোনও প্রকার মোক্ষই প্রার্থনা করেন না।

যেমন সূর্য্য বলিলে—মণ্ডলস্থ সূর্য্য, চতুঃপার্শ্বস্থ তেজোরাশি এবং সূর্য্যকিরণ সমুদায়ই যুগপৎ হৃদয়ে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ "আনন্দময়" বলিলে—আনন্দধাম, তাহার অন্তরস্থ "আনন্দঘন", "সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ", "লাবণ্যসার", "সকল সুন্দর সন্নিবেশ" সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য প্রভৃতি সমুদায় মধুর গুণের একমাত্র আশ্রয়, ভুবনমোহন মূর্ত্তিধারী ভগবান্, তাঁহার পিতা, মাতা, সুহৃৎ, সখা, সখী প্রভৃতি সমুদায়ই হৃদয়ে যুগপৎ উদিত হয়। যেমন সূর্য্যমণ্ডল, তেজোরাশি এবং কিরণ—সূর্য্যাতিরিক্ত অন্য কিছু ইতর পদার্থ নহে, সেইরূপ ভগবদ্ধামও তত্রস্থ যত কিছু সমুদায় ভগবান্ হইতে পৃথক বস্তু নহে।

পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোক হইতে আলোচ্য বিষয় সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইবে। বিশেষতঃ ২।৯।১৭ শ্লোকের শেষাংশে স্পষ্ট উক্ত আছে:—"**স্ব এব ধামন্ত্রমমাণমীশ্বরম্**"—তিনি নিজেই নিজের ধাম, এবং সেখানে তিনি স্বরূপে থাকিয়াও "**রমমাণ**"—আনন্দানুভবশীল। পূর্ব্ব সূত্রের আলোচনায় "ত্রিপাদ্‌বিভূতি মহানারায়ণোপনিষদের" যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ধাম, পরিকর প্রভৃতি সমুদায় ব্রহ্মবস্তু বা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে।

[শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য ৩।৩।৩৫ ও ৩।৩।৩৬ সূত্র দুইটি একত্রে একসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করায় আমরাও পৃথক ভাবে গ্রহণ করিয়াছি।]

ভিত্তি :—

১। "আত্মেত্যেবোপাসীত"। (বৃহঃ ১।৪।৭)

—আত্মরূপেই উপাসনা করিবে। (বৃহঃ ১।৪।৭)

২। "আত্মানমেব লোকমুপাসীত"। (বৃহঃ ১।৪।১৫)

—আত্মরূপ লোকের উপাসনা করিবে। (বৃহঃ ১।৪।১৫)

৩। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥"

(ঋগ্বেদ ১।৫।২২—১।২।৭)

বিষ্ণোঃ পরম উৎকৃষ্টং তৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানম্। (সায়ণ)

—বিদ্বান্‌গণ বিষ্ণুর সম্বন্ধী উৎকৃষ্ট সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ স্বর্গস্থানকে শাস্ত্রদৃষ্টি দ্বারা সর্ব্বদা দর্শন করেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যথা আকাশে সর্ব্বত্র প্রসারিত চক্ষুঃ অবিরুদ্ধভাবে বিশদরূপে বস্তুমাত্রই দেখিয়া থাকে—তদ্রূপ। (সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ) (ঋঃ ১।৫।২২-১।২।৭)।

৪। "সর্ব্বে বেদা যৎপদ মামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যৎ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥"

(কঠঃ ১।২।১৫)

—সমস্ত বেদ যাহাতে 'পদ' প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সমস্ত তপস্যা যাহা প্রতিপাদন করিয়া থাকে, সাধুগণ যাহার প্রাপ্তির ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন, আমি সংক্ষেপে সেই পদ তোমাকে বলিতেছি—ওঁম্‌ই সেই পদ। (কঠঃ ১।২।১৫)

৫। "যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্‌ভূয়ো ন জায়তে ॥"

(কঠঃ ১।৩।৮)

—যে জীব বিজ্ঞানসম্পন্ন, সংযতমনাঃ, সর্ব্বদাশুচি, সেই সে পদ প্রাপ্ত হন—যে পদ হইতে চ্যুত হইয়া আর পুনর্ব্বার জন্মধারণ করিতে হয় না। (কঠঃ ১।৩।৮)

৬। "বিজ্ঞান-সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥"
(কঠঃ ১।৩।৯)

তৎ বিষ্ণোঃ ব্যাপনশীলস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো
বাসুদেবাখ্যস্য পরমং প্রকৃষ্টং পদং স্থানং সতত্ত্বম্ ইতি।
(শঙ্কর ভাষ্য)

—বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধি যাহার সারথি, এবং মনঃ যাহার ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব-সংযমনের রজ্জু (লাগাম), তিনি সংসারগতির পরিসমাপ্তিরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই প্রসিদ্ধ পদ (স্থান) প্রাপ্ত হন। (কঠঃ ১।৩।৯)।

সূত্র ঃ—৩।৩।৩৭।

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ॥ ৩।৩।৩৭॥
ব্যতিহারঃ + বিশিংষন্তি + হি + ইতরবৎ॥

ব্যতিহারঃ ঃ—বিনিময়ঃ—একের বিনিময়ে অপরের গ্রহণ—অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং তৎপদের পরস্পর বিনিময়ভাবে গ্রহণ। **বিশিংষন্তি ঃ**—বিশেষরূপে বলিতেছেন। **হি ঃ**—নিশ্চয়ে। **ইতরবৎ ঃ**—অন্যস্থানে অন্য উপদেশের ন্যায়।

যেমন অন্যস্থানে শ্রুতিতে (উদাহরণ স্বরূপে ৩।৩।২৮ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতির ১ মন্ত্রে ও রাম পূর্ব্বতাপনীর ৪।৭ মন্ত্রের সহিত ৩।৩।৫ সূত্রে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনীর ৩ মন্ত্র ও রাম উত্তরতাপনীর ৯, ১০ মন্ত্র একত্র পাঠ করিলে) বিগ্রহে ও স্বরূপতত্ত্বে অভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং আমরাও ব্রহ্মের বা পরমাত্মার বা ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই প্রতিপাদন করিয়াছি—সেইরূপ ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব এবং তাঁহার পদ বা স্থান বা ধামাদি যে ঐকান্তিক অভেদ, তাহা শ্রুতিমন্ত্রে বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে। আলোচ্য সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগণই তাহার প্রমাণ। অতএব পূর্ব্বসূত্রের প্রারম্ভে যে সংশয় উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইল। **সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবান্ নিজেই স্বরূপে এবং ধাম পরিকরাদি সহিত লীলা সাধনকারীরূপে তাঁহার ভক্তের চক্ষে স্ফুরিত হন। অন্যে তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারে না। তিনি ভক্তের আকাঙ্ক্ষা**

পূরণের জন্য যে ইহা করেন, তাহা ভাগবত ৩৩৩৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৩।১৫।৪৭ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত ৩।৩।৩৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।২৮।১২-১৩ শ্লোক-দুটি দ্রষ্টব্য। দুর্ব্বাসা ঋষি যখন সুদর্শন চক্রের ভয়ে, কোথাও আশ্রয় না পাইয়া, ভগবানের উপদেশ মত, উক্ত ঋষি কর্ত্তৃক অবমানিত অম্বরীষ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন অম্বরীষ শ্রীভগবানের আয়ুধ সুদর্শনের স্তব করিয়া বলিলেন :—

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্য্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোমবায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ॥ ভাগঃ ৯।৫।৩

ত্বং ধর্ম্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্।
ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা ত্বং তেজঃ পৌরুষং পরম্॥ ভাগঃ ৯।৫।৫

—হে সুদর্শন! তুমিই অগ্নি, ভগবান্ সূর্য্য, নক্ষত্র সকলের পতি চন্দ্র, তুমিই জল, ভূমি, আকাশ, বায়ু, তন্মাত্রগণ ও ইন্দ্রিয়নিচয়। তুমিই ধর্ম্ম, ঋত, সত্য, তুমিই যজ্ঞমূর্ত্তি, এবং অখিল যজ্ঞভোক্তা। তুমি সমুদায় লোকপাল, এবং তুমিই ভগবানের পরম সামর্থ্য স্বরূপ, তুমিই সর্ব্বাত্মা—তোমাতেই সমুদায় প্রতিষ্ঠিত। ভাগঃ ৯।৫।৩ ও ৯।৫।৫।

অম্বরীষ সুদর্শন চক্রকে ভগবানরূপে স্তব করিয়াছেন। ভগবানের আয়ুধ—তাঁহার স্বরূপ হইতে অভেদ বলিয়াই এরূপ স্তব সঙ্গত হইয়াছে।

আমরা প্রত্যক্ষে যে সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করি, তাহা বাস্তবিক সূর্য্য নহে, উহা সূর্য্যের জ্যোতিঃরাশি। এই জ্যোতিঃরাশির অভ্যন্তরে কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যদেব—অর্থাৎ যিনি সূর্য্যমণ্ডলের পরিচালক, নিয়ন্তা এবং যাঁহার তেজের কণা পাইয়া সূর্য্য জ্যোতিষ্মান্ তিনি বর্ত্তমান আছেন। সূর্য্যমণ্ডল, তাঁহার ধাম বা বিহার-স্থান। এই নিদর্শনে পরম জ্যোতিঃস্বরূপ আনন্দঘন ভগবানের যে আত্মজ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত, তাহাই তাঁহার ধাম। ভাগবত ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

স্মরতাং হৃদি বিন্যস্য বিদ্ধং দণ্ডককণ্টকৈঃ।
স্বপাদপল্লবং রাম আত্মজ্যোতিরগাত্ততঃ॥ ভাগঃ ৯।১১।১১

—শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার স্মরণকারী ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে দণ্ডকারণ্য পরিভ্রমণের কারণ তত্রস্থ কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ নিজ পাদপল্লব রাখিয়া নিজধামে গমন করিলেন। ভাগ: ৯।১১।১১

[শ্রীধর স্বামী "আত্মজ্যোতিঃ" পদের অর্থ করিয়াছেন "নিজধাম"।]

আবার তাঁহার ধাম যে তাঁহারই স্বরূপ, তাহাও ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

হিত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থ-

মানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্। ভাগঃ ১০।৮৩।৪

আত্মধাম্না স্বরূপপ্রকাশেন (শ্রীধর)। আত্মধাম—শুদ্ধং স্বরূপম্ (জীব গোস্বামী)।

—আপনার স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা নিরস্ত-আত্মকৃত-অবস্থাত্রয়, সর্ব্বানন্দ-স্বরূপ, অখণ্ডজ্ঞানরূপ। ভাগঃ ১০।৮৩।৪

তাঁহার ধাম "ব্রহ্ম" নামে অভিহিত, তাহা ভাগবত স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

ভাগঃ ১১।৬।৩২

—পরমার্থ বিষয়ে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতাঃ, বসনহীন, সন্ন্যাসীগণ, শান্ত ও অমলচিত্ত হইয়া আমার "ব্রহ্মাখ্য" ধামে গমন করিয়া থাকেন।

ভাগঃ ১১।৬।৩২।

পরস্পর বিনিময় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধে সুন্দরভাবে কথিত হইয়াছে :—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদম্। ভাগঃ ১২।৫।১২

—আমিই ব্রহ্ম—পরমধাম, ব্রহ্মই আমি—পরম পদ। ভাগঃ ১২।৫।১২

আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই। তিনি, তাঁহার ধাম, পরিকর, ভূষণ, বসন, আয়ুধ প্রভৃতি অভেদ। যেমন পৃথিবীস্থ আমাদের যাবতীয় ভোগোপকরণ পঞ্চভূতময়—কারণ আমাদের সহিত ভূতময় দেহ-সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে—সেইরূপ তিনি সচ্চিদানন্দময়, তাঁহার দেহ তাঁহার স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে, সুতরাং, তাঁহার ভোগোপকরণ সমুদায়ই তাঁহার স্বরূপভূত সচ্চিদানন্দময় হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার ভোগ তাঁহার নিজের জন্য নহে—ভক্তের রসপিপাসা তৃপ্তির জন্য।

১৭। সত্যাধিকরণ॥

ভিত্তি:—

১। "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চন।" (বৃহঃ ৪।৪।১৯)

—মনের দ্বারা ধারণা করা উচিত, এ জগতে নানা কিছুই নাই।
(বৃহঃ ৪।৪।১৯)

২। "অথাতো আদেশো নেতি নেতি··· · অথ
নামধেয়ং সত্যস্য সত্যম্···॥" (বৃহঃ ২।৩।৬)

—অতঃপর এই হেতু "ইহা নহে" "ইহা নহে", ইহাই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ··· ··· তাঁহার নাম হইতেছে, সত্যের সত্য। (বৃহঃ ২।৩।৬)

৩। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮)

—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পরা শক্তি বহুবিধ, ইহা বেদে শুনিতে পাওয়া যায়—যেমন জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তি। (শ্বেতাঃ ৬।৮)।

সংশয়:—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছ যে, ব্রহ্ম সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ সম্পন্ন, এবং পরব্যোম তাঁহার ধাম। তিনি বিগ্রহবানও বটে, তাঁহার ধামে তিনি সখা, সখী প্রভৃতি লইয়া লীলা করেন। কিন্তু তাহা হইলে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।১৯ এবং ২।৩।৬ মন্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৪।৪।১৯ মন্ত্রে বৈচিত্র্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং ২।৩।৬ মন্ত্রে ব্রহ্ম এ সকল কিছুই নহে, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব তাঁহার গুণ সকল মায়িক ভিন্ন কিছুই নহে বলিয়া প্রতীত হয়। বিশেষতঃ, সত্য, শৌচ সম, দম প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের উল্লেখ স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও ঐ কারণে স্বরূপনিষ্ঠ গুণ নহে। ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—৩।৩।৩৮।

সৈব হি সত্যাদয়ঃ॥ ৩।৩।৩৮॥

সা+এব+হি+সত্যাদয়ঃ॥

সা :—পরাশক্তি। **এব** :—অবধারণে। **হি** :—নিশ্চয়ই। **সত্যাদয়ঃ** :—সত্য প্রভৃতি।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬৷৮ মন্ত্রাংশে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বহুবিধ পরাশক্তি আছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে। অগ্নির প্রকাশশক্তি যেমন তাহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, এই পরাশক্তিও তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। শক্তি সকল সময় বিদ্যমান থাকে, কখনও অভিব্যক্ত ভাবে এবং কখনও অনভিব্যক্ত ভাবে। সত্যাদি গুণ তাঁহার পরাশক্তিই বটে, উহারাও তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। যখন তিনি বিগ্রহবান্‌রূপে অভিব্যক্ত হন, উহারা সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ভক্তের কাছে তিনি সর্ব্বদাই বিগ্রহবান্, সুতরাং ভক্তের চক্ষে ঐ সকল গুণ সর্ব্বদাই নিত্য তাঁহাতে বর্ত্তমান। যাঁহারা জ্ঞানমার্গের পথিক, তাঁহাদের চক্ষে তাঁহার বিগ্রহ অভিব্যক্ত হয় না। একারণ তাঁহারা উক্ত গুণসকল উপলব্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু তাহা বলিয়া, উহারা যে তাঁহাতে নাই, তাহা নহে।

শ্রুতিতে যে "**নেহ নানাস্তি কিঞ্চন**" কথিত হইয়াছে—ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মের বিজাতীয় কিছুই নাই। কিন্তু উহার দ্বারা ব্রহ্মের সজাতীয় বা স্বগত স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মসকলের প্রত্যাখান করা শ্রুতির অভিপ্রায় নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬৷৮ মন্ত্রের সহিত এবং অন্যান্য অনেক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ২৷৩৷৬ মন্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা ৩৷২৷২২ সূত্রের আলোচনায় কথিত হইয়াছে। এখানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

সত্য প্রভৃতি গুণ যে ভগবানে নিত্য বর্ত্তমান, তাহা ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে :—

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ ভাগঃ ১৷১৬৷২৪
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি র্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥ ভাগঃ ১৷১৬৷২৫
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥ ভাগঃ ১৷১৬৷২৬
এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ ভাগঃ ১৷১৬৷২৭

—সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা, দান, সন্তোষ, সারল্য, শম (মনের নিশ্চলত্ব), দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিশ্চলত্ব), তপস্যা, সাম্য (শত্রু মিত্রে সমতা), তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, আত্মবিষয়ক জ্ঞান, বৈতৃষ্ণ্য, নিয়ন্তৃত্ব, শৌর্য্য, প্রভাব, দক্ষতা, কর্ত্তব্যানুসন্ধান, স্বাধীনতা, ক্রিয়ানৈপুণ্য, সৌন্দর্য্য, ধৈর্য্য, চিত্তের কোমলতা, প্রতিভাতিশয়, বিনয়, সুখভাব, সহ (মনের পটুতা), ওজঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা), বল (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা), ভোগাস্পদত্ব, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, শ্রদ্ধা, কীর্ত্তি, পূজ্যত্ব, অনহঙ্কৃতি এই সকল, এবং এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মণ্যত্ব, শরণ্যত্ব, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ তাঁহাতে স্বভাবতঃ নিত্যই বর্ত্তমান আছে, কখনও কাহারও অভাব হয় না। যাঁহারা মহত্ব কামনা করেন, তাঁহারা ঐ সকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন! ভাগঃ ১।১৬।২৪-২৭।

ভাগবত যে সমস্ত গুণের উল্লেখ করিলেন, স্মরণ রাখিতে হইবে, উহারা প্রাকৃতিক গুণ নহে, উহারা শ্রীভগবানের স্বরূপানুবন্ধী গুণ। প্রকৃতিতে উহাদের প্রতিচ্ছবি পতিত হইয়া—উহাদের প্রতিবিম্ব তত্তৎ নামে প্রপঞ্চ জগতে ভগবদ্‌ভক্তগণের চরিত্রে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত ভগবৎ স্বরূপগত গুণ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, তাহাদের প্রতিবিম্বভূত আমাদের পরিচিত প্রপঞ্চে দৃশ্যমান গুণসকলের নাম গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া "সত্য" প্রভৃতি নাম ব্যবহার করা হইল মাত্র।

গুণসকল তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে, তবে কখনও অভিব্যক্ত ভাবে, কখনও বা অনভিব্যক্ত ভাবে; ইহা উপরে কথিত হইয়াছে। ইহা আমরা ১।১।২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১২৩) গায়কের দৃষ্টান্তে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর এখানে বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

তবে তাঁহার অভিব্যক্তি কি করিয়া হয়, অর্থাৎ কি প্রকারে তিনি ভক্তের চক্ষে বিগ্রহবান্ রূপে আবির্ভূত হন, তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভাগবত বলেন যে, তিনি যোগমায়া আশ্রয় করিয়া ইহা করিয়া থাকেন। যোগমায়া তাঁহার চিৎশক্তি। ইচ্ছা বা সংকল্প চিৎ-এরই হইয়া থাকে। অতএব যোগমায়া তাঁহার চিদাত্মিকা সংকল্পমূর্ত্তি। প্রপঞ্চাতীত ধামে, যেখানে প্রাকৃতিক সত্ত্ব-রজস্তমো গুণের সম্পর্শ নাই, সেখানে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের পরিণতিতে এই চিৎশক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবৎ

স্বরূপাত্মক বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া—চিন্ময়ী দেহবতী হইয়া তাঁহার সমুদায় ইচ্ছা সম্পাদন করেন। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী চিৎশক্তিকে আশ্রয় করিয়া নামরূপের অতীত ভগবান্ নামরূপ বিশিষ্ট বিগ্রহ রূপে অভিব্যক্ত হন। তাঁহার এ অভিব্যক্তি ভক্তানুগ্রহের জন্যই। কিন্তু নামরূপ বিশিষ্ট বিগ্রহবান্ হইলেও, তিনি ইহা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। এই প্রসঙ্গে ৩।২।১৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১২৮৩-৮৪) ভাগবতের ১০ ২।৩৪-৩৬, এবং ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৩৬) ভাগবতের ৬।৪।২৮ ও ৬।৪।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য। উহারা এখানে আর পুনরুদ্ধৃত হইল না।

৺কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইহারই প্রতিধ্বনি "চৈতন্য চরিতামৃতে" করিয়াছেন :—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ় ধন, প্রকট কৈলা নিত্য লীলা হৈতে॥"
(চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ২১ অধ্যায়)

১।১।২ সূত্রের আলোচনায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া চিত্রে (পৃঃ ১৭০-১৭১) এই যোগমায়াকে স্বরূপধামে চিৎশক্তি রূপে দেখান হইয়াছে। ইহা স্বরূপ শক্তি। বহিরঙ্গা শক্তিরূপা মায়া হইতে ইনি পৃথক্। স্বরূপধামে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রবেশাধিকার নাই। এ জন্যই তাঁর নাম "বহিরঙ্গা"। জীব সাধনসিদ্ধ হইলে ভগবদনুগ্রহে সেখানে প্রবেশাধিকার পায় বলিয়া "তটস্থা" শক্তি বলিয়া শাস্ত্রে প্রথিত।

১৮। কামাত্তধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে······।"

(শুক্ল যজুঃ ৩১।২২)

—শ্রী এবং লক্ষ্মী দুই পত্নী অহোরাত্র উভয়ে পার্শ্বে বিরাজিত ··।

(শুক্ল যজুঃ ৩১।২২)

২। "প্রকৃত্যা সহিতঃ শ্যামঃ পীতবাসা জটাধরঃ।"

(রাম পূর্ব্বতাপনী ৪।৭)

—প্রকৃতির সহিত মিলিত শ্যামবর্ণ, পীতবাস ও জটাধর।

(রাম পূঃ তাঃ ৪।৭)

৩। "নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥" (গোঃ পূঃ তাঃ ৩)
"বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥"

(গোঃ পূঃ তাঃ ৪)

—পদ্মপলাশ লোচন, কমলমাল্যধারী, পদ্মনাভ, কমলাপতিকে নমস্কার করি। চূড়ায় শিখিপুচ্ছধারী, সকলের মনোভিরাম, জগন্মোহন, সর্ব্বজ্ঞ, রাম রমার মানসে সতত বিহারকারী গোবিন্দকে প্রণাম করি।

(গোঃ পূঃ তাঃ ৩।৪)

৪। "নমো বেদাদিরূপায় ওঁঙ্কারায় নমো নমঃ।
রমাধারায় রামায় শ্রীরামায়াত্মমূর্ত্তয়ে ॥"

(রাম পূর্ব্বতাপনী ৪।১৩)।

—বেদাদি শাস্ত্রমূর্ত্তি, ওঁঙ্কার প্রতীক, রমার একমাত্র আশ্রয়, জগন্মোহন, আত্মমূর্ত্তি শ্রীরামকে প্রণাম করি। (রাঃ পূঃ তাঃ ৪।১৩)

সংশয় :—উপরে যে সকল শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ভগবান যে কেবল বিগ্রহবান্ তাহা নহে, শ্রী ও লক্ষ্মী পত্নীরূপে অহোরাত্র তাঁহার দুই পার্শ্বে বিরাজিতা। 'শ্রী' শব্দে কেহ কেহ লক্ষ্মী এবং কেহ কেহ বাণীদেবী বলিয়া থাকেন। যাঁহারা 'শ্রী' শব্দের অর্থ লক্ষ্মী

বসেন, তাঁহারা 'লক্ষ্মী' অর্থে ভাগবতী সম্পদ্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। যাহা হউক, দুই পত্নীর সহিত তিনি নিত্য বিরাজমান, ইহা শুক্ল যজুর্ব্বেদে কথিত আছে। আবার তাপনী উপনিষদে, প্রকৃতির বা কমলা অথবা রমার সহিত তিনি মিলিত, কথিত আছে। অন্যপক্ষে, পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।১৯ এবং ২।৩।৬ মন্ত্রে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত তত্ত্বান্তর নাই— ইহাই উক্ত শ্রুতি নির্দ্দেশ করেন। অতএব, স্বতঃই সন্দেহ হয়, এই শ্রী, লক্ষ্মী, প্রকৃতি, কমলা বা রমা—ইঁহারা কেহই নিত্য বস্তু নহেন। মায়িক মাত্র। বিশেষতঃ, সাংখ্য প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া থাকেন। তুমিও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার চিত্রে ১।১।২ সূত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রকৃতি' ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি এবং তাঁহা হইতে প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে, প্রতিপাদন করিয়াছ। রামপূর্ব্বতাপনীর ৪।৭ মন্ত্রে কথিত প্রকৃতিও সেই প্রকৃতি বলিয়াই মনে হয়। কমলা ও রমা প্রভৃতিও ঐ মায়িক প্রকৃতিরূপাই হইবেন। বিশেষতঃ, পরব্রহ্ম দিবারাত্র স্ত্রীসঙ্গে বর্ত্তমান থাকা, "আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ" (ছাঃ ৭।২৫।২), "পূর্ণ স্বরূপ" (বৃহঃ ৫।১) ব্রহ্মের পক্ষে সঙ্গত হয় না। উহাতে কি "পূর্ণ-স্বরূপের" অথবা "আত্মরতি" প্রভৃতি বিশেষণের বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের পূর্ণতার ও উক্তরূপ বিশেষণ যোগ্যতার হানি হয় না? অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রী, লক্ষ্মী, প্রকৃতি, কমলা, রমা প্রভৃতি সমুদায় মায়িক মাত্র। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৩৯ ॥

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৩৯ ॥

কামাদি + ইতরত্র + তত্র + চ + আয়তনাদিভ্যঃ ॥

কামাদি :— অভিলাষ প্রভৃতি। **ইতরত্র :**—পরব্যোম ভিন্ন অন্য স্থানে। **তত্র :**—পরব্যোমে। **চ :**—ও। **আয়তনাদিভ্যঃ :**—আয়ঃ—সর্ব্বব্যাপ্তি, **তন :**—বিস্তার,—ভক্তগণের মোক্ষানন্দ, ভর্জনানন্দ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আনন্দ বিস্তার জন্য।

পূর্ব্বসূত্র হইতে "**সৈব**"—সেইই অর্থাৎ পরাশক্তিই, অনুবর্ত্তন করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ "সত্যকাম", "সত্যসংকল্প" ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১।৫ মন্ত্রে উক্ত আছে। আবার দেখ, তিনি "বিজ্ঞানঘন" (বৃহ: ২।৪।১২), অর্থাৎ বিজ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও "সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ" (মুণ্ডক ১।১।৯), "আনন্দঘন" (তৈত্তিঃ ৩।৬) অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দ অনুভব করেন। আমরা যেমন আমাদের নিজ নিজ শক্তি সাহায্যে দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ক্রিয়া পরিচালন ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি প্রদর্শন করিয়া থাকি, সেইরূপ আমাদের সৌন্দর্য্যানুভাবিণী (esthetic) শক্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভব করি। উক্ত শক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও শিক্ষা দ্বারা উহাকে মার্জ্জিত, সংস্কৃত করিলে তবেই উহা সৌন্দর্য্যানুভব করিতে সমর্থ হয়। শক্তি আমাদের ভিতর বর্ত্তমান আছে বলিয়াই, সংস্কার, শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা, উহার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। গান গাহিবার শক্তি, কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনার শক্তি, কাব্য সৌন্দর্য্যানুভব করিবার শক্তি প্রভৃতি সমুদায়ই আমাদের ভিতর আছে বলিয়াই সংস্কার ও পরিমার্জ্জনা দ্বারা উহাদের অভিব্যক্তি সাধিত হইলেই তবে উহারা কার্য্যকরী হয়। আমরা উক্ত শক্তিসকলকে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত ভাবে—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিতে পারি না। ভগবানে সমুদায় শক্তি অনন্ত পরিমাণে বিদ্যমান। তিনি সেই সকল শক্তি সাহায্যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, আনন্দ প্রভৃতি অনুভব করিয়া থাকেন। তিনি "সত্যসংকল্প" বলিয়া ঐ সকল শক্তিকে নিজ হইতে দৃশ্যতঃ পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিগত ভাবে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারাই অনুভব কার্য্য সমাধা করেন। ইহাতে একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। প্রথমতঃ, তাঁহার সত্যসংকল্পত্ব গুণের পরিচয় দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিমত্ত্বার নিদর্শন পাওয়া গেল। তৃতীয়তঃ, তিনি অনুভূতিস্বরূপ হইয়াও অনুভব কর্ত্তা, আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনন্দের খেলা খেলিয়া থাকেন, ইহাও প্রকাশ করা হইল। চতুর্থতঃ, বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন অভিরুচি ও অধিকার অনুসারে, বিভিন্ন প্রকার সেবানন্দের অবসর দান করিয়া—উহাদের আনন্দ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিবার উপায় করা হইল। পঞ্চমতঃ ভগবানের চিরন্তনী প্রতিজ্ঞা "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১)—পরিপূরণ করা হইল।

এই সমুদায় শক্তি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। আমার শক্তি

যেমন আমার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, সেইরূপ ভগবানের শক্তিও তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন। তাহা হইলেও, তিনি তাহাদিগকে আপনা হইতে পৃথক্ ভাবে প্রকটিত করেন, ইহাতে কি তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়? একজন গায়ক, যখন তাঁহার গান গাহিবার শক্তি প্রকটিত করিয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেন, তখন কি উক্ত শক্তি প্রকটনের জন্য তাঁহার স্বরূপ হানি হয়? আমি যখন আমার বেদান্তালোচনা শক্তি প্রকট করিয়া উক্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করি, তখন কি আমার স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটে? অথবা, তাঁহার **"আত্মক্রীড়", "আত্মরতি", "আত্মমিথুন"** প্রভৃতি বিশেষণ অনর্থক হয়? তাহা হয় না। যাহা চিরপূর্ণ, তাহাকে কি কখনও খণ্ড করা যায়? ইহা ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সমুদায় স্বরূপশক্তিরূপা শ্রী, লক্ষ্মী, প্রকৃতি, কমলা, রমা প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন হওয়ায়, তাঁহার "আত্মরতি" প্রভৃতি বিশেষণ অব্যাহতই থাকে, পূর্ণতাও অখণ্ডভাবে বিরাজমান থাকে। ভক্তানুগ্রহের জন্য নিজ স্বরূপ হইতে শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, রমা প্রভৃতি প্রকটিত করেন মাত্র, ভক্ত যাহাতে আনন্দের অনুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতে পারে। তিনিই ত আনন্দের "মীমাংসা", (মুণ্ডঃ ২।৮)। এই শ্রুতির সিদ্ধান্ত পুঁথিগত না রাখিয়া বস্তুগতভাবে উপভোগের বিষয়ীভূত করিবার জন্যই, স্বরূপগত শক্তিকেই পত্নী, সখী প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্তি।

ভক্ত, সাধক দেহ ত্যাগের পর পরব্যোমে ভগবানকে তাঁহার স্বরূপভূতা, নিত্যা শক্তিরূপা শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা প্রভৃতির সহিত নানা প্রকার বিচিত্র ভাবে সেবাদি করিয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। আবার যখন ভগবান্ "ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান" (গীতা ৪।৭) নিবারণের জন্য এবং লোকশিক্ষার জন্য প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তখনও এই নিত্যা স্বরূপশক্তি-ভূতা পত্নীরূপা শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, রমা, প্রভৃতি, তাঁহার প্রিয়া, সখী, পরিচারিকা প্রভৃতিরূপে অবতীর্ণা হইয়া তাঁহার আনন্দানুভূতির আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতে জীবগণের মধ্যে আনন্দময়ের আনন্দানুভূতির প্রকার পদ্ধতি প্রভৃতি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগকে সাধনপথে অগ্রসর হইবার সাহায্য করেন। **ইঁহারা পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা পরাশক্তি; তাঁহার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য।**

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে :—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম॥ (বিষ্ণু পুরাণ ১।৮।১৫)

—হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণুর শ্রী অনপায়িনী, নিত্যা এবং জগন্মাতা; বিষ্ণু যেরূপ সর্ব্বগত, শ্রীও তদ্রূপ সর্ব্বগতা। (বিঃ পুঃ ১।৮।১৫)

আত্মবিদ্যা চ দেবিত্বং বিমুক্তি ফলদায়িনী॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।৯।১১৮)

—হে দেবি! তুমি আত্মবিদ্যাস্বরূপিণী ও বিমুক্তিফলদায়িনী। (বি, পু, ১।৯।১১৮)।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।৮ মন্ত্রে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী—স্বভাবসিদ্ধা বা স্বরূপভূতা পরাশক্তির উল্লেখ আছে। স্বরূপভূতা বলিয়া উক্ত পরাশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভেদ। ভেদ স্বীকার করিলে স্বরূপহানি হইয়া পড়ে। আবার, পরাশক্তিই শ্রী বা লক্ষ্মী বা কমলা। এই জন্যই ব্রহ্মকে "পরমেশ" (পরা+মা+ঈশ=পরাশক্তিরূপা যে 'মা' বা লক্ষ্মী, তাঁহার ঈশ বা পতি) বলে। অতএব, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, শ্রী বা লক্ষ্মী বা কমলা বা রমা ব্রহ্ম হইতে অভেদ।

ভাগবতে রাসোৎসবে যে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অপরিসীম সৌভাগ্যের কথা অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। যথা:—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ॥
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্॥

ভাগঃ ১০।৪৭।৬০

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

ভাগঃ ১০।৪৭।৬১

—উদ্ধব বলিতেছেন :—আহা গোপীসকলের ভগবৎ প্রসাদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য !!! কেননা, রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হওয়াতে, যাঁহারা আপনাদের মনোরথের অন্ত পাইয়াছিলেন, সেই সকল গোপীর প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছে, বক্ষঃস্থলস্থিতা একান্তরতা কমলার প্রতিও তদ্রূপ অনুগ্রহ হয় না। অন্যান্য পদ্মগন্ধবিশিষ্টা মনোহর কান্তিমতী স্বর্গাঙ্গনার প্রতিও হয় না, অন্যা স্ত্রীর কথা কি? ভাগঃ ১০।৪৭।৬০

—আমার এই মাত্র প্রার্থনা, আমি এই সকল গোপীদিগের চরণরেণু সেবী বৃন্দাবনস্থ গুল্ম, লতা, ওষধি প্রভৃতির মধ্যে যেন একটি হইতে পারি। তাহাতে আমার দেহেও উঁহাদের চরণরেণু বায়ু দ্বারা নীত হইবে। এই গোপীগণ দুস্ত্যজ স্বজন, সদাচার-রীতি পরিত্যাগ করিয়া, শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ পদবীর ভজনা করিয়াছিলেন। ভাগঃ ১০।৪৭।৬১

শ্রুতিগণও ১০।৮৭।২৩ শ্লোকে আপনাদিগকে গোপীগণের সহিত তুলনা করিয়াছেন :—

স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥
ভাগঃ ১০।৮৭।২৩

ইহার অর্থ ৩।৩।২৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

গোপীগণ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি। মর্ত্ত্যধামে রক্তমাংসদেহবিশিষ্টা নারী রূপে, ভগবানের সংকল্প বশতঃ অভিব্যক্ত হইলেও, মায়ার সংস্পর্শ তাঁহাদের না থাকায়, তাঁহাদের যে ঐ প্রকার মহিমা হইবে, তাহার কথা কি?

সংশয় :—শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, রমা প্রভৃতি যদি তোমার সিদ্ধান্তমত ব্রহ্ম হইতে অভেদ হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম বা ভগবানের প্রতি তাঁহার ভক্তি লোপাপত্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে। কে আপনি আপনাকে ভক্তি করে? অতএব শ্রী প্রভৃতি কি করিয়া আপনা হইতে অভেদ ব্রহ্মে বা ভগবানে ভক্তিমতী হইতে

পারেন ? অথচ, তিনি ভক্তি করেন বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব, ইহা হইতে মনে হয় যে, যাঁহাকে ভক্তি করা হয়, তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ভগবান— যিনি ভক্তি করেন—অর্থাৎ শ্রী প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৪০।

আদরাদলোপঃ ॥ ৩।৩।৪০ ॥

আদরাৎ :—আদর হেতু—অত্যন্ত প্রেম হেতু। **অলোপঃ :**—লোপ হয় না।

ব্রহ্মই বা ভগবানই পরম মূল, রসরাজ, রসস্বরূপ এবং বিচিত্র গুণসমূহের একমাত্র নিধি বলিয়া শ্রী প্রভৃতির অত্যন্ত প্রেমহেতু, ভক্তির লোপ হয় না। শ্রী প্রভৃতির সত্তা—ব্রহ্ম বা ভগবৎ সত্তায়। ভগবানের আনন্দানুভূতি প্রকটনের জন্য শ্রী প্রভৃতির অভিব্যক্তি। সুতরাং শ্রী প্রভৃতি ভগবানকে আনন্দ দান না করিয়া থাকিতে পারেন না। বিশেষতঃ অভেদ হেতু শ্রী প্রভৃতির পৃথক ইচ্ছা বর্ত্তমান নাই। সত্যসংকল্প, রসস্বরূপ, রসরাজ ভগবান নিজ সংকল্প বলে যে রূপ রসোপভোগ প্রকটিত করিতে চান, শ্রী প্রভৃতি সেই অভিলাষ পূরণের যন্ত্র স্বরূপ আচরণ করেন। আত্মহারা প্রেম, নির্ভর ভক্তি, ঐকান্তিক সেবা প্রভৃতি ব্যতিরেকে রসের অভিব্যক্তি হয় না। একারণ অভেদ হইলেও রসরাজের সংকল্পানুসারে ঐকান্তিক আদরের জন্য ভক্তির অল্পতা বা লোপ হয় না। পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনীর ৪ মন্ত্রে "**রমা-মানসহংসায়**", রামপূর্ব্বতাপনীর ৪।১৩ মন্ত্রে "**রমাধারায়**" ইহাই প্রকাশ করিতেছে। বৃক্ষের শাখা বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে; চন্দ্রকিরণ শশধরকে আশ্রয় করিয়াই লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে।

ভাগবতেও উল্লেখ আছে :—

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা-
লব্ধাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্ বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥

ভাগঃ ১০।২৯।৩৭

গোপীগণ বলিতেছেন:—যাঁহার কটাক্ষলাভ বাসনায় ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ তপস্যার্থ প্রয়াস করিয়া থাকেন, সেই শ্রী আপনার বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও স্বীয় সপত্নী তুলসীর সহিত ত্বদীয় পদরেণু কামনা করেন, তাহার কারণ এই যে, ঐ পাদরেণু যাবতীয় ভৃত্যকর্ত্তৃক সেবিত হয়। আমরাও শ্রীর ন্যায় আপনার পাদরেণুর শরণাপন্ন হইলাম। ভাগ: ১০।২৯।৩৭।

শ্রী, ভগবানের বক্ষঃস্থলে স্থান লাভ করিয়াও, শ্রী তাঁহার চরণ সেবা প্রার্থনা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ভক্তগণকে শিক্ষা দিবার জন্য—যে হে ভক্তগণ। তোমরা ভগবদনুগ্রহে যে পদবীই লাভ কর না কেন, তাঁহার চরণ সেবা তুল্য পরমনির্বৃতি আর কিছুতেই নাই। উহাই আনন্দ উপভোগের "মীমাংসা"—শেষ সীমা। আমার দৃষ্টান্তে তোমাদের সকলের উহা কর্ত্তব্য।

এই জন্যই ধ্রুব গাহিয়াছেন:—

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥
ভাগঃ ৪।৯।১০

—ইহার অর্থ ৩।৩।৩০ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহার পাদপদ্মাশ্রয় করিলে আর পতনের ভয় থাকে না। দেবগণ বলিতেছেন:—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ! বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ভাগঃ ১০।২।৩২

—হে পদ্মপলাশলোচন! যে সকল পুরুষ আপনার চরণপদ্ম অনাদর করিয়া আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার

প্রতি ভক্তির অভাব হেতু উহাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধা প্রযুক্ত, অতিকষ্টে পরমপদ সন্নিধানে আরোহণ করিয়া আবার অধঃপতিত হয়।

ভাগঃ ১০।২।৩২

অতএব, পাদপদ্ম আশ্রয়ই পরম শ্রেয়স্কর।

ইহা ভাগবতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে ঃ—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥ ভাগঃ ১০।১৪।৫৮

—যাঁহার যশঃকীর্ত্তন বা শ্রবণ বা চিন্তন অতিশয় পুণ্যজনক, সেই মুরারি ভগবানের মহাজনগণের আশ্রয়স্বরূপ এবং ভবসাগর উত্তরণের প্লব স্বরূপ—পদপল্লব যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের নিকট ভবসাগর অতিতুচ্ছ বৎসপদ মাত্র পরিগণিত হয়। তাঁহারা পরম পদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন এবং বিপদ সমূহের যে পদ বা আশ্রয়, তাহা তাঁহাদের হয় না অর্থাৎ ভগবানের পরম ধাম হইতে তাঁহাদিগের আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না।

ভাগঃ ১০।১৪।৫৮

ভক্তগণকে প্রত্যক্ষতঃ এই শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রী, বক্ষঃস্থলে স্থানলাভ করিয়াও চরণসেবা করিয়া থাকেন। উপরে যে "মুরারি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ 'মুর' নামক দৈত্যের বিনাশকারী মাত্র নহে। দৈত্য বিনাশ গৌণ—ঔপচারিক কর্ম্ম মাত্র। উহার অর্থ—যিনি অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মহাক্লেশের এবং কর্ম্মনিবন্ধন সন্তাপ ও ভোগ বিনাশ করেন, তিনি "মুরারি"। যথা ঃ—

মুর ক্লেশে চ সন্তাপ-কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মণাম্।
দৈত্যভেদে হরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ১১১।৫৮।

সহজেই একটি প্রবল সন্দেহ মনে উদয় হয় যে, পূর্ব্বসূত্রে শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা,

রমা প্রভৃতি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা পরা শক্তি, এবং ইহারা সকলেই নিত্য, বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। তবে পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৪৭।৬০ ও '১০।৪৭।৬১ শ্লোক দুটিতে, ভাগবত, গোপীগণের সৌভাগ্য শ্রী অপেক্ষা অত্যধিক বলিলেন, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তবে গোপীগণের তত্ত্ব কি? উহা কি ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ? শ্রী যখন ভগবানের স্বরূপভূতা পরা-শক্তি, এবং এই পরাশক্তির দ্বারাই ভগবান্ আনন্দানুভব করেন বলিয়া, তিনি তাঁহার স্বরূপ হইতে হ্লাদিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী প্রকটিত করিয়া নিজ অভিলাষ সিদ্ধ করেন, তখন আবার গোপীগণের সাহায্যে আনন্দানুভব করিবার জন্য রাসলীলার প্রয়োজন কি?

বিষয়টি বুঝিবার জন্য একটু সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন। আমরা সকলেই গার্হস্থ্য জীবনে অনুভব করি যে, স্বামী যখন পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা, জামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি লইয়া নিজগৃহে বিশ্রম্ভালাপ করেন, তখন পতিব্রতা স্ত্রী, তাঁহার পাদসেবন, ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিয়া তাঁহাকে আনন্দদান এবং নিজে আনন্দ উপভোগও করেন। তাহার পর অধিক রাত্রে স্বামী যখন পুত্রাদি সমুদায় স্বজনকে বিদায় করিয়া, নিভৃতে নিজ শয়নকক্ষে শয্যায় পত্নীর সহিত অঙ্গে অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গে প্রত্যঙ্গে মিলাইয়া নিবিড় ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া শয়ন করেন, তখন উহারা উভয়েই যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা পাদসেবন বা বীজনাদি দ্বারা উৎপাদিত আনন্দ হইতে যে অনেকগুণে অধিক তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? ইহা সকলেই মনে মনে অনুভব করিতে পারেন। প্রথমটিতে ঐশ্বর্য্যের বিকাশ, দ্বিতীয়টিতে মাধুর্য্যের—গূঢ় স্বরূপভাবের অভিব্যক্তি। ভগবানের সম্বন্ধেও তাই।

ভগবান্ যখন গোলোকে ভক্ত, পার্ষদ, অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-পালন-সংহার-কর্ত্তাগণ, উক্ত ব্রহ্মাণ্ডসকলের লোকপালগণ প্রভৃতি লইয়া নিজ ঐশ্বর্য্যে বিরাজ করেন, তখন "শ্রী" তাঁহাদের সমক্ষে উক্ত ঐশ্বর্য্যের রাজ্যে, তাঁহার পাদসেবনাদি করিয়া ভগবানকে আনন্দ দান করেন এবং নিজেও আনন্দ উপভোগ করেন। তারপর, ভগবান্ যখন ঐশ্বর্য্যভাব প্রত্যাহৃত করিয়া মাধুর্য্যভাবে অবস্থান করেন, তখন সেই নিজ স্বরূপভূতা শ্রী প্রভৃতি মাধুর্য্যের রাজ্যে গোপবালকবেশী শ্রীহরির জন্য গোপীভাবে বিভাবিতা হইয়া রাসোৎসবে তাঁহার সহচারিণী, রাসলীলা রসিকা, রাস প্রবর্ত্তিকা, মহাভাব স্বরূপা হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম, নিবিড়তম আনন্দ দান করিয়া, রসরাজ আনন্দময়ের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং আনন্দরূপিণী নিজেও আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করেন। এই জন্য গোপীগণের

সৌভাগ্য লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক বলা হইয়াছে। লক্ষ্মী ও গোপীগণের ভেদ নির্দ্দেশ উদ্দেশ্য নহে। উভয়েই স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি—ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকটন মাত্র।

আনন্দময়ের আনন্দ উপভোগ যে কেবল মিলনেই হয়, তাহা নহে। রসরাজের রসাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য, আনন্দের বৈচিত্র্য, পরিমাণ প্রকারাদি ভেদের জন্য মিলন, বিরহ, মান, ক্রোধ, কলহ প্রভৃতি সমুদায়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে "ভ্রমর গীতা"য় পাই। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প এই দশ প্রকার দিব্যোন্মাদোদ্ভূত চিত্রজল্পের প্রকারভেদ এবং উহাদের প্রত্যেকের রসাস্বাদন ভেদ নির্দ্দেশ করিয়া রসলিপ্সু পাঠকগণের রসাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সম্পাদন করিয়াছেন। উক্ত ভ্রমর গীতার শ্লোকগুলি বাহুল্যভয়ে উদ্ধার করিতে বিরত হইলাম। রসতত্ত্ব বিস্তার আমাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে। এজন্য উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত রহিলাম। উহা উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব কবিগণ, রাধা ও কৃষ্ণ লইয়া যে মিলন, বিরহ, মান, ঈর্ষ্যা, ক্রোধ প্রভৃতি ঘটাইয়াছেন, উহা তাঁহাদের স্বকপোল কল্পিত আদিরসের উচ্ছৃঙ্খল বিকাশমাত্র নহে। উহাদের ভিত্তি সাধনক্ষেত্রের গভীরতম প্রদেশে। উহাদের উদ্দেশ্য অতি উচ্চ। সমাজে যাহা লজ্জাকর বলিয়া প্রথিত, উহা ভগবানে অর্পণ করিলে আর লজ্জাকর থাকে না, এ তত্ত্ব প্রকাশ করাই উহাদের অভিপ্রায়। ভগবান্ নিজেই বলিতেছেন :—

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে॥ ভাগঃ ১০।২২।২৬

—ইহার অর্থ ৩।৩।২৯ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, বুঝিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিই ঐশ্বর্য্যের রাজ্যে শ্রী প্রভৃতি রূপে, এবং মাধুর্য্যের রাজ্যে গোপীরূপে তাঁহার আনন্দানুভূতির অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন। এই গোপীমূর্ত্তি নিত্য স্বরূপধামে নিত্যলীলায় নিত্য নবকিশোর সৌন্দর্য্য-সৌরভ্য-সৌকুমার্য্য-সৌগন্ধ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয়,

গোপবালকবেশী শ্রীভগবানের মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহারা প্রপঞ্চের বস্তু নহেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, তবে কি শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন? ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে এত আড়ম্বরের সহিত বর্ণিত রাসলীলা কি বৃন্দাবনে বাস্তবিক হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা কি "পরদার বিনোদ",—সুতরাং অধর্ম্মকর নহে?

পূর্ণব্রহ্ম নিজ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে হয় পূর্ণ স্বরূপে—অথবা অংশে অবতরণ করিয়া থাকেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ভগবানের অবতার গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া থাকে (গীতা, ৪।৭)। উহা অবতার গ্রহণের অবান্তর কারণ। যাঁহার ভ্রূভঙ্গে শত শত ব্রহ্মাণ্ড নিমেষেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে ধর্ম্মের গ্লানি বা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণ, এমন কি বিশেষ কার্য্য, যে তাহার জন্য মর্ত্ত্যশরীর ধারণ করিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করিতে হয়? ইহার অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য—জীবের সমক্ষে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা—যাহাতে জীব নিজ নিজ নিঃশ্রেয়সলাভের পথ দেখিতে পায়। এই জন্যই নৃসিংহাবতারে—ভক্ত সংরক্ষণ করিয়া ভক্তের সর্ব্ব প্রকারে অকুতোভয়ত্ব প্রকটিত করা হইল। বামনাবতারে—ভক্ত কি করিয়া ভগবানকেও নিজের আজ্ঞাধীন দ্বাররক্ষক ভৃত্য স্বরূপ করিয়া রাখিতে পারেন, তাহা দেখান হইল। পরশুরামাবতারে—দৃপ্ত ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস দ্বারা—দর্পেই পতন—ইহা প্রত্যক্ষে দেখান হইল। শ্রীরামচন্দ্রাবতারে—আদর্শপুত্র আদর্শভ্রাতা, আদর্শরাজা, আদর্শপতি ইত্যাদি কি প্রকারে মানব হইতে পারে, তাহা নিজের চরিত্রে, কার্য্যে, আচরণে, ব্যবহারে, লোকসমাজে প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণাবতারে—ভক্ত নিত্যধামে আনন্দময় ভগবানের সহিত কি প্রকারে আনন্দ অনুভব ও উপভোগ করে, উহা প্রপঞ্চে জীবানুভূত আনন্দ অপেক্ষা কত মধুর, কত কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রকটনের জন্য রাসলীলার অভিনয়। পরম পুরুষ যেমন প্রপঞ্চে

অবতরণ করিলেন. তাঁহার শক্তিরূপা গোপীগণও সঙ্গে সঙ্গে অবতরণ করিয়া তাঁহার লীলার সহায়িকা হইলেন। আনন্দময়ের আনন্দাস্বাদন নিজ শক্তি দ্বারাই সম্ভব। এজন্য প্রধানা গোপীগণ তাঁহার স্বরূপ-শক্তি। এ সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে, গোপীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। নিত্যসিদ্ধাগণই তাঁহার স্বরূপ-ভূতা পরাশক্তিরূপা। সাধনসিদ্ধাগণও আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত —শ্রুতিচরী ও ঋষিচরী। শ্রুতিগণ আনন্দময়ের আনন্দঘন মূর্ত্তি সন্দর্শনে উক্ত মূর্ত্তির মাধুর্য্য আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা করায়, ভগবানের বিধানানুসারে আকাঙ্ক্ষা হইলে পরিতৃপ্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, তাঁহারা গোপীরূপে আবির্ভূত হইলেন। ত্রেতাযুগে দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ নবযুবা শ্রীরামচন্দ্রের কমনীয় কান্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া, উহা উপভোগের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে করায়, অন্তর্য্যামী ভগবান তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য, তাঁহাদিগকেও গোপীরূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত করাইলেন। অতএব গোপীগণ সাধারণ মানুষীরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও তাঁহারা প্রাকৃত মানুষী নহেন; অপ্রাকৃত মানুষী বলিতে ক্ষতি নাই।

শ্রুতিগণের ও ঋষিগণের উপরোক্ত আকাঙ্ক্ষার কথা কিছু অতিপ্রাকৃত মনে হইতে পারে বলিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর একটি চরণ উদ্ধার করিয়া উহার উত্তর দেওয়া যাইতেছে:—

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" (চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য, ২১)

যখন শ্রীকৃষ্ণের নিজের মনেই নিজের রূপ আস্বাদনের কামনা উঠে, তখন অন্য লোকের কথা কি? শ্রীকৃষ্ণের নিজের এই কামনা পরিতৃপ্তির জন্য আপনার স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া প্রকটন, এবং তৎসাহায্যে নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন, বুঝা গেল।

সুন্দর পুরুষ বা সুন্দরী স্ত্রী যেমন দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দানুভব করে, সেইরূপ ভগবান্‌ও নিজের স্বরূপ শক্তিকে বিশুদ্ধ সত্বগুণে অবতারিত ও ও মূর্ত্তিমতী করিয়া, তাহাতেই নিজের আনন্দস্বরূপ মূর্ত্তির আস্বাদন করেন। ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন:—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ॥ ভাগঃ ১০।৩৩।১৭

—ইহার অর্থ ৩।৪।৫০ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল—রাসোৎসব **"পরদার বিনোদ"** কি না, তাহার উত্তর একপ্রকার দেওয়া হইল। যাঁহারা রাসোৎসবের নায়ক ও নায়িকা, তাঁহারা যদি স্বরূপতঃ এবং বস্তুগত অভেদ হন, তাহা হইলে "পরদার বিনোদ" প্রশ্নের অবসর থাকে না। ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে বিচার করিলে, এই সহজ সিদ্ধান্ত আপনি আসিয়া পড়ে। জীবের লক্ষ্য স্থান হইতে বিচার করিলে, আমরা কি পাই, দেখা যাউক। ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, গোপীগণের স্বামী বা অভিভাবকগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের স্ত্রী বা অন্য সম্বন্ধে সম্বন্ধা গোপীগণ নিজ নিজ বাটী হইতে রাত্রে অন্যত্র গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ গৃহে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়াছিলেন (ভাগঃ ১০।৩৩।৩৭)। ভগবানের সংকল্পাত্মিকা চিচ্ছক্তিরূপা যোগমায়া প্রভাবেই রাসলীলা সংঘটিত হয়, ইহা রাসের প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকেই (ভাগঃ ১০।২৯।১) উক্ত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহাদের লইয়া ভগবানের রাস, তাঁহাদের স্বামী বা অভিভাবকগণের কোনও প্রকার আপত্তির কারণ নাই। উক্ত লীলা অন্তরঙ্গ ভক্তগণের জন্য। বহিরঙ্গাগণ বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সাহায্যে উহা জানিতেই পারে নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানোপলক্ষে শিশুপাল তাঁহার অনেক কুৎসা বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি রাস সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। অতএব, ইহা তাঁহার ন্যায় বহির্মুখ ব্যক্তিগণের অজ্ঞাতই ছিল। তৃতীয়তঃ রাসক্রীড়ার সময় নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বয়স ৮ বৎসর মাত্র। সুতরাং সে বয়সের বালকের—বালিকার সমবেত নৃত্য কোনও প্রকারে সামাজিক বা নৈতিক দোষের হইতে পারে না। এ কারণ, উহা যে "পরদার বিনোদ" নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল।

এখন শেষ প্রশ্ন এই যে, রাম ও কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না? এবং এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণই আমাদের উপাস্য রাম ও কৃষ্ণ কিনা? ইহার এক মাত্র উত্তর—নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। পরব্রহ্মই রাম-কৃষ্ণরূপে উপাস্য। অযোধ্যাধিপতি দশরথনন্দন রাম বা বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন। ইতিহাসের পরম সৌভাগ্য যে, উঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়া আপনার কলেবর অলঙ্কৃত করিতে

পারিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক রাম বা কৃষ্ণ আমাদের উপাস্য নহেন। আমাদের উপাস্য রাম নামের ব্যুৎপত্তি :—

"রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

আমাদের উপাস্য কৃষ্ণ নামের ব্যুৎপত্তি :—

"কৃষি ভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

সুতরাং আমাদের উপাস্য রাম ও কৃষ্ণ, অনন্ত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম। সেই রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তিধারী পরম ব্রহ্মই আমাদের উপাস্য। ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে, স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না বটে, তথাপি বহির্ম্মুখ জনগণের নিকট তিনি জীবভাবে প্রকটিত হন মাত্র। তাঁহারা উঁহার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারেন না। উঁহাতে জীবভাব ও ব্রহ্মভাব উভয় ভাবই বর্ত্তমান। তাঁহার ব্রহ্মভাব উপাস্য—জীবভাব উপাস্য নহে। ইহাই তাৎপর্য্য। ইতিহাস মাত্র তাঁহার জীবভাবের উল্লেখ করে, ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব, ইতিহাসে উল্লিখিত ও বিশেষভাবে প্রশংসিত রাম বা কৃষ্ণ, আদর্শ মানবরূপে ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন, তাঁহারা উপাস্য নহেন। রাম ও কৃষ্ণ নামে অভিব্যক্ত পরব্রহ্মই উপাস্য।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, যদি ঐতিহাসিক রাম বা কৃষ্ণ উপাস্য নহেন, তবে লীলাচিন্তন, লীলাশ্রবণ, বর্ণন প্রভৃতি কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উক্ত লীলা সকল ঐতিহাসিক রাম-কৃষ্ণেরই অনুষ্ঠিত ও আচরিত কর্ম্ম। যদি তাঁহারাই উপাস্য হইলেন না, তবে তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম—শ্রবণ, চিন্তন, বর্ণন প্রভৃতি উপাসনার অঙ্গরূপে কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? অথচ, ভাগবতে লীলাচিন্তন, শ্রবণ, বর্ণন প্রভৃতির মাহাত্ম্য, প্রশংসাবাদ, এবং উহা যে সর্ব্বতোভাবে করণীয়, তাহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গতি কি প্রকারে হয়? আমার আপত্তির দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য ভাগবতের একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধার করিলাম—উহা হইতেই আমার বক্তব্য বুঝা যাইবে।

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্য্যাণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ॥ ভাগঃ ৬।৩।৩২

—ভগবান্ শ্রীহরির উদ্দাম বীর্য্যসকল মুহুর্মুহুঃ শ্রবণ কীর্ত্তন করিলে তদ্দ্বারা সুজাত ভক্তি যেমন চিত্তের শোধন করেন, ব্রতনিয়মাদি দ্বারা তদ্রূপ শুদ্ধ হয় না। ভাগঃ ৬।৩।৩২

ভগবান্ শ্রীহরি ত নামরূপাতীত ব্রহ্ম বা ভগবৎ স্বরূপে উদ্দাম বীর্য্য প্রকাশ করেন না। যাহা কিছু করেন, তাহা জীব ভাবে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপেই করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যক্তিভাব যদি উপাসনার বিষয় না হয়, তবে তৎকৃত কর্ম্মাদি উপাসনার অঙ্গ হইবে কেন?

ইহাতে সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর এই:—দেখ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি প্রণিধান পূর্ব্বক ধারণা করিতে, তাহা হইলে এই আপত্তির কারণ থাকিত না। যাহা হউক, পুনরায় সরল ও বিস্তৃতভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বৈতাপেক্ষা করে। অদ্বৈততত্ত্বের কোনও কর্ম্ম নাই। জীব মাত্রই দ্বৈত প্রপঞ্চের অন্তর্গত, সুতরাং কর্ম্মচক্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জগতের বৈচিত্র্য, সুখ দুঃখভোগ প্রভৃতি জীবের কৃত কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। কর্ম্ম আবার প্রাকৃতিক সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ হইতে উদ্ভূত। যেমন দিনের পর রাত্রি, আলোকের পর অন্ধকার, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়, সেইরূপ জগৎচক্রের আবর্ত্তনে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই কখনও সত্ত্বগুণের প্রাবল্য, কখনও রজোগুণের এবং কখনও বা তমোগুণের প্রাবল্য সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতার ১৪ অধ্যায়ে ব্যষ্টি মানবের সম্বন্ধে এই গুণত্রয়ের ইতরবিশেষ ভাব বর্ণনা করিয়াছেন। ব্যষ্টি সম্বন্ধে যে নিয়ম, সমষ্টি সম্বন্ধেও তাই। ব্যষ্টি মানবের জীবনে কখনও সত্ত্বগুণের, কখনও রজোগুণের এবং কখনও তমোগুণের প্রাবল্য যেমন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার, সমষ্টি মানব বা সমাজ জীবনেও ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। তবে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিককাল সাপেক্ষ বলিয়া, সকলের প্রত্যক্ষের ব্যাপার না হইতে পারে, দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্মত অনুমান অনুসারে উহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যখন প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজ জীবনে তমোগুণের প্রাবল্য উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়। কিন্তু উহা সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। সেজন্য সৃষ্টিরক্ষা এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য উহার

প্রতীকার আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখনই ভগবানের প্রপঞ্চে ব্যক্তিভাবে অবতরণের কারণ উপস্থিত হয়। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতায় ৪।৭ ও ৪।৮ শ্লোকে অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন।

সমাজ জীবনে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয় বা তমোগুণের প্রাবল্য আকস্মিক অহৈতুকী সংঘটিত হয় না। কর্ম্ম দ্বারাই ইহা উৎপন্ন হয়। সমষ্টি মানবের কৃত কর্ম্মই ইহার কারণ। যাহা কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন, কর্ম্ম দ্বারাই তাহার ধ্বংস করা প্রয়োজন। কিন্তু অদ্বৈতের কোনও কর্ম্ম না থাকায় এবং সমষ্টি মানবের কৃত কর্ম্মও কোন মানবের ব্যক্তিগত কর্ম্ম দ্বারা ধ্বংস সম্ভব না হওয়ায়, যিনি একাধারে সমুদায় জীব, জগৎ এবং তাহার বাহিরে, তিনি প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া, অর্থাৎ ব্যক্তি অতিমানব রূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া, কর্ম্মাচরণ দ্বারা পুনরায় সাম্যভাব আনয়ন করেন। কিন্তু আগে বলিয়াছি যে, ভগবান্ জীবরূপে অভিব্যক্ত হইলেও স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত থাকেন—এজন্য তাঁহার একটি নাম "অচ্যুত"। সুতরাং তিনি মানবরূপে অবতীর্ণ হইলেও ভগবদ্ভাবে প্রতিষ্ঠিতই থাকেন। সুতরাং, তাঁহার কৃত কর্ম্ম সাধারণ মানবের কর্ম্ম নহে। উহা মানবরূপ যন্ত্রের মধ্য দিয়া ভগবানেরই অলৌকিক মনুষ্যাতীত কর্ম্ম। এবং ঐ সমুদায় কর্ম্মের চিন্তনে, শ্রবণে, কীর্ত্তনে, বর্ণনে ভগবদ্ভাবই হৃদয়ে প্রকটিত হয়। সেই কারণেই উহা উপাসনার অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। যদি উহাদের চিন্তনে, শ্রবণে, বর্ণনে ভগবদ্ভাব হৃদয়ে জাগরিত না হয়, তবে উক্ত চিন্তনাদি বৃথা।

তোমরা "ঐতিহাসিক ব্যক্তি" বলিয়া যাহা বুঝিতেছ, তাহার জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অপক্ষয়, পরিণাম ও নাশ আছে। কিন্তু শ্রীভগবান্ উক্ত প্রকার ষড়্বিধ বিকারহীন। সুতরাং, তোমাদের ভাষায় ঐতিহাসিক রাম-কৃষ্ণ জন্মাদি বিকারবিশিষ্ট—এজন্য তাঁহারা উপাস্য নহেন। নিত্য, সত্য, উক্ত প্রকার বিকার-বিরহিত, পরব্রহ্মরূপী রাম ও কৃষ্ণই আমাদের উপাস্য। যদি ত্বৎকথিত ঐতিহাসিক রাম-কৃষ্ণে এই সমুদায়ভাব স্বীকার কর, তবে আমাদের সহিত বিরোধমাত্র নাই। তাঁহারা আমাদের উপাস্য বটেন।

এক ব্যক্তি সপ্ত স্বরে বেণু বাদন করিতেছে। বেণু জড় পদার্থ। উহার স্বতঃ এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা দ্বারা মধুর স্বর সৃষ্টি করিতে পারে। বাদকের ফুৎকার সহকারে—বায়ু প্রেরণের নিপুণতা এবং বেণুরন্ধ্রে অঙ্গুলি সঞ্চালনে বায়ু নিঃসরণ-নিয়ন্ত্রণের কৃতিত্বের উপর বেণুর সুস্বর নির্ভর করে। সেইরূপ শ্রীভগবানের মানব শরীর ধারণ—যন্ত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার স্বরূপের

বিকাশ ভিন্ন কিছুই নহে; এবং তাঁহার লীলা—বেণুর তাললয় বিশুদ্ধ স্বরালাপের ন্যায়, মনঃপ্রাণোন্মাদনকারী, ইহা স্বরূপেরই প্রপঞ্চে কর্ম্মস্তরে অভিব্যক্তি। অতএব, বেণুর স্বর যেমন উপভোগ্য এবং বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ, শ্রীভগবানের অবতার রূপে লীলাও সেইরূপ ভক্তগণের উপভোগ্য, বিশুদ্ধ আনন্দপ্রদ বিশেষতঃ নিঃশ্রেয়সকর। উহার শ্রবণ ও কথনে পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী।

তিনি ত আত্মারাম; তাঁহার কর্ম্মকরণের কোনও স্বকীয় প্রয়োজন নাই। শুধু অপার করুণাময় স্বভাববশতঃ জীবশিক্ষার জন্য এবং জীবের উত্তরোত্তর অধিকতর নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির উপায় নির্দ্দেশের জন্য, প্রপঞ্চে অবতার গ্রহণ করিয়া কর্ম করিয়া থাকেন। ইহাও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি বশতঃই হইয়া থাকে।

যদি বল, জগতে সত্ত্বাদি গুণের প্রাবল্য ঘটিবার কারণ কি? সমষ্টি জীবের কর্ম্ম, তাহার কারণ না হইতে পারে ত? অথবা সর্ব্বশক্তিমান এরূপ ব্যবস্থা কি করিতে পারিতেন না, যাহাতে জগৎ অবিচ্ছেদে ক্রমোন্নতি মার্গে চলিতে পারিত? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, সৃষ্টি ও তাহার বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য, তাঁহার সংকল্পবশতঃ ইহা ঘটিয়া থাকে। তাঁহার এ প্রকার সংকল্প কেন হয়, ইহার কোনও উত্তর নাই। শাস্ত্র এখানে মূক, কল্পনাও এখানে পঙ্গু। একমাত্র স্বতন্ত্র ভগবানের স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনের কারণ নির্দ্দেশ অসম্ভব।

ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

> শুদ্ধির্নৃণাং নতু তথেড্য দুরাশয়ানাং
> বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
>
> সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
> সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ॥

ভাগঃ ১১।৬।৭

—হে স্তবনীয়! হে শুদ্ধসত্ত্ববপুঃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আপনার যশোরাশি শ্রবণে প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধা দ্বারা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয়, বিদ্যা, বেদাধ্যয়ন, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়া দ্বারাও সংসারীদিগের তদ্রূপ হয় না। ভাগঃ ১১।৬।৭

ইহা যদিও তোমার উদ্ধৃত ভাগবতের ৬।৩।৩২ শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র, তথাপি ইহাতে "**প্রবৃদ্ধ শ্রদ্ধয়া**" পদটির উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শ্রদ্ধার সহিত

লীলা শ্রবণাদি করা কর্ত্তব্য, এবং উত্তরোত্তর উক্ত শ্রদ্ধা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহা কর্ত্তব্য। যদি উহাতে ভগবদ্ভাব বিকাশ জনিত শ্রদ্ধার উৎপত্তি না হয়, ইতিহাস কথিত অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় ঘটনার বর্ণনা মাত্র বলিয়া মনে হয়, তবে তাহাতে কোনও উপকার নাই। ইহাই উক্ত পদ প্রকাশ করিতেছে।

ভগবান কর্ম্ম করিয়াও এবং বিষয় উপভোগ করিয়াও, তাহাতে লিপ্ত হন না, স্বরূপেই অবস্থান করেন—ইহা ভাগবতের অনেক স্থলে উক্ত আছে এবং উহার পোষক বহু শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। একটি মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধার করিব :—

তত্তস্থুষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।
অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম॥
ভাগঃ ১১।৬।১৫

—হে ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা! মায়া হইতে উৎপন্ন গুণবিকার সংঘটিত বিষয় সকলে যুক্ত হইয়াও, আপনি তাহাতে লিপ্ত হন না। এই কারণে, আপনি স্থাবর জঙ্গমের অধীশ্বর। আপনি ভিন্ন অন্য সকলেই স্বতঃ অবিদ্যমান বা পরিত্যক্ত বিষয় উপভোগ না করিয়াও, পাছে উপভোগের বাসনা উপস্থিত হয়, এজন্য ভীত হন। ভাগঃ ১১।৬।১৫

অতএব, ভগবানের লীলা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্ম্মে অনেক অন্তর। ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর বন্ধন ঘটায়, ভগবদ্-বতারের লীলা, শ্রবণ, কীর্ত্তনকারীর বন্ধন নাশ করিয়া থাকে।

ভিত্তি:—

১। "সা সর্ব্ববেদময়ী, সর্ব্বদেবময়ী, সর্ব্বলোকময়ী, সর্ব্বকীর্ত্তিময়ী, সর্ব্বধর্ম্মময়ী, সর্ব্বাধার কার্য্যকারণময়ী মহালক্ষ্মী দেবেশস্য ভিন্নাভিন্নরূপা……।" (সীতোপনিষৎ)।

২। "যো হ বৈ কামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি। যো হ বৈ ত্বকামেন কামান্ কাময়তে সোঽকামী ভবতি।" (গো, উ, তা, ১)।

—যিনি কামের দ্বারা ভোগ্য কামনা করেন, তিনি কামী হন, কিন্তু যিনি অকামে ভোগ্য কামনা করেন, তিনি অকামী। (গো. উ. তা. ১)।

সংশয়ঃ—ভগবান্ এবং তাঁহার পরাশক্তিরূপা শ্রী, রমা বা গোপী তাঁহা হইতে অভেদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি অভেদই হয়, তবে উভয়ের সন্নিকটস্থ হেতু রতি বা আনন্দের উদ্রেক হইবার কারণ কি? জগতে দেখা যায় যে, পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন বলিয়াই ত পরস্পরের আকর্ষণ, প্রেম, রতি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিষয় ও আলম্বন পৃথক্ হইলেই রসোদ্রেক হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয় ও আলম্বন অভেদ হইলে, উহা কি প্রকারে হইবে? ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—৩।৩।৪১ ॥

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৩।৩।৪১ ॥

উপস্থিতে + অতঃ + তদ্বচনাৎ ॥

উপস্থিতে:—পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে। **অতঃ:**—এই হেতু। **তদ্বচনাৎ:**—শ্রুতিতে সেই প্রকার উল্লেখ হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত সীতোপনিষদের মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, ব্রহ্মের পুরাশক্তি তাঁহা হইতে **"ভিন্নাভিন্নরূপা"**—স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও আনন্দানুভূতির জন্য ভগবানের ইচ্ছাতেই ভিন্নরূপে প্রতীত হন। এবং এই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই ভগবান্ **"পুরুষোত্তম"** নামে এবং ভিন্নরূপে প্রতীয়মানা পরাশক্তি **"স্ত্রীরত্ন"** নামে কথিত হন। সুতরাং ইহারা পরস্পর স্বরূপতঃ অভেদ হইলেও রসপুষ্টির জন্য বা আনন্দানুভূতির জন্য এবং জগতে আনন্দকণা বিস্তারের দ্বারা বিশ্ব আনন্দময় করিবার জন্য, উভয়ে ভিন্নভাবে,

পুরুষোত্তম ও স্ত্রীরত্ন রূপে প্রকটিত হন। তাহাতে আনন্দ অনুভবের কোনও প্রকার অন্তরায় হয় না। তবে ভগবানের কাম উপভোগ সাধারণ জীবের ন্যায় কামের দ্বারা নহে। তিনি অকামেই কাম উপভোগ করেন। "**অকাম**" অর্থ কামবিহীন—কামপর্য্যায় ভুক্ত কিন্তু তাহা হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ—প্রেম। এই প্রেম দ্বারা ভগবান্ কাম উপভোগ করেন। এই প্রেমের কণার কণা পাইয়া ভক্ত পাগল হয় এবং উন্মত্তের ন্যায় হাস্য, ক্রন্দন, ধাবন, কুর্দ্দন প্রভৃতি করিয়া থাকে।

আনন্দ উপভোগের আলম্বনভূত শ্রী, রমা, গোপী প্রভৃতি তাঁহা হইতে অভেদ হওয়ায়, তাঁহার আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে।

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ব'সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১০।৩৩।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এই প্রেমের কণা পাইয়া ভক্ত কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা ভাগবতে উল্লেখ আছে:—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৩৮

—এই প্রকার ভক্তির অঙ্গ যজনকারী ভক্ত, স্বীয় প্রিয়তমের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেম উৎপন্ন হওয়ায়, তন্নিবন্ধন বিবশ হইয়া উচ্চৈস্বরে কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখন আক্রোশন, কখন গান, কখন বা নৃত্য করিতে থাকেন। ভাগঃ ১১।২।৩৮

প্রহ্লাদ উপাখ্যানে ৭ম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়েও প্রহ্লাদের এই প্রেম হেতু কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও আনন্দে গান, কখনও চীৎকার, কখনও নির্ল্লজ্জভাবে নৃত্য, কখনও আনন্দে নিমীলিতেক্ষণ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান প্রভৃতি বর্ণিত আছে। ভাগঃ ৭।৪।২৯-৩০-৩১।

অতএব বুঝা গেল, ভগবানের ভিন্নাভিন্ন রূপা পরাশক্তির সহিত আনন্দক্রীড়া নিজের জন্য নহে, ভক্তশিক্ষার জন্য এবং ভক্তগণকে আনন্দের আস্বাদন প্রদানের জন্য। আরও বুঝা গেল যে, অভেদ হইলেও প্রেমের বা আনন্দের অভিব্যক্তির কোনও অন্তরায় থাকে না। ভগবানের সংকল্প বশতঃ আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে।

১৯। তন্নির্দ্ধারণানিয়মাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরোদেবস্তং ধ্যায়েৎ, তং রসেৎ, তং যজেৎ, তং ভজেৎ, ওঁম্ তৎসৎ ॥" (গোপাল পূর্ব্বতাপনী)

—অতএব কৃষ্ণই পর দেবতা, তাঁহাকেই ধ্যান করিবে, তাঁহাতেই রতি করিবে, তাঁহাকেই ভজনা করিবে, তাঁহাকেই যজন করিবে। (গোঃ পূঃ তাঃ)

২। "ওঁম্ যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা যৎপরং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ সুবঃ তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥"

(রাম উত্তর তাপনী ২।১)

—যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই অদ্বৈত পরমানন্দ স্বরূপ ভগবান্, তিনিই আত্মা, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই ভূর্ভুবঃ স্বরূপে প্রকটিত, তাঁহাকে নমস্কার করি। (রা. উ. তা. ২।১)

৩। "ওঁম্ যো হ বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা ভূর্ভুবঃ স্বঃ তস্মৈ বৈ নমোনমঃ"। "যশ্চ বিষ্ণুঃ, যশ্চ মহেশ্চরঃ, যশ্চ পুরুষঃ, যশ্চ ঈশ্বরঃ, যা সরস্বতী, যা শ্রীঃ, যা গৌরী, যা প্রকৃতিঃ, যা বিদ্যা, যশ্চোঁঙ্কারঃ···যশ্চ প্রাণঃ, যশ্চ সূর্য্যঃ, যশ্চ সোমঃ, যশ্চ বিরাট্ পুরুষঃ, যশ্চ জীবঃ, যশ্চ সর্ব্বম্।" (নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনী, ৪।১—৩২)।

—যিনি নৃসিংহদেব, তিনিই ভগবান, তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইত্যাদি··· তিনিই ভূর্ভুবঃ স্বরূপে প্রকটিত, তাঁহাকে নমস্কার। (নৃসিংহ পূঃ তাঃ ৪।১-৩২)

৪। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণাবুভৌ বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনাবুভৌ ॥ ১
অহং সোমং ত্বষ্টারম্ পূষণং ভগং দধাম্যহম্।
বিষ্ণুমুরুক্রমং ব্রহ্মাণমুত প্রজাপতিং দধামি।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২
(ঋগ্বেদঃ ১০।১০ ১২৫, দেব্যুপনিষৎ, ২)

—আমি একাদশ রুদ্ররূপে, অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি। আমিই দ্বাদশ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ। আমিই মিত্র বরুণ উভয়কে, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অধিষ্ঠানরূপে ধারণ করি। আমি সোম, ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগদেবকে ধারণ করি। উরুক্রম বিষ্ণুকে, ব্রহ্মাকে এবং প্রজাপতিকে আমিই ধারণ করি। এবং আমিই হবিঃ দ্বারা হোমকারীকে, হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সাধনকারীকে, যাগকারীকে, সোম যজ্ঞানুষ্ঠানকারীকে উহাদের কৃত যাগফলরূপ অভিলষিত বস্তু ও ধনাদি দান করিয়া থাকি। (ঋঃ ১০।১০।১২৫, দেব্যুপনিষৎ ২।)

৫। "তাং দুর্গাং দুর্গমাং দেবীং দুরাচার বিঘাতিনীম্।
নমামি ভবভীতোঽহং সংসারার্ণবতারিণীম্ ॥"

(দেব্যুপনিষৎ, ১৯)

—আমি সেই দুর্গমা, দুরাচার নাশকারিণী দুর্গাদেবীকে প্রণাম করি। আমি ভবভীত, তিনি ভবসাগর পারকারিণী। (দেব্যুপনিষৎ ১৯)

৬। "নারায়ণপরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরঃ।
নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরঃ ॥"

(নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১)

৭। "ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ।"

(শ্বেতাশ্বতর, ১।১০)।

—প্রধান অর্থাৎ জগৎ-প্রকৃতি বিনাশশীল, আর মরণরহিত জীবাত্মা অক্ষর। এক অদ্বিতীয় দেব হর (যিনি অবিদ্যাদি দোষ হরণকারী) এই ক্ষর ও আত্মা উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন। (শ্বেতাঃ ১।১০)

৮। "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাল্লোঁকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।" (শ্বেতাশ্বতর ৩।২)।

—একমাত্র রুদ্রই আছেন। যে ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি নিজ শক্তি সমূহ দ্বারা জগৎ শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহারা রুদ্র ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুর অপেক্ষা করেন না। (শ্বেতাঃ ৩।২)

সংশয় ঃ—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র সমূহে কোথাও কৃষ্ণ একমাত্র পরদেবতা, তাঁহার ভজনা করা কর্ত্তব্য ; কোথাও রামচন্দ্রই পরব্রহ্ম, কোথাও নৃসিংহদেব পরব্রহ্ম, কোথাও শক্তি বা দুর্গাদেবী পরমা দেবতা এবং সংসার তারণের একমাত্র উপায়, কোথাও হর, কোথাও রুদ্র পরম দৈবত, এইরূপ উল্লেখ আছে। এ প্রকার নানারূপ উক্তি থাকা হেতু, কাহার ভজন কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হয়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, **"একমেবাদ্বিতীয়ম্"**—ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় (ছাঃ ৬।২।১)—সুতরাং ব্রহ্মবস্তু একই হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, নৃসিংহ, দুর্গা, হর, রুদ্র—ইঁহারা সকলেই ব্রহ্ম হইতে পারেন না। একজন ব্রহ্ম হউন, অপরে তাঁহার বিভূতি হউন, তাহা বরং বুঝা যাইতে পারে। অতএব, উঁহাদের মধ্যে কে প্রকৃত পরব্রহ্ম এবং কাহার উপাসনা করণীয় ? ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—৩।৩।৪২।

তন্নির্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৩।৩।৪২ ॥

তৎ + নির্ধারণ + অনিয়মঃ + তৎ + দৃষ্টেঃ + পৃথক্ + হি + অপ্রতিবন্ধঃ + ফলম্ ॥

তৎ ঃ—তাহা, কে পরব্রহ্মরূপে উপাস্য এবং কে না, ইহা। **নির্ধারণ** ঃ—স্থিরীকরণ। **অনিয়মঃ** ঃ—নিয়মের অভাব। **তৎ** ঃ—তাহা। **দৃষ্টেঃ** ঃ—শ্রুতিতে কথিত হওয়া প্রযুক্ত। **পৃথক্** ঃ—স্বতন্ত্র। **হি** ঃ—নিশ্চয়ে। **অপ্রতিবন্ধঃ** ঃ—বাধাশূন্য। **ফলম্** ঃ—ফল।

শ্রুতি মন্ত্র সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, কৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, দুর্গা, হর, রুদ্র প্রভৃতির উপাসনার কোনও বিশেষ নিয়ম নাই। ব্রহ্মবুদ্ধিতে যাঁহাকেই উপাসনা করা যাউক না কেন, ফল সর্ব্বত্র সমান—সেই পরমপদ লাভ। তবে যদি ভেদজ্ঞান থাকে —যদি আমার ইষ্টদেবই ব্রহ্ম, অপরগুলি ব্রহ্ম নহে, এই প্রকার জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তবে ফল পৃথক্ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভেদজ্ঞান না করিয়া উপাসনা করিলে যে অপ্রতিবন্ধ ফল—পরম পুরুষার্থ লাভ হয়, ব্রহ্মবুদ্ধির অভাব হেতু ফল তাহা হইতে পৃথক্ হইবে।

ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু মাত্রই নাই। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাবাপত্তিই প্রকৃষ্ট উপাসনা। সুতরাং সমুদায় দেবে ব্রহ্মভাবই উৎকৃষ্ট উপাসনা। যদি আমার ইষ্টদেবই ব্রহ্ম, আমার প্রতিবেশীর ইষ্টদেব ব্রহ্ম নহে, এই জ্ঞানে আমি গর্ব্ব অনুভব করি এবং সাম্প্রদায়িকতার ভাব আনয়ন করি, তাহা হইলে আমার ইষ্টোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা হইল না এবং সেজন্য আমার উপাসনার ফল, ব্রহ্মোপাসনার যে অপ্রতিবন্ধ ফল, তাহা হইতে পৃথক্ হইবে—ইহা সুস্পষ্ট।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে—যিনি আপনার ভগবদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন এবং ভগবদাত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে সর্ব্বভূত অধিষ্ঠিত দেখেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম। ভাগঃ ১১।২।৪৩

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভগবতোত্তমঃ॥ ১১।২।৪৩

সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শন কিরূপ, তাহার সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৩৯

—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, জ্যোতিঃ, সত্ত্ব, দিক্, বৃক্ষ লতাদি, সরিৎ, সমুদ্রাদি যা কিছু পদার্থ আছে, সমুদায় শ্রীহরির শরীর জানিয়া অনন্য ভাবে প্রণাম করিবে। ভাগঃ ১১।২।৩৯

যখন জড়ভূত সম্বন্ধে সমুদায় শ্রীহরির রূপ জ্ঞানে ভজনা করিবার উপদেশ, তখন তাঁহারই চিন্ময় মূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণ, রাম, নৃসিংহ, দুর্গা, হর, রুদ্র প্রভৃতিকে ব্রহ্মভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাতে আর কথা কি?

অন্যত্রও আছে :—

মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১২

—নির্ম্মলান্তঃকরণ ব্যক্তি, আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাতে অনাবৃত রূপে আমাকে দর্শন করিবে। ভাগঃ ১১।২৯।১২

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৭
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৮

—যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত এইরূপে বাক্য মনঃ ও শরীর দ্বারা উপাসনা করিবে। এইরূপে উপাসনাকারী পুরুষের সম্বন্ধে আত্মবুদ্ধিস্থ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, পরে তিনি সেই সর্ব্বাত্মকত্ব দেখিয়া মুক্ত সংশয় হইয়া সমুদায় হইতে উপরত হয়েন। ভাগঃ ১১।২৯।১৭-১৮।

সুতরাং, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব ভিন্ন উপায় নাই। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব যখন একান্ত কর্ত্তব্য, তখন কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতিতে ব্রহ্মভাব উপলব্ধি না করা, অপরাধ ভিন্ন কিছু নহে এবং তাহা উপাসকের পক্ষে অশুভের জনক, ইহাতে সন্দেহ কি?

আচ্ছা, এখন ত উদারভাবে রাম, কৃষ্ণ, শক্তি, হর, রুদ্র প্রভৃতিকে ব্রহ্মভাবে উপাসনার উপদেশ দিলে, যদি উহাই প্রকৃত তত্ত্ব হয়, তবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২।২।৩৭ হইতে ২।২।৪৫ সূত্র পর্য্যন্ত কয়েকটি সূত্রে পশুপতি মত ও শক্তিমতের প্রত্যাখ্যান করিবার কারণ কি?

এই আপত্তির উত্তর এই যে, পশুপতি মত ও শক্তিবাদ যদি বেদান্ত মত স্বীকার করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই বা তাঁহাদিগের মতানুসারে পশুপতি বা শক্তি—জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, তিনিই একমাত্র নিত্য, সত্য, তদ্ব্যতিরিক্ত জগতে কিছুই নাই, তিনি অচিন্ত্য শক্তিমান্, তাঁহার শক্তি বিকাশে সৃষ্টি ও শক্তি সংকোচে প্রলয়, ইত্যাদি স্বীকার করেন, তবে আমাদের আপত্তির কারণ কিছুই নাই। যে কারণে উক্ত মতদ্বয় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঐ সকল সূত্রে সুস্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল কারণের অভাব হইলেই আর কোনও বিরোধ নাই। সমুদায় বাদের পরিণতি ব্রহ্মে, ইহা আমরা স্বীকার করি। তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে, তাঁহার উপর ভিত্তি না করিয়া, কোনও বাদ দাঁড়াইতে পারে না, ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি। ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তিনিই সমুদায় বাদের বিষয়ানুসারী এবং তাঁহার আত্মস্বরূপে তাঁহার তত্ত্ব নিহিত। ভাগঃ ১২।৮।৪৩

তং সর্ব্ববাদবিষয় প্রতিরূপ শীলং
বন্দে মহাপুরুষমাত্মনি গূঢ়বোধম্‌॥
ভাগঃ ১২।৮।৪৩

যদি ব্রহ্মভাবে শক্তি বা পশুপতির উপাসনা করা যায়, তাহা হইলে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই। কি লৌকিক কি বৈদিক সমুদায় নাম মুখ্যভাবে ব্রহ্মেরই বাচক ইহা ২।৩।১৭ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং যে নামেই উপাসনা করা হউক না কেন, ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করিলে, ব্রহ্মোপাসনার অপ্রতিবন্ধ ফল হইবেই হইবে। সমুদায় উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনার বিভিন্ন মার্গ মাত্র—ইহা ৩।৩।২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১০।৪০।৪ হইতে ১০।৪০।১০ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে কোনও মার্গ সাক্ষাৎভাবে তাঁহাতে পৌঁছিয়াছে—উহার ফল সহজে এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরম পদ লাভ, কোনও মার্গ পরম্পরা ভাবে তাঁহাতে পৌঁছিয়াছে, ঐ সকল মার্গ অনুসরণ করিলে, পরম্পরা ভাবে তাঁহারই উপাসনা করা হয়। **স্থিরা ব্রহ্মবুদ্ধি বর্ত্তমানে যে কোনও মার্গের উপাসনা—ব্রহ্মোপাসনা এবং তাহার ফল পরম পদ প্রাপ্তি।**

পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন :—

ভাল, ভাগবতের দোহাই দিয়া সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব দর্শনের উপদেশ দিলে এবং উহার ভিত্তিতে যে কোনও দেবতার ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা পরম পুরুষার্থসাধক, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে। কিন্তু ভাগবতই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়া, অপরাপর অবতারগণকে পুরুষের অংশ, কলা প্রভৃতি বলিয়া ভেদ বুদ্ধি সংঘটনের কারণ হইয়াছেন। জান না কি, যে, ভাগবত প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলিয়াছেন—**"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ং"**। যদি সকলকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনার কোনও বিশেষ নিয়ম নাই, তবে কৃষ্ণকে "স্বয়ং ভগবান্‌" বলিয়া, অপরাপর রাম, নৃসিংহ প্রভৃতিকে পরম পুরুষের অংশ, কলা বলিবার কারণ কি? ইহাতে কি ভেদ দৃষ্টির প্রশ্রয় দেওয়া হইল না?

এই আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই :—তুমি কি ভুলিয়া গেলে, যে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত করিয়াছি যে, পূর্ণের অংশ হয় না। যদি অংশ হয় মনে কর, তবে পূর্ণত্বের হানি হয়। কিন্তু শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

"ওঁম্॥ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" (বৃহঃ ৫।১।১)।

অতএব শ্রুতি প্রমাণানুসারে প্রতিপন্ন হইল যে, পূর্ণের অংশ, কলা সম্ভব হয় না। যুক্তিতেও তাহাই পাওয়া যায়—যদি পূর্ণ হইতে অংশ বাহির করিয়া লওয়া যায়, তবে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা চিরপূর্ণ বস্তু, তাহার অংশ কলা অসম্ভব। আবার, পূর্ণ বস্তু অনন্ত বিধায়, অনন্তের সহিত অনন্তের যোগে অনন্ত, এবং অনন্ত হইতে অনন্ত বিয়োগ করিলেও অনন্ত থাকে, ইহা গণিতশাস্ত্র প্রতিপাদন করে। এ সকল কথা ৩।২।২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তোমার বোধ সৌকর্য্যার্থে পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতে হইল, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এখন তুমি প্রশ্ন করিতে পার যে, ভাগবত তাহা হইলে ১।৩।২৮ শ্লোকে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ এবং অন্য সকলকে অংশ, কলা বলিয়া বর্ণনা করিলেন কেন?

ইহার উত্তর এই যে, চির পূর্ণের অংশে পরিণত হওয়া অসম্ভব, এজন্য অপর অবতার সকল অবতারীর ন্যায় পূর্ণ বটে; তবে যে অবতারে যে কার্য্য সম্পাদন প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই কার্য্যোপযোগী দেহ ধারণ করিয়া পূর্ণ ভগবান্ তাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনে ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটনের প্রয়োজন হয় নাই। শক্তির অত্যল্প প্রকটনেই কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাগবত উক্ত অবতারগণকে অংশ, কলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষ্ণাবতারে নিত্যলীলার প্রকটন প্রপঞ্চে করিতে অভিলাষ করিয়া পূর্ণ ভগবান, তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রকটন করিয়াছিলেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য শক্তি প্রকটনের আবশ্যক হইয়াছিল; তাহা না করিলে নিত্য লীলার অভিনয়—প্রপঞ্চে সম্ভব হইত না। প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে গেলে একখানি পৃথক গ্রন্থ হইয়া পড়ে। দিক্দর্শন মাত্র প্রদর্শন করিলাম। এ বিষয়ে চিন্তা করিলে ভগবদনুগ্রহে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে। **ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভাগবত তাঁহাকে 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।**

আরও একটি কারণ—ভাগবত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, গূঢ় ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন। তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিব। ১।১।৩ ও ১।১।৫ সূত্রের

আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ" পরব্রহ্মে সমুদায় সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, তাঁহাতে অনন্ত পরিমাণ বা স্তর (Infinite dimensions) বিদ্যমান। মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষায় তিনি একাধারে "অমাত্র" ও "অনন্তমাত্র"। যখন তিনি "অমাত্র" তখন তিনি ভাবাত্মক শূন্য বা বেদান্তের ভাষায় কূটস্থ। যখন তিনি "অনন্তমাত্র"—তখন তিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার শব্দস্তরে অভিব্যক্তি ওঁঙ্কারে—ইহা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ওঁঙ্কার উচ্চারণ করিতে হইলে, বাগ্‌যন্ত্রের আদি-মধ্য-অন্ত সমুদায়—অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত সমুদায় স্পন্দিত হয়। শব্দস্তরে ব্রহ্মের প্রতীক ওঁঙ্কার। যদিও সমুদায় নাম শব্দস্তরের বস্তু এবং উহারা মুখ্য ভাবে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করে (সূত্র ২।৩।১৭), তথাপি ওঁঙ্কার তাঁহার শব্দস্তরে বিশেষ অভিব্যক্তি। কেন এই বিশেষ অভিব্যক্তি, তাহা ১।১।৫ সূত্রে ও উক্ত গায়ত্রী রহস্য পুস্তকের ওঁঙ্কার তত্ত্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন বিচার্য্য এই যে, জগতের সমুদায় রূপ—সেই অরূপ ভগবানের রূপের স্তরে সাধারণ অভিব্যক্তি হইলেও, যদি তাঁহাকে বিশেষভাবে উক্ত স্তরে (in the plane of form) অভিব্যক্ত হইতে হয়, তবে কি রূপ ধারণ করিলে তাঁহার স্বরূপের কথঞ্চিৎ ধারণা মানবের হইতে পারে? এই প্রশ্ন হৃদয়ে আলোচনা করিলে আমরা উত্তর পাইব যে, তাহা হইলে তাঁহাকে সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-বীর্য্য-জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতির যতদূর সম্ভব সমগ্রভাবে একত্র সমাবেশ করিয়া একটি দেহ প্রস্তুত করতঃ, সেই দেহই ধারণ করিতে হয়। ভাগবত বলেন, শ্রীকৃষ্ণই সেই দেহধারী। ইহা বুঝাইবার জন্য, ভাগবত এইরূপ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি বিশেষণ দিয়াছেন, যাহা সাধারণ বা অসাধারণ মানবে প্রযোজ্য নহে। যথা:—(১) "বিভ্রদ্বপুঃ সকল সুন্দর সন্নিবেশম্" (১১।১।১০), (২) "লোকলাবণ্য নির্ম্মুক্ত্যা স্বমূর্ত্ত্যা" (১১।১।৬), (যাহার অপেক্ষা লাবণ্য লোকের মধ্যে নাই, অথবা, যাহার কণামাত্র পাইয়া লোক সকল—জগৎ—লাবণ্যবান্ হয়), (৩) "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ" (১০।৩২।২)। (৪) "ত্রৈলোক্য-সঙ্ক্ষোক পদং

বপুঃ" (১০।৩২।১৩), (ত্রৈলোক্য শোভার একমাত্র আধার স্বরূপ), (৫) "যেনৈক দেশেঽখিলসর্গ-সৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম" (১০।৩৯।২১) ("হে বিধাতঃ! তোমার সমগ্র সৃষ্টি-নৈপুণ্য যাঁহার দেহের একদেশে আমরা নিরীক্ষণ করিতাম), (৬) "ত্রৈলোক্য কান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্" (১০।৩৮।১৩)। এই ত গেল সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য প্রভৃতির কথা। তাঁহার জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতির বর্ণনা ভাগবত বহু স্থানে করিয়াছেন। শুকদেব গোস্বামীর শ্রীকৃষ্ণ প্রণামের একটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতেই আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং
নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারং।
অমৃতমুদধিতশ্চাপয়য়দ্ ভৃত্যবর্গান্
পুরুষমৃষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥

ভাগঃ ১১।২৯।৪৮

—যিনি নিগমকর্ত্তা, সমুদ্র হইতে অমৃত আহরণের ন্যায় যিনি বেদ হইতে সাররূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ভৃঙ্গের ন্যায় আহরণ করিয়া, ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়া ভবভয় অপহরণের উপায় করিয়াছিলেন, সেই আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণসংজ্ঞক ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ভাগঃ ১১।২৯।৪৮

বেশ, না হয় বুঝিলাম যে, ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটন করিয়া অবতার গ্রহণ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু গত দ্বাপরের শেষে এমন কি কারণ হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রকটনের প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং অন্যান্য সময়ে অবতার গ্রহণ করিলেও তাহার প্রয়োজন হয় নাই?

এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে হইলে, ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণ, তাঁহার বর্ত্তমান বয়স, মন্বন্তর, অন্যকথায় জগৎ সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমাভিব্যক্তির কোন্ বিশেষ স্থানে বর্ত্তমান, প্রভৃতির গণনা করিতে হয়। বিস্তৃতভাবে করিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অত্যধিক বৃদ্ধির ভয়। অতএব খুব সংক্ষেপেই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। যেমন মানবের পরমায়ু সাধারণতঃ উহাদের দিন, মাস ও বৎসর হিসাবে মানব পরিমাণের ১০০ বৎসর। ব্রহ্মার পরমায়ু ও তাঁহার দিন,

মাস ও বৎসর হিসাবে তাঁহার পরিমাণের ১০০ বৎসর। এই পরমায়ু দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে "পরার্দ্ধ" বলে। এজন্যে ব্রহ্মাকে "দ্বিপরার্দ্ধজীবী" বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। উহার মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধে দুইটি কল্প—ব্রাহ্ম কল্প ও পাদ্ম কল্প। ব্রাহ্ম কল্পে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকপদ্মের উদ্ভব হয় নাই। পণ্ডিতেরা ইহাকে শব্দব্রহ্ম বলেন। তারপর এই কল্প গত হইলে পাদ্মকল্প আরম্ভ হয়। ইহার আদিতে ভগবানের নাভি হইতে লোকপদ্মের উদ্ভব হয়, এবং ব্রহ্মা তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা রূপে বিরাজ করেন বলিয়া, ইহা পাদ্মকল্প নামে অভিহিত। এই ব্রাহ্ম ও পাদ্ম কল্প—উভয় কল্প অতীত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিপরার্দ্ধজীবী ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার পরমায়ুর ৫১ বৎসরের প্রথম দিন চলিতেছে। ইহা ভাগবতে স্পষ্ট কথিত আছে, যথা :—

যদর্দ্ধমায়ুষস্তস্য পরার্দ্ধমভিধীয়তে।
পূর্ব্বঃ পরার্দ্ধোপক্রান্তো হ্যপরোঽদ্য প্রবর্ত্ততে ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৪
পূর্ব্বস্যাদৌ পরার্দ্ধস্য ব্রাহ্মো নাম মহানভূৎ।
কল্পো যত্রাভবদ্‌ ব্রহ্মা শব্দব্রহ্মেতি যং বিদুঃ ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৫
তস্যৈবান্তে চ কল্পোঽভূদ্‌ যং পাদ্মমভিচক্ষতে।
যদ্ধরের্নাভিসরস আসীল্লোকসরোরুহম্‌ ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৬
অয়ন্তু কথিতঃ কল্পো দ্বিতীয়স্যাপি ভারত।
বারাহ ইতি বিখ্যাতো যত্রাসীচ্ছূকরো হরিঃ ॥ ভাগঃ ৩।১১।৩৭

এই বর্ত্তমান কল্পের নাম বারাহ কল্প। ইহা মহাকল্প। অতএব, আমরা পাইলাম যে, ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমাণ কালে, অর্থাৎ তাঁহার পরিমাণে ১০০ বৎসরে তিনটি মহাকল্প পড়ে—ব্রাহ্ম, পাদ্ম ও বারাহ। প্রথম দুটিতে ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধেক পরিমাণ; উহা গত হইয়াছে। শেষ বারাহ মহাকল্পও ব্রহ্মার ৫০ বৎসর পরিমাণ। এখন উহার প্রথম দিন চলিতেছে।

এই মহাকল্প ভিন্ন ক্ষুদ্র অবান্তর কল্প আছে। উহার পরিমাণ ব্রহ্মার একদিন (এক দিবারাত্রি)। এই প্রকার ৩০ দিনে ব্রহ্মার এক মাস, এবং তাহার ১২ মাসে ব্রহ্মার এক বৎসর; এই প্রকার ১০০ বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু।

অবান্তর কল্পগণের নাম মৎস্য পুরাণের ২৯০ অধ্যায়ে এবং স্কন্দ পুরাণে প্রভাসখণ্ডে কথিত আছে। উভয়ের মধ্যে অনেকগুলি মিল আছে; কয়েকটির

নামে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম অবান্তর কল্পের নাম—"শ্বেত"। বারাহ মহাকল্পের বর্ত্তমান কল্প প্রথম বলিয়া উহা অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকাদিতে "শ্বেত-বারাহ-কল্প" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

মনুষ্য পরিমাণের ৩৬০ অহোরাত্র=১ দিব্য অহোরাত্র। এই প্রকার ৩৬০ অহোরাত্রে দিব্য ১ বৎসর।

দিব্য ১২০০০ বৎসর=১ চতুর্যুগ —
- ১ সত্য=৪০০০ দিব্যবৎসর+সন্ধ্যা ৪০০+সন্ধ্যাংশ ৪০০।
- ১ ত্রেতা=৩০০০ দিব্যবৎসর+সন্ধ্যা ৩০০+সন্ধ্যাংশ ৩০০।
- ১ দ্বাপর=২০০০ দিব্যবৎসর+সন্ধ্যা ২০০+সন্ধ্যাংশ ২০০।
- ১ কলি=১০০০ দিব্যবৎসর+সন্ধ্যা ১০০+সন্ধ্যাংশ ১০০।

অতএব সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যোগ করিয়া

১ সত্যযুগ =৪৮০০ দৈব বৎসর=১৭,২৮,০০০ মানব বৎসর।
১ ত্রেতাযুগ =৩,৬০০ দৈব বৎসর=১২,৯৬,০০০ " "।
১ দ্বাপর যুগ =২,৪০০ দৈব বৎসর= ৮,৬৪,০০০ " "।
১ কলিযুগ =১,২০০ দৈব বৎসর= ৪,৩২,০০০ " "।

ভাগবত—৩।১১।১৮-১৯-২০

ব্রহ্মার ১দিন=১০০০ চতুর্যুগ=১৪ মন্বন্তর। (ভাগবত ৩।১১।২২-২৩)

বর্ত্তমান শ্বেত বারাহ কল্প অর্থাৎ প্রথম দিন চলিতেছে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রথম কল্পের চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে (১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ (ভাগবত ৮।১।১৭), (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত (ভাগবত ৫।১।২৭), (৬) চাক্ষুস (ভাগবত ৬।৬।১২), গত হইয়াছেন (ভাগবত ৮।১।৪)। বর্ত্তমান "বৈবস্বত"—অন্য নাম শ্রাদ্ধদেব-মনুর অধিকার চলিতেছে (ভাগবত ৬।৬।২৭)। এবং উক্ত বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি কলিযুগ বর্ত্তমান প্রবহমান। সুতরাং, ব্রহ্মার উক্ত একদিনের প্রায় মধ্যাহ্নকাল বর্ত্তমানে চলিতেছে। ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন। গত দ্বাপরের শেষভাগে এবং বর্ত্তমান কলির প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব কৃষ্ণাবতারের সময় ছয় মন্বন্তর গত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরের ২৭ চতুর্যুগান্তে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের দ্বাপর ও কলির সন্ধিকালে

উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ $\frac{১০০০ \times ৩}{৭}$ + ২৮ চতুর্যুগ শেষ হইতে মাত্র কলি বাকী ছিল। সুতরাং ৪২৮$\frac{৪}{৭}$ + ২৮ = ৪৫৬$\frac{৪}{৭}$ চতুর্যুগ শেষ হইতে মাত্র কলিকাল বা $\frac{১}{১০}$ চতুর্যুগ বাকি ছিল, অন্য কথায় ৪৫৬$\frac{৪}{৭}$ − $\frac{১}{১০}$ = ৪৫৬$\frac{৩৩}{৭০}$ চতুর্যুগ গত হইয়াছিল।

৫০০ চতুর্যুগ গত হইলেই ব্রহ্মার বর্ত্তমান দিন বা কল্পের মধ্যাহ্ন গত হইয়া যাইবে। তারপর অপরাহ্ণ আরম্ভ হইবে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণের সময় হইতে, মধ্যাহ্ন শেষের ৪৩$\frac{৩৭}{৭০}$ চতুর্যুগ বাকী ছিল মাত্র।

কল্পের আদি বা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত জড় চৈতন্যের ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠভাবে সম্মেলন বা সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলে, স্থূলতরে ও স্থূলতমে আগমন হইয়া থাকে। ইহা সৃষ্টির ক্রম অভিব্যক্তির নিয়ম। বেদান্ত প্রবেশ গ্রন্থে (পৃঃ ২৮-৩১) সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনায় দোলকের দৃষ্টান্ত হইতে, এবং তথায় প্রদত্ত চিত্র হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। আবার মধ্যাহ্ন হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত প্রতি-লোমক্রমে সৃষ্টির ক্রম পরিণতির নিয়মে, স্থূল হইতে ক্রমশ সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মতরে ও সূক্ষ্মতমে প্রতিগমন হইয়া থাকে—অর্থাৎ, চেতন আত্মার সহিত জড় দেহ, গেহ প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতর ও ঘনিষ্ঠতম হইতে থাকে এবং মধ্যাহ্ন হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রতিলোমক্রমে উক্ত সম্বন্ধ ক্ষীণ, ক্ষীণতর ও ক্ষীণতম হইতে থাকে। এই প্রকারে এই কল্পে যে সকল ভাগ্যবান জীব, অজ্ঞানান্ধকার হইতে ক্রমশঃ ভগবত্তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহাদের আর পরকল্পে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে না। যাহারা বৈবস্বত মন্বন্তর অতীত হইবার পূর্ব্বে কালচক্রের আবর্ত্তন জনিত ক্রমোন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে অক্ষম হইবে, তাহারা অতিশয় মন্দভাগ্য সন্দেহ নাই। কেননা তাহারা বর্ত্তমান কল্পে ভগবদ্ বিধানে প্রতিষ্ঠিত ক্রমোন্নতি বা ক্রম পরিণতি চক্র হইতে পরিত্যক্ত হইয়া পুনরায় নূতন কল্পে, আপনাদের উপযোগী সোপান অবলম্বনের প্রতীক্ষায় থাকিতে বাধ্য হইবে। অথবা অন্য জগতে তাহাদের উপযোগী অন্য সোপানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান কাল সৃষ্টির ক্রমোন্নতির একটি সন্ধিক্ষণ, ইহা বুঝা গেল।

শ্রীভগবানের জীবের প্রতি করুণা অপার। তিনি দেখিলেন যে, এই সন্ধিক্ষণে যদি এমন কোনও শক্তি সঞ্চার করা যায়, যাহাতে জীবগণ পরম-তত্ত্বে সহজে পঁহুছিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি প্রকৃত অনুগ্রহ করা হয়। কিন্তু এই অনুগ্রহ প্রকাশ—জীবের ভগবদ্ প্রদত্ত স্বাধীনতা সঙ্কোচ না করিয়া করাই সমীচীন। সেই জন্য নিত্যলীলা

হইতে নিজে, স্বরূপ শক্তিভূতা সহচরী বৃন্দ ও সখাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার লীলা, নাম প্রভৃতি ভজনের দ্বারা জীব পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবে। তিনি কত মধুর, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন কত প্রাণারাম, মনোমদ, হৃদয়োম্মাদনকারী। তাঁহার ভজনের জন্য দেহ শুষ্ক, মনঃ কঠোর, হৃদয় নীরস করিবার প্রয়োজন নাই। মানব যে যে বৃত্তি, শক্তি প্রভৃতি পাইয়াছে, সেই সেই উপকরণ দ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। বিষয় ভোগের জন্য যে যে ইন্দ্রিয়, বৃত্তি প্রভৃতি বর্ত্তমান, তাহা দিগকে ভগবদভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারিলেই হইল; তাহা ক্লেশকর মাত্র নহে, বরং অতীব আনন্দকর। এই সকল প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য তাঁহার আবির্ভাব। তিনি কঠোর দণ্ডধারী বিচারক নহেন, তাঁহাকে ভয় করিবার কারণ মাত্র নাই। তিনি প্রিয়তম সুহৃৎ। বন্ধুরূপে মাত্র প্রেম ভালবাসা প্রার্থনা করেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার অবতরণ। এই জন্যই ভগবানের সমগ্র শক্তির প্রকটন। জীবকে নিজ চেষ্টার দ্বারা পরমার্থলাভ করিতে হইবে, ইহা ২।৩।৪২ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঠিক সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ ৫০০ চতুর্যুগ অতীত হইবার সমকালে আবির্ভাব হইলে, মধ্যাহ্ন গত হইবার পূর্ব্ব-কাল মধ্যে, জীবের প্রযত্ন করিবার সময় না হইতে পারে, এজন্য মধ্যাহ্ন গত হইবার অল্প পূর্ব্বেই তিনি আবির্ভূত হন, যাহাতে মধ্যাহ্ন গত হইবার মধ্যেই জীব পরমার্থ লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাই ভগবানের সমগ্র শক্তি প্রকটনের উদ্দেশ্য। কালচক্রের আবর্ত্তনে যখন যখন যে যে বিশ্বে এই সন্ধিকাল উপস্থিত হয়, তখন তখন, সেই সেই বিশ্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে সমগ্র শক্তি প্রকটন করতঃ আবির্ভূত হইয়া লীলাবিস্তার পূর্ব্বক জীবের চরমোন্নতির বিধান করেন, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ।

২০। **প্রদানাধিকরণ ॥**

ভিত্তি :—

১। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

(শ্বেতাঃ ৬।২৩)

—যাঁহার গুরুপদে ভক্তি পরদেবতাতে ভক্তির তুল্য, এই সমস্ত কথিত পরমার্থতত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। (শ্বেতাঃ ৬।২৩)।

২। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" (ছান্দোগ্যঃ ৬।১৪।২)।

— আচার্য্যবান্ পুরুষই, অর্থাৎ যিনি আচার্য্যের সেবা করেন, তিনিই জ্ঞানলাভ করেন। (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)।

৩। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ··· ॥"

(মুণ্ডক, ১।২।১২)

—ব্রহ্মবস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য তাহার গুরুর নিকট যাওয়া কর্ত্তব্য। (মুণ্ডক, ১।২।১২)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রগণ হইতে বুঝা যায় যে, গুরুর প্রসাদে পরমতত্ত্ব অধিগত হইয়া থাকে। গুরুর নিকট অধ্যয়নে বা উপদেশে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতেই পরমতত্ত্ব অধিগত হওয়া সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং শাস্ত্রই মুখ্য। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রসকল গুরুর প্রশংসাসূচক ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বাস্তবিক কি পরমাত্মা গুরুগম্য? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :— ৩।৩।৪৩।

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৩।৩।৪৩ ॥

প্রদানবৎ + এব + তৎ + উক্তম্ ॥

প্রদানবৎ :—প্রকৃষ্টভাবে দানের ন্যায়। **এব :**—নিশ্চয়ই। **তৎ :**—তাহা, পরমতত্ত্ব। **উক্তম্ :**—কথিত ; শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত।

গুরু যেমন প্রসন্ন হইয়া বিদ্যাদি দান করিয়া থাকেন, ব্রহ্মবিদ্যা বা পরমতত্ত্ব সেইরূপ গুরুগম্য। গুরু ইচ্ছা করিলে, ইহা ধনাদি বস্তুদানের ন্যায় শিষ্যকে বস্তুগত ভাবে দান করিতে পারেন।

যেমন অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল কোনও দরিদ্র ভিক্ষুক, প্রার্থী হইয়া কোনও ধনবান্ ব্যক্তির নিকট (যাঁহার অন্নবস্ত্রাদি প্রচুর পরিমাণে আছে) গমন করিয়া করুণ আবেদনে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করিতে পারিলে, সেই ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহার ধনভাণ্ডার হইতে, উক্ত দরিদ্রকে দানের অধিকারী মনে করিলে অন্নবস্ত্রাদি দান করিয়া তাহার অভাব পূরণ করেন; সেইরূপ পরমতত্ত্বের কাঙ্গাল, সাধন-দরিদ্র কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, সেবাদি দ্বারা তাঁহার করুণা উদ্রেক করিতে পারিলে, সেই গুরু তাঁহার ব্রহ্মবিদ্যার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে উক্ত শিষ্যকে প্রকৃত অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিলে, পরমতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিয়া, তাহার প্রাণের অভাব পরিপূরণ করিয়া থাকেন। ১।১।১ সূত্রে ইহার আলোচনা করা হইয়াছে।

গীতাতে ভগবান্ "**আচার্য্যোপাসন**"—অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, অহিংসা প্রভৃতির সহিত জ্ঞান লাভের সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (গীতা, ১৩।৭)।

গুরুর নিকট শিষ্যের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট শিষ্যেরই অন্তর বাহির কিছুই লুক্কায়িত থাকে না। যদি গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত অধিকারী মনে করেন, এবং তাঁহার সেবায় প্রসন্ন হন, তাহা হইলে, কোনও প্রকার প্রশ্নোত্তর বা উপদেশ ব্যতিরেকেও ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া দিতে পারেন। গুরু শিষ্য পরস্পর নিকটে উপবেশন করিলেই যোগাত্মক ও ঋণাত্মক কেন্দ্রে তড়িৎ প্রবাহের ন্যায়, গুরুর ইচ্ছা ক্রমে, উভয়ের আত্মায় আত্মায় উপলব্ধি-লহরী প্রবাহিত করিতে পারেন। যেরূপ তড়িৎশক্তি-প্রবাহী তারের দুইকেন্দ্র দুই হাতে ধরিয়া থাকিলে শরীরে তড়িৎ-প্রবাহ-সঞ্চরণ অনুভূত হয়, শিষ্য ও গুরুর মধ্যে সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান তড়িৎ প্রবাহের ন্যায়, লহরে লহরে সঞ্চারিত হয়। ইহা অনুভূতি রাজ্যের ব্যাপার। যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা কতকপরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। এই কারণে দক্ষিণামূর্ত্তি গুরু-স্তোত্রে স্পষ্ট কথিত আছে, "**গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ**"। গুরুশিষ্য উভয়েই নির্ব্বাক, কিন্তু গুরুর মৌন ব্যাখ্যা এতাদৃশী শক্তিমতী যে, শিষ্যের হৃদয়ের সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, মেঘাপগমে রবি প্রকাশের ন্যায়

বোধ সূর্য্য স্নিগ্ধ প্রোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিতরণ করিয়া হৃদয় দেশ আলোকিত করে। হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হইয়া যায়, সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংস হয়, এবং হৃদয়ে পরমার্থতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলিতেছেন ঃ—

এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥

ভাগঃ ১০।১৪।২৩

—গুরুরূপ অর্ক (সূর্য্য) হইতে লব্ধ উপনিষৎরূপ সুন্দর নেত্র দ্বারা, যাঁহারা এইরূপ সকলের আত্মা আপনাকে আত্মস্বরূপে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা সংসার রূপ অনৃত সাগর উত্তীর্ণ হয়েন।

ভাগঃ ১০।১৪।২৩

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥ ভাগঃ ১১।৩।২২

—অতএব যে ব্যক্তি উত্তম শ্রেয়ঃ বা পরমার্থ লাভ অভিলাষ করিবেন, তিনি বেদজ্ঞ ও পরমব্রহ্মজ্ঞ উপশম আশ্রয়কারী (ক্রোধলোভাদির অবশীভূত) গুরুকে আশ্রয় করিবেন। ভাগঃ ১১।৩।২২

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ভাগঃ ১১।১০।১২

—আচার্য্য পূর্ব্ব অরণি স্বরূপ, শিষ্য উত্তর অরণি স্বরূপ, উপদেশ তন্মধ্যস্থ মন্থন কাষ্ঠস্বরূপ, এবং সুখাবহ বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) তদুত্থ অগ্নিস্বরূপ জানিবে। ভাগঃ ১১।১০।১২

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্ ॥

ভাগঃ ১১।১২।২২

—অতএব তুমি একান্ত ভক্তি সহকারে গুরূপাসনা জনিত শাণিত বিদ্যাকুঠার দ্বারা অপ্রমত্ত-হৃদয়ে জীবোপাধি লিঙ্গশরীর ছেদন করতঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অস্ত্র ত্যাগ কর।

ভাগঃ ১১।১২।২২

যদি সাধক প্রকৃত অধিকারী হন, তাহা হইলে ভগবান্‌ই বাহিরে আচার্য্যমূর্ত্তিতে এবং অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে সমুদায় অশুভ নাশ করতঃ আপনার পরম পদ প্রদান করেন।

"যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥

ভাগঃ ১১।২৯।৬

পরমাত্মতত্ত্ব হৃদয়ে স্বতঃ উদ্ভাসিত কি করিয়া হয়, এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইল। অন্তর্য্যামী সকলের অন্তরে সর্ব্বজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। যদি সাধককে উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে গুরুকৃপালাভের বিধান করতঃ হৃদয়ে স্বতঃ নিজতত্ত্ব প্রকাশ করেন। সুতরাং এই প্রকার স্বতঃ উদ্ভাসিত হওয়া অহৈতুকী বা আকস্মিক নহে। নিজের প্রযত্নের দ্বারা অধিকারী হইতে পারিলে তবেই ফললাভ। সুতরাং ২।৩।৪২ সূত্রের সিদ্ধান্ত অব্যাহত রহিল, এবং গুরুকৃপা লাভ যে নিজ প্রযত্নের ফল এবং পরমতত্ত্বজ্ঞান যে গুরুকৃপাসাপেক্ষ, এই উভয় সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হইল।

সংশয়ঃ—স্বপ্রযত্ন এবং গুরুপ্রসাদ উভয়ই প্রয়োজন বলিতেছ। উহাদের মধ্যে বলবত্তর কে? স্বপ্রযত্ন বলবত্তর বলিয়া মনে হয়, কেননা, উহার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্রঃ—৩।৩।৪৪।

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৩।৩ ৪৪ ॥

লিঙ্গ + ভূয়স্ত্বাৎ + তৎ + হি + বলীয়ঃ + তৎ + অপি ॥

লিঙ্গ :—চিহ্ন, দৃষ্টান্তাদি। **ভূয়স্ত্বাৎ** :—বাহুল্যবশতঃ। **তৎ** :—গুরুর প্রসাদন। **হি** :—নিশ্চয়। **বলীয়ঃ** :—বলবত্তর। **তৎ** :—তাহা, অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি নিজ প্রযত্ন। **অপি** :—ও।

ছান্দোগ্য শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ে ৫-৬-৭-৮-৯ অনুবাকে উক্ত আছে যে, সত্যকাম, বৃষ হইতে ব্রহ্মের একপাদ, অগ্নি হইতে দ্বিতীয় পাদ, হংস হইতে তৃতীয় পাদ, এবং মদ্গু (জলচর পক্ষীবিশেষ) হইতে চতুর্থ পাদ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় চতুষ্পাদ ব্রহ্মোপদেশ লাভ করতঃ গুরুর সকাশে আগমন করিলে, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তোমাকে ব্রহ্মবিদের ন্যায় দেখাইতেছে; আমি ত তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিই নাই, কে তোমাকে উক্ত উপদেশ দিলেন? তাহাতে সত্যকাম সমুদায় ব্যাপার যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ভগবন্! শ্রুতিতে কথিত আছে যে, আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, অতএব আপনি আমাকে উপদেশ দিন। ইহা শুনিয়া আচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাঁহাকে চতুষ্পাদ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দিলেন।

উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৪।১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭ অনুবাকে উক্ত আছে যে, উপকোশল গুরুগৃহে গার্হপত্য—অন্বাহার্য্যপচন—(অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি) আহবণীয় এই অগ্নিত্রয়ের সুচারুরূপে উপাসনা করিলে অগ্নিত্রয় পরস্পর পৃথকভাবে ও একসঙ্গে উঁহাকে ব্রহ্মোপদেশ দেন। উপকোশল উক্ত উপদেশ প্রাপ্তির পর গুরুর সমীপে আগমন করিলে, গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ, কে তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিলেন? ইহাতে উপকোশল ইঙ্গিতের দ্বারা অগ্নিগণকে দেখাইলেন, এবং আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। আচার্য্য বুঝিলেন, তাঁহার উপদেশ প্রাপ্তি সম্যক্ হয় নাই, এজন্য পুনরায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন।

এই সমুদায় দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গুরুর প্রসাদই বলবত্তর। কিন্তু তথাপি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে **"শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"** করিবার উপদেশ আছে (বৃহঃ ২।৪।৫)। আবার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৬।২৩ মন্ত্রে (পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত) গুরুকে পরা দেবতায় ন্যায় ভক্তি করিবার উপদেশ আছে! **অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, গুরুকৃপা বলবত্তর হইলেও, নিজের প্রযত্ন দ্বারা শ্রবণ, মনন প্রভৃতিও করণীয়।**

ভাগবতে ইহার স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে :—

লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৯

—আচার্য্যের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং তাঁহার নিকট হইতে আগমার্থ অবগত হইয়া, স্বীয় অভিমতানুসারে মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষের অর্চ্চনা করিবে। ভাগঃ ১১।৩।৪৯

—যাহারা গুরুর চরণাশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুশীলন দ্বারাই প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া ইহলোকে অতিচঞ্চল অদান্ত অশ্বস্বরূপ মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কর্ণধার শূন্য নৌকায় বণিকের মহাসমুদ্রে পতনের ন্যায়, বহুদুঃখে আকুল হইয়া সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৩

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ॥
ভাগঃ ১০।৮৭।৩৩

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, গুরুকৃপা বলবত্তর হইলেও আত্মপ্রযত্ন করণীয়।

২১। পূর্ব্ববিকল্পাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "তত্ত্বমসি।"—(ছান্দোগ্য ৬'১১—৬।১৬)।—তুমিই সেই।

২। "অহং ব্রহ্মাস্মি।" (বৃহঃ ১।৪।১০)—আমিই ব্রহ্ম।

৩। "আত্মত্যেবোপাসীত।" (বৃহঃ ১।৪।৭)।
—আত্মরূপেই উপাসনা করিবে।

৪। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" (মুণ্ডক ৩।২'৯)।

—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মাই হন।

৫। "কৃষ্ণএব পরমো দেবস্তং ধ্যায়েৎ
তং রসেৎ, তং যজেৎ, তং ভজেৎ।" (গোঃ পূঃ তাঃ)

—(৩।৩।৪২ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে)

৬। "তস্মাদেব পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্যাত্মানং
গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ।" (গোঃ উঃ তাপনী ৩)

—অতএব তিনি রজের অতীত। সাধক "আমিই তিনি" "আমিই গোপাল" এই প্রকার ভজনা করিবে। (গোঃ উঃ তাঃ ৩)

৭। "তদেব তারকং ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি। তদেবোপাসিতব্যম্ ॥
(রাম উত্তর তাপনী ২)

—এই মন্ত্রই তারকব্রহ্ম মন্ত্র বলিয়া জানিও। ইহারই উপাসনা কর্ত্তব্য। (রাঃ উঃ তাঃ ২)

৮। "সদা রামোঽহমস্মীতি তত্ত্বতঃ প্রবদন্তি যে।
ন তে সংসারিণো নূনং রাম এব ন সংশয়ঃ ॥
(রাম উত্তর তাপনী ৫)

—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা "আমিই রাম" ইহা তত্ত্বতঃ বলে, সে নিশ্চয়ই সংসারাবদ্ধ জীব নহে। "রামই" সন্দেহ নাই। (রাঃ উঃ তাঃ ৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্ম বা আত্মা, অথবা শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শ্রীরাম প্রভৃতিকে

উপাসনা বা ভজনা করার উপদেশ রহিয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে "আমিই সেই সেই উপাস্ত" এরূপ ভাবনা করিবারও উপদেশ আছে। এ প্রকার বিকল্প কি প্রকারে সঙ্গত হয়? যদি উপাসক ও উপাস্ত বাস্তবিক অভেদ হয়, তবে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি? কে কাহার উপাসনা করিবে? আবার, যদি দুইএর ভেদ বাস্তবিক থাকে, তবে অভেদ ভাবনার উপদেশের সার্থকতা কি? অভেদ ভাবনাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়, কেননা মোক্ষই উপাসনার লক্ষ্য। মোক্ষ হইলে জীবের স্বরূপে অবস্থিতি হয়। জীব স্বরূপে ব্রহ্মশক্তি বটে, সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভেদ। অতএব উপাসনার উপদেশ কেবলমাত্র উপাস্তের প্রশংসাবাদ মাত্র। ইহার সমাধানের জন্ত সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৪৫।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ॥ ৩।৩।৪৫ ॥

পূর্ব্ব + বিকল্পঃ + প্রকরণাৎ + স্যাৎ + ক্রিয়া + মানস + বৎ ॥

পূর্ব্ব :— পূর্ব্বে কথিত অর্থাৎ, উপাসনার বা ভজনের। **বিকল্পঃ** :— "সোঽহম্" জ্ঞানে অভেদ ভাবনারূপ প্রকারভেদ মাত্র। **প্রকরণাৎ** :—প্রকরণ বা প্রস্তাবানুসারী হেতু। **স্যাৎ** :—হয়। **ক্রিয়া** :—পূজাদি কর্ম্ম। **মানস** :— মনের দ্বারা জপ, ধ্যান, চিন্তা প্রভৃতি। **বৎ** :—ন্যায়।

"সোঽহম্", "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি জ্ঞানে অভেদ ভাবনা, যাহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকথিত ভক্তিমার্গের উপাসনার বা ভজনের প্রকারভেদ বা অঙ্গমাত্র। ইহা প্রকরণ হইতে বুঝা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা এবং মানসিক জপ, ধ্যান, চিন্তা প্রভৃতিরও বিধান সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাও সেই রূপ। তিনি প্রিয়তম এবং আত্মার ও আত্মা বলিয়া অভেদভাবে উপাসনার বিধান বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে না যে, জীব ও ব্রহ্মে তাদাত্ম্যভাবে ঐকান্তিক ভাব বর্ত্তমান।

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের উপাসনা করাই বিধান। বহিরিন্দ্রিয় ও ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়ের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য। পদের দ্বারা পুষ্পবাটিকায় গমন ও পুষ্প চয়নাদির পর পূজাগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, হস্তদ্বারা পূজোপকরণাদি সংগ্রহ এবং ভগবানে সমর্পণ, বাক্য দ্বারা মন্ত্র ও স্তবাদি পাঠ, শিরঃ দ্বারা প্রণাম, চক্ষুঃ

দ্বারা ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন, কর্ণ দ্বারা পঠিত মন্ত্র স্তবাদি শ্রবণ প্রভৃতি যেমন প্রয়োজন, মনঃ দ্বারা ভগবান্‌কে আত্মভাবে, অতি প্রিয়তম আত্মার আত্মারূপে হৃদয় গুহায় অবস্থিতি চিন্তা বা ধ্যানও সেইরূপ তাঁহার ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনার অঙ্গমাত্র। উহাতে উপাসক ও উপাস্যের প্রকৃত অভেদত্ব প্রতিপন্ন হয় না। পুরুষার্থ প্রাপ্তির উহা একটি উপায় এবং শ্রেষ্ঠ উপায়।

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে ভগবানের উপাসনা কর্ত্তব্য, তৎ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্।।

ভাগঃ ১০।১০।৩৮

—২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৪৬) ইহার সরলার্থ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যত্রও আছে :—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু।। ভাগঃ ১০।৪৭।৫৮

—আমাদের মনের সকল বৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হউক, আমাদের বাক্য তদীয় নাম কীর্ত্তনে এবং আমাদের দেহ তাঁহার প্রণামাদিতে রত হউক। ভাগঃ ১০।৪৭।৫৮

মনঃ স্থির করিবার জন্য এই তন্ময় রূপে ভাবনার উপদেশ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মনঃ স্থির হইলে ব্রহ্মরূপ বা ব্রহ্মতত্ত্ব স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। **তন্ময়ত্ব না হইলে মনঃস্থির হইবে কিরূপে? যদি চিন্তার সময় ভেদজ্ঞান থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, মনঃ স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য ঐ প্রকার অভেদ চিন্তার উপদেশ শ্রুতিতে আছে।**

উচ্চস্তরের সাধকের এই তন্ময়ত্ব ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। প্রহ্লাদের ত তাহাই হইয়াছিল।

কচিত্তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকার হ ॥ ভাগঃ ৭।৪।৩০।

—কখনও কখনও ভগবদ্ ভাবনায় অভিনিবিষ্ট হওয়াতে, তন্ময় হইয়া তদীয় চেষ্টাদির অর্থাৎ লীলাদির অনুকরণ করিতেন। ভাগঃ ৭।৪।৩০।

রাসলীলায় উক্ত আছে যে, কৃষ্ণবিরহে গোপীগণেরও এই তন্ময় ভাবের উদয় হইয়াছিল, এবং তাঁহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণ মনে করিয়া তদীয় লীলাদির অনুকরণ করিয়াছিলেন।

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ভাগঃ ১০।৩০।১৪।

—এই প্রকারে উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে সেই সকল গোপী কৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত বিহ্বল হইলেন। পরে তদাত্মিকা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাসকল অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ভাগঃ ১০।৩০।১৪।

ইহার পর বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে, একজন গোপী নিজেকে কৃষ্ণ মনে করিয়া অপর গোপীকে পুতনা মনে করিয়া তাহার স্তন পান করিতে লাগিলেন; অপর একজন আপনাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া আর একজনের স্কন্ধে আরোহণ করতঃ বলিতে লাগিলেন, "অরে কালীয়! এখান হইতে দূর হ"। আর একজন হস্তে একখণ্ড বস্ত্র উচ্চে ধরিয়া যেন বাতবর্ষ নিবারণ জন্য গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছেন, এই লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন ইত্যাদি ॥

এই প্রকার লীলানুকরণ, তাঁহারা যে স্ব ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া করিতেন, তাহা নহে। তখন তাঁহাদের ব্যক্তিগত নিজত্ব জ্ঞান—ভগবদ্ ভাবাবেশে সম্পূর্ণ তিরোহিত। আমরা শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের জীবনে ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই। গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদের সময়, কখনও তিনি গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া, কৃষ্ণ বিরহে কাতর এবং তাঁহার অতি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে "লম্পট" বলিয়া গালি দিতেও অকুণ্ঠিত। কখনও বা কৃষ্ণভাবে পাগলের ন্যায় রাধার বিরহে যমুনা জ্ঞানে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতে দ্বিধাহীন। অথচ বাহ্যদশায় যদি কেহ তাঁহাতে ভগবানের কোনও গুণ আরোপ করিত, তিনি কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দীন ভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতঃ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।

এই প্রকার তন্ময়ত্ব ভাব সাধনার উচ্চাবস্থায় স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। উপরে যে তিনটি দৃষ্টান্ত (প্রহ্লাদ, গোপী ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু) দেওয়া হইল, সে সব কয়টি ভক্তিমার্গের উচ্চতম সাধক সম্বন্ধে, যাঁহাদের নিকট জীবব্রহ্মের একত্ব বা অভেদচিন্তা মহা অপরাধের বিষয়।

অতএব বুঝা গেল যে, এই প্রকার অভেদচিন্তা ভক্তিমার্গের উপাসনার প্রকারভেদ মাত্র। ইহা জীব ও পরব্রহ্মের স্বরূপৈকত্ব-জ্ঞান বিষয়ক নহে।

ভিত্তি :—

১। যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রো গণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥
(গোপাল উত্তর তাপনী ৮।৯)।

—ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন :—হে ব্রহ্মণ্! তুমি যেমন পুত্রগণের সহিত, রুদ্র যেমন স্বগণের সহিত, আমি যেমন স্ত্রীর সহিত আনন্দে বাস করি, ভক্তও সেইরূপ আমার অতি প্রিয়।
(গো. উ. তা. ৮।৯)।

২। ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি।
স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মনং তু দদামি বৈ॥
(গোপাল উত্তর তাপনী ২৯-৩০)।

—আমার প্রিয় ভক্ত আমাকে নিত্য ধ্যান করিয়া মুক্তিলাভ করে। আমি তাহাকে আত্মদান করিয়া থাকি। (গো. উ. তা. ২৯-৩০)।

সূত্র :—৩।৩।৪৬॥

অতিদেশাচ্চ॥　৩।৩।৪৬॥

অতিদেশাৎ + চ॥

অতিদেশাৎ :—তুলনা হেতু। **চ :**—ও।

পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল উত্তর তাপনী শ্রুতির ৩ মন্ত্রের অল্প পরেই বর্ত্তমান সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্র কয়টি আছে। ইহাদের মধ্যে ৮।৯ মন্ত্রে ভক্ত যে তাঁহার অতি প্রিয়, ব্রহ্মার পুত্রগণ যেমন প্রিয়, রুদ্রের স্বগণ যেমন প্রিয়, এবং ভগবানের শ্রী যেমন প্রিয়া, ভক্তগণও তাঁহার সেইরূপ প্রিয়—এই প্রকার তুলনামূলক উক্তি রহিয়াছে। যদি উপাস্য ও উপাসক—উভয়ের একান্ত অভেদ হইত, তাহা হইলে এ প্রকার তুলনা সঙ্গত হইত না। **অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, উক্ত প্রকার "সোঽহম্" (গোঃ উঃ তাঃ ৩) জ্ঞানে চিন্তা বা ধ্যান ভক্তিমার্গীয় উপাসনার প্রকার বিশেষ মাত্র। উপাস্য ও উপাসকের অভেদ জ্ঞাপন উহার উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ গোপাল**

উত্তর তাপনী শ্রুতির ২৯-৩০ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে যে, "আমার প্রিয় ভক্তকে আমি আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকি"। অভেদে এ প্রকার উক্তিও সঙ্গত নহে।

রাম পূর্ব্বতাপনী, রাম উত্তর তাপনী প্রভৃতি শ্রুতিতে যে "সোঽহম্" জ্ঞানে ধ্যান বা চিন্তার উপদেশ আছে, তাহার উদ্দেশ্যও ঐ একই।

ভাগবত বলিতেছেন :—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভাগঃ ৯।৪।৪৯

—সাধুগণই আমার হৃদয় এবং আমিই সাধুগণের হৃদয়—অর্থাৎ আমরা উভয়ে পরস্পরের হৃদয়-ভাব অবগত আছি। তাঁহারা আমাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও জানে না; আমিও তাঁহাদের ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না। ভাগঃ ৯।৪।৪৯।

একান্ত অভেদে এ প্রকার উক্তি সঙ্গত নহে। অতএব, অভেদ চিন্তন উপাসনার প্রকারভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইল।

২২°। বিদ্যাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"
(শ্বেতাঃ ৩।৮ ; নৃঃ পূঃ তাঃ ১।৬)

—তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়। আশ্রয়ের অন্য পথ নাই। (শ্বেতাঃ ৩।৮ ; নৃঃ পূঃ তাঃ ১।৬)

২। "তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি।" (পুরুষ সূক্ত যজুঃ)।

—তাঁহাকে জানিতে পারিলে অমরত্ব লাভ হয়।
(পুরুষ সূক্ত যজুঃ)।

৩। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" (গীতাঃ ৩।২০)

—জনকাদি কর্ম্ম করিয়াই সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
(গীতা ৩।২০)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ দৃষ্টে সংশয় হয় যে, মুক্তি —বিদ্যা দ্বারা প্রাপ্য, বা কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্য, অথবা, উভয়ের সমুচ্চয় হইলে, অর্থাৎ একত্রে অনুষ্ঠিত হইলে, তবে প্রাপ্য ? কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তিপ্রাপ্য—কারণ পরম্পরা ৩।৪।২ হইতে ৩।৪।৭ সূত্রে বিবৃত হইবে। যদি বল যে, কেবল মাত্র কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লভ্য নহে, তাহা হইলে পক্ষী যেমন দুই পক্ষের সাহায্যে অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, সেইরূপ কর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ের একত্র অনুষ্ঠানই মুক্তির হেতু—ইহাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত হউক। বিশেষতঃ বিদ্যা লাভের হেতুও কর্ম্ম। সুতরাং হয় কর্ম্ম একাকী বা কর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ে একযোগে মুক্তির হেতু হউক। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।৮ মন্ত্র ইহার অন্তরায়। অতএব কর্ম্ম বা বিদ্যা অথবা কর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ে মুক্তির হেতু, ইহা অনির্দ্ধারিত রহিয়াছে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৪৭।

বিদ্যৈব তু তন্নির্দ্ধারণাৎ ॥ ভাগঃ ৩।৩।৪৭ ॥

বিদ্যা + এব + তু + তৎ + নির্দ্ধারণাৎ ॥

বিদ্যা :—শাস্ত্রজ্ঞান পূর্ব্বক উপাসনা। **এব :**—নিশ্চয়ই। **তু :**—পূর্ব্বপক্ষ নিরসনার্থ। **তৎ :**—তাহা। **নির্দ্ধারণাৎ :**—অবধারণ হেতু।

বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিই মোক্ষলাভের হেতু, কারণ শ্রুতিতে তাহা স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।৮ মন্ত্র এবং যজুর্ব্বেদের পুরুষ সূক্তের মন্ত্রাংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৯ মন্ত্রাংশ—**"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"**—"যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন"—ইহাই প্রতিপাদন করে। **"ব্রহ্মকে জানা"**—অর্থ, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জ্ঞান লাভ; এবং **"ব্রহ্মই হন"**—ইহার অর্থ, **"মোক্ষপ্রাপ্ত হন"**। অতএব শ্রুতিতে স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে—বিদ্যা বা জ্ঞানপূর্ব্বিকা ভক্তিই মোক্ষহেতু। কর্ম্ম একাকী বা কর্ম্ম ও বিদ্যা উভয়ে নহে। বিদ্যা যখন একাই সমর্থ, তখন আবার কর্ম্ম সাহায্য প্রয়োজন কি ?

ভাগবত এই কথাই বলিয়াছেন :—

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।

ভাগঃ ১১।১২।২২

—ইহার অর্থ ৩।৩।৪৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ ভাগঃ ১।২।২১,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩০

—তত্ত্বজ্ঞান হইলেই আত্মস্বরূপ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হইল, তাহার পরে অহঙ্কার রূপ হৃদয়গ্রন্থি আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং অসম্ভাবনাদিরূপ সকল সংশয় ছিন্ন হয়, আর জন্মান্তরীয় সুকৃতি দুষ্কৃতি নিবন্ধন অপ্রারব্ধ কর্ম্মসকল যাহা উত্তর কালে ভোগ করিতে হইবে, তৎসমুদায়ও ক্ষয় হইয়া যায়, অর্থাৎ আর তাহা ভোগ করিতে হয় না।

ভাগঃ ১।২।২১, ১১।২০।৩০

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে। ভাগঃ ১১।১১।৩

—হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই আমার শক্তি। উভয়ই অনাদি। ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা জীবের বন্ধকরী এবং বিদ্যা জীবের মোক্ষকরী। উভয়ই আমার মায়া দ্বারা নির্ম্মিত জানিবে। ১১।১১।৩।

ভিত্তি :—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ (মুণ্ডক ২।২।৮)

—সেই পরাবর ("পর", অর্থাৎ ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ—"অবর" অর্থাৎ নীচ হইয়াছেন, যাঁহা হইতে) ঈশ্বর দর্শন হইলে, হৃদয়গ্রন্থি (অহংকার) ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয়ের নিরাস এবং সমুদায় কর্ম্মের ধ্বংস হয়। (মুঃ ২।২।৮)

সূত্র :—৩।৩।৪৮।

দর্শনাচ্চ॥ ৩।৩।৪৮॥
দর্শনাৎ + চ॥

দর্শনাৎ :—দর্শন হইতে, শ্রুতিতে কথন হেতু। **চ :**—ও।

বিদ্যা দ্বারা শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভও হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[রামানুজাচার্য্য ৩।৩।৪৭ ও ৩।৩।৪৮ দুইটি মিলাইয়া একই সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছেন। শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব পৃথক ব্যবহার করায়, আমরাও পৃথক ব্যবহার করিলাম।]

ভিত্তি :—

১। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ॥

(শ্বেতাঃ ৩।৮)

—৩।৩।৪৭ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

২। "ইন্দ্রোঽশ্বমেধাচ্ছতমিষ্ট্বাপি রাজা
ব্রহ্মাণমীড্যং সমুবাচোপসন্নঃ।
ন কর্ম্মভির্নধনৈর্নাপিচান্যৈঃ পশ্যেৎ সুখং
তেন তত্ত্বং ব্রুবীহি" ॥

—দেবরাজ ইন্দ্র শতাশ্বমেধ অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন। পরে পূজনীয় ব্রহ্মার নিকট উপসন্ন হইয়া কহিলেন, কর্ম্ম, ধন বা অন্য কোনও বস্তু দ্বারা সুখলাভ হয় না, আমাকে তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করুন।

৩। "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"। (মুণ্ডক ১।২।১২)

—কৃত বা কর্ম্ম দ্বারা অকৃত বা মুক্তি লাভ হয় না। (মুঃ ১।২।১২)

৪। "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে···" ॥ (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২)

—বিদ্যা এবং কর্ম্ম সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার (মৃতজীবের) অনুগমন করিয়া থাকে। (বৃহঃ ৪।৪।২)

৫। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ"। (গীঃ ৩।২০)

—জনক প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(গীঃ ৩।২০)

সংশয় :—শাস্ত্রে কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লাভ (গীতা, ৩।২০) অথবা বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয় দ্বারা মুক্তি (বৃহদাঃ ৪।৪।২) সিদ্ধ হয়, উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও, তুমি বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি লভ্য, এই সিদ্ধান্ত করিতেছ। কি করিয়া তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৪৯।

শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৩।৩।৪৯ ॥

শ্রুত্যাদি + বলীয়স্ত্বাৎ + চ + ন + বাধঃ

শ্রুতি ঃ—শ্রুতি। **আদি ঃ**—প্রভৃতি—লিঙ্গ বা দৃষ্টান্ত বা যুক্তি ইত্যাদি। **বলীয়স্ত্বাৎ ঃ**—বলবত্তর হেতু। **ন ঃ**—না। **বাধঃ ঃ**—বাধা।

শ্রুতি, দৃষ্টান্ত, যুক্তি প্রভৃতি বলবত্তর প্রমাণ থাকা হেতু পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্তের বাধা হয় না।

শ্রুতি প্রমাণ, (১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ৩।৮ মন্ত্র, (২) যজুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্তের উদ্ধৃত মন্ত্রাংশ, (৩) মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৯ মন্ত্রাংশ যাহা ৩।৩।৪৫ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—ইহারা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করে যে, বিদ্যাই মুক্তির হেতু। দৃষ্টান্ত দেখ ঃ—ইন্দ্র দেবরাজ হইয়াও এবং কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াও যখন বুঝিলেন যে, কর্ম্ম সুখের কারণ নহে, তখন তিনি বিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন। যুক্তিও দেখ ঃ—কর্ম্ম নশ্বর, সুতরাং তাহার ফল নশ্বর, উহার দ্বারা নিত্য শাশ্বত ফলরূপ মুক্তি প্রাপ্তি কি করিয়া হইতে পারে? ইহাও মুণ্ডক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ১।২।১২ মন্ত্রাংশে স্পষ্ট কথিত আছে।

তুমি যে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২ মন্ত্রাংশ উল্লেখ করিতেছ, তাহার উত্তর পরে ৩।৪।১১ সূত্রে দেওয়া হইবে।

ভাগবতের প্রমাণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এখানে আর একটি মাত্র শ্লোকের উল্লেখ করা হইল ঃ—

> একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
> বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ॥ ভাগঃ ১১।১১।৪

—২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৭৯৬) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই শ্লোক হইতে দৃষ্ট হইবে যে, **অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি। কর্ম্ম—গুণ সম্ভূত। কর্ম্ম দ্বারা মুক্তি লভ্য নহে। কর্ম্ম মাত্রই নশ্বর এবং কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মের আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না, সুতরাং মুক্তিও হয় না।** ইহা ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।২১, ১১।১৯।১৭, ৬।১।১০, ১১।১৪।১০ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইবে (পৃঃ ৩৬-৩৯)। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

২৩। **অনুবন্ধাধিকরণ ॥**

ভিত্তি :—

১। "মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্যদেবো ভব।
অতিথিদেবো ভব।" (তৈত্তিঃ ১।১১।২)।

—মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে।
(তৈত্তিঃ ১।১১।২)

সংশয় :—যদি গুরুর প্রসাদ ও ভগবদুপাসনা মুক্তিলাভের হেতু, তবে মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি অর্থাৎ সদুপাসনা করিবার উপদেশ আবার কেন? মাতা, পিতা ও আচার্য্য দেবকে ভক্তি করা বরং বুঝিতে পারি, কিন্তু অতিথিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, ইহার প্রয়োজন কি? তোমার সিদ্ধান্তানুসারে গুরুর কৃপা এবং ভগবদুপসনাই ত যথেষ্ট। সুতরাং সদুপাসনা করণীয় নহে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫০।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৫০ ॥

অনুবন্ধাদিভ্যঃ :—অনুবন্ধ প্রভৃতি হেতু। **অনুবন্ধ**—উপক্রম, উপায় বা সম্বন্ধ প্রভৃতি হইতে।

"অনুবন্ধ"—"অনু," পশ্চাৎ, **"বধ্নাতি"**—সম্বন্ধ স্থাপন করে—অর্থাৎ, আনুষঙ্গিক উপায় রূপে যাহার সম্বন্ধ আছে।

গুরুর কৃপা এবং ভগবদুপাসনা মুক্তির উপায় ত বটেই। কিন্তু সাধুসঙ্গ, ভক্তসেবা, তীর্থস্নান, অন্য দেবতায় শ্রদ্ধা ভক্তি করা প্রভৃতিও কর্ত্তব্য। ইহারা আনুষঙ্গিক ব্যাপার। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দর্শনই প্রকৃষ্ট ভগবদুপাসনা। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত ভগবদুপাসক, সে অন্য যে কোনও জীবকে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি না করিয়া থাকিতে পারে না। যদি না করে, তবে তাহার সাধনার হানি হয়। পিতা, মাতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করা, তাহার সাধনার অঙ্গ স্বরূপ। সাধু বা ভক্ত

সেবা সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উঁহারা তাঁহার প্রিয়তম ইষ্টদেবের চিহ্নিত জীব বলিয়া তাঁহার কাছে, সেই প্রিয়তমের ন্যায়ই পূজ্য ও ভক্তির পাত্র।

ভাগবতে সাধুসঙ্গের মহিমা বহুস্থানে কীর্ত্তিত আছে :—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
নচেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্‌॥

ভাগঃ ৫।১২।১২

—ইহার অর্থ ৩।৩।২১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৪৮০-৮১) দেওয়া হইয়াছে।

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ভাগঃ ৭।৫।২৫।

—যতদিন পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন (নিষ্কাম) ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের পাদরজোঽভিষেক লাভ না হয়, ততদিন ইহাদের মতি সমুদায় অনর্থনাশের মূল স্বরূপ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিতে পারে না।

ভাগঃ ৭।৫।২৫।

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ভাগঃ ১০।৪৮।৩১,
…যূয়ং দর্শনমাত্রতঃ॥ ভাগঃ ১০।৮৪।১১, ভাগঃ ১২।১০।১৭।

—জলময় স্থান তীর্থ নহে এবং মৃৎপাষাণময়ী মূর্ত্তি দেবতা নহে, এরূপ নহে। তাহারা তীর্থ ও দেবতা বটে। কিন্তু তাহারা বহুকালে মানুষকে পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন। ভাগঃ ১০।৪৮।৩১, ১০।৮৪।১১, ১২।১০।১৭

সংসারেঽস্মিন্‌ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্‌॥

ভাগঃ ১১।২।২৮

—এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও সাধুসঙ্গলাভ মনুষ্যদিগের পরম নিধি লাভ।
ভাগঃ ১১।২।২৮

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়োবিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥ ভাগঃ ১১।১১।৪৭

—হে উদ্ধব! সাধুসঙ্গ জনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসারতারণের সম্যক্ উপায় আর নাই। যেহেতু, আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়, অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন। ভাগঃ ১১।১১।৪৭।

সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা ময়ি মাং স উপাসিতা।
স বৈ মে দর্শিতং সদ্ভিরঞ্জসা বিন্দতে পদম্॥ ভাগঃ ১১।১১।২৫

—সেই উপাসক সৎসঙ্গ লব্ধ আমাতে ভক্তিদ্বারা আমার ভক্ত হইলে, সাধুকর্ত্তৃক দর্শিত আমার পরমপদ অনায়াসে প্রাপ্ত হন।
ভাগঃ ১১।১১।২৫।

ভগবান্ নিজমুখেই সাধুসঙ্গের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন :—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ (উদ্ধব)।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ভাগঃ ১১।১২।১
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ ভাগঃ ১১।১২।২

—হে উদ্ধব! সর্ব্বসঙ্গছেদকারী সাধুসঙ্গ দ্বারা আমি যাদৃশ বাধ্য হই, সাংখ্য, যোগ, ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, বেদসকল, তীর্থসকল, যম, নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা তাদৃশ বাধ্য হই না। ভাগঃ ১১।১২।১-২।

সূত্রস্থ **"আদি"** শব্দ দ্বারা তীর্থ গমন, পরনিন্দা পরিত্যাগ প্রভৃতি বুঝাইতেছে।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ ভাগঃ ১।২।১৬

—পুণ্যতীর্থসেবা দ্বারা সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং সাধুসঙ্গলাভে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণাভিলাষীর বাসুদেব কথায় রুচি জন্মে। ভাগঃ ১।২।১৬।

অতএব, সাধুসঙ্গের জন্য পুণ্য তীর্থ সেবাদিও বরণীয়।

ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে, ভগবদনুগ্রহেই গুরু ও সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে, এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে স্থাপন করিয়াছ, তবে বলনা কেন যে, ভগবদ্ কৃপাই মুখ্য। জীবের যে কর্ত্তৃত্ব, তাহা ঈশ্বর নিরপেক্ষ নহে, ইহা তুমি ২।৩।৪১ সূত্রে সিদ্ধান্ত করিয়াছ। তাহা হইলে জীবের অদৃষ্টও ঈশ্বর কর্ত্তৃক গঠিত। সুতরাং গুরুর প্রসাদ বা সৎসঙ্গও মুক্তির কারণ, ইহা বলিবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন, গুরুকৃপা, সৎসঙ্গলাভ এবং সাধুর কৃপালাভ, এ সমস্তই ভগবদনুগ্রহে হইয়া থাকে, ইহা খুবই সত্য। তাহা হইলেও ভগবান্ নিজে ভক্তবশ। তিনি তাঁহার ভক্ত-গুরু ও সাধুদিগের মধ্য দিয়াই তাঁহার কৃপা উপাসকের সকাশে প্রেরণ করেন। ইহাতে তিনি নিজভক্ত মহিমা বৃদ্ধি করেন। ইহাই তাঁহার স্বভাব ও বিশেষত্ব। সকল সময়েই তিনি নিজ ভক্তগণের প্রাধান্য প্রদান করিয়া থাকেন। ২।৩।৪২ সূত্রে ভক্ত মহিমার আলোচনা করিয়াছি। যদি কোনও উপাসক, সাধুকৃপা বা গুরুকৃপা প্রাপ্ত হন, তখন ভগবানই গুরু বা সাধু মূর্ত্তিতে তাঁহাকে কৃপাদান করিতেছেন মনে করিয়া ভগবদ্পদে অধিকতর নিষ্ঠ হন। বিশেষতঃ পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত, সে তাঁহার প্রিয়তম ভগবানের অন্য ভক্তকে ভক্তি শ্রদ্ধা সেবাদি না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব, সমুদায় শাস্ত্রের সামঞ্জস্য সম্পাদন এবং বিরোধের পরিহার করা হইল।

তিনি ভক্তকে এত ভালবাসেন যে, তিনি বলিয়াছেন :—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ! ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা স্তেমে ভক্ততমা মতাঃ॥

—হে পার্থ! যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা আমার উত্তম ভক্ত নহে। যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার উত্তম ভক্ত।

ইহা তাঁহার ভক্তবৎসলতা গুণের পরিচয়, এবং এই জন্যই ভক্ত সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন, এবং সালোক্য, সাষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য, এমন কি তাঁহার সহিত একত্ব পর্য্যন্তও তিনি দিতে আগ্রহান্বিত হইলেও, চান না। তাঁহার চরণ সেবাই প্রার্থনা করেন।

(ভাগবত ৩।২৯।১১)

২৪। প্রজ্ঞান্তরাধিকরণ॥

শ্রুতি :—

১। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)

—ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে অবস্থিত, ব্রহ্মদ্বারা জীবিত এবং অন্তে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়। অতএব শান্ত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। যেহেতু, পুরুষ (জীব) সংকল্প প্রধান। পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, প্রয়াণের পরও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব পুরুষ উত্তম ক্রতু (সংকল্প) করিবে। (ছাঃ ৩।১৪।১)।

২। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"॥ (মুণ্ডকঃ ৩।১।৩)

—তখন বিদ্বান্ পুণ্যপাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া নিরতিশয় সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। (মুঃ ৩।১।৩)।

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে স্পষ্ট কথিত আছে যে, জীব যে প্রকার সংকল্প করিয়া ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, পরলোকেও সেই প্রকার হয়। তাহা হইলে ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ভেদ অনুসারে পরকালে ফলেরও তারতম্য হইতে পারে, ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মুণ্ডক শ্রুতি ৩।১।৩ মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসক সিদ্ধিলাভ করিয়া পরম সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অতএব শ্রুতিবিরোধ হইতেছে। সুতরাং প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। ব্রহ্ম যখন **"অনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ"** (বৃহঃ ৪।৫।১৩)—"অন্তর্ব্বহিঃশূন্য সমগ্র প্রজ্ঞান ঘন স্বরূপ"—তাঁহার স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ নাই, তখন মুণ্ডক শ্রুতি মন্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মার্গের ব্রহ্মোপাসকগণ পরম সাম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। কারণ, বিভিন্ন পথ দিয়া কোন নগরে প্রবেশ করিলে সকলে একই নগরের, একই দৃশ্যাবলী দেখিয়া থাকে; পৃথক নগর বা পৃথক দৃশ্যাবলী দেখে না।

এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫১।

প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্॥ ৩।৩।৫১॥

প্রজ্ঞান্তর + পৃথক্ত্ববৎ + দৃষ্টঃ + চ + তৎ + উক্তম্॥

প্রজ্ঞান্তর :—ভিন্ন ভিন্ন প্রজ্ঞানুসারে। **পৃথক্ত্ববৎ :**—ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ন্যায়। **দৃষ্টঃ :**—ভিন্ন ভিন্ন উপাসক দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। **চ :**—ও। **তৎ :**—তাহা। **উক্তম্ :**—শ্রুতিতে কথিত আছে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে **"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত"** (বৃহঃ ৪।৪।২১) মন্ত্রাংশ আছে। ইহার অর্থ শঙ্কর ভাষ্যানুসারে এইরূপ—**"বিজ্ঞায় উপদেশতঃ শাস্ত্রতশ্চ,প্রজ্ঞাং—শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়াং জিজ্ঞাসাপরিসমাপ্তিকরীং, কুর্ব্বীত এবং প্রজ্ঞাকরণ সাধনানি সন্ন্যাস-শম-দমোপরম-তিতিক্ষা-সমাধানানি কুর্য্যাদিত্যর্থঃ।"**—শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে অবগত হইয়া **"প্রজ্ঞা"** করিবে অর্থাৎ যাহাতে শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে বিজ্ঞাতব্য বিষয়ে আর কোনও জিজ্ঞাসা (জানিবার ইচ্ছা) না থাকে, এমনভাবে সাধন করিবে, এবং ইহার জন্য প্রজ্ঞাসাধন—সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। সুতরাং **"বিজ্ঞান"** অর্থ, শাস্ত্র বা আচার্য্যোপদেশ হইতে শাব্দ জ্ঞান লাভ, এবং **"প্রজ্ঞা"** অর্থ, উপাসনা—ইহাদের উভয়ের পৃথক্ত্ব বর্ত্তমান বুঝা গেল। এই পৃথক্ত্ব বশতঃ উপাসনালব্ধ ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। সকলের প্রজ্ঞা বা উপাসনা পদ্ধতি একপ্রকার নহে। নানা প্রকার, এবং ভগবান্‌কে যিনি যেরূপভাবে ভজনা করেন, তিনিও তাঁহাকে তদ্রূপভাবে প্রতিভজন করিয়া থাকেন (গীতা ৪।১১)। সুতরাং যাঁহাদের ভজনা যেরূপ, তাঁহারা তাঁহাকে সেইরূপেই লাভ করে। ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্র। মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৩ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ব্রহ্মদর্শনে উপাসক নিরঞ্জনত্ব বিষয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, সকলেই মায়ার পারে অবস্থিত পরম ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় বটে, এবং তিনি যদিও সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদ রহিত, তথাপি তাঁহার এরূপ অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তি, যে,

যে উপাসক যে ভাবে বিভাবিত, তাঁহাকে সে সেই ভাবেই দর্শন করে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। ইহাতে যথাক্রতু ন্যায়ের সার্থকতা সম্পাদিত হইল, শ্রুতিবিরোধ নিরাকৃত হইল এবং শিরোদেশে উদ্ধৃত উভয় শ্রুতিই সার্থক প্রতিপাদিত হইল। তাঁহাকে যে ভক্ত যেরূপে ভাবে, তিনি তাহার সমক্ষে সেইরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার অভিলাষ পূরণ করিয়া থাকেন।

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।

ভাগঃ ৩।৯।১১

—১।২।৩০ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৪৯) সম্পূর্ণ শ্লোকটি ও তাহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৩৬) ভাগবতের ৬।৪।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তিনি সর্ব্বভাবময়। যে যেভাবে তাঁহাকে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহাকে সেই ভাবেই ফল প্রদান করেন। যিনি মা যশোদার ন্যায় বাৎসল্য ভাবে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার কাছে নিত্যধামেও তিনি শিশু গোপাল বেশে তাঁহার আনন্দ বিধান করেন। যাঁহারা গোপীগণ প্রদর্শিত কান্তভাবে তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের কাছে নিত্যধামেও তিনি নব কিশোর রাসরসিক বেশে রাসলীলা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমে বিভোর করেন। যাহারা গোপবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবে তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাদের কাছে নিত্যধামেও তিনি সখারূপে তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করতঃ তাঁহাদের আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেন। সমুদায় পুরুষার্থের ফল স্বরূপ তিনি। এজন্য ভাগবত তাঁহাকে "ত্বং বৈ সমস্ত পুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা" (ভাগঃ ১০।৬০।৩৬)—"তুমিই সমুদায় পুরুষার্থময় ও ফল স্বরূপ" এবং "সর্ব্বভাবস্বরূপ" বলিয়াছেন, যথা :—

"নমস্তে সর্ব্বভাবায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় যোগানাং পতয়ে নমঃ। ভাগঃ (১০।৬৪।২৯)।

এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন :—"ত্বন্তু সর্ব্বভাববিষয়ীভূত এব অসি ইত্যাহ নম ইতি।

সর্ব্বেঽপি ভাবা যস্মিংস্তস্মৈ। তত্র শান্তভাবস্য বিষয়ালম্বনমাহ—ব্রহ্মণে মূর্ত্তব্রহ্মস্বরূপায়। দাস্যভাবস্যাহ, অনন্তশক্ত্যায় মহামহৈশ্বর্য্যায়। সখ্যভাবস্যাহ—কৃষ্ণায় কৃষ্ণাস্যার্জ্জুনস্য নামরূপগুণাদিভিঃ সাম্যাদেব সদানন্দদাত্রে। বাৎসল্যভাবস্যাহ—বাসুদেবায় বসুদেবপুত্রায়। উজ্জ্বল-ভাবস্যাহ—যোগানাং ভক্তিযোগময়ীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং পতয়ে ভর্ত্রে।"—তুমি সমুদায় ভাবের বিষয়ীভূত, তোমাকে নমস্কার। শান্তভাবের বিষয়ালম্বন স্বরূপ তুমি মূর্ত্তব্রহ্ম। দাস্যভাব সম্বন্ধে—অনন্ত শক্তিমান্, সখ্যভাব সম্বন্ধে তুমি কৃষ্ণ—সদানন্দ দাতা, বাৎসল্য ভাব সম্বন্ধে তুমি বাসুদেব, এবং উজ্জ্বল ভাব সম্বন্ধে—তুমি ভক্তি-যোগময়ীদিগের পতি। অতএব বুঝা গেল যে, তিনি সমুদায় ভাবের মূর্ত্ত প্রকাশ।

জীব যখন কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, প্রপঞ্চের দেনা-পাওনা সমুদায় মিটাইয়া নিজ নিজ ভগবদুপাসনার ফল প্রাপ্তির জন্য ভাগবদ্ধামে গমন করে, তখন তাহারা তাহাদের জীবিতকালে যে ভাবে উপাসনা করিয়াছিল, সেই ভাবেরই পূর্ণ পরিতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং বাৎসল্য ভাবের উপাসকের সমক্ষে যদি ভগবান্ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হন, তাহা হইলে রসভঙ্গ হয়, ভাবানুসারে প্রতি ভজনের প্রতিজ্ঞা (গীঃ ৪।১১) ব্যাহত হইয়া যায় এবং বাৎসল্য রসের পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা মিটে না। সে ভক্তের কাছে ভগবানকে বাল গোপাল বেশেই আসিয়া তাহাকে বাৎসল্য রসের পূর্ণ পরিতৃপ্তি প্রদান করিতে হইবে। রামোপাসকগণের সমক্ষে, তিনি যদি ভীষণ বরাহ রূপে আবির্ভূত হন, তাহা হইলেও রসভঙ্গ হয় এবং আনুষঙ্গিক সমুদায় দোষ আপতিত হয়। তাঁহাকে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, কমনীয় রামরূপেই তাঁহাদের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে হইবে। সমুদায় রস সম্বন্ধে এই একই কথা। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যদিও ভগবান্ সমুদায় ভেদ বর্জ্জিত, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তথাপি ভক্তের পরিতৃপ্তির জন্য, এক অদ্বিতীয় তাঁহাকেই তাঁহার নানাবিধ ভক্তগণের নিজ নিজ উপাস্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে হয় এবং ভক্তগণ তাঁহাকে সেই সেই মূর্ত্তিতে উপভোগ করিয়া পরম নির্বৃতি লাভ করেন। ইহা ভগবদ্রহস্য। এক-

অদ্বিতীয়ের বহুমূর্ত্তিতে আবির্ভাব, এই অভেদে দৃশ্যতঃ ভেদ প্রকটন, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি বিকাশে হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি বড়ই সুস্পষ্ট।

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথক্দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একোনানেয়তে তদ্বদ্ ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥ ভাগঃ ৩।৩২।২৮

—যেমন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ বিশিষ্ট একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারে পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন উপাসনা-মার্গে বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়েন। ভাগঃ ৩।৩২।২৮

শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকটি সরল শ্লোকে ইহার অর্থ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

যথা রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ১

দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে॥ ২

জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
তথৈব চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজং॥ ৩

তথান্যা বাহ্যকরণ স্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ॥ ৪

যেমন রূপরসাদির আশ্রয় ক্ষীরাদি বস্তুতঃ এক হইলেও, দৃষ্টি দ্বারা শুক্ল, রসনা দ্বারা মধুর, নাসিকা দ্বারা সুগন্ধি, স্পর্শ দ্বারা স্নিগ্ধ প্রভৃতি বহুপ্রকারে প্রতীত হয়, এবং এই বহু প্রতীতির হেতু চেতঃ; সেইরূপ ভগবান্ বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গে বহুরূপে প্রতীত হয়েন। যেমন জিহ্বা দ্বারা মাধুর্য্যমাত্র গ্রাহ্য, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা উহা গ্রাহ্য নহে; সেইরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ প্রভৃতিও নিজ নিজ বিষয় মাত্র গ্রহণ করে, কিন্তু চিত্ত দ্বারা সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে, এ কারণ বস্তুর সমগ্র জ্ঞান উপলব্ধি হয়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা মার্গ উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় স্থানীয়। উহাদের প্রত্যেকের দ্বারা উপাস্যের একদেশী ভাব মাত্র গৃহীত হইয়া থাকে—অর্থাৎ ভিন্ন

ভিন্ন উপাসনা মার্গানুসারী উপাসকের নিকট ভগবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হন। ভক্তি চিত্ত স্থানীয়—উহার দ্বারা সর্ব্বার্থলাভ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই সমগ্র ভগবানের স্বরূপ প্রতিভাত হয়।

ভক্তগণের নিজ নিজ ভাবানুযায়ী উপাসনার সম্যক পরিতৃপ্তি সম্পাদনের জন্য শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিন্ময়ী শক্তি যোগমায়া কর্তৃক ত্রিপাদ বিভূতি লোক সকলের নিত্যধামে অভিব্যক্তি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মৎপ্রণীত "নাম মহিমা" গ্রন্থে করা হইয়াছে।

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য এই সূত্র এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র দুইটি একত্রে এক সূত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মধ্ব ও বলদেব পৃথকভাবে অর্থ করিয়াছেন। আবার বলদেব উহাদিগকে পৃথক্ অধিকরণে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শেষোক্ত আচার্য্যদ্বয়ের ব্যাখ্যা ভক্তিমতানুসারী হওয়ায় ভাগবত মতের সহিত ঐক্য নিবন্ধন, উহাই গ্রহণ করিয়াছি।]

ভিত্তি :—

১। **"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ।"** (শ্বেতা, ১।১১)

—সেই দেবকে জানিলে সমুদায় বন্ধন নাশ হয়।

(শ্বেতা, ১।১১)।

২। **"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো**

ন চ প্রমাদাৎতপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।

এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-

স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"

(মুণ্ডকঃ ৩।২।৪)

—এই আত্মা বলহীন (আত্মনিষ্ঠাহীন বা ভক্তিহীন) কর্তৃক লভ্য হয় না, এবং আত্মনিষ্ঠায় বা ভক্তিতে অমনোযোগ হইতে বা সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য রহিত তপস্যা হইতেও লভ্য হয় না। পরন্তু যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে যত্নপর হন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিতে পারে। (মুঃ ৩।২।৪)।

সংশয় :—তুমি ত সিদ্ধান্ত করিলে যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্মদর্শন লাভ হয় না, এবং তাহা না হইলে মুক্তিও হয় না। এ প্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তুমিই আবার বলিয়াছ যে, রাম, কৃষ্ণ—ইঁহারা নররূপে পূর্ণব্রহ্ম। সুতরাং ইঁহারা যখন প্রপঞ্চে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ত জ্ঞানহীন লোকেও কত ইতর জীবে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়াছিল। উহাদের কি কাহারও মুক্তি হয় নাই? আবার অনেক জ্ঞানবান্ লোকও মুক্তি পায় না, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। এ বিষয়ে সমাধান কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৫২।

ন, সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ॥ ৩।৩।৫২॥

ন + সামান্যাৎ + অপি + উপলব্ধেঃ + মৃত্যুবৎ + ন + হি

+ লোকাপত্তিঃ॥

নঃ—না। **সাধারণ্যাৎ**ঃ—সাধারণভাবে। **অপি**ঃ—নিশ্চয়ে, অবধারণে। **উপলব্ধেঃ**ঃ—উপলব্ধি বা দর্শন হেতু। **মৃত্যুবৎ**ঃ—মৃত্যুর ন্যায়। **ন**ঃ—না। **হি**ঃ—নিশ্চয়। **লোকাপত্তিঃ**ঃ—লোকপ্রাপ্তি।

মৃত্যু ত সমুদায় জন্মবান্ জীবের পক্ষে সাধারণ। মৃত্যু হইলেই কি সকলের ভগবল্লোক প্রাপ্তি বা মুক্তি হয়? তাহা ত হয় না, ইহা সহজেই বুঝিতে পার; কিন্তু জীবন্মুক্তের হয়, অর্থাৎ যাহারা জীবিত কালে ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যু হইলেই মুক্তি হয়। সেইরূপ রাম, কৃষ্ণ যখন অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে সকলে তাঁহাদের দর্শন লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের মুক্তি হয় নাই। কেহ কেহ, যেমন কর্ম্মদোষে সর্পযোনি প্রাপ্ত সুদর্শন বিদ্যাধর (ভাগবত, ১০।৩৪ অধ্যায়), অথবা কৃকলাস দেহপ্রাপ্ত নৃগ রাজা (ভাগবত, ১০।৬৪ অধ্যায়)—উক্ত নিকৃষ্ট যোনি হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুক্তিলাভ হয় নাই। তাঁহারাও লোক (নিজ নিজ কর্ম্মোপার্জিত স্বর্গাদি স্থান) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—ইহা ভাগবতে স্পষ্টই উল্লেখ আছে। অতএব তোমার আপত্তির কোনও হেতু নাই। **ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তিতে লিঙ্গ শরীর ধ্বংস হইলে তবে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। স্বর্গ বা চন্দ্রলোকাদি প্রাপ্তি হইলে যে মুক্তি হইল, তাহা নহে,** ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভগবদ্দর্শন দ্বিবিধ। প্রথম প্রকার—মায়ার দ্বারা আবৃত রূপদর্শন। আর দ্বিতীয় প্রকার—মায়ারহিত স্বরূপ দর্শন। প্রথম প্রকার দর্শনও বহুপুণ্য সাপেক্ষ এবং এ প্রকার দর্শন হইলে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহাও হয় না। অনেকে আসুরী ও রাক্ষসী (রাজসী ও তামসী) প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া সম্মুখে মূর্ত্তরূপ দৃষ্টি করিয়াও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন :—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" (গীতাঃ ৯।১১)

ইহারা স্বর্গাদি লোকও লাভ করিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা লাভে লিঙ্গ শরীর নাশ হয়। তাহাতে ভগবানের স্বরূপ দর্শকের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। তখন দর্শক তাঁহাকে **"সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ"** বা **"সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"** রূপে উপলব্ধি করিয়া পরম নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া থাকে।

তবে যে শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে যে, শত্রুগণ, যাঁহাদিগকে ভগবান অস্ত্রাদির দ্বারা সংগ্রামে নিহত করেন, তাহারা মুক্তি লাভ করে, ইহা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তাহারা ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করিয়া পরন্তু ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও মুক্তির অধিকারী হয় কিরূপে? উহা কি প্রশংসাবাদ মাত্র?

ইহার সমাধান এই যে, ভগবান্ হইতে তাঁহার অস্ত্রাদি পৃথক নহে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই অস্ত্রাদির এ প্রকার স্বরূপ-শক্তি যে, উহাদের সংস্পর্শে সেই সেই শত্রুর লিঙ্গ দেহও নাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুসময়ে স্থূল দেহের সহিত লিঙ্গ দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ভগবদ্‌স্বরূপ উদ্ভাসনের আর কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ তাহাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয় এবং তাহাতেই তাহাদের মুক্তি হইয়া থাকে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভগবানের দৃষ্টিতে শত্রু মিত্র ভেদ নাই। লৌকিক দৃষ্টিতে যাঁহারা ভগবানের শত্রু পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারা অতি উচ্চস্তরের সাধক, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শত্রুতার আবরণে আবৃত হইয়া সমরাভিনয় সম্পাদন করতঃ সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করেন। তাঁহারাও ভগবানের হাতে ক্রীড়া পুত্তলিকা—শত্রুর আকারধারী যন্ত্র মাত্র। তাঁহাদের শত্রুতাচরণ, ভগবানের বিপদ সংঘটন, রণসজ্জা, সৈন্য সমাবেশ, সমর ক্রীড়া, মধ্যে মধ্যে জয় ও পরাজয় প্রভৃতি সমুদায়ই ভগবানের সংকল্প বশতঃই হইয়া থাকে। ভগবানের শত্রু বলিয়া তাঁহারা নিন্দা বা অবহেলার বস্তু নহেন। লৌকিক দৃষ্টিতে তাঁহাদের পাপাচরণ ও তাহার শাস্তি—জগতে কর্ম্ম ও তাহার ফলের অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রদর্শনের জন্য ভগবানের বিধানানুসারে সংঘটিত।

পূর্ণব্রহ্ম মর্ত্ত্যধামে নররূপে রাম বা কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ—সাধারণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দর্শন ব্রহ্মদর্শন নহে, ইহা বুঝা গেল।

ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদিগতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।

ভাগঃ ১০।৮৭।৩৯

—যদি যতিগণ হৃদিস্থিত কামজটা (বাসনাবীজ) সকলকে মূলের সহিত উচ্ছেদ না করেন, তবে অজ্ঞানীর হৃদিস্থিত কণ্ঠমণি বিস্মরণের ন্যায় আপনি অসাধুগণের দুরধিগম্যই থাকেন—অর্থাৎ তাঁহারা আপনাকে অনুভব করিতে পারেন না। ভাগঃ ১০।৮৭।৩৯

কণ্ঠমণি ত কণ্ঠে বরাবরই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা হইলেও অজ্ঞানী ব্যক্তি যেমন উহা ভুলিয়া গিয়া সর্ব্বত্র উহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ব্রহ্ম বা ভগবান সর্ব্বদা সমক্ষে নররূপে রাম কৃষ্ণ মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান থাকিলেও, কামজটা দৃষ্টি আবৃত করিয়া থাকে। তাঁহার দর্শন ঘটে না।

ব্রহ্মদর্শন কখন হয়, এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥

ভাগঃ ১।৩।৩৩

—যখন আপনার সম্বিদ্ দ্বারা অর্থাৎ আপনার স্বরূপের জ্ঞান দ্বারা (ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা) এই অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কল্পিত সৎ (স্থূলদেহ) এবং অসৎ (সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ) প্রতিষিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয়, তখনই ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। ভাগঃ ১।৩।৩৩

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ভাগঃ ১।৩।৩৪

—সংসার চক্রে ক্রীড়াকারিণী ঐশ্বরী মায়া দেবী, যদি বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ জীবোপাধি দগ্ধ করতঃ, স্বয়ং নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, ইহা তত্ত্বজ্ঞেরা বোধ করেন। তখনই জীব পরমানন্দ স্বরূপে স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হইতে পারেন। ভাগঃ ১।৩।৩৪

সুতরাং বুঝা গেল যে, ব্রহ্ম দর্শন বাহ্য দৃষ্টির বস্তু নহে। অন্তর্দৃষ্টি উপযুক্ত রূপে নির্ম্মল করিতে পারিলে, তবে ইহা সম্ভব।

[জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ হয়, এই সিদ্ধান্তটি দৃঢ়ীকরণের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ হইতেছে।]

২৫। পরত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥"
(কঠ, ১।২।২৩ ; মুণ্ডক ৩।২।৩)

—আত্মাকে প্রবচন, মেধা বা বহু বেদজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না, কিন্তু তিনি যাঁহাকে বরণ করেন বা উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। (কঠ, ১।২।২৩ , মুণ্ডক ৩।২।৩)।

২। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমনসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"
(কঠঃ ১।২।২৪)

—যে লোক দুশ্চরিত (শাস্ত্র নিষিদ্ধ ব্যবহার) হইতে বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় নহে, সমাহিত চিত্ত এবং ভোগস্পৃহা রহিত নহে, সে লোক প্রজ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞানের) দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে পারে না। (কঠ, ১।২।২৪)।

৩। পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৪ মন্ত্র।

সংশয় :—কঠ শ্রুতির ১।২।২৩ মন্ত্র এবং মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ মন্ত্র একই। এই মন্ত্রে স্পষ্ট উক্ত আছে যে, পরমাত্মা নিজে যাঁহাকে বরণ করেন, তাঁহার কাছেই তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তবে কি তাঁহার অনুগ্রহই তদ্ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়? যদি তাহা হয়, তবে জ্ঞান-বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তির দ্বারা সাধনার প্রয়োজন কি? দুই শ্রুতির একপ্রকার উক্তি হেতু এই-ই সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁহার অনুগ্রহই তাঁহার প্রাপ্তির সাধন মাত্র। তাহা হইলেও সংশয় হয় যে, এই অনুগ্রহ কি অহৈতুকী? যদি অহৈতুকী হয়, তবে তোমার ২।৩।৪২ সূত্রে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যে জীবের কৃত প্রযত্নাপেক্ষায় ভগবান তাহার উন্নতি-অবনতি পারিতোষিক-শাস্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন,

তাহাও ব্যাহত হইয়া যায়। আবার জীবকৃত প্রযত্নই যদি মুখ্য কারণ হয়, তবে তাঁহার অনুগ্রহ করিবার স্থান ও অবসর কোথায়? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৫৩।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্ ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৩।৩।৫৩ ॥

পরেণ + চ + শব্দস্য + তাদ্বিধ্যং + ভূয়স্ত্বাৎ + তু + অনুবন্ধঃ ॥

পরেণ :—অব্যবহিত পরের মন্ত্রের দ্বারা, অর্থাৎ, কঠশ্রুতির ১।২।২৪ এবং মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৪ মন্ত্র দ্বারা। **চ** :—ও। **শব্দস্য** :—কেবল মাত্র বরণ দ্বারা লভ্য, এই বোধক শ্রুতিমন্ত্রের। **তাদ্বিধ্যং** :—সেই প্রকারত্ব—অর্থাৎ, ভক্তি দ্বারা লভ্যত্ব। **ভূয়স্ত্বাৎ** :—অধিকতর ফলোৎপাদকত্ব হেতু, অর্থাৎ, বরণই বা স্বজন, প্রিয়ভক্তভাবে অঙ্গীকারই তাঁহার দর্শনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সাক্ষাৎ ফলদায়ক হেতু বলিয়া। **তু** :—অবধারণে। **অনুবন্ধঃ** :—সম্বন্ধ বা বিশেষ ভাবে কথন।

যদি কঠশ্রুতির ১।২।২৩ ও মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৩ মন্ত্রের সহিত উক্ত শ্রুতিদ্বয়ের ঠিক অব্যবহিত পরবর্ত্তী মন্ত্র দুইটি অর্থাৎ কঠঃ ১।২।২৪ মন্ত্র ও মুণ্ডঃ ৩।২।৪ মন্ত্র একত্রে পাঠ করা যায়, তবে বুঝা যাইবে যে, শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, যে সকল সাধক শাস্ত্র নিষিদ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত নহে, সংযতেন্দ্রিয় নহে, সমাহিতচিত্ত ও প্রশান্তমনাঃ নহে, তিনি তাহাদিগকে বরণ করেন না, এবং তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না (কঠ ১।২।২৪)। এবং যাহারা আত্মনিষ্ঠা-হীন বা ভক্তিহীন, এবং ভক্তিদ্বারা ভজনে অমনোযোগী বা বৈরাগ্য সহিত তপস্যায় মনোযোগী নহে, তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না, (মুণ্ডক, ৩।২।৪)। অতএব, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাঁহার বরণ অহৈতুকী বা আকস্মিক হয় না। উহা প্রাপ্তির জন্য সাধকের বিশেষ প্রচেষ্টা বা আগ্রহ থাকা চাই। সাধক যদি নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা শাস্ত্রানুশীলনে এবং গুরূপদেশে (কঠ ১।২।২৪ এবং মুণ্ডক ৩।২।৪ মন্ত্রোল্লিখিত) দোষ পরিহার করিতে সমর্থ হন, তবেই ভগবান্ তাঁহাকে উপযুক্ত অধিকারী দেখিয়া বরণ করেন। অতএব, ২।৩।৪২ সূত্রের সিদ্ধান্তের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

যে ক্রম অনুসারে ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, তাহা সংক্ষেপে এই প্রকার। —শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যবহার পরিহার, তাহার ফলে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা, সে কারণে সাধুগণের দয়াপাত্র হওয়া, অনন্তর তাঁহাদের ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা, তাহার পর হরিগুণ শ্রবণে প্রবৃত্তি, তদ্দ্বারা স্বরূপ-বোধ, সে কারণ সংযতেন্দ্রিয়; তৎপরে পরমার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান, সে কারণ সমাহিত চিত্ত, তারপর স্ব স্বরূপ ও পরমাত্ম স্বরূপের সম্বন্ধ জ্ঞান, তাহা হইতে বৈরাগ্য; বৈরাগ্য হইতে ভগবদ্‌ভক্তি এবং ভক্তি দৃঢ়া হইলে, ভগবান সাধককে নিজ প্রিয়জ্ঞানে বরণ করেন, এই প্রকার বরণ করিলেই ভগবদ্দর্শন লাভ। সুতরাং সাধকের নিজের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার এবং ভগবানের কৃপা প্রদর্শনের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। একারণ ভগবানের বৈষম্য দোষ হয় না। তিনি সাধকের প্রচেষ্টা এবং তজ্জনিত ঐ সকল গুণ দেখিয়া তাঁহার বিধানানুসারে পরে বরণ করেন।

সাধকের প্রচেষ্টা এবং ভগবানের অনুগ্রহ, উভয়ের মধ্যে দৃশ্যতঃ অসঙ্গতি মনে হইতে পারে। কিন্তু উভয়ই প্রয়োজনীয়, উভয়ই সত্য। গূঢ় সাধন-রহস্য উভয়ের মধ্যে জড়িত। সাধক প্রথমে আপন কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে সাধনা আরম্ভ করে। কর্তার প্রচেষ্টা, আগ্রহ প্রভৃতি প্রয়োজন, নতুবা কার্য্যসিদ্ধি হয় না, ইহা সকলের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত কর্তৃত্ব বুদ্ধি বর্ত্তমান, ততদিন তীব্র আগ্রহের সহিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। সাধনা করিতে করিতে সাধক ক্রমশঃ যখন উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিতে থাকে, তখন অল্পে অল্পে কর্তৃত্ব বুদ্ধি অপসারিত হইতে থাকে, ভগবানই একমাত্র কর্তা বলিয়া জ্ঞানলাভ করিতে থাকে, জীবের কর্তৃত্ব অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত ইহা বুঝিতে পারে। তখন তাহার ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতা আসিতে থাকে। নিজ প্রচেষ্টার বল সামান্য বলিয়া বুঝিতে পারে এবং ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, তখনই ভগবান স্বজন জ্ঞানে তাহাকে বরণ করিয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন। **সুতরাং, বুঝা গেল যে, প্রচেষ্টা ও ভগবদনুগ্রহ উভয়েরই অবকাশ যথেষ্ট আছে।**

পূজ্যপাদ ৺মধুসূদন সরস্বতী পাদ প্রণীত "ভক্তিরসায়ন" গ্রন্থে ভক্তির ভূমিকা তিনটি শ্লোকে বর্ণিত আছে:—

প্রথমং মহতাং সেবা তদ্দয়া পাত্রতা ততঃ ।
শ্রদ্ধাথ তেষাং ধর্ম্মেষু ততো হরিগুণ শ্রুতিঃ ॥ ১।৩৩

ততো রত্যেস্ফুরোৎ পত্তিঃ স্বরূপাধি গতি স্ততঃ ।
প্রেম বৃদ্ধিঃ পরানন্দে তস্যাথ স্ফুরণং ততঃ ॥ ১।৩৪

ভগবদ্ধর্ম্মনিষ্ঠাতঃ যস্মিং স্তদগুণপালিতা ।
প্রেম্নোঽথপরমাকাষ্ঠেত্যুদিতা ভক্তিভূমিকা । ১।৩৫

প্রথমে (১) সাধুসেবা (২) তাহা হইতে তাঁহাদের দয়া লাভ, অতঃপর (৩) সাধুগণের আচরিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, (৪) তাহা হইতে হরিগুণ শ্রবণে প্রবৃত্তি, (৫) উহা হইতে ভগবদ্রতির অঙ্কুরিভাব, (৬) অনন্তর ভগবদ্ স্বরূপানুভূতি, (৭) তারপর পরমানন্দময় ভগবানে অনুরাগ বৃদ্ধি, (৮) তাহা হইতে সেই পরমানন্দের প্রকাশ, অনন্তর (৯) ভগবদ্ধর্ম্মে একনিষ্ঠতা, (১০) অতঃপর আপনাতে ভগবদ্-গুণাবলির স্ফুরণ, (১১) তাহা হইতে প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়া থাকে—এই সকলই ভক্তির ভূমিকা ।

মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৪ মন্ত্রে যে "**বল**" শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ "**ভক্তিবল**"। ইহার শক্তি অসাধারণ। ইহা ভগবান্‌কে বশে আনয়ন করে। ভাগবত ইহা স্পষ্ট ভগবানের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন :—"**বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয় সৎপতিং যথা ॥**" (ভাগঃ ৯।৪।৪৮)। যে সাধক ভক্তিবলে বলীয়ান্, সে জোর করিয়া তাহাকে স্বজন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে ভগবান্‌কে বাধ্য করেন। ভগবানের স্বাতন্ত্র্য উহাতে থাকে না। গীতায়ও ভগবান্ সেই কথাই বলিয়াছেন :—"**পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।**" (গীতা ৮।২২) ।—**হে পার্থ! সেই পরম পুরুষ অনন্য ভক্তি দ্বারাই লভ্য।** স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই ভক্তি প্রচেষ্টার ফল নহে, আপন কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে এ ভক্তির স্ফুরণ হয় না। ইহা পাইতে হইলে আপনাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। তাহা হইলে ভগবদনুগ্রহে কচিৎ ভাগ্যবান ইহা পাইতে পারেন।

অতএব বুঝা গেল যে, ভক্তি মার্গের উপাসনা সাধারণতঃ ১। আরম্ভ কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে, নিজের প্রচেষ্টায়, ২। ক্রমশঃ কর্তৃত্ব বুদ্ধির বিলোপ, ৩। ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতা, ৪। তাহার ফলস্বরূপ ভক্তিলাভ ইত্যাদি।

ভক্তিমান্ যে তাঁহার অতি প্রিয়, তাহা ভগবান্ নিজেই গীতায় বলিয়াছেন :—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ (গীতাঃ ৭।১৭)

—চারিপ্রকার সাধকের মধ্যে যদি নিত্যযুক্ত জ্ঞানী একনিষ্ঠ ভক্ত হয়, সেই শ্রেষ্ঠ, কেননা, আমি তাহার প্রিয় এবং সেও আমার প্রিয়।

(গীঃ ৭।১৭)।

এই প্রিয়ত্ব নিবন্ধন, তিনি বরণ করেন।

তিনি কাহাকে দয়া করেন, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। ভাগঃ ২।৭।৪১

—কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আশ্রয় করিলে তবে তিনি দয়া করেন। ভাগঃ ২।৭।৪১।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, কর্তৃত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ করতঃ সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিলে, তবে তাঁহার দয়া লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

তাঁহার প্রিয় হইতে হইলে কি প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে, তাহা ভগবান্ নিজেই বলিতেছেন :—

কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৯
দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১০
মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১২
ইতি সর্ব্বাণি ভূতানি মদ্ভাবেন মহাদ্যুতে।
সভাজয়ন্মন্যমানো জ্ঞানং কেবলমাশ্রিতঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৫
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৭
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৮

—আমাকে স্মরণ, আমাতে মনঃ অর্পণ, আমার ধর্ম্মে রতি ও মতি রাখিয়া আমার নিমিত্ত অল্পে অল্পে (বিনাড়ম্বরে) সকল কর্ম্মই করিবে। মদ্ভক্ত সাধু কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্যদেশ আশ্রয় করিবে ও দেবাসুর-মনুষ্যের মধ্যে মদ্ভক্ত কর্ত্তৃক আচরিত ব্যবহার সম্পাদন করিবে।

ভাগঃ ১১।২৯।৯-১০।

—নির্ম্মলাশয় ব্যক্তি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে ও আত্মাকে অনাবৃতরূপে আমাকে দর্শন করিবে। হে বুদ্ধিমান্ উদ্ধব! এই প্রকারে সমুদায় ভূত ও জীব আমার ভাবে তদ্গত হইয়া কেবল জ্ঞানোপাসনা দ্বারা সিদ্ধ হয়। ভাগঃ ১১।২৯।১২-১৩।

—যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতে আমার ভাব না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে আমার উপাসনা করিবে। এইরূপে উপাসক পুরুষের সম্বন্ধে আত্মবুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ যে ব্রহ্মবিদ্যা, তৎসহায়ে সমুদায় ব্রহ্মাত্মক হয়। পরে সমুদায় ব্রহ্মাত্মক দর্শন করিয়া মুক্তসংশয় হইয়া সমুদায় হইতে উপরত হয়েন। ভাগঃ ১১।২৯।১৭-১৮।

অতএব, আত্মপ্রচেষ্টা, সাধুসঙ্গ, মনঃসংযম, অন্তর বাহিরে ভগবদ্দৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারের পর, তবে ভগবান্ তাঁহার স্বজন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, আত্মপ্রচেষ্টা ও ভগবদনুগ্রহ উভয়ই সত্য ও সার্থক।

২৬। শরীরে ভাবাধিকরণ।

ভিত্তি :—

১। "উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে, হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্মাহৈব তা ই ইতি, উর্দ্ধং ত্বেবোপসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত, যচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবৎ তচ্ছিরসঃ শিরস্তম্॥"

(ঐতরেয় আরণ্যকঃ ২।৪।১)

—শ্রীধর স্বামীর টীকা, (ভাগবত ১০।৮৭।১৪):—শার্করাক্ষা (স্থূলদৃষ্টি) ঋষিগণ উদরে, আরুণয় ঋষিগণ হৃদয়ে, ব্রহ্ম উপাসনা করেন, ইত্যাদি। (ঐ. আ. ২।৪।১)।

২। "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।"

(গীতাঃ ১৫।১৪)

—আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া থাকি।

(গীঃ ১৫।১৪)

সংশয় :— পূর্ব্বে ত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিযাছ যে, ব্রহ্ম পরব্যোমে ব্রহ্মপুরে নিজস্বরূপভূত ধামে নিত্য বিরাজ করেন। এবং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের ভক্তগণ তাঁহাকে পরব্যোমনাথ রূপে ভজনা করেন। কিন্তু শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায, কেহ কেহ তাঁহাকে উদরে, হৃদয়ে, শিরোদেশে, সহস্রারে অথবা ব্রহ্মরন্ধ্রে উপাসনা করেন। পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সহিত ত ইহার বিরোধ হইয়া পড়িতেছ। ইহার সমাধান কি? উদর, হৃদয় প্রভৃতি স্থানে উপাসনা প্রকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া মনে হয় না কারণ, পরব্যোম অপ্রাকৃত নিত্যধাম, সেখানেই নিত্য সত্যস্বরূপ পরমাত্মার স্থিতি সঙ্গত। প্রাকৃত উদর, দহর প্রভৃতি মায়িক, নশ্বর, অনিত্য। সেখানে উপাসনা সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫৪।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৩।৩।৫৪ ॥

একে + আত্মনঃ + শরীরে + ভাবাৎ ॥

একে :—কেহ, কেহ; কোন কোন বেদশাখীগণ। **আত্মনঃ :**—পরমাত্মার। **শরীরে :**—দেহে (উদরে, হৃদয়ে, শিরোদেশে সহস্রারে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে)। **ভাবাৎ :**—অবস্থিতি হেতু।

কোন কোন বেদশাখীগণ নিজ নিজ দেহস্থ উদরে, হৃদয়ে, শিরোদেশে, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন; ইহাতে কোনও দোষ নাই। কারণ, পরমাত্মা অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী; তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন।

তাঁহার সত্তাতেই জীব সত্তাবান্। জীবের আত্মা সেই পরমাত্মার শরীর। উহার অভ্যন্তরে তিনি বর্ত্তমান থাকিয়া জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতির অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে উক্ত আছে (বৃহঃ ৩।৭।২২)। সুতরাং ইঁহাদের ঐ প্রকার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের প্রথম প্রপাটকে "**দহর**" বিদ্যায়ও ইহার স্পষ্ট উপদেশ আছে :—"**যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্**"। (ছাঃ ৮।১।১)।—এই শরীর রূপ ব্রহ্মপুরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ (হৃদয়) আছে, ইহার মধ্যে যে ক্ষুদ্র আকাশ, তাহার মধ্যে যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। (ছাঃ ৮।১।১)

অতএব শরীরের অভ্যন্তরে, উদরে, হৃদয়ে বা শিরোদেশে যে উপাসনা করা হয়, তাহা ব্রহ্মোপাসনাই।

ভাগবত ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

উদরমুপাসতে যা ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥

ভাগঃ ১০।৮৭।১৮

—ঋষিগণের সম্প্রদায় মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিগণ উদর মধ্যগত মণিপুরস্থ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। আরুণি ঋষিগণ হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ী-মার্গে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। হে অনন্ত! পরে তাঁহারা হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধির পরম স্থান মস্তকের প্রতি উদ্গত হয়েন, যে স্থানে গমন করিলে আর কৃতান্তমুখে পতিত হইতে হয় না, অর্থাৎ, মোক্ষলাভ হয়। ভাগঃ ১০।৮৭।১৮

অতএব প্রাপ্তি—মোক্ষ। ইহা ব্রহ্মোপাসনার অপ্রতিবন্ধফল, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং শরীর মধ্যে পরমাত্মার উপাসনা ব্রহ্মোপাসনা বটে। শরীর মধ্যে অবস্থান হেতু, শরীরগত দোষ সংস্পর্শ ব্রহ্মে স্পর্শে না, ইহা ৩।২।১১ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

২৭। তদ্ভাবভাবিত্বাদধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। **"যথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।"**

(ছান্দোগ্যঃ ৩।১৪।১)

—৩।৩।৫১ সূত্রের শিরোদেশে ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

২। **"সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ ইত্যাদি।" (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২)**

৩। **"তং যথাযথোপাসতে তথৈব ভবতি।"**

(রামানুজ ভাষ্যধৃত শ্রুতি)।

—তাঁহাকে যে যে প্রকারে উপাসনা করে, সে সেইপ্রকার হয়।

সংশয় :—ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, জীব সংকল্প প্রধান। সুতরাং ইহলোকে যাদৃশ সংকল্প সম্পন্ন হয়, প্রয়াণের পরও সেইরূপ হইয়া থাকে। আবার উক্ত শ্রুতির অব্যবহিত পরবর্ত্তী ৩।১৪।২ মন্ত্রে উপাস্যের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয়বিধ গুণের বর্ণনা আছে। পূর্ব্বে ৩।৩।২৮ সূত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে যে, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য জ্ঞানে দ্বিবিধ উপাসনায় বিরোধ নাই। আবার এক উপাসনায় অন্য উপাসনার গুণোপসংহারের প্রয়োজনীয়তাও অবধারিত হইয়াছে। অতএব সংশয় এই যে, উপাসকের নিজ উপাসনা মত গুণবিশিষ্ট উপাস্য প্রাপ্তি হইবে, অথবা, সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট, অনন্ত গুণ ও শক্তিমান্ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে? অর্থাৎ, যিনি মাধুর্য্যের উপাসক, তিনি কি শুধু মাধুর্য্য গুণ বিশিষ্ট উপাস্য লাভ করিবেন, অথবা মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট বস্তু লাভ করিবেন? সম্ভবতঃ অনন্ত গুণবিশিষ্ট এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রাপ্তিই হইবে। কেন না, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া কোন নগরে পৌঁছিলে, উক্ত বিভিন্ন পথবাহী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন নগর দর্শন করে না, একই নগর দর্শন করে। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতেও সেই প্রকার হওয়া সঙ্গত। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫৫।

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ, ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৩।৩।৫৫ ॥

ব্যতিরেকঃ + তৎ + ভাব + ভাবিত্বাৎ + ন + তু + উপলব্ধিবৎ ॥

ব্যতিরেকঃ ঃ—পার্থক্য। **তৎ** ঃ—ধ্যানের, চিন্তনের, মননের। **ভাবঃ** ঃ—গুণ সকলের। **ভাবিত্বাৎ** ঃ—অবস্থিতি হেতু, প্রাপ্তি হেতু। **ন** ঃ—না। **তু** ঃ—আপত্তি নিরসনে। **উপলব্ধিবৎ** ঃ—অনুভূতি বা প্রতীতির ন্যায়।

চিন্তিত বা ধ্যাত গুণের অতিরিক্ত গুণ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মে অনন্ত গুণ বর্ত্তমান। যতদূর সম্ভব গুণোপসংহার করিলেও তাঁহার সমুদায় গুণচিন্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। অল্পসংখ্যক মাত্রই চিন্তা করা যায় এবং কেবল চিন্তিত গুণই উপলব্ধিগোচর হইয়া থাকে। কেন না, যাহা চিন্তা করা যায়, প্রাপ্তির উদ্দেশ্য তাহাই থাকে। যদি প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এক প্রকার করা যায় এবং বাস্তবিক প্রাপ্তি অন্যপ্রকার হয়, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয় না, হয়ত আংশিক মাত্র হইতে পারে। ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না এবং অনুভূতির বৈচিত্র্য থাকে না। প্রপঞ্চে অনন্ত বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরোক্ষ লোকেও বৈচিত্র্য বর্ত্তমান আছে। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় হইলেও তিনি অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির আধার বলিয়া, এক তাঁহাতেই অনন্ত প্রকার বৈচিত্র্যের উপলব্ধি সহজেই সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ অন্তরে অন্তরে জানেন যে, তাঁহারা পরব্রহ্মের যে বিশেষ ভাবের বা গুণের উপাসনা করেন, তাহা ভিন্ন তাঁহাতে অনন্ত ভাব, গুণ বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাঁহারা উক্ত অনন্তভাব বা গুণ চিন্তা না করায়, মুক্ত অবস্থায়, উহারা তাঁহাদের সমক্ষে প্রতিভাত হয় না। অন্যথা শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৩।১৪।১ মন্ত্র এবং রামানুজ ভাষ্যধৃত উপাসনানুসারে প্রাপ্তিবোধক শ্রুতি মন্ত্রাংশ নিরর্থক হইয়া যায়। **অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যে যেভাবে ভগবানের ভজনা করে, সিদ্ধিতে সে সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়।** গীতার ৪।১১ শ্লোকে ভগবদুক্তিও এই সিদ্ধান্তের পোষক, তাহা বলা বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩১৬) ভাগবতের ৩।৯।১১ শ্লোক এবং ৩।২।২৬ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৩৬) ৬।৪।২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এইজন্য ভাগবতের ১০।৬৪।২০ শ্লোকে তাঁহাকে **"সর্ব্বভাবায়"**—সমুদায় ভাব স্বরূপ এবং ১০।৬০।৩৬ শ্লোকে **"সমস্ত পুরুষার্থময়ঃ ফলাত্মা"**—সমস্ত পুরুষার্থ ও ফলস্বরূপ বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের মল্লক্রীড়া স্থলে গমন করিলেন, তখন দর্শকগণের ভাবের তারতম্যানুসারে এক শরীরধারী তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভাবুক

দর্শকগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করিলেন। ভাগবত একটি মধুর শ্লোকে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন :—

মল্লানামশনি নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগীনাম্।
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ ভাগঃ ১০।৪৩।১৭

—যখন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ করিলেন, তখন মল্লগণ তাঁহাকে অশনিতুল্য, সাধারণ মানবগণ নরশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীগণ মূর্ত্তিমান্ কামদেব, গোপগণ তাঁহাদের স্বজন, অসৎ রাজগণ আপনাদের দণ্ডদাতা শাসন কর্ত্তা, তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে স্নেহের দুলাল শিশুতুল্য, কংস নিজের মৃত্যু স্বরূপ, অজ্ঞানীগণ বিরাট্, যোগীগণ পরতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণ পরদেবতা রূপে দর্শন করিলেন। ভাগঃ ১০।৪৩।১৭

নগরের দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য নহে। নগর অচেতন, জড়। উহার স্বতঃ পরিবর্ত্তন ক্ষমতা নাই। ভগবান চৈতন্যময়। তিনি ইচ্ছামত ভাব, বিগ্রহ, শক্তি পরিগ্রহ করিতে পারেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত দৃঢ়কৃত করিতেছেন।

সূত্র :—৩।৩।৫৬।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্॥ ৩।৩।৫৬॥
অঙ্গ + অববদ্ধাঃ + তু + ন + শাখাসু + হি + প্রতিবেদম্॥

অঙ্গ :—যজ্ঞাঙ্গ; যজ্ঞের বিশেষ অংশ। **অববদ্ধাঃ :**—হোতা, ঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু, উদগাতা প্রভৃতি রূপে নির্দিষ্ট ও বৃত। **তু :**—নিশ্চয়ে। **ন :**—না।

শাখাসু :—সমুদায়—বেদশাখায়। **হি :**—নিশ্চয়ই। **প্রতিবেদম্ :**— বেদবিধি অনুসারে নিয়মিত, অর্থাৎ, ঋগ্বেদ দ্বারা হোতা, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অধ্বর্য্যু, সামবেদ দ্বারা উদ্গাতা, অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্মা—এই সকলের কার্য্য নির্দ্দিষ্টরূপে অবধারিত আছে।

যেমন কোন যজ্ঞকর্ম্মে প্রত্যেক ঋত্বিক্ যজ্ঞের সমুদায় অঙ্গের কার্য্য সম্পাদনে পারদর্শী হইলেও, অর্থাৎ সকলেই হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা, ব্রহ্মা প্রভৃতির কার্য্যে দক্ষ হইলেও, যেমন যজমানের ইচ্ছানুযায়ী বরণ দ্বারা উঁহাদের মধ্যে কেহ হোতা, কেহ অধ্বর্য্যু, কেহ উদ্গাতা, কেহ ব্রহ্মা ইত্যাদি কার্য্যে অববদ্ধ অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট হইবার পর যিনি যে কার্য্যে নির্দ্দিষ্ট ও বৃত হন, তাঁহাকে যজ্ঞশেষ পর্য্যন্ত সেই কার্য্যই করিতে হয়, অন্য অঙ্গের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না, যদিও প্রতিবেদে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং যদিও তাঁহারা প্রত্যেকেই সমুদায় অঙ্গেরই কার্য্যে নিপুণ, তথাপি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে বদ্ধথাকিতে হয়; সেইরূপ পরব্রহ্মের বা ভগবানের ইচ্ছানুসারে জীবগণ, তাহাদের স্বকৃত কর্ম্মের নিবন্ধন যে প্রকার উপাসনা মার্গে নির্দ্দিষ্ট ভাবে অববদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে সেই মার্গানুসারে উপাসনা করিতে হইবে। ঋত্বিক্গণের দক্ষিণা যেমন নিজ নিজ কার্য্যের গুরুত্ব, লঘুত্ব অনুসারে যজমানের ইচ্ছায় নির্দ্দিষ্ট হয়, উপাসকের সিদ্ধি ও প্রাপ্তিও সেইরূপ ভগবদিচ্ছায় অবধারিত হয়।

সমুদায় উপাসনা মার্গের পরিণতি একমাত্র ভগবানে হইলেও এবং তিনি সর্ব্ববিধ উপাস্যের সর্ব্ববিধ গুণ সমূহের একমাত্র শাশ্বত ভাণ্ডার হইলেও, উপাসকের বিশিষ্ট উপাসনার পরিণতি সম্পাদনের জন্য বিশিষ্ট রূপে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তি করিয়া থাকেন।

[মৎপ্রণীত "নাম মহিমা" গ্রন্থের ত্রিপাদ বিভূতি অধ্যায়ে ইহার আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে।]

৭

সংশয় :—তুমি ত সিদ্ধান্ত করিলে যে, হয় ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে, না হয়, মাধুর্য্য জ্ঞানে, উপাসনা বিধেয়। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, উদ্ধবাদির ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য মিশ্র উপাসনা ছিল। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? ইহার উত্তরে

সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৫৭।

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ।। ৩।৩।৫৭ ॥

মন্ত্রাদিবৎ + বা + অবিরোধঃ ॥

মন্ত্রাদিবৎ :—মন্ত্র প্রভৃতির ন্যায়। **বা** :—বিকল্পে, অথবা। **অবিরোধঃ** :—বিরোধের অভাব।

একই মন্ত্রের যেমন একাধিক কর্ম্মে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পরমাত্মার বা ভগবানের সংকল্প বশতঃ উদ্ধবাদির অধিকার অনুসারে ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-মিশ্র উপাসনায় তাঁহারা যোগ্য। অতএব উহা তাঁহাদের করণীয়। তাঁহাদের ভক্তির প্রবৃত্তি অনুসারে ঐ প্রকার মিশ্র উপাসনার বিধি, ভগবানের দ্বারাই বিহিত। সূত্রে ব্যবহৃত "আদি" শব্দ দ্বারা কাল ও কর্ম্ম সংগৃহীত হইবে। যেমন একই কাল কখনও পুষ্প পত্রাদির, কখনও নিষ্পত্রাদির, কখনও বাল্যের, কখনও যৌবনের, কখনও বার্দ্ধক্যের কারণ হয়, সেইরূপ উদ্ধব প্রভৃতিও কখনও ঐশ্বর্য্য, কখনও মাধুর্য্য গুণ, কখনও বা উভয়মিশ্র অবলম্বন করিতেন, ইহাই সংশয়ের সমাধান।

অথবা, এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। ওঁকার উচ্চারণ করিয়া সমুদায় মন্ত্র পাঠ করিবার বিধি। এ কারণ, ওঁকারকে মন্ত্রাদি বলা যাইতে পারে। ওঁকার ব্রহ্মাত্মক বিধায়, যেমন সমুদায় কর্ম্মে, সমুদায় মন্ত্রে উহা ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাদি সমুদায় ব্রহ্মগুণ হেতু, ব্রহ্মাত্মক হওয়ায়, ভক্তের অভিরুচি অনুসারে ও অধিকারানুযায়ী উহাদের মিশ্রভাবে চিন্তাও করা যাইতে পারে। উহাতে বিরোধ নাই। তবে একনিষ্ঠতার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একনিষ্ঠ সাধকগণের পক্ষে উক্ত রূপ মিশ্রণ সকলের অভীপ্সিত নহে। ভক্তের পক্ষে অভীপ্সিত হউক বা না হউক, ভগবানের পক্ষে উহাতে দোষ নাই। যে, যেভাবে তাহাকে চিন্তা করিবে, তিনি সেই ভাবেই তাহার হৃদয়ে উদয় হইয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবেন। এ সম্বন্ধে ভাগবত বলেন :—

যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি, তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

ভাগঃ ৩।৯।১১

—যে ভক্ত যে প্রকারে ভজনা করিবে, তাহার ভাবনায়, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির জন্য তিনি সেই রূপেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দর্শন দান করেন। ইহা তাঁহার ভক্তানুগ্রহ, ভক্তবৎসলতা। ভাগঃ ৩।৯।১১

২৮। ভূমজ্যায়স্ত্বাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি"।

(গোপাল পূর্ব্বতাপনীঃ ৩)

—যিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হন। (গোঃ পূঃ তাঃ, ৩)

২। "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরমো দেব স্তং ধ্যায়েৎ রসেৎ যজেৎ ভজেৎ" ॥ (গোপাল পূর্ব্বতাপনীঃ ১৩)

—অতএব কৃষ্ণই পরম দেবতা, তাঁহাকে ধ্যান, রতি, যজন, ভজন করিবে। (গোঃ পূঃ তাঃ, ১৩)।

৩। "ওঁম্ যোঽসৌ ব্রহ্ম পরং বৈ ব্রহ্ম" ॥

(গোপাল উত্তর তাপনীঃ ১৫)

—ইনিই ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। (গোঃ উঃ তাঃ, ১৫)।

৪। "ওঁম্ যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ" ॥

(গোপাল উত্তর তাপনীঃ ১৬)

—এই গোপালই সর্ব্বভূতাত্মা। (গোঃ উঃ তাঃ, ১৬)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল তাপনী শ্রুতিসকলে কোথাও কৃষ্ণকে পরমদেব বলা হইয়াছে, এবং তিনি এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হন, ইনিই পরব্রহ্ম, এবং ইনিই সর্ব্বভূতাত্মা—এই প্রকার বলা হইয়াছে। এই প্রকার বর্ণনায় বড়ই সংশয় উপস্থিত হয়, তাঁহাকে এক ব্যক্তিগত ভাবে চিন্তা করিতে হইবে, অথবা তিনি সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, ভূমা, এভাবে ধ্যান করিতে হইবে, ইহা নির্ণয় হয় না। একত্ব ও বহুত্ব, পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। একস্থানে একাধারে একত্ব ও বহুত্ব উভয় গুণই থাকিতে পারে না। অতএব, যখন উপাসক তাহার ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিবে, তখন ত সে একত্বের চিন্তা করিবে, তাহার সহিত বহুত্বের উপসংহার কি করিয়া হইবে? অতএব, বহুত্ব বা সর্ব্বাত্মকত্ববোধক শ্রুতি সকল প্রশংসাবাদ মাত্র, সুতরাং গৌণভাবে উহাদের সার্থকতা মনে করাই সঙ্গত। পূর্ব্বপক্ষের এই প্রকার আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৫৮।

ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বম্, তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩।৩।৫৮ ॥

ভূম্নঃ + ক্রতুবৎ + জ্যায়স্ত্বম্ + তথা + হি + দর্শয়তি ॥

ভূম্নঃ :—ভূমার অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি বহু ভাবের। **ক্রতুবৎ :**—ক্রতুর ন্যায়। **জ্যায়স্ত্বম্ :**—শ্রেষ্ঠত্ব—অন্যান্য ইতর গুণসকল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব নিবন্ধন—উহা চিন্তনীয়। **তথা :**—সেই প্রকার। **হি :**—নিশ্চয়ে। **দর্শয়তি :**— শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন।

যেমন পূর্ব্বে ৩।৩।১১ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আনন্দাদি গুণ সকল সমুদায় ব্রহ্মোপাসনায় উপসংহার করিতে হইবে, সেইরূপ বহুত্ব, সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব, জগন্ময়ত্ব, বিশ্বরূপত্ব প্রভৃতি ভূমার গুণ সমূহও সমস্ত উপাসনায় উপসংহার করিতে হইবে। কারণ, উহারা ব্রহ্মের স্বরূপনিষ্ঠ গুণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণের ন্যায়, তাঁহার স্বরূপগত, এবং অন্য ইতর গুণসকল হইতে শ্রেষ্ঠ। যেমন জ্যোতিষ্টোম ক্রতুর দীক্ষা হইতে অবভৃতস্নান পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গ ক্রতুত্বে প্রধান, কেহই পরিত্যাজ্য নহে, সেইরূপ ভগবানের বহুত্ব গুণসকল সর্ব্বথা গুণীর অনুগমন করে, এবং সেই জন্য সকল উপাসনায় চিন্তনীয়।

ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৩।১ মন্ত্রে উক্ত আছে, **"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"** —**'ভূমা'** অর্থাৎ বহুত্বে সুখ, অল্পে সুখ নাই। আবার **'ভূমা'** কাহাকে বলে, এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য শ্রুতি তাহার পরবর্ত্তী ৭।২৪।১ মন্ত্রে **"ভূমার"** সংজ্ঞা এবং **"ভূমার"** অমৃতত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। **"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা······ যো বৈ ভূমা তদমৃতম্"** ॥ (ছান্দোগ্য ৭।২৪।১)—"যাহাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই **'ভূমা'**; যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত।"* শ্রুতি স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেন যে **'ভূমা'** সর্ব্বাত্মক এবং অদ্বিতীয়—অন্যকথায়, একত্ব ও বহুত্ব—ভূমায় পর্য্যবসিত।

* পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এক, বহু ইত্যাদি—দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান প্রপঞ্চে প্রযোজ্য। যিনি সমকালে প্রপঞ্চের ভিতরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়াও সর্ব্বদা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাতে এক, বহু প্রভৃতির সমুদায়ই সমকালে প্রযুক্ত হইতে পারে। মানব বুদ্ধি দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদের প্রবাভাধীন বলিয়া যাহা উহার নিকট বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান

হয়, দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদের অতীত ব্রহ্ম বস্তু বা ভগবানের নিকট, তাহা বিরোধ নহে। সমুদায় বিরোধের সমাধান তাঁহাতেই—ইহা পূর্ব্বে অনেক বার বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরিচ্ছিন্ন রূপে গোপবালক বেশে দর্শন করিয়াও তাঁহাকে '**ভূমন্**' বলিয়া সম্বোধন করিলেন :—

"**পুরেহ ভূমন্ ! বহবোঽপি**······" (১০।১৪।৫)। সমুদায় শ্লোকটি ১।৩।৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৭৭) দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতু বন্ধনের জন্য সমুদ্রকে আরাধনা করিয়াও, যখন সমুদ্রের কোনও প্রকার অনুকূলতা পাইলেন না, তখন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্র শাসনের জন্য প্রস্তুত হইলে, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভয়ে কাতর হইয়া শ্রীরামের পরিচ্ছিন্ন মনুষ্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াও তাঁহাকে "**ভূমন্**" বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্তব করিলেন :—

> ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো ন বিদাম ভূমন্
>
> কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্॥ ভাগঃ ৯।১০।১৩

(১।৩।৮ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৫৭৭) ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।)

ব্রহ্মাও ১০।১০।৬ শ্লোকে বালকমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিলেন :—

> তথাপি ভূমন্। মহিমাগুণস্য তে······। ভাগঃ ১০।১৪।৬

—হে ভূমন্! অগুণ তোমার মহিমা ··ইত্যাদি। ভাগঃ ১০।১৪।৬

অতএব ভগবান্ দৃশ্যমান শরীরধারী হইলেও তাঁহাকে '**ভূমা**' ভাবে চিন্তা করিতে হইবে।

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, ভগবান এক, অদ্বিতীয়, পরিচ্ছিন্ন ইষ্ট-মূর্ত্তিধারীবৎ প্রতীয়মান হইলেও, সমুদায় উপাসনায় তাঁহার "ভূমত্ব" চিন্তা করিতে হইবে। এক অদ্বিতীয় হইয়াও সমকালে বহু ও সর্ব্বাত্মক—ইহাই চিন্তনীয়। তিনি ভূমা বলিয়াই সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্ব-প্রকার উপাসনা, চিন্তা তাঁহার দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে এবং কর্ম্মের সহিত ফল সম্বন্ধের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। ভাগবত নানা প্রকারে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন :—"স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ" (ভাগঃ ৬।৪।২৩)।

২৯। শব্দাদিভেদাধিকরণ॥

সংশয় ঃ—ভাল, ভূমত্ব গুণের উপসংহার সকল উপাসনায় করিতে হইবে বুঝা গেল। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, দুর্গা, নৃসিংহ প্রভৃতিকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিলে, যদিও ইষ্টমূর্ত্তি পৃথক, তথাপি সমুদায় উপাসনা ব্রহ্ম উপাসনা, ইহাও বুঝা গেল। তবে উপাসনার প্রকার ভেদ কেন? সমুদায় উপাসনা, অর্থাৎ তন্ত্রমতে বা বৈদিক মতে, কি এক? সমুদায় উপাসনার বীজমন্ত্রাদিও কি একই? যখন সমুদায়ই ব্রহ্মোপাসনা, তখন সমুদায় একই হওয়া যুক্তিযুক্ত। ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—৩।৩।৫৯।

নানা শব্দাদিভেদাৎ॥ ৩।৩।৫৯॥

নানা + শব্দাদি + ভেদাৎ॥

নানা ঃ—বিবিধ প্রকার। **শব্দাদি ঃ**—কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, নৃসিংহ প্রভৃতি শব্দ বা নাম ও তাঁহাদিগের বীজমন্ত্র প্রভৃতি। **ভেদাৎ ঃ**—বিভিন্নতা হেতু।

ইষ্ট মূর্ত্তি বিভিন্ন বলিয়া এবং প্রত্যেকের পূজার ধ্যান, বীজ মন্ত্রাদি বিভিন্ন হেতু উপাসনাও বিভিন্ন বুঝিতে হইবে এবং তাহাদের সিদ্ধি ও ফল সাধারণ ভাবে মোক্ষ হইলেও বিশেষভাবে যে বিভিন্ন, তাহা ৩।৩।৫৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবানের সংকল্প বশতঃ সাধকের অধিকার অনুসারে যে এইরূপ হইয়া থাকে, তাহা ৩।৩।২৮ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৩।৩।৯ সূত্রে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি যে, স্পন্দন হইতে জগৎ সৃষ্টি। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৎ বা পরম তুরীয় তত্ত্ব যদি নিজ স্থির, অচঞ্চল স্বরূপে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সৃষ্টির অভিব্যক্তি সম্ভব হয় না। উক্ত "**সৎ**" স্বরূপের চলন বা স্পন্দন—সৃষ্টির মূলে। উক্ত "**সৎ**" স্বরূপ চৈতন্যময়। তাঁহার সংকল্পেই সৃষ্টি। চেতনেরই সংকল্প হইয়া থাকে এবং সংকল্প—স্পন্দন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই স্পন্দন—চলন উৎপন্ন করিলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই স্পন্দন বা চলন—শাস্ত্রের ভাষায় "**ছন্দ**" নামে কথিত। সমষ্টি "**সৎ**" স্বরূপে যে নিয়ম ব্যষ্টিতেও সেই নিয়ম। যে হেতু "নিয়ম" বাহির হইতে আগন্তুক কিছু নহে। যিনি নিয়মকর্ত্তা তিনিই নিয়ম। এ সমুদায় আগেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টি প্রপঞ্চে বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ স্পন্দনের বিভিন্নতা। বীজ মন্ত্রাদি শব্দাত্মক। শব্দ ও স্পন্দন হইতে উদ্ভূত। উক্ত সূত্রের

আলোচনায় আমরা বুঝিয়াছি যে, উপাসকের প্রকৃতির স্পন্দনের সহিত যে বীজ বা মন্ত্রের স্পন্দনের সমতা আছে—সেই বীজ, সেই মন্ত্র, উক্ত উপাসকের—ইষ্টবীজ ও ইষ্ট মন্ত্র। জগতে মানব প্রকৃতি পরস্পর বিভিন্ন, সুতরাং উপাসনা, বীজ, মন্ত্রাদি যে বিভিন্ন হইবে, তাহার কথা কি ?

ভাগবত বলিতেছেন :—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥ ভাগঃ ১১।৫।১৯

—ভগবান্ কেশব সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যুগ চতুষ্টয়ে নানা নামে, নানা মূর্ত্তিতে, নানারূপে, নানা বিধানে অর্চ্চিত হন।

ভাগঃ ১১।৫।১৯।

এ ত গেল যুগগত সমষ্টিমানবের সাধারণ উপাসনার কথা। প্রতিযুগের অন্তর্ভুক্ত প্রতি ব্যষ্টি মানবের ইষ্ট, বীজ, মন্ত্র, উপাসনা প্রভৃতি বিভিন্ন, ইহা বলা বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে উপাসনা প্রত্যেক মানবের নিজস্ব। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ গীতাঃ ৬।৫

—জীব আপনাকে আপনিই উদ্ধার করিতে সমর্থ, একারণ আপনাকে অধোনয়ন করিবে না। আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার শত্রু। গীঃ ৬।৫

অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। উপাসকের অনন্ত প্রকার বিভিন্নতা হেতুই এই বিভিন্নতা অপরিহার্য্য। অনন্ত শক্তিমানের উহা এক প্রকার করা অসম্ভব না হইলেও, তাহাতে প্রত্যেক ব্যষ্টি জীবের ভগবদ্দত্ত সীমাবদ্ধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়। তাহা সঙ্গত নহে বলিয়া মন্ত্র, বীজ, ইষ্ট প্রভৃতির বিভিন্নতা সিদ্ধ হইল।

—

৩০। বিকল্পাধিকরণ ॥

সংশয় :—উপাসনা—মূর্ত্তিভেদে, নামভেদে, রূপভেদে, বিধানভেদে, মন্ত্র-বীজ প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন প্রকার ত বলিলে, এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাদের মধ্যে এক প্রকার উপাসক, অন্য প্রকার উপাসনার মূর্ত্তি, নাম, রূপ, বিধানাদি সমুচ্চয় করিয়া উপাসনা করিবে? অথবা তাহার নিজ উপাসনাতেই নিবিষ্ট থাকিবে? অবশ্যই ৩।৩।৭ সূত্র সম্পর্কে এ প্রকার সংশয় একবার প্রকাশ করিয়াছিলাম বটে, সেখানে মূর্ত্তি, নাম, রূপ সম্বন্ধেই আপত্তি ছিল, সেখানে বীজ, মন্ত্র, বিধানাদির কথা উঠে নাই। এজন্য মনে সন্দেহ হইতেছে, মন্ত্র, বীজ, বিধান যখন ব্রহ্মোপাসনার জন্যই, তখন সমুদায় সমুচ্চয় করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৬০।

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৩।৩।৬০ ॥

বিকল্পঃ + অবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥

বিকল্পঃ :—পাক্ষিক অনুষ্ঠান। **অবিশিষ্টফলত্বাৎ :**—ফলের অপার্থক্য হেতু।

যাহার যাহা ইষ্টরূপে উপাস্য, তাহাই তাহাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। সেই ইষ্টদেবের উপাসনার যে মন্ত্র, যে বীজ, যে বিধান আছে, তাহারই অনুগমন করা তাহার কর্ত্তব্য। মন্ত্র বীজ—স্পন্দন হইতে উৎপন্ন, রূপ ও স্পন্দন হইতে উৎপন্ন। বিশেষ মন্ত্র ও বীজের সহিত বিশেষ ইষ্টমূর্ত্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এইজন্য দেবতাগণকে "মন্ত্রমূর্ত্তি" বলা হয়। মন্ত্র বীজ—দেবতারই প্রতীক। কোন বিশেষ মন্ত্র বীজ উচ্চারণ করিলেই, সেই মন্ত্রের ও বীজের লক্ষীভূত ইষ্ট দেবতার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। রাম পূর্ব্বতাপনী উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, যেমন কাহারও নাম ধরিয়া ডাকিলে সেই নামী ব্যক্তির মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ বীজাত্মক মন্ত্রের উচ্চারণে সেই মন্ত্রী (অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষীভূত দেবতা) অভিমুখ হন। **"যথা নামী বাচকেন নাম্না যোঽভিমুখো ভবেৎ। তথা বীজাত্মকো মন্ত্রো মন্ত্রিণোঽভিমুখো ভবেৎ"** (রাম পূর্ব্বতাপনী, ৪।৩)। অতএব একই মন্ত্র, একই বীজ আশ্রয় করিয়া উপাসনা করা প্রয়োজন।

৩।৩।৭ সূত্র প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেই বিস্তারিতভাবে

কাম্যাঃ—কাম্য উপাসনা সকল অর্থাৎ যে সকল উপাসনার লক্ষ্য কীর্ত্তি, ধন, যশঃ, সম্পদ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি। **তু**ঃ—কিন্তু, আপত্তি নিরসনে। **যথাকামং**ঃ—কামনানুযায়ী। **সমুচ্চীয়েরন্**ঃ—সমুচ্চয় করিবে। **ন বা**ঃ—অথবা করিবে না। **পূর্ব্বহেতু**ঃ—পূর্ব্বোক্ত কারণ। **অভাবাৎ**ঃ—অভাব হেতু।

পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং মোক্ষলাভ যাঁহারা ইচ্ছা করেন না, কেবল সামান্য ঐহিক কীর্ত্তি, যশঃ, ধন, সম্পদাদির প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের কামনানুসারে অন্যান্য দেবতাগণের উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু মুমুক্ষু উপাসক, যদি কখনও ঐহিক কাম্য কিছু অভিলাষ করেন, তাহা হইলে তিনি অন্য দেবতার উপাসনা না করিয়া নিজের ইষ্টদেবের কাছে, তাহাও প্রার্থনা করিতে পারেন।

এ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি বড়ই সুস্পষ্ট :—

ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্॥ ভাগঃ ২।৩।২

দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্॥ ভাগঃ ২।৩।৩

অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্॥
ভাগঃ ২।৩।৪ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

—ব্রহ্মতেজঃ কামী বেদপতি ব্রহ্মার, ইন্দ্রিয় পটুতাকামী ইন্দ্রের, সন্তানকামী প্রজাপতিগণের, শ্রীকামী দুর্গাদেবীর, তেজস্কামী সূর্য্যের, ধনকামী বসুগণের, বীর্য্যকামী রুদ্রগণের, অন্নাদিকামী অদিতির, স্বর্গকামী আদিত্যগণের, রাজ্যার্থী বিশ্বদেবগণের, দেশস্থ প্রজাগণের স্বাধীনতা ইচ্ছুকগণ সাধ্যগণের উপাসনা করিবে। এই প্রকার আয়ুষ্কামী অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে, পুষ্টিকামী পৃথিবীকে, প্রতিষ্ঠাকামী দ্যাবা পৃথিবীকে, রূপকামী গন্ধর্ব্বদিগকে, স্ত্রীকামী উর্ব্বসী অপ্সরাকে, সকলের উপর আধিপত্যকামী ব্রহ্মাকে উপাসনা করিবে। ভাগঃ ২।৩।২-৩-৪-৫-৬।

ইত্যাদি বলিয়া ভাগবত শেষে বলিলেন :—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ভাগঃ ২।৩।১০

—নিষ্কাম বা সর্ব্বকাম অথবা মোক্ষকাম উদারবুদ্ধি সাধক তীব্র ভক্তিযোগ দ্বারা পরম পুরুষকে উপাসনা করিবে। অর্থাৎ নিজ ইষ্টকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। ভাগঃ ২।৩।১০

তাহাতেও সমুদায় ফল লাভ হইবে। কেননা, ইষ্টদেবের প্রসাদ সুরতরুর ন্যায়। ইহা প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের স্তবে বলিয়াছেন, যথা :—

সংসেবয়া সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ
সেবানুরূপমুদয়ো ন পরাবরত্বম্ ॥
ভাগঃ ৭।৯।২৬

—হে নৃসিংহ দেব! তোমার প্রসাদ প্রার্থনানুসারে ফলদাতা কল্পতরুর ন্যায়। সেবানুসারেই তুমি ফলদান করিয়া থাক। উহাতে উত্তম অধম বিচার কর না। ভাগঃ ৭।৯।২৬

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, কাম্যোপাসনায় অন্য দেবতার উপাসনা সমুচ্চয়ে অথবা ইষ্টোপাসনা বিকল্পে করিতে পারা যাইতে পারে। তবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সাধক কোনও কাম্য বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষ করিলে, তাহা তাঁহার ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন, এবং তাঁহার পক্ষে তাহাই বিধি। কিম্বা তাঁহারা অন্য দেবতারও আরাধনা, ইচ্ছা করিলে কামনা পূরণের জন্য করিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, ইষ্টদেবের নিকট কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিলেই যে কামনা পূরণ হইবে, তাহা নহে। তিনি—যাহাতে সাধকের আত্যন্তিক কল্যাণ সাধিত হয়, সেই প্রকার ব্যবস্থাই করেন। যদি প্রার্থিত কামনা পূরণে সাধকের পুরুষার্থ লাভের পথে অন্তরায় সৃজন করে, তাহা হইলে ইষ্টদেব তাহা প্রদান করেন না। কিন্তু অন্য দেবতাগণের সাধকের আত্যন্তিক কল্যাণের সহিত সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই কাম্য লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মা, শিব বা অন্য দেবতাগণকে উপাসনার দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, কামনারূপ ফল লাভ হইতে পারে, কি

৺ভগবান বা ইষ্টদেব সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ দান করিলে, যে কামনাপূর্ণ হইবে, তাহা নহে।

ভাগবতকার ৺ভগবানের মুখ দিয়া বলাইতেছেন :—

"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"। ভাগঃ ১০।৮৮।৮

—আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার সকল ধন হরণ করি। ভাগঃ ১০।৮৮।৮

কেন করি? এরূপ করিলে তাহার স্বজনগণ তাহাকে নির্দ্ধন দেখিয়া পরিত্যাগ করিলে, উক্ত ব্যক্তি—কুটুম্ব পালনের বা ধনোপার্জ্জনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমগ্র ভাবে আমার উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিয়া আমার অনুগ্রহ জোর করিয়া আদায় করিয়া লইতে পারে।

৩২। যথাশ্রয়-ভাবাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "তমেকং গোবিন্দ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং……পরময়া স্তুত্যা তোষ্যামি" ॥ (গোঃ পূঃ তাঃ ১)

—সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ গোবিন্দকে আমি পরম স্তুতি দ্বারা সন্তোষ বিধান করিব। (গোঃ পূঃ তাঃ ১)

২। "নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
বেণুনাদ বিনোদায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকুললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে ॥"
(গোপাল পূর্ব্ব তাপনী ১-২-৩-৪-৫ ইত্যাদি)

—শ্লোকগুলি অতি সরল বলিয়া অর্থ দেওয়া হইল না।

সংশয় :—অঙ্গীর বা গুণীর উপাসনা কর্ত্তব্য—এত সূত্র দ্বারা ত তাহাই প্রতিপাদিত হইল। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগণে আবার অঙ্গেরও বর্ণনা রহিয়াছে। তবে কি অঙ্গেরও ধ্যান কর্ত্তব্য? অঙ্গীর ধ্যান বা উপাসনা করিলে যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধি, তখন আবার অঙ্গ ধ্যানের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৩।৬২।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৩।৩।৬২ ॥

অঙ্গেষু + যথাশ্রয়ভাবঃ ॥

অঙ্গেষু :—অঙ্গ সকলে। **যথাশ্রয়ভাবঃ :**—যে অঙ্গে যে ভাব উপযোগী, তাহার ভাবনা প্রয়োজন।

দেখ, পরমতত্ত্বই অঙ্গী এবং গুণ সমস্তই তাঁহার অঙ্গ। অঙ্গীও অঙ্গে অভেদ, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। মনঃ স্থৈর্য্য উপাসনার মুখ্য অঙ্গ। উপাসকের পক্ষে অঙ্গীর সমগ্র অঙ্গের ধারণায় পাছে মনের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য হয়, একারণ ৩।২।৩৩ সূত্রে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ভাবনা দ্বারা মনঃস্থির করাই কর্ত্তব্য ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে অঙ্গে যে গুণ, যে ভাব উপযোগী, সেই অঙ্গ সম্বন্ধে তাহাই ভাবনা করিতে হইবে—যেমন মুখে মধুর হাস্য, চক্ষে ভক্ত-বৎসলতার পরিচায়ক প্রসন্ন দৃষ্টি, চরণে নৃত্য-দোদুল মৃদু সঞ্চালন, অধরে মন্দাস্মিত ইত্যাদি পৃথক পৃথক ভাবনা দ্বারা মনের স্থৈর্য্য সম্পাদন প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ ভাগবত ৩।২৮।২০ হইতে ৩।২৮।৩৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ১৪ শ্লোকে ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গে মনঃ ধারণার উপদেশ দিয়াছেন। মনঃ স্থৈর্য্য সম্পাদনই তাহার লক্ষ্য। উক্ত শ্লোকগুলির ভাব ৩।২।৩৩ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে উহাদের আর পুনরুদ্ধার করা গেল না। অন্যত্রও কথিত আছে :—

প্রসাদাভিমুখং শশ্বৎ প্রসন্নবদনেক্ষণম্।
সুনসং সুভ্রুবং চারুকপোলং সুরসুন্দরম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৩৯
তরুণং রমণীয়াঙ্গমরুণোষ্ঠেক্ষণাধরম্।
প্রণতাশ্রয়ণং নৃম্নং শরণ্যং করুণার্ণবম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৪০
শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মৈরভিব্যক্তং চতুর্ভুজম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৪১
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতম্।
কৌস্তুভাভরণগ্রীবং পীতকৌষেয়বাসসম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৪২
কাঞ্চীকলাপপর্য্যস্তং লসৎ কাঞ্চননূপুরম্।
দর্শনীয়তমং শান্তং মনোনয়নবর্দ্ধনম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৪৩
পদ্ভ্যাং নখমণিশ্রেণ্যা বিলসদ্ভ্যাং সমর্চ্চতাং।
হৃদ্‌পদ্মকর্ণিকাধিষ্ণ্যমাক্রম্যাত্মন্যবস্থিতম্॥ ভাগঃ ৪।৮।৪৪

স্ময়মানমভিধ্যায়েৎ সানুরাগাবলোকনম্ ।
নিয়তেনৈকভূতেন মনসা বরদর্ষভম্ ॥ ভাগঃ ৪।৮।৪৫

—তিনি দেবগণের মধ্যেও পরম সুন্দর, নাসিকা ও ভ্রূযুগল পরম রমণীয়, কপোল মনোহর, বদন ও নয়ন সর্ব্বদাই প্রসন্ন, দেখিলে মনে হয়, যেন প্রসাদ বিতরণের জন্য অভিমুখ হইয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গ সকল রমণীয়, ওষ্ঠ ও চক্ষুঃ অরুণ বর্ণ। তাঁহার তরুণ মূর্ত্তি, তিনি প্রণতজনের আশ্রয়দাতা, সকলের সুখকর, শরণাগত রক্ষক ও দয়ার সাগর। তিনি শ্রীবৎস-লাঞ্ছিত, ঘনশ্যামবর্ণ, মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত, বনমালাধারী, চারি বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ুর ও বলয়, গলদেশে কৌস্তুভমণি, এবং পরিধানে পীত কৌশেয় বসন। শ্রোণি দেশ কাঞ্চী সমূহে পরিবেষ্টিত, চরণে কাঞ্চন নূপুর দেদীপ্যমান, তিনি দর্শনীয়তম ও মনঃ ও নয়নের হর্ষকারী। তিনি নখরূপ মণি শ্রেণীতে দেদীপ্যমান চরণদ্বয় দ্বারা তাঁহার উপাসকগণের হৃদপদ্মের কর্ণিকায় আক্রমণ করিয়া মনোমধ্যে অবস্থান করেন। এই বরদ শ্রেষ্ঠ ভগবানের ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন ও অনুরাগ সহিত দর্শনকারী নয়নদ্বয়—একাগ্রমনে নিয়ত ধ্যান করিবে। ভাগঃ ৪।৮।৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫ ।

ভিত্তি :—

"অথ হৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি। 'তে যূয়ং তথা পঞ্চপদং জপন্তঃ ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথ', ইতি স হোবাচ হৈরণ্যঃ"।

(গোপাল পূঃ তাঃ ১৩)

—(ব্রহ্মা নিজ শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন) :—আমি এই প্রকার স্তুতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি। তোমরাও এই প্রকারে পঞ্চপদ মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

(গোঃ পূঃ তাঃ ১৩)।

সূত্র :—৩।৩।৬৩।

শিষ্টেশ্চ॥ ৩।৩।৬৩॥

শিষ্টেঃ + চ॥

শিষ্টে :—শাসন বিধান হেতু। **চ :**—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্র মত ব্রহ্মা শিষ্যগণকে উক্তপ্রকার উপদেশ দেওয়া হেতুও অঙ্গ ধ্যান করা বিধি।

ভিত্তি :—

"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী……"॥ (ছান্দোগ্য ১।৬।৭)

(ইহার অর্থ ৩।৩।৭ সূত্রের শিরোদেশে দেওয়া হইয়াছে [পৃঃ ১৪১১]।)

সংশয়ঃ—ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে কেবল নেত্র পদ্মের এবং সে কারণ উপলক্ষণে ভক্তানুকম্পাকরুণ দৃষ্টির কথা উল্লিখিত আছে, অন্য কোনও অঙ্গের উপদেশ নাই। অতএব কেবলমাত্র তাঁহার নয়নদ্বয়ই চিন্তা করা যাউক। তাহা হইলে ছান্দোগ্য শ্রুতির সহিত গোপাল পূর্ব্ব-তাপনী শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার সমাধান কি? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৩।৬৪।

সমাহারাৎ ॥ ৩।৩।৬৪ ॥

সমাহারাৎ :—সমাহার হেতু।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে অক্ষি, শ্মশ্রু, কেশ প্রভৃতির উল্লেখ আছে, এবং **"আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ"** ॥ (ছাঃ ১।৬।৬)—নখ হইতে কেশ পর্যন্ত সমুদায় সুবর্ণ—কথিত আছে। অতএব অক্ষির বিশেষভাবে উল্লেখ থাকিলেও, শ্রুতির অভিপ্রায় সমুদায় অঙ্গের সম্বন্ধে, ইহা সুস্পষ্ট। অতএব সমুদায় অঙ্গ সমাহার, শ্রুতির অভিপ্রায় হওয়ায় তোমার আপত্তির কারণ নাই।

৩।২।৩৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য প্রারম্ভে চরণ কমল হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ বিশেষ অঙ্গের চিন্তা করিতে হইবে। এক একটি অঙ্গ চিন্তা দ্বারা অধিগত হইলে অপর অঙ্গ চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমগ্র মূর্ত্তি সাধকের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকটিত হয়। তাহার পর তীব্র প্রেমোদ্রেকে ধ্যাতৃ-ধ্যেয় জ্ঞান থাকে না। এই প্রসঙ্গে উক্ত ৩।২।৩৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ১৩৫৭-৫৯) ভাগবতের ২।২।১৩, ২।২।১৪, ৩।২৮।৩৪ ও ৩।২৮।৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ভিত্তি :—

১।"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্"।
(শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।১৬, গীতা ১৩।১৩)।

—ব্রহ্মের হস্ত, পদ, অক্ষি, শির, মুখ প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে।
(শ্বেতা, ৩।১৬, গী ১৩।১৩)

২। "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি"। (ব্রহ্মসংহিতাঃ ৩২)

—যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দর্শন, পালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন। (ব্রহ্মসংহিতা, ৩২)।

সূত্র :—৩।৩।৬৫।

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৩।৩।৬৫ ॥

গুণসাধারণ্য + শ্রুতেঃ + চ ॥

গুণসাধারণ্য :—গুণ সাধারণের ভাব, অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গে অন্যান্য অঙ্গাদির বৃত্তি সাধারণভাবে আছে—যথা তাঁহার দৃশ্যমান হস্ত—দর্শন শ্রবণাদি করিতে, দৃশ্যমান চক্ষুঃ—গ্রহণ, গমন, শ্রবণাদি করিতে সমর্থ। **শ্রুতেঃ :**—শ্রুতিতে কথন হেতু। **চ :**—ও।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।১৬ মন্ত্রে তাঁহার পাণি, পাদ প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কথিত হওয়ায় এবং স্মৃতিতে—ভগবদগীতার ১৩।১৩ শ্লোকে ও ব্রহ্মসংহিতার শিরোদেশে উদ্ধৃত ৩২ শ্লোকে স্পষ্ট কথিত থাকায়, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ সকলের বৃত্তি, গুণ, ক্রিয়া বর্ত্তমান আছে। অতএব কোনও অঙ্গ বিশেষ ভাবনার সময়—উক্ত অঙ্গে অন্যান্য অঙ্গেরও বৃত্তি বর্ত্তমান আছে, তাহাও ভাবনা করা যাইতে পারে। সূত্রে ব্যবহৃত "চ" শব্দ দ্বারা স্মৃতিতেও উক্ত আছে, বুঝিতে হইবে।

[এটি পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। ইহার উত্তরে সূত্রকার পরবর্ত্তী সিদ্ধান্ত সূত্র রচনা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন।]

সূত্র :—৩।৩।৬৬।

নবা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ॥ ৩।৩।৬৬ ॥

ন + বা + তৎ + সহভাব + অশ্রুতেঃ ॥

ন :—না। **বা :**—অবধারণে। **তৎ :**—তাহাদিগের। **সহভাব :**—একত্রে অবস্থান। **অশ্রুতেঃ :**—শ্রুতিতে উল্লেখ না থাকা হেতু।

প্রত্যেক অঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের সাধারণ গুণ চিন্তনীয় নহে। কেননা, এক অঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের বৃত্তি বা গুণ সকলের একত্রাবস্থিতি স্পষ্টতঃ কোনও শ্রুতিতে উল্লিখিত হয় নাই। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে যে **"সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ..."** মন্ত্র উক্ত আছে, উহার অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের বা ভগবানের সর্ব্বশক্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, এক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বা ক্রিয়া অপর ইন্দ্রিয়ে বিদ্যমান। যখন ভাগবমূর্ত্তিতে বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দৃশ্যতঃ প্রতীয়মান, তখন ইহাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত, যে, যে অঙ্গ বা যে ইন্দ্রিয়, যে ক্রিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাহা তাহাই সাধন করিবে। ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই বলিয়া—যদিও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন, তথাপি চিন্তা বা ধ্যানের সময় বিশেষ অঙ্গের বা ইন্দ্রিয়ের বিশেষ গুণ চিন্তনীয়।

অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, যে অঙ্গের যে বৃত্তি, গুণ বা ভাব উপযোগী, সেই অঙ্গ ধ্যান কালে, উহাই ভাবনা কর্ত্তব্য। অন্য অঙ্গের গুণ, বৃত্তি বা ভাব, ভাবনা কর্ত্তব্য নহে। অতএব, ৩।৩।৬২ সূত্রের সিদ্ধান্তই সৎসিদ্ধান্ত।

উক্ত ৩।৩।৬২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবত শ্লোক দ্রষ্টব্য। এবং ৩।২।৩৩ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১৩৫৭-৫৯) উল্লিখিত ৩।২৮।২০ হইতে ৩।২৮।৩৩ শ্লোকগুলিও দ্রষ্টব্য।

সূত্র :—৩।৩।৬৭।

দর্শনাচ্চ ॥ ৩।৩।৬৭ ॥

দর্শনাৎ + চ ॥

দর্শনাৎ :—দর্শন হেতু। **চ :**—ও।

শাস্ত্রে ভগবানের প্রসন্নবদন—প্রসাদাভিমুখ, নেত্রে কৃপাকরুণ দৃষ্টি, অধরে মন্দস্মিত, বরাভয় দানে হস্ত প্রসারিত প্রভৃতি বর্ণনা দৃষ্ট হয়। অঙ্গ চিন্তনের সময় ভাবনাও সেই প্রকার করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে ভাগবতের ৪।৮।৩৯ হইতে ৪।৮।৪৫ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। ঐ শ্লোকগুলি ৩।৩।৬২ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়।

তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থ পাদ ॥

এই পাদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন নির্ণয়।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য মতানুবলম্বী বৈয়াসিক ন্যায়মালাকারের অভিমতানুসারে এই পাদে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন নির্ণয় করা হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের বা ভগবানের নির্গুণ—সগুণ বিভাগ ভাগবতের অভিপ্রেত নহে। যিনি যে কালে নির্গুণ, তিনি সেই কালেই সগুণ। শুধু লক্ষ্যস্থানের প্রভেদানুসারে ঐ প্রকার প্রতীয়মান হইয়া থাকে মাত্র। ব্রহ্মের বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত উচ্চসাধকের লক্ষ্যস্থান হইতে যিনি নির্গুণ, প্রপঞ্চান্তর্ভুক্ত সাধারণ সাধকের পক্ষে তিনিই সগুণ, স্বরূপে যিনি নির্গুণ, উপাসনার সার্থকতার জন্য তিনিই সগুণ। ইহাতে ন্যূনাতিরেক বা ছোট বড় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠে না। পূজ্যপাদ সূত্রকারেরও অভিপ্রায় তাহাই মনে হয়। কারণ তিনি ১।১।১ সূত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার প্রতিজ্ঞা করিয়া ১।১।২ সূত্রে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা সগুণ ব্রহ্মই নির্দ্দেশ করিলেন এবং সগুণ-নির্গুণ বিভেদের কোনও উল্লেখই করিলেন না। সমগ্র ব্রহ্মসূত্র মধ্যে স্পষ্টতঃ নির্গুণ ব্রহ্মের উল্লেখ করেন নাই। যদি উক্ত বিভেদ তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে একটি সূত্র রচনা করিয়া তাহা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতে পারিতেন। আমরা ভাগবতানুসারে ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিতেছি, ভাগবত উক্ত প্রকার বিভেদের পক্ষপাতী না হওয়ায়, আমাদের উহার বিচারের প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বপাদে উপাসনা, সাধনা, সংরাধন প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত ব্রহ্ম

বিষয়িণী বিদ্যার বিষয়, তদানুষঙ্গিক পরিকর অর্থাৎ মন্ত্র, বীজ প্রভৃতির সহিত কথিত হইয়াছে। এই পাদে বিদ্যার স্বাধীনত্ব, কর্ম্মের তদধীনত্ব, এবং বিদ্যাসম্পন্ন পুরুষগণের বিবিধ প্রকার ভেদ কথিত হইবে। বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পাদে ৩।৪।১ সূত্র হইতে ৩।৪।১৪ সূত্র পর্য্যন্ত বিদ্যা ও কর্ম্মের যে বিচার করা হইয়াছে, তাহাতে "কর্ম্ম" শব্দ দ্বারা ফলাভিসন্ধিযুক্ত কাম্য কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে নিষ্কাম ভাবে কৃত কর্ম্ম, উক্ত "কর্ম্ম" পর্য্যায়ভুক্ত নহে। উহা কর্ম্মযোগীর উচ্চতমাবস্থায় কৃত কর্ম্ম—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, রাজা জনক প্রভৃতি ভগবদবতার বা জীবন্মুক্ত পুরুষের আচরণীয়। এ কারণ, উহা বিদ্যার ব্যাপক অর্থের ভিতরে পড়ে।

অধ্যাত্ম শাস্ত্রে মোক্ষ লাভের দুই প্রকার মার্গ কথিত আছে—জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ। জ্ঞানযোগের মুখ্য অঙ্গ কর্ম্ম সন্ন্যাস—এই যোগের অপর নাম সাংখ্য (গীতা ৩৷৩)। শ্রীভগবান্ গীতায় এতদ্ সম্বন্ধে বিশদ উপদেশ দিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে যে আত্যন্তিক ভেদ নাই (গীঃ ৫।৪।৫), কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থ স্বরূপতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ নহে, কর্ম্মের প্রতি আসক্তি ও ফলকামনা পরিত্যাগই ত্যাগ বা কর্ম্ম সন্ন্যাস (গীতাঃ ১৮।৬)—ইহা কর্ম্মযোগীরও লক্ষ্য (গীতাঃ ৩।১৯)। বিদ্যালাভের এই বিবিধ নিষ্ঠা লোক মধ্যে প্রচলিত। তত্ত্বতঃ ইহাই বিদ্যা, দ্বিবিধ প্রকার নির্দ্দেশ—সাধকের প্রকৃতি ভেদানুসারে অনুষ্ঠানের বিভেদ হেতু। পূজ্যপাদ সূত্রকারের মতানুসারে বিদ্যাই পুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—উভয়ই বিদ্যার ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত বুঝা গেল। এই কারণেই উপরে "তত্ত্বতঃ ইহা বিদ্যা" বলা হইয়াছে।

৩।৪।২ সূত্র হইতে ৩।৪।৭ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম সম্বন্ধে, উহারা কাম্য কর্ম্ম—সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এই আপত্তির উত্তর ৩।৪।৮ হইতে ৩।৪।১৪ সূত্র পর্য্যন্ত সাতটি সূত্রে পূজ্যপাদ সূত্রকার দিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে এই পাদের সূত্র সকল আলোচনা করিলে, সূত্রকারের সিদ্ধান্তের সহিত গীতার ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তের সহিত কোনও বিরোধ দৃষ্ট হইবে না। বিদ্বান ব্যক্তির "আমি" ও "আমার" এই জ্ঞান থাকে না। সুতরাং, তিনি বিদ্যোৎপত্তির পর যে কোনও কর্ম্মই করুন না কেন, তাহাতে কর্তৃত্ব বা মমত্ব বুদ্ধি থাকে না, কোনও ফলাভিসন্ধি সে কারণ বর্ত্তমান থাকে না, সে জন্য সে কর্ম্মের কোনও বন্ধনও নাই। এই কারণ, এ প্রকার কর্ম্ম "কাম্য কর্ম্ম" পর্য্যায় ভুক্ত নহে, ইহা বলাই

বাহুল্য। যাঁহারা শ্রীভগবানের নামে বা লীলারস আস্বাদনে বিভোর, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম ভগবান্ সম্বন্ধীয় কর্ম্মেই বিভোর থাকায়, অন্য কর্ম্ম (নিত্য-নৈমিত্তিকাদি) করিবার অবসর না থাকিলে, তাহা না করায়, কোনও প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হন না, ইহা সুস্পষ্ট। কেন না কর্তৃত্ব ও মমত্ব বুদ্ধি থাকিলেই ত প্রত্যবায় হইবার প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে; অন্যথা প্রত্যবায় কাহার হইবে? সুতরাং, উক্ত প্রকার ভক্তের কর্ম্ম পরিত্যাগে কোনও ইষ্টাপত্তি নাই। তবে লব্ধবিদ্য ভক্তও শ্রীনারদের ন্যায় সমুদায় কর্ম্ম ভগবানের লীলা পরিচারক বলিয়া, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়াও থাকেন, উঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, উঁহাদের কর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্য গীতার ভাষায় লোক-সংগ্রহের জন্য। আবার কেহ কেহ ভগবানের প্রেমে বিভোর হইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও থাকেন।

সংকল্পভেদে বিদ্যার্থী তিন প্রকার। যাঁহারা লোক বৈচিত্র্যের অনুগমন করিয়া অর্থাৎ, ইহলোকে সুখ ও পরলোকে ইন্দ্রাদিলোক ভোগ আকাঙ্ক্ষায়, নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহাদিগকে "স্বনিষ্ঠ" বলে। যাঁহারা কেবল, গীতার ভাষায় "লোক সংগ্রহার্থ" ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, ইহলোকে বা পরলোকে সুখ ভোগাকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাদিগকে "পরিনিষ্ঠিত" বলে। এই দ্বিবিধ উপাসক আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন। আর, যাঁহারা জন্মান্তরে আচরিত ধর্ম্ম, সত্য, তপঃ, নিষ্ঠা, জপ প্রভৃতির দ্বারা পবিত্র হইয়া, উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা "নিরপেক্ষ" আখ্যায় আখ্যায়িত। ইঁহাদের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অপেক্ষা নাই। ইঁহারা নিরাশ্রমী। এই তিন প্রকার বিদ্যার্থীর বিষয় এই পাদে আলোচিত হইবে।

সম্প্রতি বিচার্য্য এই—"বিদ্যা" ও "কর্ম্ম" পরস্পর সাপেক্ষ কি না? অথবা, বিদ্যা স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা, কর্ম্মের অপেক্ষা করে না? অন্য কথায় বলিতে গেলে, পুরুষার্থ লাভ বিদ্যাকর্ম্ম সমুচ্চয়ে হয়, অথবা কেবল মাত্র বিদ্যা দ্বারা হয়, অথবা কেবল মাত্র কর্ম্ম দ্বারা হয়? প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যার স্বাধীনত্ব ৩।৩।৪৭ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাদে উহা বিশেষভাবে আলোচিত ও মীমাংসিত হইবে।

১। পুরুষার্থাধিকরণ

ভিত্তি ঃ—

১। "তরতি শোকমাত্মবিৎ"। (ছান্দোগ্যঃ ৭।১।৩)

—আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। (ছাঃ ৭।১।৩)।

২। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্"। (তৈত্তিরীয়ঃ ২।১।১)।

—ব্রহ্মবিৎ পরম পুরুষার্থ লাভ করেন। (তৈত্তি, ২।১।১)।

৩। "তমেবং বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি"। (শ্বেতাশ্বতরঃ ৩।৮)।

—তাঁহাকে জানিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। (শ্বেতা, ৩।৮)।

৪। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি"। (যজুঃ পুরুষসূক্ত)।

—তাঁহাকে জানিলে এই সংসারেই অমৃতত্ব লাভ করেন। (যজুঃ পুরুষসূক্ত)।

৫। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"
(মুণ্ডকঃ ৩।২।৮)।

—প্রবহমান নদীসমূহ যেমন সমুদ্রে মিলিয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ বিদ্বান পুরুষও নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। (মুণ্ডক, ৩।২।৮)।

৬। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥"
(ঈশোপনিষৎঃ ১১)।

—**অবিদ্যয়া—কর্ম্মণা** (শঙ্কর)। কর্মদ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে। (ঈশ, ১১)।

৭। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"।
(গীতাঃ ১৮।৪৫)।

—আপনাপন অধিকার বিহিত কর্ম্মে নিরত ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করে। (গী, ১৮।৪৫)।

৮। "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্"॥
(যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য প্রকরণঃ ১।৭)।

—উভয় পক্ষের সাহায্যে যেমন পক্ষীগণ আকাশে উড্ডীয়মান হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সাহায্যে পরম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।
(যোগবাশিষ্ঠ, বৈরাগ্য প্রকরণ ১।৭)।

৯। "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥"
(হারীত সংহিতাঃ ৭।১০-১১)।

—ইহার অর্থ এবং ইহার অব্যবহিত উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ অভিন্ন।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণগুলি পর্য্যালোচনা করিলে, হৃদয়ে দারুণ সন্দেহ জন্মে যে, পরম পদ প্রাপ্তির উপায় কি? একমাত্র বিদ্যাই, কি একমাত্র কর্ম্মই অথবা বিদ্যা কর্ম্ম সমুচ্চয়? শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৭।১।৩, তৈত্তিরীয় ২।১।১, শ্বেতাশ্বতর ৩।৮, যজুঃ পুরুষ সূক্ত, মুণ্ডক ৩।২।৮ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, বিদ্যাই একমাত্র প্রয়োজনীয়; কর্ম্মের কোনও অপেক্ষা নাই। ঈশাবাস্যোপনিষদের ১১ মন্ত্রে, কর্ম্ম দ্বারা মর্ত্যভাব অতিক্রম করিবার উপদেশ থাকায়, কর্ম্মই প্রয়োজনীয়, মনে হয়। গীতার ১৮।৪৫ শ্লোকার্দ্ধ স্পষ্টই প্রকাশ করে যে, নিজ নিজ অধিকার বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই সিদ্ধিলাভের উপায়। আবার, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোক, পক্ষীগণের উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড্ডয়ন ক্ষমতার উপমায়—জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সমানভাবে প্রয়োজনীয়, ইহাই প্রকাশ করে। হারীত সংহিতায় ৭।১০-১১ শ্লোকও ইহারই প্রতিধ্বনি। এই শ্লোকের সহিত ঈশোপনিষদের ১১ মন্ত্রের অর্থগত ঐক্য থাকায়, ইহাই প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি প্রত্যেক শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান, ইহা প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয়। যদি কর্ম্মের কোনও অপেক্ষা নাই, তবে এই সমুদায় বিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।১।

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ॥ ৩।৪।১॥
পুরুষার্থঃ + অতঃ + শব্দাৎ + ইতি + বাদরায়ণঃ॥

পুরুষার্থঃ :—মোক্ষ। **অতঃ** :—ইহা হইতে, বিদ্যা হইতে। **শব্দাৎ** :—শ্রুতি কথন হেতু। **ইতি** :—ইহা। **বাদরায়ণঃ** :—সূত্রকার আচার্য্য বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন।

সূত্রকার বলিতেছেন যে, শ্রুতি প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠালাভ করে যে, একমাত্র বিদ্যা হইতেই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। এ বিষয় প্রসঙ্গক্রমে ৩৩৪৭ সূত্রে সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। এখন, উহা দৃঢ়ীকরণ জন্য বিশেষভাবে এবং স্পষ্টরূপে কথিত হইল। ইহার বিরুদ্ধে যত প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা সূত্রাকারে বিবৃত করিয়া তাহার বিচারও পরে করা হইতেছে।

ঈশোপনিষদের ১১ মন্ত্রের তুমি যে অর্থ করিয়াছে, উহা প্রকৃত অর্থ নহে। উক্ত মন্ত্রে "অমৃতত্ব" অর্থ দেবভাব, মোক্ষ নহে। পূর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বৈতাপেক্ষা করে। উহা অবিদ্যার অন্তর্গত, এবং সেজন্যই উহার ফল নশ্বর। শাশ্বত ফলপ্রাপ্তি উহা হইতে হয় না। চিত্তমল ক্ষালনেই উহার উপযোগিতা। পরম পুরুষার্থলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্প্রাপ্তি—নিত্য, শাশ্বত, স্বতঃসিদ্ধ। বিশেষতঃ, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ এবং তাঁহার জ্ঞান বা প্রাপ্তি, তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। এবং উহা উৎপাদ্য, সংকার্য্য, বিকার্য্য বা আপ্য এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম পর্য্যায়ভুক্ত নহে। উহা নিত্য, শাশ্বত, চির বিদ্যমান। চিত্তের মলিনতা দূর হইলেই উহা স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সুতরাং কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে বা বিদ্যার সহিত একযোগে মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় নহে। বিদ্যাই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়—অথবা প্রাপ্তির উপায় বলি কেন, বিদ্যাই মোক্ষ। ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে। যাঁহার বিদ্যা—তিনিই বিদ্যা। বিদ্যা লাভ যাহা—ব্রহ্ম বা ভগবদ্প্রাপ্তিও তাহাই।

ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাম্॥ ভাগঃ ১১।১০।৪

—মৎপর ব্যক্তি কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পরে আত্মতত্ত্ব বিচারে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মবিধিতেও আর আদর করিবে না। ভাগঃ ১১।১০।৪

ভাল, বিদ্যাই একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিলে। কিন্তু অবিদ্যা যেমন ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার অন্তর্ভুক্ত, বিদ্যাও ত তাই। ইহা তুমি ১।১।২ সূত্রের

আলোচনায় সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চিত্রে (পৃঃ ১৭০-১৭১) দেখাইয়াছি। আবার ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় ভাগবতের ১১।১১।৩ শ্লোক (পৃঃ ৭৯৬) উদ্ধৃত করিয়া তুমিই বলিয়াছ যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই ভগবানের শক্তি, এবং উভয়ই মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত।

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে॥ ভাগঃ ১১।১১।৩

উভয়ই যখন মায়া দ্বারা নির্ম্মিত, তবে বিদ্যা মোক্ষকরী কি প্রকারে হয়?

ইহার উত্তর এই, যে কারণে অবিদ্যা বন্ধকরী হয়, ঠিক সেই কারণেই বিদ্যা মোক্ষকরী হইয়া থাকে—অর্থাৎ, উভয়ই ভগবানের সংকল্প বশতঃই হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জীব ভগবানের তটস্থা শক্ত্যংশ বলিয়া তত্ত্বতঃ তাঁহা হইতে অভেদ। সুতরাং, তত্ত্বতঃ জীবের বন্ধমোক্ষ নাই। উহা ভগবানের সংকল্পবশতঃ জগৎ বৈচিত্র্যের জন্য বিহিত। ইহা ৩।২।৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদি মনোযোগ দিয়া ধারণা করিতে, তাহা হইলে, আপত্তির কোনও কারণ থাকিত না। অবিদ্যা যাঁহার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া, ব্রহ্ম শক্ত্যংশভূত জীবের বন্ধকরী হয়, বিদ্যা তাঁহা হইতেই শক্তিমতী হইয়া, উক্ত বন্ধের নাশ করতঃ, মোক্ষকরী হইয়া থাকে। ইহা লীলাময়ের লীলা। ইহা একের বহু হইবার ইচ্ছা সম্পূরণের উপায়। ইহা ভ্রান্ত কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে চালিত পথভ্রষ্ট জীবকে পুনরায় নিজ ক্রোড়ে টানিয়া আনিবার জন্য বিহিত। ইহাই জগৎ বৈচিত্র্যের কারণ। মায়া তাঁহার শক্তি। এই শক্তি বিকাশে তিনি অবিদ্যা ও বিদ্যা প্রকটন পূর্ব্বক, জীবের বন্ধ ও মোক্ষ বিধান করেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা মৎপ্রণীত "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থে ২৩-২৪-২৫ পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে। এখানে আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

বেশ, বিদ্যাই যদি ভগবদ্ প্রাপ্তির বা মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ, তবে ঈশোপনিষদের ১১ মন্ত্রে, গীতার ১৮।৪৫ শ্লোকে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্য প্রকরণের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে, এবং হারীত সংহিতার ৭।১০-১১ শ্লোকে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের উপযোগিতার উল্লেখ কেন?

দেখ, ইহার উত্তরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। শিরোদেশে যে সকল শ্রুতিমন্ত্র এবং স্মৃতির শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা এবং অন্যান্য মন্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত যে কর্ম্ম প্রত্যক্ষভাবে ভগবদ্প্রাপ্তির বা মোক্ষ লাভের কারণ নহে—পরোক্ষভাবে উহার উপযোগিতা

আছে। কর্ম্মই চিত্তমল ক্ষালনের প্রধান ও প্রকৃষ্ট উপায়। উক্ত মল বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্মদ্বারা সঞ্চিত হইয়া চিত্তের আবরণ প্রস্তুত করিয়াছে, যাহা কর্ম্ম দ্বারা প্রস্তুত, কর্ম্ম দ্বারাই তাহার ক্ষালন বা ধ্বংস সাধন—ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত। সুতরাং কর্ম্ম দ্বারাই উক্ত চিত্তমল ক্ষালন করিতে হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানের এবং শাস্ত্রে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগিতা ও সার্থকতা ঐখানে। দর্পণে মল জমিয়া, উহার স্বচ্ছতার আবরণ করিলে, যেমন সূক্ষ্ম বালুকাদি দ্বারা ধীরভাবে ঘর্ষণে উহা অপনীত হইয়া থাকে, লগুড়াঘাতে হয় না, সেইরূপ সংরাধনরূপ বিশেষ কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের স্বচ্ছতার আবরণকারী মল অল্পে অল্পে ক্ষালন করিতে হয়, ইহা ৩।২।১৪ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই বিশেষ প্রচেষ্টা বা সংরাধনই শাস্ত্রে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে।

উহাদের বিধিমত অনুষ্ঠান করিলে তবে চিত্তমল ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে। আরও দেখ, সাধনার প্রারম্ভে মানবের কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি বর্ত্তমান থাকে। কর্ম্ম বিহীন কর্ত্তা হইতে পারে না। কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সুতরাং সাধনার প্রথম স্তরে কর্ম্মানুষ্ঠান স্বভাবতঃই প্রয়োজনীয়। ক্রমশ সাধক যত সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকে, তত কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে, এবং কর্ম্ম ক্রমশঃ আপানাপনিই খসিয়া যাইতে থাকে, এবং বিদ্যা ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হইতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সাধনার এই প্রকার উচ্চস্তরে আরোহণ না করা যায়, ততদিন কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়। কি প্রকার অনুষ্ঠান করিলে, উক্ত উচ্চস্তর সহজে অধিগম্য হয়, ভগবান গীতায় তাহার উপদেশ বিশদভাবে দিয়াছেন। আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি শূন্য হইয়া করণীয় বোধে কর্ম্মানুষ্ঠানই বিধেয়। ঈশোপনিষদ ১১ মন্ত্রে, গীতা, যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ ও হারীত সংহিতার শ্লোকে কথিত কর্ম্মের অর্থ উক্ত প্রকার ফলাভিসন্ধিশূন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে আর কোনও অসঙ্গতি মনে হইবে না।

বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রাপ্য ফল যে পৃথক্, তাহা ৩।১।১৭ সূত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা উক্ত সূত্রে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্বারা পিতৃযান পথে, এবং বিদ্যা দ্বারা দেবযান পথে জীবের গতি হইয়া থাকে। পিতৃযান পথে গমনে পুনরাগতি হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মদ্বারা ভগবদ্প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না। এ কর্ম্ম যে কাম্যকর্ম্ম, তাহা বলাই বাহুল্য। ৩।৩।৪৭ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইয়াছে যে, একমাত্র বিদ্যাই মোক্ষ লাভের হেতু। আবার, ৩।১।১০ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, নিত্য কর্ম্মাদি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান চিত্ত শুদ্ধির জন্য করণীয়। অতএব প্রত্যক্ষভাবে

মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু না হউক, পরোক্ষভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অল্প নহে।

সুতরাং প্রতিপাদিত হইল যে, বিদ্যাই মোক্ষ লাভের একমাত্র হেতু। জ্ঞান কর্ম্ম-সমুচ্চয় নহে অথবা কেবল কর্ম্ম নহে। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের অপেক্ষা আছে। সুতরাং পরোক্ষভাবে কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইলে বিদ্যা স্বতঃ স্ফুরিত হয়, এবং তাহাতেই পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে ভাগবত মত বড়ই সুস্পষ্ট।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥

ভাগঃ ১১।৫।৩৭।

—যে ব্যক্তি সমুদায় কৃত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে একমাত্র শরণ্য মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি দেবতা, ঋষি, ভূত, ইতর উপাস্য দেবতাগণ মনুষ্য বা পিতৃলোকের কিঙ্কর হয়েন না, বা তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকেন না। ভাগঃ ১১।৫।৩৭।

অতএব, ভগবদ্‌ভক্তি লাভ হইলে, তিনি সম্পূর্ণ কৃতকৃত্য হয়েন; এই ভক্তিই আত্ম জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ধ্রুবানুস্মৃতি বা বিদ্যা বা ব্রহ্ম বিদ্যা। সুতরাং, বিদ্যাই সমুদায় পুরুষার্থ সাধক—সমুদায় পুরুষার্থ স্বরূপ। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ভক্তি আচরণও কর্ম্মাচরণ বটে, কিন্তু ইহাতে কর্ম্মের বন্ধকত্ব নাই। ইহা ভগবদ্ প্রীতি কামনায় করা হয় বলিয়া, এবং কোনও স্বার্থভাব না থাকায়, ইহার বন্ধকত্ব নাই—ইহা বিদ্যার নামান্তর।

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। ভাগঃ ১০।৮২।৪৫

—আমাতে বিহিত ভক্তি জীবগণের অমৃতত্বের নিমিত্ত কল্পিত হয়।

ভাগঃ ১০।৮২।৪৫।

বিদ্যা বা জ্ঞানই যে ভক্তির সাধক, তাহা ভাগবতে কথিত আছে, যথা :—

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণী তরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥ ভাগঃ ১১।১৯।৪।

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৯।৫।
জ্ঞানবিজ্ঞানযজ্ঞেন মামিষ্ট্বাত্মানমাত্মনি।
সর্ব্বযজ্ঞপতিং মাং বৈ সংসিদ্ধিং মুনয়োঽগমন্॥ ভাগঃ ১১।১৯।৬

—তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান অথবা অন্য কোনও পবিত্র কর্ম্ম তাদৃশ শুদ্ধি জন্মাইতে পারে না, জ্ঞানের কণামাত্র যাদৃশ শুদ্ধি জন্মায়। অতএব, হে উদ্ধব! জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আত্মাকে জানিয়া, অন্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা কর। জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞপতি আত্মারূপ আমার অর্চ্চনা করতঃ মুনিগণ সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। ভাগঃ ১১।১৯।৪-৫-৬।

অন্যত্রও আছে :—

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৬।২৯

—অনন্তগুণ, আনন্দানুভব স্বরূপ পরব্রহ্মরূপী আমাতে যে সাধু ব্যক্তির ভক্তিলাভ হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির আর কি অবশিষ্ট আছে? তাহার আর কিছুই পাইবার নাই। সমুদায় পুরুষার্থ লাভ হইয়াছে। ভাগঃ ১১।২৬।২৯।

যশঃ শ্রিয়ামেব পরিশ্রমঃ পরো
বর্ণাশ্রমাচারতপঃ-শ্রুতাদিষু।
অবিস্মৃতিঃ শ্রীধর পাদপদ্ময়ো-
র্গুণানুবাদশ্রবণাদরাদিভিঃ॥ ভাগঃ ১২।১২।৪০
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্॥ ভাগঃ ১২।১২।৪১

—বর্ণাশ্রমাচার পরিপালন, তপস্যা ও শ্রুত্যাদি পাঠে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্ত মাত্র। আদরের সহিত শ্রীভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা শ্রীধর পাদপদ্মদ্বয়ের অবিস্মৃতিই পরম পুরুষার্থ। কারণ, উক্ত অবিস্মৃতি অশুভ ক্ষয় করতঃ

পরমকল্যাণ বিস্তার করে, এবং সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন করে। ভাগঃ ১২।১২।৪০-৪১।

ভগবদ্ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কি প্রকারে কামনার নিবৃত্তি, নিরতিশয় সন্তোষ লাভ ও পরিণতিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে, তাহা ভাগবত বলিতেছেন :—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥
ভাগঃ ১১।২।৪০

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥
ভাগঃ ১১।২।৪১

১।১।৭ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ-৩৯৯) ইহাদের অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরে যে ভগবদ্ ভজনের কথা বলা হইল, তাহা কাম্য কর্ম্মপর্য্যায়ভুক্ত নহে। উহা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। উহা ফলাভিসন্ধিশূন্য ভগবানের প্রীতি সম্পাদনের জন্য তাঁহার ভজন। বিদ্যা দ্বারা তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি ভক্তগণকে আপনা পর্য্যন্ত দান করেন।

এই প্রসঙ্গে ১।১।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ২।৩।১০, ১০।৮০।৮, ৬।১৬।৩০, ১০।৪৮।২২, ১০।৬০।৩৭, ৯।৪।৪৬, ৯।৪।৪৮ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য(পৃঃ-৬০২-৬০৫)।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, বিদ্যাই মোক্ষলাভের একমাত্র প্রত্যক্ষ উপায়।

[পূর্ব্বসূত্রে সূত্রকার যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনী আচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। পরবর্তী ৩।৪।২ হইতে ৩।৪।৭ সূত্র পর্য্যন্ত ছয়টি সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তির বিচার ও সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন।]

ভিত্তি :—

১। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ"। (কৃষ্ণ যজুঃ, ৬।৬।১।১৪)।

—যজ্ঞই বিষ্ণু (কৃ, য, ৬।৬।১।১৪)।

২। "যস্য পর্নময়ী জুহূর্ভবতি ন পাপং শ্লোকং শৃণোতি"।

(কৃষ্ণঃ যজুঃ ৩।৩।৫।৭)

—যাহার পর্ণনির্ম্মিত জুহু (হোমের হোতা), সে পাপকার্য্য শুনে না অর্থাৎ অনিন্দনীয় হয়। (কৃষ্ণ যজুঃ ৩।৩।৫।৭)।

৩। "অঞ্জনবৎ যদ্ আঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে"।

(কৃষ্ণ যজুঃ ৬।৬।১।১)।

—যজমান যে অঞ্জন ধারণ করে, তদ্দ্বারা সে শত্রুর চক্ষুঃ আবৃত করে। (কৃষ্ণ যজুঃ ৬।৬।১।১)

৪। "যজমানায় প্রযাজানূযাজা ইজ্যন্তে, বর্ম্মৈব তদ্ যজ্ঞায় ক্রিয়তে, বর্ম্ম যজমানায় ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ"।

(কৃষ্ণ যজুঃ ২।২।৬।১)

—যজ্ঞকর্ত্তা যে প্রযাজ অনুযাজ অনুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহার যজ্ঞ বর্ম্মাচ্ছাদিত হয়। ঐ বর্ম্ম যজমানের শত্রু বিজয়ের কারণ। (কৃষ্ণ যজুঃ ২।২।৬।১)।

৫। "দ্রব্যগুণসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ স্যাৎ"।

(পূর্ব্বমীমাংসাঃ ৪।৩।১)

—যজ্ঞীয় দ্রব্য, গুণ ও সংস্কার কার্য্যে যে ফলশ্রুতি আছে, তাহা পরার্থ বলিয়া, অর্থাৎ যজ্ঞেরই উপকার সাধক বলিয়া, অর্থবাদ মাত্র। (পূর্ব্বমীমাংসা, ৪।৩।১)।

সূত্র ঃ—৩।৪।২ ॥

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ৩।৪।২ ॥

শেষত্বাৎ + পুরুষার্থবাদঃ + যথা + অন্যেষু + ইতি + জৈমিনিঃ ॥

শেষত্বাৎ ঃ—বিদ্যা, কর্ম্মের ফলরূপ বলিয়া কর্ম্মশেষত্ব হেতু। **পুরুষার্থবাদঃ ঃ**—পুরুষ সম্বন্ধীয় অর্থবাদ বা প্রশংসা মাত্র। **যথা ঃ**—যে প্রকার। **অন্যেষু ঃ**—দ্রব্য, সংস্কার, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিতে। **ইতি ঃ**—ইহা। **জৈমিনিঃ ঃ**—জৈমিনি আচার্য্যের মত।

জৈমিনি আচার্য্যের অভিমত এই যে, কর্ম্ম দ্বারাই বিদ্যার উৎপত্তি হয়, অতএব বিদ্যা স্বতন্ত্র পৃথক বস্তু নহে। কর্ম্মের শেষ স্বরূপ বলিয়া উহা কর্ম্মাঙ্গই। শ্রুতিতে যে কর্ম্মাপেক্ষা বিদ্যার প্রাধান্য উক্ত আছে, উহা পুরুষ সম্বন্ধে প্রশংসাবাদ মাত্র। যেমন যজ্ঞের দ্রব্য সম্বন্ধে প্রশংসা শিরোদেশে উদ্ধৃত কৃষ্ণ যজুর ৩।৩।৫।৭ মন্ত্রাংশে, সংস্কার সম্বন্ধে প্রশংসা উক্ত শ্রুতির ৬।৬।১।১ মন্ত্রাংশে, এবং কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রশংসা ঐ শ্রুতিরই ২।২।৬।১ মন্ত্রাংশে উক্ত হইয়াছে।

আরও দেখ, শ্রুতিতে বিষ্ণুই যজ্ঞ স্বরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। আবার যজ্ঞ যে কর্ম্ম দ্বারা সাধ্য, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব কর্ম্মই বিষ্ণুপ্রাপ্তির সাধন, ইহাই ত সৎসিদ্ধান্ত। আবার উপাসক জীব, উপাস্য বিষ্ণু, স্ব স্বরূপ এবং উপাস্য বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আরাধনাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ঐ কর্ম্মদ্বারা পাপনাশ হয়, এবং শুভাদৃষ্ট জন্মে। এই শুভাদৃষ্ট দ্বারা স্বর্গ ও মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই প্রকারে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিদ্যা—কর্ম্মেরই শেষ; সুতরাং বিদ্যা হইতে যে ফল কথিত হয়, তাহা অঙ্গীস্বরূপ কর্ম্মেরই ফল। অতএব, বিদ্যাসম্বন্ধে যে ফলশ্রুতি শুনা যায় তাহা বিদ্যাপ্রাপ্ত পুরুষ সম্বন্ধে অর্থবাদ বা প্রশংসা মাত্র। যজ্ঞাদি কর্ম্মে, যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রভৃতিতে ও প্রকার অর্থবাদের দৃষ্টান্ত উপরে দিয়াছি।

যদি আপত্তি কর যে, জীবের স্বরূপ, উপাসক উপাস্যের সম্বন্ধ প্রভৃতি ১।১।১১, ১।১।১৮, ১।২।৩, ১।৩।১৮, ১।৪।২২, ২।১।২৩ প্রভৃতি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখানে বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া আবার কি নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করিবে? অথবা কি নূতন প্রকার স্বরূপের পরিচয় দিবে? ইহার উত্তরে বলিব যে, তুমি জীবকে কর্ত্তা বলিয়াছ (সূত্র ২।৩।৩৩)। আমরাও স্বীকার করি যে, জীব কর্ত্তা বটে; আমরা আরও বলি যে, জীব লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ কর্ম্মেরই কর্ত্তা। যখন লৌকিক কর্ম্মের

আচরণ করে, তখন জীব নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়াই, দেহাদিকে নিজ স্বরূপ মনে করিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। কিন্তু যখন দেহান্তের পর প্রাপ্য স্বর্গাদি ফলপ্রদ বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তখন দেহাতিরিক্ত আত্মা বর্ত্তমান আছে মনে করিয়া পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। অবশ্যই প্রারম্ভে দেহাতিরিক্ত আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান সুস্পষ্ট অবধারিত রূপে থাকে না। ক্রমশঃ, কর্ম্ম করিতে করিতে উক্ত জ্ঞান স্পষ্ট, স্পষ্টতর, স্পষ্টতম হইতে থাকে। সেই জ্ঞানকেই তুমি বিদ্যা বলিয়া আখ্যায়িত কর। সুতরাং, বিদ্যা যে কর্ম্ম দ্বারা লভ্য, ইহা প্রতিপাদিত হইল না কি? অতএব, কর্ম্মই পুরুষার্থ সিদ্ধির একমাত্র উপায়। বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ মাত্র, ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত।

ভাগবতেও কথিত আছে :—

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥ ভাগঃ ১।২।১৩॥

—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! পুরুষগণ কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের সংসিদ্ধিই হরিতোষণ। ভাগঃ ১।২।১৩।

তোমার বিদ্যার লক্ষ্যই ত হরিতোষণ। অতএব, কর্ম্ম দ্বারা যদি তাহা লাভ হয়, তবে বিদ্যা যে তাহার একমাত্র কারণ, কেন বলিতেছ? আরও দেখ, তোমারই ভাগবত বলিতেছেন :—

নাচরেদযস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৬।

—যে অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বেদোক্ত কর্ম্মাচরণ না করে, সে বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠান প্রযুক্ত অধর্ম্ম দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ রূপ মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়। ভাগঃ ১১।৩।৪৬।

অতএব, তোমার ভাগবত মতেও শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মও করণীয়, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

যাহা বলা হইল, ইহার উত্তর দিতে পারিবে কি? না, আরও যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দিব? যাহা বলিলাম, ইহা কি পর্য্যাপ্ত নহে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন :—তোমার যত কিছু বলিবার আছে, বল, যত কিছু যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইবার আছে, দেখাও। তারপর, একে একে সকলেরই উত্তর পাইবে।

এই জন্য উক্ত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির পোষকে পরসূত্র :—

ভিত্তি :—

১। "জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে"।

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।১।১)।

—বিদেহ রাজ জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন।

(বৃহ, ৩।১।১)।

২। "যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মীতি"॥

(ছান্দোগ্যঃ ৫।১১।৫)।

—মহাশয়গণ! আমি যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

(ছা ; ৫।১১।৫)।

৩। "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ"॥

(গীতাঃ ৩।২০)।

—জনক প্রভৃতি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(গী ; ৩।২০)।

সূত্রঃ—৩।৪।৩ ॥

আচার-দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।৩ ॥

আচার-দর্শনাৎ :—কর্ম্মাচরণ দর্শন হেতু—শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত থাকা হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, পুরাকালে বিজ্ঞতম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষগণ যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। যদি একমাত্র বিদ্যাই সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধির কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি কেন হইবে, এবং তাঁহারা কেনই বা উহার আচরণ করিবেন?

ভাগবতও বলিতেছেন :—

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

ভাগঃ ১০।৪৭।২৪।

—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম এবং অন্যান্য শ্রেয়স্কর সাধন দ্বারা কৃষ্ণে ভক্তি সাধিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৪৭।২৪।

কৃষ্ণে ভক্তি প্রাপ্তি ত তোমার মতে বিদ্যালাভ? ভাগবত বলিলেন-যে, দান, ব্রতাদি কর্ম্ম কৃষ্ণে ভক্তি প্রাপ্তির সাধন। **অতএব বিদ্যা যে কর্ম্মের ফল, তাহা প্রতিপাদিত হইল।**

বিদ্যা যে কর্ম্মের অঙ্গ তাহা শ্রুতি স্পষ্ট বলিতেছেন :—

ভিত্তি :—

"যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি"।

(ছান্দোগ্যঃ ১।১।১০)

—বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ সহযোগে যাহা করা যায়, তাহা বীর্য্যবত্তর হয়। (ছা ; ১।১।১০)

সূত্র :—৩।৪।৪।

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩।৪।৪ ॥

তৎ + শ্রুতেঃ ॥

তৎ :—তাহা। শ্রুতেঃ :—শ্রুতি হইতে জানা যায়।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত আছে যে, "বিদ্যা প্রভৃতি সহযোগে যাহা করা যায়, তাহা বলবত্তর হয়"। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ, ইহা শ্রুতির অভিপ্রেত।

ভাগবতও বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা :—

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ভাগঃ ১১।১০।১।
অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাম্।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভবিপর্য্যয়ম্ ॥ ভাগঃ ১১।১০।২।

—আমাকে আশ্রয় করিয়াছে, এমন ব্যক্তি, আমাকর্ত্তৃক পঞ্চরাত্র প্রভৃতিতে কথিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে প্রমাদ শূন্য হইয়া অবিরোধীরূপে কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বর্ণ, আশ্রম ও কুলাচার অনুষ্ঠান করিবে। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি, বিষয়াসক্ত প্রাণিগণ কর্ত্তৃক বিষয়ে সত্যতা জ্ঞানে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, সে সকলে ফল বৈপরীত্য দর্শন করিয়া, কামনা পরিত্যাগ করিবে।

ভাগঃ ১১।১০।১-২।

শ্রুতিতে বিদ্যা কর্ম্মের সাহিত্য স্পষ্ট কথিত আছে :—

ভিত্তি :—

"তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে'। (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২)।

—বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোক প্রস্থিত (মৃত) জীবের অনুগমন করে। (বৃহ, ৪।৪।২)।

সূত্র :—৩।৪।৫ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৩।৪।৫ ॥

সমন্বারম্ভণাৎ :—বিদ্যা ও কর্ম্ম একযোগে মৃত ব্যক্তির অনুগমন করা হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি মন্ত্রে বিদ্যা ও কর্ম্ম একযোগে মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে, স্পষ্ট উক্ত আছে। অতএব তাহারা সহযোগে ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে, ইহাই সিদ্ধ হয়।

ভাগবতও বলিতেছেন :—

ইতি স্বধর্ম্মনির্ন্নিক্তঃ সত্ত্বো নিজ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো বিরক্তঃ সমুপৈতি মাম্ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৫।

—এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বিশুদ্ধ সত্ত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন, সংসারে বিরক্ত ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত হয়।

' ভাগঃ ১১।১৮।৪৫ '।

অতএব কর্ম্ম ও বিদ্যার সহযোগিতা বা সমুচ্চয় ভগবদ্প্রাপ্তির কারণ। কেবলমাত্র বিদ্যা নহে।

শ্রুতি :—

১। "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণা-ভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানঃ....."।

(ছান্দোগ্যঃ ৮।১৫।১)।

—গুরুকুলে অবস্থান পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া, গুরুর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্য সমুদায় নিঃশেষে সমাপন করিয়া, সমাবর্ত্তন করতঃ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক কুটুম্বগণের মধ্যে পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন তৎপর...... ইত্যাদি। (ছা, ৮।১৫।১)।

২। "ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মা দর্শপৌর্ণমাসয়োস্তং বৃণীত"।

(তৈত্তিরীয় সংহিতা)।

—শব্দব্রহ্ম জ্ঞান বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকেই দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞে ব্রহ্মারূপে বরণ করিবে। (তৈত্তিরীয় সংহিতা)।

সূত্র :—৩।৪।৬।

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৩।৪।৬ ॥

তদ্বতঃ + বিধানাৎ ॥

তদ্বতঃ :—বিদ্যাযুক্তের সম্বন্ধে। **বিধানাৎ :**—শাস্ত্রে কর্ম্মের বিধান হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রদ্বয় হইতে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার। সুতরাং, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

ভাগবতেও উক্ত আছে, যথা :—

বৃণীমহে ত্বোপাধ্যায়ং ব্রহ্মিষ্ঠং ব্রাহ্মণং গুরুম্।

যথাঞ্জসা বিজেষ্যামঃ সপত্নাংস্তব তেজসা ॥ ভাগঃ ৬।৭।২৭।

দেবগণ বিশ্বরূপকে বলিতেছেন:—তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, অতএব গুরু। তোমাকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করিতে বাসনা করি। কারণ, তোমার তেজঃ দ্বারা অনায়াসে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারিব।

ভাগঃ ৬।৭।২৭।

এখানে ব্রহ্মিষ্ঠকে উপাধ্যায় পদে বরণের কথা স্পষ্ট কথিত রহিয়াছে। অতএব বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ, ইহা ভাগবতেরও মত, সিদ্ধ হইতেছে।

ভিত্তি :—

১। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"

(ঈশোপনিষৎ: ২)।

—মানব ইহলোকে কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কর্ম্মাচরণ করিবে।

(ঈশ, ২)।

২। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে"।

(কৃষ্ণ যজুঃ ১।৫।২)

—যে দেবতাদিগের মুখ স্বরূপ অগ্নি নির্ব্বাণ করে, সে পুত্রঘাতী হয়। (কৃষ্ণ যজুঃ ১।৫।২)।

সূত্র :—৩।৪।৭।

নিয়মাৎ ॥ ৩।৪।৭ ॥

নিয়মাৎ :—কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম হেতু।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের নিয়ম হেতু, কেবল মাত্র বিদ্যা হইতে পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। যাহা কিছু ফললাভ হইবে, কর্ম্ম হইতেই হইবে। অতএব, বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র সিদ্ধ হইল। বিশেষতঃ, কৃষ্ণ যজুর্ শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে কর্ম্মত্যাগের নিন্দাই কথিত আছে।

ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥ ভাগঃ ১০।২৪।১২।
অস্তি চেদীশ্বর কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ ভাগঃ ১০।২৪।১৩

—জীবমাত্র কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম দ্বারাই বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্ষেম, কর্ম্মদ্বারাই লাভ হয়। স্বয়ং কর্ম্মে নির্লিপ্ত হইয়াও অন্য জীবগণের কর্ম্মফল দাতা কোনও ঈশ্বর যদ্যপি থাকেন, তিনিও কর্ম্মফল দান দ্বারা কর্ত্তারই ভজনা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কর্ম্ম

না করে, তাহার তিনি প্রভু নহেন, অর্থাৎ ফলদানে সক্ষম হয়েন না। ভাগঃ ১০।২৪।১২-১৩।

পূর্ব্বপক্ষ ৩।৪।২ হইতে ৩।৪।৭ সূত্র পর্য্যন্ত, এই সমুদায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিদ্যা একাকী সমুদায় পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু নহে। উহা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র। কর্ম্মই মুখ্য; কর্ম্ম দ্বারাই সমুদায় পুরুষার্থলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মের প্রারম্ভে দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে জ্ঞান কর্ম্মকর্ত্তার থাকে, এবং এই জ্ঞানই কর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুরুষার্থ-সিদ্ধির হেতু হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শ্রুতি প্রমাণাদির দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, যখন যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং প্রাচীনকালে জনকাদি আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন কর্ম্মানুষ্ঠান সকলের কর্ত্তব্য, এবং উহাই সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধির হেতু। অতএব সূত্রকার ৩।৪।১ সূত্রে যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে।

পূর্ব্বপক্ষের এই বিচার, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের উত্তরে সূত্রকার ৩।৪।৮ হইতে ৩।৪।১৪ সূত্র দ্বারা নিজ সিদ্ধান্ত, যাহা ৩।৪।১ সূত্রে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাই দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন। সূত্রকার বলিতেছেন, তুমি পূর্ব্বপক্ষ ৩।৪।২ সূত্রে বিদ্যাকে কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছ, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। বেদান্তে যদি কেবল দেহাতিরিক্ত কর্ত্তা ও কর্ম্মফল ভোক্তা সংসারী আত্মার উপদেশ থাকিত, তাহা হইলে, তোমার যুক্তি যে "ফলশ্রুতি অর্থবাদ প্রশংসা বাক্য মাত্র" —তাহার বরং কারণ থাকা সম্ভব হইত। কিন্তু বেদান্তে জীবাত্মা হইতে ব্যতিরিক্ত, অধিক, অসংসারী, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি সংসার ধর্ম্ম রহিত, অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ বিশিষ্ট, সীমা ও সংখ্যা শূন্য নিরতিশয় কল্যাণময় গুণগণের আকর, পরব্রহ্ম বেদ্য বা উপাস্যরূপে উপদেশ মুখ্যভাবে বর্ত্তমান আছে। সেই পরমাত্ম জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ হওয়া বা কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হওয়া দূরে থাকুক, কর্ম্মের উচ্ছেদই করিয়া থাকে। অতএব, তোমার ৩।৪।২ সূত্রের সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। পরসূত্রে সূত্রকার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন।

ভিত্তি:—

১। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি, ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা শ্রদ্ধয়া যজ্ঞেনানাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবত্যেতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"।

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২২)।

—ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতি দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহাকে জানিয়াই মুনি (মননশীল) হন এবং আত্মলোক পাইতে ইচ্ছুক হইয়া, সমুদায় কর্ম্ম হইতে বিরত হওতঃ, সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

(বৃহ, ৪।৪।২২)।

২। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"॥ (মুণ্ডকঃ ১।১।৯)।

৩। "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণঃ"॥ (বৃহঃ ৪।৪।২২)।

—ইনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি সর্ব্বভূতের পালক, এবং ইনি সমস্ত জগতের সাঙ্কর্য্য নিবারণের জন্য জগদ্‌বিধায়ক সেতু স্বরূপ। (বৃহ, ৪।৪।২২)।

৪। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে, ভীষোদেতি সূর্য্যঃ, ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

(তৈত্তিরীয়ঃ ২।৮)।

—ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত, সূর্য্য উদিত, অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্যে ধাবিত হইতেছে। (তৈত্তি, ২।৮)।

৫। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাশ্চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"। (বৃহদারণ্যকঃ ৩।৮।৯)

—হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনে বিধৃত হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্র স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছে। (বৃহ, ৩।৮।৯)

সূত্র—৩।৪।৮।

অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।৮ ॥

অধিকোপদেশাৎ + তু + বাদরায়ণস্য + এবং + তৎ + দর্শনাৎ ॥

অধিকোপদেশাৎ :—জীবাতিরিক্ত উপাস্যের উপদেশ হেতু,—অথবা কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানের আধিক্য উপদেশ হেতু। **তু :**—আপত্তি নিরসনে। **বাদরায়ণস্য :**—আচার্য্য বাদরায়ণের। **এবং :**—এই প্রকার—অর্থাৎ ৩।৪।১ সূত্রোক্ত সিদ্ধান্ত। **তৎ :**—সেই প্রকার। **দর্শনাৎ :**—শ্রুতিতে দর্শন হেতু।

দেখ, শিরোদেশে যে শ্রুতি মন্ত্র সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, কর্ম্ম সাধন মাত্র এবং বিদ্যা সাধ্য। ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্ম দ্বারা বিদ্যা লাভ করেন, তারপর, বিদ্যালাভের পর, কর্ম্মত্যাগের উপদেশ আছে (বৃহঃ ৪।৪।২২)। সুতরাং বিদ্যা যে কর্ম্ম হইতে অধিক, তাহা বুঝা গেল। এবং আরও বুঝা গেল যে, আত্মলোকপ্রাপ্তি প্রয়োজন হইলে, কর্ম্মত্যাগেরই উপদেশ রহিয়াছে। আরও দেখ, বেদান্তে কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্মফল ভোক্তা জীবাপেক্ষা অধিক অর্থাৎ তাহা হইতে অতিরিক্ত, পরমাত্মা—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্—তাঁহার উপদেশ বহুল পরিমাণে আছে। তাঁহার জ্ঞান কর্ম্মলভ্য নহে এবং কর্ম্মের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই। কর্ম্ম কর্ত্তার অপেক্ষা করে, তিনি অকর্ত্তা—তাঁহার নিজের কোনও কর্ম্ম নাই এবং কর্ম্মের সহিত সম্পর্ক মাত্র নাই। কর্ম্ম মাত্রই প্রপঞ্চান্তর্গত, বস্তু, দ্বৈতাপেক্ষক—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বে কর্ম্মের সম্পর্ক থাকিবে কিরূপে? প্রপঞ্চ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত এবং তাঁহার সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্ হইলেও, তিনি প্রপঞ্চের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, প্রপঞ্চ হইতে ব্যতিরিক্ত ভাবে তিনি তাঁহার নিজ স্বরূপে চিরবিদ্যমান। **সুতরাং তিনি কর্ম্মলভ্য নহেন। কর্ম্মফল মাত্রই নশ্বর। শাশ্বত, নিত্য, একমাত্র সত্য পরমাত্মা প্রাপ্তি উহা দ্বারা সম্ভব নহে, ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কর্ম্ম হইতে উপশম লাভ না হইলে ব্রহ্মবিদ্যা স্ফুরিত হয় না। সুতরাং ৩।৪।১ সূত্রের সিদ্ধান্ত সমীচীন সিদ্ধান্ত।**

দেখ, এ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন :—

যে কৈবল্যমসংপ্রাপ্তা যে চাতীতাশ্চ মূঢ়তাম্।
ত্রৈবর্গিকা হ্যক্ষণিকা আত্মানং ঘাতয়ন্তি তে ॥ ভাগঃ ১১।৫।১৬।

এত আত্মহনোঽশান্তা অজ্ঞানে জ্ঞানমানিনঃ।
সীদন্ত্যকৃতকৃত্যা বৈ কালধ্বস্তমনোরথাঃ॥ ভাগঃ ১১।৫।১৭।
অক্ষণিকা উপশান্তিক্ষণরহিতা। অজ্ঞানে কর্ম্মণি।
(শ্রীধরঃ)

—যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই অথচ পশুর ন্যায় অজ্ঞও নহেন; কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধনে তৎপর, এবং উপশান্তিরহিত, তাঁহারা স্বয়ং আত্মঘাতী, অর্থাৎ জন্মমরণ পরম্পরা রূপ সংসার প্রাপ্ত হন। সেই আত্মঘাতী, অশান্ত, এবং কাল সহকারে ধ্বস্ত মনোরথ অকৃতকৃত্য লোক সকল কর্ম্মকেই জ্ঞান মনে করিয়া অবসন্ন হন। ভাগঃ ১১।৫।১৬-১৭।

দেখিলে ত, ভাগবত কি কর্ম্মই ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলিলেন? বরং বলিলেন যে কর্ম্ম ও অজ্ঞান সমপর্য্যায় ভুক্ত। আরও দেখ, ভাগবত কর্ম্ম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। ভাগবত বলিতেছেন যে, চিৎ ও জড় একত্রাবস্থান ভিন্ন, কর্ম্ম বা তজ্জনিত ভোগ হয় না। জড়ের বিকারিত্ব এবং চিত্তের অনুভব শক্তি একত্রিত হইলে, তবেই কর্ম্মজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত একত্রাবস্থান ভগবানের শক্তি অবিদ্যা দ্বারা দেহাদিতে আত্মজ্ঞান বা অভিমান হইতে হইয়া থাকে। উহার স্বরূপতঃ বর্ত্তমানতা নাই। সুতরাং কর্ম্মের স্বরূপতঃ বিদ্যমানতাই নাই। তবে উহা শাশ্বত, নিত্য জ্ঞানের উৎপাদক কি প্রকারে হইবে? ভাগঃ ১১।২৩।৫০।

কর্ম্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ
কিমাত্মনস্তদ্ধি জড়াজড়ত্বে।
দেহস্ত্বচিৎপুরুষোঽয়ং সুপর্ণঃ
ক্রুদ্ধ্যেত কস্মৈ নহি কর্ম্মমূলম্॥
ভাগঃ ১১।২৩।৫০।

আবার, তুমি যে শ্রুতির উক্তি অর্থবাদ বলিয়াছ, সে সম্বন্ধে ভাগবত কি বলেন, শুন।

যন্নামাকৃতিভির্গ্রাহ্যং পঞ্চবর্ণমবাধিতম্।
ব্যর্থেনাপ্যর্থবাদোঽয়ং দ্বয়ং পণ্ডিতমানিনাম্॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩৮।

—নাম, রূপ ও আকৃতি দ্বারা গ্রাহ্য, পঞ্চভূতাত্মক এই দ্বৈতকে পণ্ডিতাভিমানীরা যে অবাধিত বলিয়া মানে ও বেদান্তকে যে অর্থবাদ বলিয়া ঘোষণা করে, তাহা কেবল ব্যর্থ জানিবে। ভাগঃ ১১।২৮।৩৮।

আরও দেখ, তুমি ভাগবতের ১১।৩।৪৬ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যে আস্ফালন করিয়াছ, তাহা কি উচিত হইয়াছে? উহার অব্যবহিত পূর্ব্বের ও পরের শ্লোক দুটি দেখ ত। ঐ তিনটি শ্লোক একসঙ্গে অর্থ করিলে কি অর্থ হয়? উহা কি তোমার মতের পোষক?

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৫।

বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৭।

—পিতা যেমন মিছরি, সন্দেশ প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া রুগ্ন বালককে ঔষধ ভক্ষণ করান, তদ্রূপ অজ্ঞ লোকদিগের অনুশাসন রূপ এই বেদ নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত পরোক্ষবাদে কর্ম্ম সকল বিধান করেন।

ভাগঃ ১১।৩।৪৫।

—অপিচ, যে ব্যক্তি আসক্তি শূন্য হইয়া, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ফলশ্রুতি কেবল রুচির উৎপাদন নিমিত্তমাত্র। ভাগঃ ১১।৩।৪৭।

অতএব, বুঝিতে পারিলে ত যে, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি? নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধির অর্থ কর্ম্ম ফলের আকাঙ্ক্ষা শূন্যতা। অতএব, তুমি কর্ম্মফলের উল্লেখ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছ, তাহা ভাগবতের চক্ষে কত হেয় এবং তাহা পরিত্যাগ করিবার উপদেশই ভাগবত দিয়াছেন। আমরা কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না। তবে, উহার যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু গৌরবই উহার প্রাপ্য। চিত্তশুদ্ধিই উহার কার্য্য এবং সেজন্য ভাগবতের ১১।৩।৪৬ শ্লোকে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কথিত হইয়াছে। ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় আমরা স্পষ্ট বলিয়াছি যে, সাধনার প্রারম্ভে, যখন সাধকের কর্তৃত্ব বুদ্ধি প্রবল, তখন কর্ম্মানুষ্ঠান প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহা বলিয়া উহা প্রত্যক্ষ ভাবে পুরুষার্থ লাভের হেতু নহে।

কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভাগবতের মত কি শুনিবে?

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ ভাগঃ ১১।২০।৯।

—যতদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মাদিতে বিরক্তি না জন্মে, বা আমার কথা প্রসঙ্গাদি শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎ কাল নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। ভাগঃ ১১।২০।৯।

লক্ষ্য কর যে, ভাগবত এখানে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের কথাই বলিলেন এবং তাহাও যাবজ্জীবন করিবার প্রয়োজন নাই। কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নামও করিলেন না। কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানে পিতৃযান পথে গতি হয় এবং চন্দ্রলোক প্রাপ্তির পর পুনরায় সংসারাবর্ত্তে পতিত হইতে হয়। ইহা বর্ত্তমান অধ্যায়ের প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মানুষ্ঠান—পরমার্থ লাভের উপায় নহে। ভাগবত ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাঙ্খ্যং যোগ উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ ভাগঃ ১১।১৪।১৯

—হে উদ্ধব! যোগানুষ্ঠান্, সাংখ্যযোগ, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান ইহারা আমায় প্রাপ্তির সেরূপ উপায় নহে, যেমন মদ্বিষয়ক দৃঢ়া ভক্তি দ্বারা আমি লভ্য হইয়া থাকি। ভাগঃ ১১।১৪।১৯।

যং ন যোগেন সাঙ্খ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥

ভাগঃ ১১।১২।৮।

—যে আমাকে সাংখ্য, যোগ, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, গুণকীর্ত্তন, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা অতি যত্নবান্ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হয়েন না।

ভাগঃ ১১।১২।৮।

তবে, প্রাপ্তির উপায় কি? "কেবলেন হি ভাবেন…মামীয়ুরঞ্জসা" (ভাগঃ ১১।১২।৭), কেবল মাত্র প্রেম দ্বারাই মূঢ় ব্যক্তিগণও আমাকে সত্বর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সে প্রেম কি করিয়া লাভ হয়? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেবচ॥

মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যা হ্যকুতোভয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।১২।১৩।

—অতএব, হে উদ্ধব! তুমি শ্রৌতবিধি, স্মার্ত্তবিধি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য বা শ্রুতবিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদেহীর আত্মারূপ আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলেই আমা দ্বারা অকুতোভয় হইবে। ভাগঃ ১১।১২।১৩।

অতএব, স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) চিরজীবন একান্ত করণীয়, তাহা নহে। উহা চিত্তমল ক্ষালনের উপায় মাত্র। তবে, ভগবানের শরণাগত হইলে, সে উপায়েরও প্রয়োজন হয় না। ভগবান আপন হইতে সমুদায় বিধান করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে ৩।৪।১ সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন সিদ্ধান্ত, এবং পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, অসঙ্গত।

[পূর্ব্বপক্ষে ৩।৪।৩ সূত্রে যে আপত্তি করিয়াছেন যে, তত্ত্ববিদ্‌গণও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন দেখা যায় বলিয়া, বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।]

ভিত্তি :—

১। "এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুর্ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে, কিমর্থা বয়ং যক্ষ্যামহে, এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহবাঞ্চক্রিরে"॥

(শঙ্কর ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি)।

—কাবষেয়া ঋষিগণ বিদ্যাবান্ হইয়া বলিলেন, আমরা কি জন্য অধ্যয়ন করিব, কি জন্য যজ্ঞ করিব? পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই। (শঙ্কর ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি)।

২। "এতং বৈ তমাত্মনং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি"॥

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৫।১)।

—ব্রহ্মনিষ্ঠগণ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, পুত্রেচ্ছা, ধনেচ্ছা ও লোকেচ্ছা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠতা আচরণ করেন। (বৃহ, ৩।৫।১)।

৩। "মৈত্রেয়ি! এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার"॥ (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৫।১৫)

—মৈত্রেয়ি! ইহাই অমৃত, ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫)

সূত্র :—৩।৪।৯॥

তুল্যং তু দর্শনম্॥ ৩।৪।৯॥

তুল্যং + তু + দর্শনম্।

তুল্যং :—সমান তু :—আপত্তি নিরসনে। দর্শনম্ :—শ্রুতিতে দেখা যায়।

বিদ্যা যে কর্ম্মের অঙ্গ নয়, এ সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ সমানই আছে। তুমি ৩।৪।৩ সূত্রে বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ। উহার বিরোধী প্রমাণও যথেষ্ট আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিরোদেশে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল। এ সকল হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, বিদ্যাবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এ প্রকার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। অতএব, শ্রুতি প্রমাণের বলে, তোমার উক্ত আপত্তি সঙ্গত হইল না।

তুমি যে গীতার ৩।২০ শ্লোকের প্রথম চরণ তোমার আপত্তির পোষকরূপে উদ্ধৃত করিয়াছ, উহার পরের চরণেই উক্ত আছে :—"**লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি**" (গীতা, ৩।২০)—লোক সংগ্রহ, অর্থাৎ সাধারণ মানবগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত রাখিবার আবশ্যকতা দেখিয়াও, তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবার পরও কর্ম্ম করা উচিত।

জনকাদি তত্ত্ববিদ্‌গণ এই লোকসংগ্রহের জন্যই কর্ম্ম করিতেন, ইহাই সঙ্গত। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান বা বিদ্যালাভ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম বিদ্যালাভের জন্য নহে। বিশেষতঃ লব্ধবিদ্য জীবন্মুক্ত পুরুষগণের কৃত যে কোনও কর্ম্ম বন্ধনের হেতু নহে। অপর পক্ষে :—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ অনুবর্ত্ততে"॥ (গীতাঃ ৩।২১)

—"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, সাধারণ লোকেও তাহা তাহা আচরণ করে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া থাকেন, সাধারণ লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"—ইহা মানব স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া, সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উহার প্রয়োজন। পরমার্থ লাভের জন্য নহে।

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৭।৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভাগবত আরও বলিতেছেন :—

এবং জিজ্ঞাসয়াপোহ্য নানাত্বভ্রমমাত্মনি।
উপারমেত বিরজং মনো মষ্যর্প্য সর্ব্বগে॥ ভাগঃ ১১।১১।২১।

—এইরূপ জিজ্ঞাসা দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম নিরাস পূর্ব্বক, পরিপূর্ণরূপ আমাতে নির্ম্মল অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া উপরত হইবে।

ভাগঃ ১১।১১।২১।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ॥

ভাগঃ ১১।১১।৩২

—যাহারা কর্ম্মাচরণে সত্বশুদ্ধি প্রভৃতি গুণ, এবং কর্ম্ম অনাচরণে প্রত্যবায়াদি দোষ সকল জানিয়াও, আমা কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে ভজনা করে, তাহারা উত্তম ভক্ত। ভাগঃ ১১।১১।৩২।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, কর্ম্মাচরণ পরমার্থ লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। উহা চিত্তশুদ্ধির উপায় মাত্র। উহা ভিন্ন অন্য উপায় বর্ত্তমান থাকায়, উহা সর্ব্বত্র সকলের কর্ত্তব্য নহে। তথাপি, ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মাচরণও লোক-সংগ্রহের জন্য, সমাজরক্ষার কারণে স্থান বিশেষে কর্ত্তব্য বটে। আর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

[অধুনা সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষের ৩।৪।৪ সূত্রে উত্থাপিত আপত্তির উত্তরে বলিতেছেন, তুমি ছান্দোগ্য শ্রুতির ১।১।১০ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া, উহার বলে তোমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতেছ। উহা উদ্গীথ বিদ্যা সম্বন্ধেই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। উহা সেইখানেই প্রযোজ্য, অন্যত্র নহে। ইহা পর সূত্রে প্রতিপাদন করিতেছেন :—]

সূত্র :—৩।৪।১০।

অসার্ব্বত্রিকী॥ ৩।৪।১০॥

অসার্ব্বত্রিকী :—সর্ব্বত্র নিয়ম নহে।

উক্ত ছান্দোগ্য ১।১।১০ মন্ত্র উদ্গীথ বিদ্যায় মাত্র প্রযোজ্য। অন্য বিদ্যার প্রযোজ্য নহে। অতএব, উহার বলে তোমার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। উক্ত শ্রুতিমন্ত্র কেবল উদ্গীথ উপাসনায় প্রযোজ্য, অন্যত্র নহে, ইহার যুক্তি কি? ধীরভাবে চিন্তা করিলে মনে হয় যে, উদ্গীথ উপাসনা ও ওঁকার উপাসনা একই। ওঁকার পরব্রহ্মের শব্দান্তরে অভিব্যক্তি, ইহা মৎপ্রণীত "গায়ত্রী রহস্য" পুস্তকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। যে সাধক ওঁকার পরব্রহ্মের শব্দান্তরে অভিব্যক্তি, এই জ্ঞান হৃদয়ে ধারণ করিয়া ইহার উপাসনা করেন, তাঁহার উপাসনা যে ইতর সাধকের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহার কথা কি? উপাসনার তারতম্য আলোচনায় উক্ত শ্রুতিমন্ত্র প্রযোজ্য এবং সে কারণ উহা একদেশী মাত্র। উহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ অথবা কর্ম্ম দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ছান্দোগ্যে উদ্গীথোপাসনা—ব্রহ্মো-পাসনার নামান্তর মাত্র। ইহা কাম্যকর্ম্ম পর্য্যায়ে পড়ে না। অতএব উক্ত মন্ত্র কাম্যকর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই, ইহা সুস্পষ্ট।

কর্ম্ম সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন, পুনরায় শুন:—

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ভাগঃ ১১।১৯।১৭।

—কর্ম্মমাত্রের পরিমাণ থাকাতে দৃষ্ট কর্ম্মের ন্যায়, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় অদৃষ্ট কর্ম্মের ফলও দুঃখস্বরূপ ও নশ্বর, বিদ্বান ব্যক্তি এই প্রকার বিবেচনা করিবে। ভাগঃ ১১।১৯।১৭।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্ত কর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩২।

—মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাতে আত্মনিবেদন করতঃ, আমার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর হয়, তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত ঐক্য প্রাপ্তির যোগ্য হয়। ভাগঃ ১১।২৯।৩২।

অতঃপর সূত্রকার ৩।৪।৫ সূত্রের উত্থাপিত আপত্তির উত্তর দিতেছেন ঃ—

বিদ্যা এবং কর্ম্ম উভয়ে মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে বলিয়া শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে, কর্ম্মাঙ্গ মাত্র বলিয়া যে আপত্তির উত্থাপন করিয়াছ, তাহার উত্তর শুন ঃ—

সূত্র ঃ—৩।৪।১১ ।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩।৪।১১ ॥

বিভাগঃ ঃ—জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যক্তিভেদে ভেদ। **শতবৎ ঃ**—শতের ন্যায়।

যেরূপ শতমুদ্রা ক্ষেত্র বিক্রয়ী ও রত্ন বিক্রয়ীর অনুগমন করে বলিলে, ক্ষেত্র বিক্রয়ীর ৫০ মুদ্রা ও রত্ন বিক্রয়ীর ৫০ মুদ্রা, এইরূপ বা তৎসদৃশ বিভাগ প্রতীতি হয়, সেইরূপ বিদ্যা ও কর্ম্ম অনুগমন করে বলিলে, বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা বা জ্ঞানফল এক প্রকারের এবং কর্ম্মফল অন্য প্রকারের। উপরে কথিত মুদ্রা বিভাগের ন্যায়, উহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং, উহা হইতে বিদ্যা স্বতন্ত্র নহে, কর্ম্মাঙ্গ মাত্র, তাহা প্রতিপন্ন হয় না।

আরও দেখ, তোমার উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২ মন্ত্রের পরে উক্ত প্রকরণেই ৪।৪।৬ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে ঃ—"**ইতি নু কাময়মানঃ**"—"যাহা বলা হইল, তাহা সকাম পুরুষের সম্বন্ধে কথা", বলিয়া শ্রুতি পরেই বলিতেছেন ঃ—"**অথাঽকাময়মানো যোঽকাম নিষ্কাম...**" ইত্যাদি—"অনন্তর কামনা রহিত, অকাম, নিষ্কাম পুরুষের কথা বলা হইতেছে।" সুতরাং, তোমার উদ্ধৃত ৪।৪।২ মন্ত্র মুমুক্ষু পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। সকাম পুরুষ যে তত্ত্ববিদ্ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং, তোমার আপত্তি সঙ্গত নহে।

শ্রীমদ্ বলদেব এই সূত্রের অর্থ একটু অন্য প্রকারে করিয়াছেন। যেমন, এক ব্যক্তি একটি গাভী ও একটি ছাগী বিক্রয় করিয়া একশত মুদ্রা পাইল। উহার মধ্যে গাভীর মূল্য ৯০ টাকা এবং ছাগীর মূল্য ১০ টাকা। উভয়ে মিলিত শত মুদ্রা বিক্রেতার অনুগমন করিলেও উহার বিভাগ যেমন ৯০ ও ১০। বিদ্যা ও কর্ম্মের বিভাগও সেইরূপ উহাদের নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে হইবে; তুল্যপ্রকার

হইতে পারে না। বিদ্যার ফল একপ্রকার, কর্ম্মের ফল অন্য প্রকার; বিদ্যার অধিক ও কর্ম্মের অল্প, বুঝিতে হইবে।

ইহার লৌকিক সাধারণ ও সরল অর্থ এই। যেমন কোনও দানশীল ব্যক্তি ১০০০ মুদ্রাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া কোনও প্রার্থীকে ২০ টাকা, কাহাকে ৪০ টাকা, কাহাকে ১০০ টাকা ইত্যাদি প্রকারে প্রার্থীদের যোগ্যতানুসারে দান করিলে উক্ত প্রদত্ত টাকা যেমন উক্ত প্রার্থীদিগের পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে অনুগমন করে, সেইরূপ কর্ম্মের ফল ও বিদ্যার ফল নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে সাধকের বা বিদ্বানের অনুগমন করিয়া থাকে। ইহা হইতে বিদ্যা—কর্ম্মের অঙ্গ ইহা সিদ্ধ হয় না।

কর্ম্মফল যে নশ্বর, তাহা ৩।৪।১০ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৯।১৭ শ্লোক প্রতিপাদন করে। কিন্তু বিদ্যা বা ভক্তির ফল কত মহৎ, তাহা ভাগবতের ১০।৮০।১৮ ও ৬।১৬।৩০ শ্লোক প্রতিপাদন করে। উহা ১।৩।১৯ সূত্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ সৌকর্য্যার্থে এখানেও উদ্ধৃত হইল।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।
কিং ন্বর্থকামান ভজতো নাত্যভীষ্টান জগদ্‌গুরুঃ॥ ভাগঃ ১০।৮০।১৮।
বিজিতাস্তেঽপি চ ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥
ভাগঃ ৬।১৬।৩০।

অর্থ ১।৩।১৯ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৬০৩) দেওয়া হইয়াছে।

অনন্তর সূত্রকার পূর্ব্বপক্ষের ৩।৪।৬ সূত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিরসনের জন্য অগ্রসর হইতেছেন :—

উক্ত ৩।৪।৬ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য ৮।১৫।১ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্ব পক্ষ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরই কর্ম্মে অধিকার, অতএব বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ। বিশেষতঃ তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্রাংশে ব্রহ্মিষ্ঠ পদ আছে, পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে "ব্রহ্মিষ্ঠ" ব্রহ্মবিৎকেই বুঝায়। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, তাহা নহে :—

সূত্র :—৩।৪।১২ ।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ।। ৩।৪।১২ ।।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ :—মাত্র অধ্যয়নকারী ।

তুমি ৩।৪।৬ সূত্রের শিরোদেশে যে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।১৫।১ মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছ, উহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, "**আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য**" —"আচার্য্যকুল হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া"। বেদের অর্থ গ্রহণ করিয়া অথবা ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া, এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। কেবল অধ্যয়ন বিধিই লোককে বেদার্থ বোধে প্রবর্ত্তিত করে না। "**অধ্যয়ন**" শব্দের অর্থ, গুরুর নিকট হইতে বৈদিক অক্ষররাশি গ্রহণ বুঝায়। উহার অর্থও বুঝিতে হইবে, তাহা বুঝায় না। বেদ অধ্যয়ন করিলেই কর্ম্মে অধিকার জন্মায়, এই মাত্র বলায় বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। অধ্যয়ন এক বস্তু, অর্থবোধ দ্বিতীয় বস্তু এবং বিদ্যা লাভ ইহাদের উভয় হইতে পৃথক্ তৃতীয় বস্তু। একারণে তোমার আপত্তি অসঙ্গত।

আবার, তৈত্তিরীয় সংহিতার মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া যে আপত্তি করিয়াছ যে, ব্রহ্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে ব্রহ্মা পদে বরণ করিবে—অর্থাৎ, ব্রহ্মিষ্ঠ হইলেই ব্রহ্মার কর্ম্ম করিবার অধিকার হয়, সুতরাং বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ। এখানে "**ব্রহ্মিষ্ঠ**" পদের অর্থ কি? "**ব্রহ্মিষ্ঠ**" পদে এখানে শব্দব্রহ্ম বা বেদার্থপর, স্পষ্ট বুঝাইতেছে। পরমাত্মতত্ত্বপর বুঝাইতেছে না। কেননা, বহুল শ্রুতিপ্রমাণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির পরমাত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়াছে, তাঁহার নিষ্কর্ম্মত্বই শুনা যায়। ৩।৪।৯ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র দ্রষ্টব্য। অতএব, "বেদের অর্থজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্রহ্মাপদে বরণ করিবে", ইহাই উক্ত শ্রুতির প্রকৃত অর্থ এবং ইহা কর্ম্মের প্রশংসার জন্যই।

ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন যে, "**বেদ**" অর্থ, কেবল মাত্র বেদের কর্মকাণ্ড ত নহে, জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎও বটে। অতএব, "**ব্রহ্মিষ্ঠ**" শব্দ দ্বারা উপনিষদ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকেও বুঝাইতেছে এবং সেইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মাপদে বরণ যোগ্য। অতএব, বিদ্যা বা জ্ঞান কর্ম্মাঙ্গ কেন না হইবে?

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, বেদ ও উপনিষদের অর্থজ্ঞ হইলেই ব্রহ্মবিদ্যাবান্ বা ব্রহ্মজ্ঞ হয় না। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১।১-৩ মন্ত্র পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি নারদের কতদূর জ্ঞান হইয়াছে

জিজ্ঞাসা করায়, নারদ ঋগ্বেদাদি বেদ চতুষ্টয়, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি তৎকাল প্রচলিত সমুদায় বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছেন, ব্রহ্মবিৎ হইতে পারেন নাই, ইহা বলিবার পর, তবে ভগবান্ সনৎকুমার তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন। বিশেষতঃ স্মরণ রাখিও যে, সে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায়, বিদ্যা অধিকাংশই গ্রন্থাকারে ছিল না, গুরুর স্মৃতিতে ছিল, এজন্য বিদ্যা প্রাপ্তির প্রধান উপায়, গুরুর উচ্চারণের অনুরূপ পুনরুচ্চারণ বা আবৃত্তি। এই প্রকার আবৃত্তি দ্বারা শিষ্য গুরু হইতে অধীত বিদ্যা নিজ কণ্ঠস্থ করিতেন। সুতরাং, বেদ উপনিষদাদি পাঠ করিলেই প্রকৃত বিদ্যা লাভ হয় না, মন্ত্রবিৎ মাত্র হইতে পারে। এই প্রকার মন্ত্রবিৎ ব্যক্তিই ব্রহ্মাপদের উপযুক্ত এবং কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম পরিচালনে দক্ষ। সুতরাং উক্ত প্রকার ব্যক্তিকেই ব্রহ্মাপদে বৃত করিবে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় না যে, অধিগত ব্রহ্মবিদ্য ব্যক্তিই ব্রহ্মাপদে বরণীয়। কারণ, তাহা হইলে উক্ত প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধে নৈষ্কর্ম্ম্য বোধক শ্রুতির সহিত তোমার উদ্ধৃত তৈত্তি শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। শ্রুতিতে ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি থাকিতে পারে না, অতএব বিরোধ থাকিতে পারে না। সুতরাং উপরে যে অর্থ করা হইল, তাহাই প্রকৃত অর্থ।

আরও দেখ, শুধু শব্দ জ্ঞান হইতে বস্তুর উপলব্ধি হয় না। আচার্য্যের উপদেশে বা পুস্তক পাঠে "মধুর আস্বাদ বড় মিষ্ট" শুনিলেই, উক্ত আস্বাদের উপলব্ধি হয় না। উহার উপলব্ধি করিতে হইলে, বাস্তবিক মধুর আস্বাদন করিতে হয়। সেইরূপ শাস্ত্র বা গুরুর উপদেশে, ব্রহ্ম এইরূপ, শুনিলে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি না হয়। যাঁহার এই প্রকার অপরোক্ষানুভূতি হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ। উক্ত ব্যক্তির বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই তন্ময় হইয়া থাকেন।

অতএব, বিদ্যা বা উপাসনা বা জ্ঞান বা ভক্তি, শব্দ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। অনুভূতির ব্যাপার, সেইজন্য বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। বিদ্যা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সন্ন্যাস বা কাম্যকর্ম্মত্যাগ উহার সাধন। সুতরাং, বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব হওয়া দূরে থাকুক, কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মুক্তিলাভ দুরূহ—দুরূহই বা কেন, হইতে পারে না। পুণ্য কর্ম্মে স্বর্গাদি ভোগ এবং পাপকর্ম্মে নরকাদি ভোগ হইয়া থাকে। উহারা কেহই মুক্তির জনক নহে। মুণ্ডক শ্রুতির নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রে কর্ম্ম ত্যাগেরই উপদেশ আছে, যথা :—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥ মুণ্ডকঃ ৩।২।৬।

—যে সমস্ত যতি বেদান্ত শাস্ত্র লব্ধ জ্ঞান দ্বারা তাহার অর্থ উত্তমরূপে নিশ্চয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস যোগ দ্বারা, অন্তঃকরণের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে জীবদ-বস্থায়ই ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া, দেহাবসানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

মুণ্ডক ৩।২।৬।

ভাগবতেও কথিত আছে যে, বেদান্তের শাব্দজ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সহযোগে বিদ্যার পরিকর মাত্র। বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, বরং অন্যপক্ষে কর্ম্ম—বিদ্যার পরিকর মাত্র।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ ভাগঃ ১।২।১২।

—শ্রদ্ধাসম্পন্ন মুনিগণ জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্ত শ্রুতগৃহীত ভক্তি দ্বারা আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন। ভাগঃ ১।২।১২।

এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, ব্রহ্মবিদ্গণের নৈষ্কর্ম্য শ্রুতিতে কথিত আছে। সুতরাং কর্ম্মত্যাগই উঁহাদের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু তুমি ১।১।৭, ২।৩।১৭ এবং ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনায় ভগবানের নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, এবং তাহার পোষকে ভাগবতের কত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছ। এখন জিজ্ঞাসা করি, "শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন, বন্দন, অর্চ্চনা প্রভৃতি" কি কর্ম্ম নহে? যদি উহারা কর্ম্ম, তবে উহারা করণীয় কেন বলিয়াছ? তোমার বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত অনুসারে উহাদের ত্যাগ ত বিধেয়।

ইহার উত্তর এই যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আপত্তিজনক—উহার বন্ধকত্ব আছে এবং উহা জন্ম মৃত্যু প্রবাহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার হেতু—এ কারণ উহারা পরিত্যজ্য। ভগবানে অর্পিত কর্ম্মের বন্ধকত্ব থাকে না। ইহা ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় প্রতিপাদিত হইয়াছে। তখন উক্ত কর্ম্ম নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের ফলই নশ্বর। ভগবানে অর্পিত কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি নাই, সুতরাং উহার বন্ধকত্ব নাই। অন্য পক্ষে ভগবানের

অনুগ্রহেই উহারা পরমপদ প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভাগবত বলিতেছেন :—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥ ভাগঃ ১।৫।৩৪।

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥ ভাগঃ ১।৫।৩৫।

—সেইরূপ যে সকল কর্ম্ম মানবগণের সংসারভোগের হেতু হয়, তৎসমস্ত পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে আত্মবিনাশের অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তির হেতু হয়। এই জগতে ভগবৎ পরিতোষণ নিমিত্ত যে কর্ম্ম কৃত হয়, ভক্তিযোগ এবং জ্ঞান তাহার অধীন, অর্থাৎ, ভগবত্তুষ্টিজনক কর্ম্ম দ্বারা ভক্তি হয়, এবং ভক্তি হইলে জ্ঞান জন্মে।

ভাগঃ ১।৫।৩৪-৩৫।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, এ কর্ম্ম পূর্ব্বপক্ষের আপত্তির বিষয়ভূত কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কাম্য কর্ম্ম নহে। কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হয়, ইহা ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৪৭ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি যদি অচ্যুতভাব বর্জ্জিত হয়, তাহা শোভমান হয় না। যথা :—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।

ভাগঃ ১।৫।১২।

—সর্ব্বোপাধি নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতির নিমিত্ত কল্পিত হয় না। ভাগঃ ১।৫।১২।

পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন। ৩।৪।৬ সূত্রের পোষক ভাগবতের যে ৬।৪।২৭ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহাতে ত স্পষ্টই কথিত আছে যে, ব্রহ্মিষ্ঠ বিশ্বরূপকে দেবগণ উপাধ্যায় পদে বরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ কি ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, তিনি ব্রহ্মবিৎ ছিলেন কি না, সে প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন নাই। তবে ৬।৭।২৯ ও ৬।৭।৩০ শ্লোক দুটির প্রতি প্রণিধান করিলেই তোমার আপত্তির উত্তর পাইবে। বিশ্বরূপ দেবগণের দ্বারা পৌরোহিত্য পদ গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় বলিলেন, হে দেবগণ! যদিও ধর্ম্মশীল ব্যক্তিগণ অধর্ম্মের হেতু বলিয়া পৌরোহিত্য কর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকেন, এবং ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বসিদ্ধ ব্রহ্মতেজের ক্ষয়কারী, তথাপি আপনারা ত্রিলোকের অধীশ্বর, আপনাদের প্রার্থিত বিষয় মাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইবে? ভাগঃ ৬।৭।২৯-৩০।

বিগর্হিতং ধর্ম্মশীলৈর্ব্রহ্মবর্চ্চ উপব্যয়ম্॥ ভাগঃ ৬।৭।২৯।

কথং নু মদ্বিধো নাথা লোকেশৈরভিযাচিতম্।

প্রত্যাখ্যাস্যতি······॥ ভাগঃ ৬।৭।৩০।

অতএব, বিশ্বরূপ নিজেই যখন ঐ প্রকার স্পষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং বাধ্য হইয়া অনিচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

প্রকৃত "ব্রহ্মিষ্ঠ" কি প্রকার, তাহা ভাগবতেই অন্যত্র কথিত আছে, যথা:—

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।

হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ॥ ভাগঃ ৯।৯।৬।

—ভগীরথ গঙ্গাকে বলিতেছেন:—সন্ন্যাসী, সাধু, ব্রহ্মিষ্ঠগণ লোকপাবন। তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গসঙ্গ দ্বারা আপনার (অপবিত্র পাপীগণের সংস্পর্শ জনিত) অপবিত্রতা হরণ করিবেন। তাঁহাদের অন্তরে অর্ঘহারী হরি নিত্য বিরাজমান। অতএব, তাঁহারা পাপনাশনে সমর্থ। ভাগঃ ৯।৯।৬।

লক্ষ্য রাখিও—"ন্যাসিনঃ ও ব্রহ্মিষ্ঠা" এক সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মত্যাগী—এরূপ ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন কেন?

সুতরাং, প্রতিপাদিত হইল যে, ৩।৪।৬ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে "ব্রহ্মিষ্ঠ" পদের অর্থ ব্রহ্মবিৎ নহে, বেদমন্ত্রবিৎ। সুতরাং

উক্ত সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা সুন্দররূপে নিরাকৃত হইল।

[পূর্ব্বপক্ষীয় সমুদায় আপত্তির উত্তর দিয়া সূত্রকার শেষ আপত্তির উত্তর দিতেছেন।]

সূত্র :—৩।৪।১৩।

নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৪।১৩ ॥

ন + অবিশেষাৎ ॥

ন :—না। **অবিশেষাৎ** :—যে হেতু জ্ঞানীকে বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই।

তুমি ঈশাবাস্যোপনিষদের ২ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া আপত্তি করিয়াছ যে, যাবজ্জীবন কর্ম্মের উপদেশ থাকায়, বিদ্যা কর্ম্মেরই অঙ্গ—কর্ম্ম মুখ্য, বিদ্যা গৌণ মাত্র। ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে এমন কোনও নিয়মের নির্দ্দেশ নাই, যাহাতে স্বতন্ত্র সাধনভূত স্বতন্ত্র কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়েই উহার নিয়োগ হইতে পারে। কারণ, কর্ম্মকে বিদ্যার অঙ্গ বলিলেও উহার উপপত্তিতে কোনও প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং, তুমি যখন উক্ত শ্রুতিকে, তোমার অভিপ্রেত "বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ" এই সিদ্ধান্তের পোষকরূপে প্রয়োগ করিয়াছ. আমিও সেইরূপ "কর্ম্ম বিদ্যার অঙ্গ" এই সিদ্ধান্তের পোষকরূপে ব্যবহার করিতে পারি। উহার দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

কৃষ্ণ যজুঃর ১।৫।২ যে মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছ, উহা কর্ম্মের অর্থবাদ বা প্রশংসাবাদ মাত্র। উহা আক্ষরিক অর্থে গৃহীত হইতে পারে না। অর্থবাদ রূপেই গ্রহণীয় এবং তাহাতেই উহার সার্থকতা। অর্থবাদ প্রমাণস্বরূপ গণ্য নহে। অতএব, উহাও তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির হেতু হইতে পারে না।

৩।৪।৩ সূত্রের শিরোদেশে তুমি গীতার ৩।২০ শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছ যে, জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ; তাঁহারা তত্ত্ববিৎ

ছিলেন, অতএব তত্ত্ববিদ্গণেরও কর্ম্ম করণীয়। ইহার প্রকৃত অর্থও তোমার উদ্দেশ্যের পোষক নহে। কারণ, ভগবদুপাসনারূপ কর্ম্ম তত্ত্ববিদ্গণের মৃত্যুকাল পর্য্যন্তও করণীয়। ইহার পোষকে পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১।৫।৩৫ ও ১।৫।১২ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য।

আরও দেখ, ৩।৪।৭ সূত্রের আলোচনায় তুমি ভাগবতের ১০।২৪।১২, ১০।২৪।১৩ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া—উহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ, তাহাও তোমার উদ্দেশ্যের পরিপোষক নহে। কারণ, উহাও তত্ত্ববিদ্গণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে, এমন কোনও বিশেষ উক্তি উহাতে নাই। উহা সাধারণভাবে কর্ম্মের প্রশংসাবাদ মাত্র, এবং সে কারণ অর্থবাদ। উহার প্রামাণ্য বড়ই অল্প।

এই সমুদায় কারণে তোমার সিদ্ধান্ত যে "বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ মাত্র" ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। প্রত্যুত, উহা নিরস্ত করা হইল। অতএব, আমার ৩।৪।১ সূত্রোক্ত সিদ্ধান্তই সমীচীন সিদ্ধান্ত, ইহা সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইল।

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১০।৪ শ্লোক, ও ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৪।৯, ১১।১২।৮, ১১।১২।১৬, ১১।২০।৯ শ্লোকগুলিতে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

[ঈশাবাস্যোপনিষদের ২ মন্ত্রের তুমি যে অর্থ করিয়াছ, উহা প্রকৃত অর্থ নহে, তাহার কারণ বলিতেছি, শুন।]

সূত্র :—৩।৪।১৪

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ৩।৪।১৪ ॥

স্তুতয়ে + অনুমতিঃ + বা ॥

স্তুতয়ে :—বিদ্যার স্তুতির নিমিত্ত। **অনুমতিঃ :**—কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুমতি। **বা :**—অবধারণে।

বিদ্যার স্তুতির জন্যই যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি ঈশাবাস্তোপনিষদের ২ মন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কি প্রকারে? বলিতেছি, শুন। উক্ত উপনিষদের ১ মন্ত্রে **"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্‌…"**—"এই সমস্তই ঈশ্বর ব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে", বলিয়া বিদ্যার উপক্রম থাকায়, এবং ২ মন্ত্রের তোমার উদ্ধৃত অংশের পরেই উক্ত ২ মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণেই, **"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে"**—"যদি তুমি এই প্রকারে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে তোমাতে কোনও কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না, ইহার অন্যথা হয় না", বলায় বিদ্যারই স্তুতি বুঝাইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট নয় কি? তোমার সিদ্ধান্তানুসারে কর্ম্মফলই বিদ্যা, অতএব বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন যে, এই প্রকারে অবস্থিত ব্যক্তিতে কর্ম্ম লিপ্ত হইবে না। সুতরাং কর্ম্মফলও উক্ত প্রকারে অবস্থিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবে না। বিদ্যার এ প্রকার সামর্থ্য। অতএব, বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ নহে, ইহা প্রতিষ্ঠিত হইল।

জগতে কর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকিবার উপায় নাই, কোনও না কোনও প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাই শ্রুতি বিধান দিতেছেন যে, যখন কর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন থাকিবার উপায় নাই, তখন ঐ প্রকারে অবস্থিত হইয়া যাবজ্জীবন নির্ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যাইও। বিশ্বের সমুদায় যখন ঈশময়, এই জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম করিলে তোমার পক্ষে কর্ম্মের বন্ধন নাই, কারণ, তখন কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা তুমি, তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, যে উদ্দেশ্যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, কর্ম্মানুষ্ঠানের উপকরণ প্রভৃতি সমুদায় ব্রহ্মময় বলিয়া জ্ঞান থাকায়, উক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কাম্যকর্ম্ম পর্য্যায়ে পড়িবে না, সুতরাং বন্ধন হইবেই বা কাহার এবং কিরূপে?

এ সম্বন্ধে ভাগবত কি বলিতেছেন, শুন:—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃ কায়বৃত্তিভিঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৭।
সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যায়াত্মমনীষয়া।
পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্ব্বতো মুক্তসংশয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৮।

—যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে উপাসনা করিবে। এইরূপে উপাসক পুরুষের সম্বন্ধে আত্মবুদ্ধিস্থ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশে সকল বস্তু ব্রহ্মাত্মক হয়, পশ্চে তিনি সেই সর্ব্বাত্মকত্ব উপলব্ধি করিয়া মুক্তসংশয় হইয়া সমুদায় হইতে উপরত হয়েন। ভাগঃ ১১।২৯।১৭-১৮।

ইহা হইতে বুঝা গেল যে, সমুদায়ে ব্রহ্মভাব উপলব্ধির পর কর্ম্মানুষ্ঠান করাও যা, না করাও তাই। অর্থাৎ কর্ম্মের বন্ধকত্ব থাকে না, এজন্য শ্রুতি কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুমতি দিয়াছেন। অতএব, বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে, কর্ম্মই বিদ্যার অঙ্গ, এবং বিদ্যা সমুদায় পুরুষার্থপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইহা সিদ্ধ হইল।

[শঙ্কর ও রামানুজ এই সমুদায় সূত্রকে, এবং অধিকন্তু শঙ্কর ৩।৪।১৭ ও রামানুজ ৩।৪।২০ সূত্র পর্য্যন্ত একই অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বলদেব ৩।৪।১ সূত্র প্রথমাধিকরণে, ৩।৪।২ হইতে ৩।৪।৭ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়াধিকরণে, ৩।৪।৮ হইতে ৩।৪।১৪ পর্য্যন্ত তৃতীয়াধিকরণের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ৩।৪।১ হইতে ৩।৪।১৪ পর্য্যন্ত একই বিচারের বিষয় বলিয়া উহাদিগকে একই অধিকরণের অন্তর্ভুক্তরূপে আমরা দেখাইলাম। ৩।৪।১৫ হইতে বলদেবসম্মত বিভিন্ন অধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখান হইল।]

২। কামকারাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য
ন বর্দ্ধতে কর্ম্মণা নো কনীয়ান্"। (বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২৩)

—ব্রাহ্মণের এই মহিমা নিত্য, কর্ম্মের দ্বারা ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। (বৃহঃ ৪।৪।২৩)।

২। "যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্ত এবমেবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যত"। (ছান্দোগ্যঃ ৪।১৪।৩)।

—পদ্মপত্রে যেমন জল সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিতে পাপ সংশ্লিষ্ট হয় না। (ছাঃ ৪।১৪।৩)।

৩। "তদ্ যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে"। (ছান্দোগ্যঃ ৫।২৪।৩)।

—যেমন অগ্নিতে তৃণমুষ্টি বা তুলা নিক্ষেপ মাত্র দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির সমুদায় পাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (ছাঃ ৫।২৪।৩)।

সংশয় :—বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধান্ত করিলে এবং নৈষ্কর্ম্য বিদ্যার ফল, ইহাও বলিয়াছ। তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করেন, তবে কি তাঁহার প্রত্যবায় হইবে না? বিদ্বান্ যদি যথেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মত্যাগ করেন, তবে ত তাঁহার প্রত্যবায় হওয়াই উচিত। নতুবা, শাস্ত্রবিধি নিরর্থক হইয়া যায়। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।১৫।

কামকারেণ চৈকে ॥ ৩।৪।১৫ ॥

কামকারেণ + চ + একে ॥

কামকারেণ :—স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করা। **চ :**—ও। **একে :**— কোনও কোনও বেদশাখীগণ।

বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ম্ম করা শাস্ত্র বিহিত নহে। তবে, লোকসংগ্রহের জন্য তাঁহারা কর্ম্মের গুণদোষ বুদ্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া, এবং ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, ইচ্ছা করিলে কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহার নিষেধও নাই। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগণই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়াই, কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাদের মহিমা বৃদ্ধি, এবং কর্ম্ম না করায় মহিমার হ্রাস হয় না। কর্ম্ম না করিলে যে প্রত্যবায়ের কথা তুমি বলিতেছ, তাহা পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, অথবা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত তৃণমুষ্টি বা তুলার ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়।

• ভাগবত এ সম্বন্ধে বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন :—

শৌচমাচমনং স্নানং ন তু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥ ভাগঃ ১১।১৮।৩৫।

—জ্ঞানীব্যক্তি শাস্ত্রবিধি বলিয়া শৌচ, আচমন, স্নান প্রভৃতির আচরণ করেন না। আমি যেমন লীলাময় ঈশ্বর, ইচ্ছানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করি, তিনিও সেইরূপ লীলাভাবে ইচ্ছানুসারে অনাসক্ত হইয়া শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন। ভাগঃ ১১।১৮।৩৫।

দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে।
গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥ ভাগঃ ১১।৭।৯।

—গুণদোষ বুদ্ধি হইতে অতীত জ্ঞানী ব্যক্তি—বালকের ন্যায় দোষবুদ্ধিতে কর্ম্ম হইতে কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্ত বা গুণবুদ্ধিতে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। বালকের ন্যায় ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।৭।৯।

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১৮।

—হে উদ্ধব! যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি প্রদীপ্ত শিখা দ্বারা কাষ্ঠাদি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্‌বিষয়া ভক্তি সমুদায় পাপরাশি ধ্বংস করিয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১৪।১৮।

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥
ভাগঃ ১০।৩৩।৩৪

—যাঁহার পাদপদ্মের পরাগ সেবনে তৃপ্ত মুনিগণ, যোগপ্রভাবে অখিল কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া, স্বেচ্ছানুসারে আচরণ করেন, কোনও প্রকার বন্ধন প্রাপ্ত হন না, সেই ইচ্ছামাত্রে শরীরধারী ভগবানের আবার বন্ধ কোথায়? ভাগঃ ১০।৩৩।৩৪

অতএব, সুন্দর ভাবে প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবত্তত্ত্বে জ্ঞানী বা ভক্ত শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাচরণ করুন বা না করুন, তাহাতে কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

ভিত্তি:—

১। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

(মুণ্ডকঃ ২।৭)।

—সেই পরাৎপর পুরুষের দর্শনলাভ হইলে, হৃদয়গ্রন্থির ছেদ হয়, সমুদায় সংশয়ের নিরাশ হয়, এবং সমুদায় কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

(মু, ২।৭)।

২। "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(গীতাঃ ৪।৩৮)।

—হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকল ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদায় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। (গী, ৪।৩৮)।

সূত্র:—৩।৪।১৬।

উপমর্দ্দঞ্চ॥ ৩।৪।১৬॥

উপমর্দ্দং + চ॥

উপমর্দ্দং:—কর্ম্মের নাশ। চ:—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণে জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মের ধ্বংস স্পষ্ট উপদিষ্ট হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। সুতরাং, জ্ঞানীর কর্ম্ম না করিলে প্রত্যবায় হয় না। আরও প্রতিপাদিত হইল যে, জ্ঞান বা বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে, পরন্তু উচ্ছেদক।

এই প্রসঙ্গে ১।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৪২৭) উদ্ধৃত ভাগবতের ১।২।২১, ১১।২০।৩০ ও ৩।৪।১৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১৪।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এখানে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, মুণ্ডকশ্রুতির ২।৭ মন্ত্র, গীতার ৪।৩৮, ভাগবতের ১।২।২১ ও ১১।২০।৩০ শ্লোক সমুদায়ে কর্ম্মধ্বংসের বিষয় উক্ত আছে। তবে কি প্রারব্ধ কর্ম্মও অন্যান্য কর্ম্মের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত

হইবে? সম্ভবতঃ প্রারব্ধও ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কেননা প্রারব্ধ সম্বন্ধে কোনও বিশেষের উল্লেখ নাই।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এইঃ—প্রারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে সূত্রকার ৪।১।১৫ সূত্রে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবেন। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, জ্ঞানের সমুদায় কর্ম্মধ্বংসের শক্তি আছে এবং প্রারব্ধ কর্ম্মও সেই "সমুদায় কর্ম্মের" অন্তর্ভুক্ত। তবে, জ্ঞানী ভগবদিচ্ছার অনুবর্ত্তনে অগ্নিদগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করেন। কোনও বস্ত্র অগ্নিদগ্ধ হইলে, ভস্মসাৎ হইবার পূর্ব্বাবস্থায় উহার আকার, সূত্রসংস্থান প্রভৃতি পূর্ব্বতন বস্ত্রের আকারে বর্ত্তমান থাকিলেও, উহার দ্বারা শীতনিবারণাদি বস্ত্রের কর্ম্মসম্পাদিত হয় না, সামান্য স্পর্শে উহা নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ প্রারব্ধ দগ্ধ হইয়াও আকারমাত্রে জ্ঞানীর অনুগমন করে এবং জ্ঞানী ইচ্ছা করিয়াই উহার ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায়, উক্ত ভোগ সুখ দুঃখের কারণ নহে।

ভিত্তি :—

১। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চপাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনংচ মৌনং চনির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব"।

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৫।১)।

—সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া বালকের ন্যায় নিরভিমান থাকিবেন। তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি বা মননশীল হইবেন। শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মেতেই তন্ময় হইবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার অবলম্বন করিবেন? যেরূপ আচারই অবলম্বন করুন, তিনি ঐরূপই থাকেন—অর্থাৎ বিত্তৈষণাদি বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (বৃহ, ৩।৫।১)।

২। "সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্‌বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্"॥

(গীতাঃ ৩।২৫)।

—অজ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম্ম করেন, আত্মতত্ত্ববিৎ কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবেন।

(গী, ৩।২৫)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রে আত্মতত্ত্ববিদের পক্ষে কর্ম্ম করা বা না করা, তাঁহার ইচ্ছাধীন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পরন্তু, উহার অভিপ্রায় মনে হয়, উক্ত ব্যক্তি যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার কোনও প্রকার পাপ বা প্রত্যবায় স্পর্শ করে না। আবার গীতায় উক্ত ব্যক্তির অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করণেরও উপদেশ রহিয়াছে। গীতা ত সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তি, ইহা তোমরা বলিয়া থাক। অতএব, ইহার সমাধান কি? ইহার সমাধানের জন্য সূত্র :—

সূত্র :—৩।৪।১৭।

ঊর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি॥ ভাগঃ ৩।৪।১৭॥

ঊর্দ্ধরেতঃসু + চ + শব্দে + হি॥

উর্দ্ধরেতঃসু ঃ—পরিনিষ্ঠিত জনগণের মধ্যে উর্দ্ধরেতাঃ (আকুমার ব্রহ্মচারী) যতিগণের। **চ ঃ**—ও। **শব্দে ঃ**—শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণে। **হি ঃ**—নিশ্চয়ে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত মন্ত্রে আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের কামাচার উক্ত হইয়াছে এবং উহাতে তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তাহাও কথিত হইয়াছে। আবার গীতায় ৩।২৫ মন্ত্রে উঁহাদের লোকসংগ্রহের জন্য অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ আছে। অতএব, ইহার সমাধান এই যে, যে সমুদায় আত্মতত্ত্ববিৎ সংসারী অথবা, সংসারাশ্রমীগণের সংস্পর্শে থাকেন, তাঁহাদের গীতার উপদেশ অনুসারে লোক সংগ্রহের জন্য অনাসক্তভাবে কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। আর, যে সমুদায় আত্মতত্ত্ববিৎ উর্দ্ধরেতাঃ, সন্ন্যাসী, সংসারাশ্রমের বহির্ভূত, তাঁহারা কামাচারী হইতে পারেন, কেন না, সংসারী মানবের সংস্পর্শে তাঁহারা বিশেষ আসেন না, এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা সংসারীর পক্ষে সহজও নহে। অতএব, শ্রুতির উপদেশ, উক্ত প্রকার উর্দ্ধরেতাঃ সন্ন্যাসীগণের সম্বন্ধে, ইহা বুঝিতে হইবে। এই শ্রুতির দ্বারা বিদ্যার স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা বর্ণিত হইল, বুঝিতে হইবে। আরও প্রতিপাদিত হইল যে, বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ নহে, যদি অঙ্গ হইত বা অন্য কথায় কর্ম্ম মুখ্য ও বিদ্যা গৌণ হইত, তাহা হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তির ইচ্ছামত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের ও অননুষ্ঠানের উপদেশ শ্রুতিতে থাকা সম্ভব ও সঙ্গত হইত না।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্‌ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ ভাগঃ ১১।১৮।২৭।
বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেতুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ॥ ভাগঃ ১১।১৮।২৮।
বেদবাদরতো ন স্যান্নপাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ॥ ভাগঃ ১১।১৮।২৯।

—যে ব্যক্তি বর্হির্বিষয়ে বিরক্তি ও মুমুক্ষা বশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হয়েন বা মোক্ষ বিষয়ে অপেক্ষা না করিয়া মদ্‌ভক্ত হয়েন, তিনি ত্রিদণ্ডাদিসহ আশ্রম ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রের শাসন অতিক্রম করিয়া বিচরণ করিবেন। বিবেকবান্ হইলেও, বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া

ক্রীড়া করিবেন, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় কলানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার করিবেন। বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় লোকরঞ্জন কামনাভাবে কার্য্য করিবেন, এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও অনিয়তাচারে বিচরণ করিবেন। কর্ম্মকাণ্ডব্যাখ্যানাদিনিষ্ঠ বেদবাদে রত হইবেন না, শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবেন না, কেবল তর্কে নির্ভর করিবেন না এবং গোষ্ঠীমধ্যে নিষ্প্রয়োজন বাদবিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, তাহার কোনও পক্ষ আশ্রয় করিবেন না। ভাগঃ ১১।১৮।২৭-২৮-২৯।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৬।

—প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বর যে আমি, আমার একান্ত ভক্ত, সমচিত্ত, সাধুব্যক্তিদিগের বিধি ও নিষেধোৎপন্ন পুণ্য পাপাদি সম্ভব হয় না।

ভাগঃ ১১।২০।৩৬।

জৈমিনি আচার্য্য পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ রূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন। জৈমিনি বলিতেছেন যে, তুমি (সূত্রকার) 'কামাচার' অর্থ যাহা করিলে, তাহা প্রকৃত অর্থ নহে। শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ববিদ্গণের সম্বন্ধেও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান আছে। ৩।৪।৭ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ঈশাবাস্যোপনিষদের ২ মন্ত্রই তাহার প্রমাণ। শ্রুতি কর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দাও করিয়াছেন—উক্ত সূত্রেরই শিরোদেশে উদ্ধৃত কৃষ্ণ যজুঃর ১।৫।২ মন্ত্রাংশ তাহার প্রমাণ। তুমি এমন কোনও শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতে পারিবে না, যাহাতে প্রত্যক্ষতঃ কর্ম্মত্যাগের উপদেশ আছে। পরোক্ষ ভাবে শ্রুতি উক্ত উপদেশ দিয়াছেন বলিলে চলিবে না। যখন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান প্রত্যক্ষভাবেই রহিয়াছে, এবং অননুষ্ঠানের জন্য নিন্দাও প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছে, তখন কর্ম্মত্যাগই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে শ্রুতি প্রত্যক্ষ ভাবেই বলিতেন যে, আত্মতত্ত্ববিদের কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই—এবং অননুষ্ঠান বিধিমুখেই উপদিষ্ট হইত। তবে যে পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছ, উহাতে 'কামাচার' অর্থ-"অচোদনা"—অর্থাৎ বিদ্বান্‌ব্যক্তির নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান ইতর ব্যক্তিগণের ন্যায় যথাসময়ে একান্ত কর্ত্তব্য নহে। যেমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে প্রাতঃকালেই প্রাতঃসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য; আত্মতত্ত্ববিদ্গণের পক্ষে উহা কর্ত্তব্য বটে, তবে তিনি ইচ্ছা করিলে উহা

প্রাতঃকালেই না করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে অন্য সময়ে করিতে পারেন। অতএব, অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ উক্ত শ্রুতির অর্থ নহে। এই পূর্ব্বপক্ষীয় আপত্তি সূত্রাকারে উত্থাপিত হইতেছে :—

সূত্র :—৩।৪।১৮।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনাচ্চাপবদতি হি ॥ ৩।৪।১৮ ॥ (রামানুজ)।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ৩।৪।১৮ ॥

(শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব)।

পরামর্শং + জৈমিনিঃ + অচোদনাৎ বা, অচোদনা + চ +

অপবদতি + হি ॥

পরামর্শং :—আত্মতত্ত্ববিদের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান। **জৈমিনিঃ :**—জৈমিনি আচার্য্য বলেন। **অচোদনাৎ** বা **অচোদনা :**—বিধির অভাব হেতু বা, বিধির অভাব—অর্থাৎ আত্মতত্ত্ববিদের কর্ম্মত্যাগ করিবার বিধির অভাব হেতু, বা উক্ত বিধির অভাব। **অপবদতিঃ**—শ্রুতি নিন্দা করেন। **হি ঃ**—নিশ্চয়।

জৈমিনি আচার্য্য বলেন যে, ঈশাবাস্য উপনিষদের ২ মন্ত্রের বলে, আত্মতত্ত্ব-বিদের পক্ষেও কর্ম্মের বিধান রহিয়াছে। কর্ম্ম পরিত্যাগের বিধান প্রত্যক্ষতঃ কোনও শ্রুতিতে নাই, এবং শ্রুতি কর্ম্মত্যাগের নিন্দাও করিয়াছেন ; কৃষ্ণ যজুঃ ১।৫।২ মন্ত্রাংশ উহার প্রমাণ। অতএব তোমার সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। এখানে "কর্ম্ম" অর্থে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। উহাদের মধ্যে ইচ্ছামত কোনটি করিবে, কোনটি করিবে না, ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নহে। তত্ত্ববিদ্‌ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামত ও আপন সুবিধামত বিহিত সমুদায় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই "কামাচারের" অর্থ।

কর্ম্মত্যাগের শ্রুতি যাহা আছে, তাহা অন্ধ, পঙ্গু, প্রভৃতি অশক্তের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। শারীরিক বিকলতা প্রযুক্ত তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠানে অশক্ত বিধায়, তাহাদের পক্ষেই অননুষ্ঠান বিধি শাস্ত্র করিয়াছেন। **অতএব, সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মবিৎ বিদ্বানও সমুদায় শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তবে ইতর ব্যক্তিগণের ন্যায়—ঠিক শ্রুতি বা স্মৃতি সম্মত বিধান মত অনুষ্ঠান না করিয়া যে কোনও প্রকারে করিতে পারেন। "কেন স্যাদ্, যেন স্যাৎ তেনেদৃশঃ" (বৃহ, ৩।৫।১), শ্রুতির ইহাই তাৎপর্য্য।**

ইহার পোষক ভাগবত শ্লোক অনুসন্ধান নিরর্থক।

ইহার উত্তরে সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ নিজ মত স্থাপন করিতেছেন। তাঁহার মতে আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ যেরূপ আচারই অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—অর্থাৎ, বিহিত আচার অনুষ্ঠান করিলে, তজ্জনিত পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা তাঁহাদের মহিমার বৃদ্ধি বা অনুষ্ঠান না করিলে বা নিষিদ্ধাচার অনুষ্ঠান করিলে, পাপকর্ম্মের দ্বারা মহিমার হ্রাস হয় না। নিজ ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান করিতেও পারেন বা না করিতেও পারেন, অথবা কতকগুলির অনুষ্ঠান করিতে পারেন, অবশিষ্টগুলির অনুষ্ঠান না করিতেও পারেন, তাহাতে তাঁহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠ ভাবের ব্যত্যয় হয় না।

ভিত্তি :—

১। ৩।৪।১৭ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র।

(বৃহদারণ্যকঃ ৩।৫।১)

২। ৩।৪।১৫ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র।

(বৃহদারণ্যকঃ ৪।৪।২০),

(ছান্দোগ্যঃ ৪।১৪।১৩ ও ৫।২৪।৩)

সূত্র :—৩।৪।১৯।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ৩।৪।১৯ ॥

অনুষ্ঠেয়ং + বাদরায়ণঃ + সাম্যশ্রুতেঃ ॥

অনুষ্ঠেয়ং :—ইচ্ছামত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। **বাদরায়ণঃ :**—আচার্য্য সূত্রকার বাদরায়ণ। **সাম্যশ্রুতেঃ :**—সাম্যশ্রুতি হেতু; শ্রুতিতে অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠান সাম্য শ্রবণ হেতু।

শ্রুতিতে আত্মতত্ত্ববিদের পক্ষে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অননুষ্ঠানের সাম্য শ্রবণহেতু, ভগবান্ সূত্রকারের সিদ্ধান্ত এই যে, "কামাচার" অর্থ ইচ্ছামত আচরণ করা বা না করা। অতএব, জৈমিনি আচার্য্যের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে। ৩।৪।১৫ ও ৩।৪।১৭ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগণই তাহার প্রমাণ।

জৈমিনি আচার্য্য আরও যে বলেন, শ্রুতিতে প্রত্যক্ষতঃ আত্মতত্ত্ববিদের পক্ষে কর্ম্ম অননুষ্ঠানের বিধান নাই, যে সকল শ্রুতি সিদ্ধান্তবাদী প্রমাণ স্বরূপে

উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহারা আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রশংসাবাদ মাত্র। নতুবা, বিহিত কর্ম্মের সম্পূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠানকারীর সহিত, পাক্ষিক অনুষ্ঠাতার অথবা অননুষ্ঠাতার সাম্য কি প্রকারে হইতে পারে? এবং অননুষ্ঠান বিকলাঙ্গ অন্ধ, পঙ্গু, বধির প্রভৃতির পক্ষেই বিধি। জৈমিনি আচার্য্যের এই সমুদায় আপত্তির উত্তর ক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে। শ্রুতিতে যাবজ্জীবন কর্ম্মের বিধান (ঈশ, ২) সাধারণতঃ অবিদ্বানের পক্ষে, এবং কর্ম্ম পরিত্যাগের নিন্দা (কৃষ্ণ যজুঃ ১।৫।২) ও তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই। ব্রহ্মবিদগণের সম্বন্ধে উহারা প্রযোজ্য নহে। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন, **"ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"**, (মুণ্ডক, ৩।২।৯), "ব্রহ্ম-বিৎ ব্রহ্মই হন"। অবশ্যই ইহা হইতে ইহা বুঝায় না যে, ব্রহ্মবিৎ—জগৎকারণ, সৃষ্টি স্থিতিলয় কর্ত্তা ব্রহ্মই হইয়া যান; কারণ, ইহা **"জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং..."** ৪।৪।১৭ সূত্রে সূত্রকারই প্রতিষেধ করিবেন। তবে, তাঁহার "ব্রহ্মভাবাপত্তি", হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার দ্বৈতভাব বর্ত্তমান থাকে না। সমস্তই "ব্রহ্মাত্মক" ব্রহ্ম ভিন্ন বস্তু মাত্র নাই, এইজ্ঞান তাঁহার অপরোক্ষভাবে হইয়া থাকে। সুতরাং, তিনি আর কি জন্য কর্ম্ম করিবেন? কর্ম্ম দ্বৈতাপেক্ষা করে, ইহা পূর্ব্বে বহুবার বলা হইয়াছে। দ্বৈত না থাকিলে কর্ম্ম থাকিতে পারে না। ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৩।৫০ শ্লোক হইতে আমরা স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে—কর্ম্মের বিদ্যমানতার মূলে—জড়ের সহিত চিতের মিলন অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাভিমান। যে বিদ্বানের ব্রহ্মভাবাপত্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে সবই ব্রহ্মময় হওয়ায়—জড়চিতের ভেদ—বা দেহাদিতে আত্মাভিমান, তাঁহার থাকে না, সুতরাং কর্ম্মের বিদ্যমানতা তাঁহার কাছে নাই। যাহার বিদ্যমানতাই নাই, তাহার অনুষ্ঠান হইবে কিরূপে? আরও দেখ কর্ম্মের সহিত কর্ত্তার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। আত্মতত্ত্ববিদের কর্তৃত্ব বুদ্ধি না থাকায়, তাঁহার কোনও কর্ম্মও নাই। লৌকিক দেখা যায় যে—কর্ম্ম করণে কোনও না কোনও উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত থাকে। নিম্নাধিকারী কর্ম্মকর্ত্তা স্বর্গাদি লোক ভোগের উদ্দেশ্য লইয়া কর্ম্ম করেন, মধ্যাধি-কারী উচ্চতর লোকাদি যথা মহঃ, জন, তপঃ, সত্য লোকাদি বা মোক্ষ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করেন। উচ্চাধিকারী কোনও ইতর ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবত প্রীতির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যাঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্ প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের ত সর্ব্বার্থসিদ্ধিই হইয়াছে। সুতরাং, তাঁহাদের কোনও প্রকার উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। তাঁহাদের ইচ্ছা সাক্ষাৎ ভগবদিচ্ছারই প্রতিস্পন্দন। ভগবানের যেমন কর্ত্তব্য কোনও কর্ম্ম নাই,

তিনি আত্মরাম, আপ্তকাম, নিজলাভপূর্ণ—ভগবদ্ভাবপ্রাপ্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞগণও সেইরূপ উক্ত ভগবদ্গুণে ভূষিত। তাঁহাদের সুহৃদ, শত্রু, স্ব, পর নাই। সকলেই সম। সুতরাং ভগবানের ন্যায়, তাঁহাদেরও কোনও করণীয় কর্ম্ম নাই। প্রারব্ধানুসারে ভগবদইচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়া থাকিলেও, সেই জীবন্মুক্তগণ কেবল লোকসংগ্রহের জন্য ইচ্ছামতই কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, এবং তাহাও শ্রীভগবানের ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হইয়াই করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের আর পৃথক্ ইচ্ছাই নাই। ভগবানের ইচ্ছাই তাঁহাদের ইচ্ছা। ভগবান্ই এই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষের ভার গ্রহণ করেন। যদি তাঁহারা কোনও গর্হিত কর্ম্মও করিয়া বসেন, তাহা ভগবদিচ্ছাতেই সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চদশ (১৫) অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সনৎ কুমারাদি আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ ভগবানের পার্ষদ জয় বিজয়কে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ইহা ভগবানের ইচ্ছা বশতঃই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহা শ্রীমদ্ভাগবত ভগবানের মুখ হইতেই ঘোষণা করিয়াছেন :—

" ···যো বঃ শাপো মৈয়ব নিমিতস্তদবৈত বিপ্রাঃ" ॥

ভাগঃ ৩।১৬।২৬

—হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদের প্রদত্ত ঐ শাপ আমার দ্বারাই নির্ম্মিত জানিবে। ভাগঃ ৩।১৬।২৬।

অতএব, বুঝা গেল যে, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত তত্ত্ববিদ্গণ তড়িৎ শক্তি পরিচালক তারের ন্যায়, শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনের সর্ব্বোত্তম যন্ত্র। উহাদের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা স্বর্গমর্ত্ত্যাদি সমুদায় লোকে পরিচালিত হয়। অতএব, উহাদের কর্ম্ম আবার কি থাকিবে? ভগবানের ইচ্ছাশক্তি পরিচালনাই উহাদের একমাত্র কর্ম্ম, এবং তাহা সম্পাদন করিতে শাস্ত্রের বিধিনিষেধের অপেক্ষা নাই। ভগবানের ইচ্ছাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু উহা পরোক্ষভাবে। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞগণ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সহিত ভাবের আদান প্রদান করেন, সুতরাং তাঁহাদের কর্ম্ম সাক্ষাৎভাবে ভগবদিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া, শাস্ত্রবিধির অপেক্ষা তাঁহারা করেন না এবং তাঁহাদের করিবার প্রয়োজনও নাই। ভগবানের ইচ্ছাতেই কোনও বিধি পালন করেন, এবং কোনটি নাও করিতে পারেন। ইহাতে তাঁহাদের দোষগুণ স্পর্শে না। **অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, জৈমিনি আচার্য্যের মত সমীচীন নহে।**

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।১ সূত্রে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৫।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহা

হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ প্রভৃতি কোনও ঋণই থাকে না, তাঁহারা স্বতন্ত্র, কাহারও কিঙ্কর নহেন। যদি প্রমাদ বশতঃ বা প্রারব্ধভোগ হেতু যদি তাঁহাদের কোন বিকর্ম সংঘটিত হয়, ভগবানের বিধানে তজ্জন্য তাঁহারা দোষভাগী হয়েন না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত বড়ই সুস্পষ্ট :—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং

ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।

সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং

গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥

ভাগঃ ১১।৫।৩৭।

—ইহার অর্থ ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকার সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগী, ভগবানের একান্ত শরণাগত ভক্ত যদি কখনওকোনও নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়বিহারী শ্রীহরিই তাঁহার নিষিদ্ধ কর্ম্মজনিত দোষ নাশ করেন। ভাগঃ ১১।৫।৩৮।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য

ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎ পতিতং কথঞ্চিদ্

ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ভাগঃ ১১।৫।৩৮

অবিদ্বান্ জন্তু সদৃশ, জড়বুদ্ধি ব্যক্তি কোনও কিছু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাতে বিকৃত হয়, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও, সুখানুভব দ্বারা তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিয়া, সেই কর্ম্মে-লিপ্ত হন না। তিনি স্থিতি, উপবেশন, গমন, শয়ন, মূত্রত্যাগ, অন্নভোজন বা অন্য কোনও স্বাভাবিক কার্য্যই করুন, তিনি আর দেহের প্রতি দৃষ্টি করেন না।

ভাগঃ ১১।২৮।৩১-৩২।

করোতি কর্ম্ম ক্রিয়তে চ জন্তুঃ

কেনাপ্যসৌ চোদিত আ নিপাতাৎ।

ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি

নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩১।

তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ ॥ ভাগঃ ১১।২৮।৩২।

দেহের প্রতি কোনও প্রকার দৃষ্টি না করা সম্ভব হয় কেন? না—তাঁহার মতি সর্ব্বদা "আত্মস্থ"—আত্মাতেই বা পরমাত্মা অথবা ভগবানেই অবস্থিত। তিনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং, স্বভাবানুগত কার্য্য করিয়াও, তাঁহার সে সম্বন্ধে কোনও প্রকার জ্ঞানই থাকে না। সুতরাং উহা না করারই সমান। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মেও সেই প্রকার জ্ঞানাভাব। উহার অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান, বা অংশতঃ অনুষ্ঠান, অথবা অংশতঃ অননুষ্ঠান—সমুদায় তাঁহার কাছে সমান।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, জৈমিনি আচার্য্যের সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে।

আরও দেখ, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব-মানশুঃ"। (নারায়ণোপনিষৎ ১২।৩)—"কর্ম্ম, পুত্র, ধন বা ত্যাগে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় না"—এই যে শ্রুতি আছে, ইহা বিকলাঙ্গের পক্ষে নহে। ইহা সকলের প্রতি প্রযোজ্য। উহারা কেহই মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন নহে বলিয়া সকলের পক্ষেই পরিত্যজ্য। উহাতে "কর্ম্মণা" স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং, কর্ম্ম পরিত্যজ্য ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল।

গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টোস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ (গীতা, ৩।১৭)।

—যে ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনও করণীয় কার্য্য নাই। (গী, ৩।১৭)।

এই সকল কারণে জৈমিনি আচার্য্যের আপত্তি সঙ্গত নহে।

ভিত্তি :—

৩।৪।১৭ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্র।

সূত্র :—৩।৪।২০।

বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ৩।৪।২০ ॥

বিধিঃ + বা + ধারণবৎ ॥

বিধিঃ :—শাস্ত্রোক্ত বিধি বা নিয়ম। **বা :**—অবধারণে। **ধারণবৎ :**—বেদধারণ বৎ।

শাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের উপনয়ন সংস্কারের পর বেদধারণ বা বেদাধ্যয়ন বিধি আছে, সেইরূপ স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠান বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রের বলে জ্ঞানীগণের পক্ষেই বিহিত, অন্যের পক্ষে নহে।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলেন :—

শৌচমাচমনং স্নানং নতু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ ॥ ভাগঃ ১১।১৮।৩৫।

—ইহার অর্থ ৩।৪।১৫ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

এ প্রসঙ্গে ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ১১।১০।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের মধ্যে বৈলক্ষণ্য ভাগবতের পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, যথা :—

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥ ভাগঃ ১১।১১।১০।
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্ ॥ ভাগঃ ১১।১১।১১।
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ ॥ ভাগঃ ১১।১১।১২।

—অজ্ঞানী লোক ইন্দ্রিয় জনিত কর্ম্ম দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মলব্ধ এই শরীরে বর্ত্তমান হইয়া, তাহাতেই আমি কর্ত্তা—এই বুদ্ধিতে অহঙ্কারে বদ্ধ হয়। কিন্তু বিরক্ত

বিদ্বান্ ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, গমন, স্নান, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন শ্রবণাদি বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণকে ভোগ করাইয়া, অজ্ঞানীর ন্যায় বদ্ধ হয়েন না। যেমন আকাশ সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান থাকিয়াও কোনও বিশেষ স্থানে বদ্ধ হয় না, যেমন সূর্য্য নানা পাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া, এবং বায়ু সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়াও, বদ্ধ বা আসক্ত হয় না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হইয়াও তাহাতে আসক্ত হয়েন না।

ভাগঃ ১১।১১।১০-১১-১২।

বিদ্বান্ ব্যক্তিতে এই প্রকার বিশেষ গুণ থাকায়, যে সমুদায় বিধি অবিদ্বান্ দিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহারা বিদ্বান্ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ দ্বৈত প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত অবিদ্বান্ গণের প্রতি প্রযোজ্য এবং অবিদ্বান্‌কে বিদ্যালাভের উপায় নির্দ্দেশে উহাদের সার্থকতা। যাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়া অদ্বৈততত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে দ্বৈত বর্ত্তমান না থাকায়, বিধি বা নিষেধ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। অদ্বৈত তত্ত্বে বিধি-নিষেধ কিছুই বর্ত্তমান নাই, থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্র আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসাবাদ মাত্র, সুতরাং উহা বিধি হইতে পারে না। অতএব, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সাধারণ বিধি অনুসারে যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ইহাই উক্ত শ্রুতির অভিপ্রায়। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন। সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া, পর অংশে সমাধান করিয়াছেন।

সূত্র :—৩।৪।২১।

স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ, নাপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৩।৪।২১ ॥

স্তুতিমাত্রম্ + উপাদানাৎ + ইতি + চেৎ + ন + অপূর্ব্বত্বাৎ ॥

স্তুতিমাত্রম্ :—অর্থবাদ বা প্রশংসাবাদ মাত্র। **উপাদানাৎ** :—হেতু প্রযুক্ত বা বিধান প্রযুক্ত। **ইতি** :—ইহা। **চেৎ** :—যদি বল। **ন** :—না। **অপূর্ব্বত্বাৎ** :—অপূর্ব্ব বিধি হেতু।

যদি পুনরায় আপত্তি কর যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদের পক্ষে কামাচার সম্বন্ধে উক্তি প্রশংসাবাদ মাত্র, উহা বিধি নহে, এবং সে কারণ ব্রহ্মবিদ্‌গণেরও যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়, তাহার উত্তরে বলিব, না; কেননা উহা অর্থাৎ কামাচারত্ব অপূর্ব্ব বিধি। দেখ, বিধি প্রধানতঃ তিন প্রকার—অপূর্ব্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যা বিধি। ইহাদের মধ্যে অপূর্ব্ববিধি সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্। লোকের যে কার্য্য করিতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না, যে বিধি দ্বারা তাহার কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হয়, তাহাই অপূর্ব্ব বিধি। যেমন সন্ধ্যাদি কর্ম্মে লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু শাস্ত্রে আছে "**অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত**"—এই বিধি হেতু লোকে প্রতিদিন সন্ধ্যাদি করিয়া থাকে; ইহা অপূর্ব্ব বিধি। যে কার্য্যে সাধারণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, যে বিধির দ্বারা উক্ত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ হয়, তাহা নিয়ম বিধি, যেমন "**ঋতৌ ভার্য্যামুপেয়াৎ**"—লোকের সাধারণ প্রবৃত্তি, যে কোনও সময়ে স্ত্রীসঙ্গম—সেই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য উক্ত বিধি—এ কারণ উহা নিয়ম বিধি। আর যেখানে কোনও একান্ত কর্ত্তব্যতা উপদেশ দেওয়া হয় না, প্রবৃত্তি হইলে সে প্রবৃত্তি সংযমের জন্য অন্য নিবৃত্তিপর উপদেশ দেওয়া হয়, তাহা পরিসংখ্যা বিধি—যেমন "**পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ**", অর্থাৎ পঞ্চনখ বিশিষ্ট পাঁচ প্রকার প্রাণীই ভক্ষ্য, অন্য প্রাণী নহে। এখানে ভক্ষণ করিবার বিধি দেওয়া হইল না, অর্থাৎ, সকলকেই যে ভক্ষণ করিতে হইবে তাহা নয়; তবে যাহাদের মাংসভক্ষণে প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের যথেচ্ছ জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য এই উপদেশ। উহা পরিসংখ্যা। এই তিন প্রকার বিধির মধ্যে অপূর্ব্ব বিধি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। তাহার পর নিয়ম বিধি; সর্ব্বশেষ পরিসংখ্যা, উহার বল সর্ব্বাপেক্ষা কম।

এখানে দেখ, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্র জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে কথিত কামাচার, অপূর্ব্ব বিধি—ইহা পূর্ব্বে আর কোথাও কথিত হয় নাই; কর্ম্মানুষ্ঠানেই সাধারণ লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নহে—এই বিধি তাহাই বিধান করিতেছে—এজন্য উহা "**অপূর্ব্ব**" বিধি—প্রশংসাবাদ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা বলবান বিধিই।

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।১৯ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৫।৩৭ ও ১১।৫।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রুতি :—

১। "প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥" (মুণ্ডক, ৩।১।৪)।

—যিনি সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বর, তিনিই প্রাণের প্রাণ স্বরূপ, এবম্ভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, সেই ঈশ্বরবিৎ পুরুষ অতিবাদী হন না। পরন্তু, তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন, জ্ঞানধ্যানাদি ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
(মুঃ ৩।১।৪)।

২। "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি"॥ (ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২)।

—সেই উপাসক এই প্রকার দর্শন, এই প্রকার মনন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) করিয়া, আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হন, এবং স্ব স্বরূপে প্রকাশমান—স্বরাট্—হন, এবং সমস্তলোকে তাঁহার কামাচার হয়। (ছাঃ ৭।২৫।২)।

সূত্র :—৩।৪।২২।

ভাবশব্দাচ্চ॥ ৩।৪।২২॥
ভাবশব্দাৎ + চ।

ভাবশব্দাৎ :—আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ প্রভৃতি ভাব, রতি, প্রেম প্রভৃতি বাচক শব্দ হইতে। **চ** :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৪ ও ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।২৫।২ মন্ত্র হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মরত পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীগণ ভগবদ্‌প্রেমে এবং তজ্জনিত আত্মানন্দে বিভোর; তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের অবসর কোথায়? ভাব, রতি, প্রেম প্রভৃতি এক পর্য্যায় ভুক্ত। তাঁহারা ভগবদ্‌ভাবেই

আত্মহারা। তবে লোকসংগ্রহের জন্য ভগবদিচ্ছানুসারেই কিঞ্চিৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন মাত্র। অতএব, ব্রহ্মবিদ্যা স্বতন্ত্র, স্বাধীন—কর্ম্মলভ্য বা কর্ম্মবশ্য নহে।

ভগবৎ প্রেমে ভক্তের কি অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

তানাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ভাগঃ ১১।১২।১১।

—ভগবান্ বলিতেছেন :—যেমন সমাধিকালে মুনিগণ সমুদ্র জলে প্রবিষ্ট নদীর ন্যায় নামরূপাদি হারাইয়া ফেলেন, কিছুরই জ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ আমাতে আসক্তি বশতঃ বদ্ধহৃদয় (গোপীগণ) স্বীয় দেহ, ইহলোক, পরলোক কিছুই জানিতে পারিত না—আমাতেই তাহারা প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভাগঃ ১১।১২।১১।

ভগবৎপ্রেমে যখন ইহ পরলোকের জ্ঞান থাকে না, তখন কে কর্ম্ম করিবে এবং কেনই বা করিবে? কর্ম্মকরণ বিধি উহাদের জন্য নহে। ভাগবত পুনরায় বলিতেছেন যে, উহাদের বাহ্যজ্ঞানও থাকে না, প্রেমে বিভোর হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

বাগ্‌ গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি কচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতি চ
মদ্‌ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥
ভাগঃ ১১।১৪।২৩।

—আমার কথা শ্রবণে যাহার বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, কখনও রোদন, কখনও হাস্য, কখনও লজ্জাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করে ও নৃত্য করে, এরূপ মদ্‌ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ত্রিজগৎ পবিত্র করেন। ভাগঃ ১১।১৪।২৩।

তাঁহাদের কর্ম্ম করণের কি কোনও অপেক্ষা থাকে? চিত্তমল ক্ষালনেই কর্ম্মের উপযোগিতা, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য কি উহা প্রয়োজন? ভাগবত ইহার উত্তর দিতেছেন :—

যথাগ্নিনা হেম মলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মাচ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্‌ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥

ভাগঃ ১১।১৪।২৪।

—যেমন স্বুবর্ণ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া অন্তর্মল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় শুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগ দ্বারাই আত্মা কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে আমাকেই ভজনা করে। ভাগঃ ১১।১৪।২৪।

ভগবদ্ ভক্তিতে কর্ম্মবাসনা পর্য্যন্ত থাকে না। কর্ম্মাশয়ই ধ্বংস হইয়া যায়। স্বুতরাং, কর্ম্ম কি প্রকারে করিবে এবং কেই বা করিবে? স্বুতরাং, পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানীগণের পক্ষে কর্ম্ম একান্ত করণীয় নহে, ইহা স্বুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হইল।

৩। পারিপ্লবাধিকরণ ॥

[শঙ্কর ও রামানুজ এই সূত্রে একটি নূতন অধিকরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। বলদেব ইহা পূর্ব্ব অধিকরণের অন্তর্ভুক্তরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই সূত্র একটি নূতন বিষয় উত্থাপন করিতেছে বলিয়া, আমরা শঙ্কর ও রামানুজ সম্মত পৃথক অধিকরণ স্বীকার করিলাম।]

ভিত্তি :—

১। "অথ হ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ…" ॥ (বৃহঃ ৪।৫।১)

—যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুইজন স্ত্রী ছিলেন। (বৃহ, ৪।৫।১)

২। "ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।" (তৈত্তি, ৩।১)।

বরুণের পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের সমীপে গমন করিয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করান। (তৈত্তি, ৩।১)।

৩। "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম" ॥ (কৌষীতকি, ৩।১)

—দিবোদাস নন্দন প্রতর্দ্দন ইন্দ্রের প্রিয়ধামে উপস্থিত হইলেন। (কৌষী, ৩।১)

৪। "জানশ্রুতির্হ পৌত্রায়ণঃ শ্রদ্ধাদেয়ো বহুদায়ী বহুপাক্য আস" ॥ (ছান্দোগ্য, ৪।১।১)।

—পৌত্রায়ণ জানশ্রুতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দানশীল, বহুদাতা ও বহুপাক্য (যিনি অতিথি ভোজনের জন্য বহু অন্ন পাক করাইতেন) ছিলেন। (ছা, ৪।১।১)

সংশয় :—দেখ, শিরোদেশে যে কয়টি শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, উহারা উপাখ্যান মাত্র। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত

অশ্বমেধাদি যজ্ঞে অবসর সময়ে সময়ক্ষেপের জন্য যেমন পরিপ্লব রূপে উপাখ্যান কথনের উপদেশ আছে, জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেও ঐ প্রকার সময়ক্ষেপের জন্য পরিপ্লব রূপে উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত উপাখ্যান সমূহে যেমন কথনের গৌরবের জন্য শব্দাড়ম্বরই বেশী—অর্থ গৌরব অল্প, সেইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষদাদিতে কথিত উপাখ্যানের অর্থগৌরব মুখ্য নহে, উহাও শব্দাড়ম্বর মাত্র, ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশক নহে। সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডের ও কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। অতএব, ব্রহ্মবিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব প্রত্যাখ্যান কি প্রকারে করিবে?

এই সংশয়ের উত্তরে সূত্র। সূত্রের প্রথমাংশে আপত্তি উত্থাপন করিয়া শেষাংশে তাহার সমাধান করিতেছেন।

সূত্র :—৩।৪।২৩।

পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন, বিশেষিতত্বাৎ॥ ৩।৪।২৩॥

পারিপ্লবার্থা + ইতি + চেৎ + ন + বিশেষিতত্বাৎ॥

পারিপ্লবার্থা :—পারিপ্লব প্রয়োগের জন্য। **ইতি** :—ইহা। **চেৎ** :—যদি বল। **ন** :—না। **বিশেষিতত্বাৎ** :—যেহেতু পারিপ্লব সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে।

যদি বল, যে উপনিষদাদিতে কথিত উপাখ্যান সকল, পারিপ্লব প্রয়োগের জন্য, তাহার উত্তরে বলিব, না, কর্ম্মকাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে ভিন্ন প্রকার উপাখ্যান কীর্ত্তনীয়, এ প্রকার বিধান বিশেষভাবেই আছে। উহাতে উপনিষদাদিতে কথিত উপাখ্যানাদির উল্লেখ নাই। অতএব, শেষোক্ত উপাখ্যান সকল পারিপ্লব রূপে গণ্য হইতে পারে না।

["**পারিপ্লব**" কর্ম্মকাণ্ডোক্ত একটি পারিভাষিক শব্দ। অশ্বমেধাদি বহুকাল ব্যাপী যজ্ঞের অবসর কালে সময়ক্ষেপের জন্য উপাখ্যান কথনের বিধান আছে। এবং শতপথ ব্রাহ্মণে—প্রথম দিবসে রাজা বৈবস্বত মনুর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা ইন্দ্রের, তৃতীয় দিবসে যমরাজা প্রভৃতির উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন দিবসে বর্ণিত হইবে বলিয়া বিশেষ বিধি আছে। কিন্তু উপনিষদাদিতে কথিত উপাখ্যান সকলের উল্লেখ সেখানে নাই।]

উপনিষদুক্ত উপাখ্যান সকল "পারিপ্লব" নহে। উহারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক। কর্ম্মকাণ্ডে যে যে প্রকরণে যে যে আখ্যানের বিশেষ উল্লেখ আছে, সেই সেই আখ্যানই পারিপ্লব রূপে গণ্য হইবে। সমুদায় আখ্যান, অর্থাৎ, তত্তৎ প্রকরণের বহির্ভূত জ্ঞানকাণ্ডের আখ্যান সকল পারিপ্লবরূপে গণ্য হইতে পারে না। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশেই উহাদের তাৎপর্য্য।

ভাগবত বলিতেছেন :—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে। ভাগঃ ১১।২১।৩৫।

—বেদে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মকাণ্ড আছে বটে, কিন্তু ইহারা ব্রহ্মাত্মবিষয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশেই ইহাদের তাৎপর্য্য। ভাগঃ ১১।২১।৩৫

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্‌॥ ভাগঃ ১১।২১।৪১।

—বেদ সকল যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতারূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে।

ভাগঃ ১১।২১।৪১।

এতাবান্‌ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্‌।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি॥ ভাগঃ ১১।২১।৪২।

—সেই বেদরাশি পরমার্থরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া, ভেদসকল মায়ামাত্র এইরূপ অনুবাদ করতঃ শেষে পুনরায় তাহার প্রতিষেধ করিয়া প্রসন্ন হয়েন, ইহাই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য। ভাগঃ ১১।২১।৪২

সুতরাং, উহারা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে উল্লিখিত উপাখ্যান সকল, পারিপ্লব মাত্র নহে। উহারা ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক।

যদি আপত্তি কর যে, ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোকসকল বেদের কর্ম্মকাণ্ডেও প্রযোজ্য, অতএব কর্ম্মকাণ্ডে যদি পারিপ্লব থাকিতে পারে, তবে জ্ঞান কাণ্ডে থাকিবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিব যে, কর্ম্মকাণ্ডে বিশেষভাবে পারিপ্লবের উল্লেখ থাকা হেতু, সেখানে উহাদের বর্ত্তমানতা সঙ্গত, কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডে সেরূপ বিশেষ ভাবে উল্লেখ না থাকায়, উহাদের বর্ত্তমানতা সম্ভব ও সঙ্গত নহে।

শ্রুতি :—

১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ... ...।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬)

২। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"। (তৈত্তি, ৩।১)

—যাহা হইতে ভূতসকল জাত হয়, যাহা দ্বারা জাত ভূতসকল জীবিত থাকে, এবং মৃত্যুর পর ভূতসকল যাহাতে প্রবেশ করে। (তৈত্তি, ৩।১)।

৩। "এষঃ লোকপালঃ এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশঃ, স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ ॥" (কোষীতকি, ৩।৯)

—এইই লোকপাল, লোকাধিপতি, সর্ব্বেশ্বর, ইঁহাকেই আমার আত্মা বলিয়া জানিও। (কৌষী, ৩।৯)

সূত্র—৩।৪।২৪।

তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥ ৩।৪।২৪ ॥ (রামানুজ) ॥

তথাচৈকবাক্যতোপবন্ধাৎ ॥ ৩।৪।২৪ ॥

(শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব) ॥

তথা + চ + একবাক্য বা একবাক্যতা + উপবন্ধাৎ ॥

তথা :—সেইরূপ। **চ** :—ও। **একবাক্য বা একবাক্যতা** :—একার্থ-প্রতিপাদকতা। **উপবন্ধাৎ** :—সম্বন্ধ হেতু।

আরও দেখ, আত্মজ্ঞান বিষয়ক পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত, উপাখ্যান ভাগের একবাক্যতারূপ সম্বন্ধ হেতু, উক্ত উপাখ্যানগুলি বিদ্যার স্তুতিই প্রকাশ করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সকল উপাখ্যানের দ্বারা উপাসনায় রুচি জন্মান, এবং শ্রোতার সহজে বোধগম্য করাইবার উদ্দেশ্যে উহারা উপনিষদ্ সকলে কথিত হইয়াছে। অতএব, উহারা কর্ম্মকাণ্ডোক্ত "পারিপ্লব" পর্য্যায়ভুক্ত নহে। বিদ্যালাভের সৌকর্য্য বিধানেই উহাদের উপযোগিতা ও সার্থকতা।

কর্মকাণ্ডেও ত এ প্রকার কর্মস্তুতি বিষয়ক আখ্যায়িকার অভাব নাই। যেমন **"সোঽরোদীৎ"** (কৃষ্ণ যজুঃ ১।৫।১),—"সেই অগ্নি রোদন করিয়াছিলেন"—ইত্যাদি আখ্যায়িকাগুলির কর্মবিধির প্রশংসা করাই মুখ্য অর্থ, ইহারা "পারিপ্লব" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। সেইরূপ উপনিষদের আখ্যায়িকাগুলির বিদ্যার স্তুতি এবং বিদ্যা প্রতিপাদনই মুখ্য অর্থ। ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১৪।২ মন্ত্রে **"আচার্য্যবান পুরুষো বেদ"**—"গুরুসেবাপরায়ণ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন"—এই প্রকারে গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ প্রকাশক আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা শিষ্যের ও গুরুর উপদেশের প্রতি রুচি ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করতঃ উক্ত বিদ্যালাভের পন্থা সুগম করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ পক্ষে বেদ ব্রহ্মেরই প্রকাশক, ইহা ভাগবত স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন :—

যথানলঃ খেঽনিলবন্ধুরুষ্মা
বলেন দারুণ্যভিমথ্যমানঃ।
অণুঃ প্রজাতো হবিষা সমেধতে
তথৈব মে ব্যক্তিরিয়ং হি বাণী ॥

ভাগঃ ১১।১২।১৬।

—যেমন আকাশে অনিলবন্ধু অগ্নি অল্প মথনে প্রথমে উষ্মারূপে, পরে অধিক মন্থনে বায়ু সহযোগে বিস্ফুলিঙ্গরূপে উদ্ভূত হইয়া ঘৃতপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ এই বেদরূপী বাণী আমারই প্রকাশক জানিবে। ভাগঃ ১১।১২।১৬

এই অগ্নি প্রজ্বালনের জন্য, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা উৎপাদনের জন্য, আচার্য্যই পূর্ব্বারণি, শিষ্য উত্তরারণি, উপদেশ—তন্মধ্যস্থ মন্থনকাষ্ঠ, এবং সুখাবহ বিদ্যা অর্থাৎ সমুদায় আনন্দের নিলয় ব্রহ্মবিদ্যা তদুত্থিত অনল স্বরূপ জানিবে। ভাগঃ ১১।১০।১২

আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ভাগঃ ১১।১০।১২।

এই যে আখ্যান কথিত হইল, ইহা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনেই তৎপর। ইহার অন্য কোনও উপযোগিতা নাই। অতএব, ইহা 'পারিপ্লব' পর্য্যায়ভুক্ত নহে।

এই অগ্নি প্রজ্জ্বালনের জন্য, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গুরুপদ আশ্রয়ও একান্ত প্রয়োজন, ইহাও প্রতিপাদন করা উক্ত আখ্যায়িকার অন্য উদ্দেশ্য।

মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥ ভাগঃ ১১।১০।৫।

—আমার তত্ত্বজ্ঞ এবং মদাত্মক শমাদিগুণবিশিষ্ট গুরুর উপাসনা করিবে। ভাগঃ ১১।১০।৫

সুতরাং, প্রতিপাদিত হইল যে, যেমন গুরুশিষ্য আখ্যায়িকার সার্থকতা ব্রহ্মবিদ্যা উৎপাদনে, উপনিষদুক্ত অন্যান্য আখ্যায়িকারও উপযোগিতা উহাই।

২। কামকারাধিকরণ ॥

৩।৪।২৩ ও ৩।৪।২৪ সূত্রদ্বয় দ্বারা অবান্তর আপত্তির সমাধান করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববিচারের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম করা বা না করা, তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—অনুগমন করিতেছেন।

সূত্র :—৩।৪।২৫।

অত এব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ৩।৪।২৫ ॥

অতঃ + এব + চ + অগ্নীন্ধনাদি + অনপেক্ষা ॥

অতঃ :—এই কারণে। **এব :**—নিশ্চয়। **চ :**—ও। **অগ্নীন্ধনাদি :**—অগ্নি, কাষ্ঠ, ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির। **অনপেক্ষা :**—অপেক্ষা নাই।

বিদ্যা স্বতন্ত্র, কর্ম্মাঙ্গ নহে, বরং কর্ম্মই বিদ্যাঙ্গ—ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই কারণে, বিদ্বান্ ব্যক্তির অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির যজ্ঞ সম্পাদনের প্রয়োজনীয় অগ্নি, সমিধ্, হবিঃ প্রভৃতি দ্রব্যের কোনও অপেক্ষা নাই। ইহা দ্বারা বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুদায় বাদ নিরাকৃত হইল।

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১২।১৩ ও ১১।১৪।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১৬৭৭-৮০)।

৪। সর্ব্বাপেক্ষাধিকরণ ॥

ভিত্তি:—

১। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন··· ॥" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।

—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনাসক্তি দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। (বৃহ, ৪।৪।২২)

২। "তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মনং পশ্যতি··· ॥" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩)।

—এই প্রকার ব্রহ্মবিৎ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন করেন। (বৃহ, ৪।৪।২৩)

৩। "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ॥ (ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২)

—গুরুসেবা পরায়ণ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে। (ছা, ৬।১৪।২)

৪। "যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥" (গীতা, ১৮।৫)

—যজ্ঞ, দান, তপস্যাকর্ম্ম কখনও পরিত্যাজ্য নহে, পরন্তু অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মনীষিগণের পবিত্রতার সাধন। (গীতা, ১৮।৫)

৫। "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥"

(গীতা, ১৮।৪৬)।

—সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যিনি এই জগতে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, মানব স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। (গীতা ১৮।৪৬)

সংশয়:—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২২, ৪।৪।২৩ মন্ত্র ও গীতার ১৮।৫, ১৮।৪৬ শ্লোক কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। ছান্দোগ্য শ্রুতির

৬।১৪।২ মন্ত্রাংশে গুরুর উপদেশই ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদনে সমর্থ, অন্য সাহায্য অপেক্ষা করে না, কথিত আছে। এ প্রকার বিরোধের সমাধান কি? পূর্ব্বে যে প্রকার সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের কোনও অপেক্ষা নাই। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।২৬ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ৩।৪।২৬ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা + চ + যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ + অশ্ববৎ ॥

সর্ব্বাপেক্ষা :—যজ্ঞাদি সমুদায় কর্ম্মের আবশ্যকতা। **চ** :—ও। **যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ** :—যজ্ঞাদিশ্রুতির উল্লেখহেতু। **অশ্ববৎ** :—অশ্বের ন্যায়।

বিদ্যা নিজের ফল উৎপাদনে ও প্রকাশে অপরের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইলেও, নিজের উৎপাদনের জন্য সমুদায় যজ্ঞাদি কর্ম্মের অপেক্ষা করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেমন কোনও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে অশ্বারোহণে গমন সুকর হয় এবং অশ্বারোহণে যাইতে হইলে, বসিবার জন্য জিন, পা রাখিবার রেকাব, অশ্বের গতির নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য লাগামাদির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ অবিদ্যা হইতে বিদ্যায় পৌঁছছিতে হইলে, যজ্ঞ, তাহার উপকরণাদি এবং আনুষঙ্গিক কর্ম্মাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। গম্য স্থানে পৌঁছছিলে যেমন আর অশ্বের বা তাহাতে আরোহণের আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ বিদ্যালাভ হইলে, আর যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও তাহার উপকরণাদির প্রয়োজন হয় না।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব।
ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যন্ন সমাচরেৎ ॥ ভাগঃ ১১।২০।১০।
অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্‌ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া ॥ ভাগঃ ১১।২০।১১।

—যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম করিলে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আবার নিষিদ্ধাচরণ করিলে নরকপ্রাপ্তি ঘটে বটে; কিন্তু স্বধর্ম্মে থাকিয়া কামনা পরিত্যাগ করিয়া, যে ব্যক্তি যজ্ঞাদি যাজন করেন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম না করেন, তবে স্বর্গে বা নরকে গমন করেন না। সেই নিষিদ্ধ কর্ম্মত্যাগী শুদ্ধচিত্ত স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়াই বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হয়েন, অথবা ভাগ্যবশতঃ মদ্‌ভক্তি যোগ লাভ করেন। ভাগঃ ১১।২০।১০-১১।

বাসনা দ্বারা পরিচালিত মানবের পক্ষে নিষ্কামভাবে কর্ম্মাচরণ বড়ই দুষ্কর। অতএব, সহজ উপায় কি? ইহার উত্তরে ভাগবত বলিতেছেন :—

ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥

ভাগঃ ১১।৩।২৯।

—ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, সদাচার, আপনার প্রিয় বস্তু, কলত্র, পুত্র, গৃহ, প্রাণ, সমুদায় পরমেশ্বরে নিবেদন করিবে। ভাগঃ ১১।৩।২৯

অন্যত্রও আছে :—

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

ভাগঃ ১০।৪৭।২১।

—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, সংযম, অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি উপার্জ্জিত হইয়া থাকে।

ভাগঃ ১০।৪৭।২১

পূর্ব্ব পক্ষ আপত্তি করিতেছেন :—

এই সূত্রদ্বারা এবং ভাগবতের উদ্ধৃত শ্লোক সকলের বলে বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব প্রতিপাদিত হইল নাকি? যদি যজ্ঞাদি সমুদায় কর্ম্মের অপেক্ষা, বিদ্যোৎপত্তির জন্য থাকে, তবে বিদ্যা কর্ম্মেরই ফল স্বরূপ বলায় কি দোষ হইয়াছিল।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন যে, নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের অনভিমত নহে। উক্ত কর্ম্ম বিদ্যারই নামান্তর, ইহা পূর্ব্বে ভূমিকায় ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছি। তোমার উত্থাপিত ৩।৪।২ সূত্রে যে বিদ্যার কর্ম্মশেষত্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলে, তাহা ত কাম্য কর্ম্ম সম্বন্ধে। উহাতেই আমাদের আপত্তি। বিদ্যা কাম্য কর্ম্মের ফল নহে। উহার সহিত বিদ্যার কোনও সম্বন্ধই নাই। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি, এখানেও আবার বলিতেছি। ভাগবতের ১০।২০।১০ শ্লোকে ব্যবহৃত "**অনাশীঃ**" পদ ইহাই প্রমাণ করিতেছে। **কামনাশূন্য নিষ্কাম কর্ম্ম বিদ্যার ব্যাপক সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত ইহা আগেও বলিয়াছি, এখানেও বলিতেছি।**

ভিত্তি ঃ—

পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২৩ মন্ত্র।

সংশয় ঃ—যদি যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদনই বিদ্যোৎপত্তির কারণ, তবে শম, দম প্রভৃতির উপযোগিতা কি? উহারা তাহা হইলে করণীয় নহে। ইহার উত্তরে সূত্র ঃ—

সূত্র ঃ—৩।৪।২৭।

শমদমাদ্যুপেতস্তু স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৭ (বলদেব) ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৭ (শঙ্কর, মধ্ব, বল্লভ) ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ, তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ৩।৪।২৭ (রামানুজ) ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ + (তু) + স্যাৎ + তথাপি + তু + তদ্বিধেঃ + তদঙ্গতয়া + তেষাম্ + (অপি) + অবশ্য + অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥

শমদমাদ্যুপেতঃ ঃ—শমদমাদিসাধনসম্পন্ন। (**তু ঃ—**নিশ্চয়ে)। **স্যাৎ ঃ—**হইবে। **তথাপি ঃ—**তাহা হইলেও। **তু ঃ—**কিন্তু। **তদ্বিধেঃ ঃ—**শমদমাদির নিয়ম হেতু। **তদঙ্গতয়া ঃ—**বিদ্যার অঙ্গ নিবন্ধন। **তেষাম্ ঃ—**শমদমাদির। (**অপি ঃ—**ও)। **অবশ্য ঃ—**অবশ্য, নিশ্চয়ই। **অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ঃ—**অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা হেতু।

যদিও যজ্ঞাদি দ্বারা ক্ষালিত-চিত্ত-মল ব্যক্তির বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি বিদ্যার্থী শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইবেন। কারণ, শমদমাদিও বিদ্যার অঙ্গ। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২৩ মন্ত্রে শমদমাদি বিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বর্ণিত আছে। উহারা বিধিসম্মত বলিয়া অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। যজ্ঞ ও শমাদি দুইটি বিভিন্ন শ্রুতি মন্ত্রে কথিত বলিয়া উভয়ই অনুষ্ঠেয়। উহাদের মধ্যে যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন এবং শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'আদি' শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সন্ধ্যাদিও কথিত হইল। এই প্রকারে সূত্রকার অধিকারী নির্দ্দেশ করিলেন।

ভাগবত বলিতেছেন :—

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ
শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণি চ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহলক্ষণান্তাঃ
পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ ॥

ভাগঃ ১১।২৩।৪১।

—মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেই সকল নিগ্রহ হয়। তদ্ভিন্ন সমুদায় ব্যর্থ। দান, স্বধর্ম্ম, যম, নিয়ম, শ্রৌতকর্ম্ম, ব্রতাচরণ প্রভৃতি সমুদায় মনের নিগ্রহের উপায় মাত্র। মনের সমাধিই পরম যোগ।

ভাগঃ ১১।২৩।৪১।

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ। ভাগঃ ১১।১০।৫।

—মৎপর হইয়া সর্ব্বদা আদর পূর্ব্বক যম অনুষ্ঠান করিবে এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি কর্ম্ম করিবে। ভাগঃ ১১।১০।৫

৫। সর্ব্বান্নানুমত্যধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

১। "ন হ বা অস্যানন্নং জগ্ধং ভবতি, নানন্নং পরিগৃহীতম্ ভবতি"। (বৃহদারণ্যক, ৬।১।১৪)।

—যিনি প্রাণের এই তত্ত্ব জানেন, তাঁহার পক্ষে অনন্ন (অভক্ষ্য) ভক্ষিত হয় না, কিংবা অনন্ন পরিগৃহীত হয় না। (বৃহ, ৬।১।১৪)।

২। "ন হ বা এবং বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি"।

(ছান্দোগ্য, ৫।২।১)।

—যিনি ইহা জানেন, তাঁহার কাছে কিছুই অনন্ন হয় না।

(ছা, ৫।২।১)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রে প্রাণবিদ্যা প্রকরণে প্রাণোপাসকের সর্ব্বান্ন ভক্ষণাদির অনুমতি রহিয়াছে। ইহা কি সর্ব্বকালিক, অথবা কোনও বিশেষ কালের জন্য অনুমোদন ? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।২৮।

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।২৮ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিঃ + চ + প্রাণাত্যয়ে + তৎ + দর্শনাৎ ॥

সর্ব্বান্নানুমতিঃ :—সর্ব্বান্নভক্ষণে অনুমতি। **চ :**—ও। **প্রাণাত্যয়ে :**—অন্ন বিনা প্রাণ যাইবার উপক্রম হইলে। **তৎ :**—তাহা। **দর্শনাৎ :**—শ্রুতিতে দর্শন হেতু।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ১।১০ প্রকরণে আখ্যায়িকা আছে যে, একদা কুরুদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, উষস্তি চক্রায়ণ নামক একজন ঋষি বালিকা পত্নীর সহিত ইভ্যগ্রামে বাস করিতেছিলেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে অর্দ্ধসিদ্ধ মাসকলাই ভক্ষণকারী একজন হস্তীপককে দেখিয়া ভক্ষণার্থ কিঞ্চিৎ মাসকলাই প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে হস্তীপক বলিল, আমার ভক্ষ্যপাত্রে আমার

আহারের পর উচ্ছিষ্ট যাহা রহিয়াছে, উহা ভিন্ন আমার আর নাই। তাহাতে উষস্তি চক্রায়ণ উহাই প্রার্থনা করিয়া ভক্ষণ করিলেন। তখন হস্তীপক তাঁহার পীতাবশিষ্ট জল দিতে চাহিলে, ঋষি উচ্ছিষ্ট পান হইবে বলিয়া জলপান করিলেন না। কারণ, জল দুষ্প্রাপ্য ছিল না, কিন্তু অন্ন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য ছিল। ঋষি উক্ত মাসকলাই আহার করিয়া অবশিষ্টগুলি তাঁহার জায়ার জন্য আনিলেন। তাঁহার পত্নী অপর স্থানে আহার প্রাপ্ত হওয়ায়, উহা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিলেন। পরদিন ঋষি ঐ উচ্ছিষ্টাবশেষ মাসকলাই জীবন ধারণের জন্য ভক্ষণ করিয়া, নিকটবর্ত্তী রাজার যজ্ঞে গমন পূর্ব্বক, তথায় পূর্ব্ব বৃত অন্যান্য ঋত্বিকগণকে বিচারে পরাস্ত করায়, তথায় রাজাকর্তৃক ঋত্বিক্ কার্য্যে বৃত হইলেন।

অতএব, অন্নাভাবে প্রাণ প্রয়াণের উপক্রম হইলে সকলের অন্নগ্রহণ অনুমোদনীয়। উহা বিধি নহে, অনুমোদন মাত্র। পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকাই ইহার শ্রুতিপ্রমাণ। **অতএব সিদ্ধ হইল যে, সর্ব্বসময়ে সকলের অন্নগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। কারণ, উষস্তি চক্রায়ণ ঋষি হস্তীপকের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেও, জল দুষ্প্রাপ্য নহে বলিয়া, তাহার প্রদত্ত জলপান করেন নাই। সুতরাং, প্রতিপাদিত হইল যে, প্রাণবিদের পক্ষে সর্ব্বান্নগ্রহণ শ্রুতিতে অনুমোদিত হইলেও, উহা প্রাণাত্যয়ের ন্যায় আপদ্ কালেই করণীয়, অন্য সময়ে নহে, বুঝিতে হইবে।**

এ সম্বন্ধে ভাগবতের বক্তব্য এই :—

> শুদ্ধ্যশুদ্ধী বিধীয়েত সমানেষ্বপি বস্তুষু।
> দ্রব্যস্য বিচিকিৎসার্থং গুণদোষৌ শুভাশুভৌ।
> ধর্ম্মার্থং ব্যবহারার্থং যাত্রার্থমিতি চানঘ॥ ভাগঃ ১১।২১।৩।
>
> —হে অনঘ! সাধারণ বস্তুমাত্রের মধ্যে দ্রব্যবিশেষের প্রতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রতিবন্ধার্থ ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত তাহার শুদ্ধি বা অশুদ্ধি, ব্যবহারের নিমিত্ত তাহার গুণদোষ এবং দেহযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত তাহার শুভত্ব বা অশুভত্ব বিহিত হয়। ভাগঃ ১১।২১।৩।

এই শ্লোকের "যাত্রার্থং" পদের অর্থ শ্রীধর স্বামী করিতেছেন :— "যাত্রার্থং প্রাণরক্ষার্থং দোষবত্ত্বেঽপ্যাপৎসু শরীর নির্ব্বাহ মাত্রোপাদানেন

পাপম্ অধিকোপাদানে তু পাপমিতি"॥ অর্থাৎ, আপৎকালে প্রাণ-রক্ষার জন্য প্রাণরক্ষণের উপযোগী মাত্র অশুদ্ধান্ন গ্রহণে পাপ নাই, অধিক গ্রহণ করিলেই পাপ হইয়া থাকে।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, আপৎকালেই সর্ব্বান্নভক্ষণ অনুমোদনীয়, এবং তাহাও মাত্র প্রাণ ধারণোপযোগী, অধিক নহে—সর্ব্বসময়ে ত নহেই।

শ্রুতি :—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ"।

(ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২)।

—আহারের বিশুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাত্মক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে। (ছা, ৭।২৬।২)।

সূত্র :—৩।৪।২৯।

অবাধাচ্চ ॥ ৩।৪।২৯ ॥

অবাধাৎ + চ ॥

আবাধাৎ :—প্রতিবন্ধ না থাকা হেতু। চ :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির মন্ত্রে আহারশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং, পূর্ব্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইল না। অতএব প্রাণাত্যয়েই সর্ব্বান্নানুমতি, অন্য সময়ে নহে।

ভাগবত বলিতেছেন যে, গুণদোষ আপেক্ষিক মাত্র। যাহা একের বা এক সময়ে গুণ, তাহা অপরের বা অন্য সময়ে দোষ। গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই গুণদোষ ভেদের বাধক হয়—অর্থাৎ, শাস্ত্রে যে গুণদোষের ভেদ কথিত আছে, তাহা ঐকান্তিক ভেদ নহে। দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে উহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

ক্বচিদ্ গুণোঽপি দোষঃ স্যাৎ দোষোঽপি বিধিনা গুণঃ।
গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে ॥ ভাগঃ ১১।২১।১৬।

—গুণদোষ বিভাগ ঐকান্তিক নহে। কোনও স্থানে দোষও গুণরূপে পরিণত হয়, যেমন আপৎকালে প্রতিগ্রহ গুণ, কিন্তু অনাপৎকালে দোষ। কোনও স্থলে দোষও গুণরূপে ইষ্ট হয়, যেমন, কুটুম্বাদি পরিত্যাগ দোষ, কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্যবশতঃ বিধি অনুসারে ত্যাগ গুণই হয়। অতএব, গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই তাহার ভেদের বাধক হয়। ভাগঃ ১১।২১।১৬।

অঘং কুর্ব্বন্তি হি যথা দেশাবস্থানুসারতঃ ॥

ভাগঃ ১১।২১।১১।

—দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে পাপ হওয়া বা না হওয়া হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।২১।১১।

—প্রাণধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন, এবং তত্ত্ববিচারের জন্য প্রাণধারণ প্রয়োজন এবং তত্ত্ববিচারের দ্বারা জ্ঞান হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভাগঃ ১১।১৮।৩৩

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥ ভাগঃ ১১।১৮।৩৩।

অতএব, আপৎকালে প্রাণধারণের পক্ষে যতটুকু প্রয়োজন, তাহা নিষিদ্ধ ব্যক্তি হইতে, নিষিদ্ধ স্থানে বা কালে গ্রহণ করিলে দোষ হয় না।

ভিত্তি :—

"জীবিতাত্যয়মাপন্নো যোঽন্নমত্তি যতস্ততঃ।
আকাশমিব পঙ্কেন ন স পাপেন লিপ্যতে॥"

(মনুসংহিতা, ১০।১০৪)।

সূত্র :—৩।৪।৩০

অপি স্মর্য্যতে॥ ৩।৪।৩০॥

অপি :—আরও। **স্মর্য্যতে** :—স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত মনুস্মৃতিই ইহার প্রমাণ। অতএব প্রাণাত্যয়রূপ আপৎ উপস্থিত হইলে সর্ব্বান্নগ্রহণ করা যাইতে পারে, অন্য সময়ে নহে। ইহা অনুমতি মাত্র, বিধি নহে, স্মরণ রাখিতে হইবে।

ভিত্তি :—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ"। (ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২)

—আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইলে উপাসনাত্মক ধ্রুবা স্মৃতি জন্মে, এবং এই স্মৃতি জন্মিলে সকল প্রকার অবিদ্যাগ্রন্থির সম্পূর্ণ মোচন হইয়া থাকে। (ছা, ৭।২৬।২)

সূত্র :—৩।৪।৩১।

শব্দশ্চাতোঽকামকারে ॥ ৩।৪।৩১ ॥

(শঙ্কর, রামানুজ,, মধ্ব, বল্লভ) ॥

শব্দশ্চাতোঽকামচারে ॥ ৩।৪।৩১ (বলদেব) ॥

শব্দঃ + চ + অতঃ + অকামকারে বা অকামচারে ॥

শব্দঃ :—শ্রুতিবাক্য। **চ :**—ও। **অত :**—এই হেতু। **অকামকারে বা অকামচারে :**—স্বেচ্ছাচারিতার অভাব বিষয়ে।

যেহেতু ব্রহ্মবিৎ ও অন্যান্য সকলের পক্ষে সর্ব্বান্নভক্ষণ অনুমতি কেবল আপৎ-কালের জন্যই বিহিত, সেইজন্য সকলের সম্বন্ধেই অকামকার বা অকামচার; অর্থাৎ, যথেচ্ছ ভক্ষণের নিষেধক শ্রুতিও রহিয়াছে। শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রে আহারশুদ্ধির গুরুতর প্রয়োজনীয়তা উক্ত হইয়াছে। যিনি স্বেচ্ছাচারী নহেন, তাঁহার পক্ষেই শুদ্ধ আহার সম্ভব।

ভাগবত বানপ্রস্থ ও যতিগণের ধর্ম্মকথনোপলক্ষে বলিতেছেন :—

ভিক্ষাং চতুর্ষু বর্ণেষু বিগর্হ্যান্ বর্জ্জয়ংশ্চরেৎ। ভাগঃ ১১।১৮।১৮

চারি বর্ণের মধ্যে অভিশপ্ত পতিতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষা করিবেন।

ভাগঃ ১১।১৮।১৮

বানপ্রস্থ ও যতিগণ যাঁহারা সমাজের বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে যখন পাতিত্যাদি দোষে দুষ্টগণের গৃহে ভিক্ষা নিষিদ্ধ, তখন সমাজান্তর্গত অন্য আশ্রমীর কথা কি?

পূর্ব্বে ৩।৪।১ সূত্রের প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিদ্যার্থী তিন প্রকার :—(১) স্বনিষ্ঠ, (২) পরিনিষ্ঠিত ও (৩) নিরপেক্ষ। ইহাদের মধ্যে স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়বিধ বিদ্যাধিকারী আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে—স্বনিষ্ঠ বিদ্যাধিকারী, যিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য কি না? ৩।৪।২৬ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম বিদ্যাঙ্গ। বিদ্যা লাভ হইলে আর কর্ম্মাচরণের প্রয়োজন নাই। তবে কি লব্ধবিদ্য স্বনিষ্ঠ, আশ্রম ধর্ম্মাচরণ না করিয়াই জীবন যাপন করিবেন? ইহার বিচারের জন্য সূত্রকার নূতন অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

৬। বিহিতত্বাধিকরণ ॥

"পশুরপীমমাত্মানং কুর্য্যাৎ কর্ম্মাবিচারয়ন্।
যদাত্মনঃ সুনিয়তমানন্দোৎকর্ষমাপ্নুয়াৎ ॥"
(কৌশারব শ্রুতি, মধ্ব ওবলদেব ধৃত)।

—আত্মজ্ঞান জন্মিলেও অবিচারে কর্ম্ম করিবে। তদ্দ্বারা আনন্দের উৎকর্ষই হইয়া থাকে। (কৌশারব শ্রুতি, মধ্ব ও বলদেব ভাষ্যধৃত)

সংশয়ঃ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছ যে, কর্ম্ম বিদ্যাঙ্গ এবং বিদ্যোৎপাদনেই কর্ম্মের পরিণতি ও সার্থকতা। সুতরাং বিদ্যালাভ হইলে আর আশ্রমবিহিত কর্ম্মাচরণের প্রয়োজন কি? অতএব, মনে হয় ইহাই সৎসিদ্ধান্ত, যে স্বনিষ্ঠ বিদ্যার্থী বিদ্যালাভ করিবার পর আর আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৩২।

বিহিতত্বাচ্চাশ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩।৪।৩২ ॥
বিহিতত্বাৎ+চ+আশ্রমকর্ম্ম+অপি ॥

বিহিতত্বাৎ :—শাস্ত্রে বিহিত থাকায়। **চ :**—ও। **আশ্রমকর্ম্ম :**—আশ্রমোচিত কর্ম্ম। **অপি :**—ও। ("অপি" শব্দে বর্ণোচিত কর্ম্মও বুঝিতে হইবে)।

বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য এবং আনন্দের উৎকর্ষের জন্য বিধানের পক্ষেও কর্ম্মের বিধান আছে। শিরোধৃত কৌশারব শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অতএব, লব্ধবিদ্য ব্যক্তিরও নিজ বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। যদিও উক্ত কর্ম্মাচরণের বিদ্যা, ভগবদ্দর্শন বা মুক্তিলাভ সংঘটন করিবার কোনও উপযোগিতা নাই—কর্ম্মের সার্থকতা বিদ্যোপচয়ের জন্য।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রম কুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ ॥ ভাগঃ ১১।১০।১।

৬।৪।৪ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকে "অকামাত্মা" পদটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার পরিচয় আমরা উক্ত পদটি হইতে পাইতেছি। ভাগবত বলিলেন নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠান করিবেন।

ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তঃ সত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্‌গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো বিরক্তঃ সমুপৈতি মাম্॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৫।

৩।৪।৫ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে পারে যে, এই সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকগুলি ত পূর্ব্বপক্ষ প্রমাণ রূপে, ৩।৪।৪ ও ৩।৪।৫ পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহারা কি প্রকারে বিরুদ্ধ মতের পোষক হইতে পারে?

এ সম্বন্ধে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, পূর্ব্বপক্ষ বিদ্যা কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া আপত্তি করতঃ এই শ্লোকগুলি প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। উহারা বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব প্রমাণ করে না। পূর্ব্বপক্ষ নিজের প্রয়োজন মত অর্থ প্রতিপাদক শ্লোক না পাইয়া, বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম যে প্রতিপাল্য, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম যে প্রতিপাল্য, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তবাদীর আপত্তি নাই। সিদ্ধান্তবাদীর আপত্তি, বিদ্যাকে কর্ম্মাঙ্গ বলার বিরুদ্ধে। সে আপত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া, এখন সিদ্ধান্তবাদী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন যে, **লব্ধবিদ্য ব্যক্তিরও বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। অবশ্যই ইহা 'স্বনিষ্ঠে'র পক্ষে।** 'পরিনিষ্ঠিত' এবং 'নিরপেক্ষ' সম্বন্ধে বিচার পরে করা হইবে।

সংশয়ঃ—বিদ্যালাভ হইলেও কর্ম্ম করণীয় বলিতেছ। তবে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই ত তোমার অভিমত? যদি তাহাই হয়, তবে এত আড়ম্বরের সহিত নানা প্রকার বিচার উত্থাপন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? উহা ত ৩।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ঈশোপনিষদের ৬১ মন্ত্রে, যোগবাশিষ্ঠের বৈরাগ্য প্রকরণের ১।৭ ও হারীত সংহিতার ৭।১০-১১ শ্লোকে স্পষ্টই উক্ত আছে। এবং ৩।৪।১ সূত্রের আলোচনায় সে প্রশ্নও ত উত্থাপিত করা হইয়াছিল। সেখানে ত স্বীকার করিলেই হইত?

ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, না, জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয় আমার অভিপ্রেত নহে। কর্ম্ম বিদ্যাঙ্গ মাত্র, ইহাই আমার অভিমত, এবং বিদ্যার সহকারীরূপেই কর্ম্ম করণীয়—এই মাত্র। ইহার অধিক কিছু নহে।

সূত্র :—৩।৪।৩৩।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩।৪।৩৩ ॥

সহকারিত্বেন :—বিদ্যার সহকারী বা সাহায্যকারীরূপে। **চ** :—ও।

বিদ্যাই মুক্তির হেতু, তাহাতে কর্ম্মের অপেক্ষা নাই। ৩।৪।১ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৭।১।৩, তৈত্তিরীয় শ্রুতির ২।১।১, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির ৩।৮ ও মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৮ মন্ত্র ইহার প্রমাণ, ইহাদের বলে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। 'স্বনিষ্ঠ' বিদ্যার্থী প্রথমে পরমাত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়াই শাস্ত্রোক্ত স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বিদ্যার সহিত বিদ্যোৎপত্তির পর এই সমুদায় ক্রিয়মান কর্ম্মের বিরোধ নাই, এবং বিদ্যা এই সমুদায় কর্ম্মের ধ্বংস করেন না, অধিকন্তু বিদ্যা এই সমুদায় কর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। কারণ ইহারা কাম্যকর্ম্মের পর্য্যায়ভুক্ত নহে। লব্ধবিদ্য ব্যক্তি নিষ্কাম ভাবে মাত্র করণীয় বোধে আচরণ করিয়া থাকেন। এই সমুদায় কর্ম্মের সম্বন্ধেই বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন :—"**আত্মানমেব লোকমুপাসীত, স য আত্মানমেব লোকমুপাস্তে ন হাস্য কর্ম্ম ক্ষীয়তে। অস্মাদ্ধ্যেবাত্মনো যদ্ যদ্ কাময়তে তৎ তৎ সৃজতে**" ॥—(বৃহ, ১।৪।১৫)—"আত্মস্বরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে, যে ব্যক্তি আত্মলোকের উপাসনা করে, তাহার কর্ম্ম ক্ষীণ হয় না। সেই ব্যক্তি যাহা যাহা কামনা করে, এই আত্মা হইতেই সেই সমস্ত সৃজিত হইয়া থাকে।"

ভাল, তাহাই যদি হয়, তবে বিদ্যালাভের পর বিদ্বান্ ব্যক্তি যজ্ঞাদি যে সমুদায় কর্ম্মাচরণ করেন, তাহার ফল ত স্বর্গাদি প্রাপ্তি? যদি এই সমুদায় কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, তবে বিদ্যালাভের সার্থকতা কি?

সিদ্ধান্তবাদীর উত্তর এই :—অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্গাদি কামনার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইয়া যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা লভ্য ফল নশ্বর। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি কোনও কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করেন না। সুতরাং তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাম্য কর্ম্ম পর্যায়ে পরিগণিত হয় না।

যখন ফলাভিসন্ধি নাই, তখন করণীয় মাত্র বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মের ফল থাকিল বা না থাকিল, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ব্রহ্মভাবাপত্তিই বিদ্যা দ্বারা লভ্য। তাহার কাছে ইতর ফল যে অতি তুচ্ছ তাহা কি আর বলিতে হইবে? তবে যেমন কোনও নগর গমনেচ্ছু ব্যক্তি, নগর প্রাপ্তির জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, পথ অতিবাহন কালে পথের নিকটস্থ বৃক্ষাদির ছায়া, বৃক্ষস্থিত পক্ষী প্রভৃতির মধুর কাকলী গীতি, পথিপার্শ্বস্থ পুষ্পিত লতা সকলের মধুর সুগন্ধ প্রভৃতি উপভোগ করিতে করিতে গমন করেন, সেইরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও ব্রহ্মপ্রাপ্তির সময় ইচ্ছা করিলে আনুষঙ্গিকরূপে স্বর্গাদি উপভোগ করিতে করিতেই গমন করেন, এবং তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই স্বর্গাদি ভোগ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। বিদ্যা তাহার পরিকর বা পরিচায়করূপী কর্মের দ্বারাই বিদ্বান স্বনিষ্ঠ ব্যক্তির স্বর্গাদি অনুভব সংঘটিত করিয়া থাকেন। উহা বিদ্বানের যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল নহে। বিদ্যা, নিজ ফলরূপী ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিদ্বান্ স্বনিষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রদান করিয়া থাকেন।

এই রহস্য প্রকাশ করিবার জন্যই বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২ মন্ত্রে বলিয়াছেন:—"**তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে**"—"বিদ্যা ও কর্ম্ম উভয়ই সেই পরলোকগত মৃত ব্যক্তির অনুগমন করে" (বৃহ, ৪।৪।২) এবং উহাদের ফল যে পৃথক্ পৃথক্, তাহা ৩।৪।১১ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার এ প্রকার স্বর্গাদি অনুভব কখনও কখনও বিদ্বান্ ব্যক্তির সংকল্প বশতঃ ঘটিয়া থাকে, এবং বিদ্যা উক্ত ব্যক্তির নিরপেক্ষতা পরীক্ষার জন্যও কখনও কখনও স্বর্গাদি ভোগের মধ্যে তাঁহাকে উপস্থাপিত করেন। বিদ্বানের নিকট বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, কিছুই লুক্কায়িত থাকে না। ইহা প্রকাশ করিবার জন্য ছান্দোগ্য শ্রুতি ৭।২৬।২ মন্ত্রে বলিয়াছেন: "**সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ**"—"জ্ঞানী সমস্তই দর্শন করেন, সমস্তই প্রাপ্ত হন।" বিদ্যা লাভ হওয়ায় কামনা না থাকায়, বিদ্বান্ স্বর্গাদি ভোগ্য সমুদায় সাক্ষীরূপে দর্শন করেন মাত্র, উহাদের উপভোগ কামনা করেন না। সুতরাং, তাহাতে বদ্ধ হন না, এবং তাহা হইতে পতনেরও সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণ উক্ত শ্রুতির সহিত, বিদ্যা মোক্ষলাভের হেতু এই উক্তির কিছুমাত্র বিরোধ নাই।

পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন:—মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৮ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত আছে "**ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে**"—"সেই পরাবর পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংস হয়।" সুতরাং, বিদ্যার

উৎপত্তিতে যখন সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন বিদ্বানের স্বর্গাদি ভোগ কি করিয়া সম্ভব হয়?

সিদ্ধান্তবাদী ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, ইহার উত্তর ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। যদি তর্কের খাতিরে বল যে, কর্ম্ম না থাকিলে স্বর্গাদি ভোগ বিদ্বানের পক্ষেও অসম্ভব, তাহা হইলেও বলিব যে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।১৫ মন্ত্রাংশ যাহা এই সূত্রের আলোচনার প্রারম্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে লব্ধবিদ্য ব্যক্তির কৃত যজ্ঞাদিকর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, উক্ত কর্ম্ম স্বর্গাদি উপভোগের কারণ হইতে পারে। মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৮ মন্ত্রাংশ অনারব্ধ কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রযোজ্য, ইহার বিচার চতুর্থ অধ্যায়ে হইবে। ৩।৪।১৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হইয়াছে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, বিদ্যা স্বতন্ত্রভাবে ফলহেতু, এবং কর্ম্ম তাহার সহকারী মাত্র।

ভাগবত বলিতেছেন :—

দান ব্রত তপো হোম জপ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে॥

ভাগঃ ১০।৪৭।২১।

—দান, ব্রত, তপস্যা, হোম, জপ, বেদাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়দমন এবং অন্যান্য শ্রেয়োসাধন বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই সাধিত হইয়া থাকে। ভাগঃ ১০।৪৭।২১।

অতএব, এই সকল কর্ম্ম ভক্তির বা বিদ্যার সহকারী উপায় মাত্র।

অন্যত্রও বলিতেছেন :—

ইতি মাং য স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাব মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৩।

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং মোপযাতি সঃ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪৪।

—এইরূপে অন্যোপাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিত্য আমাকে ভজনা করেন, এবং মদ্ভাবে সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয়েন, সে ব্যক্তি আমাতে দৃঢ়াভক্তি লাভ করেন। হে উদ্ধব! সে ব্যক্তি অচলা ভক্তি সহযোগে সর্ব্বলোক মহেশ্বর ও সকলের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ পরব্রহ্মরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।

ভাগঃ ১১।১৮।৪৩-৪৪।

অতএব, কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী, ইহা সিদ্ধ হইল।

এই সূত্রের অর্থ আরও একটু গভীরভাবে পর্য্যালোচনা প্রয়োজন। মন্ত্রী রাজার সহকারী বটে। কিন্তু রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য মন্ত্রীর আত্যন্তিক অপেক্ষা নাই। যদি মন্ত্রী কোনও কারণে সহকারিতায় অক্ষম হন, তাহা হইলে রাজাই মন্ত্রীর সহকারিতা ব্যতীত রাজকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। মন্ত্রী থাকিলে রাজার কার্য্য পরিচালন অপেক্ষাকৃত সুকর হয় মাত্র। সেইরূপ কর্ম্ম বিদ্যার সহকারী মাত্র। উহার আত্যন্তিক অপেক্ষা নাই। বিদ্যা একাকীই সমুদায় সমাধা করিতে সক্ষম। তবে কর্ম্ম সহকারিতা করিলে স্বর্গাদি আনুষঙ্গিক ফলপ্রাপ্তির কিঞ্চিৎ সুবিধা হয় মাত্র। কিন্তু উক্ত ফললাভ যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। ভক্তি বা বিদ্যা দ্বারা সমুদায় পুরুষার্থই লভ্য। উহা লাভ হইলে আর কিছু প্রাপ্তব্য অবশেষ থাকে না। যে যাহা কামনা করে, তাহা ত পাইয়া থাকেই, অধিকন্তু তাহাদের কামনার অতিরিক্ত মহান্ আশিষ লাভ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে লব্ধবিদ্য ব্যক্তির কামনাই থাকে না। তাহা না থাকিলেও ভগবান স্বেচ্ছাবশতঃ স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া উহাদের **"যোগ ক্ষেম"** বহন করিয়া থাকেন।

যং ধর্ম্মকামার্থবিমুক্তিকামা ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি।
কিঞ্চাশিষোরাত্যপি দেহমব্যয়ং করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্॥

ভাগঃ ৮।৩।১৯।

—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিকামী পুরুষগণ যাঁহার ভজনা করিয়া কেবল যে স্ব স্ব অভিলষিত ধর্ম্মাদি প্রাপ্ত হন, তাহা নহে; তাঁহাদের অকামিত অন্যান্য আশিষ এবং অব্যয় দেহও যিনি স্বয়ং দান করেন, সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমায় মোচন করিয়া দিন। ভাগঃ ৮।৩।১৯।

ভগবানে ভক্তি করিলে শুধু যে কামনানুসারে প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা নহে; অন্যান্য প্রাপ্তব্য সমুদায়ই লাভ হয়। তাহার জন্য অন্য

কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাই। তবে কর্ম্ম সকল নিজ গৌরব বৃদ্ধির জন্যই ভক্তির বা বিদ্যার অনুগামী হইয়া থাকে। বিদ্যা স্বতন্ত্রা। ফলদানে কর্ম্মের কোনও অপেক্ষা রাখেন না। ইহা সিদ্ধ হইল।

ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ভাগবত বলিয়াছেন :—

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।

পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩০

ইহার অর্থ ১।১।১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৮৬) দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যা বা ভগবানে ভক্তি হইলেই যে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়, তাহা ভগবান্ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

জ্ঞানে কর্ম্মণি যোগে চ বার্ত্তায়াং দণ্ডধারণে।

যাবানর্থো নৃণাং তাত তাবাংস্তেঽহং চতুর্ব্বিধঃ॥ ভাগঃ ১১।২৯।৩১।

—জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি প্রভৃতিতে মনুষ্যদিগের যে চতুর্ব্বিধ অর্থলাভ হয়, তোমার সম্বন্ধে সে সমুদায়ই আমি।

ভাগঃ ১১।২৯।৩১।

অতএব, বিদ্যা লাভ হইলে, অন্য কথায় ভগবৎপ্রাপ্তি হইলে, আর কিছু প্রাপ্তব্য থাকে না, এবং কর্ম্মের কোনও অপেক্ষাও থাকে না।

৭। সর্ব্বথাধিকরণ ।।

"স্বনিষ্ঠ" বিদ্বান্ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূত্রকার সম্প্রতি **"পরিনিষ্ঠিত"** সম্বন্ধে বিচারে অগ্রসর হইতেছেন। **"পরিনিষ্ঠিত"** সাধক ভগবদ্ভাবেই বিভোর। কিন্তু তাঁহারা লোক সমাজের অন্তর্ভুক্ত বা সন্নিকটস্থ থাকায়, "লোক সংগ্রহের" জন্য আশ্রম ধর্ম্মও পালন করিয়া থাকেন। ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভিত্তি :—

১। "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥"

(মুণ্ডক, ৩।১।৪)।

—তিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রমণ করেন, ক্রিয়াবান্ এবং ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ। (মুণ্ডক, ৩।১।৪)।

২। "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা,
বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষসেতুঃ" ॥

(মুণ্ডক, ২।২।৫)।

—দ্যুলোক, পৃথিবী, আকাশ এবং সমস্ত করণ বর্গের সহিত মনঃ যে অক্ষরে প্রোত (সম্বদ্ধ) রহিয়াছে, হে শিষ্যগণ! কেবল সেই আত্মাকেই জানিবে, অপর সমস্ত বাক্য ত্যাগ কর। ইনিই অমৃত বা মোক্ষ লাভের সেতু বা প্রাপ্তির উপায়। (মুণ্ডক, ২।২।৫)।

৩। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াৎ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" ॥

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২১)।

—ধীর ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে সেই আত্মাকেই উত্তমরূপে অবগত হইয়া, তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞালাভ করিবে, অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবে। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবে না, তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র।

(বৃহ, ৪।৪।২১)

৪। "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্" ॥ (গীতা, ৯।১৩)
"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥" (গীতা, ৯।১৪)।

—হে পার্থ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রিত মহাত্মাগণ অনন্যচিত্ত হইয়া, সর্ব্বভূতের কারণ নিত্য স্বরূপ আমাকে ভজনা করেন। কেহ সতত স্তোত্র-মন্ত্র নামাদির কীর্ত্তন করিয়া, কেহ দৃঢ় ব্রত ধারণ করতঃ যত্নবান্ হইয়া, কেহ ভক্তি সহকারে নমস্কার করিয়া, কেহ বা অনবরত অবহিত চিত্ত হইয়া আমার উপাসনা করে।

(গীতা ৯।১৩-১৪)

সংশয়ঃ—মুণ্ডক শ্রুতির ৩।১।৪ মন্ত্রে **"পরিনিষ্ঠিত"** সম্বন্ধে আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান্ তিনটি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। আবার, **"পরিনিষ্ঠিত"** লোক-সংগ্রহের জন্য আশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, ইহাও তুমি একাধিকবার বলিয়াছ। সুতরাং শ্রুতিপ্রমাণানুসারে এবং তোমার উক্তি অনুসারে "পরিনিষ্ঠিতের" পক্ষে ভগবৎপ্রীতির জন্য ও নিজের ভজনানন্দের জন্য ভগবদ্ধর্ম্ম এবং লোক সংগ্রহের জন্য আশ্রমধর্ম্মও করণীয় পাওয়া গেল। শ্রুতিতে একই মন্ত্রে উহাদের উল্লেখ থাকায়, উহারা উভয়ই কি এককালে করণীয়? এককালে উভয়ের যুগপৎ অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা না থাকায় এবং উভয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধেও কোনও কিছু স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় উহা অনির্দ্দিষ্টই রহিয়া যাইতেছে। ইহার সমাধান কি? আশ্রমধর্ম্মই মুখ্যভাবে করণীয় বলিয়া মনে হয়। ইহার উত্তরে সূত্র:—

সূত্র:—৩।৪।৩৪।

সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩।৪।৩৪ ॥

সর্ব্বথা + অপি + তে + এব + উভয়লিঙ্গাৎ ॥

সর্ব্বথা:—সর্ব্বপ্রকারে। **অপি:**—ও। **তে:**—সেই সকল ভগবচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি। **এব:**—নিশ্চয়ই। **উভয়লিঙ্গাৎ:**—শ্রুতি ও স্মৃতি উভয় প্রমাণ হেতু।

৮, মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৫, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২১ মন্ত্রের প্রমাণানুসারে এবং স্মৃতির (গীতার) ৯।১৩-১৪ শ্লোকের বলে সিদ্ধান্ত স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হয় যে, আশ্রম ধর্ম্ম পালন করিবার অবসরের অপেক্ষা না করিয়া—ভগচ্ছ্রবণ কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মই সকল প্রকারে করণীয়। উহার জন্য সময় অভাবে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে কোনও প্রত্যবায় হয় না। যদি ভগবদ্ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া অবসর থাকে, তাহা হইলে আশ্রমধর্ম্ম গৌণভাবে পালন করা প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥ ভাগঃ ১।৮।৩৫।

—যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র শ্রবণ, গান, বা উচ্চারণ অথবা সর্ব্বদা স্মরণ করেন, কিম্বা অন্যে কীর্ত্তনাদি করিলে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহারা অচিরেই জন্ম পরম্পরা নিবারক তোমার চরণারবিন্দ দেখিতে পান। ভাগঃ ১।৮।৩৫।

শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিতেছেন :—

জ্ঞানিনস্ত্বহমেবেষ্টঃ স্বার্থো হেতুশ্চ সম্মতঃ।
স্বর্গশ্চৈবাপবর্গশ্চ নান্যোঽর্থো মদৃতে প্রিয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।১৯.২।

—জ্ঞানীগণের আমিই ইষ্ট, স্বার্থসাধন হেতু স্বর্গ ও অপবর্গরূপে সম্মত; অতএব, আমা ব্যতীত তাঁহাদিগের প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই।

ভাগ ঃ ১১।১৯.২।

তপস্তীর্থং জপো দানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞান কলয়া কৃতা॥ ভাগঃ ১১।১৯।৪।

—তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান, অথবা অন্য কোনও পবিত্র কর্ম্ম তাদৃশ শুদ্ধি জন্মাইতে সমর্থ হয় না, জ্ঞানের লেশ মাত্র যাদৃশ শুদ্ধি জন্মায়।

ভাগঃ ১১।১৯।৪।

তস্মাজ্ জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ॥ ভাগঃ ১১।১৯।৫।

—অতএব, হে উদ্ধব! জ্ঞাননিষ্ঠার সহিত আত্মাকে জানিয়া, অন্য সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ভক্তিভাবে আমাকে ভজনা কর। ভাগঃ ১১।১৯।৫।

উপসংহারে বলিতেছেন :—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ভাগঃ ১১।২০।৩২।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছতি॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৩।

—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম দ্বারা, অথবা তীর্থযাত্রা, ব্রতাদি শ্রেয়ঃসাধন দ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, আমার ভক্ত মদ্বিষয়ক ভক্তিযোগ দ্বারা এ সমুদায় অনায়াসে লাভ করেন, এবং বাঞ্ছামাত্র করিলেই স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) বা মদীয় সালোক্য পর্য্যন্তও লাভ করিতে পারেন। ভাগঃ ১১।২০।৩২-৩৩।

সুতরাং, প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবদ্ধর্ম্মই মুখ্যরূপে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রকারে এবং সর্ব্বতোভাবে করণীয়; এবং আশ্রমধর্ম্ম পালন গৌণ মাত্র।

[শ্রীমদ্ বলদেব এই সূত্রটির পাঠ **"সর্ব্বথাপি ত ত্রবোভয়লিঙ্গাৎ"** করিয়াছেন। আমরা শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব এবং বল্লভকৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। অর্থের বৈলক্ষণ্য নাই, বলাই বাহুল্য।]

সূত্রকার অপর একটি পোষক কারণ দেখাইতেছেন :—

ভিত্তি :—

"নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি"। (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩)।

—পাপ বা পুণ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, পরন্তু তিনি সমস্ত পাপ পুণ্য অতিক্রম করেন। কোনও পাপ কর্ম্ম তাঁহাকে তাপ দেয় না, পরন্তু তিনি সমস্ত পাপকে তাপ দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিৎ) পাপ পুণ্য রহিত এবং রজোগুণ ও ফলকামনা বর্জ্জিত হন। (বৃহ, ৪।৪।২৩)।

সূত্র :—৩।৪।৩৫।

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩।৪।৩৫ ॥

অনভিভবং + চ + দর্শয়তি ॥

অনভিভবং :—অপরাভব। **চ :**—ও। **দর্শয়তি :**—শ্রুতি প্রদর্শন করেন।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, **"পরিনিষ্ঠিত"** বিদ্বান্ ব্যক্তির ভগবচ্ছ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতির অনুরোধে যদি আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত না হয়, তাহাতে তাঁহার অভিভব বা প্রত্যবায় হয় না। পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। **অতএব, সিদ্ধান্ত হইল যে, ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠানই মুখ্য এবং উহা সর্ব্বতোভাবে করণীয়।**

এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বসূত্রালোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২০।৩২-৩৭ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য।

আশ্রমধর্ম্ম ও তৎবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ভগবানে ভক্তিলাভ। উহা প্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান আর একান্ত কর্ত্তব্য নহে। লোকসংগ্রহের জন্য অনুমোদিত মাত্র।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎ কথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ভাগঃ ১১।২০।৯।

—যাবৎকাল কর্ম্মাদি বিষয়ে বিরক্তি না জন্মে, বা যতদিন আমার কথা প্রসঙ্গাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে।" ভাগঃ ১১।২০।৯।

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ ॥

ভাগঃ ১১।১১।৩২।

৩।৪।৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

অতএব, পরিনিষ্ঠিত বিদ্বানের পক্ষে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন একান্ত করণীয় নহে। ভগবদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থাৎ ভগবদ্‌ভজনই মুখ্য কর্ত্তব্য। ভগবদ্ ভজনের অনুরোধে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করা শাস্ত্রে অনুমোদিত; তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। যদি ভগবদ্‌ভক্ত প্রমাদ বশতঃ কোনও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বসেন, শ্রীভগবান তাহার জন্য নিজেই সেই অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান জনিত পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥

ভাগঃ ১১।৫।৩৮।

—নিজ পাদমূল ভজনকারী, অন্যভাব রহিত, প্রিয় ভক্ত যদি কখনও প্রমাদ বশতঃ নিষিদ্ধ কর্ম্মে পতিত হন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট পরমেশ হরি তজ্জনিত সমুদায় পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

ভাগঃ ১১।৫।৩৮।

যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন যোগী কর্ম্ম বিগর্হিতম্।
যোগেনৈব দহেদংহো নান্যত্তত্র কদাচন॥ ভাগঃ ১১।২০।২৫।

—ভক্তি যোগী বা ভগবদ্‌ভক্ত যদি কখনও প্রমাদবশতঃ গর্হিত কর্ম্ম আচরণ করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে জ্ঞানাভ্যাস ও নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, অন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিবেন না। ভাগঃ ১১।২০।২৫।

সুতরাং, সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপাদিত হইল যে, গর্হিত কর্ম্ম করিলেও যখন "পরিনিষ্ঠিত" বিদ্বানকে পাপ অভিভব করিতে পারে না, তখন ভগবদ্ ভজনানুরোধে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে, (যাহা শাস্ত্রানু-

মোদিত), কোনও প্রকার প্রত্যবায় বা পাপ তাঁহাকে যে স্পর্শ করিবে না, তাহার আর কথা কি ?

আরও একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা। অভাব সম্পূরণের জন্যই বিধি নিষেধের এবং আশ্রমধর্ম্ম বিধানের উৎপত্তি। যে ব্যক্তি আত্মরতি, আত্ম-ক্রীড়, আত্মারাম, আত্মানন্দ, তাহার ত কোনও অভাব বোধ নাই। চির-পূর্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংমিলনে তিনিও পূর্ণত্বপ্রাপ্ত। তাঁহার অভাববোধ কোথা হইতে আসিবে ? সুতরাং বিধি-নিষেধ তাঁহার উপর প্রভাববান্ নহে। তাঁহার ইচ্ছা ও ভগবদিচ্ছার মধ্যে ব্যবধান নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ, যাহা অভাব সম্পূরণের জন্য ভগবদিচ্ছায় প্রবর্ত্তিত, তাহা তাঁহার অভাব বোধ না থাকায়, অকরণে প্রত্যবায় নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি পালন করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। এমন কি, যদি কোনও গর্হিত কর্ম্ম প্রমাদ বশতঃ তাঁহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, ফলাভিসন্ধি না থাকায়, তাহার বন্ধনাদি নাই। এবং সেজন্য প্রায়শ্চিত্তাদিরও প্রয়োজন নাই।

৮। বিধুরাধিকরণ॥

ভগবান্ সূত্রকার এ পর্য্যন্ত আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত সাধক গণের সম্বন্ধে পরীক্ষা শেষ করিয়া, এবং বিদ্যোৎপত্তির পর তাঁহারা ইচ্ছামত এবং অবসরমত আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারেন, এবং ইচ্ছা বা অবসর না হইলে তদনুষ্ঠানে প্রত্যবায় স্পর্শ করে না, এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া অধুনা অনাশ্রমী নিরপেক্ষ সাধকগণ সম্বন্ধে বিচারে অগ্রসর হইতেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা ব্রহ্মবিদ্ বাচক্নবী গার্গী মহোদয়ার নাম পাই। তিনি বিবাহ করেন নাই। আজীবন কুমারী ছিলেন, কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্তা ছিলেন না। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৮ প্রকরণে আমরা তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে "অক্ষর" সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে দেখিতে পাই। তাঁহার অধিগত ব্রহ্মবিদ্যার এ প্রকার গৌরব ছিল যে, তিনি নিজেই গর্ব্ব করিয়া রাজসভায় ব্রহ্মবিদ্ মণ্ডলীর সমক্ষে বলিয়াছিলেন, **"হন্তাহমিমং দ্বৌ প্রশ্নৌ প্রক্ষ্যামি, তৌ চেন্মে বক্ষ্যতি ন বৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিদ্ ব্রহ্মোদ্যং জেতেতি"**। (বৃহঃ ৩।৮।১)। "হে ব্রাহ্মণগণ! আমি এই যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, যদি তিনি এই দুইটির উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের মধ্যে কেহই ইঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন না।" সমাগত ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এ প্রকার গর্ব্ব প্রকাশ, গার্গীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। তিনি যে ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে একজন প্রধানা ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে সংবর্গ বিদ্যোপদেশ প্রসঙ্গে "রৈক্ক" নামা একজন ব্রহ্মবিদের উল্লেখ আছে। তিনিও একজন অনাশ্রমী নিরপেক্ষ অথচ ব্রহ্মবিৎ ছিলেন।

শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে এবং শ্রুত্যনুসারী পুরাণাদি শাস্ত্রে চারি আশ্রমের উল্লেখ আছে, এবং আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিদ্যোৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহা ভূয়োভূয়ঃ কথিত আছে। সুতরাং অনাশ্রমীর পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যোৎপত্তি সম্ভব কি না, ইহার বিচার আবশ্যক বিধায় পরবর্ত্তী অধিকরণের অবতারণা।

এই অধিকরণের নাম **"বিধুরাধিকরণ"**। **"বিধুর"** অর্থ দরিদ্র। এই সকল ব্যক্তি আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন সম্বন্ধে দরিদ্র বিধায়, এই অধিকরণ উক্ত নামে অভিহিত।

সংশয় :—শাস্ত্রে আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিদ্যোৎপত্তি হয়, কথিত আছে। কিন্তু গার্গী, রৈক্ক প্রভৃতি কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, অথচ, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত। অতএব, সংশয় হয় যে, আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলেও বিদ্যোৎপত্তি হয় কি না? সাধারণতঃ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, আশ্রমোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, বিদ্যোৎপত্তি হইতে পারে না। ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৪।৩৬।

অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ॥ ৩।৪।৩৬ ॥

অন্তরা + চ + অপি + তু + তৎ + দৃষ্টেঃ ॥

অন্তরা :—আশ্রম চতুষ্টয়ের বহির্ভূতদিগের। **চ :**—নিশ্চয়ে। **অপি :**—ও। **তু :**—কর্ম্মাগ্রহ নিরসনার্থ। **তদ্দৃষ্টেঃ :**—যেহেতু শ্রুতিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহারা কোনও আশ্রমের অন্তর্গত নহে, অনাশ্রমী, নিরপেক্ষ, তাহাদেরও নিশ্চয়ই ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার আছে। কেননা, শ্রুতিতে ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে, এবং ছান্দোগ্য শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়ে যথাক্রমে বাচক্নবী গার্গী এবং রৈক্ক তাহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত না থাকিয়াও ব্রহ্মবিৎ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।

এখানে পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, ভাল, এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত, তাহা হইলে শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রে যে আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন বিদ্যোৎপত্তির কারণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ইহার কি সমাধান করিবে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান জন্ম মানবের একমাত্র জন্ম নহে। ইহার পূর্ব্বে কত শত শত জন্ম গত হইয়াছে। সেই সেই জন্মে আশ্রমধর্ম্মাদি প্রতিপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইল, বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে যদি উক্ত জন্মের দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎপর জন্মে মানব বিশুদ্ধ চিত্ত লইয়াই জন্ম গ্রহণ করে, এবং তাহাতে সামান্য কারণেই বিদ্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। কেননা, বিদ্যোৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা উক্ত ব্যক্তির প্রাগ্‌ভবীয় জন্মেই সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান

জন্মে সৎসঙ্গ মাত্রে বা কোনও বিশেষ বাক্য মাত্র শ্রবণে বৈরাগ্যের সহিত বিদ্যালাভ হইয়া থাকে।

কলিকাতার অধিবাসী স্বনামধন্য ধনী প্রাতঃস্মরণীয় লালাবাবুর জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লালাবাবু একজন বিখ্যাত ধনী সন্তান ছিলেন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য, বিস্তৃত জমিদারি, দাস, দাসী, গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি ভোগোপকরণের প্রাচুর্য্যই তাঁহার ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে ভোগেই মগ্ন ছিলেন। সৎসঙ্গ বা শাস্ত্রালোচনার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। গাড়ী বা ঘোড়া চড়িয়া বৈকালিক ভ্রমণ তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেই ভ্রমণের সময় তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, সখা, চাটুকার প্রভৃতি তাঁহার অনুগমন করিতেন। একদিন ঐ প্রকার ভ্রমণের সময় কলিকাতার উপকণ্ঠে রাস্তার ধারে, একটি রজক বালিকা তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, "বাবা, বেলা গেল, বাস্‌নায় আগুন দিলি না"। তৎকালে সাবানের জন্ম হয় নাই। কলার বাস্‌নায় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্র ধৌত করা সে সময় প্রথা ছিল। সেইজন্য বালিকা তাহার পিতাকে বাস্‌নায় আগুন দিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবার জন্য ত্বরা লাগাইতেছিল। লালাবাবু উহা শুনিয়া চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্ণে উহা যেন ভগবানের উপদেশ বাণী বলিয়া মনে হইল। তিনি মনে করিলেন, সত্যই ত বেলা গেল, ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে আয়ুঃ ত ক্ষয় হইতেছে। আর কতদিন বা এ জীবন থাকিবে? অতএব, বাস্‌নায় আগুন লাগাইবার সময় ত বহিয়া যাইতেছে। আর কামনা বাসনা লইয়া কতকাল বিষয়ের কীট হইয়া থাকিব? এই মনে করিয়া বাটীতে ফিরিয়াই অতুল রাজৈশ্বর্য্যাদি সমুদায় পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসী হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া, "মাধুকরী" দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, এবং দিবারাত্র সাধন ভজনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রজক-বালিকার অপূর্ব্ব-চিন্তিত আকস্মিক উচ্চারিত একটি সাধারণ অপ্রাসঙ্গিক কথাই তাঁহার মনে বৈরাগ্য উৎপাদন করিল। যদি তাঁহার মনঃ পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না থাকিত, তাহা হইলে উক্ত বাণী কোনও কার্য্যকারী হইত না। আমরা ত ও প্রকার কত কথাই কত সময়ে শুনি, তাহাতে ত আমাদের মনে বিক্ষেপ উপস্থিত হয় না। আবার লালাবাবু বর্ত্তমান জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত এমন কোনও সাধন ভজনের কার্য্য করেন নাই, যাহা দ্বারা তাঁহার মনঃ এই জন্মেই প্রয়োজন মত গঠিত হওয়া সম্ভব

হইত। অতএব, পূর্ব্ব জন্মের সাধন ভজন ছিল বলিয়া ঐরূপ হইয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে। নতুবা, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে না।

অপ্রাসঙ্গিক এক কথাতেই কি প্রকারে মনের এই রকম আমূল পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা অন্য প্রকারে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যা (chemistry) আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, অনেক রাসায়নিক পদার্থ স্ফটিকে (in crystals) পরিণত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে crystallisation বলে। লবণ, সোরা, ফটকিরি প্রভৃতি অনেক দ্রব্যের নাম করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ, আমরা যে মিছরি ব্যবহার করি, তাহাও দানা বাঁধে, আমরা জানি। এই দানা বাঁধাই স্ফটিকে পরিণতি। যাঁহারা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে এই স্ফটিকে পরিণতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত পরিণতির জন্য যতকিছু অগ্রিম প্রয়োজনীয়, তৎসমুদায় সম্পূর্ণরূপে সম্পূরিত হইলেও স্ফটিক পরিণতি সংঘটিত হয় না। তাহাতে অনেক সময় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সেই সময়ে কোনও ব্যক্তির আকস্মিক আগমনে বায়ু প্রবাহে যে সামান্য বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তাহার ঈষৎ স্পন্দনে, একটি বালুকা কণার আকস্মিক পতন জনিত অত্যল্প আন্দোলনে, প্রশ্বাস পতনের অত্যল্পমাত্র কম্পনে, পরীক্ষাপাত্রস্থিত সমুদায় রাসায়নিক দ্রব্য পলক মাত্রে স্ফটিকে পরিণত হইয়া যায়। উক্তরূপ সামান্য বিক্ষেপের বায়ু স্পন্দনের প্রয়োজনীয়তা কি, বৈজ্ঞানিক তাহার কোন কারণ দর্শাইতে পারেন না। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষের ব্যাপার; অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্তর্জগতেও সেই একই নিয়ম। বিদ্যোৎপত্তির অগ্রিম প্রয়োজনীয় সমুদায় যথাযথ সংঘটিত হইলেও, বিদ্যোৎপত্তি হইতে কত জন্ম কাটিয়া যায়; কেন যায়, তাহা বিদ্যা যাঁহার এবং যিনি বিদ্যা, তিনি ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। আবার এক সময়ে আকস্মিক কোনও সাধু ব্যক্তির সংস্পর্শে, বা কোনও অপ্রাসঙ্গিক বাক্য শ্রবণে, বিদ্যোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। যেমন লালাবাবুর দৃষ্টান্তে আমরা দেখিলাম। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের পুঁথিগত বিদ্যা অত্যল্পমাত্রই ছিল। কিন্তু তিনি এক জীবনে সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়া জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ছিল বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। কত শত মানব শাস্ত্রালোচনায় বহু পরিশ্রম করিয়া এবং সমুদায় জীবন সাধন ভজন করিয়াও তাঁহার পদরেণুর উপযোগিতা লাভ করিতে পারে না। তবে সান্ত্বনা এই যে, "**ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি**" (গীতা, ৬।৪০) —কিছুইবিকলে যায় না।

সমুদায়ই সঙ্গে সঙ্গে থাকে, এবং পর পর উন্নতির সোপান গঠিত করে। এক জন্মে না হইলে তাহাতে হতাশ হইবার প্রয়োজন কি? আত্মা অবিনশ্বর, কালও অনন্ত। প্রাপ্য পরমাত্মাও নিত্য। সুতরাং নিরাশ হইবার কি আছে? মানবের অধিকারে মাত্র চেষ্টা। সেই চেষ্টাটুকু সাধুভাবে করিতে পারিলেই হইল। তাহাতে আত্মপ্রবঞ্চনা না থাকে। ইহা হইলেই ফল আপনাপনিই হইবে। উতলা হইলে চলিবে কেন?

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ॥ ভাগঃ ৭।১৩।৮।
অব্যক্তলিঙ্গো ব্যক্তার্থো মনীষ্যুন্মত্ত বালবৎ।
কবির্মূকবদাত্মানং স্বদৃষ্ট্যা দর্শয়েন্নৃণাম্॥ ভাগঃ ৭।১৩।৯।

—শান্ত ও সমচিত্ত পুরুষের আশ্রম ধর্ম্মার্থ হয় না। যাবৎ জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, তাবৎ সত্ত্বশুদ্ধি নিমিত্ত যম ও নিয়ম আচরণ পূর্ব্বক জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে যত্ন করিবেন। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে নিয়মাদির আবশ্যকতা নাই। তৎকালে, ইচ্ছা হয়, লোক সংগ্রহার্থ ধারণ করিবেন, ইচ্ছা না হয়, পরিত্যাগ করিবেন। বাহিরে তাঁহার কোনও চিহ্ন ব্যক্ত হইবে না। কেবল আপনার প্রয়োজন বা আত্মানুসন্ধান ব্যক্ত হইবে। মনীষী হইয়াও আপনাকে উন্মত্ত বালকের ন্যায় দেখাইবেন। স্বয়ং পণ্ডিত হইয়াও লোকদিগের সমক্ষে আপনাকে মূকের ন্যায় প্রকাশ করিবেন।

ভাগঃ ৭।১৩।৮-৯।

ভাগবতের ১১।১৮।২৭-২৮ শ্লোকও দ্রষ্টব্য। উক্ত দুটি শ্লোক ও তাহাদের অর্থ ৩।৪।১৭ সূত্রের আলোচনায় প্রদত্ত হইয়াছে।

সূত্র :—৩।৪।৩৭।

অপি স্মর্য্যতে॥ ৩।৪।৩৭॥
অপি+স্মর্য্যতে॥

অপি :—ও। স্মর্য্যতে :—স্মৃতি শাস্ত্রেও উক্ত আছে।

স্মৃতিতেও উক্ত আছে যে, সৎসঙ্গ সমুদায় পাপ বিধূত করিয়া বিদ্যা উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা, ভাগবতে আছে :—

পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়দূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥
ভাগঃ ২।২।৩৭।

—ভগবান্ হরি ভক্তগণের আত্মস্বরূপ প্রিয়তম। তাঁহার কথারূপ অমৃত শ্রবণপুটে স্থাপন করিয়া যে সকল ব্যক্তি পান করেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ বিষয় সেবার দ্বারা দূষিত হইলেও, তাঁহারা তাহা শুদ্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হযেন। ভাগঃ ২।২।৩৭।

সৎসংসগের অপার মহিমা ভাগবতের ৫।১২।১২ শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে কথিত আছে।

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
নচেজ্যয়া নির্বপণাদগৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥ ভাগঃ ৫।১২।১২

—হে রহূগণ। এই প্রকার জ্ঞান মহাপুরুষদিগের চরণরজের অভিষেক ব্যতিরেকে তপস্যা, বা বৈদিক কর্ম্ম, কিম্বা অন্নাদি সংবিভাগ, অথবা গৃহস্থধর্ম্মার্থ পরোপকার, কিম্বা বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা কিছুতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভাগঃ ৫।১২।১২।

ভগবদ্ভক্ত সাধুব্যক্তির সঙ্গ বড়ই দুর্লভ। ইহার সহিত স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতির তুলনা হয না।

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥

ভাগঃ ১।১৮।১৩, ৪।৩০।৩৩, ৪।২৪।৫৮।

ভগবান্ নিজেই বলিযাছেন যে, তিনি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্বৈর, সমদর্শন মুনিব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদিগের চরণরেণু স্পর্শে নিজের শুদ্ধি সম্পাদন করেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অন্তর্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ডগণও পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে। অহো! ভক্তবৎসলতা!!!

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।

অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রি রেণুভিঃ॥ ভাগঃ ১১।১৪।১৫

এই নিরপেক্ষ ভক্তদিগের যে সুখ, তাহা মোক্ষাপেক্ষি অন্য ভক্তগণের জন্য নহে।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

ভাগঃ ১১।১৪।১৬

—অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত, শান্ত, মহান্, অখিল জীব-বৎসল কামনা দ্বারা অস্পৃষ্ট হৃদয় মদ্ভক্ত ব্যক্তিরা যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। সেই সুখ নিরপেক্ষ ভক্তগণেরই লভ্য; অন্য মোক্ষাপেক্ষী জনগণ তাহা জানিতেও পারে না।

ভাগঃ ১১।১৪।১৬।

তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন—অর্থাৎ কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া, কোনও প্রকার সুখের প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া, ভগবান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিরতিশয়, পরমসুখ বিধান করেন।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, নিরপেক্ষ সাধক ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এত মহান্ যে, ভগবান্ও তাঁহার চরণরেণু প্রার্থনা করেন।

সূত্র :—৩।৪।৩৮।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩।৪।৩৮ ॥

বিশেষানুগ্রহঃ + চ ॥

বিশেষানুগ্রহঃ :—অনাশ্রমী নিরপেক্ষ ভক্তগণের প্রতি বিশেষ কৃপা। চ :—ও।

যাঁহারা সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এবং কিছুর আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শ্রীভগবানের চরণমাত্র আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের প্রতি ভগবানের বিশেষ দয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাগবত ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন :—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

ভাগঃ ২।৭।৪২।

ইহার অর্থ ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৩৮) পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ভাগঃ ৯।৪।৬৩।
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ ভাগঃ ৯।৪।৬৪।
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥ ভাগঃ ৯।৪।৬৬।

—শ্রীভগবান দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিতেছেন :—হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরাধীন। সুতরাং অস্বতন্ত্রের তুল্য। ভক্তগণ আমার প্রিয়। সাধুগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়া অবস্থান করিতেছেন। যে সকল ভক্তের আমিই পরাগতি, সেই সমস্ত সাধুভক্তজন ব্যতীত আমি আপনার আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না। ফলতঃ, যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ, ইহলোক, পরলোক সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন আমি তাহাদিগকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সর্ব্বত্র সমদর্শী সাধু পুরুষেরা আমার প্রতি স্ব স্ব হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তাহার ন্যায় আমাকে স্ব স্ব বশতাপন্ন করিয়াছে। ভাগঃ ৯।৪।৬৩-৬৪-৬৬।

৯। ইতরাধিকরণ ॥

ভিত্তি :—

"তস্মিঞ্ছুক্লমুত নীলমাহুঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতংচ।
এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুবিত্তস্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ ॥"
(বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৯)।

—ভিন্ন ভিন্ন লোক নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে পূর্ব্বোক্ত মোক্ষসাধন পথে শুক্ল (বিশুদ্ধ, নির্ম্মল), নীল, পিঙ্গল, হরিৎ ও লোহিতবর্ণ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই পথটি ব্রহ্মের সহিত সম্বদ্ধ। পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তেজোময় ব্রহ্মে আত্মভাব স্থাপন করিয়া, ঐ ব্রহ্মপথে গমন করেন, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। (বৃহঃ ৪।৪।৯)

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে "**পুণ্যকৃৎ**" শব্দ রহিয়াছে। উহার অর্থ, যে সাধক আপন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনিই "**পুণ্যকৃৎ**" এবং তিনিই সহজে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন :—

গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ ॥ ভাগঃ ১১।১৭।৩২।

—তিনি যদি সকাম হন, গৃহে থাকিবেন, নিষ্কাম হইলে বনে প্রবেশ করিবেন, আর যদি মৎপর দ্বিজোত্তম হইতে ইচ্ছা করেন, তবে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। যে প্রকারেই হউক, আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন, অনাশ্রমী প্রতিলোমাচরণ করিবেন না। ভাগঃ ১১।১৭।৩২

তোমার সিদ্ধান্তমত আশ্রমী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি এবং অনাশ্রমী গার্গী প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, দেখা গেল বটে। তথাপি শ্রুতি, স্মৃতি পর্য্যালোচনা করিলে নিরপেক্ষভাবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, অনাশ্রমী নিরপেক্ষ অপেক্ষা, আশ্রমী স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ। কারণ, আশ্রমী দ্বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, আশ্রমধর্ম্ম যথাযথ পালন করেন এবং ব্রহ্মবিদ্যাও লাভ করেন। অনাশ্রমী মাত্র ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন, আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন না। সুতরাং আশ্রমীই শ্রেষ্ঠ হইল না কি? ইহার উত্তরে সূত্র :—

সূত্র :—৩।৪।৩৯।

অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩।৪।৩৯ ॥

অতঃ + (তু) + ইতরৎ + জ্যায়ঃ + লিঙ্গাৎ + চ ।

অতঃ :—ইহা হইতে, আশ্রমী হইতে। (**তু** :—আপত্তিনিরসনে।) **ইতরৎ** :—নিরাশ্রমত্ব। **জ্যায়ঃ** :—শ্রেষ্ঠ। **লিঙ্গাৎ** :—চিহ্ন হেতু, শ্রুতি প্রমাণ হেতু। **চ** :—অবধারণে।

ইতর অর্থাৎ অনাশ্রমী বা নিরপেক্ষ, আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠই বটে। কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে গার্গী অনাশ্রমী হইয়াও আশ্রমী যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার ও অপর ব্রাহ্মণগণের বিচার মীমাংসা করিয়াছিলেন, উক্ত আছে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে যে আশ্রমধর্ম্ম পালনের উপদেশ আছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, অনাদি প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণশীল জীবের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সংকোচ সাধনের জন্যই শাস্ত্রে আশ্রমধর্ম্মের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আশ্রম বিধানেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। বিভিন্ন আশ্রম পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ। উক্ত বিধান সাধারণ লোকের জন্য। উহারা প্রায়ই অজ্ঞ। ভাগবতে ইহা স্পষ্টই কথিত আছে :—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ॥ ভাগঃ ১১।৩।৪৫।

ইহার অর্থ ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। অপর স্থানে উহা আরও স্পষ্টতর ভাষায় উল্লিখিত আছে, যথা :—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্ ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৩।
উৎপত্ত্যৈব হি কামেষু প্রাণেষু স্বজনেষু চ।
আসক্তমনসো মর্ত্ত্যা আত্মনোঽনর্থহেতুষু ॥ ভাগঃ ১১।২১।২৪।

—জীব জন্মমাত্রেই কামনার বিষয়ে, প্রাণে, স্বজনে, গেহে, দেহে, ধনে, দারায়, পুত্র প্রভৃতিতে আসক্ত হয়। ইহা অনর্থের হেতু। এই আসক্তির সংকোচ সাধনের জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড নানা প্রকার ফলশ্রুতিরূপ প্রলোভন দেখাইয়া জীবকে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্মে প্ররোচিত করে। রোগ

হইলে রোগ মুক্তির জন্য বালকের মাতা নানা প্রকার মিষ্টদ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়া তিক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন; ইহা তদ্রূপ। উক্ত আশ্রমধর্ম্ম বিধানেই বেদের তাৎপর্য্য নহে। ভাগঃ ১১।২১।২৩-২৪।

তবে বেদের তাৎপর্য্য কি তাহা পরেই বলিতেছেন :—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥ ভাগঃ ১১।২১।৩৫।

—যদিও বেদে কর্ম্মকাণ্ড, দেবতাকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই তিন কাণ্ড বর্ত্তমান, কিন্তু এই তিনই ব্রহ্মাত্মবিষয়; পরোক্ষভাবে ব্রহ্মাত্মবিষয়ে উপদেশই বেদে দেওয়া আছে। পরোক্ষই আমার প্রিয়। ভাগঃ ১১।২১।৩৫।

এবং উপসংহারে বলিতেছেন :—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন॥ ভাগঃ ১১।২১।৪০।
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥
ভাগঃ ১১।২১।৪১।

—বেদ কর্ম্মকাণ্ডে কি বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যে কি প্রকাশ করে, এবং জ্ঞানকাণ্ডে কাহাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে, ইহা আমি ভিন্ন কেহই জানে না। কর্ম্মকাণ্ড যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ড দেবতারূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং জ্ঞানকাণ্ড আমাকেই আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে। ভাগঃ ১১।২১।৪০-৪১

সুতরাং বেদের তাৎপর্য্য বুঝা গেল। স্মৃতি শাস্ত্র বেদানুসারী। সুতরাং বেদের তাৎপর্য্য যাহা, স্মৃতিরও তাহাই। সাধারণ মানব একেবারেই সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতে পারে না। আশ্রম সকল এবং আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন ঐ উচ্চতম স্তরে উঠিবার সোপান শ্রেণী ও তাহাতে আরোহণ সুকর করিবার জন্য বিহিত। উদ্দেশ্য উহাতে আরোহণ করা। যাঁহারা পূর্ব্বজন্মজনিত কর্ম্ম দ্বারা সোপানের উচ্চতর অংশে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের আবার গুরু হইতে আরম্ভ করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা যে স্থানে পৌঁছিয়াছেন, সেইখান হইতেই উচ্চতম অংশে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিবেন, ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত উপদেশ। বিশেষতঃ,

আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনে যে সমুদায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, চিত্তশুদ্ধিই তাহার উদ্দেশ্য। যাঁহাদের চিত্ত প্রাগ্‌ জন্মকৃত কর্ম্ম দ্বারা শোধিতই আছে, তাঁহাদের আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনের কোন আবশ্যকতা বা সার্থকতা নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রবৃত্তি সংকোচই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনের অন্য উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ব্রহ্মরতির অন্তরায়। যে সকল ব্যক্তির প্রবৃত্তি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মৈকরত, তাঁহাদের আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনের কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং উক্ত প্রকার ব্যক্তিদিগের পক্ষে আশ্রমী হওয়া অপেক্ষা নিরাশ্রমী হওয়াই প্রশস্ত। এই জন্য জাবালোপনিষদে স্পষ্টই উক্ত আছে, যে দিনেই বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনেই সন্ন্যাস করিবে—**"যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ"**—(জাবাল উপনিষৎ, ৪)। **অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে, অধিকারীভেদে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালনের এবং অনাশ্রমী হইবার উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন।**

পূর্ব্বপক্ষের আপত্তিতে, ভাগবতের ১১।১৭।৩২ শ্লোকে যে আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমনের উপদেশ আছে, তাহা সাধারণ নিম্নাধিকারী মানবের পক্ষে, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। তাঁহারা সোপানের মূল দেশেই অবস্থিত।

এই প্রকার নিরপেক্ষ অনাশ্রমীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত কি বলেন, দেখা যাউক :—

> **ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।**
> **সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৪৯।**

—যে ব্যক্তির জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম এবং জাতি দ্বারা এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে অহংভাব উৎপন্ন না হয়, তিনি হরির প্রিয়। ভাগঃ ১১।২।৪৯।

দেহে অহংভাব না থাকিলে, আশ্রমে থাকা না থাকা সমান। তাঁহার পক্ষে ভগবান কর্ত্তৃক আদিষ্ট বেদবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌ভজনই কর্ত্তব্য। ইহা ভাগবতের ১১।১১।৩২ শ্লোকে স্পষ্ট কথিত আছে।

> আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
> ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ সতু সত্তমঃ॥
>
> ভাগঃ ১১।১১।৩২

—৩।৪।৯ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রকার নিরপেক্ষ সাধকগণ আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন না কেন, তাহাই বলিতেছেন। তাঁহাদের অবসর কোথায়? সকল সময়েই তাঁহারা ভগবদ্‌ভজনে নিযুক্ত।

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম।
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥ ভাগঃ ১১।১৯।১৯।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥ ভাগঃ ১১।১৯।২০।
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥ ভাগঃ ১১।১৯।২১।
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনি বেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥
ভাগঃ ১১।১৯।২২।
যদাত্মন্যর্পিতং চিত্তং শান্তং সত্ত্বোপবৃংহিতম্।
ধর্ম্মং জ্ঞানং সবৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাভিপদ্যতে॥ ভাগঃ ১১।১৯।২৩।

—সর্ব্বদা আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, নিত্য আমার নাম কীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, সর্ব্বদা আমার গুণ, আমার পরিচর্য্যায় সর্ব্বদা সমাদর, সাষ্টাঙ্গে অভিবাদন ইত্যাদি রূপে মদ্ভক্ত কর্ত্তৃক আমার যে পূজা, সর্ব্বভূতে মদ্ভাব দর্শন, আমার উদ্দেশ্যে সঙ্গ চেষ্টা, বাক্যে আমার গুণ কথন, আমাতে মনঃ সমর্পণ, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ, আমার জন্য অর্থ, ভোগ এবং সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার জন্যই ইষ্ট, দত্ত, হুত, জপ, ব্রত প্রভৃতি অনুষ্ঠান—আমার ভক্তির কারণ। হে উদ্ধব! এইরূপ ধর্ম্ম দ্বারা আত্ম-নিবেদী মনুষ্যগণের আমাতে ভক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং তাহা হইলে প্রাপ্তির আর কোনও অবশেষ থাকে না। সত্ত্বগুণসম্পন্ন, শান্ত চিত্ত যখন আত্মস্বরূপ আমাতে সমর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাগঃ ১১।১৯-২০-২১-২২-২৩।

অতএব, নিরপেক্ষ ভাবে ভগবদারাধনা করিলে যখন আর প্রাপ্তব্য

কিছুই থাকে না, তখন উহা যে আশ্রমধর্ম্ম পালনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার কথা কি ? সুতরাং অনাশ্রমী আশ্রমী হইতে শ্রেষ্ঠ।

তবে সাবধানে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত অধিকারীর পক্ষেই নিরাশ্রমী হইবার অনুমোদন। অধিকারী না হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলে সমূহ অকল্যাণ সংঘটিত হয়। যাঁহার বৈরাগ্য তীব্র এবং প্রকৃত, তাঁহার পক্ষেই উহা বিধেয়। সাধারণের পক্ষে নহে। ভগবদ্‌ভাবে বিভোর ভক্তই উহার অধিকারী।

উপরে উদ্ধৃত ১১।১৯।২৩ শ্লোকে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, যে ভক্তের চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে এবং তজ্জনিত যিনি সত্ত্বগুণ সম্পন্ন এবং শান্তচিত্ত হইয়াছেন, তিনি যদি ভগবানে সর্ব্বতোভাবে মনঃ সমর্পণ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাঁহার আর আশ্রমধর্ম্মাদি প্রতিপালনের প্রযোজন কি ? তবে উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত বিশেষণ দুইটি বড়ই গভীর অর্থবোধক। চিত্তশুদ্ধি না হইলে, এবং সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ও শান্তচিত্ত না হইলে, শুধু লোকের নিকট গৌরব লাভের জন্য ভক্ত সাজিলে চলিবে না। উহা ভয়ঙ্কর আত্মপ্রতারণা, এবং উহার ফল বড়ই অনিষ্টকর, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা প্রযোজন।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, অধিকারী অনুসারে নিরাশ্রমী, আশ্রমী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সংশয়ঃ—আচ্ছা, ভাল, আশ্রমধর্ম্মানুষ্ঠাতা "স্বনিষ্ঠ" ও "পরিনিষ্ঠিত" অপেক্ষা "অনাশ্রমী" নিরপেক্ষ বিত্যার্থী শ্রেষ্ঠ, ইহা ত পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত করিলে। কিন্তু ইহা ত অস্বীকার করিতে পারিবে না যে, অনাশ্রমীগণ দুই পর্য্যাযে বিভক্ত—(১) যাঁহারা গুরুগৃহ হইতে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াই সমুদায আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ ভগবৎ পদাশ্রয করিয়াছেন, আর (২) যাঁহারা দারপরিগ্রহ পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিযা বিষযাদি উপভোগ করতঃ বিধিপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ পদাশ্রয করিযাছেন—ইঁহাদের উভযেরইত স্ব স্ব উচ্চ পদবী হইতে পতনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশেষতঃ অনাশ্রমীগণের শারীরিক অভাবাদির জন্য গৃহস্থাশ্রমীর অপেক্ষা থাকে। আবার, উক্ত গৃহস্থাশ্রমও বেদশাস্ত্রসম্মত এবং উহা হইতেও পরমার্থ লাভ সম্ভব, ইহা শাস্ত্রে ভূযোভূয়ঃ বর্ণিত আছে। এই সকল

কারণে অনাশ্রমী নিরপেক্ষ বিদ্যার্থী উক্ত আশ্রমে আকৃষ্ট হইয়া. যদ্যপি তাহা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত ভগবৎরতি হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে পতন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইয়া যায়। অন্যপক্ষে স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিতগণের সে প্রকার পতন বা প্রচ্যুতির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কেননা, তাঁহারা সমুদায় আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করতঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নিজ নিজ পদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, এবং ক্রমশঃ সোপানের উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতম স্তরে উন্নীত হইয়া পরম পদ লাভ করেন। সুতরাং এই কারণে নিরাশ্রমী নিরপেক্ষগণ, অপর দ্বিবিধ বিদ্যার্থী অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, ইহা বিনা বিতর্কে স্বীকার করা যায় না।

এই সংশয় ও আপত্তির উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৪০।

তদ্ভূতস্য তু নাতদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাৎতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥
৩।৪।৪০ ॥

তদ্ভূতস্য + তু + ন + অতদ্ভাবঃ + জৈমিনেঃ + অপি + নিয়ম
+ অতদ্রূপ + অভাবেভ্যঃ ॥

তদ্ভূতস্য :—ব্রহ্মৈকরত নিরপেক্ষের। **তু** :—কিন্তু, আপত্তি নিরসনার্থক। **ন** :—না। **অতদ্ভাবঃ** :—তদ্ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মৈকরতিভাব হইতে প্রচ্যুতি। **জৈমিনেঃ** :—জৈমিনি নামক পূর্ব্ব মীমাংসক আচার্য্যের। **অপি** :—ও, ("অপি" শব্দের দ্বারাই আচার্য্য বাদরায়ণের মত জৈমিনি মতের সহিত ঐক্য বুঝাইতেছে)। **নিয়ম** :—অর্থাৎ মরণান্ত আশ্রম বহির্ভূত অবস্থায় অরণ্য বাসাদি হেতু। **অতদ্রূপ** :—ভগবদ্ বিষয়ে বাসনা ভিন্ন অন্য বিষয়ের বাসনা বিনাশ হেতু। **অভাবেভ্যঃ** :—শিষ্টাচারের অসম্ভাব হেতু।

যাঁহারা সমুদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে ভগবৎ পদ আশ্রয় করেন, তাঁহারা উক্ত পদ হইতে প্রচ্যুত হয়েন না। শ্রীভগবান তাঁহাদের সমুদায় বিপদ, সমুদায় অন্তরায় এবং পতনের সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করেন। জৈমিনি ঋষি, যিনি কর্ম্মৈকপর, তিনিও নিরপেক্ষ শ্রুতির বলবত্তা দর্শনে ভীত হইয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্তাধিকার ব্যক্তির জন্মাবধি নৈরপেক্ষ স্বীকার

করিয়া থাকেন। ইহাতে সূত্রকার ভগবান বাদরায়ণও একমত। ৩।৪।৩৬ সূত্রেও ইহার পোষক সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ, নিরপেক্ষ সাধকগণের সমুদায় ইন্দ্রিয় পরমপদেই একান্তভাবে সংযোজিত, ব্রহ্মেতর বিষয় হইতে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত ; ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্ব ব্যতীত আর কোনও বিষয়েই তাঁহাদিগের বাসনা থাকে না, এবং নিরাশ্রমী শিষ্টগণের মধ্যে আশ্রমান্তর গ্রহণের অভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে। **এই সকল কারণ হইতে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয় যে, 'নিরপেক্ষ' অপর দ্বিবিধ সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।**

ভাগবত এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখ :—

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিলবৃত্তি যৎ।
চিত্তং ব্রহ্ম সুখস্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিৎ॥

ভাগঃ ৭।১৫।২৭।

—কামাদি দ্বারা অনাবিদ্ধ, এবং ব্রহ্মসুখ সংস্পৃষ্ট চিত্তের সমুদায় বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে প্রশান্ত হওয়ায়, আর কদাচ বিক্ষিপ্ত হয় না।

ভাগঃ ৭।১৫।২৭।

যদি কর্ম্মবিপাকে কখনও কোনও বিক্ষেপ উপস্থিত হয়, ভগবান নিজেই সেই একান্তনিষ্ঠ ভক্তের রক্ষক স্বরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার সমুদায় বিঘ্ন, অন্তরায় দূর করেন।

তথা ন তে মাধব। তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥ ভাগঃ ১০।২।২৭।

—ইহার অর্থ ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ১০৪১) দেওয়া হইয়াছে।

—লোকাধিপতি দেবগণ নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্ত পাছে তাঁহাদিগের লোক সকল অতিক্রম করিয়া পরম পদে স্থান লাভ করেন, এই আশঙ্কায় বহুবিধ বিঘ্ন সৃজন করিয়া উক্ত নিরপেক্ষ ভক্তের সাধন পথে উপস্থাপিত করেন বটে, কিন্তু ভগবানই এ প্রকার ভক্তের রক্ষয়িতা। সুতরাং সেই কারণে তাঁহারা ঐ সকল বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করিয়া ভগবন্মহিমা প্রকটিত করেন। ভাগঃ ১১।৪।১০।

ত্বাং সেবতাং সুরকৃতা বহবোঽন্তরায়া
স্বৌকো বিলঙ্ঘ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে।
নান্যস্য বর্হিষি বলীন্দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং ত্বমবিতা যদি বিঘ্নমূর্দ্ধ্নি॥
ভাগঃ ১১।৪।১০।

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন:—১।৩।৪১ সূত্রের আলোচনায় (পৃঃ ৬৫০-৬৬২) সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছ যে, দেবতাগণ শ্রীভগবানের কার্য্যমূর্ত্তি; তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে শ্রীভগবানের নিয়ম সকল পরিচালনা করেন, এবং সেই পরিচালনার সহিত ভগবদিচ্ছার কোন বিরোধ নাই—অর্থাৎ ভগবদিচ্ছানুসারেই উক্ত পরিচালনা কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার, এখানে বলিতেছ যে, দেবতাগণ নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্তের সাধনপথে বিঘ্ন উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, পাছে উক্ত প্রকার ভক্তগণ তাঁহাদের অধিষ্ঠিত লোকাদি অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের পরম পদে স্থান লাভ করেন, এ আশঙ্কা দেবতাগণের সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সে কারণ, শ্রীভগবানকে উক্তপ্রকার ভক্তগণের রক্ষয়িতারূপে আবির্ভূত হইয়া উক্ত বিঘ্ন সমুদায় অপসারিত করিতে হয়। ইহাতে কি দেবতাগণের ভগবদিচ্ছার প্রতিকূলতাচরণ করা হইল না? পূর্ব্বসিদ্ধান্তের সহিত ইহার কি প্রকারে সঙ্গতি হইতেছে?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, দর্শনের লক্ষ্যস্থান ভেদে বিরোধ এবং অবিরোধ লক্ষিত হয়। ব্রহ্মকোটি বা ব্রহ্মের লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শন করিলে, অর্থাৎ তত্ত্বদৃষ্টিতে ব্রহ্মেতর বস্তুমাত্র না থাকায়—অন্যকথায়, ব্রহ্ম, ভগবান, দেবতা, জীব, জগৎ, কর্ম্ম, নিয়ম প্রভৃতি ব্রহ্ম হইতে অভেদ হওয়ায়—বিরোধের অবকাশ কোথায়? শ্রুত্যুক্ত **"একমেবাদ্বিতীয়ম্", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি"** ত এই তত্ত্বই ঘোষণা করিতেছে। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদবিহীন একমাত্র বস্তুই যখন প্রকৃত তত্ত্ব, তখন কে কাহার প্রতিকূলতাচরণ করিবে? সমুদায়ই ত ব্রহ্মের **"বহুস্যাং"** সংকল্পের বিকাশ মাত্র। ব্রহ্মেতর বস্তু মাত্রের তত্ত্বতঃ অস্তিত্ব না থাকায়, বিরোধের বা প্রতিকূলতাচরণের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

তবে প্রপঞ্চ জগতের, জীবের এবং সেই হেতুতে দেবতাগণের লক্ষ্যস্থান হইতে দর্শন করিলে, জগৎ বৈচিত্র্য, জীবগণের ও দেবতাগণের পরস্পর পৃথক্

ভাব, ব্রহ্ম হইতে ভেদ দর্শন, এক কথায় দ্বৈত দর্শন, এবং তজ্জনিত বিরোধ-অবিরোধ, প্রতিকূলতাচরণ-অনুকূলতাচরণ প্রভৃতি উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা শ্রীভগবানের মায়া বা সংকল্প বশতঃই হইয়া থাকে। দেবতাগণও মানবগণের ন্যায় মায়াবদ্ধ জীব। তাঁহারা সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে রজঃ ও তমোগুণও দেবতাগণে বর্ত্তমান থাকায়, এবং তাঁহারা ভগবানের মায়া প্রভাবে মানবের ন্যায় অল্পবিস্তর অবিদ্যাবদ্ধ হওয়ায়, তাঁহাদের মনে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ভগবানের মায়া বা সংকল্পই তাঁহার মূল কারণ। ইহাতে অনেকগুলি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, শ্রীভগবানই পরমতত্ত্ব, তিনি মায়ার অতীত, নিত্য, সত্য এবং সে কারণ একমাত্র সেব্য ও উপাস্য। দেবতাগণ মায়িক প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের উপাসনায় মায়াতীত, নিত্য, শাশ্বত পরমপদ লাভ হয় না, এ শিক্ষা দেওয়া হইল। দ্বিতীয়তঃ, উহার সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও প্রকটভাবে দেখান হইল যে, শ্রীভগবানের চরণাশ্রয় একান্তভাবে করিলে, তিনি নিজ ভক্তগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ শিক্ষা পাইয়া মানবগণের তাঁহাকেই পরম শ্রেয়ঃ রূপে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য,—তাহা হইলে সম্পূর্ণ অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, দেবতাগণের দৃষ্টান্তে জীবকে আরও শিক্ষা দেওয়া হইল যে, সকলেই মায়ার বশ, মায়াবরণে আবরিত হওয়ায় জীবের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। লোকপাল দেবতাগণও মায়ায় অভিভূত হইয়া ভগবানের প্রতিকূলতাচারণ করিলেও, শ্রীভগবান দয়ার শাসনে যেমন তাঁহাদিগের মলিনত্ব নাশ করিয়া, নিজের স্বরূপ তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রকট করেন; সেইরূপ মায়াবদ্ধ জীবের বারম্বার পদস্খলন, এবং তজ্জনিত দুঃখ যন্ত্রণাদিভোগ, তাঁহার দয়ার শাসনেই ঘটিয়া থাকে, এবং ইহার শেষ পরিণতি তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্তি। ৩।৩।৩২ সূত্রের আলোচনায়ও এই কথাই বলা হইয়াছে। **অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যাহা প্রতিকূলতাচরণ, তত্ত্বদৃষ্টিতে তাহা শ্রীভগবানেরই সংকল্পের কার্য্য মূর্ত্তি এবং উহার শেষ পরিণতি-পরম শ্রেয়োলাভ।**

শ্রীমদ্‌ভাগবত দেবরাজ ইন্দ্রের মুখে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। গোকুলে ইন্দ্রমখ ভঙ্গ হওয়ায় ইন্দ্র ক্রোধে বারিবর্ষণে গোকুল ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান যখন গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া, উহার দর্প চূর্ণ করিলেন, তখন ইন্দ্র ভগবন্মহিমা জ্ঞাত হইয়া স্তুতিপূর্ব্বক বলিতেছেন :—

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্।।
ভাগঃ ১০।২৭।৭।

—যে সকল ব্যক্তি আমার সদৃশ অজ্ঞ, অতএব আপনাদিগকে পৃথক্ জগদীশ্বর বলিয়া দম্ভ করে, তাহারা উক্ত দম্ভের শাসন কালে উদ্যতদণ্ড মূর্ত্তিমান ভয়রূপী আপনাকে দর্শন করিয়া, আপনি কি শাস্তি বিধান করিবেন, এই ভয়ে সেই দম্ভজনিত অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ আপনার ভক্তি স্বরূপ আর্য্যবর্ত্ম সেবা করিয়া থাকে। আপনার চেষ্টাই খল ব্যক্তিগণের দণ্ড। ভাগঃ ১০।২৭।৭।

ব্রহ্মাও যখন অভিমানে অন্ধ হইয়া নিজ মায়া বিকাশে গোবৎস ও গোপাল-বালক হরণ করিয়াছিলেন, ভগবান নিজ বিভূতি প্রকাশ দ্বারা হৃত বৎস ও গোপবালক প্রকটন করিয়া, সম্বৎসর কাল যখন লীলা করিলেন, তখন ব্রহ্মা হতমান হইয়া স্তব করতঃ বলিতেছেন :—

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত! মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি।।
ভাগঃ ১০।১৪।১০।

—হে অপ্রচ্যুত স্বরূপ! আমি রজোগুণে উৎপন্ন, এ কারণ অজ্ঞ, সুতরাং তাহাতে আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে। অতএব "আপনা হইতে আমি পৃথক্ ঈশ্বর" এইরূপ অভিমান করিতেছি। হে প্রভো! "এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মা অন্যত্র প্রভুরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আমারই ভৃত্য, এবং সেইজন্য আমার অনুকম্পনীয়," এইরূপ মনে করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। ভাগঃ ১০।১৪।১০।

সুতরাং, দেখা গেল যে, প্রতিকূলতাচরণ অজ্ঞান নিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। অন্যতঃ উহার অস্তিত্ব নাই। এবং এই বাহ্যতঃ প্রতিকূলতা-চরণের শেষ পরিণতি ভগবৎ কৃপা লাভ।

[পূর্ব্ব পক্ষের আপত্তির নিরসন করিয়া সূত্রকার বর্ত্তমান সূত্রে নিরপেক্ষ সাধক অন্য দ্বিবিধ সাধক হইতে যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান সূত্রে "স্বনিষ্ঠ" সাধক হইতে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইতেছে।]

ভিত্তি :—

"ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্।
সর্ব্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্ব্বমাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ।। ইতি" ॥

(ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২)।

—পশ্য অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মৃত্যু অনুভব করেন না। রোগ, দুঃখও অনুভব করেন না, পরন্তু সমুদায়ই দর্শন করেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ববিষয় প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ৭।২৬।২)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিতে নিরপেক্ষ তত্ত্বদর্শীগণের বিদ্যাদ্বারা স্বর্গাদি লাভ শ্রবণ হেতু স্বর্গাদিলাভের পরে তত্রত্য সুখকর বিষয়ভোগ নিবন্ধন, তাঁহাদের ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ উপস্থিত হইতে পারে, এবং তজ্জন্য পতনও সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৪১।

ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাৎ তদযোগাৎ ॥ ৩।৪।৪১ ॥
ন + চ + আধিকারিকম্ + অপি + পতন + অনুমানাৎ + তৎ + অযোগাৎ ॥

ন :—না (ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ অথবা পতন সম্ভাবনা হইতে পারে না)। **চ :—**অবধারণে। **আধিকারিকম্ :—**স্বর্গাদি লোকাধিষ্ঠাতৃত্বরূপ অধিকার—সেই অধিকার যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অধিকারিক—তাঁহাদের পদ। **অপি :—**ও, ("অপি" শব্দ দ্বারা তত্তৎ লোকভোগ্য সুখ ভিন্ন অন্যান্য সুখও)। **পতন :—**তত্তল্লোক হইতে প্রচ্যুতি। **অনুমানাৎ :—**অনুমান হেতু।

তৎ :—তাহা। অযোগাৎ :—ইচ্ছা সংযোগের অভাব বশতঃ, অর্থাৎ, অনিচ্ছা বশতঃ॥

নিরপেক্ষ ভক্তগণের ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ বা পতন সম্ভাবনা হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদায় লোকেরই পতন শাস্ত্রে কথিত আছে :—যথা, গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন"। (গীতা, ৮।১৬)। সেজন্য, শ্রীভগবানের পরমপদ ভিন্ন, সমুদায় লোক হইতে পতন অনিবার্য্য বলিয়া, উক্ত নিরপেক্ষগণ লোকাধিপতিগণের পদও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের ব্রহ্মরতির বিচ্ছেদ বা পতন সম্ভাবনা কোথায়? স্বনিষ্ঠ স্বাধক আশ্রমধর্ম্মোক্ত কাম্য কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা শাশ্বত লাভ নহে। যদি স্বনিষ্ঠগণ বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে কল্প মধ্যেই হউক বা অতি শুভ কর্ম্ম বশতঃ কল্পান্তেই হউক, পতন অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য নিরপেক্ষগণ স্বনিষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল। "পরিনিষ্ঠিত" সম্বন্ধে এই একই কথা, ইহা পরসূত্রে কথিত হইবে।

—ভাগবত বলিতেছেন, কর্ম্মমাত্রই পরিণামী হওয়ায়, দৃষ্ট কর্ম্মের ন্যায় অদৃষ্ট কর্ম্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দুঃখময় ও নশ্বর বলিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি দর্শন করিবেন। ভাগঃ ১১।১৯।১৭

কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলং।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ ভাগঃ ১১।১৯।১৭।

—এই কারণেই নিরপেক্ষ, ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌম সম্রাট্পদ, রসাতলাধিপত্য, যোগসিদ্ধি বা নির্ব্বাণমোক্ষ (যাহাতে পুনর্জ্জন্ম হয় না), কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কেবল শ্রীভগবানকেই আকাঙ্ক্ষা করেন। ভাগঃ ১১।১৪।১৩।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥

ভাগঃ ১১।১৪।১৩।

—এই শ্লোকটি শ্রীভগবানের শ্রীমুখের। ভক্তও ইহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন :—

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
ভাগঃ ৬।১১।২৩।

—হে সমঞ্জস, অর্থাৎ নিখিল সৌভাগ্য নিধে! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গপৃষ্ঠ, ব্রহ্মপদ, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ পদ, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি কি মুক্তি, কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না। ভাগঃ ৬।১১।২৩।

ভক্ত ও ভগবানের কথা হইল। উভয়ে যেন একসুরে বাঁধা। ইতর জীবও উহার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। কালীয় নাগপত্নীগণ শ্রীভগবানকে স্তব করিয়া বলিতেছেন :

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ॥
ভাগঃ ১০.১৬।৩৭।

৩।৩।১০ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। (পৃঃ ১৪৪৯)

অতএব, সর্ব্ববাদি সম্মত সিদ্ধান্ত হইল যে, ভগবদ্পাদরজঃ প্রপন্ন ভক্তগণ একমাত্র ভগবান ভিন্ন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। সুতরাং, তাঁহাদিগের ব্রহ্মরতি হইতে বিচ্ছেদ বা পতনের সম্ভাবনা কোথায়? যদিও বিদ্যার মহিমা বশতঃ আনুষঙ্গিক স্বর্গ বা ব্রহ্মপদ ভক্তের গোচরে আসে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তজ্জনিত বিক্ষেপ বা পতন হয় না।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা ঘোষণা করিয়াও ভাগবত সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে করিলেন, উহাতে ঐকান্তিক নিরপেক্ষ ভক্তগণের একদেশ মাত্র প্রদর্শন করা হইল। তাঁহাদের পতন হইবে কোথায়? পতনের ত স্থান নাই। যদি উর্দ্ধ-অধঃ, ভাল-মন্দ, উত্তম-অধম জ্ঞান উহাদের থাকিত,

তাহা হইলে ত পতন সম্বন্ধে প্রশ্নের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু তাঁহারা মোক্ষ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নরক সমুদায়ই ত এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত দেখেন। উহাদিগের মধ্যে উত্তমাধম, ইতর বিশেষ দর্শন করেন না। তাঁহারা দেখেন, তাঁহাদিগের প্রিয়তম, একমাত্র আশ্রয় শ্রীভগবানই বহিরঙ্গা শক্তি বিকাশে, পারমেষ্ঠধাম, স্বর্গধাম, মর্ত্ত্যধাম ও নরকধামরূপে, তটস্থাশক্তি বিকাশে তত্তৎ স্থানে ভোক্তা জীবরূপে এবং স্বরূপ শক্তিতে তাহাদিগের নিয়ামক রূপে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ঐ সকল বিভিন্ন ধামের প্রয়োজন একই—জীবের অভিব্যক্তি এবং বিশ্বচক্রের ক্রম পরিণতিতে জীবের উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রেয়োলাভ। তাঁহারা ত উহাদিগের মধ্যে একটি অপরাপেক্ষা উত্তম, ইহা মনে করেন না। জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য ভগবদ্ বিধানে উহারা সকলেই অভিব্যক্ত। কর্ম্ম বিপাকে বা ভগবানের মঙ্গলেচ্ছানুসারে উহারা যেখানেই গতিলাভ করুন না কেন, সর্ব্বত্র ভাগবদ্‌ভাবে বিভোর থাকেন, কোনও প্রকার বিক্ষেপ বা বিচ্যুতি সংঘটিত হয় না। এ জন্য পতন সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। স্বর্গে সুখ ভোগ জনিত হর্ষ, নরকে যাতনা জনিত বিষাদ ও আশঙ্কা, মোক্ষে পরম নিবৃত্তি লাভ এবং মর্ত্ত্যধামে মিশ্র সুখদুঃখ লাভে হর্ষবিষাদ, কিছুই ভোগ করেন না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আনন্দময়ের সঙ্গলাভে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন। শ্লোকটি নীচে উদ্ধৃত হইল। ভাবার্থ বিস্তৃতভাবে উপরে দেওয়ায়, আর সরলার্থ পৃথক্ দেওয়া হইল না।

নারায়ণপরা লোকে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

এই জন্যই ভক্ত বড় সাহসে বলিতে সমর্থ হন্ :—

কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তা-
চ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ
পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥

ভাগঃ ৩।১৫।৪৯।

৩।১।১৬ সূত্রের আলোচনায় ইহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে। (পৃঃ ১২৩২)

[অতঃপর সূত্রকার ঐকান্তিক নিরপেক্ষ সাধকগণ যে আশ্রমী "পরিনিষ্ঠিতগণ" হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।]

ভিত্তিঃ—

১। "ভক্তিরস্য ভজনম্। এতদিহামুত্রোপাধি নৈরাশ্যেনামুষ্মিন্ মনঃ কল্পনম্। এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্"॥

(গোপাল পূর্ব্বতাপনী)

—ভক্তিই ইহার ভজন। ঐহিক ও পারলৌকিক উপাধি নিরসন পূর্ব্বক ইহাতে মনঃ কল্পনই এই ভক্তি, এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য।

(গোঃ পূঃ তাঃ)

২। "তামসী রাজসী সাত্ত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি"। (গোপাল উত্তর তাপনী)

—কি তামসী, কি রাজসী, কি সাত্ত্বিকী, কি মানুষী সমুদায় সেই বিজ্ঞানঘন আনন্দস্বরূপ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে অবস্থান করে। (গোঃ উঃ তাঃ)।

৩। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"।

(তৈত্তিঃ ২।১)।

—তিনি বিপশ্চিৎ (বিজ্ঞানঘন, সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মের সহিত সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। (তৈত্তিঃ ২।১)।

৪। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"॥

(কঠ, ২।৩।১৪, বৃহঃ ৪।৪।৭)।

—এই প্রকারে নিরপেক্ষ সাধকের হৃদয়স্থিত সমুদায় কামনা যখন বিদূরিত হইয়া যায়, তখন সেই সাধক এই মর্ত্ত্য শরীরেই অমরত্ব লাভ করে এবং ব্রহ্মভাব আস্বাদন করে। (কঠ, ২।৩।১৪, বৃহ, ৪।৪।৭)

সংশয়ঃ—"স্বনিষ্ঠ" সাধক আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার প্রারব্ধ এবং স্বর্গাদি ভোগের উপযুক্ত পুণ্য কর্ম্ম ভোগের বিষয় পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। উক্ত স্বর্গাদি ভোগে পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাও কথিত হইয়াছে। "পরিনিষ্ঠিত" সাধক লোক শিক্ষার জন্যই আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন মাত্র, এবং তজ্জন্য তাঁহার পারলৌকিক ভোগ না থাকিলেও, প্রারব্ধ হেতু ঐহিক ভোগ সিদ্ধ হয়। "অনাশ্রমী" কোনও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না, কিন্তু উপাসনারূপ কর্ম্ম ত করিয়া থাকেন। উক্ত কর্ম্ম কি নশ্বর নহে, এবং উহা দ্বারা প্রাপ্য ফল কি নিমিত্ত নশ্বর হইবে না? অধিকন্তু বেদবিহিত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করার জন্য প্রত্যবায় ভাগী না হইবেন কেন? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্রঃ—৩।৪।৪২।

উপপূর্ব্বমপি ত্বেকে ভাবমশনবৎ, তদুক্তম্॥ ৩।৪।৪২॥

উপপূর্ব্বম্ + অপি + তু + একে + ভাবম্ + অশনবৎ + তৎ + উক্তম্॥

উপপূর্ব্বম্ঃ—"উপ" উপসর্গ যাহার পূর্ব্বে আছে, এমন যে ভাব—অর্থাৎ উপাসনা। **অপিঃ**—ও, অবধারণে। **তুঃ**—আপত্তি নিরসনার্থ। **একেঃ**—অথর্ব্বশাখীগণ। **ভাবম্ঃ**—ভজন, ভক্তি। **অশনবৎঃ**—খাদ্যতুল্য। **তৎঃ**—তাহা। **উক্তম্ঃ**—শ্রুতি ও স্মৃতিতে কথিত আছে।

অথর্ব্বশাখীয় গোপাল পূর্ব্ব ও উত্তর তাপনী শ্রুতিতে কথিত আছে যে, কেবলমাত্র উপাসনাই নিরপেক্ষগণের একান্ত কাম্য, এবং অনশনক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে আহার্য্যের ন্যায়, উপাসনা বা ভগবদ্ভজন, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ভাব বা ভক্তিই একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ঐকান্তিক নিরপেক্ষগণ যখন যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মসুখানুভূতি করিয়া থাকেন, এবং তৎসঙ্গেসঙ্গে ইচ্ছামত সমুদায় উপভোগ করিয়া থাকেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয়, কঠ ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। স্মৃতিতেও ইহা কথিত আছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি আহার প্রাপ্ত হইলে ভোজ্যের গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভজনের সঙ্গে

সঙ্গেই সমুদায় কামনার নিবৃত্তি, শাশ্বত সন্তোষ, এবং প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের অমৃতময় ভাবস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। ভাগবত ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

ভাগঃ ১১।২।৪০।

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

ভাগঃ ১১।২।৪১।

—যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসে ক্ষুন্নিবৃত্তি, তুষ্টি ও পুষ্টি হইতে থাকে, সেইরূপ ভগবদ্ভজন করিতে করিতে প্রেম, পরমেশ্বরানুভব অর্থাৎ ভগবদ্রূপের স্ফূর্ত্তি, এবং সংসারের প্রতি বিরক্তি, এই তিনই এককালে সম্পন্ন হইতে থাকে। ভাগঃ ১১।২।৪০।

—এইরূপ অনুবৃত্তির সহিত ভগবচ্চরণারবিন্দে ভজনপরায়ণ ভাগবত ব্যক্তির ভক্তি, সংসারে বিরক্তি, ও ভগবদনুভব সম্পন্ন হইলে, পরে সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ হয়। ভাগঃ ১১।২।৪১।

নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তগণ যে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন, তাহা "কর্ম্ম" পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। শিরোদেশে উদ্ধৃত গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতি উহাকে "নৈষ্কর্ম্ম্য" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। অতএব উক্ত উপাসনা পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি কথিত "কর্ম্ম" নহে, এবং সেজন্য উহা নশ্বর নহে। নিরপেক্ষগণ নিষ্কামভাবে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন। নিষ্কামভাবে যাহা অনুষ্ঠিত, তাহা নৈষ্কর্ম্ম ত বটেই। "নৈষ্কর্ম্ম্যে"র আবার ফল কি? এই নৈষ্কর্ম্মে"র অনুষ্ঠান করিলে ভগবদ্ বিধানানুসারে কি হয়, তাহা উপরে উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২।৪১ শ্লোকে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। অতএব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া উহা একান্তভাবে অবলম্বন করাই শ্রেয়োকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

আবার, যে আপত্তি করা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষগণের 'আশ্রমধর্ম্ম

প্রতিপালন না করার জন্য প্রত্যবায়-ভাগী হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে, ইহার উত্তর ভাগবত দিতেছেন :—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনং।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥

ভাগঃ ১১।১৪।১৫।

—ভগবান বলিতেছেন :—আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, নির্ব্বৈর, সমদর্শন মুনি ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিত্য গমন করিয়া উক্ত ব্যক্তির চরণ-ধুলির দ্বারা আপনাকে এবং আমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড সকল পবিত্রীকৃত করিয়া থাকি। ভাগঃ ১১।১৪।১৫।

অতএব, প্রত্যবায় ত দূরের কথা; ভগবান্ নিজ মুখে নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তগণের কি অলৌকিক মহিমা ঘোষণা করিলেন!!! ইহা শুনিলে কি তাঁহার চরণে একান্তভাবে সর্ব্বস্বার্পণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না?

ভগবান আরও বলিতেছেন :—অকিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত, শান্ত, মহান্, অখিল জীববৎসল, সর্ব্ব প্রকার কামনা দ্বারা অস্পৃষ্ট হৃদয়, মদ্ভক্ত যে সুখ ভোগ করেন, তাহা সেই নিরপেক্ষ ভক্তগণই জানেন। অন্য কেহ তাহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে না। ভাগঃ ১১।১৪।১৬।

নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥

ভাগঃ ১১।১৪।১৬।

—তাঁহাদিগের হৃদয় এ প্রকার কামনাশূন্য যে, ভগবান স্বেচ্ছায় আত্যন্তিক কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। কারণ, তাঁহারা নৈরপেক্ষ্য সুখকে মহৎ নিঃশ্রেয়স ফল বলিয়া মনে করেন, এবং এই প্রকার নিরপেক্ষ ব্যক্তিরই ভগবানের প্রতি দৃঢ়া ভক্তি হইয়া থাকে; তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লব্ধব্য।

ভাগঃ ১১।২০।৩৪-৩৫।

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবং॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৩।
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকং।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ॥ ভাগঃ ১১।২০।৩৫।
কৈবল্য লাভে ব্রহ্মানন্দানুভূতি হইয়া থাকে। ভাগবত বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষ ভক্তগণ এ ব্রহ্মানন্দানুভূতিও চাহেন না। ভগবান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দিতে চাহিলেও তাঁহারা দীনতার সহিত উহা পরিত্যাগ করেন। কারণ নৈরপেক্ষ্য সুখ উহা হইতে নিরতিশয় শ্রেষ্ঠ, এবং উক্ত সুখানুভূতি কেবলমাত্র নিরপেক্ষ ভক্তগণেরই হইয়া থাকে (ভাগঃ ১১।১৪।১৬)। ব্রহ্মানন্দ উপভোগী কৈবল্যপ্রাপ্ত সিদ্ধগণও উহার সর্ব্বাতিশয়ী পরমানন্দতার কল্পনাও করিতে পারেন না।

ভগবানের সেই একান্ত ভক্তগণ তাঁহাদের উপাসনার বা ভজনের কিছুমাত্র ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বদাই শ্রীভগবানের অত্যদ্ভুত, সুমঙ্গল, লীলা ও চরিত্র গান করিয়া আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন থাকেন। ভাগঃ ৮।৩।২০।

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥ ভাগঃ ৮।৩।২০।

তাঁহারা আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন না হইবেন কেন? শ্রুতি বলিয়াছেন, **"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"। "সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি"।** তৈত্তিরীয় (২।৭; ২।৮)। তিনি ত রসস্বরূপ, রসঘন, রসরাজ। তিনিই ত আনন্দের মীমাংসা, পরাকাষ্ঠা। তাঁহার আনন্দের কণামাত্র পাইয়াই, জীব ও জগৎ আনন্দে আত্মহারা। তাঁহার অন্তরঙ্গ নিরপেক্ষ, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগী এবং একমাত্র তদাশ্রয়ী ভক্ত যে আনন্দ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা কিছুই চাহেন না বলিয়া আনন্দ ঘন, রসঘন, ভগবান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পরমানন্দ উপভোগের বিধান করেন।

ভাগবত আরও বলিতেছেন:—

অথ হ বাব তব মহিমামৃতরসসমুদ্র বিপ্রুষা সকৃদবলীঢ়য়া স্বমনসি নিষ্যন্দমানানবরত সুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি শ্রুতিবিষয়সুখলেশাভাসাঃ

পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্ব্বভূতপ্রিয়সুহৃদি সর্ব্বাত্মনি নিরতনির্বৃতমনসঃ········। ভাগঃ ৬।৯।৩৬।

—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের প্রিয়, সুহৃদ ও আত্মা। আপনার মহিমাই অমৃতরসের সাগর। সেই সাগরের বিন্দুমাত্র একবার আস্বাদিত হইলে মনোমধ্যে যে সুখ নিরন্তর নিঃস্যন্দিত হইতে থাকে, তাহাতে আপনার ঐকান্তিক ভক্ত পরম ভাগবতগণ শ্রুতিকথিত স্বর্গাদি উপভোগরূপ ক্ষুদ্র সুখ বিস্মৃত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মনঃ নিরন্তর আপনাতেই রত ও নির্বৃত হইয়া আছে। ভাগঃ ৬।৯।৩৬।

অতএব, বুঝা গেল যে, নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত নিরন্তর যে ভূমা সুখ ভোগ করেন, এবং তাহাতে বিভোর হইয়া বাহ্যবিষয় বিস্মৃত হইয়া থাকেন, তাহাতে শ্রুতিকথিত আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন, তাঁহাদের পক্ষে শুধু যে অসম্ভব, তাহা নহে, করণীয়ও নহে। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

[এই প্রকার ঐকান্তিক নিরপেক্ষ ভক্তগণ মোক্ষ, কৈবল্যপদ প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষা করেন না, ইহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু উহারা আপনাপনি তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালনে উন্মুখ থাকে। এই তত্ত্ব সূত্রকার দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন।]

সূত্র :—৩।৪।৪৩।

বহিস্তূভয়থা(থা)পি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৩।৪।৪৩ ॥

বহিঃ + তু + উভয়থা(থা) + অপি + স্মৃতেঃ + আচারাৎ + চ ॥

বহিঃ :—বাহিরে, প্রপঞ্চ বা মায়িক জগতের বাহিরে। **তু** :—কিন্তু (অবধারণে)। **উভয়থা (থা)** :—উভয় প্রকারেই। **অপি** :—ও। **স্মৃতেঃ** :—স্মৃতিতে কথন হেতু। **আচারাৎ** :—শ্রীভগবানের আচরণ হেতু। **চ** :—ও।

ঐকান্তিক নিরপেক্ষ ভগবদ্ভক্ত প্রপঞ্চের ভিতরে থাকিলেও, তাঁহারা প্রপঞ্চান্তর্গত মায়ার প্রভাবের বাহিরে বর্ত্তমান থাকেন, ইহা স্মৃতি প্রমাণে এবং শ্রীভগবানের নিজের আচরণ অনুসারে সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে দুই সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তাঁহারা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে বর্ত্তমান থাকিলেও, উক্ত রূপ-রসাদির অধীন নহেন। তাঁহারা ভগবদ্ভাবে বিভোর এবং আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন। ভগবানের সহিত তাঁহাদের অন্তরে বাহিরে সংশ্লেষ বর্ত্তমান। ভগবদ্বৈমুখ্যই সংসারপ্রাপ্তির এবং তজ্জনিত বন্ধের কারণ। তাঁহাদের উক্ত বৈমুখ্যের অভাববশতঃ সংসারের বন্ধ তাঁহাদের নাই। সুতরাং তাঁহাদের ভৌতিক শরীর প্রপঞ্চ জগতে বর্ত্তমান থাকিলেও, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে প্রপঞ্চের বাহিরে বর্ত্তমান—ভগবৎসঙ্গই তাহার কারণ। ভগবান্ তাঁহাদিগের অন্তরে প্রণয়-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া বিরাজ করেন, এবং বাহিরেও তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন। যাঁহাদিগের অন্তরে বাহিরে ভগবান বিরাজমান, এবং তাহা তাঁহাদের জ্ঞাতসারে, তখন আর তাঁহারা সালোক্য-সামীপ্যাদির কামনা কেন করিবেন?

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন :—

> বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
> দ্ধরিরবশাদভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
> প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
> স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ॥
>
> ভাগঃ ১১।২।৫৩।

—যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদায় পাপরাশি বিনষ্ট হয়, সেই হরি স্বয়ং যাহার হৃদয় পরিত্যাগ না করিয়া, পরন্তু প্রেমরজ্জুদ্বারা বদ্ধপদ হইয়া হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনি ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে প্রধান। ভাগঃ ১১।২।৫৩।

ভক্ত ও ভগবানের এই বাঁধাবাঁধি বড়ই মধুর, এবং তজ্জনিত প্রণয়-কলহও বড়ই প্রাণারাম। অন্ধ বিল্বমঙ্গল যখন বৃন্দাবনের পথে পথভ্রষ্ট হইয়া কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পতিত হয়েন, তখন কি আর তাঁহার ভজনের ধন ভগবান স্থির থাকিতে পারেন? গোপবালক বেশে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হাত ধরিয়া কণ্টকবন হইতে উদ্ধার করিয়া বৃন্দাবনের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। বিল্বমঙ্গল গোপবালকের

বালকত্বের উপর সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে কাছে আনিয়া পরীক্ষার জন্ম যখন হাত চাপিয়া ধরিলেন, তখন গোপবালক বলপ্রকাশ করিয়া হস্ত ছাড়াইয়া লইলে, অন্ধ ভক্ত বলিয়া উঠিলেন :—

হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্ ।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্, তৃতীয় শতক, ৯৬ শ্লোক।

—হে কৃষ্ণ! তুমি বল প্রকাশে হাত ছাড়াইয়া যাইতেছ বটে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আমি অন্ধ, অনশনে দুর্ব্বল, পথশ্রমে অতীব ক্লান্ত, তুমি চক্ষুষ্মান্, বলবান্। যদি হৃদয় হইতে যাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে বলিয়া স্বীকার করি। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্, তৃতীয় শতক, ৯৬ শ্লোক।

ভক্ত ও ভগবানের এই খেলা চিরকাল। ভক্ত প্রেমডোরে দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ-কমল হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া রাখেন; সে বন্ধন এত দৃঢ় যে, সর্ব্বশক্তিমানের সমুদায় শক্তি সেখানে শক্তিহীন। ভক্তের হৃদয় ছাড়িয়া তাঁহার যাইবার উপায় নাই। এইখানেই স্বতন্ত্র ভগবান অস্বতন্ত্র। শুধু অস্বতন্ত্র কেন—পরতন্ত্র ভক্তাধীন। চতুর্দ্দশ ভুবনে যিনি "অজিত" বলিয়া বিখ্যাত তিনি এইখানে পরাজিত। এই অস্বতন্ত্রতা, এই পরাজয়—তাঁহারই বিধানে সংঘটিত। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভগবানে তিনি ও তাঁহার ভেদ নাই। সুতরাং তিনি যাহা, তাঁহার নিয়মও তাহা, সংকল্প বা ইচ্ছাও তাহা।

এই ত গেল ভক্ত-ভগবানের অন্তরের সংশ্লেষের কথা। বাহিরেও তিনি ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ফিরেন। ৩।৪।৩৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৪।১৫ শ্লোক ইহা স্পষ্টই প্রতিপাদন করে। বিল্বমঙ্গলের যে উপাখ্যান উপরে কথিত হইল, তাহাও ভগবানের ভক্তানুগমনের দৃষ্টান্ত। ভক্তানুগমন রূপ ভগবানের আচরণ, এবং উপরে উদ্ধৃত স্মৃতি (ভাগবত, ১১।২।৫৩) হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ভগবান ঐরূপ ভক্তের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান থাকায়, উঁহারা প্রপঞ্চে দৃশ্যতঃ থাকিলেও, প্রপঞ্চের বাহিরে ভগবদ্ধামে বস্তুতঃ অবস্থান করেন।

এখানে আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, ভাগবতোক্ত ১১।১৪।১৫ শ্লোক কবির অতিশয়োক্তি মাত্র। ভক্তের মহিমা খ্যাপনার্থ ঐ প্রকার কথিত হইয়াছে

মাত্র। সত্যই কি বিশ্বস্রষ্টা, জগদেককারণ, আত্মারাম, আপ্তকাম, চিরপূর্ণ, ভগবান্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবের পদধূলি-লাভের জন্ত অনুগমন করিয়া থাকেন? ভক্তোত্তম হইলেও মানবই ত বটে?

জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে যে, আকাশে চর্ম্মচক্ষে বা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ সহযোগে যত নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়, উহারা প্রত্যেকে এক একটি সূর্য্য। দূরবীক্ষণ যতই অধিক শক্তিশালী হইতেছে, ততই অধিক সংখ্যক নক্ষত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সুতরাং, ইহা সহজেই অনুমেয় যে, চক্ষের দ্বারা বা যন্ত্র সাহায্যে আমরা যে সকল নক্ষত্র পরিদর্শন করি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান নক্ষত্র রাশির অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। আবার, আমাদের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যেমন পৃথিবী, গ্রহগণ ও উপগ্রহগণ বেষ্টন করিয়া আমাদের সৌর-জগতের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, সেইরূপ ঐ প্রত্যেক নক্ষত্ররূপ সূর্য্যেরও চতুর্দ্দিকে তাহাদের সৌর জগৎ বিদ্যমান আছে। সুতরাং জগতের সংখ্যা নির্ণয় করিবার প্রযাসেই মস্তক ঘূর্ণিত হইযা যায়, চিন্তাশক্তি লোপ পায়, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া থাকিতে হয়। শাস্ত্রে উহাকে অসংখ্য বলিয়া সাব্যস্ত করিযাছে। বাতায়ন-পথে সূর্য্যালোকে সঞ্চরমান ধূলিকণার ন্যায়, অনন্ত আকাশে উহাদের সংখ্যা অনন্ত।

আবার জীববিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবীর সূচ্যগ্র স্থানও জীববিহীন নহে। উদ্ভিদও জীবপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে স্বীকৃত; এবং স্যার্ জগদীশের বৈজ্ঞানিক গবেষণা উহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়াছে। অতএব, একা পৃথিবীতেই জীবের সংখ্যা কত? অসংখ্য, অনন্ত—আমাদের কল্পনা শক্তির বহির্ভূত। পৃথিবীর প্রত্যক্ষ নিদর্শন হইতে আমরা দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্মত অনুমান করিতে পারি যে, সৌর জগতের প্রতিগ্রহ ও উপগ্রহ, এবং তেজোময় সূর্য্যমণ্ডলও জীববিহীন নহে। সে কারণ, আমাদের সৌরজগৎরূপ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে, আরও যে সকল ব্রহ্মাণ্ড বর্ত্তমান আছে, তাহারাও জীববিহীন নহে। একা পৃথিবীতেই জীবসংখ্যা যদি আমাদের কল্পনার বহির্ভূত হয়, তবে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডরাশির জীবসংখ্যার বিষয় চিন্তা করিতে আমাদের চিন্তাশক্তি লয় প্রাপ্ত হয়। আমরা বিস্ময়ে, ভয়ে স্তম্ভিত হই। মানুষ ত উক্ত জীবগণের মধ্যে একটি মাত্র, অনন্ত, অগাধ সমুদ্রের জলরাশির উপরিস্থ একটি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ মাত্র. অনন্তস্পর্শী বেলাভূমির একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র, অনন্ত আকাশে অবস্থিত বায়ুরাশির একটি নগণ্য পরমাণু। অথবা, এ প্রকার তুলনাও সঙ্গত নহে বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, মানুষ যেখানে এত ক্ষুদ্র, তাহার তুলনায় এই সমুদায় অনন্ত, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরাশির একমাত্র স্রষ্টা, নিয়ন্তা, প্রাণদাতা, পরিচালক শ্রীভগবান কত মহৎ, কত বৃহৎ। এই বৃহত্ত্বের আভাস দিবার জন্যই ত তাঁহার "ব্রহ্ম" নাম শাস্ত্রে ব্যবহৃত। সেই অতি মহান্, অতি বৃহৎ ব্রহ্ম বা ভগবান কি কখনও ক্ষুদ্র মানবের পদরেণুর আকাঙ্ক্ষায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে পারেন? ইহা বরং অতি হীন নাস্তিকতার পরিচয়, অতি অশ্রদ্ধেয়, অশ্রোতব্য ঈশ্বরনিন্দা। ইহা শুনিলে কর্ণকুহর অপবিত্র হয়। ভাগবতকার কি প্রকারে এইরূপ সাধুজন বিগর্হিত, একান্ত নিন্দনীয় কার্য্য ভগবানে আরোপ করিলেন?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য বড়ই গভীর। বিশেষ মনোযোগের সহিত অবধারণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অনন্ত-সান্ত, অসংখ্য-সংখ্যেয় প্রভৃতি ধারণা, দেশকাল প্রভাবাধীন প্রপঞ্চের অন্তর্গত মায়িক মাত্র। ভগবত্তত্ত্ব, ভগবদ্ধাম, ভগবান—মায়ার বাহিরে। ভগবানের নিকট মায়ার কোনও প্রভাব নাই। দেশকাল সেখানে বর্ত্তমান নাই। সেখানে দ্বৈতভাবই নাই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ নাই; অনন্ত-সান্তের সহিত একীভাব প্রাপ্ত। দ্বৈত না থাকায়, সংখ্যার অস্তিত্বই নাই, দেশ কাল না থাকায়—ক্ষুদ্রত্ব, বৃহত্ব, অণুত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি নাই। অতএব, সেখানে মানব ক্ষুদ্র, ভগবান্ বৃহৎ, মহান্—এপ্রকার কল্পনা, চিন্তা, ধারণা হইতেই পারে না। সেখানে নিয়ন্তা-নিয়ম্য, স্রষ্টা-সৃজ্য, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, কর্ত্তা-কর্ম্ম ইত্যাদির পৃথকত্ব নাই। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়া শ্রুতি ক্ষান্ত হইয়াছেন। অতএব. উপরে লিখিত আপত্তির কোনও অবকাশ নাই।

এখন তত্ত্বটি বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। শ্রুতি ভগবানকে "রসো বৈ সঃ" (তৈত্তিঃ, ২।৭) বলিয়াছেন। তিনি রস স্বরূপ। রস স্বরূপ হইলেও তিনি রসের আস্বাদকও বটে। যেমন "বিজ্ঞানঘন, প্রজ্ঞানঘন", বা "জ্ঞানস্বরূপ"—"সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ"ও বটে, সেইরূপ "রস-স্বরূপ" রসের আস্বাদও করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যে রসের অনুভূতি তাঁহাতে নাই, জীবের মধ্যে সে অনুভূতি কোথা হইতে আসিবে? তাঁহার রসানুভূতির কণা পাইয়াই ত জীব ও জগৎ আনন্দে আত্মহারা। (তৈত্তিঃ ২।৮)।

তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার মধুরিমা কি প্রকার আস্বাদন করে, শ্রীভগবান নিজে আস্বাদন করিয়া তাহা অনুভব করিয়াছেন বলিয়াই ত ভক্তের উক্ত প্রকার অনুভূতি। যাহা তাঁহাতে নাই, তাহা মানব কোথা হইতে পাইবে? অতএব, উক্ত প্রকার নিজের মধুরিমার আস্বাদন (যাহা ভক্ত করিয়া থাকে), তাহা তাঁহাতে আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ভক্তের আস্বাদন স্বরূপতঃ জানিতে হইলে, নিজে ভক্ত হইতে হইবে। আবার, ভক্ত হইতে হইলে, ভক্তি লাভ করা প্রয়োজন। কিন্তু ভগবানেরই নিয়ম যে, তপস্যা, যজ্ঞ, দান, বিদ্যা দ্বারা ভক্তিলাভ হয় না। উহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, **"মহৎপাদরজোঽভিষেকম্"** (ভাগবত, ৫।১২।১২)—মহৎ অর্থাৎ ভক্তের পদধূলিতে স্নান। ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। সুতরাং নিজে আচরণ করিয়া না দেখাইলে কে শাস্ত্র মান্য করিবে? এই জন্যই শ্রীভগবানের ভক্তানুগমন, ভক্তের পদধূলি লাভের জন্য লালায়িত হইয়া ভগবান নিজে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। ইহার দ্বারা ভক্তের মহিমা কত মহান্, তাহা জগতে প্রচারিত হইল। শাস্ত্র-বিধি যে অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহা আপনার দৃষ্টান্তে প্রদর্শন করা হইল এবং ভক্ত ও ভগবানের অভেদ প্রতিপাদিত হইল।

আরও দেখ, ভগবান ও ভক্তে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ নহে, মহৎ-নীচ সম্বন্ধ নহে। উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ। উক্ত সম্বন্ধ সমুদায় ভেদভাব তিরোহিত করিয়া দেয়। উহা কত মধুর, তাহা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন। যাহা অনুভবের বস্তু, তাহা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নহে। পুত্র-বৎসল পিতা মাতা বালক পুত্রকে কোলে লইয়া যখন লালিত করেন, তখন উক্ত পুত্রের পদ-রজঃ তাঁহার গায়ে লাগিয়া তাঁহাকে অপবিত্র ও মলিন করিবে, ইহা কি মনে করেন? পিতামাতার সহিত শিশুপুত্রের যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত ভক্তের সম্বন্ধ তাহা হইতেও ঘনিষ্ঠ, মধুরতম ও নিবিড়তম। সুতরাং, ভাগবত-কারের উক্ত শ্লোকে ভগবন্নিন্দা ত দূরের কথা, শ্রীভগবানের অন্তরের ভাব প্রকট ভাবে লোকসমক্ষে ঘোষণা করা হইয়াছে, এবং ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্ত-বৎসলতা, ভক্ত পারতন্ত্র্য প্রভৃতি গুণের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিজন্য ভক্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, একমাত্র তাঁহাকেই জীবনের সার, সর্ব্বস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার গূঢ় রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

ভক্তি ও প্রেমের ব্যাপার, প্রাপঞ্চিক ব্যবহারিক ব্যাপারের বাহিরে।

সুতরাং, ব্যবহারিক উচিতানুচিতের মাপকাঠি লইয়া উহার বিচার করিলে চলিবে না। প্রাপঞ্চিক তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে উহার বিচার চলিবে না। উহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিদ্যমান। সেই ব্যবস্থা না মানিয়া বিচার করিতে বসিলে, পদে পদে অসঙ্গতি মনে হইবে। সেই ব্যবস্থা মানিয়া বিচার করিলে সমুদায়ে অদ্ভুত সঙ্গতি বুঝিতে পারিয়া অপার আনন্দ লাভ হইবে। যেখানে বুঝিতে পারা যাইবে না, সেখানে নিজ আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হইয়া শাস্ত্রের দোষ না দিয়া দীন ভাবে শ্রীভগবানের নিকট কাতর অনুনয় জানাইলে আলোক আপনি আসিবে।

যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।

ভাগঃ ১১।২৯।৬।

—ইঁহার অর্থ ৩।৩।৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ১৪২৪)।

১০। স্বাম্যধিকরণম্ ॥

ভিত্তি :—

১। "ভর্ত্তা সন্ ভ্রিয়মাণো বিভাতি"। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক)

—ভগবান নিজে ভক্তগণের পালনকারী হইয়াও ভক্তের নিকট পালিতের ন্যায় প্রকাশিত হন। (তৈত্তিঃ আরণ্যক)

২। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ·····"। (কঠ, ১।২।২২)

—এই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই ইঁহাকে প্রাপ্ত হন।

(কঠ, ১।২।২২)

৩। "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥"

(গীতা, ৯।২২)।

—অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবল আমাকেই ভজনা করেন, সেই নিত্য আমাতে যুক্ত ভক্তদিগের আমি যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি। (গীঃ ৯।২২)

সংশয় :—নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্ত সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন, বলিলে। তাঁহাদের শরীরচেষ্টা পর্য্যন্ত থাকে না এবং শারীরিক অভাব পরিপূরণের জন্যও কোনও প্রয়াস করিয়া থাকেন, ইহা ত তোমার বিচার হইতে বুঝা গেল না। যদি, ঐ প্রকারের প্রয়াসও তাঁহারা না করেন, তবে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ হয় কিরূপে? তিনি প্রাপঞ্চিক পঞ্চভূতাত্মক দেহে বর্ত্তমান থাকেন, ইহা তুমি অস্বীকার কর নাই। দেহ বর্ত্তমান থাকিলে দেহ-জনিত অভাবও তাঁহার থাকিবে। সে সকল অভাব পরিপূরণ হয় কি প্রকারে? ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন।

সূত্র :—৩।৪।৪৪।

স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ভাগঃ ৩।৪।৪৪ ॥

স্বামিনঃ + ফলশ্রুতেঃ + ইতি + আত্রেয়ঃ ॥

স্বামিনঃ :—প্রভু হইতে, শ্রীভগবান হইতে। ফল :—ফলপ্রাপ্তি।

শ্রুতেঃ:—শ্রুতি প্রমাণ হেতু। ইতি:—ইহা। আত্রেয়ঃ:—দত্তাত্রেয় আচার্য্য (বলেন)।

দত্তাত্রেয় আচার্য্য বলেন যে, শ্রীভগবান হইতেই ভক্তগণের ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, শ্রীভগবানই ভক্তগণের সমুদায় অভাব পূরণ করিয়া থাকেন। শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও কঠশ্রুতি ইহার প্রমাণ। গীতার ৯।২২ শ্লোকও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

এ সম্বন্ধে ভাগবতের উক্তি বড়ই সুস্পষ্ট। সন্দেহ মাত্র নাই।

যে ত্যক্তলোকধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্ম্যহম্॥

ভাগঃ ১০।৪৬।৩।

—যে সকল ব্যক্তি আমার নিমিত্ত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ এবং তাহার সাধন পরিত্যাগ করে, আমি তাহাদিগকে ভরণ করিয়া থাকি এবং পরম সুখী করিয়া থাকি। ভাগঃ ১০।৪৬।৩।

তিনি আশ্রিতগণের সর্ব্বার্থদ ("আশ্রিতানাং সর্ব্বার্থদং", ভাগবত ১১।২৯।৫)। তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণ তাঁহা হইতেই সমুদায় প্রয়োজন লাভ করিয়া থাকেন।

ভগবান অন্যত্রও বলিতেছেন:—

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি॥ ভাগঃ ১১।২৬।২৯।

—আমাতে অনন্তগুণ বিদ্যমান; আমি আনন্দানুভবাত্মা পরব্রহ্ম। যে সকল সাধুব্যক্তি আমাতে ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের আর পাইবার অন্য অবশিষ্ট কি আছে? (১১।১৬।২৯)

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, সমুদায় প্রাপ্তির পরিসমাপ্তি ভগবানে ভক্তিলাভে। শারীরিক অভাব পূরণাদি ইতর লাভের কথা কি? শ্রীভগবানই নিজ ভক্তগণের সর্ব্ববিধ অভাব পরিপূরণ করিয়া থাকেন। গীতার ৯।২২ শ্লোকই ইহার প্রমাণ। চলিত কিংবদন্তীতে শুনা যায় যে তিনি ভক্তের অভাবাদি পূরণের জন্য মস্তকে করিয়া দ্রব্যাদি বহন করিয়া ভক্তের গৃহে দিয়া আসেন। এমন কি, প্রয়োজন হইলে তিনি

আপনাকে পর্য্যন্ত দান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত, ইহার প্রতিপাদক, ভাগবতের ৬।১৬।৩০, ১০।৮০।৮, ১১।২।২৯ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

দেহরক্ষা করিবার জন্য ভক্তগণের নিজের কোনও রূপ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তাহাতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। আবার অন্যদিকে, সত্যসংকল্প জগদীশ্বরের তজ্জন্য মানবের ন্যায় প্রযত্নও সম্ভব হয় না। ভগবানের সেবা করাই ভক্তগণের অভিলাষ। সেবা আত্মবৎ করা শাস্ত্রের বিধান। তদ্দ্বারা আপনাপন দেহযাত্রা নির্ব্বাহ—উহার আনুষঙ্গিক ফল—সত্যসংকল্প ভগবানের সংকল্পবশতঃই ভগবানের সেবার উপকরণ লাভ হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে শিরোদেশে উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতিতে "ভ্রিয়মাণ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সূত্রকার নিজ মত দৃঢ়ীকরণ জন্য অতঃপর আচার্য্য ঔডুলোমির মত উদ্ধৃত করিতেছেন। ঔডুলোমি নির্গুণাত্মবাদী। তিনি ভক্তিপথের পথিক নহেন, এবং ভক্তি রহস্যে অধিগত নহেন। তিনি ব্যবহারিক বিনিময়-বাদী। দক্ষিণার বিনিময়ে যেমন ঋত্বিক্ নিজ সময়, পরিশ্রম, শিক্ষা, কর্ম্ম যজমানকে বিক্রয় করেন, তাঁহার মতে ভগবানও ভক্তির বিনিময়ে সেইরূপ ভক্তগণের অভাব পূরণ করেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, নিরপেক্ষ ভক্তের নিকট এরূপ বণিক্ ব্যাপার বড় অশ্রদ্ধেয়। উক্ত ভক্ত, ঔডুলোমি কথিত উদাহরণ হইতে অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। ভগবানের বিধান বা নিয়মানুসারেই ঐ প্রকার ভক্তগণের সর্ব্ববিধ অভাব সম্পূরিত হইয়া থাকে। তিনি যা, তাঁহার নিয়ম বা বিধানও তাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নিয়ম বা বিধান বশতঃ ঐ প্রকার ভক্তের অভাব পরিপূরিত হয় বলাও যা, আর ভগবান নিজে তাঁহার যোগ ক্ষেম বহন করেন বলাও তাই। যাহা হউক, ঔডুলোমি আচার্য্যের অভিমত সূত্রাকারে সূত্রকার প্রকটিত করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৪৫।

আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৩।৪।৪৫ ॥

আর্ত্বিজ্যম্ + ইতি + ঔড়ুলোমিঃ + তস্মৈ + হি + পরিক্রীয়তে।

আর্ত্বিজ্যম্ :—ঋত্বিকের কর্ম্ম। **ইতি :**—ইহা। **ঔড়ুলোমিঃ :**—তন্নামখ্যাত আচার্য্য। **তস্মৈ :**—ভক্তগণের নিকট। **হি :**—নিশ্চয়ে। **পরিক্রীয়তে :**—বিক্রীত হন।

ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন যে, ঋত্বিকগণ যেমন যজমানের নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া আপনাদের কর্ম্ম তাঁহার নিকট বিক্রয় করেন, ভগবান্‌ও সেইরূপ ভক্তগণের নিকট হইতে সেবাভক্তি গ্রহণ করিয়া আপনাকে তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করেন। ইহার পোষকে নিম্নে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের একটি শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া পারা গেল না।

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

—ভক্তবৎসল শ্রীভগবান একটি তুলসীপত্র বা এক গণ্ডূষ জলের পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।

এ আত্মবিক্রয় বণিক্ ব্যাপার নহে। ভগবানের অপার করুণার পরিচয়। জীবকে সর্ব্বস্ব দান করিতে তিনি উন্মুখ, ইহাই প্রকাশ করিলেন। ইহা বণিক্ ব্যাপার নহে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই আমরা বুঝিতে পারি। মূল্যের বিনিময়ে কোনও দ্রব্যে অধিকার লাভ বণিক্ ব্যাপার—সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ক্ষেত্রে মূল্য বিক্রীত বা ক্রীত দ্রব্যের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। এক কড়া কড়ির বিনিময়ে একটি গ্রামে অধিকার লাভ বণিক্ ব্যাপার নহে। ইহা গ্রামের পূর্ব্বাধিকারীর করুণার দান, ইহা সহজে বুঝা যায়। সেইরূপ এক গণ্ডূষ জল বা একটি তুলসীপত্রের বিনিময়ে অনন্তসংখ্যক জগতের একমাত্র অধিপতির উপর অধিকার লাভ—বণিক ব্যাপার নহে। ইহা অপার করুণার দান। তবে জলগণ্ডূষ বা তুলসীপত্র ভগবান প্রত্যাশা করেন কেন? ইহার উত্তর—জীব স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখীন। অন্তর্ম্মুখীন বা ভগবন্মুখীন নয়। ভগবান নিজের স্বতন্ত্রতার কণা তাহাকে দেওয়ায় জীব স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ভগবান দেখিতে চাহেন যে, জীব সেই স্বাধীনতার পরিচালনে ভগবদভিমুখে দৃষ্টিপাত করে কিনা? অতি সহজলভ্য একবিন্দু জল বা একটি তুলসীপত্র "শ্রীগোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া

তাঁহাকে দেয় কিনা? তাহা দিলেই ভগবান তুষ্ট ও জীবকে তাহার স্বপ্নাতীত আশীষ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে জীবের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা হইল, তাহার বহির্ম্মুখীন স্বভাবকে অন্তর্ম্মুখে বা ভগবদভিমুখে আকর্ষণ করা হইল, এবং পরম শ্রেয়ো লাভের বীজ রোপণ করা হইল।

ভাগবতও এই কথা বলিতেছেন :—

…ভজতামকামাত্মনাং য আত্মদোঽতিকরুণঃ॥

ভাগঃ ৬।১৬।৩০।

—তিনি অতিশয় কারুণিক। অকাম ভক্তগণকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৬।১৬।৩০।

ভাগবত স্পষ্টই দেখাইলেন যে, ভক্তগণ নিষ্কাম বলিয়া বণিক্ ব্যাপারের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। তাঁহার অপার করুণাই তাঁহার আত্মদানের কারণ।

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

ভাগঃ ৯।৪।৪৮।

—ইহার সরলার্থ ৩।৪।৮ সূত্রের আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি। ভাগঃ ১০।৮০।৮।

—পাদপদ্ম স্মরণকারীকে আত্মদান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১০।৮০।৮।

…প্রসন্নঃ প্রপন্নায় দাস্যত্যাত্মানমপ্যজঃ॥ ভাগঃ ১১।২।২৯।

—অজ, ভগবান প্রসন্ন হইলে প্রপন্নজনকে আত্মদান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ১১।২।২৯।

সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামানাত্মানমপি…।

ভাগঃ ১০।৪৮।২২।

—ভজনকারী সুহৃদ্‌গণকে সমুদায় অভীষ্ট, এমন কি আপনাকেও দান করেন। ভাগঃ ১০।৪৮।২২।

…আত্মাত্মদশ্চ জগতাম্…॥ ভাগঃ ১০।৬০।৩৭।

—জগতের আত্মা ও আত্মপ্রদ। ভাগঃ ১০।৬০।৩৭।

ভাগবতের যে সকল শ্লোক ও শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, তাঁহার অসীম করুণাময় স্বভাব বশতঃ তিনি ভক্তকে আত্মদান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। সূত্রে যে ক্রয় বিক্রয়ের কথা আছে, তাঁহা কেবল দৃষ্টান্ত দ্বারা বিবক্ষিত বিষয় বিশদ করিবার জন্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের শ্লোকটি প্রকাশ করিতেছে যে, তাঁহাকে প্রসন্ন করা কত সহজসাধ্য। উহাতে পরিশ্রম নাই, অর্থব্যয় নাই, আড়ম্বর নাই, সহজলভ্য জলগণ্ডূষ এবং তুলসীপত্র দ্বারাই তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করা যাইতে পারে, প্রয়োজন কেবল অনন্যা ভক্তি। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তগণ, যাহাদের কথা আলোচিত হইতেছে, নিষ্কাম, একারণ বিনিময়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাঁহার নিয়মেই তিনি ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা সহজলভ্য, ইহা মাত্র খ্যাপন করা সূত্রকারের উদ্দেশ্য। বণিক্ ব্যাপার সর্ব্বত্রই নিন্দনীয়। এসম্বন্ধে ভক্তরাজ প্রহ্লাদের উক্তি বড়ই উপাদেয়। হিরণ্যকশিপু বধের পর নৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদকে বর দান করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন, তখন ভক্তরাজ বলিলেন:—"যে ব্যক্তি আপনার দুর্লভ দর্শন লাভ করিয়া আপনা হইতে সাংসারিক শ্রেয়ঃ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, সে বণিক্। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও আমার নিরপেক্ষ স্বামী, সুতরাং সাধারণ স্বামী ভৃত্যের সম্বন্ধের ন্যায় আমাদের বণিক্ সম্পর্ক নহে। (ভাগঃ ৭।১০।৪-৬)

ভিত্তি :—

১। "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে ইতি, যজমানায়ৈব তামাশাসত ইতি হোবাচেতি"॥

(শঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত)

—ঋষি বলিলেন, ঋত্বিকগণ যজ্ঞে যে প্রার্থনা করেন, তাহা যজমানের জন্যই করেন।—(শঙ্কর ভাষ্যে উদ্ধৃত)

২। "তস্মাদু হৈবম্বিদুদ্‌গাতা ব্রূয়াৎ—কং তে কামমাগায়ানি...."।

(ছান্দোগ্য. ১।৭।৮-৯)

—অতএব তদভিজ্ঞ উদ্‌গাতা যজমানকে বলিবেন, তোমার কোন্ কামনা গান বা প্রার্থনা করিব। (ছাঃ ১।৭।৮-৯)।

সূত্র :—৩।৪।৪৬।

শ্রুতেশ্চ ॥ ৩।৪।৪৬ ॥

শ্রুতেঃ + চ ॥

শ্রুতেঃ :—শ্রুতিপ্রমাণ হইতে। চ :—ও।

শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র হইতে প্রতীতি হয় যে, ঋত্বিক্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল যজমানই পাইয়া থাকেন। যজমান দক্ষিণা প্রদানে ঋত্বিক্‌কে বশীভূত করিয়া থাকেন। ভগবান ও ভক্তিতে বশীভূত হন। এজন্য ঋত্বিকের সহিত ভগবানের তুলনা সিদ্ধ হইল। তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা তুলনামাত্র, এবং ভক্তির শক্তি কতদূর, তাহার পরিচায়ক মাত্র। **অতএব, সিদ্ধ হইল যে, যেমন ঋত্বিক্ দক্ষিণা প্রাপ্তিতে প্রার্থনা দ্বারা যজমানের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভগবান ভক্তি প্রাপ্তিতে ভক্তগণের সমুদায় অভাব, কামনা প্রভৃতি পরিপুরণ করিয়া থাকেন।**

এই প্রসঙ্গে ৩।৪।৩৮ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ৬।৩।৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ভক্তির শক্তি কত অসীম, ইহা হইতে বোধগম্য হইবে।

[এই সূত্রটি শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য গ্রহণ করেন নাই।]

১১। সহকার্য্যন্তরবিধ্যধিকরণম্ ॥

[অতঃপর নিরপেক্ষ ভক্তগণের বিদ্যালাভের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান কথিত হইতেছে।]

স্মৃতি :—

১। "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি"। (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩)।

—এই হেতু এই মহিমায় তত্ত্ববিদ্ পুরুষ শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন।

(বৃহঃ ৪।৪।২৩)।

২। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ॥

(বৃহঃ, ৪।৫।৬)।

—অরে! আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিবে, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে ধ্যান করিবে (**নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ**, শঙ্কর)।

(বৃহঃ ৪।৫।৬)

সংশয় :—বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৪।২৩ মন্ত্রে ব্রহ্মবিদ্‌ ব্যক্তির শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি হইতে সমাধি (ধ্যান বা নিদিধ্যাসন) পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষে এ সমুদায় কি করণীয়? যদি তাহাই হয়, তবে "স্বনিষ্ঠ" ও "পরিনিষ্ঠিত" হইতে তাঁহাদের পার্থক্য কোথায়? আরও দেখ, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পরে শমাদি বিনা উহার স্থিরতা সম্পাদিত হয় না। সুতরাং, উহা স্থিরভাবে রাখিবার জন্যও শমাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রে আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সমুদায়ই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ রহিয়াছে। এ সমুদায় করিতে হইলে শ্রবণাদি ক্রিয়ার ও তজ্জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ঐকান্তিক নিরপেক্ষ ভক্তগণের পক্ষেও তাহা বিধেয়। উহাদিগের সম্বন্ধে কোনও বিশেষ বিধি ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। এই সংশয় নিরাকরণের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৪৭।

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥

৩।৪।৪৭ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ + পক্ষেণ + তৃতীয়ং + তদ্বতঃ + বিধ্যাদিবৎ ॥

সহকার্য্যন্তরবিধিঃ :—অপর সহকারী উপায়ের বিধান। **পক্ষেণ :**—পাক্ষিক প্রয়োগ হেতু, অর্থাৎ, কোনও পক্ষে গ্রাহ্য, (যেমন সাশ্রমী পক্ষে গ্রাহ্য), কোনও পক্ষে অগ্রাহ্য (যেমন নিরাশ্রমী পক্ষে অগ্রাহ্য)। **তৃতীয়ং :**—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এ তিনের মধ্যে তৃতীয়, অর্থাৎ মানসিক। **তদ্বতঃ :**—তাহা অর্থাৎ বিদ্যাপ্রাপ্ত নিরপেক্ষের। **বিধ্যাদিবৎ :**—বিধি, নিয়ম প্রভৃতির ন্যায়।

৩।৪।২৬ ও ৩।৪।২৭ সূত্রে যজ্ঞাদি ও শমদমাদি বিদ্যার সহকারী উপায়রূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। কিন্তু উহাদের বিধান সাশ্রমী স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিতগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। এজন্য উহারা পাক্ষিকভাবে প্রযোজ্য। নিরাশ্রমী নিরপেক্ষগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। সাশ্রমীগণের পক্ষে শমদমাদি সাধন সাপেক্ষ, এজন্য করণীয়। নিরাশ্রমী নিরাপেক্ষগণের পক্ষে উহারা স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া থাকে। এজন্য উহাদের অনুষ্ঠান করণীয় নহে। উপাসনাও প্রধানতঃ তিন প্রকার :—কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। ইহাদের মধ্যে মানসিক উপাসনাই নিরাশ্রমী নিরপেক্ষগণের কর্ত্তব্য। কঠশ্রুতি এইজন্যই বলিয়াছেন :—**"মনসৈবেদমাপ্তব্যম্‌"** (কঠ, ২।১।১১)—মনের দ্বারাই ইহা প্রাপ্তব্য। বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৪।৫।৬ মন্ত্রে যে নিদিধ্যাসনের উপদেশ রহিয়াছে, তাহাও এই মানসিক ক্রিয়া। নিরপেক্ষ নিরাশ্রমীগণ সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছেন। দর্শন, শ্রবণ এবং মনন ক্রিয়া তাঁহাদের ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে সম্পন্ন হওয়া হেতু, তাঁহারা বর্ত্তমান উক্ত উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের আর উহাদের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। নিদিধ্যাসন বা মনে ঐকতানিক ধ্যানই তাঁহাদের অনুষ্ঠেয়। এই ধ্যানের দ্বারাই তাঁহাদের ভগবদ্‌স্বরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, এবং তাহাতেই তাঁহারা বিভোর এবং আনন্দসমুদ্রে মগ্ন থাকেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছেন যে, যেমন সন্ধ্যোপাসনাদি বিধি সাশ্রমীদিগের অবশ্য পালনীয়, নিরাশ্রমী নিরপেক্ষগণের সেইরূপ ভগবৎস্বরূপ

চিন্তা, জপার্চ্চনাদি করণীয়। ধ্যানপ্রধান বলিয়া এবং জপার্চ্চনাদি উহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া শ্রুতিতে ধ্যানের কথাই বলা হইয়াছে।

অতএব, ত্রিবিধ বিদ্যার্থীর অনুষ্ঠেয় নিরূপিত হইল।

ভাগবত বলিতেছেন :—

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যা চ বিদ্যয়া।
মমার্চ্চোপাসনাভির্ব্বা নান্যৈর্যোগ্যং স্মরেন্মনঃ॥

ভাগঃ ১১।২০।২৪।

"মমার্চ্চনধ্যানাদিভির্ব্বা, বাশব্দেনস্য পক্ষস্য স্বাতন্ত্র্যং দর্শয়তি"।

(শ্রীধর)।

—যম নিয়মাদি যোগমার্গ দ্বারা, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দ্বারা, বা আমার অর্চ্চনা বা ধ্যানরূপ উপাসনা দ্বারা মনঃ পরমাত্মাকে স্মরণ করিবে, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই। ভাগঃ ১১।২০।২৪।

যম নিয়মাদি স্বনিষ্ঠগণের পক্ষে, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা বা তত্ত্ববিচার পরিনিষ্ঠিত-গণের পক্ষে, এবং ভগবদর্চ্চনা ও ধ্যান নিরপেক্ষগণের পক্ষে বিধেয়, মনে করা যাইতে পারে।

মনে ঐকতানিক ভগবদ্‌স্বরূপ ধ্যানই ভক্তি। গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন, শ্রুতি মন্ত্রটি ৩।৪।৪২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

ভাগবতও এই কথাই বলিয়াছেন :—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥ ভাগঃ ১১।২।৫১।

—ত্রৈলোক্য রাজ্যলাভ হইলেও, যাঁহাদের ভগবদস্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না, অজিত ভগবান্ যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবগণের অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে যাঁহাদের মনঃ লব-নিমিষার্দ্ধ কালের জন্যও প্রাগুক্ত কারণে বিচলিত হয় না, ভগবচ্চরণারবিন্দকে সার বলিয়া দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই বৈষ্ণবাগ্র্য। ভাগঃ ১১।২।৫১।

যাঁহার এই প্রকার একতানতা আছে, তাঁহারই যথার্থ ভক্তি আছে, এবং তিনিই প্রকৃত ভাগবতোত্তম।

এইখানে পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি করিতেছেন, তবে কি তোমার মতে নিরপেক্ষ ভক্তগণ সম্বন্ধে গীতোক্ত লোক সংগ্রহের জন্য ফলাশা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে? তাঁহারা কি কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়া ভগবচ্চিন্তায় বিভোর থাকিবেন?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ, কর্ম্মের অর্থ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বড়ই শোচনীয়। তুমি কাহাকে কর্ম্ম বল? তোমার মতে মানসিক ব্যাপার কি কর্ম্ম নহে? তুমি তোমার আপত্তিতে গীতায় কথিত "লোক সংগ্রহের" উল্লেখ করিয়াছ। তাহাতে মনে হয়, তুমি গীতা আলোচনা করিয়াছ। তাহা হইলে তুমি জান যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন, **"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"**। (গীঃ ৩।৫)—কেহ কখনও ক্ষণকালের জন্য ও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। তারপর গীতায় ৫ম অধ্যায়ের ৮ম ও ৯ম শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন যে, দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, আহার, গমন, নিদ্রা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, কথোপকথন, মূত্র-পুরীষ ঘর্ম্মাদির ত্যাগ, গ্রহণ, এমন কি চক্ষুর পাতার উন্মিষণ-নিমীষণ—সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার কর্ম্ম। মনঃও ইন্দ্রিয়, সুতরাং মানসিক চিন্তাও কর্ম্ম। সুতরাং, ইহা স্পষ্ট যে, নিরপেক্ষ ভক্ত উপরে কথিত ইন্দ্রিয় ব্যাপার হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে পারেন না। তাঁহাকে কর্ম্ম ত করিতেই হইতেছে। মানসিক ভাবনা, ধ্যান বা ভগবচ্চিন্তনও কর্ম্ম—শুধু কর্ম্ম নহে, অতিশয় দুষ্কর, কষ্টসাধ্য কর্ম্ম! কোনও বিষয়ে গভীর চিন্তা করিলে, কি প্রকার ক্লান্তি অনুভূত হয়, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রত্যক্ষ। ভগবচ্চিন্তন বা ধ্যানও কর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, এবং নিরপেক্ষ ঐকান্তিক সাধক উক্ত প্রকার ভগবচ্চিন্তনে কষ্টসাধ্য কর্ম্মই করিয়া থাকেন। দৃশ্যতঃ স্থাণুর ন্যায় বসিয়া থাকিলেও এবং ব্যবহারিক কোন কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেও তিনি নিষ্কর্ম্মা, কর্ম্মসন্ন্যাসী নহেন। পরন্তু, অন্য পক্ষে সতত কর্ম্মশীল—কর্ম্মযোগী। কর্ম্মফল তিনি কামনা না করিয়া, অবশ্য করণীয় বোধে ভগবচ্চিন্তন বা ধ্যানরূপ কর্ম্মে কখনও বিরত নহেন। কর্ম্ম ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের প্রীতির জন্য এবং সে কারণ, ভগবানের বিভূতি বিকাশে অভিব্যক্ত, আপামর জীবগণের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের চিন্তাতেই কালযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জীবের সহিত শ্রীভগবানের সংযোগ সেতু।

তাঁহাদের অনুগ্রহে জীবগণ ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকারানুসারে অল্পবিস্তর জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। যেরূপ দূরবাহিনী নদীর সুস্বাদু পানীয় জল, নগরবাসী গৃহস্থের সহজ ব্যবহারে আনিবার জন্য নলের ভিতর দিয়া প্রত্যেকের বাটিতে আনা হয়, এবং তদ্দ্বারা সকলের স্নান পানাদি সুসম্পন্ন হয়, সেইরূপ এই প্রকার নিরপেক্ষ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানের অপার করুণা, অজস্র ধারায় সংসারে-তাপে তাপিত জনগণের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, তাহাদের পাপ, তাপ নাশ করতঃ, পরম পুরুষার্থ উৎপাদনের কারণ হয়। এ কারণেও নিরপেক্ষ ভক্তগণের সমুদায় কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ভগবচ্চিন্তনই গীতায় কথিত ব্যাপক কর্ম্ম সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা কর্ম্ম পরিত্যাগী নহেন, অথচ তাঁহাদেরই যথার্থ নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি। ফলাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে ভগবচ্চিন্তন রূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে, তাঁহাদের কর্ম্মজনিত বন্ধকত্ব নাই, অন্যপক্ষে আপামর জীবসাধারণের সংসারতাপ নাশের কারণ হওয়ায় মধুর আত্মপ্রসাদে এবং তজ্জনিত পরম সন্তোষে চিত্ত প্রফুল্ল। সমুদায় দিক্ তাঁহাদের সুখময়, আনন্দসমুদ্রে তাঁহারা নিমগ্ন, ভগবানের অজস্র করুণাধারায় তাঁহারা স্নাত ও পবিত্র এবং সে কারণ অপরের পবিত্রতা সম্পাদনের হেতু। না চাহিলেও ভগবদারাধনার এই পুরস্কার তাঁহারা ভগবদ্বিধানেই পাইয়া থাকেন। ভগবদারাধনার পুরস্কার বাহির হইতে আসে না, সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। অতএব বুঝা গেল যে, তাঁহারা কর্ম্মপরিত্যাগী নহেন, যথার্থ কর্ম্মযোগী।

৩।৪।৪৫ সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে ভক্তি দ্বারা ভগবানকে বশ করিতে পারা যায়। সে নিরপেক্ষ ভক্ত উক্ত প্রকার ভক্তি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাঁহার অসাধ্য কি আছে? এ প্রকার ভক্তের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মাত্মৈক্য দর্শন ত হইয়াছেই, ভগবানের সহিত অন্তরে বাহিরে একত্র সহাবস্থান তাঁহারাই লাভ করিয়া থাকেন। ৩।৪।৩৭ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৪।১৫ শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে, যে ভগবান্ উক্ত প্রকার ভক্তগণের পদধূলির লাভের জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মহিমার কি ইয়ত্তা আছে? সুতরাং তাঁহাদের আর কামনা বাসনার অবসর কোথায়? ভগবৎ প্রাপ্তিতে সমুদায় প্রাপ্তির পরিশেষ লাভ হইয়াছে। অতএব, কাম্য কর্ম্ম তাঁহাদের করণীয় নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

পূর্ব্বপক্ষ পুনরায় আপত্তি করিতেছেন, ৩।৪।৪২ সূত্রের আলোচনায়, নিরপেক্ষ ভক্তগণের ভগবদুপাসনা "কর্ম্ম" পর্য্যায় ভুক্ত নহে বলিয়াছ, আবার এখানে

বলিতেছ যে, উহা গীতোক্ত "কর্ম্ম" সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। এই উত্তরের মধ্যে কি বিরোধ হইতেছে না ?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদীর বক্তব্য এই যে, সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম্মই গীতায় কর্ম্মসংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ৩।৪।৪২ সূত্রে ব্যবহৃত "কর্ম্ম" শব্দে "কাম্য-কর্ম্ম" বলাই উদ্দেশ্য। নিরপেক্ষ ভক্তগণের ভগবদুপাসনা বা ভগবচ্চিন্তন যে কাম্য কর্ম্ম নহে, তাহা উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। কর্ম্মের ব্যাপক পর্য্যায়ভুক্ত হইলেও, ইহা "নৈষ্কর্ম্ম্য" বলিয়া ভাগবতে এবং গোপাল পূর্ব্ব তাপনী শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। কারণ, ইহার বন্ধকত্ব নাই। গোপাল পূর্ব্বতাপনী শ্রুতির মন্ত্র ৩।৪।৪২ সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

> —ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আসক্তিশূন্য হইয়া বেদোক্ত কর্ম্ম যদি অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহা ঈশ্বরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। বেদে ফলশ্রুতি কেবল কর্ম্মে রুচির উৎপাদনার্থ মাত্র। ১১।৩।৪৭।
>
> বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
> নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥
>
> ভাগঃ ১১।৩।৪৭।

কাম্য কর্ম্ম যখন অনাসক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরে অর্পিত হইলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির কারণ হয়, তখন ভগবদুপাসনা বা ভগবচ্চিন্তন, ফলাভিসন্ধিবিহীনভাবে কেবল ভগবদ্প্রীতির জন্য কৃত হইলে, যে "নৈষ্কর্ম্ম্য" বলিয়া অভিহিত হইবে, তাহার কথা কি ?

১২। কৃৎস্নভাবাধিকরণম্।

ভিত্তি :—

১। "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতি-শেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে॥"

(ছান্দোগ্য, ৮।১৫।১)।

—যথাবিধি গুরুশুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট সময়ে বেদ ও বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, আচার্য্যগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিবেন (ফিরিয়া আসিবেন)। তাহার পর গার্হস্থ্যে প্রবেশ করিয়া পবিত্র স্থানে বেদাধ্যয়ন করতঃ অপরাপরকে ধার্ম্মিক অর্থাৎ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আপনাতে প্রত্যাহৃত করিয়া তীর্থা-তিরিক্ত স্থানে সর্ব্বভূতহিংসাকার্য্য হইতে বিরত হইবেন। সেই লোক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া দেহপাতের পর ব্রহ্মলোক লাভ করেন, আর ফিরিয়া আসেন না, আর ফিরিয়া আসেন না। (ছাঃ ৮।১৫।১)।

[এই মন্ত্রে ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া দ্বিরুক্তি।]

২। "ভিক্ষাভুজশ্চ যে কেচিৎ পরিব্রাড়্ ব্রহ্মচারিণঃ।
তেঽপ্যত্রৈব প্রতিষ্ঠন্তে গার্হস্থ্যং তেন বৈ পরম্॥"

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৯।১১)

—ভিক্ষুক, পরিব্রাজক, ব্রহ্মচারী—ইঁহাদের সকলের ধর্ম্ম গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

(বি. পু. ৩।৯।১১)

৩। "গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি"॥

(মনু, ৬।৮৯)।

—গৃহস্থ আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; কেননা, এই আশ্রমই অন্যান্য তিন আশ্রমকে ভরণ করিয়া থাকে। (মনু, ৬।৮৯)।

সংশয় :—ছান্দোগ্য উপনিষৎ শিরোদেশে উদ্ধৃত ৮।১৫।১ মন্ত্রে গৃহস্থাশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এবং বিধিমত যাবজ্জীবন গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনকারী দেহ-ত্যাগে ব্রহ্মলোক লাভ করেন এবং তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না বলিয়া, উপনিষদের উপসংহার করিয়াছেন। অতএব, গৃহাস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শিরোদেশে উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের ৩।৯।১১ শ্লোক এবং মনুসংহিতার ৬।৮৯ শ্লোকার্দ্ধ ইহাই প্রতিপাদন করে। অতএব, তোমার সিদ্ধান্তানুসারে অনাশ্রমী, নিরপেক্ষ ভক্ত যে শ্রেষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিব কেন? কোথাও কোথাও যে গৃহত্যাগের উপদেশ আছে, তাহা স্তুতিপর মাত্র। সুতরাং গার্হস্থ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৪৮।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৩।৪।৪৮ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ + তু + গৃহিণা + উপসংহারঃ ॥

কৃৎস্নভাবাৎ :—সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়। **তু :**—আপত্তি নিরসনে। **গৃহিণা :**—গৃহস্থ আশ্রম বর্ণনা দ্বারা। **উপসংহারঃ :**—সমাপ্তি।

বিধিপূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনকারীই মোক্ষলাভ করেন, অপরে করেন না, এই উদ্দেশ্যে যে গৃহস্থ আশ্রম ও তাহাতে করণীয় কার্য্য বর্ণনা দ্বারা শ্রুতির উপসংহার করা হইয়াছে, তাহা নহে। গৃহস্থের ধর্ম্মে সকল প্রকার ভাব থাকাতেই ঐরূপ উপসংহার করা হইয়াছে। গৃহস্থের প্রতি বহুকষ্টসাধ্য নানা-প্রকার স্বাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন কর্ত্তব্যকার্য্যরূপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি অন্যান্য আশ্রমোক্ত ধর্ম্মও পালনীয় রূপে কথিত হইয়াছে। এই হেতু গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সকল প্রকার ধর্ম্ম থাকাতে, উহার বর্ণনা করিয়া উপনিষদের উপসংহার করায় কোনও প্রকার বিরোধের কারণ নাই।

ভিক্ষোর্ধর্ম্মঃ শমোঽহিংসা তপ ঈক্ষা বনৌকসঃ।
গৃহিণো ভূতরক্ষেজ্যা দ্বিজস্যাচার্য্যসেবনং ॥ ভাগঃ ১১।১৮।৪১।

ব্রহ্মচর্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।
গৃহস্থস্যাপ্যৃতৌ গন্তুঃ সর্ব্বেষাং মদুপাসনম্ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৪২।

—শম ও অহিংসা—ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তপশ্চর্য্যা এবং আত্মানাত্মবিবেক—বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। ভূতরক্ষা ও যজ্ঞাদি গৃহীর ধর্ম্ম। আচার্য্যসেবন ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্যা, তপস্যা, সন্তোষ, শৌচ, সর্ব্বভূতসৌহৃদ্য ও ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন, এ সকলও গৃহস্থের ধর্ম্ম। কিন্তু মদীয় উপাসনা সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। ভাগঃ ১১।১৮।৪১-৪২।

ভাগবতের এই দুই শ্লোকের সহিত ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৮।১৫।১ মন্ত্র পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অন্যান্য আশ্রমীর সমুদায় ধর্ম্মই গৃহস্থাশ্রমীর করণীয় হইয়া পড়ে। এই জন্যই উক্ত শ্রুতি গৃহস্থাশ্রমের কীর্ত্তন করিয়া উপসংহার করিয়াছেন। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য আশ্রমের হীনত্ব খ্যাপন করা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

[দৃষ্টান্ত দ্বারা সূত্রকার নিজ সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিতেছেন।]

ভিত্তি :—

১। "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব"।

(বৃহদারণ্যক, ৩।৫।১)।

—সেই হেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া বাল্যে অর্থাৎ বালকের ন্যায় নিরভিমান সরলতাদি স্বভাব অবলম্বনে থকিবেন। তাহার পর, বাল্য ও পাণ্ডিত্য স্থিরতররূপে লাভ করিবার পর, মুনি বা মননশীল হইবেন। শেষে, অমৌন ও মৌন উভয়ই নিশ্চয়রূপে লাভ করিবার পর ব্রহ্মেতে তন্ময় হইবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কিরূপ আচার অবলম্বন করিবেন? (ইহার উত্তরে বলিতেছেন) :—তিনি যেরূপ আচারই অবলম্বন করুন, তিনি ঐ-রূপেই থাকেন, অর্থাৎ, বিত্তৈষণাদি বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (বৃহঃ, ৩।৫।১)।

২। "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্য-কুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽ-মৃতত্বমেতি ॥" (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)।

—ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ বা বিভাগ ; প্রথম, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান, (ইহারা গৃহস্থে আশ্রিত বলিয়া প্রথম গৃহস্থাশ্রম বুঝিতে হইবে)। দ্বিতীয়, তপস্যা (ইহা দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম বুঝিতে হইবে), এবং তৃতীয়, আজীবন আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী)। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকগামী হন। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। (ছাঃ ২।২৩।১)।

৩। "অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্, ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব যো জ্ঞাতা তং বিন্দতেঽথ যদিষ্টমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবেষ্ট্বাত্মানমনুবিন্দতে।" (ছান্দোগ্য, ৮।৫।১)।

—লোকে যাহাকে যজ্ঞ বলিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই; কারণ, যে লোক তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই যজ্ঞের ফলভূত স্বর্গাদি লোক প্রাপ্ত হন। আর যাহাকে ইষ্ট (পূজা প্রভৃতি) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, কেননা, লোক ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আরাধনা করিয়া আত্মাকে (ব্রহ্মলোককে) লাভ করিয়া থাকে। (ছা, ৮।৫।১)।

৪। "অথ যৎ সত্রায়ণমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেব সত আত্মানস্ত্রাণং বিন্দতেঽথ যন্মৌনমিত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তদ্ ব্রহ্মচর্য্যেণ হ্যেবাত্মানমনুবিদ্য মনুতে॥"

(ছান্দোগ্য, ৮।৫।২)।

—যাহাকে সত্রায়ণ বলিয়া থাকে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই; কেননা, লোকে ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারাই সৎস্বরূপ আত্মার পরিত্রাণ সাধন করিয়া থাকে। আর যাহাকে মৌন বলে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যই; কারণ ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারাই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া লাভ করিয়া থাকে। (ছা, ৮।৫।২)।

৫। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনৈতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি"। (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।

—ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও বিষয়োপরতি রূপ তপস্যা দ্বারা এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, ইহাকে জানিয়াই মুনি হন। সন্ন্যাসীগণ এই আত্মলোক লাভের জন্যই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (বৃহ, ৪।৪।২২)।

৬। "ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ—তদহরেব প্রব্রজেৎ"। (জাবাল উপনিষৎ, ৪)।

—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন:—ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহস্থধর্ম্ম সমাপনান্তে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, তাহা সমাপনান্তে

সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অথবা, ব্রহ্মচারী হইতেই বা গৃহ কিম্বা বন হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা যায়। ব্রতী বা অব্রতী, স্নাতক বা অস্নাতক, সাগ্নিক বা নিরগ্নিক, যে কেহই হউক না কেন, যে দিনেই বৈরাগ্য জন্মিবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে।

(জাবাল, ৪)।

৭। "তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতুদুর্ব্বাসঋভুনিদাঘ-জড়ভরতদত্তাত্রেয়রৈবতক প্রভৃতয়োঽব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তস্ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শিক্যং পাত্রং জল-পবিত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতং চ ইত্যেৎসর্ব্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ"॥ (জাবাল উপনিষৎ, ৬)।

—সংবর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, রৈবতক প্রভৃতি পরমহংসগণ আশ্রমধর্ম্ম বা আচার চিহ্ন ধারণ করেন নাই। তাঁহারা যদিও প্রকৃতপক্ষে অনুন্মত্ত, কিন্তু উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেন। তাঁহাদের ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, পাত্র, জলপবিত্র, শিখা, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি আশ্রম চিহ্ন সকল "ভূঃ স্বাহা" মন্ত্রে জলে নিক্ষেপ করিয়া কেবল আত্মানুসন্ধানে রত ছিলেন। (জাবাল, ৬)।

সূত্র :—৩।৪।৪৯।

মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ॥ ৩।৪।৪৯॥

মৌনবৎ + ইতরেষাম্ + অপি + উপদেশাৎ॥

মৌনবৎ :—মৌনাশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায়। **ইতরেষাম্ :**—অন্যান্য আশ্রমের (অর্থাৎ, বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের; গার্হস্থ্য আশ্রম সম্বন্ধে বিচার চলিতেছে বলিয়া উহা এই সূত্রে সূত্রকারের লক্ষ্য নহে)। **অপি :**—ও। **উপদেশাৎ :**—শ্রুতিতে উপদেশ থাকা হেতু।

সূত্রকার বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যালাভ কোনও বিশেষ আশ্রমের নিজস্ব বস্তু নহে। সমুদায় আশ্রম হইতেই উহা লাভ হইতে পারে। ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের ঐকান্তিক চিন্তনই বা নিদিধ্যাসনই উহার উপায়। নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারীর পক্ষেও উহা সম্ভব। প্রমাণস্বরূপ শিরোদেশে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৮।৫।১ ও ৮।৫।২ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিতে গার্হস্থ্য আশ্রমের উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা হইয়াছে বলিয়া যে গার্হস্থ্য আশ্রম শ্রেষ্ঠ, তাহা নহে। কেননা, উক্ত শ্রুতিতেই অন্যান্য আশ্রমেরও উল্লেখ রহিয়াছে, এবং অন্যান্য আশ্রম যে তুল্যমঙ্গলপ্রদ, তাহাও স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ, উক্ত শ্রুতির ২।২৩।১ মন্ত্র শিরোদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অধিকারীভেদে আশ্রমের ব্যবস্থা। নিম্নাধিকারী প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। প্রবৃত্তিমার্গ হইতে, নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় স্বরূপ নিবৃত্তিমার্গে লইয়া যাইবার জন্য—অট্টালিকা আরোহণের সুবিধার জন্য সোপান শ্রেণীর ন্যায়—চারি আশ্রমের ব্যবস্থা। যাঁহারা উচ্চাধিকারী—পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফলে বা গুরু কৃপায় যাঁহাদের বিষয় বাসনা ক্ষীণ হইয়াছে—তাঁহারা পরম পদ লাভের জন্য যে কোনও দিনে, যে কোনও অবস্থায়, সমুদায় ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে পারেন। জাবাল উপনিষদের ৪ মন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিষয়বৈরাগ্যই প্রয়োজন—কামনার সহিত বিষয় উপভোগ, এবং ব্রহ্মবিদ্যালাভ একসঙ্গে হইতে পারে না। নিষ্কামভাবে বিষয় উপভোগ সন্ন্যাসীর উচ্চতম অবস্থা। শ্রীভগবান্ গীতার ১৮।২ শ্লোকে সমুদায় কর্ম্মফল ত্যাগকে "ত্যাগ" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন :—**"সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ"**।—কর্ম্মের অনুষ্ঠান আছে, ফলকামনা নাই—ইহাই ত সন্ন্যাসের উচ্চাবস্থা। যেমন ছান্দোগ্য শ্রুতির উপসংহারে গৃহস্থাশ্রমের বর্ণনা রহিয়াছে, সেইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৩।৫।১ মন্ত্রে মৌনাশ্রমের বর্ণনা রহিয়াছে। সেইরূপ অন্যান্য আশ্রমেরও, অর্থাৎ, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেরও উপদেশ ও বর্ণনা শ্রুতিতে আছে। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে। উক্ত গৃহস্থাশ্রমে অন্যান্য সমুদায় আশ্রমের ধর্ম্মের সমাবেশ হেতু, শ্রুতি উহার উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিয়াছেন, ইহাই শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য।

• সূত্রে **"ইতরেষাম্"** বহুবচন প্রয়োগ হইল কেন? গৃহস্থাশ্রম বিচার্য্য বলিয়া উহা নির্দ্দেশ্য করা সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্দ্দেশ করাই সূত্রকারের অভিপ্রায়। সুতরাং, **"ইতরয়োঃ"** এই দ্বিবচন পদ ব্যবহার করিলেই ব্যাকরণ শুদ্ধ হইত। ইহার উত্তরে ভাষ্যকারগণ বলিতেছেন যে, উক্ত দুই আশ্রমের বিভিন্ন বৃত্তি ভেদ ও অনুষ্ঠান ভেদ হেতু বহুবচন প্রয়োগ ঠিকই হইয়াছে।

শিরোদেশে উদ্ধৃত জাবাল উপনিষদের ৬ মন্ত্রে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, যাঁহাদের আত্মান্বেষণে তীব্র আগ্রহ, অন্য কথায় ভগবদ্বিরহে যাঁহারা আকুল, তাঁহারা আশ্রমলিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্‌পদেই সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করেন। তাঁহারাই নিরপেক্ষ, নিরাশ্রমী ভক্ত বলিয়া কথিত। এই প্রকার আকুল আগ্রহ যাঁহাদিগের, তাঁহাদের ভগবানের স্বরূপ দর্শনের বিলম্ব কোথায়? যোগশাস্ত্রেও ঋষি বলিয়াছেন, "তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ" (পাতঞ্জলদর্শন, সমাধিপাদ, ২১ সূত্র)—যাঁহাদের আগ্রহ তীব্র, তাঁহাদের কৈবল্যপ্রাপ্তি আসন্ন।

অতএব, প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবান্ সাধকের "ভাববন্ধু", (ভাগবত ১২।৮।৩৪)। যদি সাধক ভাবে ঠিক থাকেন, তবে কোনও আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হউন বা না হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। পরমপদলাভ তাঁহার সন্নিকট।

ভগবান অন্তর্য্যামীরূপে সকলের হৃদয়গুহায় বিরাজ করেন, এবং কে কিভাবে তাঁহার জন্য কাতর, তাহা তিনি অবগত আছেন, এবং সেই অনুসারে নিজ পরাগতি দান করিয়া থাকেন। ভাগঃ ৩।১৩।৪৮।

অনন্যদৃষ্ট্যা ভজতাং গুহাশয়ঃ
স্বয়ং বিধত্তে স্বগতিং পরঃ পরাম্॥
ভাগঃ ৩।১।৪৮।

—ভাগবত আরও বলেন যে, ভগবদুপাসনাই পরম পুরুষার্থ। ভগবদ্‌বিমুখ অন্যান্য দ্বাদশগুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে ভগবদ্‌ভক্ত চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। কারণ, উক্ত চণ্ডালের মনঃ, বচন, কায়িক চেষ্টা, অর্থ, প্রাণ সমুদায়ই ভগবানে অর্পিত; এবং নীচযোনিজাত বলিয়া জন্মগত বা সংস্কারগত অভিমানও তাহার নাই। গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ নিজেকে পবিত্র করিতে অসমর্থ, চণ্ডাল ভক্তিবলে কুল পর্য্যন্ত পবিত্র করে। ভাগঃ ৭।৯।৯।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি সকুলং ন তু ভূরিমানঃ॥
ভাগঃ ৭।৯।৯।

জ্ঞাননিষ্ঠ, বিষয় উপভোগে বিরক্ত সাধক বা ভগবদ্ভক্তের আশ্রমধর্ম্ম-প্রতিপালন একান্ত কর্ত্তব্য নহে। জাবাল উপনিষদের ৬ মন্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতও এই শিক্ষাই প্রদান করেন।

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

ভাগঃ ১১।১৮।২৭।

—জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত ব্যক্তি বা নিরপেক্ষ আমার ভক্ত, ত্রিদণ্ডাদি সহিত আশ্রমধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাস্ত্রের নিয়মাদির অধীন না হইয়া বিচরণ করিবে। ভাগঃ ১১।১৮।২৭।

"অবিধিগোচরঃ" কি প্রকার, তাহাই স্পষ্টতঃ বলিতেছেন :—

শৌচমাচমনং স্নানং নতু চোদনয়া চরেৎ।
অন্যাংশ্চ নিয়মান্ জ্ঞানী যথাহং লীলয়েশ্বরঃ॥

ভাগঃ ১১।১৮।৩৫।

—শৌচ, আচমন, স্নান, বিধির অনুগত হইয়া করিবেন না। আমি ঈশ্বর, লীলাভাবে যেরূপ সমুদায় কর্ম্ম আচরণ করি, জ্ঞানী-ব্যক্তিও অনাসক্ত হইয়া তদ্রূপে লোক শিক্ষার জন্য কর্ম্মাচরণ করিবেন। ভাগঃ ১১।১৮।৩৫।

১৩। অনাবিষ্কারাধিকরণম্ ॥

[সম্প্রতি অধিগতবিদ্য ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ করিবেন," সূত্রকার তাহারই বিচার করিতে অগ্রসর হইতেছেন।]

ভিত্তি :—

১। পূর্ব্ব সূত্রের শিরোদেশে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্র।

২। "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥"

(কঠঃ, ১।২।২৪)।

—যে লোক দুষ্কৃতাচরণ হইতে অবিরত নয়, অশান্ত নয়, অসমাহিত নয় এবং অশান্তচিত্তও নয়, সেই লোকই প্রকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা ইহাকে (পরম পুরুষকে) লাভ করেন। (কঠঃ, ১।২।২৪)।

৩। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। (ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২)।

—আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। (ছা, ৭।২৬।২)

সংশয় :—পূর্ব্বসূত্রের শিরোদেশে বৃহদারণ্যক শ্রুতির যে ৩।৫।১ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, "**বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ**"—বালভাবে অবস্থান করিবেন। "বালকের ভাব বা বালকের কর্ম্ম", এইরূপ অর্থে বাল্যশব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বালকের ভাব "বাল্য", বালক বয়সেই সম্ভব। প্রবীণ বয়স্ক অধিগতবিদ্য ব্যক্তির পক্ষে বালকের বয়স রূপ "বাল্য" ইচ্ছামত লাভ করা যায় না। সেইজন্য উক্ত অর্থ প্রযোজ্য নহে। অতএব বাল্য অর্থ বালকের আচরণ —উহা দুই প্রকার—একটি যথেচ্ছাচারিতা, উদ্দেশ্যহীন লীলা, বিষ্ঠামূত্রাদিতে অপবিত্র জ্ঞানহীনতা এবং বিষ্ঠামূত্রাদি গলাধঃকরণে অসঙ্কোচ ; এবং অপরটি— বালকের ভাবশুদ্ধি অর্থাৎ সরলতা, দম্ভদর্পাদিরাহিত্য, 'ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিতত্ব, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান প্রভৃতি। এই দুইটির মধ্যে কোন্ বালভাবটি গ্রাহ্য? প্রথমোক্তটি, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি, অথবা দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি? শাস্ত্রে অধিগতবিদ্যব্যক্তির পক্ষে যথেচ্ছাচারিতার উল্লেখ আছে। পূর্ব্বসূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।১৮।২৭ শ্লোকই ইহার প্রমাণ। বিশেষতঃ,

বালকের যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি প্রথমোক্ত ভাবই অধিক প্রসিদ্ধ। অতএব অধিগতবিদ্যব্যক্তি "বাল্যভাবে অবস্থান করিবেন" অর্থে বিষ্ঠামূত্রাদি অমেধ্য-লেপিত অঙ্গে বর্ত্তমান থাকিবেন এবং বিনা সংকোচে উক্ত অমেধ্যদ্রব্যাদি অঙ্গে লেপন, গুলাধঃকরণ প্রভৃতি করিবেন। কামাচারী, কামভক্ষ্য হইবেন। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৫০।

অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৩।৪।৫০ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্ + অন্বয়াৎ ॥

অনাবিষ্কুর্ব্বন্ :—নিজের মহিমা প্রকাশ না করিয়া। **অন্বয়াৎ :**—যে হেতু উহার সহিত বিদ্যার নিয়ত সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

ছান্দোগ্য শ্রুতির শিরোদেশে উদ্ধৃত ৭।২৬।২ মন্ত্রাংশে স্পষ্টই উপদিষ্ট হইয়াছে যে, আহার শুদ্ধিতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহা সার্ব্বজনিক বিধি। সুতরাং, কামাচার, কামভক্ষ্য হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। তাহাতে শ্রুতির উপদেশ লঙ্ঘন করা হয় এবং সেজন্য উহা বিদ্যার বিরোধী। শিরোদেশে উদ্ধৃত কঠশ্রুতির ১।২।২৩ মন্ত্রও যথেচ্ছাচারের বিরোধী। এ কারণ, বালকের যথেচ্ছাচার অনুসারে অবস্থান করা বৃহদারণ্যক শ্রুতির ৩।৫।১ মন্ত্রের অভিপ্রায় নহে। **বালকের ন্যায় ভাব শুদ্ধিই শ্রুতির অভিপ্রায়, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব, অধিগতবিদ্য ব্যক্তি বালকের ন্যায় সরল, নিরভিমান, দম্ভরহিত, শত্রুমিত্রে সমদর্শী, যৌবনোচিত ইন্দ্রিয়চেষ্টাবর্জ্জিত ভাবে বর্ত্তমান থাকিবেন, শ্রুতি ইহাই প্রচার করিতেছেন। কারণ, ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার শেষোক্ত ভাবের সহিতই বিদ্যার অন্বয় বা নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান।**

এ সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চরেৎ।
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্ গোচর্য্যাং নৈগমশ্চরেৎ ॥

ভাগঃ ১১।১৮।২৮।

—বিবেকবান্ হইলেও বালকের ন্যায় মানাপমান শূন্য হইয়া ক্রীড়া করিবে, নিপুণ হইয়াও জড়ের ন্যায় ফলানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ব্যবহার করিবে, বিদ্বান্ হইয়াও উন্মত্তের ন্যায় লোকরঞ্জন কামনা-ভাবে কার্য্য করিবে এবং বেদনিষ্ঠ হইয়াও অনিয়তাচারে বিচরণ করিবে। ভাগঃ ১১।১৮।২৮।

আবার বলিতেছেন :—

ন মে মানাপমানৌ স্তো ন চিন্তা গৃহপুত্রিণাম্।
আত্মক্রীড় আত্মরতির্বিচরামীহ বালবৎ॥ ভাগঃ ১১।৯।৩।

—আমার মান অপমান কিছুই নাই, অথবা গৃহবান্ বা পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের ন্যায় কোন চিন্তাও নাই। আমি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইয়া ইহলোকে বালকের ন্যায় বিচরণ করি। ভাগঃ ১১।৯।৩।

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীং।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরং॥ ভাগঃ ১১।২৯।১৬।

—স্বজন হইতে উপহাস, স্বীয় উন্মত্তত্ব দৃষ্টি, দেহদৃষ্টি ও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া—কুকুর, চণ্ডাল, গো, খর পর্য্যন্ত সমুদায় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। ভাগঃ ১১।২৯।১৬।

উপরে যে অর্থ লিখিত হইল, উহা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য সম্মত। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যকৃত অর্থও বড় সুন্দর। তিনি বলিতেছেন, শ্রীভগবানে সর্ব্বেন্দ্রিয় বিনিয়োগই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ভগবান রসস্বরূপ ও রসরাজ। রস বৃদ্ধির জন্যই তাঁহার উপাসনা গোপনে করিতে হয়। লোক সমক্ষে করিতে গেলে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া রসবৃদ্ধির অন্তরায় সৃজন করে। এজন্য সূত্রকার **"অনাবিষ্কুর্ব্বন্"** বলিয়াছেন। বিশেষতঃ, গোপনে হইলেই কোনও প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত না হওয়ায়, ভগবানের সহিত সম্বন্ধ অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সূত্রকার **"অন্বয়াৎ"** বলিয়াছেন। **যতদিন পর্য্যন্ত অন্তঃকরণে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকটিত না হয়, ততদিন বাহিরে উপাসনার আড়ম্বর দৃষ্ট হয়। অন্তরে স্বরূপ প্রকট হইলেই, তিনি আত্মার আত্মা, পরম প্রিয়তম, এই জ্ঞান হইলেই, আর সে প্রকার বাহ্যাড়ম্বর থাকে না।**

আমরা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাই যে, একটি প্রস্ফুটিত ফুলের নিকট ভ্রমর **গুঞ্জন করিতেছে। যতক্ষণ সে উক্ত পুষ্পের গোপন ভাণ্ডারে সঞ্চিত মধুর**

সন্ধান না পায়, ততক্ষণ উহার গুঞ্জনের এবং ঝঙ্কারের বিরাম নাই। মধুর সন্ধান পাইলেই ভ্রমর শান্ত, মধুপানে বিভোর ও পরম আনন্দে নির্বৃত, ঝঙ্কার গুঞ্জন সম্পূর্ণভাবে উপশান্ত। সাধন ক্ষেত্রেও তাই। যতদিন শ্রীভগবানের স্বরূপ অনুভবে না আসে, ততদিন বাহিরে পূজার আড়ম্বর। স্বরূপ অনুভূতি হইলেই সাধক ভগবদ্ভাবে বিভোর, আত্মহারা। তখন ভগবান সাধকের আত্মার আত্মা বলিয়া "মিলন লহরী ছুটে আত্মায় আত্মায়"। তখন কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাড়িত প্রবাহের ন্যায় ভক্তে ও ভগবানে ভাবের আদান প্রদান চলে। এই আদান-প্রদানের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সূত্রকার "অন্বয়াৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

ভক্ত ও ভগবানে এই আত্মায় আত্মায় ভাবের আদান-প্রদান রসপুষ্টি করে। যেমন, তাড়িত শক্তির যোগাত্মক কেন্দ্রের যোগাত্মক তাড়িৎ ঋণাত্মক কেন্দ্রে ঋণাত্মক তাড়িৎ সঞ্চারিত করে (Induce) এবং ঐ ঋণাত্মক তাড়িৎও যোগাত্মক কেন্দ্রে অপর যোগাত্মক তাড়িৎ সঞ্চারিত করিবার কারণ হয়, এবং উক্ত সঞ্চারিত (induced) যোগাত্মক তাড়িৎও ঋণাত্মক কেন্দ্রে আবার নূতন ঋণাত্মক তাড়িৎ সঞ্চারণের কারণ হয়, এবং এই প্রকার চলিতে থাকে, যতক্ষণ না উভয় তড়িৎ উভয় কেন্দ্রে পরস্পরের সাহচর্য্যে এত অধিক সঞ্চারিত হয় যে, উভয়ে সমুদায় বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তীব্র আগ্রহে মিলিত হইয়া শান্ত স্তিমিত ভাব ধারণ করে; ভক্ত ও ভগবানেও তাই। পরস্পর পরস্পরের রস সঞ্চারণের এবং ক্রমশঃ রস বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা রসপুষ্টি হইতে থাকে, যতদিন না ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে। ইহাই প্রকৃত নির্ব্বাণ। [বৌদ্ধ নির্ব্বাণ নাম মাত্র ব্যবহার করেন, প্রকৃত বস্তুর সহিত পরিচয় তাঁহার নাই।]

এই ব্যাপার হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥

ভাগঃ ১০।৩৩।১৭।

—বালক দর্পণে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আনন্দে হাস্য করে, সেই হাসি দর্পণগত মুখ প্রতিবিম্বে সমভাবে প্রস্ফুটিত হয়, বালক উহা অপর বালকের হাসিমুখ মনে করিয়া আরও আনন্দিত হয়, এবং তাহাতে

আরও হাসি ফুটিয়া উঠে, প্রতিবিম্বেও সমভাবে অধিকতর হাসি দেখিয়া আরও অধিক আনন্দ, আরও অধিক হাসি এই প্রকার আনন্দের ও হাসির বৃদ্ধি চলিতে থাকে। রাসে ভগবান ও গোপীগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের আনন্দ ও রসবৃদ্ধির কারণ ঐ প্রকার হইয়া থাকে।

ভাগঃ ১০।৩৩।১৭।

অতএব প্রতিপাদিত হইল যে, অধিগতবিদ্য ব্যক্তি আপনার মহিমা লোক সমক্ষে প্রকাশ না করিয়া, বালকের ন্যায় কপটতাহীন, সরল, ইন্দ্রিয়চেষ্টা বিরহিত, শক্রমিত্রে সমদৃষ্টি সম্পন্ন, অহৈতুকি আনন্দে আনন্দিত হইয়া কালযাপন করিবেন।

১৪। ঐহিকাধিকরণম্ ॥

[বর্ত্তমানে সূত্রকার বিদ্যোৎপত্তির কালের বিষয় আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন। প্রশ্ন এই, বিদ্যোৎপত্তি বর্ত্তমান জন্মেই হয়, অথবা, জন্মান্তরে হইয়া থাকে ? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার শ্রুতি প্রমাণ আছে।]

ভিত্তি :—

১। "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ,
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্য জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥"

কঠঃ ১।২।৭

—যিনি শ্রবণেও বহুলোকের লভ্য নহেন, অর্থাৎ, যাঁহার শ্রবণ নিতান্ত দুর্ল্ভ ও সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, শুনিলেও যাঁহাকে বহুলোকে জানিতে পারে না, অর্থাৎ, শ্রবণফল আত্মজ্ঞান সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ইহার বক্তা বা উপদেষ্টা আশ্চর্য্য, এবং যে তাঁহাকে লাভ করে, এরূপ লোকও আশ্চর্য্য। অধিক কি বলিব, তাঁহাকে বুঝাইতে পারেন, এমন আচার্য্যও আশ্চর্য্য (দুর্ল্ভ) এবং তদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রানুযায়ী অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করে, এরূপ শিষ্য বা শ্রোতাও আশ্চর্য্য বা দুর্ল্ভ। (কঠ, ১।২।৭)।

২। "মৃত্যুপ্রোক্তাং নচিকেতোঽথ লব্ধ্বা
বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নম্।
ব্রহ্মপ্রাপ্তো বিরজোঽভূদ্বিমৃত্যু-
রন্যোঽপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥" কঠ, ২।৩।১৮

—নচিকেতঃ যমরাজ কর্ত্তৃক কথিত ব্রহ্মবিদ্যা ও সমগ্র যোগবিধি প্রাপ্ত হইয়া পাপাদিদোষরহিত এবং মৃত্যুর কারণীভূত অবিদ্যাদি-বিহীন হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর যে কোনও ব্যক্তি নচিকেতার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন, তিনিও বিরজ ও বিমৃত্যু হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (কঠ, ২।৩।১৮)।

৩। "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহম্‌···"। ঋগ্বেদ, ৩।৬।১৫, বৃহঃ ১।৪।১০
"অস্মং গর্ভে বসন্‌ বামদেবঃ উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানঃ সন্‌"।

(সায়নভাষ্য)।

—বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে বাস কালেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, "আমিই মনু, আমিই সূর্য্য"।

(ঋগ্বেদ, ৩।৬।১৫, বৃহ, ১।৪।১০)

৪। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥"

(গীতা, ৬।৪০)।

"প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥"

(গীতা, ৬।৪৫)।

—হে অর্জ্জুন! কল্যাণকৃৎ কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

(গীতা, ৬।৪০)।

—উত্তরোত্তর অধিক যতমান যোগী নিষ্পাপ ও অনেক জন্মার্জ্জিত যোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া, তৎপরে পরা গতি প্রাপ্ত হন।

(গীতা, ৬।৪৫)।

সংশয়ঃ—কঠশ্রুতির ১।২।৭ মন্ত্রে স্পষ্টই কথিত আছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার উপযুক্ত উপদেষ্টা গুরু এবং উক্তরূপ উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত অধিকারী শিষ্য দুর্লভ। বিশেষতঃ কেহ শুনিলেও উহা ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং ইহজন্মে যে উহা সমুদায় সাধকের লাভ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? উক্ত কঠশ্রুতির ২।৬।১৮ মন্ত্রে দেখা যাইতেছে যে, নচিকেতা ইহজন্মেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। আবার অন্যপক্ষে, বৃহদারণ্যক শ্রুতির ১।৪।১০ ও ঋগ্বেদের ৩।৬।১৫ মন্ত্র এবং উহার ভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং, উহা লাভের জন্য তাঁহাকে জন্মগ্রহণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল, উক্ত জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে উহা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গীতায় শ্রীভগবান আশার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, কল্যাণকারী কেহ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। কল্যাণকর কর্ম্মাদির ফল সমুদায় সঞ্চিত থাকে, এবং জন্ম হইতে জন্মান্তরে আগ্রহের

সহিত কৃতপ্রযত্ন যোগী পরাগতি পাইবার অধিকারী হন। সুতরাং, দেখা যাইতেছে যে, কোথাও একজন্মে, কোথাও একাধিক জন্মের পর ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় যে, কর্ত্তা যে কোনও কর্ম্ম করে তাহার ফল ইহলোকে ইহজন্মে ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া করিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মবিদ্যা ইহজন্মের প্রযত্নের অব্যভিচারী ইহজন্মে প্রাপ্য ফল না হয়, তাহা হইলে কর্ত্তার প্রযত্নের প্রবৃত্তির তীব্রতা থাকিবে কেন? এই সংশয় সমাধানের জন্য সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৫১।

ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্দর্শনাৎ॥ ৩।৪।৫১॥

ঐহিকং + অপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে + তৎ + দর্শনাৎ॥

ঐহিকং :—ইহকালেই, এই জন্মেই। **অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে :**—প্রতিবন্ধক অপ্রস্তুত থাকিলে, অর্থাৎ, বিদ্যালাভের অন্তরায় উপস্থিত না থাকিলে। **তৎ :**—তাহা। **দর্শনাৎ :**—শ্রুতিতে দর্শন হেতু।

শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে যে, কাহারও ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয়, আবার কাহারও তজ্জন্য এক বা একাধিক জন্মান্তর প্রয়োজন। স্মৃতিও তাহাই প্রতিপন্ন করে। শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্রগুলি এবং গীতার শ্লোকগুলি তাহার প্রমাণ। অতএব, ইহজন্মেই যে সকলের বিদ্যালাভ হইবে, এরূপ কোনও অব্যভিচারী নিয়ম নাই।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিদ্যা অভেদ, এবং উহা স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ। উহা কর্ম্মলভ্য নহে। কর্ম্ম মাত্রই গুণসৃষ্ট এবং সে কারণ মায়ার প্রভাবাধীন। উহার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা—যাহা মায়ার বাহিরের বস্তু—লভ্য হয় না। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা—মায়াতীত বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য কর্ম্মপ্রযত্ন প্রচুর নহে। কর্ম্মজনিত মলিনতার আবরণে, উক্ত স্বপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু আবৃত থাকায়, এই আবরণ ক্রমশঃ স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর ও স্বচ্ছতম করাই কর্ম্মপ্রযত্নের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই আবরণই অন্তরায়। ইহাই সূত্রকার সূত্রে "প্রতিবন্ধ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহজন্মের পূর্ব্বে আমাদের কত শত শত, লক্ষ লক্ষ জন্ম গত হইয়াছে। উক্ত জন্মসকলের কৃত বহুপ্রকার কর্ম্ম

এই আবরণ বা প্রতিবন্ধক প্রস্তুত করিয়াছে। কর্ম্ম দ্বারা যাহা প্রস্তুত, কর্ম্ম দ্বারা তাহা ধ্বংস, ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত। এইজন্য মানব প্রযত্নের সার্থকতা। এই প্রযত্নের দ্বারা উক্ত আবরণ ক্রমশঃ যত স্বচ্ছ হইতে থাকে, ততই স্বয়ংপ্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ বিদ্যা স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রকাশ পাইতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ৩।২।২৪ সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। অতএব, বুঝা গেল যে, আবরণের স্বচ্ছতার ইতর বিশেষের উপরই "প্রতিবন্ধে"র বা অন্তরায়ের অল্পত্ব, অধিকত্ব নির্ভর করে। 'এবং উহার অপসারণ প্রযত্নের তীব্রতার ইতরবিশেষের উপর নির্ভর করে। যদি প্রযত্ন তীব্র, আগ্রহ আকুল হয়, এবং অন্তরায় অধিকতর শক্তিশালী না হয়, তবে ইহজন্মেই বিদ্যালাভ হইয়া থাকে। ইহা ৩।৪।৩৬ সূত্রের আলোচনায় আকস্মিক অতি সামান্য কারণে "দানা-বাঁধার" (crystallisation) দৃষ্টান্তে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্য পক্ষে যদি প্রযত্ন তীব্র বা আগ্রহ আকুল না হয়, এবং অন্তরায় শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে জন্ম জন্মান্তরের প্রয়োজন হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত (পৃঃ ৮০০) শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১১।৩।৪১ এবং ১১।২৮।৩৫ শ্লোক দুটি দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ বিস্তার ভয়ে এখানে আর পুনরুদ্ধার করা হইল না।

পূর্ব্বপক্ষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, যদি ইহজন্মে বিদ্যালাভ ইহ-জন্মের প্রযত্নের অব্যভিচারী ফল না হয়, তাহা হইলে প্রযত্নের তীব্রতা থাকিবে কেন? ইহার উত্তর এই যে, বিদ্যালাভ প্রযত্নের ব্যভিচারী বা অব্যভিচারী ফল নহে। উপরে বিদ্যালাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, যুক্তি, বিচারে এবং শ্রুতিমতে তাহাই একমাত্র উপায়। উহাই সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বজনিক নিয়ম। উহার ব্যভিচার নাই। যদি কেহ শ্রুতির এই উপদেশ সত্ত্বেও নিজের আত্মম্ভরিতায় প্রযত্নের শিথিলতা করেন, তবে তাহার ফল তাঁহাকে ভুগিতেই হইবে। অর্থাৎ, বিদ্যালাভ দূরে থাকুক, উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী "প্রতিবন্ধ" বা অন্তরায় সৃষ্টির কারণ হইয়া জন্মের পর জন্ম সংসার চক্রে পিষ্ট হওতঃ, জন্ম মৃত্যু পথে যাতায়াত করিতে থাকিবেন। যাঁহারা অমৃতত্বের প্রার্থী, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যাহাতে আবরণ উত্তরোত্তর অপসারিত হয়, তাহার চেষ্টা করা। উহা প্রযত্ন সাপেক্ষ, উহার জন্য প্রযত্ন না করিলে, উহা হইতে অব্যাহতি লাভ কি করিয়া হইতে পারে?

এখন প্রশ্ন উঠে, এই প্রযত্ন কি প্রকারে করিতে হয়? ভাগবত বলেন, কায়িক, বাচনিক, মানসিক—তিন প্রকারে শ্রীভগবানের সেবাই প্রকৃষ্ট পথ।

ইহার জন্য সমুদায় ইন্দ্রিয়গ্রাম তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিতে হইবে, এবং তাহা সর্ব্বদাই করিতে হইবে, অন্য প্রকার করণীয় মাত্রই থাকিবে না। এই প্রকার করিতে থাকিলে ভগবানের ইচ্ছানুসারেই ভক্ত কৃপা লাভ করিয়া থাকে, এবং তাহাতে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। এই প্রসঙ্গে ২।৩।৪২ সূত্রের আলোচনা দ্রষ্টব্য। ইন্দ্রিয়গণকে ভগবৎ সেবায় নিয়োগের উপদেশ ভাগবত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে দিয়াছেন :—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
বর্চাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥ ভাগঃ ৯।৪।১৫।
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজ সৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥ ভাগঃ ৯।৪।১৬।
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥
ভাগঃ ৯।৪।১৭।

—মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে, বাক্য তাঁহার গুণানুবর্ণণে, করদ্বয়কে হরিমন্দির মার্জ্জনে, এবং অচ্যুতের সৎকথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ভাগঃ ৯।৪।১৫।

—নয়নদ্বয়কে মুকুন্দ বিগ্রহ ও তাঁহাদিগের মন্দির দর্শনে, অঙ্গ-সঙ্গের স্পৃহাকে ভগবদ্‌ভৃত্যগণের আলিঙ্গন বা প্রণামজনিত গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবদ্ পাদপদ্মে বিরাজিত তুলসীর সৌরভগ্রহণে, রসনাকে ভগবানে নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে, চরণদ্বয় ভগবৎক্ষেত্র-পরিভ্রমণে ও মস্তক হৃষীকেশের পদাভিবন্দনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অপিচ, তিনি কাম অর্থাৎ স্রক্‌চন্দনাদিব্যবহার বিষয় ভোগের জন্য নয়—ভগবদ্দাস্যে, এবং যাহাতে ভগবদ্ভক্ত-

জনের প্রতি পরমভাব প্রাপ্তি হয় তাহার জন্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ভাগঃ ৯।৪।১৬-১৭।

এইরূপে সমুদায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখীন ভাব প্রত্যাহৃত হইয়া, ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় একভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে এবং ফলে ভগবানের স্বরূপে আপনাদিগকে হারাইয়া ফেলে। এ প্রকার ভগবৎ সেবায় কি হয়? ভাগবত বলিতেছেন :—

বাসুদেবে ভগবতি তদ্ভক্তেষু চ সাধুষু।
প্রাপ্তো ভাবং পরং বিশ্বং যেনেদং লোষ্ট্রবৎ স্মৃতং॥

ভাগঃ ৯।৪।১৪।

—এই প্রকার আচরণ করায়, তিনি ভগবান বাসুদেবে এবং তাঁহার সাধু ভক্তগণে পরমভাব বা ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রকার ভক্তিলাভ হইলে এই বিশ্বের সমুদায় বৈভব লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান হয়। ভাগঃ ৯।৪।১৪।

এই ভক্তিলাভ হইলেই সমুদায় বিক্ষেপ দূরীভূত হয়। ফলে "প্রতিবন্ধ" ধ্বংস, এবং স্বয়ম্প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব বা ভগবৎ স্বরূপ প্রকটিত হয়। ২।১।২৩ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।৩।৪১ শ্লোক ইহাই উপদেশ দেয়।

অন্যত্রও এই উপদেশ আছে, যথা :—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ভাগঃ ৬।১।১৩।
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণঃস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥ ভাগঃ ৬।১।১৪

—যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা অঘবান্ পুরুষ (অর্থাৎ, সংসারাবদ্ধ সাধারণ মানব), সেরূপ সম্পূর্ণ পবিত্র হয় না, যেরূপ ভগবানে অর্পিতপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহার ভক্তের সেবার দ্বারা পবিত্র হয়। সুতরাং, বাসুদেবপরায়ণ ভক্তগণ কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অঘ (পাপপুণ্য) বিনাশ করেন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সূর্য্য যেমন নীহার সম্পূর্ণরূপে নাশ করেন। ভাগঃ ৬।১।১৩-১৪।

এই "অঘই" যে আবরণ সৃষ্টি করিয়া প্রতিবন্ধক উপস্থিত করে,

ইহা বলিবার অপেক্ষা নাই। পাপ পুণ্য এই উভয়বিধ কর্ম্ম লইয়া এই "অঘ" গঠিত। ইহাই পুনর্জ্জন্মের, সংসারে গতাগতির কারণ। অতএব সম্পূর্ণভাবে ("কাৎ'স্ন্যেন") এই "অঘ" বিনাশ করিতে কি করা প্রয়োজন, তাহা ভাগবত সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারিলাম। শুধু বুঝিলেই হইবে না। ইহার আচরণ প্রয়োজন। ইহাই মানবের প্রচেষ্টা, এবং ইহার আবেগের তীব্রতার ইতর বিশেষের উপর প্রতিবন্ধ ধ্বংসের অগ্রপশ্চাৎ এবং সেকারণ বিদ্যালাভের কালাকাল, বিলম্ব-অবিলম্ব নির্ভর করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের ধ্বংস সাধন করিতে হয়। "অঘ" সমষ্টি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন, প্রচেষ্টাও কর্ম্ম। সুতরাং প্রচেষ্টার দ্বারা "অঘ" ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই স্বপ্রকাশ বিদ্যা উজ্জ্বল ভাবে উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে, ইহা বিশদ ভাবে বুঝা গেল।

এই ভক্তি লাভ হইলে আর কি পাইবার অবশিষ্ট থাকে? তখন ত সমুদায়ই পাওয়া হইয়া গিয়াছে। এই ভক্তি প্রভাবে ভগবানকে তাঁহার নিজের বিধান বলে বাধ্য করিয়া আত্মদান পর্য্যন্ত করাইতে পারা যায়। স্বতন্ত্র ভগবানের স্বতন্ত্রতা অপলোপ করিয়া, সর্ব্বশক্তিমানের সমুদায় শক্তি হরণ করিয়া, তাঁহাকে খেলার পুতুলে পরিণত করা যায়। ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ৩।৪।৪৪ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ভাগবতের ১১।২৬।২৯, এবং ৩।৪।৪৫ সূত্রের আলোচনায় উদ্ধৃত ৬।১৬।৩০, ১০।৪৮।২২, ১০।৬০।৩৭, ৯।৪।৪৮, ১০।৮০।৮, ১১।২।২৯ প্রভৃতি শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য।

১৫। মুক্তিফলাধিকরণম্ ॥

[বিদ্যোৎপত্তির যেমন নির্দ্দিষ্ট কাল এবং তৎসম্বন্ধে কোনও অব্যভিচারী নিয়ম নাই, মুক্তিফল সম্বন্ধেও সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট কাল বা অব্যভিচারী নিয়ম নাই। এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্য সূত্রকার অগ্রসর হইতেছেন।]

ভিত্তি :—

১। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"
(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ব্রহ্মমেধে পুরুষসূক্তম্)
—সেই আদিত্যবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞানান্ধকারের অতীত মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিলে এই দেহেই অমৃতত্বলাভ করা যায়। আশ্রয় করিবার আর অন্য পথ নাই। (তৈত্তিঃ আঃ ব্রঃ পুঃ সূঃ)।

২। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"। (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৮)।
—তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়। (শ্বেতা, ৩।৮)।

৩। "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ॥
(ছান্দোগ্য ৬।১৪।২)।
—তাঁহার সেই পর্য্যন্ত বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়। তাহার পর ব্রহ্মসংস্থ হন বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।
(ছাঃ, ৬।১৪।২)।

সংশয় :—শিরোদেশে উদ্ধৃত (১) ও (২) শ্রুতিমন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে, বিদ্যালাভ হইলেই অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ, মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১৪।২ মন্ত্রে স্পষ্ট উক্তি দেখা যায় যে, প্রারব্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না। অতএব ইহার সমাধান কি? মুণ্ডক শ্রুতির ৩।২।৯ মন্ত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে, "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন। ইহার সহিত শিরোদেশে উদ্ধৃত (১) ও (২) শ্রুতি মন্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। এই সকল মন্ত্রে প্রারব্ধের কোনও কথা নাই। আবার, বিদ্যা সমুদায় কর্ম্ম ধ্বংস করে। ইহাও মুণ্ডক শ্রুতির ২।২।৮ মন্ত্রে স্পষ্ট উপদেশ আছে, যথা, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" এখানে "কর্ম্মাণি" বহুবচন থাকা হেতু

প্রারব্ধ কর্ম্মও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় মনে হয়। সুতরাং, প্রারব্ধ কর্ম্ম যে বিদ্যা লাভ হইবার পরে ধ্বংস হয় না, ইহা বুঝিব কি প্রকারে? এই সকল শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্য শ্রুতির বিরোধের সমাধান কি? মনে হয়, যে বিদ্যালাভ হইলেই প্রারব্ধের সহিত সমুদায় কর্ম্মের ধ্বংস হেতু ইহজন্মেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে সূত্রকার সূত্র করিলেন :—

সূত্র :—৩।৪।৫২।

এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥ ৩।৪।৫২ ॥

এবং + মুক্তিফলানিয়মঃ + তদবস্থা + অবধৃতেঃ ॥ (অধ্যায়ে সমাপ্তি সূচক দ্বিরুক্তি)।

এবং :—এই প্রকার অর্থাৎ বিদ্যোৎপত্তির ন্যায়। **মুক্তিফলানিয়মঃ :**—মুক্তিরূপ ফলোৎপত্তির অব্যভিচারী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। **তদবস্থা :**—সেই প্রকার অবস্থা। **অবধৃতেঃ :**—অবধারিত থাকা হেতু। (অধ্যায় সমাপ্তি-নির্দ্দেশক দ্বিরুক্তি)।

বিদ্যোৎপত্তি যেমন প্রতিবন্ধের অপসারণের উপর নির্ভর করে, এবং উহা যে ইহজন্মেই হইবে, এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; প্রতিবন্ধের অপসারণে উহার উৎপত্তি—এই মাত্র নিয়ম; সেইরূপ মুক্তিলাভের হেতু, প্রথম—বিদ্যোৎপত্তি, এবং দ্বিতীয়—প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ। যদি কোনও লব্ধবিদ্য ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্ম ইহ জন্মেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধ জনিত দেহপাতান্তে তাঁহার মোক্ষ লাভ হইবে। আবার, অপর কোনও লব্ধবিদ্য ব্যক্তির যদি প্রারব্ধ নাশ করিতে জন্মান্তর প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহজন্মের দেহপাতে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই লব্ধবিদ্য ব্যক্তির মুক্তি লাভ, ইহাই নিয়ম, এবং প্রারব্ধ কর্ম্মই উহার প্রতিবন্ধক। ইহা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে স্পষ্ট অবধারিত হইয়াছে। বিদ্যা দ্বারা প্রারব্ধ ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মের ধ্বংস হইয়া যায়। প্রারব্ধ ধ্বংসের জন্য ভগবন্নির্দ্দিষ্ট ভোগ প্রয়োজন, এবং সেই ভোগের জন্য প্রারব্ধ জনিত দেহ ধারণ প্রয়োজন। ভগবদিচ্ছানুসারী কর্ম্মদেবতাগণই জানেন, ইহজন্মেই কোনও বিশেষ ব্যক্তির

প্রারব্ধ নাশ হইবে কি না। যাঁহার হয়, তিনি দেহান্তে মুক্তিলাভ করেন, যাঁহার হয় না, তাঁহাকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

ঠিক ব্যবহারিক জগতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি নির্ণয়ের (ডিক্রির) ন্যায়। উহার বিরুদ্ধে আর আপিল চলে না। ডিক্রি হইয়া গেলে আর উহার পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। উহার জারি (execution) চলিতে থাকে এবং সে জন্য যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রি হইয়াছে, তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতেই হয়। প্রারব্ধও ভগবানের বিচারের নির্ণয় (ডিক্রি)। তাহার উপর আপিল চলে না। সংসারের ভোগই উক্ত ডিক্রিজারীর পরিচয়। যাহার একজীবনের ভোগে ডিক্রি না মিটে, তাহার জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া উহা মিটাইতে হয়, তাহার পর মুক্তি।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লব্ধবিদ্য ব্যক্তির দৃষ্টিতে ব্রহ্মই সর্ব্বময়—উপরে, নীচে, ডাহিনে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে। দেহ আছে কি নাই, এ জ্ঞান তাঁহার নাই। প্রারব্ধ ভোগ ত দেহেরই। সুতরাং তাঁহার দৃষ্টিতে যখন দেহই নাই, তখন প্রারব্ধ থাকিবে কি প্রকারে? তাঁহার দৃষ্টিতে প্রারব্ধ নাই। ব্যবহারিক জীব বিদ্যালাভের পরও তাঁহাকে ব্যবহারিক জগতে দেহধারী রূপে দর্শন করিয়া মনে করে যে, প্রারব্ধ ভোগের জন্যই দেহ রহিয়াছে।

মুক্তি পাক্ষিক হইতে পারে না। ইহা একটি নির্দ্দিষ্ট অবস্থা—নিজের আত্মস্বরূপ বিকাশ। তাহা ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্র হইতে উপলব্ধ হইবে। সুতরাং প্রারব্ধভোগ অবশিষ্ট থাকিলে উহা হইতে পারে না। লব্ধবিদ্য ব্যক্তি জীবন্মুক্ত অবস্থায় প্রারব্ধ ভোগ পর্য্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ জনিত ভোগ জড়চৈতন্য সমাবেশে উৎপন্ন দেহের মাত্র, উহার সহিত আত্মস্বরূপের কোনও প্রকার সংস্পর্শ নাই, উহার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া লব্ধবিদ্য জীবন্মুক্ত পুরুষ কাতর বা বিকল হন না। নিজ আত্মস্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কোনও প্রকার ভোগই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কৃত অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে ৯০ হইতে ৯৯ এই ১০টি শ্লোকে প্রারব্ধের বিচার করিয়াছেন। মদালোচিত "অপরোক্ষানুভূতি" গ্রন্থে উহা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ মানবের মুক্তিলাভের উপায় সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন :—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

ভাগঃ ১০।১৪।৮।

—জীবনের ছোট বড় প্রত্যেক ব্যাপারে ভগবানের অনুকম্পার নিদর্শন দর্শন করিয়া, এবং জাগতিক ভোগ সকল নিজের প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবন্ধন, ইহা ধারণা করিয়া, কায়মনোবাক্যে ভগবানকে নমস্কার করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়া যে ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে পারেন, মুক্তিপদ তাঁহার পক্ষে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃত্যক্তধনে জন্মগত অধিকারী পুত্রের ন্যায় বিনা আয়াসে অবশ্য প্রাপ্য। ভাগবতঃ ১০।১৪।৮।

ভাগবত অন্যত্রও বলিতেছেন :—

অস্মিঁল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥ ভাগঃ ১১।২০।১১।

—প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ এই সংসারে বর্ত্তমান ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, অনঘ ও শুচি হইয়া জীবন যাপন করিয়া গেলে বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞান বা আমার ভক্তিপ্রাপ্ত হয়। ভাগঃ ১১।২০।১১।

উপরে লিখিত অর্থ শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য ও বলদেব সম্মত। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্য ইহার ভক্তিমার্গীয় একটি সুন্দর অর্থ তাঁহার কৃত অনুভাষ্যে দিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

তাঁহার মতে, শিরোদেশে উদ্ধৃত ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১৪।২ মন্ত্রের অর্থ এই যে, মুক্তির পর, মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তির "ব্রহ্ম সম্পত্তি লাভ" উক্ত মন্ত্রে কথিত হইয়াছে। উহা পুরুষোত্তম ভগবানের লীলারসানুভবের অতিরিক্ত কিছুই হইতে পারে না। ইহা সূত্রকার ১।৩।২ সূত্রে "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অতএব, "মুক্তিফল" অর্থাৎ মুক্তির ফল—ভক্তি রসানুভব। এই ভক্তি রসানুভব রূপ পূর্ণ মুক্তির ফলোৎপত্তির কোনও নিয়ম নাই।

ইহা ভগবদিচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। উহা সাধনলভ্য নহে। বিশেষতঃ, শ্রীভগবান মুক্তি দিতে কার্পণ্য করেন না। কিন্তু ভক্তি প্রদানে তিনি রুদ্ধহস্ত। কারণ, তিনি জানেন যে, ভক্তি পাইলে, তাঁহাকে ভক্তের নিকট নিজ স্বতন্ত্রতা হারাইতে হইবে। এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

> রাজন্ পতিগুরুরলং ভবতাং যদূনাং
> দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
> আস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
> মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥
>
> ভাগঃ ৫।৬।১৮।

—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :— হে রাজন! ভগবান মুকুন্দ (মুক্তিদাতা), তোমাদের এবং যদুগণের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি এবং কদাচিৎ দৌত্যাদি কার্য্যে তোমাদের কিঙ্করের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। ভগবান ভক্তগণের প্রতি এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ কারণ, তিনি ভজনকারীগণকে মুক্তি দিতে মুক্তহস্ত, কিন্তু ভক্তি সহজে দান করেন না। ভাগঃ ৫।৬।১৮।

ভাগবত এই শ্লোকে ছান্দোগ্য শ্রুতির ৬।১৪।২ মন্ত্রের প্রকৃত রহস্যার্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই সূত্রকার মুক্তিফলের অনিয়ম বলিয়া অধ্যায় সমাপ্তি করিয়াছেন।